গবর্ণমেণ্ট কোড্‌ ৪

১৮৮১

[illegible]

Libr Tracer
Uttarpara Jaikrishna Public Library
Govt of West Bengal

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY JULY 5, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal,

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নির্দ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 2774A

GENERAL —*The 17th June* 1881 —Mr T D Beighton Officiating District and Sessions Judge Rungpore is allowed leave for three months under Rule 2 Section 72 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo

Mr I F G Campbell Joint Magistrate and Deputy Collector Rungpore is appointed to act as District and Session Judge of that district during the absence on leave of Mr T D Beighton or until further orders

The 18th June 1881 —Baboo Protap Chunder Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector is allowed leave for six months under section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of the 9th June 1880

Baboo Chunder Narain Coopta Deputy Magistrate and Deputy Collector Deoghur Sonthal Pergunnahs is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Jugut Doolub Byack Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Magoorah Jessore is transferred to the Sonthal Pergunnahs and is posted to the Deoghur division in that district during the absence on leave of Baboo Chunder Narain Coopta or until further orders

Moulvi Syed Obeidullah Deputy Magistrate and Deputy Collector Khoolna Jessore is transferred to the middle station of the Furidpore district

Baboo Prem Kumar Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector Moorshedabad is transferred to the district of Jessore and is appointed to have charge of the Khoolna division of that district

Baboo Anund Chunder Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector Backergunge is appointed to have charge of the Patuakhally division of that district during the absence on leave of Baboo Chunder Seeker Banerjee or until further orders

Baboo Rajessore Narain Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty in Cooch is allowed leave for eight days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 6th instant

The 20th June 1881 —Baboo Suresh Chunder Dey Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is transferred to Howrah

The 21st June 1881 —Mr J H Kenny Assistant Commissioner Dalanwa Lohardaga is appointed to officiate until further orders in the First Grade of Assistant Commissioners vice [illegible] on deputation

The 22nd June 1881 —Mr C P I Macaulay Officiating Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department is allowed leave for two months and twenty seven days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 3rd proximo or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr H M Kisch Under Secretary to the Government of Bengal Judicial and Political Department is appointed to officiate as Secretary to the Government of Bengal in the Financial Department during the absence on leave of Mr C P I Macaulay or until further orders

Mr W D Barth Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is appointed to officiate as Under Secretary to the Government of Bengal in the Judicial and Political Departments during the absence on deputation of Mr H M Kisch or until further orders

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector Basirhat 24 Pergunnahs is allowed furlough for six months under Section 131 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the [illegible] proximo

Baboo Pulinal Das Haldar Deputy Magistrate and Deputy Collector is confirmed in his appointment as Manager of the Chota Nagpur Estate with effect from the date of the retirement of Major N Lowe

[*Extraordinary Gazette 4th July* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৭৭৪ নম্বর।

সাধারণ।— ১৮৮১ সাল ৭ জুন।— রঙ্গপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত টি ডি বেটন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদ ও আগামি মাসের ১৫ তারিখ অবধি তিন মাস ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত টি ডি বেটন সাহেবের ছুটী প্রাপ্ত অনুপস্থিতি কালে অর্থাৎ যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় রঙ্গপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ ডে কি কাম্বল সাহেব ঐ জিলার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুন।— ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৮ সালের ৩ মাসের ৯ তারিখে আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ৭ দিন কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৮ অধ্যায়ের ১৭ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেবগড়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় যশোহরের অন্তর্গত মাগুরার একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু বসাক সাঁওতাল পরগনার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। সেই জিলার অন্তর্গত দেবগড় মহকুমায় অবস্থাপিত হইবেন।

যশোহরের অন্তর্গত ফলনার একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী ইমদাদ আলী বাকরগঞ্জ জিলার সদর মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী কুমার ঘোষ বাকরগঞ্জ জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত খুলনা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র সেন ঐ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালি মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পাবনার বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকিশোর রায় ৭ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে এই মাসের ৬ তারিখ অবধি আট দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ জুন।—২৪ পরগনার একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দাস হাবড়ায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১১ জুন।—রঙ্গপুরের প্রেরিত সাহেব শ্রীযুক্ত এ ই গর্ডন সাহেবের পরিবর্ত্তে লোকাল রঙ্গপুরের অন্তর্গত পাগলাহাট ও মটোট কমিশনের শ্রীযুক্ত আর এ ব্রোক্স সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় আসিষ্টাণ্ট কমিশনরদের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ জুন।—ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত সি পি এল মেকলে সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি যাবৎ তাঁহার পদ ত্যাগের তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস ৭ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি পি এল মেকলে সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জুডিশিয়াল ও পোলিটিকাল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এ এম কিং সাহেব ফিনান্সিয়াল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ এম কিং সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার একটি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ ডি সাম্থ সাহেব জুডিশিয়াল ও পোলিটিকাল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত খাঁ জাহানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩ অধ্যায়ের ১ ধারামতে আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি ছয় মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

মেজর শ্রীযুক্ত এন লোইস সাহেবের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের তারিখ অবধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু খাঁন লাল সাহেবের ছোট নাগপুর ইষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ স্বীয় পদে স্বতন্ত্রাধিকারযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

The 23rd June 1881 —Mr H L Dampier, c s has reported his departure from India on furlough, on the 4th June 1881

Mr J R Hand Deputy Magistrate and Deputy Collector has reported his departure from India on furlough on the 18th May 1881

Mr H J Newbery c s has reported his departure from India on furlough on the 24th March 1881

The 27th June 1881 —Mr J C Price Officiating Magistrate and Collector of Midnapore on leave is appointed to be a Magistrate and Collector of the First Grade, with effect from the 18th April last

Mr T Norman Magistrate and Collector of Balasore on leave is appointed to be a Magistrate and Collector of the Second Grade with effect from the 18th April last

Mr H Mosley Officiating Magistrate and Collector of Moorshedabad is appointed to be a Magistrate and Collector of the Third Grade with effect from the 18th April last Mr Mosley will continue to act until further orders, in the Second Grade of Magistrates and Collectors

Mr J F Bradbury is appointed to be a Joint Magistrate and Deputy Collector of the First Grade with effect from the 18th April last Mr Bradbury will continue to act until further orders as District and Sessions Judge of Furreedpore

Mr H G Cooke temporary Joint Magistrate and Deputy Collector Balasore on leave is appointed to be a Joint Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade with effect from the 18th April last Mr Cooke will continue to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

Mr I W Badcock is appointed temporarily to be a Joint Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade with effect from the 18th April last *vice* Mr H G Cooke Mr Badcock will continue to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

ZOOLOGICAL GARDENS —*The 25th June* 1881 —Mr D F Martin Executive Engineer 2nd Calcutta Division is appointed to be a member of the Committee of Management of the Zoological Gardens Alipore

POLICE —*The 28th June* 1881 —Mr A Anley is appointed to be District Superintendent of Police Dinagepore with effect from the date on which he joined his appointment

LEGISLATION —*The 18th June* 1881 —The Rev H R Brown Baptist Minister Union Chapel Darjeeling is authorized under Clause 3 Section 5 Act XV of 1872 to solemnize marriages between persons one or both of whom is a Christian or Christians

REGISTRATION —*The 24th June* 1881 —Mr J B Pratt Special Sub Registrar of Arrah is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Moulvi Ishan Ali Khan Rural Sub Registrar of Russerah in the district of Durbhunga is appointed to act as Special Sub Registrar of Arrah during the absence, on leave of Mr J B Pratt or until further orders

EDUCATION —*The 18th June* 1881 —Mr W H Paulson B A Professor Krishnaghur College is appointed to be a Professor in the Presidency College with effect from the date on which the latter College re opens after the summer vacation

The 20th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Shahabad —

Baboo Ramprasad Subordinate Judge
" Durga Dass Chowdry Deputy Magistrate and Deputy Collector
" Sewnundon Lall Roy Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector
" Chunder Narain Singh Deputy Magistrate and Deputy Collector
" Radha Shyam Singh, ditto ditto.
Dwarka Nath Bhattacharjee Moonsif
" Abinash Chunder Ghose, Pleader
" Jodu Nath Sahai, ditto
" Gobind Prosad ditto
" Thacoor Prosad Sinha Zemindar

[*Government Gazette, 5th July* 1881]

১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—শ্রীযুক্ত এচ এস ডাম্পিয়র সাহেব, সি এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের ৪ জুলাই ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে অব [illegible] সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের মে মাসের ৮ তারিখ ভারতবর্ষহইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

শ্রীযুক্ত এচ জে, সি বেবি সাহেব সি এস নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮ সালের ২৪ মার্চে ভারতবর্ষহইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

৮৮ সাল ২৭ জুন।—মেদনীপুরের ছুটী প্রাপ্ত একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে সি প্রাইস সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বর পদে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত টি মর্ম্মান সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ মোমলী সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বর পদে নিযুক্ত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুক্ত জে এস, ট্রেভরি সাহেব গত আপ্রিল মাসের ৮ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, তিনি ফরীদপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

বালেশ্বরের কিয়ৎকালীন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, জি কুক সাহেব গত আপ্রিল মাসের ১৮তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি ছুটী লইয়াছেন, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুক্ত এচ জি কুক সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত এফ ডবলিউ বাডকক সাহেব গত আপ্রিল মাসের ২৮তারিখ অবধি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

পশু পক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ডের এক্সেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডি এফ মার্টিন সাহেব আলিপুরস্থ পশু পক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যানের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসী বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৮ জুন।—শ্রীযুক্ত এ আনলী সাহেব, যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ধর্ম্মক ব্যবসায়ীর।—১৮৮১ সাল ৮ জুন।—ব্রাজিলিয়ের ইউনিয়ন চ্যাপেলের ব্যাপ্টিষ্ট মিনিষ্টার পাদরী শ্রীযুক্ত এচ আর ব্রোন্স সাহেব খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বি এক বা উভয় ব্যক্তির বিবাহ সাধন করিতে ৮৭২ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণমতে ক্ষমতা পাইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—আরার বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জে বি প্রাট সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ে ৭১ ধারামতে তিন মাস ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে বি প্রাট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে আরা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত রসেড়ার গ্রাম্য সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত মৌলবী রশীদআলি খাঁ আরার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক — ৮৮১ সাল ৮ জুন।—কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ পলসন সাহেব, বি এ গ্রীষ্মের ছুটীর পর প্রেসিডেন্সী কালেজ খুলিবার তারিখ অবধি প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২০ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শাহাবাদ জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ বাবু।
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী।
একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শিবনন্দন লাল বাবু।
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ।
ঐ ঐ বাবু রাধাশ্যাম সিংহ।
মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য।
উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
,, ,, বাবু যদুনাথ শাহায়।
,, গোবিন্দ প্রসাদ বাবু।
জমীদার বাবু ঠাকুরপ্রসাদ সিংহ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ৫ জুলাই।]

The 24th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District School Committee of Beerbhoom —

Baboo Promotho Nath Mookerjee Subordinate Judge, Beerbhoom
Kanai Lal Mookerjee Sudder Moonsif ditto
Nibaran Bhattacharjee Sub Inspector of Schools ditto

Baboo Kailash Chunder Bhattacharjee Headmaster of the Zillah School Noakholly is appointed to be a member of the District School Committee of Noakholly *vice* Mr William Dutt transferred

The 27th June 1881 —Mr R S Greenfields Assistant Magistrate and Collector Rungpore is appointed to be Secretary to the District School Committee of Rungpore *vice* Baboo Kanai Lall Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector on leave

OPIUM —*The 21st June* 1881 —Mr T F Peppe Sub Deputy Opium Agent Shahabad is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr W T Ryves Assistant Sub Deputy Opium Agent Cuttack is appointed to act as sub Deputy Opium Agent of Shahabad during the absence on leave, of Mr F F Peppe or until further orders

MARINE —*The 25th June* 1881 —Mr L H Palmer Officiating Port Officer of Balasore and Chandbally is confirmed in that appointment from the date of the confirmation of Mr F W Webster as Assistant River Surveyor

MEDICAL —*The 13th June* 1881 —Assistant Surgeon Radha Raman Ghose attached to the Dispensary at Palamow in the district of Lohardugga is also appointed to have medical charge of the sub division and the subsidiary jail at Daltonganj

The 28th June 1881 —The services of Mr D J Fresham Apothecary attached to the Medical College Hospital Calcutta are replaced at the disposal of the Government of India in the Military Department

Assistant Surgeon Debabundhoo Dutt attached to the Burdwan Dispensary was in medical charge of the Civil Station of Burdwan from the 23rd March to the 28th May 1881

Assistant Surgeon Lal Madhub Mookerjee is allowed furlough for one year under Section 131 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 1st July next

MUNICIPAL —*The 22nd June* 1881 —The following gentlemen are appointed to be commissioners of the Municipality of Kurseong in the district of Darjeeling —

The Rev J M Griffiths | Dr A B Morris

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality of Baboo Shama Churn Banerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The 23rd June 1881 —The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the Nusseerabad Municipality in the district of Mymensingh —

Baboo Chandra Kanta Ghose | Baboo Mohesh Chandra Sanyal
Baboo Jhan Chandra Chakravarti

The 24th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Rungpore —

Baboo Nemai Giri Sunnyashi Zemindar | Baboo Janoo ee Bullubh Sen Zemindar
Baboo Henry Mohun Bose Zemindar's Agent

The 27th June 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Muktagacha Municipality of Mr R H Greaves Joint Magistrate and Deputy Collector to be their Vice Chairman

The 27th June 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Narainganj Municipality of Mr I Wilson to be their Vice Chairman

The following Notification is republished from the *Assam Gazette* —

No 119 —*The 14th June* 1881 —Mr W C Fasson Assistant Superintendent of Police, Naga Hills has been transferred to the Kamrup district

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 5th July* 1881]

১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বীরভূম জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বীরভূমের সবডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।
" সদর মুনসেফ বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায়।
" স্কুল সমূহের সব-ইন স্পেকটর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত উলিয়ম দত্ত স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে নওয়াখালী জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নওয়াখালী জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর শ্রীযুত বাবু রতনলাল ঘোষ ছুটী লওয়াতে রঙ্গপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর, এস গ্রীনশিলডস সাহেব, রঙ্গপুর জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২১ জুন।—শাহাবাদের আফীমের সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত টি, এফ পেপ সাহেব মেজার থ অ নর প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়া তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত টি এফ পেপ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কাল অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় গয়ার আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত ডবলিউ, টি, রাইবস সাহেব, শাহাবাদের আফীমের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সমুদ্র সম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—শ্রীযুত এফ ডাবিউ ওয়েদারহেড সাহেবের আসিষ্টাণ্ট রিবর সরং ঘরের পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইবার তারিখ অবধি বালেশ্বর ও চাঁদবালী বন্দরের একটিং কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত ই এ পার্কার সাহেব সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৩ জুন।—সোহারডাঙ্গা জিলার অন্তর্গত পালামৌ ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত বাঞ্ছারমণ ঘোষ পালামৌ মহকুমার ও তথাকার জেলের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—কলিকাতার মেডিকাল কালেজ হাস্পাতালে নিযুক্ত আপথিকরি শ্রীযুত জি, জে ষ্টেশাম সাহেব সিবিলিয়ান ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত দীনবন্ধু দত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ মার্চ অবধি ২৮ মে পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত লালমাধব মুখোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত কর্সিয়ঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পাদরী শ্রীযুত জে এম ফ্রিকিথস সাহেব। ডাক্তর শ্রীযুত এ বি মরিস সাহেব।

উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে ১৮৮১।৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নসিরাবাদ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ। | শ্রীযুত বাবু যতেশচন্দ্র সান্যাল।
শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রঙ্গপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার শ্রীযুত বাবু সমের গিরি সন্ন্যাসী। | জমীদার শ্রীযুত বাবু জানকীবল্লভ সেন।
জমীদারের কর্ম্মচারী শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বসু।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—মুক্তাগাছা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা জাইট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত আর এচ গ্রীনস সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত এফ, উইলসন সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

১১৯ নম্বর।—১৮৮১ সাল ১৫ জুন।—লাখা পর্ব্বতের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ সি বাসন সাহেব কামরূপ জিলায় প্রেরিত হইলেন।

হরেস এ, কফেন।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 27th June 1881 —Mr R H Anderson of the Bengal Civil Service having obtained a certificate of High Proficiency in Sanskrit, has been presented with the authorized donation of Rs 500

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —The report of the Central Examination Committee having been received the result of the half yearly examination of Assistant Magistrates and others held on the 5th May 1881 and the following days is published for general information —

I —SECOND OR HIGHER STANDARD

(1)—The following officers who had passed partially at previous examinations have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names —

Civil Officers

1	Mr H Cox	Bengali
2	Baboo Nanda Krishna Bose	Hindustani
3	Kumar Rameshwar Sing	Law
4	Moulvi Fuzlal Karim	Do
5	Baboo Padha Madhub Bose	Hindustani

(2)—The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 4, opposite their names —

No	Name	Passed	Still liable to
	Civil Officers		
1	Baboo Poorna Chunder Mitter	Law and Bengali	Hindustani at option
2	Mr P W Carlyl	Law	Bengali by the lower standard and Bengali and Hindustani by the higher standard
3	Baboo Poorna Chunder Chatterjee	Bengali	Law and Hindustani at option
4	Baboo Nobin Krishna Banerjee	Law and Bengali	Hindustani at option
5	Baboo Annada Prosad Sen	Law	Ditto ditto
6	Jugut Chunder Shome	Do	Ditto ditto
7	Radhakant Banerjee	Law and Bengali	Ditto ditto
8	Jugut Durlub Bysack	Law	Ditto ditto
9	Mahomed Serajul Haq	Do	Bengali
10	Mr J F Pedonan	Do	Hindustani at option
11	Moulvi Abdool Khalique	Hindustani	Law
12	Mr R S Greenfields	Law	Bengali
13	Baboo Rajendra Nath Ghose	Do	Hindustani at option
14	Dwarka Nath Mookerjee	Do	Ditto ditto
15	Mohendra Chunder Mozoomdar	Do	Ditto ditto
16	Pran Coomar Das	Do	Ditto ditto
17	,, Cobind Chunder Bysack	Do	Ditto ditto
18	,, Kali Sunker Sen	Do	Ditto ditto
19	Mr W R Bright	Hindustani	Law and Bengali
20	Baboo Bhubaneshwar Dutt	Bengali	Law and Hindustani
21	Mr J C Arbuthnot	Ditto	Law
22	Baboo Sreenath Gupta	Law	Hindustani at option

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসের শ্রীযুক্ত আর এচ আণ্ডার্সন সাহেব সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বিজ্ঞতার সর্টিফিকেট পাওয়াতে নিয়মিত ৮০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

ফরেস এ, ক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—১৮৮১ সালের মে মাসের ৯ তারিখে ও তৎপরের কএক দিন আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির যে মাণ্ড্যাসিক পরীক্ষা হয় তৎফলবিষয়ে সদর পরীক্ষক কমিটীর রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

১।—দ্বিতীয় বা উচ্চতর কষ্টি।

(১)—নিম্নলিখিত যে কার্য্যকারকেরা পূর্ব্ব পরীক্ষা কোন বিষয়ে উত্তীর্ণ হন তাঁহারা এইক্ষণে আপনং নামের পার্শ্বলিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলেন।

সিবিল কার্য্যকারক।

১।	শ্রীযুত এচ কক্স সাহেব	বঙ্গভাষায়।
২।	বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু	হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৩।	কুমার রামেশ্বর সিংহ	ব্যবস্থাবিদ্যায়।
৪।	শ্রীযুত কৃষ্ণলাল কবিরত্ন	ঐ
৫।	বাবু রাধামাধব বসু	হিন্দুস্থানী ভাষায়।

(২)—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা কোন২ বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন ও তাঁহাদের নামের পার্শ্বস্থিত ৪ ঘরের লিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।

নম্বর।	নাম।	এইক্ষণে যে বিষয়ে পরীক্ষা দিলেন।	যে বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।
		সিবিল কার্য্যকারক।	
১	শ্রীযুত বাবু পূর্ণ চন্দ্র	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গভাষায়	উচ্চ মতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
২	আর ডব্লিউ হালাইল সাহেব	ব্যবস্থা বিদ্যায়	[illegible] বঙ্গভাষায় [illegible] হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৩	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গভাষায়	[illegible] বিদ্যায় ও উচ্চমতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৪	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গভাষায়	উচ্চমতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
৫	অন্নদাপ্রসাদ [illegible]	ব্যবস্থাবিদ্যায়	ঐ ঐ
৬	কালীচন্দ্র সেন	ঐ	ঐ ঐ
৭	রাধারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্যবস্থাবিদ্যায় ও বঙ্গভাষায়	ঐ ঐ
৮	জগদ্বন্ধু [illegible]	ব্যবস্থাবিদ্যায়	ঐ ঐ
৯	মহম্মদ সেরাজুল হক	ঐ	বঙ্গভাষায়।
১০	জে টি বরো সাহেব	ঐ	উচ্চমতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
১১	মৌলবী আবদুল মলিক	হিন্দুস্থানী ভাষায়	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
১২	আর এস ব্রীনলিজ সাহেব	ব্যবস্থাবিদ্যায়	বঙ্গভাষায়।
১৩	বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	উচ্চ মতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।
১৪	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ ঐ
১৫	মহেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার	ঐ	ঐ ঐ
১৬	প্রাণকৃষ্ণ দাস	ঐ	ঐ ঐ
১৭	গোবিন্দচন্দ্র সাহা	ঐ	ঐ ঐ
১৮	কালীশঙ্কর সেন	ঐ	ঐ ঐ
১৯	ডবলিউ আর ব্রাইট সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায়	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও বঙ্গভাষায়।
২০	বাবু ভুবনেশ্বর দত্ত	বঙ্গভাষায়	ব্যবস্থা বিদ্যায় ও হিন্দুস্থানী ভাষায়।
২১	জে সি আর্চ্চমেট সাহেব	ঐ	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
২২	বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত	ব্যবস্থা বিদ্যায়	উচ্চমতে হিন্দুস্থানী ভাষায়।

II —FIRST OR LOWER STANDARD

(1)—The following officers have passed completely —

Civil Officers

1 Mr T Inglis
2 „ W R Bright
3 Baboo Atul Behary Moitra
4 Mr W H Thompson
5 Baboo Mohendra Nath Mukerjee

(2)—The following officers who had passed partially at previous examinations, have now passed in the remaining subjects mentioned opposite their names —

(a)—Civil Officers

1	Baboo Nagendra Nath Pal Chowdry	Law
2	Syed Mahomed	Do
3	Baboo Nagendra Nath Sirkar	Do

(b)—Police Officers

1	Mr A R Wilson	Hindustani
2	„ H G Taylor	Bengali
3	„ W C Tasson	Ditto

(3)—The following officers have passed partially and are still liable to examination in the remaining subjects mentioned in column 1 opposite their names —

No	Name	Subject	Subject
	(a)—Civil Officers		
1	Baboo Gorendra Nath Banerjee	Bengali	Law
2	Syed Mahmud Moolerjee	Ditto	Do
3	Mr U C Dhara	Ditto	Do
4	Syed Abdur Rahman	Ditto	Do
5	Mr W L C Mentrion	Ditto	Do
6	Baboo Mohini Mohan Mookerjee	Ditto	Do
7	„ Nibaran Chandra Gupta	Ditto	Do
8	„ Gorendra Chunder Moolerjee	Ditto	Do
9	Mr A W Ward	Ditto	Do
10	„ W H Mackenzie	Hindustani	Do
11	Baboo Gurudas Nath Mittra	Bengali	Do
	(b)—Police Officers		
1	Mr A B Barnard	Law	Bengali
2	„ R W Brown	Do	Ditto
3	„ R J Ward	Do	Ditto
4	„ H Tucker	Do	Ditto
5	„ J A Fullerton	Do	Hindustani

III —FOREST

Mr W Johnston Assistant Conservator of Forests has passed in Bengali by the lower standard

IV —MEDICAL

Dr A Torres Officiating Civil Surgeon, Midnapore, has passed in Bengali by the conversational test

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal.

[*Government Gazette 5th July 1881*]

২।—প্রথম বা নিম্নতর কক্ষি।

(১)—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সিবিল কার্য্যকারক।

১। শ্রীযুক্ত টি ই, লিশ সাহেব।
২। ,, ডবলিউ, আর, ব্রাইট সাহেব।
৩। শ্রীযুক্ত বাবু অটলবিহারী মৈত্র।
৪। ,, ডবলিউ এচ ডামসন সাহেব।
৫। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

(২) নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা পূর্ব্বে পরীক্ষায় কোনং বিষয়ে উত্তীর্ণ হন এইক্ষণে আপনং নামের পার্শ্বলিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলেন।

(a)—সিবিল কার্য্যকারক।

১।	শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
২।	,, সৈয়দ মহম্মদ	ঐ
৩।	,, বাবু নগেন্দ্রনাথ সরকার	ঐ

(b)—পোলীস কার্য্যকারক।

১।	শ্রীযুক্ত এ, আর, উইগ্রাম সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায়।
২।	,, এচ জি টেলর সাহেব	বঙ্গ ভাষায়।
৩।	,, ডবলিউ সি ফ্রাসল সাহেব	ঐ

(৩) নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা কোন২ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এইক্ষণে তাঁহাদের নামের পার্শ্বস্থিত ৪ ঘরের লিখিত অবশিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে।

নম্বর।	নাম।	এইক্ষণে যেং বিষয়ে উত্তীর্ণ হইলেন।	যেং বিষয়ে পরীক্ষা দিবার অপেক্ষা আছে।
	(a) সিবিল কার্য্যকারক।		
১	শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্গভাষায়	ব্যবস্থা বিদ্যায়।
২	বাবু শ্যামাকমল মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৩	উই ফোবস সাহেব	ঐ	ঐ
৪	ই মহম্মদ আবদুল রহমান	ঐ	ঐ
৫	ডবলিউ এচ সি মক্রিউ সাহেব	ঐ	ঐ
৬	বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৭	বাবু আশুতোষ গুহ	ঐ	ঐ
৮	বাবু ই পঞ্চানন্দ মুখোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৯	এ ডবলিউ ইর্ক সাহেব	ঐ	ঐ
১০	ডবলিউ এচ মাকেঞ্জি সাহেব	হিন্দুস্থানী ভাষায়	ঐ
১১	বাবু বিপিনচন্দ্র নাথ মিত্র	বঙ্গভাষায়	ঐ
	(b) পোলীস কার্য্যকারক।		
১	শ্রীযুক্ত এ বি বার্লার্ড সাহেব	ব্যবস্থা বিদ্যায়	বঙ্গভাষায়।
২	আর ডব্লিউ কেওন সাহেব	ঐ	ঐ
৩	আর এল ওয়াট সাহেব	ঐ	ঐ
৪	এচ টকর সাহেব	ঐ	ঐ
৫	এচ এ ফুলরটন সাহেব	ঐ	হিন্দুস্থানী ভাষায়।

৩।—বনবিষয়ক।

আসিষ্টাণ্ট বন রক্ষক শ্রীযুক্ত ডবলিউ জনষ্টন সাহেব নিম্নতর কক্ষিতে বঙ্গ ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

৪।—চিকিৎসা বিষয়ক।

মেদিনীপুরের একটিং সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুক্ত এ, টোবিস সাহেব বঙ্গভাষায় কথোপকথন বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

হবেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —It is hereby notified for general information that under the power vested in him by Section 234 of the Bengal Municipal Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor is pleased on the recommendation of the Commissioners of the Municipality of Behar in the district of Patna, at a meeting to extend to that municipality the provisions of Sections 235 to 250, Part VII, Chapter II of the Act

It is further notified that under the power vested in him by Section 299 of the said Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor is also pleased on the recommendation of the Commissioners similarly made, to extend to the aforesaid municipality of Behar the provisions of Part IX of the Act relating to municipal markets

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —It is hereby notified for general information that in the exercise of the power conferred on him by Section 231 of the Bengal Municipal Act 1876 the Lieutenant Governor is pleased on the recommendation of the Commissioners of the Municipality of Cuttack at a meeting to order that the provisions of Sections 285 to 291 of the said Act shall be in force in the said Municipality

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th June 1881 —It is hereby notified that under the authority vested in him by Section 3 Act IV (B C) of 1865 (an Act for the prohibition of the practice of inoculation) the Lieutenant Governor directs the extension of the provisions of the said Act to the undermentioned thanas in the district of Purneah with effect from the 1st August 1881 —

Sudder	Gondwrah	Matiari	Monihari
Dhamdaha	Ranigunj	Kudwa	

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 26th June 1881 —The Lieutenant Governor of Bengal is pleased to sanction the following changes of jurisdiction in the districts of Julpigori and Darjeeling with effect from the 1st July 1881 —

(1) The jotes mentioned in the subjoined list situated in talook Debgram, pergunnah Bykuntpore, in the district of Julpigori, are transferred to the Civil and Criminal jurisdic

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৯৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে তিনি পাটনা জিলার অন্তর্গত বিহার মুনিসিপালিটীর সভাগণ কমিশনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত আইনের ২ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ২৩৫ অবধি ২৫০ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন।

আরো সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৯৯ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে তিনি উক্ত কমিশনরদের কৃত তদ্রূপ অনুরোধক্রমে উক্ত বিহার মুনিসিপালিটীতে মুনিসিপাল বাজার সম্পর্কীয় উক্ত আইনের ৯ পরিচ্ছেদের বিধানও প্রচলিত করিলেন।

কোলমান মেকলে।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের মুনিসিপল বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২৯৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি কটক মুনিসিপালিটীর সভাগণ কমিশনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত আইনের ২৮৫ অবধি ২৯৪ পর্য্যন্ত ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করিলেন।

কোলমান মেকলে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশের চৌকিদারের প্রথা নিবারণ বিষয়ক ১৮৫ সালের ৩ আইনের ৩ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি পূর্ণিয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সকল থানায় ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১ তারিখ অবধি উক্ত আইনের বিধান প্রচলিত করিবার আজ্ঞা করিলেন।

সদর।	গঙ্গারা।	মাটিয়ারি।	মনিহারি।
ধামদহ।	বনগঞ্জ।	কদওয়া।	

কোলমান মেকলে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙ্গ জিলার এলাকার নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিলেন।

(১) জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার দেবগ্রাম তালুকস্থিত এক সমূক্ত [illegible] লিখিত সকল মোক্তার দার্জিলিঙ্গ জিলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাধিপত্যভুক্ত করা

(গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।)

tion of the Darjeeling district but will remain as at present, under the Revenue jurisdiction of the district of Julpigori —

Number serial	Names of Jotes	Names of Jotedars
1	Nebharoo babot jote	Kholve Singh
2	Medamdi jote	Ditto
3	Naran jote	Ditto
4	Hidar babot jote	Ditto
5	Kholye Singh babot jote	Ditto
6	Kholve Singh and Boktor	Ditto
7	Hariar babot jote	Kali Prosad Singh
8	Coudogal jote	Ditto
9	Monbhoo jote	Mr Stewart
10	Panbor babot jote	Soorjo Kant Borooah
11	Shetoo Hari Churun jote	Hari Churun Das
12	Kowa bari jote	Chubu Das
13	Sujnoo babot	Rohad Ali Prodhan
14	Oojanoo babot	Ditto
15	Silligori Railway Station land	Government holding khas

2 The Civil and Criminal jurisdiction in that portion of talook Debgram pergunnah Bykuntpore zillah Julpigori which is situate on the right (west) bank of the Mahanuddy river is also transferred to the district of Darjeeling with effect from the 1st July 1881

The land thus transferred consists of two plots bounded as follows —

Plot No 1 —On the *west* by the river Mahanuddy from the point where the jotes of Modum Shaheb and Kholve Singh touch the river down to the point where the jotes of Kholye Singh and Azim Prodhan meet on the river bank

On the *south* by the jotes of Azim Prodhan Chandver Shaha and Chandoo Gope and the jote of Rohad Ali Prodhan known as Koimari jote and the jote of Chubu Das known as Nobo Chand babot

On the *east* by Toorepani nuddy and the western boundaries of the jote of Aoola Das and on the *north* by the jotes of Modum Shaheb Ram Dhon Prodhan and Gondor Byragi known as Gedra babot jote Khalpara jote and Bhedloo babot jote and the jotes of Kholye Singh known as Bhandaroo babot and Goor babot

(These boundaries enclose the first plot in a ring fence)

Plot No 2 —On the *east* by the Mahanuddy river, and on all other sides by the Darjeeling district

3 The head quarters of the Deputy Magistrate and Tehsildar of the Terai will from the 1st July be transferred from Phansidewa to Silligori

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 27th June 1881 —It is hereby notified that thana Muslundpore in the district of Midnapore is excluded from the limits within which the possession and transport of salt are to be regulated by Act VII (B C) of 1864, and which were defined in Section 1 of the notification, dated the 18th October 1880 published in the *Calcutta Gazette* of the 27th October 1880

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 5th July* 1881

গেল। কিন্তু তাহা একণকারনাথ জলপাইগুড়ি জিলার রাজস্ব সম্পর্কীয় বিচারাদি তোর অন্তর্গত থাকিবে।

ক্রমিক নম্বর।	মোতের নাম।	মোতহারের নাম।
১	মেজাক বাবৎ মোত	খোলাই সিংহ।
২	মেমারে দ মোত	ঐ
৩	মারাল মোত	ঐ
৪	মেম র বাবৎ মোত	ঐ
৫	খোলাই সিংহ বাবৎ মোত	ঐ
৬	খোলাইসিংহ ও মোক্তর	ঐ
৭	হরিয়ার বাবৎ মোত	কাশীপ্রসাদ সিংহ।
৮	গড়োগোল মোত	ঐ
৯	মোমডোগা মোত	ইয়াট সাহেব।
১০	পান র বাবৎ মোত	সূর্য্যকান্ত বসুয়া।
১১	শেঙ্গ মণিচরণ মোত	হরিচরণ দাস।
১২	হুখরা বাবৎ মোত	চন্দু দাস।
১৩	গোপুর বাবৎ	রবাদজাদি প্রধান।
১৪	ঈজ মুর বৎ	ঐ
১৫	সি লগুড়ি রেলওয়ে ঈশনের ভূমি	গবর্ণমেণ্টের খাস মোত।

২। জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার মধ্যগ্রাম তাপুকের যে অংশ মহানন্দা নদীর ডাইন (পশ্চিম) তটে আছে সেই অংশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ১৮৮১ সালের জুলাই অবধি দার্জিলিঙ্গ জিলাভুক্ত করা গেল।

তদ্রূপ ভুক্ত ভূখণ্ড জমির সীমা এই:

১ম খণ্ড।—পশ্চিম সীমা মোদম সাহেব ও খোলাই সিংহের মোত যে স্থানে মহানন্দা স্পর্শ করে সেই স্থানঅবধি ঐ নদীর তটের খোলাই সিংহ ও পশ্চিম প্রধানের মোত ঐ নদীর তটের যে স্থানে মিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত মহানন্দা নদী।

দক্ষিণ সীমা আজ্ঞা প্রধান ও চাঁদবর শাহ ও চাঁদু গোটের মোত, ও কয়নারি মোত নামে রবাদ আলি প্রধান নব মোত ও নবাদ বাবৎ নামে চন্দু দাসের মোত।

পূর্ব্ব সীমা জুরাপানি নদী ও ভাণ্ডলা নামের মোতের পশ্চিম সীমা, এবং উত্তর সীমা খেড়া বাবৎ মোত ও খাঁনপাড়া মোত ও ভেদদু বাবৎ মোত নামে মোদম সাহেবের ও রামধন প্রধানের ও জনোর বৈরাগীর মোত ও ভাণ্ডার বাবৎ ও গোরাণী বাবৎ নাম খোলাই সিংহের মোত।

(ঐ ২ সীমাক্রম প্রথম খণ্ডভূমি বেষ্টিত)

২য় খণ্ড।—পূর্ব্ব সীমা মহানন্দা নদী ও অন্য সকল দিকের সীমা দার্জিলিঙ্গ জিলা।

৩। ফোরাইর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও তহশীলদারের সদর স্থান ১ জুলাই অবধি ফাঁসিদেওয়া হইতে সিলিগুড়িতে উঠিয়া যাইবে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যে সীমার মধ্যে লবণ নিক টি ও চালান করা ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের বর্ধমান হইবে সেই সীমার মধ্যে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মশলনপুর থানা ধরা যাইবে না। ঐ সন ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তা বখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত ১৮৮০ সালের ১৮ অকটোবরের বিজ্ঞাপনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এ মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

JUDICIAL DEPARTMENT

No 277 A

The 23rd June 1881 —Baboo Sarat Chunder Chatterjee, Pleader, is appointed to be an Honorary Magistrate in the district of Hooghly, and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 24th June 1881 —Shah Latafut Hossein Second Moonsif of Arrareah in the district of Purneah, is appointed to be a Moonsif in the district of Shahabad and to be ordinarily stationed at the sudder station of that district *vice* Baboo Lall Gopal Sen Shah Latafut Hossein will however continue to act at Tajpore until relieved by Moulvi Mahomed Nurool Hossein

Baboo Sarat Chunder Mookerjee, Second Moonsif of Brahmunbariah in the district of Tipperah is appointed to be a Moonsif in the district of Purneah, and to be ordinarily stationed at Arrareah *vice* Shah Latafut Hossein

Baboo Lall Gopal Sen Second Moonsif of Arrah in the district of Shahabad is appointed to be a Moonsif in the district of Tipperah and to be ordinarily stationed at Ramroygram *vice* Baboo Koylash Chunder Mozoomdar

Baboo Lall Gopal Sen is vested with the powers of a Small Cause Court Judge for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs 50

The 28th June 1881 —Baboo Mohendro Nath Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector Hooghly is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Mohendro Nath Roy Second Moonsif of Alipore 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Small Cause Court Judge for the trial of suits cognizable by such a Court up to the value of Rs 50

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 24th June* 1881 —Baboo Krishna Nath Roy Sudder Moonsif of Tamcedpore is allowed leave of absence for two days under Rule 1 Section 73 of the Civil Leave Code with effect from the 27th June 1881 or from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 20th June 1881 Under Section Act I (B C) of 1876 (an Act to provide for the voluntary registration of Mahomedan marriages and divorces) the Lieutenant Governor has been pleased to grant a license to Moulvie Tamizuddin authorizing him to register Mahomedan marriages and divorces and to exercise the other functions of a Mahomedan Registrar within the police station of Sandip in the district of Noakholly, during the absence on leave of Moulvie Hasan Ali

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 20th June 1881 —Under Section 3 Act I (B C) of 1876 (an Act to provide for the voluntary registration of Mahomedan marriages and divorces) the Lieutenant Governor has been pleased to grant a license to Moulvie Abdurrauf authorizing him to register Mahomedan marriages and divorces, and to exercise the other functions of a Mahomedan Registrar within the police stations of Khoolna and Bortaghata, in the district of Jessore, in the place of Quazi Serajul Huq, resigned

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 5th July* 1881]

জুডিশাল ডিপার্টমেণ্ট।

২৭৭৫ ⅌ নম্বর।

১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জিলার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—শ্রীযুক্ত বাবু লালগোপাল সেনের পরিবর্ত্তে পুরণিয়া জিলার অন্তর্গত অররিয়ার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত শাহ লতাফৎ হুসেন শাহাবাদ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ্যে সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।—শ্রীযুক্ত শাহ লতাফৎহুসেন শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ মকসুদ হুসেনের প্রাপ্ত কর্ম্মের ভারার্পণ না করণ পর্য্যন্ত তাজপুরে কর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

শ্রীযুক্ত শাহ লতাফৎ হুসেনের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরণিয়া জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ্যে অররিয়ায় অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র মজুমদারের পরিবর্ত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত আরার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু লালগোপাল সেন, বি, এল, ত্রিপুরা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ্যে রামরায়গ্রামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু লালগোপাল সেন, ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—মুরেক্কের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ২৪ জুন।—করীমপুরের সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ রায় ১৮৮১ সালের ২৭ জুন অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২০ জুন।—শ্রীযুক্ত মৌলবী হসন আলির ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক এত্তিয়ারমতে রেজিষ্টারী করিবার বিধান করণার্থ ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারামতে শ্রীযুক্ত মৌলবী তফিজুদ্দিনকে লাইসেন্স দিয়া নওয়াখালির জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর পোলীস থানার এলাকার মধ্যে মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টরী করিবার ও মুসলমান রেজিষ্ট্রারের অন্যান্য ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেস এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২০ জুন।—শ্রীযুক্ত কাজি পেরাজল হক কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক এত্তিয়ারমতে রেজিষ্টারী করিবার বিধান করণার্থ ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারা মতে তৎপদে শ্রীযুক্ত মৌলবি আবদুল রৌফকে লাইসেন্স দিয়া যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনা ও বৈকাঘাটা পোলীস থানার এলাকার মধ্যে মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টরী করিবার ও মুসলমান রেজিষ্ট্রারের অন্যান্য ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেস এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

ESTABLISHMENT

The 27th June 1881

No 156 —*Notifications* —Mr W P Milne, Assistant Engineer First Grade Burdwan Division passed the lower standard examination on the 16th June 1881

No 157 —Mr S Finney Assistant Engineer, First Grade, Northern Bengal State Railway availed himself, on the forenoon of the 29th May 1881, of the one month's privilege leave granted him in notification No 106 of the 30th idem

No 158 —Mr R S J Routh Assistant Engineer Second Grade Tirhoot State Railway availed himself, on the afternoon of the 18th instant, of the three months privilege leave granted him in notification No 93 of the 23rd May last

RAILWAY

The 27th June 1881

No 159 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for station purpose of the East Indian Railway Company in the village of Naricumpo, pergunnah Burdwan zillah Burdwan it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 26 beegahs and 5 chittacks of standard measurement bounded on the *north* by Fazilut Meah Sabu Meah, Sheik Sekoo Bholanath Dey Haradhan Pal Mohendra Nath Ghosh Johori Lal Mondle Aturah Darogah Sheik Jadu Mondle Rajnarain Sunnokar and Sheik Kefatoolla s land and Ginesh Chandra Mookerjea s bungalow compound wall on the *south* by the East Indian Railway permanent land on the *east* by late Issur Chandra Ghosh's land and on the *west* by level crossing road No 53 is required within the aforesaid village of said Naricumpo

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

IRRIGATION

The 27th June 1881

No 160 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose viz for an extension of the Kao Nulla Improvement at Doomraon it is hereby declared that for the above purpose two strips of land one measuring about 1,750 feet in length by 40 feet in breadth the other measuring about 2 500 feet in length and varying from 100 to 400 feet in width containing an aggregate area of 26 acres and 2 roods more or less, and situated in mouzah Doomraon pergunnah Bhojepore, are required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

The 28th June 1881

No 161 —*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 185 dated the 13th May 1881 Captain F W Joseph Executive Engineer Second Grade reported his arrival at Calcutta on the forenoon of the 20th instant and is posted to the Eastern Circle

No 162 —*Leave* —Baboo Rakhal Das Chatterjee Assistant Engineer Second Grade Dacca Division is granted privilege leave for two months under Chapter X, Section 186 of the Civil Leave Code

G F F S NEILL *Major* R E C
Asst Secy to the Govt of Bengal
P W Dept

[*Government Gazette* 5*th July* 1881]

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

সিবিলিস্তা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।

১৫৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বর্দ্ধমান খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জনিউ পি, মিলান সাহেব ১৮৮১ সালের ১৬ জুন নিম্নতর কর্ষ্টির পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন।

১৫৭ নম্বর।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এস, সিমে সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৩০ তারিখের ১০৬ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা ঐ মাসের ২৯ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

১৫৮ নম্বর।—ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত আর এস জে রোথ সাহেব গত মে মাসের ২৩ তারিখের ৯৩ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা এই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।

১৫৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান পরগনার নারীকল্পগ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশনের জন্য রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত নারীকল্প গ্রামে কষ্টিবতে ন্যূনাধিক ২৸/ ।/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ফজিল মিঞার ও সাবু মিঞার ও সেখ লোকুর ও ভোলানাথ দেব ও হারাধন পালের ও মহেন্দ্রনাথ ঘোষের ও অহরিলাল মণ্ডলের ও আকবালি দারোগার ও সেখ মনুমণ্ড পর ও রাজনারায়ণ স্বামিরের ও সেখ কোতুল্লার ভূমি এবং উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গলা ঘরের হাতার প্রাচীর দক্ষিণ সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চিরস্থায়ী ভূমি, পূর্ব্ব সীমা মৃত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের ভূমি ও পশ্চিম সীমা ৫৩ নং পথের সমান চৌমাথা।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জলসেচন সম্পর্কীয়।

১৮৮১ সাল ৭ জুন।

১৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দুমরাওন উৎকর্ষসাধিত কেওনালার বর্দ্ধিতাংশের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভোজপুর পরগনার দুমরাওন মৌজার স্থিত দুই খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। একখণ্ড প্রায় ৭৫ ফুট দীর্ঘ ও ৪০ ফুট প্রস্থ পরিমিত এবং অন্য খণ্ড প্রায় ২৫০০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ অবধি ৪০০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ মোটে ন্যূনাধিক ২৬ একর ২ রুড।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।

১৬১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ১৩ মের ১৮৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একজিকিটিব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তান শ্রীযুত এফ ডালিউ জোসেফ সাহেব এই মাসের ২ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করা গেল। পূর্ব্বচক্রে অবস্থিতি হইলেন।

১৬২ নম্বর।—ছুটী।—ঢাকা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারামতে ছয় মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর এম এস, সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

LIST of Candidates who have passed the Examination for Sanskrit Titles held in April 1881, in accordance with the Resolution of Government dated the 30th June 1878, together with the Titles and Rewards conferred on them

Names of Candidates in order [illegible]	Government prize [illegible]	Names of Teachers	Government rewards [illegible]	Place of instruction	Titles conferred	REMARKS
		KAVYA OR LITERATURE				
	Rs.		Rs.			
1 Pratap Chandra Bhattacharyya	100	Jadu Nath Vidyaratna	200	Purvasthali	Vidyalankar	Raja Kristo Nath Rai Bahadur Scholarship of Rs 4 a month
2 Nanda Lal Bhattacharyya		Professor Sanskrit College Calcutta		Sanskrit College Calcutta	Vidyaratnod	Jago Mohun Mukherji prize of Rs 50
3 Kishori Nath Chakravarti	25	Chandra Kanta Tarkalankar	50	Town Shampore	Vidyaratna.	
4 Prasanna Nath Bhattacharyya	25	Jadu Nath Vidyaratna		Purvasthali	Kavyatirtha	
5 Bhavani Charan Chattopadhyay	25	Do do		Do do	Vidyabhushan	
6 Akshay Kumar Bhattacharyya	25	Agho Nath Tarkasiddhanta		Sanskrit Vidyalaya Hooghly	Kavirathna	
7 Brajendra Nath Bhattacharyya		Kailash Nath Chakravarti	200	Purvasthali	Vidyaratna	Dhanpat Singh prize of Rs 10
8 Jogendra Nath Chakravarti		Professor Sanskrit College Calcutta		Sanskrit College Calcutta	Vidyalankar	
9 Tarini Charan Bhattacharyya		Taraprasanna Vidyaratna	40	Sanskrit College Mulajor	Vidyanidhi	
10 Jogendra Misra		Gopi Nath Misra	50	Sanskrit College Poona	Kavyaviraroda	Raja Shamana da Do prize of Rs 30 and Grammatical prize of Rs 40
1 S. Chandra Bhattacharyya		Chandra Kumar Tarkavagisa		Kumarkhali	Vidyaratnara.	
2 Akhaya Kumar Chakravarti		Jayanand Vidyaratna		Calcutta	Vidyaratna	
3 Durga Nath Bhattacharyya		Jadu Nath Vidyaratna		Purvasthali	Vidyabhushan	
4 Mati Lal Adhikari		Do do		Do do	Vidyaratna	
5 Jogendra Nath Bhattacharyya		Himachar Tarkasiddhanta		Bhatpara	Vidyaratna	
6 Durga Prasad Bhattacharyya		Taraprasanna Vidyaratna		Sanskrit College Mulajor	Kavyachandra	
7 Kali Kumar Bhattacharyya		None		No e	Kavyathana	
		SMRITI OR LAW (A ORDER)				
1 Mukunda Kisor Goswami	100	Jagach Chandra Sarvabhoum	100	Paresali Dacca	Smritiratna	Raja Lokenath Rai Bahadur Scholarship of Rs 7 a month and Prasanna Kumar Tagore Scholarship of Rs 8 month
2 Jagat Chandra Bhattacharyya	50	Advaita Chandra Nyayaratna	50	Ditto	Smritibhushan	Pratap Do prize of Rs 60
3 Ramchandra Chakravarti	25	Kailash Nath Nyayaratna		Paresathali	Smriti a.	
4 Kumudakanta Bhattacharyya		Jagach Chandra Sarvabhoum		Paresali Dacca	Smritiratna	Maharaja Darbhanga prize of Rs. 20
5 Ramnath Chakravarti		Sambhu Nath Tarkabhushan		Mukteagacha	Smritiratna	Kisori Charan Bhaduri prize of Rs 10
6 Kailas Kumar Bhattacharyya		Rajkrishna Vidyaratna	50	Sanskrit College Mulajor	Smritibhushan	
7 Mahendra Chandra Bhattacharyya		Krishna Nath Nyayapanchanan		Paresali	Smritiratnamon	
Gurudas Chakravarti		Chandra Kanta Tarkalankar		Town Shampore	Smritikantha	
Akhil Chandra Bhattacharyya		Lal Mohan Vidyabagisa		Nadia	Smritibhushan	
Ramesh Bhattacharyya		Jagach Chandra Sarvabhoum		Paresali Dacca	Smritichuramani	
		DARSHANA OR PHILOSOPHY (B—NYAYA PHILOSOPHY)				
Bakantha Nath Bhattacharyya	50	Bhuban Mohan Vidyaratna	50	Navadwip	Nyayachandra	Dewan Kristo Kantha Bhadur Scholarship of Rs 8 a month, Hira Kumar Jagoo Gold Keyur and Parbati Devi prize of Rs 50
Nakuleswar Bhattacharyya		Ramchandra Tarkapanchanan	100	Karshdi	Nyayavagisa	Bhagwan Nath Datta prize of Rs 50 Jadu Mohan Mookerji prize of Rs 50 and Dhanpat Singh prize of Rs 15
Kailash Chandra Bhattacharyya	25	Ramchandra Tarkapanchanan		Ditto	Nayayabhushan	Nagendra Acharyya Chowdhuri prize of Rs 50
		D—SANKHYA AND PATANJAL PHILOSOPHY				
Hariadas Bhattacharyya		Officiating Principal Sanskrit College		Sanskrit College Calcutta	Sankhya Sastri	Maharaj Darbhanga Scholarship of Rs 15 a month Raja Hari Nath Roy Bahadur Scholarship of Rs 6 a month, and Jagadanandan Hari Nathan Sanyal silver medal

A. CROFT,
Director of Public Instruction

শিক্ষাবিষয়ক—বিজ্ঞাপন।

১৮৭৮ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণানুসারে ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসে সংস্কৃত উপাধির যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের ও তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে যে২ উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া গেল তাহার নির্ঘণ্টপত্র।

অবস্থানুসারে ছাত্রদের নাম।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপনের স্থান।	প্রদত্ত উপাধি।	মন্তব্য।
	টাকা।	কাব্য বা সাহিত্য শাস্ত্র।	টাকা।			
২। শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য	১০৲	শ্রীমদুনাথ বিদ্যারত্ন	২০০৲	পূর্ব্বস্থলী	বিদ্যালঙ্কার	রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের দত্ত হাত বৃত্তি মাসে ৪৲ টাকা।
২। শ্রীপদ্মলাল ভট্টাচার্য		কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক		কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ	বিদ্যাবিনোদ	গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের দত্ত পুরস্কার ৫০৲ টাকা।
৩। শ্রীকৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী	২৫৲	শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	৫০৲	নবদ্বীপ শেষ পুর	বিদ্যারত্ন।	
৪। শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য	২৫৲	শ্রীমদুনাথ বিদ্যারত্ন		পূর্ব্বস্থলী	কবিরত্ন।	
৫। শ্রীরামকমল ভট্টোপাধ্যায়	২৫৲	কেহ নহে		নাই	বিদ্যাভূষণ।	
৬। শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	২৫৲	শ্রীঅঘোরনাথ তর্কবাগীশ		ঈষাণের সংস্কৃত কালেজ	কবিরত্ন।	
৭। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	...	শ্রীকৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চানন	২০৲	পূর্ব্বস্থলী	বিদ্যাবাগীশ	ধনপৎ সিংহের দত্ত পুরস্কার ২১৲ টাকা।
৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী		কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক		কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ	বিদ্যালঙ্কার।	
৯। শ্রীতারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য		শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন	৫০৲	হুগলীর সংস্কৃত কালেজ	বিদ্যাবিধি।	
১০। শ্রীযোগেন্দ্র দ্বিজ		শ্রীগোপীনাথ দ্বিজ	৫০৲	পুরীর সংস্কৃত কালেজ	কাব্যবিশারদ।	রাজা শ্যামানন্দ দেবের দত্ত পুরস্কার ৩০৲ টাকা ও মৌরী শ্যামের দত্ত পুরস্কার ৩০৲ টাকা।
১১। শ্রীশিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		শ্রীচন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ		কুমারখালী	বিদ্যার্ণব।	
১২। শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী		শ্রীমীনাধ্বজ বিদ্যাসাগর		কলিকাতার কিংস্ সংস্কৃত কালেজ	বিদ্যাবিনোদ।	
১৩। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য		শ্রীমদুনাথ বিদ্যারত্ন		পূর্ব্বস্থলী	বিদ্যাভূষণ।	
১৪। শ্রীমতিলাল আচার্য্য		ঐ		ঐ	বিদ্যালঙ্কার।	
১৫। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য		শ্রীদিগম্বর তর্কসিদ্ধান্ত		ভাটপাড়া	বিদ্যাচঞ্চু।	
১৬। শ্রীসদিশাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য		শ্রীতারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন		হুগলীর সংস্কৃত কালেজ	কাব্যতীর্থ।	
শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য		কেহ নহে		নাই	কাব্যতীর্থ।	
		স্মৃতি বা ব্যবস্থা শাস্ত্র (A নম্বর)				
১। শ্রীমুকুন্দকিশোর ঘোষামী	১০৲	শ্রীপাঞ্চজন্য শর্ম্মা ভৌম	১০৲	ঢাকার অন্তর্গত কটেশ	স্মৃতিরত্ন	রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের দত্ত হাত বৃত্তি মাসে ৭ টাকা ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের দত্ত হাত বৃত্তি মাসে ৮৲ টাকা।

অনুপাতে ছাত্রদের নাম।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপককদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার	অধ্যাপকের স্থান।	প্রদত্ত উপাধি।	মন্তব্য।
		স্মৃতি বা ব্যবস্থাশাস্ত্র (A নব্য) (চলিতেছে)।				
২ শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্য	২০৲	শ্রীবৈদ্যনাথ ন্যায়রত্ন	৫ ৲	ঢাকায় অন্তর্গত কটৈল	স্মৃতিভূষণ	পার্ব্বতীদেবীর দত্ত পুরস্কার ১ ৲ টাকা।
৩। শ্রীরামচরণ তর্কচূড়ামণি	২৫৲	শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন		পূর্ব্বস্থলী	স্মৃতিরত্ন।	
৪। শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য		শ্রীজগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম		ঢাকার অন্তর্গত কটৈল	স্মৃতিশিরোমণি	বালকদের মধ্যে আর দত্ত পুরস্কার ২৲ টাকা।
৫। শ্রীরাম নাথ চক্রবর্ত্তী		শ্রীশচীকুমার তর্কভূষণ		যুক্ত গাছা	স্মৃতিকণ্ঠ।	বাঙ্গালীতরণ বালকদের দত্ত পুরস্কার ১৲ টাকা।
৬। শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য		শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যারত্ন	৫৲	মুসাখোলের সংস্কৃত কালেজ	স্মৃতিভূষণ।	
৭ শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন		পূর্ব্বস্থলী	স্মৃতিশিরোমণি।	
৮। শ্রীচন্দ্রদাস চক্রবর্ত্তী		শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার		নগর শোভাপুর	স্মৃতিকণ্ঠ।	
৯। শ্রীমহিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		শ্রীশ মোহন বিদ্যারত্ন		নবদ্বীপ	স্মৃতিভূষণ।	
১০। শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		শ্রীজগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম		ঢাকার অন্তর্গত কটৈল	স্মৃতিচূড়ামণি।	
		দর্শন বা তর্কশাস্ত্র (B ন্যায় শাস্ত্র)।				
১। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ভট্টাচার্য্য	৫০৲	শ্রীকুসুমমোহন বিদ্যারত্ন	৫ ৲	নবদ্বীপ	ন্যায়চঞ্চু	দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত বাহাদুরের দত্তছাত্র বৃত্তি মাসে ৮৲ টাকা ও ইন্দ্রকুমার ঠাকুরের স্বর্গকেতুর ও পার্ব্বতী দেবীর দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা।
২। শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য		শ্রীরামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন	১ ৲	কোঙ্কণদি	ন্যায়বাগীশ	কোলানাথ দত্তের দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা ও জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা ও মদন সিংহের দত্ত পুরস্কার ১ ৲ টাকা।
৩ শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য	২৫৲	শ্রীরামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন		ঐ	ন্যায়ভূষণ	মা ইয়ন আচার্য্যের স্মৃতির দত্ত পুরস্কার ৫ ৲ টাকা।
		D।—সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শন।				
শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য		সংস্কৃত কালেজের এক টিং প্রিন্সিপল		কলিকাতার সাঙ্খ্যশাস্ত্রী সংস্কৃতকালেজ		দ্বারকানাথ মহারাজার দত্ত ছাত্র বৃত্তি মাসে ১৫৲ টাকা ও রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের দত্ত ছাত্র বৃত্তি মাসে ৬৲ টাকা ও বোড়ালাকোর রাজিনারায়ণ সমাজের দত্ত রূপার পদক।

এ ক্রকট
সাধারণের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের ডৈরেক্টর।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ৯ নবেম্বরের ৭৫১৯ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [১ নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ২ নবেম্বরের ২১২৪ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [২ নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ১৭ নবেম্বরের ২৬৬ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩ নং কাগজপত্র]।

বোম্বাই হাই কোর্টের উকীল জি, পীলী সাহেবের ১৮৮ সালের ২৬ নবেম্বরের পত্র [৪ নং কাগজপত্র।]

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুত কে সিটএল ডুয়াইট সাহেবের ১৮৮ সালের ১৩ ডিসেম্বরের মন্তব্য লিপি [৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮১ সালের ৭ জানুয়ারির ৬ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৬ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের রেজেষ্ট্রার শ্রীযুত কে, ক্লার্ক সাহেবের ১৮৮১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারির ৩৭ নং পত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

উক্ত সাহেবের ১৮৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির ২৭৯ নং পত্র [৭ নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুত এচ কে ষ্টিকেন সাহেবের ১৮৮১ সালের ১ ফেব্রুয়ারির পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৮ নং কাগজপত্র]।

২। হাই কোর্টের আপীল বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সমূহের উপর হাই কোর্ট বিষয়ক আইনের ৫ ধারামতে হাই কোর্টের যে ক্ষমতা আছে পাণ্ডুলিপির ৬ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করিয়া আমরা ছোট আদালতের উপর হাই কোর্টের সেই ক্ষমতা করিয়া দিয়াছি।

৩। আমরা জজদের নিয়োগ সংক্রান্ত ৭ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া বিধান করিয়াছি যে জজদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, হাই কোর্টের আডবোকেট দল হইতে ছোট আদালত ও বারিষ্টার জজ দিগকে মনোনীত করা উচিত কারণ তাঁহারা এদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এরূপ ভরসা করা যায়।

৪। পাণ্ডুলিপি জজদের প্রথমে উপস্থিত করা যায়, তাহাতে জজদের পদ ও মর্য্যাদা তাঁহাদের নিয়োগ বিষয়ক জ্যেষ্ঠতা সাপেক্ষ ছিল। এই নিয়ম চলিত না, কারণ দেখা যাইতেছে যে আদালতের প্রত্যেক বিচারালয়ের বিশেষ পদ ও বেতন আছে এবং কর্ম্ম প্রার্থিদের গুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতের বিশেষ বিচারাসন দেওয়া যায়। এই নিমিত্ত নিয়োগ যে তারিখেই করা যাউক না নিয়ত দ্বিতীয় জজের পদ তৃতীয় জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর, তৃতীয় জজের পদ চতুর্থ জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত ইত্যাদি। এই কারণে আমরা চীফ জজ সর্ব্বোচ্চ পদস্থ হইবেন ৮ ধারায় এই বিধান করিয়া অবশিষ্ট জজদের পদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের কথা সন্নিবেশ করিয়াছি।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।)

৫। প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপিতে ছোট আদালতের যেরূপ সংগঠন ছিল, তাহাতে আমরা আর একটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যে কর্ম্ম একজন লোকে করিলে ভাল হয় বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে তদ্রূপ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে না রাখিয়া চীফ জজের প্রতি অর্পণ করা গিয়াছে (৩ ধারা এবং ৬১ ও ৬২ ধারা দেখ)।

৬। পাণ্ডুলিপির এই অংশে আর কেবল এক সংশোধন উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগের বিধান করিয়া ১৩ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করা গিয়াছে এবং ২০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমায় তাঁহাকে বিচারাধিপতি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করিয়া একটি ধারা (১৪ ধারা) সন্নিবেশ করা গিয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে এই সংশোধনটি করা গিয়াছে। মফস্বলের ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৬৪ সালের ১১ আইনে ইহার নজীর আছে।

৭। মোকদ্দমার বিচারাধিপতি সম্বন্ধীয় অধ্যায়ের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রথম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহা প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপির ৬ ধারার তুল্য সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ১৮ ধারায় লক্ষিত হইবে। প্রথমোক্ত ধারা যেরূপ ছিল তাহা করিবার হেতু অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্রের ৭ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয় —

" ১৮৫০ সালের ৯ আইনে ঐ আদালতের প্রতি ৫০০ টাকা মূল্য পর্য্যন্ত বিচারাধিপতি অর্পণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার এক নিয়ম করা হয় যে যে প্রতিবাদিরা বিচারাধিপতির স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করে বা কর্ম্ম চালায় কেবল তাহারাই উক্ত বিচারাধিপতাধীন হইবে। পক্ষান্তরে ১৮৬৫ সালের ১৬ আইনে ৫০ টাকা অবধি ১০ টাকা পর্য্যন্ত বিচারাধিপতাধীন কালে তদনুসারে কার্য্য করিবার আর একটী হেতু প্রদত্ত হয় অর্থাৎ বিচারাধিপতির স্থানীয় সীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উদ্ভব হওয়া। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশের মত এই যে বিচারাধিপতির মূল সর্ব্বপ্রকার মূল্যের মোকদ্দমায় একই হওয়া উচিত। অন্য দিকে কেহ২ আবার এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন রূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া না দিলে মুরুদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। মান্দ্রাজের হাই কোর্টের জজেরা ও শ্রীযুত বর্টীক সাহেব যে মত অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ এই বিষয়ে হাই কোর্টের ও ছোট আদালতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নহে সুতরাং পাণ্ডুলিপি এরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে পেটেণ্টপত্র ক্রমে হাই কোর্টের যেরূপ বিচারাধিপতা আছে এই বিষয়ে ছোট আদালতের প্রতি ঠিক সেইরূপ বিচারাধিপতা প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আবার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং আমরা এই আপত্তি বলবতী স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। অতএব ঐ আদালতের স্থানীয় বিচারাধিপতির সীমার বাহিরে যে প্রতিবাদী বাস করেন তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব থাকিলে আমরা তাহা অনুমতি দিতে ইচ্ছা করি না। এই মর্ম্মের শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছি এবং মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমরা সকল মোকদ্দমার এই বিধান খাটাইয়াছি। এ বিষয়ে ছোট আদালতের বিচারাধিপতা হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সমান করিবার মূল কল্পনা এইরূপে ভঙ্গ হওয়াতে আমরা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমার বাহ্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের এরূপ বিধানের অনুযায়ী করা ভাল বিবেচনা করিয়াছি।

৮। পরবর্ত্তী ধারায় কএক শ্রেণীর মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করা গিয়াছে। আমরা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা বিষয়ক ঐ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ উঠাইয়া দিয়াছি। কারণ চর্চ্চার সম্বন্ধে সম্প্রতি আপত্তি আছে দেখা যায় এবং আমরা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি যোগ করিয়াছি।—

(১) সাধারণত চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার কিম্বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা (পাণ্ডুলিপি যে আকারে প্রথম উপস্থিত হয়, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ক এরূপ মোকদ্দমা বাদ দেওয়া হইয়াছিল)

(২) বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা,

(৩) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমা

(৪) সমুদ্রগামী জাহাজের উপর সাধারণ গড়পড়তা ও বিমা সংক্রান্ত মোকদ্দমা,

(৫) সমুদ্রপথে জাহাজের ধাক্কা লাগিলে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৬) পেটেণ্ট বা গ্রন্থস্বত্ব বা ব্যবসায়ের চিহ্ন সম্বন্ধীয় নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৭) অংশিত্ব বিলোপের নিমিত্ত কিম্বা অংশিত্ব সংক্রান্ত কারবারের হিসাব নিমিত্ত মোকদ্দমা

(৮) কেবল স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রীর নিমিত্ত মোকদ্দমা

(৯) ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া যে মোকদ্দমায় নির্ভর রাখে সেই মোকদ্দমা

(১০) উপযুক্ত পদ পাইবার মোকদ্দমা

(১১) স্বাধীন রাজ্য বা শাসনকার্য্যী সর্দ্দারের বিরুদ্ধে অথবা ভিন্ন দেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

এই সকল মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করিবার কারণ এত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

৯। আমরা (নূতন) ২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি। ছোট আদালতের পরহস্ত মাত্র হলে ঐ আদালতের কোন কর্ম্মচারী অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি তিনি ছোট আদালতে না করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করেন তবে কোনহ স্থলে খরচা পাইতে পারিবেন না ঐ প্রকরণে এই বিধান ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ স্থলে বাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

১০। আমরা (নূতন) ২২ ধারার শেষ ভাগও উঠাইয়া দিয়াছি। অন্যান্য যে স্থলে ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় সেই স্থলে যেহেতুতে জজ খরচা দিবার সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন ঐ ভাগে তাহার নির্দ্দেশ ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে জজের স্বেচ্ছাধীন থাকা উচিত।

১১। পরে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৫ অধ্যায় লইয়া আমরা বলিতে চাই যে ছোট আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের অনেকানেক ধারার বিষয়ক ঐ অধ্যায়ের প্রথম ধারার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে আমরা তৎসমুদয় অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

যে সকল শ্রেণীর লোকদের প্রায় সর্ব্বদাই সাধারণ রকমের মোকদ্দমায় বাদী কিম্বা উপস্থিত হইতে হয় এই সকল আপত্তি সাধারণের নিকট হইতে যত দূর আসিয়াছে প্রধানত উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের নিকট হইতেই উঠিয়াছে এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এই ভাবিয়া তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছে যে নিয়মিত কার্য্য প্রণালীর এত অধিক অংশ ছোট আদালতের মোকদ্দমায় খাটাইলে গোলযোগ ও বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপে যে সকল বিধান বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই কেবল ব্যতিরেকস্থলে প্রযুজ্য এবং আমরা বিবেচনা করি যে চলিত মোকদ্দমায় যে বিধান প্রয়োগ করিব ও হইবে কেহ তাহাদের সূত্র অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কার্য্য প্রণালীটি অত্যন্ত সরল। অধিকন্তু আমরা দেখিতেছি যে উক্ত আইনের অনেক অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে কিয়ৎকাল হইতে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে চলিত আছে এবং বিভিন্নরীতি বিষয়ক বৃত্তান্ত দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে তথাকার প্রত্যেক জজের পরিমাণ কম করিবার যা কম তাহা কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের কর্ম্মাপেক্ষা কম হইবে আরো আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের অন্তর্গত অধিকাংশ ধারাই প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন।

১২। সে যাহা হউক আমরা বক্তব্য আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তফসীলের দফা দফা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কিয়দংশ বাদ দিয়াছি তন্মধ্যে আবেদনপত্রের সহিত আবেদনপত্রের নকল দিবার আদেশসূচক বিধান এবং প্রবাদ কথন সংক্রান্ত ও বিচার লিখিয়া দিতে হইবার বিধান ও পাপরের মোকদ্দমা বিষয়ক সমুদয় অধ্যায়টি।

অধিকন্তু আমরা জজদের কর্ম্ম ভার কমা যায় উদ্দেশে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৩৭ ধারার আদর্শে পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ধারা (৩১ ধারা) লিখিয়া করিয়াছি। উহাতে ছোট আদালতে প্রতি এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যাহা বিচার সম্পর্কীয় নয় বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যের মত তাহা উক্ত আইনে জজের দ্বারা করিবার আদেশ থাকিলেও আমলা দ্বারা করা যাইতে পারিবে। আমরা বিবেচনা করি যে কার্য্যপ্রণালী এক্ষণে যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহা অনিষ্টকর না হইয়া যত দূর সরল হইতে পারে হইয়াছে এবং অধিকাংশ মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিই এইরূপ চাহে।

১৩। আমরা একটি ধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে উপকার প্রদত্ত হয় তাহা পাইবার স্বত্ব কিম্বা যে উপকার প্রদত্ত না হয় তাহার স্বত্বাভাব ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই আইনের কোন নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত হইবে না। পূর্ব্বনিষ্পত্তি সংক্রান্ত যত এই বিধ নকলে অনেক পরিমাণে কর্ত্তিত হওয়াতে নিঃসন্দেহ জেলা লোকের যে সকল প্রশ্ন এবার সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া উত্তম রূপে নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তাহা আবার তুলিতে পারিবে কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তির স্বত্ব ঘটিত কঠিন প্রশ্ন ও বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার নির্ণায়ক জটিল বিবাদ স্থল সমন্ধে প্রথম যে কোন সামান্য মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এই আইন সদৃশ কোন আইনমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কাপেক্ষা পূর্ব্বনিষ্পন্ন বিষয়ের কথা তুলা আমাদের শেষ ভয়াবহ বোধ হয় না।

১৪। যে স্থলে বাদি সম্পূর্ণরূপ হারে না কিন্তু আপনার দাওয়ার সম্পূর্ণরূপ টাকা পায় না এবং যে স্থলে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধে অমূলক আপত্তি উত্থাপিত হয় সেই স্থলের প্রতি আমরা (নূতন) ২৭ ধারা বসাইয়াছি।

১৫। ৩০ ধারাটি নূতন। যাহা কিছু ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া রাখা হয় তাহা স্থানান্তর করিবার অধিকার সম্বন্ধে এদেশের বর্ত্তমান আইন প্রজাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল দেখা যায় কিন্তু হস্তান্তরে যে দ্রব্য কিম্বা ফেশিয়াল পত্রগুলা ক্রমে লওয়া যাইতে পারে তাহাও হাই কোর্টে না গেলে ছোট আদালতের কোন ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারী ক্রমে পাইতে পারেন না বোধ হয়। অন্তত এরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে যদিও কলিকাতায় প্রজারা খোলার ঘর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তথাপি ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ঘর লওয়া যাইতে পারে না। ভূম্যধিকারিরা এটি কষ্টকর বলিয়া অনুযোগ করেন এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের অনুযোগ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে প্রজাকার এই বিশেষ স্থলেই আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। এই নিমিত্ত আমরা বিধান করিয়াছি যে প্রজাই সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে প্রজা যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী ক্রমে লওয়া যাইতে পারিবে।

১৬। আমরা কলিকাতায় ছোট আদালতের জজদের অনুরোধ ক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৯ ধারার শেষাংশের পরিবর্ত্তে একটি ধারা (৭৮ ধারা) দিয়া বিধান করিয়াছি যে যে তারিখে ডিক্রী করা যায় সেই তারিখ অবধি ৩ বৎসর গত হইলে পর ছোট আদালতের কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না কিন্তু ডিক্রীমত খাতক বলে স্থলে তিনবৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

৭। আমার পাণ্ডুলিপির ৩৪ ধারার ১৮৫০ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারা পুনঃসন্নিবেশ করিয়াছি ঐ ধারায় বেতন জন্য কিম্বা ঠিকা কাজ বা ভাড়াস্বরূপ কর্ম্মজন্য ৫০৲ টাকার অধিক টাকা মাজিষ্ট্রেটের পাওনা থাকিলে সে পূর্ব্বরক্ষক ব্যক্তির নামে তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবে এইরূপ অনুমতি দেওয়া গিয়াছে কিন্তু যে স্থলে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭০ ধারার ও ঐ টাকা পাওনা হয় ভ্রান্তিনিবারণার্থ অন্য কেবল সেই স্থলেই স্পষ্ট বাক্যে এই বিধান খাটাইয়াছি আমাদের বিশ্বাস এই যে কেবল উক্ত আইন ক্রমেই মাজিষ্ট্রেটের এক্ষণে ঐরূপ টাকা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আর একটি উল্লেখ যোগ্য সংশোধন আছে। কএকটী ধারা (৩৬ অবধি ৩৮ পর্য্যন্ত ধারা) সন্নিবেশ করিয়া ১৪ ধারামত রেজিষ্ট্রারের উপর যে বিচারাধিপত্য অর্পণ করা যাইতে পারিবে তদনুসারে কার্য্য হইবার বিধান করা গিয়াছে।

১৯। আমরা একটি নূতন অধ্যায় (৬ অধ্যায়) সন্নিবেশ করিয়া, তন্মধ্যে মূল্য বিচার হইবার বিধান বিষয়ক ধারা এবং ৫০০৲ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমার কার্য্য কাছে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় এ কোর্টে পুনর্ব্বার শুনানী হইবার প্রণালী সংস্থাপক আর কএকটি ধারা দিয়াছি। এই ধারাগুলি শ্রীযুত কেমেরণ সাহেব প্রস্তাব করেন, এবং এগুলি আইন গুরু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৪ ও ৫ ব সংহিতা আইনের ৫৭ অধ্যায়ের বিধান মূলক এই ধারাগুলির সম্বন্ধে এই সুবিধা আছে যে যে স্থলে অবিচার হয় কিম্বা আদালতে বিস্তারিত রূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না হইয়াও আপীলের পরিবর্ত্তে একটি ব্যবস্থা হয়।

২০। যাত্রহীনতা ও প্রবেট বিষয়ক কোন২ শ্রেণীর মোকদ্দমার মোর অধ্যায় ক্রমে ছোট আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতে সেই২ অধ্যায় আবশ্য উঠাইয়া দিয়াছি কারণ আমাদের বিশ্বাস এই যে জটিলতা ও কাঠিন্য নিবন্ধন যে সকল মোকদ্দমা হাই কোর্টে অনুষ্ঠান উচিত ছোট আদালত যদি সেই সকল মোকদ্দমা না শুনেন, তবে হাই কোর্টের যে সময় বাঁচিবে তাহা অতি সামান্য। হাই কোর্টের এক্ষণে এই রূপ অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে হয় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার অধিকাংশ উক্ত কোর্টের আফিসে হয় এবং তাহাতে জজদের অল্পই সময় ব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হয়।

প্রবেট ও দলাধ্যক্ষতা পত্র দিবার সম্বন্ধে আমরা ইহাও বলিতে পারি আমাদের বিশ্বাস এই যে ১৮৮১ সালের ৯ আইনে সর্টিফিকেট প্রণালী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে এই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইবে।

২১। ব্যবহারাজীব নিয়োগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলে তাঁহাকে যে ফী দেওয়া যায় খরচাস্বরূপ তাহার আদায় নিবারণার্থ ৫৯ ধারা যে স্থলে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০ টাকার কম সেই স্থলে আবদ্ধ রাখিয়াছি আমরা বুঝিতে পারিনা কেন, যে স্থলে অধিকতর টাকা লইয়া বিবাদ, সেই স্থলে খরচ দিবার সামান্য বিধির প্রয়োগ হইবে না।

২২। পরিশেষে আমরা ছোট আদালতে ব্যবহারজীবিদের আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ একটি (৭২) ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম প্রকরণে বিধান আছে যে হাই কোর্টের আডবোকেট আটর্ণি ও উকীল ভিন্ন এবং এক্ষণে যাহারা ছোট আদালতের উকীল আছেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে বাদপ্রতিবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের কার্য্যস্থল কেবল ছোট আদালত হইবে, এরূপ একদল নিম্ন শ্রেণীর ব্যবহারাজীব গ্রহণ করা আমরা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। এতন্নিমিত্ত যে সকল উকীলদিগকে পূর্ব্বে গ্রহণ করা গিয়াছে তাঁহাদের স্বত্বে হস্তক্ষেপ না করিলেও আমরা নূতন লোক গ্রহণ করা বন্ধ করিতে চাই।

এক্ষণে প্রথম ছোট আদালতের প্রতি যে বর্দ্ধিত বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইল, তদনুসারে মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উকীলস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার স্বত্ব উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল দিগকেই দেওয়া গেল এবং ঐ প্রকরণে এই আদেশ আছে যে কোন বারিষ্টার ঐরূপে মোকদ্দমা চালাইলে হাই কোর্টের কোন আটর্ণির বা উকীলের নিকট কিম্বা ছোট আদালতের কোন উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। শেষোক্ত আদেশের হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

পক্ষদের আপনং মোকদ্দমা চালাইবার ও পরস্পরের জন্য উপস্থিত হইবার স্বত্ব ও স্বীকৃত মোক্তারদের স্বত্ব এই ধারায় রক্ষা করা গিয়াছে ইহা বলা বাহুল্য।

২৩। অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্র সহ এই পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন মান্দ্রাজের বোম্বাইয়ের ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে এরূপ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গেল তাহাতে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়, এইনিমিত্ত এই আইন যে তারিখে প্রচলিত হইবার কথা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস করিয়াছি এবং আমাদের অনুরোধ এই যে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যায়।

১৮৮১ সাল ৪ মার্চ।

হুইটলী ষ্টোক্স।
জে জিব্‌স।
সি সি পল।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

আমি বিবেচনা করি যে ২২ ধারার টাকার সীমা ২০০০ টাকা হইতে কমাইয়া ১০০০ টাকা করা উচিত অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টের সহিত আমার ঐকমত্য আছে।

জে, পিট কেমেরণ।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৪ জুলাই।)

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

নিঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম আরম্ভ।

২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা। পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা।

৩। আইন সংশোধনের কথা।

৪। "ছোট আদালত" শব্দের অর্থ।

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা।

৬। ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৭। জজদিগকে নিযুক্ত, স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।

৮। জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

ধারা।

৯। আদালতের ক্ষমতা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

১০। চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।

১১। মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১২। যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।

১৩। রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা। উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।

১৪। কুড়ি টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায় রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

৫। জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা ব্যবহার না করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬। এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি বাদ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭। আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

৮। আদালতের যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে, তাহার কথা।

১৯। যে২ মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, তাহার কথা।

ধারা।

২০। অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২১। আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২২। ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোনং অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪। কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৫। বিপরীত দাওয়ায় স্থল ছাড়া বলসাপত্র না হইবার কথা।

২৬। যে দলীল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ফেরত দিবার কথা।

২৭। কোনং স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

২৮। ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

২৯। যে কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের বাদানুবাদের কথা।

৩০। স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১। উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩২। কোনং স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩। ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৪। নাবালাদের কোনং স্থলে বয়ঃপ্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫। যে কার্য্যাধিচার কার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩৬। রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

উপবিধি।

৩৭। জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রীজারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮। রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেই রূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৩৯। আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

৪০। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৪১। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২। হাই কোর্টের ডিক্রীজারী করণের কথা।

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৪৩। বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৪৪। সমন জারী করিবার কথা।

৪৫। দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৬। উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭। দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে, কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

৪৮। স্বত্বাভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দাবের কথা।

একপক্ষে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯। দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১। দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৫২। প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে, তাহার কথা।

৫৩। যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

৫৪। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৫। পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৬। শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে, অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

ধারা।

৫৭। দরিদ্র ব্যক্তিদের জী ও খরচার কথা।
৫৮। জী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।
৫৯। ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।
৬০। আদালতের বন্দুক বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

৬১। কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।
৬২। আজ্ঞা বা গুমারন্ট জারী করিতে বেলিফের বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।
৬৩। কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।
৬৪। আদালতের বা ফদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।
৬৫। আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

৬৬। কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৬৭। উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।
৬৮। ৬৬ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৬৯। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।
৭০। উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।
৭১। ৬৯ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৭২। যে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।
৭৩। যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।
৭৪। রেজিষ্টর ও রিটর্নের কথা।
৭৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাই কোর্টের আদেশ মতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।
৭৬। পর্ব্বদিন ও বন্দের দিনের কথা।
৭৭। ছোট আদালতের দ্বারা মুক্তকরণ হইতে কোন২ ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।
৭৮। ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।
৭৯। যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।
৮০। আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমার প্রস্তাবের কথা।
৮১। অভিযোগের নিয়মের কথা।

প্রথম তফসীল।—যে২ আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয় তফসীল।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল।

তৃতীয় তফসীল।—সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা লিখিত কী।

২নম্বর।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন "রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ।

কিন্তু এই আইনের কোন কথায় সৈন্যদের সুবারা ও নিয়ম বিধান বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১৪৪ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রবল হইবে সেই তারিখ অবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন গুলির যে পরিমাণ তাহাতে উল্লিখিত হইল, সেই পরিমাণ রহিত হইবে।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত কোন আইনমতে যে সকল আদালত সংস্থাপিত ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে তৎসমুদয়, বজায় হইতে পারে, এই আইনমতে সংস্থাপিত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে তারিখে এই আইন প্রবল হয় তাহার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা যথাসাধ্য এই আইনের বা সেই বিষয় সংক্রান্ত এই আইনের বিধানের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা।

৩ ধারা। কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষাকরণের ১৮৫ সালের ২৩ আইনের ৩ ধারার "উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে" এই কথা রহিত হইল এবং "উক্ত আইনের লিখিত অল্প কর্জ্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিশানর সাহেবের" ও "উক্ত কমিশানরদের এই ২ কথার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে "কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের" এই কথা দিতে হইবে।

আইন সংশোধনের কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮ ধারায় "৩৯ অধ্যায়ের" এই অঙ্ক ও শব্দের পর এবং "রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের" এই অঙ্ক ও শব্দ গুলি দিতে হইবে।

ছোট আদালত শব্দের অর্থ।

৪ ধারা। এই আইনে "ছোট আদালত" শব্দে এই আইনমতে কলিকাতা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত বুঝাইবে।

---

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা।

৫ ধারা। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি আদালত থাকিবে। তাহা কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের ছোট আদালত নামে খ্যাত হইবে।

ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৬ ধারা। ঐ ছোট আদালত ১৮৬৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের হাই কোর্ট সংক্রান্ত লেটেন্টপেটেন্টের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সম্বন্ধে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারামতে ঐ কোর্টের যে ক্ষমতা আছে ছোট আদালত সম্বন্ধেও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।

৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া একজন চীফ জজ ও আর যত জন উচিত বোধ করেন ততজন লোককে ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু চীফ জজ সমেত ঐ রূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্যূন তিন ভাগের এক ভাগ উক্ত কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপে নিযুক্ত কোন জজকে স্থগিত করিতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

৮ ধারা। চীফ জজ পদে ও মর্য্যাদায় জজদের মধ্যে প্রথম গণ্য হইবেন।

অন্য জজেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে পদ ও মর্য্যাদা পাইবেন।

আদালতের ক্ষমতা তাহার বেয়রদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

৯ ধারা। এই আইনে বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের নিয়ম না থাকিলে, হাই কোর্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ছোট আদালত এই আইন ক্রমে বা চলিত অন্য আইনক্রমে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে যে রূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে এক বা একাধিক জজের দ্বারা কার্য্য হইবার বিধান করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।

১০ ধারা। উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া, শ্রীযুক্ত চীফ জজ সাহেব সময়ে২ ভিন্ন২ জজদের মধ্যে আদালতের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার যেরূপ যথেষ্ট উচিত বোধ করেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

মতভেদ হইলে কর্ম্ম প্রণালীর কথা।

১১ ধারা। পশ্চাল্লিখিতমতে যে স্থলে প্রকারান্তরের বিধান করা গিয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থলে দুই কিম্বা তদধিক জজ একত্র অধিষ্ঠিত হইয়া কোন প্রশ্নসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলে, অধিকাংশের মত প্রবল হইবে, এবং আদালত সমান দুই দলে বিভক্ত হইলে, ঐ ভিন্নমত জজদের মধ্যে যদি চীফ জজ একজন হন তিনি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে ভিন্নমত জজদের মধ্যে পদ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ জজ, যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যৎকালে যে প্রকারের আদেশ করিবেন, ছোট আদালত সেই প্রকারের আকারের ও আয়তনের মোহর ব্যবহার করিবেন।

রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত আদালতের প্রধান আমলা হইবেন,।

এবং আদালতের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে তৎপ্রতি যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে২ কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে সেই২ ক্ষমতানুসারে সেই২ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যত জন আবশ্যক হয় চীফ জজ তত জন ক্লার্ক রেনিফ ও অন্য আমলা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও বেতনের কথা।

চীফ জজ হাই কোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়ে২ এতদর্থে বিধি করিয়া যেরূপ আজ্ঞা করেন তদনুসারে উক্তরূপে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার ও অন্য কর্ম্মচারিরা উক্ত ক্ষমতাক্রমে আমলার কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

চীফ জজ উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারিকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন, কিন্তু যে রেজিষ্ট্রারের বা কর্ম্মচারির মাসিক বেতন একশত টাকা বা তদধিক তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইবে।

১৪ ধারা। কে মোকদ্দমার বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই টাকার অধিক সেই মোকদ্দমার বিচার লিখিত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্ট্রীকরণের প্রতি এই আইনমত জজের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আর রেজিষ্ট্রার যেকোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম, ছোট আদালতের কোন জজ উচিত বোধ করিলে ঠিক জজের আজ্ঞানুসারে সেই মোকদ্দমা আপন কাছিন হইতে রেজিষ্ট্রারের কাছিনে চালান করিতে পারিবেন।

দুই টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমার ছোট-আদালতের জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। যে জজ বা অন্য কর্ম্মচারী এই আইনমতে নিযুক্ত হন, তিনি যতকাল ঐ রূপ জজ বা কর্ম্মচারী থাকেন তত কাল স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তির অংশী স্বরূপ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আডবোকেট, আটর্ণি, উকীল বা অন্য ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিবেন না কিম্বা আপন হিসাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অংশী স্বরূপ কোন কারবার বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন না।

জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী ঐ প্রকারে ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিলে বা কারবারাদিতে লিপ্ত হইলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৮ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী রাজকীয় সনন্দ, পেটেণ্টপত্র, পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সমাজের আইনক্রমে সমবায়িত বা রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির মেম্বর হইতে যে পারিবেন না এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। কার্য্যপ্রণালী ও রীতি সংক্রান্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যে সকল প্রশ্ন এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে উচিত হয় তাহা কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য কালে ঐ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য করেন সেই আইন অনুসারে ঐ সকল প্রশ্ন লইয়া কার্য্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উচিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাইকোর্টে যে আইন অনুসারে কর্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

---

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭ ধারা। হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের মৎকালে যে স্থানীয় সীমা থাকে প্রত্যেক ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের সেই স্থানীয় সীমা হইবে।

আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

১৮ ধারা। ৯ ধারায় বর্জ্জিত কথা মানিয়া ছোট আদালতের যে সকল আদালতের সমুদয় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারাদি তাহার মোকদ্দমার বিচার পক্ষ থাকিবে, তাহার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

কিন্তু বিবাদীর বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইবে না।

আর ইহাও আবশ্যক যে, (ক) নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উচিত হইয়াছে, এবং নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, কিম্বা

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, কিম্বা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন; এবং হয় মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, না হয় যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন বা ব্যবসায় না চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহারা ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমায় উভয় পক্ষে কোন বিপরীত দাওয়া স্বীকার করাতে, দাওয়ার টাকা অধিক দুই হাজার টাকার অনধিক হইলে, ছোট আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির এ স্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্ত বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎ কালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উচিত হইলে তৎ সম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

৩ ব্যাখ্যা।— কোন সমবায়িক সমাজ কিম্বা কোম্পানি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে অথবা অন্যস্থানে তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

যে মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।

১৯ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রাজস্ব ধার্য্য বা আদায় করণ সংক্রান্ত মোকদ্দমা,

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা কোন গবর্ণর সাহেব, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা বাঙ্গালার বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার কোন সভ্য স্বীয় পদোপলক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়;

(গ) কোন জজ বা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদের কার্য্যোপলক্ষে, অথবা কোন আদালতের বা উক্তরূপ কোন জজের বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের কোন বিচার বা আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমার,

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার,

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বাটওয়ারা হইবার মোকদ্দমার,

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সিদ্ধি করিবার বা বন্ধক হইতে তাহা মুক্ত করিবার মোকদ্দমার,

(ছ) স্থাবর সম্পত্তিগত অন্য কোন স্বত্ব বা স্বার্থ নিরূপণ করিবার মোকদ্দমার

(জ) চুক্তিবত বিশেষ কার্য্য করিবার বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমার,

(ঝ) নিষেধ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমার

(ঞ) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমার,

(ট) দ্যূতসম্বন্ধ কার্য্য হইবার মোকদ্দমার

(ঠ) সমুদ্রগামী জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ গড় পড়তা ও বিমা বিষয়ক মোকদ্দমার

(ড) সমুদ্র পথে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিলে, তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার,

(ঢ) পেটেন্ট, গ্রন্থ স্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার,

(ণ) অংশিত্ব বিলোপ করিবার বা অংশিত্ব ঘটিত কারবারের হিসাব পাইবার মোকদ্দমার

(ত) আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ও তাহার যথাযোগ্য কার্য্যনির্ব্বাহের হিসাব পাইবার মোকদ্দমার,

(থ) লিখিত বা বাচনিক অপবাদ রটনা, নিন্দে জনিত অভিযোগ, পরস্ত্রী গমন বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার

(দ) দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির স্ত্রী পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমার,

(ধ) কেবল স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমার,

(ন) যে মোকদ্দমার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাবিদাওয়া নির্ভর করে, সেই মোকদ্দমার

(প) পৈতৃক পদ পাইবার মোকদ্দমার,

(ফ) স্বাধীন রাজা বা শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে, কিম্বা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমার,

(ব) কোন হাই কোর্টের বিচারপত্র অনুযায়ী মোকদ্দমার

(ভ) প্রচলিত কোন আইনক্রমে যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ছোট আদালতের নাই সেই২ মোকদ্দমার

২৭ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক না হইলে যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের গ্রাহ্য হইত সেই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যদি লিখিয়া এই রূপ নিদর্শনপত্র করিয়া থাকেন যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার সংস্কৃত ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে তবে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইলেও, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার বিচারাধিপত্য থাকিবে।

অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিরিক্ত মোকদ্দমার উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালত তার বিচার করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ প্রত্যেক নিদর্শনপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল করা গেলে তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষ উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হইবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় ঐ আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

২১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কোন কর্ম্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে এক পক্ষ, সেই সকল মোকদ্দমা উক্ত আদালতের পরওয়ানা দ্বারা ক্রমে গৃহীত সম্পত্তির বা তদুৎপন্ন টাকার বা তাহার মূল্যের সম্বন্ধে না হইলে বাদির ইচ্ছামতে, এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে, হাই কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা ভিন্ন ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়, এবং যদি উক্ত মোকদ্দমার দাবী, চুক্তি মূলক মোকদ্দমা হইলে দুই হাজার টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে, এবং অন্য কোন রূপ মোকদ্দমা হইলে তিন শত টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে ডিক্রী পান তবে বাদিকে কোন খরচা দেওয়া যাইবে না।

ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদী ডিক্রী না পাইলে, মফস্বলের নিকট আদালত যেরূপ খরচা পান প্রতিবাদী সেইরূপ খরচা পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে জজ সাহেব উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি উহা হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি উহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অধ্যায় ও ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল সেই২ অধ্যায় ও ধারা ছোট আদালতে চলিবে ও উক্ত আদালতের বিবেচনায় যত দূর বর্ত্তিতে পারে তত দূর বর্ত্তিবে। তদ্ভিন্ন যাইবে এবং এই আইনের বিশেষ বিধান দ্বারা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধ হয় সে২ স্থল ছাড়া উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী ছোট আদালতের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমায় অনুসৃত হইবে।

কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩ ধারার বিপরীতভাবের কথা থাকিলেও এই আইনের বিধানমতে যে নিষ্পত্তি করা যায় তৎক্রমে যে উপশমের আদেশ হয় সেই নিষ্পত্তির সম্বন্ধে সেই উপশম পাইবার স্বত্ব

ব্যতিরিক্ত, কিম্বা বাদির যে উপকার পাইবার দাওয়া ঐ নিষ্পত্তিক্রমে বাধিত হয় ঐ সময়ে সেই উপকার পাইবার অত্যাবশ্যকীয়তিরিক্ত অন্য কিছুর সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যে বাটী আপনার বলে, বলরাম তাহার হানি করাতে, আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে হানি পূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম আনন্দের বাটী বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত নিষ্পত্তি করেন যে বাটী আনন্দের ও তিনি হানিপূরণ স্বরূপ ১০০৲ টাকা পাইবার অত্যাবশ্যক। আনন্দের হানি পূরণ পাইবার সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত, কিন্তু ঐ বাটীতে তাঁহার অত্বসম্বন্ধে নহে এবং বলরাম ঐ বাটীর আরো হানি করাতে আনন্দ তাহার নামে পরে মোকদ্দমা আনিলে, আনন্দের স্বত্ব নাই বলিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(খ) বলরামের লিখিত নিবন্ধপত্রক্রমে প্রাপ্য বলিয়া কিছুর টাকার নিমিত্ত আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে। আদালত লিখিয়া দেওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং কিছুর টাকার নিমিত্ত আনন্দকে ডিক্রী দেন। সেই নিবন্ধপত্রক্রমে পরবর্ত্তী এক কিস্তি নিমিত্ত আনন্দ পরে বলরামের নামে নালিশ করে, আবার লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(গ) (খ) উদাহরণের লিখিত স্থলে আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে এবং আদালত বলরামের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে নির্ণয় করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। ইহাতে আবার ঐ নিবন্ধপত্র সূত্রে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আনন্দের কোন বাধা নাই।

(ঘ) আনন্দ একটি ঘোড়া পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে আনন্দ বলে ঐ ঘোড়াটি আমার সম্পত্তি ও আপন ইচ্ছামত কাজের নিমিত্ত বলরামকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি। বলরাম ঘোড়া আনন্দের বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত ঘোড়া আনন্দের বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং তাঁহাকে দখল পাইবার ডিক্রী দেন ও আনন্দ ঘোড়া দখল করিয়া লয়। বলরাম ঘোড়া আপনার বলিয়া পরে তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত আনন্দের নামে মোকদ্দমা করে। পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বলে বলরামের মোকদ্দমা করিবার কোন বাধা হইবে না।

২৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১ ধারা ক্রমে বিপরীত দাওয়ার স্থল ভিন্ন কোনস্থলে আদালতের অধিকারের অতীত না হইলে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে।

বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৬ ধারা। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার বা পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা না গেলে, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলেও তাহা অগ্রাহ্য হইলে, কিম্বা নূতন বিচার বা স্থলবিশেষে পুনর্ব্বার শুনানী শেষ হইলে, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমার যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা গেল তাহা ফেরত লইতে চাহিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪৯ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয় তাহা ফেরত দিবার কথা।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্ব কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের প্রমাণিত নকল দিলে দলীল খালি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু ডিক্রীর বলে কোন দলীল বাধ্য কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ বহী রাখা যাইবে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ বহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

২৭ ধারা। যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে, এবং বাদী দাওয়ার সমুদয় টাকার ডিক্রী না পায় ছোট আদালত আপন বিবেচনায় যত টাকা উচিত বোধ করেন প্রতিবাদির কষ্ট ও উপস্থিতি হেতুক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারামতে যে কোন দাওয়া বা আপত্তি করা যায় তাহা অগ্রাহ্য করা গেলে, ছোট আদালত যে বা যত টাকা উচিত বোধ করেন আপন বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ডিক্রীদারকে বা ডিক্রীমত খাতককে বা উভয়কে সেই বা সেই২ টাকা দিবার নিমিত্ত ঐ দাওয়া বা আপত্তিকারী ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার আজ্ঞামত যে টাকা দেয় হয় তাহা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ আজ্ঞা হয় তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করা যায় তাহার বিরুদ্ধে উহা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা। ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর এই আইনমতে ডিক্রী জারী করিবার কোন প্রার্থনা পত্র গ্রাহ্য করা যাইবে না। কিন্তু ঐ তারিখের পর তিন বৎসর হয় মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বলে ছলে ঐ ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

২৯ ধারা। ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতককে গ্রেপ্তার করিবার বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরওয়ানা দিলে, আদালতের যে কর্ম্মচারির প্রতি ঐ পরওয়ানা জারী করিবার ভার অর্পিত হয় তাঁহার সহিত ডিক্রীদার বা তৎপক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাইয়া ডিক্রীমত খাতক যে বা স্থল বিশেষে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবেন।

যে কর্ম্মচারী পরওয়ানা জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

৩০ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীমত খাতক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় প্রজা হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যাহা কিছু সংলগ্ন থাকে এবং যাহা তাঁহার প্রজাসম্বন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি কৃষ্যাদি কারির অনুমতি বিনা আইন অনুসারে স্থানান্তর করিতে পারিতেন, তাহা উক্ত ডিক্রী জারীর কার্য্য পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ডিক্রী জারী ক্রমে বিক্রীত হইলে ক্রেতা তাহা পৃথক্ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীমত খাতক ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিলে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বাধ্য হইতেন তাহা না করিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবেন না।

স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রী জারী ক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধরা যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সেই টাকার ও খরচার আদালতের সন্তোষমত জামিন দিলে, উক্ত আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা

৩২ ধারা। যদি ছোট আদালতের প্রতীতি হয় যে উক্ত আদালতের ডিক্রীমত কোন খাতক পীড়া বা অন্য উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা, অথবা উক্ত আদালত কিস্তিক্রমে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে কোন কিস্তির টাকা, দিতে অক্ষম, তবে উক্ত আদালত সময়ের যদ্রূপ ক্ষতি বোধ করেন তদ্রূপ সময়ের নিমিত্ত ও তদ্রূপ নিয়মে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

কোন স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। যদি ছোট আদালতের ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার উপযুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের, স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে উক্ত আদালত ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত তাহা

(ক) উক্ত স্থানীয় সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর জারী করিতে হইলে, হাই কোর্ট; এবং

(খ) অন্য সকল স্থলে যে দেওয়ানী আদালতের সাধারণ এলাকার মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতক বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারীর যে কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্তরূপ স্থলসমূহে সেই কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইবে।

৩৪ ধারা। এই আইনে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন যত দূর বর্ত্তান গিয়াছে তাহাতে এক্ষণকার বিধান থাকিলেও, আয়কর বীমা ডুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭০ ধারাতে উল্লিখিত বা ঐ ধারা জারি বা তদ্রূপের কর্ম্ম জন্য কোন বা

আদালতের কোন স্থলে বরাত প্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা

বাসলের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই আদালত বরাত প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যেরূপ নালিশ করিতে পারিত ঐ টাকার নিমিত্ত সেইরূপে নালিশ করিতে পারিবে।

৩৫ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কিম্বা বিচার কার্য্যের আরম্ভ হইয়া যে কার্য্য এই আইনক্রমে বর্ত্তান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা, এবং এইরূপে বর্ত্তান উক্ত আইনের অন্য ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত জারীদের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে তাহা, ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিম্বা ঐ আদালতের অন্য যে কার্য্যকারককে উক্ত আদালত এতদর্থে সময়ে২ নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচারকার্য্যের ন্যায় করিবার আর অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে২ কার্য্য বিচার কার্য্য নয় ও যাহা বিচারকার্য্যের ন্যায় বলিয়া জানা যাইবে হাই কোর্ট সময়ে২ বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

৩৬ ধারা। ১৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রার যে২ মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন, ছোট আদালতের কোন জজ তাহা যেরূপ শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তিনিও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় যে মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

কিন্তু উক্ত আদালতের কোন জজ, ঠীক ও জরুরী আজ্ঞা দানিয়া, যখন উচিত বোধ করেন, রেজিষ্ট্রারের হাইল হইতে কোন মোকদ্দমা আপন হাইলে উঠাইয়া আনিতে পারেন।

উপবিধি।

৩৭ ধারা। আদালত যে কোন দুস্তার ডিক্রী করেন রেজিষ্ট্রার তাহা জারী করিবার প্রার্থনা পত্র গ্রহণ এবং ডিক্রীমত খাতকদিগকে দেওয়া অতে সমর্পণ ও যুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ আদালতের কোন জজ এই আইন মতে যে কোন আজ্ঞা করিতে পারিতেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জজের মত ক্ষমতা দুস্তার রেজিষ্ট্রারের নিকট ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন মোকদ্দমার বা আনুষঙ্গিক কার্য্যে রেজিষ্ট্রার যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, তাহা উক্ত আদালতের কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে গণ্য হইত সেইরূপে গণ্য হইবার কথা।

রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে গণ্য হইত সেইরূপে গণ্য হইবার কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৪৩৯ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিশেষ বিধানের ফল ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ছোট আদালতের প্রত্যেক ডিক্রী ও আজ্ঞা চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তি হইবে, কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২২ ধারামত ডিক্রী ভিন্ন কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর বা আজ্ঞার প্রারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ নিয়মে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য তৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ছোট আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৪০ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচারীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পঁচিশত টাকার অধিক হইলে, বিচার হইবার পর আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় এই আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্র করা কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে এবং প্রার্থক অ্যাডবোকেট উকীল বা আটর্ণি দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ প্রার্থনাপত্র সমর্থনার্থ শুনানীর সময়ের প্রধান উকীলের লিখিত এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যে তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার শুনিবার বিশিষ্ট হেতু আছে। ঐ প্রার্থনাপত্র শুনিয়া যদি হাই কোর্টের এরূপ মত হয় যে বিচারে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়াছে কিম্বা উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানীর অন্যান্য বিশিষ্ট হেতু আছে তবে কোর্ট এক পক্ষের কথা শুনিয়া যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ রূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইবার আজ্ঞা দিয়া তাহার দিন ধার্য্য করিবেন উহার সংবাদ বিপক্ষ পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৫ ৫৪৬ ও ৫৪৭ ধারায় আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত ও জারী করণ সংক্রান্ত যে২ বিধি আছে তাহা এই ধারামত প্রার্থনাপত্র ছোট আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল বলিয়া গণ্য হইলে যেরূপে বর্ত্তিত সেইরূপে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে।

৪১ ধারা। ৪০ ধারামতে যে দিনধার্য্য করা যায় সেই দিন কিম্বা শুনানীর দিনান্তর নিরূপিত হইয়া থাকিলে সেই দিন হাই কোর্ট বা ঐ কোর্টের কোন জজ হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ছোট আদালতের বাদী ঐ মোকদ্দমায় বাদীবলিয়া ও ছোট আদালতের প্রতিবাদী প্রতীবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং মোকদ্দমার রফানামা দাখিল করিবার আজ্ঞা হয় নাই বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারামতে যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয়, তাহাতে এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ কোর্টের রীতি ও কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইবে। কিন্তু এই ধারামতে কোন বিচার ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

পুনর্ব্বার শুনানী হইলে হাই কোর্টের ডিক্রী জারী করণের কথা।

৪২ ধারা। উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইলে কোন হাই কোর্ট যে প্রত্যেক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন তাহা ঐ কোর্টের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ হাই-কোর্ট জারী করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত হাই কোর্ট আপন বিবেচনামতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত ঐ ছোট আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

---

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৪৩ ধারা। যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এবং প্রতিযোগিতার অন্তুক্ত থাকা নার দ্বারে যাহার বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয়, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অথবা বংশসূত্রে ঐ অন্য ব্যক্তির দাওয়া সেই ব্যক্তির প্রজাভাবে বা অনুমতিক্রমে যদি সেই ভূমি দখল করিয়া থাকেন

বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

এবং যদি ঐ প্রজাভাব শেষ বা অনুমতি রহিত হইয়া থাকে

এবং উক্ত প্রজা বা মণিলকার অথবা তাহার অধীনে বা নিয়োগক্রমে ভূমিভোগী কোন ব্যক্তি (ইহারা পরে দখলকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে) উক্ত অন্য ব্যক্তি নিকট হইতে এবিষয়ে আদেশ পাইলেও তদনুসারে ঐ সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করিলে,

(পরে দরখাস্তকারী বলিয়া অভিহিত) ঐ অন্য ব্যক্তি দখলকারির বিরুদ্ধে সমন দিবার নিমিত্ত ছোট আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ঐ সমনে উক্ত দখলকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে, যে, ঐ সম্পত্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কেন বল প্রয়োগ করা যাইবে না, সমনলিখিত তারিখে তাহার কারণ দর্শাইবেন।

সমন জারী করিবার কথা।

৪৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রণালীমতে দখলকারির উপর সমন জারী করা যাইবে।

দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৫ ধারা। যদি দখলকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয় ও বিপরীত কারণ না দর্শায় তবে দরখাস্তকারী ৪৩ ধারামতে দরখাস্ত করিতে অন্তরায় ছোট আদালতের এই রূপ জ্ঞান জন্মিলে তিনি উক্ত আদালতের বেলিফের প্রতি অনুজ্ঞাপত্র

পাইবার অধিকারী হইবেন ঐ অনুজ্ঞাপত্রে উক্ত আদালত যে তারিখের নাম করা উচিত বোধ করেন সেই তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত বেলিফের প্রতি আদেশ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি দখলকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, যে স্বত্বের বলে প্রজাভাব স্বত্ব বা অনুমতি প্রদত্ত, হয় দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে সে স্বত্ব লোপ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কারণ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র যে বেলিফকে দেওয়া যায়, উহার বলে সেই বেলিফ পূর্ব্বাহ্ণ ছয়টার পরে অপরাহ্ণ ছয়টার পূর্ব্বে সাধ্যমত যত জন লোক আবশ্যক বোধ করেন লইয়া অনুজ্ঞাপত্র লিখিত সম্পত্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দরখাস্তকারিকে তাহার দখল দেওয়াইতে পারিবেন, এবং দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার স্বত্ব ছিল না কেবল এই কারণে উক্ত অনুজ্ঞাপত্রদাতা ছোট আদালতের কোন জজের বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্রমতে কার্য্যসাধক বা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন সমন কারীকারী কোন বেলিফ বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দিবার বা সাধন বা জারী করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা অভিযোগ চালান যাইবে না।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতিনিমিত্ত জন্য কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল লইতে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম যদি ঘটে, তজ্জন্য তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না; কিন্তু উক্ত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম নিবন্ধন কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, সেই অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ক্ষতিপূরণের আদায় নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন ক্ষতির প্রমাণ না হইলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে এবং যে কোন স্থলে ক্ষতির প্রমাণ হয়, সেই স্থলে আদালতের অবধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দশ টাকার অধিক না হইলে যে জজ বিচার করেন তিনি যদি এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট না দেন যে তাঁহার মতে বাদিকে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া উচিত, তবে আদালত বাদিকে ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত খরচা দিবেন না।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দরখাস্তকারী কোন সম্পত্তির দখল পাইলে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে তাঁহার ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকে, তবে ঐ আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করেন, এই আইনের কোন কথার সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা হইতে উক্ত দরখাস্তকারী রক্ষিত হইবেন এরূপ জ্ঞান হইবে না।

অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে, উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকিলে, যদি উক্ত আজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে তৎক্রমে দখল না লইলেও দরখাস্তকারী দখলকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯ ধারা। এই ৪৩ ধারামত দরখাস্ত করা গেলে দখলকারী নিজে যদি দুইজন জামিনের সহযোগে, ছোট আদালত সম্পত্তির মূল্য ও পশ্চাল্লিখিত মোকদ্দমার সম্ভাবিত খরচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত টাকা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া, অবিলম্বে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে এবং ঐ মোকদ্দমা আপনি না চালাইলে বা দরখাস্তকারির অনুকূলে বিচার হইলে মোকদ্দমার সমুদয় খরচা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তবে যাবৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ছোট আদালত উক্ত দরখাস্তের অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

দখলকারি দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার দখলকারী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে ৪৫ ধারাক্রমে যদি কোন আজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া এই ডিক্রী প্রবল হইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ২২ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, এই আইনের প্রকার স্তরের বিধান স্থল ছাড়া অন্যত্র ছোট আদালত যত দূর হইতে পারে, প্রথমশ্রেণীর আদালতের নিমিত্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন মতে কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়া গেলে, তাহার সত্ত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন বাধা হইবে না।

দখল পাওয়া গেলে সত্ত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

---

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৫২ ধারা। যদি ছোট আদালতের দুই বা তদধিক জজ কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে একত্র আসীন হইয়া আইনঘটিত বা আইনতুল্য বলবৎ রীতিঘটিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে

প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে তাহার কথা।

কিম্বা যে হেতু মোকদ্দমার গুণাগুণ স্পষ্ট হয় কোন দলীলের এরূপ অর্থ করণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হন,

কিম্বা কোন মোকদ্দমার বা উক্তরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে যদি উক্তরূপ কোন প্রশ্ন উঠে এবং কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন,

তবে ছোট আদালত উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬১৭ ধারামতে উক্ত বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের মত জন্য অর্পণ করিয়া হয় রায় দেওয়া স্থগিত রাখিবেন, না হয় উক্ত মত সাপেক্ষ করিয়া রায় দিবেন।

৫৩ ধারা। হাই কোর্টের মত সাপেক্ষ করিয়া ৫২ ধারামতে রায় দেওয়া গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রায় দেওয়া যায় তিনি অবিলম্বে হাই কোর্টে প্রধার্পণ করিবার খরচার ও রায়ের লিখিত টাকার জামিন দিবেন। ছোট আদালত ঐ জামিন মঞ্জুর করিবেন।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রধার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

কিন্তু যে জজ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন, তিনি ঐ মোকদ্দমার রায়ের লিখিত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিলে এবং তদনুসারে তাহা দেওয়া গেলে ঐ টাকার নিমিত্ত কোনরূপ জামিন দিবার আদেশ করা যাইবে না।

পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন অবিলম্বে দেওয়া না গেলে যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্তরূপ সাপেক্ষ রায় দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

---

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৪ ধারা। প্রত্যেক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে ও ৪০ ও ৪৩ ধারামত প্রার্থনাপত্রে

(ক) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অনধিক হইলে, ঐ পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুই আনার অনধিক,

(খ) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে ১২॥০ ও পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি এক আনার অনধিক, ফী দেওয়া যাইবে, এবং যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না যায়, উক্তরূপ কোন আবেদন বা প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮ অধ্যায়মত নিয়মপত্র দাখিল করিতে হইলে ১০ টাকা ফী দিতে হইবে।

পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৫ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অনধিক হইলে উক্ত তফসীলের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরে যে২ ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ২ ঘর যে২ পরওয়ানা সম্পর্কীয় হয় এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই২ পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সেই২ ফী দিতে হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে যে পরওয়ানা বাহির হয়, সেই ব্যক্তির সেই পরওয়ানার ফী দিতে হইবে।

তফসীল পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৫৬ ধারা। উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের শুনানী হইবার পূর্ব্বে পক্ষেরা আপোষে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, তৎকাল পর্য্যন্ত যত ফী দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে যে পক্ষ যাহা দিয়াছেন ছোট আদালত তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৫৭ ধারা। কোন দরিদ্র ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা ৪৩ ধারামত দরখাস্ত দিলে, ছোট আদালত যদি উচিত বিবেচনা করেন, ৫৪ ও ৫৫ ধারার উল্লিখিত ফী না লইয়া অথবা উক্ত ফীর কিয়দংশ লইয়া ঐ মোকদ্দমা ও দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া বোজ টনী করিতে পারিবেন।

ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৮ ধারা। ৫৪ ও ৫৫ ধারামতে যে ফী দিতে হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকার্য্য গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন স্থলে উক্ত ফীর পরিমাণ ঐ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইবে না।

ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৫৯ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য বিশ টাকার অধিক না হইলে কোন পক্ষ আডবোকেট উকীল, আটর্ণি বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবিকে নিযুক্ত করিয়া যাহা খরচ করেন, তাহা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে খরচা বলিয়া দেওয়া যাইবে না কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঘটনা বশতঃ উক্তরূপ ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৬০ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথায় আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

---

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৬১ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদের কার্য্য সম্পাদনে অসদাচরণ বা উপেক্ষা দোষে দায়ী হইলে, চীফ জজ আজ্ঞা দিয়া তাহার এক মাসের

বেতনের অনধিক পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং ঐ জরিমানা তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে বেশি ধন বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।

৬২ ধারা। যদি কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন পদোপলক্ষে কোন আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হইয়া উপেক্ষা বা না জানার জন্য বা ত্রুটি করিয়া উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিবার সুযোগ হারায়, তবে উক্তরূপ উপেক্ষা বা না জানার ভাব বা ত্রুটি করাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে যে টাকার নিমিত্ত উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট দেওয়া হইয়াছিল কোন স্থলে সেই টাকার অধিক না হয় এরূপ যত টাকা চীফ জজ ঐ কারণ নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ তুল্য জ্ঞান করেন উক্ত চীফ জজের আজ্ঞাক্রমে ঐ ক্লার্ক বেলিফ বা আমলা তত টাকা দিতে দায়ী হইবে।

কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।

৬৩ ধারা। কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা উক্ত আদালতের লওয়া উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া, অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে টাকা আদায় করে তাহা বা তাহার হিসাব যথাবিধি দেয় নাই বলিয়া তাহার নামে যদি অভিযোগ হয় তবে আদালত উক্ত অভিযোগের তদন্ত লইয়া যেরূপ উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ম্মচারির উক্ত বলপূর্ব্বক গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবার বা পূর্ব্বোক্তরূপে আদায় করা কোন টাকা ও ক্ষতিপূরণ ও খরচা দিতে হইবার সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৬৪ ধারা। এই আইনমত মোকদ্দমায় সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক দলীল উপস্থিত করাইবার যে২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে এই অধ্যায়মত তদন্ত কার্য্যে উক্ত আদালতের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৬৫ ধারা। টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার এই অধ্যায়মত আজ্ঞাক্রমে টাকা দেওয়া না গেলে যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা আপনার অনুকূলে ছোট আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

---

১১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫, ৭৮ ১৭৯ ১৮০ বা ২০৮ ধারায় যেরূপ অপরাধের বর্ণনা আছে ছোট আদালতের দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে তদ্রূপ কোন অপরাধ করা গেলে, উক্ত আদালত অপরাধিকে হেফাজতে রাখাইতে পারিবেন এবং সেই দিন আদালত বন্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং তাহা না দিলে দেওয়ানি জেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্তকাল গত হইবার পূর্ব্বে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অপরাধী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

উক্তরূপ প্রত্যেক স্থলে, ঐ আদালত যেং বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও অপরাধির কৃত কোন উক্তি থাকিলে তাহা, এবং নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭৮ ধারামত অপরাধ হইলে, যে সময়ে বাধা প্রাপ্ত বা অপমানিত হন, সেই সময়ে আদালত যে বিচার সংক্রান্ত কার্য্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও চলনের অবস্থা এবং উক্ত বাধা বা অপমানের প্রকৃতি ঐ লিপিবদ্ধ কথার দর্শাইতে হইবে।

৬৭ বার মতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নহে আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৮ ধারা। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট ও আপনার দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই-শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত অথবা যদি অন্য কোন কারণে আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারামতে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নহে, তবে আদালত যেং বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা এবং পূর্ব্বলিখিত বিষয়ের কথা ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে কি না জামিন লইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা অনুসারে তাহার নামে অভিযোগ হয় অপরাধির প্রতি সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত, আদালত ৬৬ বা ৬৮ ধারামতে ঐ অপরাধির দণ্ডনিরূপণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইলে, যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা বা আদেশ মানিতে স্বীকার করে অথবা আদালতের সন্তোষমতে অপরাধ স্বীকার করে, তবে আদালত স্বেচ্ছামতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৭৮ ধারা। ছোট আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত বা ক্ষমতাধীন যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, এবং অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাইলে, ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে কিম্বা তাহাকে তত দিন আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে উত্তর দিতে বা স্থলবিশেষ উক্ত দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে এই আইনের ৬৬ বা ৬৮ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।

৭৯ ধারা। ৬৬ বা ৭৮ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৭৭ সালের আইনের আপীল সংক্রান্ত বিধান সমূহ যত দূর বর্ত্তিতে পারে এই ধারামত আপীলের প্রতি বর্ত্তিবে।

৬৬ ও ৭৮ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

---

১২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৮০ ধারা। হাই কোর্টের আডবোকেট উকীল বা আটর্ণি ভিন্ন অথবা সিবিল এই আইন প্রচালক হওনের সময়ে ছোট আদালতের উকীল থাকেন তদ্ভিন্ন, কোন ব্যক্তি এই আইনমতে ছোট আদালতের কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক বাদে উপস্থিত হইতে, বাদানুবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না, এবং

(ক) হাই কোর্টের উকীলের বা আটর্ণি নিকট কিম্বা ছোট আদালতের উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হাই কোর্টের আডবোকেট কিম্বা

(খ) হাই কোর্টের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি, বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে ঐ রূপ কোন মোকদ্দমার শুনানী সময়ে আদালতে বক্তৃতা বা সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবেন না।

কোন ব্যক্তির নিজের কিম্বা মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা চালাইবার যে স্বত্ব আছে অথবা এই আইন ক্রমে বর্ত্তান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনমতে কোন ব্যক্তির স্বীকৃত গোমস্তার যে স্বত্ব আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।

৮১ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস সাক্ষিদের সমন, এবং (প্রতিবাদির প্রতি সমন ও জারীর পরওয়ানা ছাড়া) এই আইনমতে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে অন্য যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তৎসমুদয়, আদালতসাধ্য বা বিশেষ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিলে আদালতময় বা এতদর্থে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন তাহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

৮২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি দানাধীন হাই কোর্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন ছোট আদালত সেই রূপ রেজিষ্টর বহী ও হিসাব রাখিবেন এবং হাই কোর্টে সেইরূপ বর্ণনাপত্র ও রিটর্ণ পাঠাইবেন।

রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।

৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা স্থলবিশেষে হাই কোর্ট যেরূপ পাঠ ও প্রণালী উপযুক্ত জ্ঞান করেন সেইরূপ পাঠে ও প্রণালীতে উক্ত গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট সময়ের কাগজপত্র রিটর্ণ ও বর্ণনাপত্র পাঠাইবার যে আদেশ করেন ছোট আদালত সেই আদেশ পালন করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশমতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।

৮৪ ধারা। আদালতে যে পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে ছোট আদালত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে তদ্বিষয়ে তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন।

উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ তালিকা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং তদনুসারে উক্ত পর্ব্বের দিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে।

পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিনের কথা।

৮৫ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্য দিগকে আজ্ঞা দেন ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবকে বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ২৭ ও ২৮ সংবৎসরের আইনের ১০১ অধ্যায়মতে স্থাপিত হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস ও জজদিগকে এতদ্রূপ ছোট আদালতের আজ্ঞা জারী করা যাইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের ভিন্ন ভিন্ন উকীলের মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৮৬ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

যে স্থানে কারারুদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৮৭ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে যে স্থান নিরূপণ করেন সে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিতে ছোট আদালতের আজ্ঞা হয় তাহাকে সেই স্থানে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমার প্রস্তাবের কথা।

৮৮ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বাদিকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে বাদী কিছু পাইতে পারিবে না।

অভিযোগের মিয়াদের কথা।

৮৯ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করা হইয়াছে বলিয়া যে সকল অভিযোগ হয় তৎসমুদয় ঐ অপরাধ করা গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে ব্যবস্থা রহিত হইল।

A—সুপ্রীম কোর্টের চার্টর।

তারিখ।		যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৭৪ সালের ২৬ মার্চ	কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	২১ প্রকরণ।
১৮০০ সাল ২৬ ডিসেম্বর	মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৭ প্রকরণ।
১৮২৩ সাল ৮ ডিসেম্বর	বোম্বাইয়ের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৯ প্রকরণ।

B—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৫ সা ৯ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অন্যকর্ত্তৃক ও দাওয়া পুরোপেক্ষা সত্বর মতে অধীন করণের আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৫ সা ২৪ আ	১৮৫ সালের ৯ আইন সংশোধন করিবার আইন	সমুদয়।
১৮৬৪ সা ২৪ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমা আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঐ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচারক করাকে নিযুক্ত করণের বিধান করিবার আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৭ সা ১ আ	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন	৮ ধারা ২ প্রকরণ।

C—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৫৭ সা ১ আ	বোম্বাইয়ের ছোট আদালত দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কারাদণ্ড ও জরিমানার খোয়ানীর উত্তরাধিকার বিধান করণার্থ আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮ ৫ জুলাই।]

দ্বিতীয় তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল।

পরিভাষা। ২ ধারা। অর্থকরণের ধারা।

১ অধ্যায়।—১১ ধারা ছাড়া আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ অধ্যায়।—১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা ২০ ধারার ৪ প্রকরণ, এবং ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা, ২৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ অধ্যায়।—৩৭ ধারার (খ) ও শেষ প্রকরণ ছাড়া উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার ক বিধি ছাড়া মোকদ্দমার আকারে বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।—৫৩ ধারার (ঙ) প্রকরণ ও ৫৫ ধারা ও ৫৭ ধারার (খ) প্রকরণ ও ৫৮ ও ৬২ ধারা ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—৬৪ ধারার ' ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার সকল কি সংক্ষেপ বর্ণনা পত্র অর্পণ করা গেলে এই ২ কথা ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৬৭ ধারা ছাড়া সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১০ ১১৯ ও ১১৬ ধারা ছাড়া সর্ব্বসাধারণ ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—১১৯ ধারা ছাড়া আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।—দলীলের সন্ধান লওন ও গ্রাহ্য করণ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। ১৮ অবধি ৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৫ ধারা ' ও যত দূর প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ছাড়া ৩৬ ধারা, দ্বিতীয় প্রকরণ ছাড়া ৩৭ ধারা ১৩৮ ধারা শেষ বাক্য ছাড়া ১৩৯ ধারা, উপবিধি ও " তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া ' এই কথা ছাড়া ১৪০ ধারা এবং ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ও ৪৫ ধারা।

১১ অধ্যায়।—ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি। ৫০ ও ১৫১ ধারা।

১২ অধ্যায়।—৫৪ ধারা ও ১৭৫ ধারা ছাড়া প্রথম প্রকরণের সম্বন্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের দিনান্তর নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—৬৮ ১৬৯ ৭ ও ৭৫ ধারা ছাড়া সাক্ষিদের নাম সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—১৮৭ অবধি ৯১ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া মোকদ্দমার প্রশ্ন ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ অধ্যায়।—আফিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৭ অধ্যায় —২০০ ২০১ ২০২ ২০৪ ২০৭ এবং ২১১ অবধি ২১৫ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া, বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৮ অধ্যায় —খরচা বিষয়ক বিধি।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি ২৩০ ধারার প্রথম দুই প্রকরণ ২৩১ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ধারা ২৪৩ অবধি ২৪৯ পর্য্যন্ত ধারা, ২৬৮ ধারা (জঙ্গমের সম্পত্তি ক্রোক ও তাহার ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত ধারা ২৭৩ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে) ২৭৪ অবধি ৩২৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৩৬ ধারা (শেষ তিন প্রকরণ ছাড়া) ৩৩৭ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত ধারা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—৩৯৬ ধারা ছাড়া অঙ্গীকারপত্র বিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।—গবর্ণমেণ্টের বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—৪১৩ ধারা ছাড় ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় ও অভদ্রশ্রেণীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টী দের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও ত্রব্যনিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—২ প্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধীয় ভিন্ন নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

৩৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ও ৫০১ ধারা।

৩৬ অধ্যায়।—গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি ৫০৩ ধারা।

৩৭ অধ্যায়।—আপীল সংক্রান্ত ৫২২ ধারার বিবাদ ছাড় সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ অধ্যায়।—৫২৭ ধারার (খ) প্রকরণের যে অংশ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় সেই অংশ ছাড়া, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৩৯ অধ্যায়।—হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনর্বালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪০ অধ্যায়।—বিবিধ বিধি ৬৪০ অবধি ৬৫১ পর্য্যন্ত ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৫৫ ধারা দেখ)

সমন ও অন্যান্য সংগ্রহনার নিমিত্ত ফী।

বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য নিম্নলিখিত টাকার অধিক	কিন্তু নিম্নলিখিত টাকার অধিক হইলে	সমনের ফী	অন্য সংগ্রহনার ফী।
		টাকা	টাকা
	১০	৵০	
১	২	।	।
২	৫০	।	।
৫	১	১	১
১	২	১।	২
২	৩	১।	৩
৩	৪	১৸	৪
৪	৫	২	৫
৫০	৬	২।	৬
৬	৭	২॥	৭
৭০	৮	৩	৮
৮	৯	৩	৯
৯০	১০	৩।	১০
১০	১১	৩৵	১১
১০	১২	৪	১২
১২০	১৫	৪৵০	১৩॥
১৫	১৮	৫৸	২
১৮	২০	৬৸৵	২
২০	২৫	৪	২২
২৫০০০	৩০	৪৵	২৩
৩০	৩৫	৪	২৪
৩৫০	৪০	৪৵	২৫॥
৪০	৫০	৪॥০	২৫

৫৬ পিট দেখেন্তী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA M. A. AND B. L.

Bengali Translator

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৫ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 5, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের দায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৪ জুলাই আষাঢ় ১২৮৮ সালের ১২ শ্রাবণ বাঙ্গালা ১২৮৮ সালের ১ শ্রাবণ সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ২৩ মে।

তফসীল

তফসীল নম্বর।	এ রেজেষ্টরি নম্বর।	জৌমী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবে সেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৮৬	৪৪	ম আলাল পাড়া পং নাগবাপুর	মধুসূদনী দাসী সদাবন্দ দাসাস্ত বা বালকের মাতা ও রক্ষক ও বন্ধু	১১৯৬৸৶২		
				রাম মধুসূদন দাসাস্তর পৃথক হিসাব মাতা বিলাম হইবেক না	৪৪৮৸৶৯		
				বাকী মধুসূদনী দাসী সদাবন্দ দাসাস্ত	৭৪৮/৫	৩৫ ৶৮	
২	১১০	৯৪	ম বেড়া বেড়া পং কাশীবাড়	উদয়নারায়ণ দাসাস্ত	৯৯১/১১	৪৮৮৸৶১	
৩	২৩০	১৫	ম কাঁটাপাল পং খড়্গপুর	কৃষ্ণবেহারি রায় ও শ্রীনাথচরণ পাল ও রামকুমার দে ও হারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ পাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও মহেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার ও ফণেন্দ্রকুমার পাল নাবালগ গণ কোর্টঅফ্‌ওয়ার্ডসের অধীন মেসে হারি হারিকানাথ পাল	মায়রোক্তকর ১ ৩ ৲	১৫৪৸৶৪	
৪	৮	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অবরুণী	গঙ্গারাম বাইতি ও আনন্দলাল রায় ও কৃষ্ণরাম রায় ও গঙ্গারাম বাইতি ও শ্রীমতী সতীশব্দ বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ ও চাঁদমণী ও মধুসূদন সিংহ	৬৮৭৸৶৯		
				রাম কৃষ্ণরাম রায় ও গঙ্গারাম বাইতি পৃঃ বিঃ ৬৮৸৶			
				রাম শ্রীমতী সতীশব্দ বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁর পৃঃ বিঃ ১১২৬/			
				রাম চাঁদমণীর পৃঃ বিঃ ৭৪৸৶৮			
				রাম মধুসূদন সিংহের পৃথক হিসাব বিলাম হইবেক না ৪৭৸৩	২৯৪৸৶১		

তরফের নম্বর।	জরিপ রেকর্ড-ইতি নম্বর।	খৌতী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				রাজা গঙ্গানারায়ণ মাইতি ও আনন্দলাল রায়ের একখানি অংশ বাদে সরকারি বাকী ১৫৸/২ জন্য নিলাম হইবেক	৩০৭৸১১	১৫৸/২	
৫	৪০০	২৪৯	মং বড়খাশিরাম ও কুলচিলা পং খাঁজার	লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারীমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা তরিতারণ পাল ও তারিণ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌ অমেকর মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও ও রত্নরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামনী দাসী রামপ্রসাদ রায়ের বনিতা ও সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়া।	৫০২/১০		
				মাং সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়ার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না	১১৫।৶৬		
				বাকী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারিমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা তরিতারণ পাল ও ও তারিণ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌ অমেকর মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও রত্নরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামনী দাসী রাম প্রসাদ রায়ের বনিতার একখানি অংশ বাদে সরকারি বাকী ১৯/৫ জন্য নিলাম হইবেক।	৩৬৬।৶৭	১৯/৫	
৬	৪১২	২৭১	মং বাড় বাঁশী পং খাঁজার।	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও অমার্দ্দন মাইতি ও শরচ্চন্দ্র মানিক শ্যামরাইত	১৯১৪৬৸/১	২১৯০৸	

ও মধুসূদন রায় ও প্যারিমনী দাসী ও শ্রীমতী স্বর্ণমনী ও মরমরি মানিক ও বেণীরাম আচার্য্য ও বাড়েশ্বর বেরা ও অক্ষয়নারায়ণ বেরা ও মহেশচন্দ্র রায় মহং শিবচন্দ্র রায় বাবাসন ভট্টাচার্য্যের ভক্ত ও বৈদ্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ভক্তাবনী ও মধুসূদন রায় ও ভূবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়রাম ও মধুসূদন জানা ও ঠাকুরদাস ও নাথচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন ও লালমোহন ও মহেন্দ্রনাথ পাল ও মহীশচন্দ্র ও অক্ষয় চন্দ্র বর্দ্ধন ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও গোবিন্দরাম মণ্ডল ও নীলমণি মণ্ডল ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও জয়নারায়ণ সে ও রাধামোহন মাইতি ও হারিকানাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও রা রানাথ সাহু ও শ্রীমতী আনন্দমনী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পরমাণ ও সীতানাথ দাস পরমাণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরামনী দেব্যা ও শ্রীমতী আনন্দমনী দাসী ও শ্রীমতী আনন্দমনী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী আগরওয়ালা দের পত্নী ও বাঞ্ছিনী দাসী স্বরূপ নারাণ মাইতির পত্নী ও তারকনাথ ও তোলানাথ বাবাসকের বাবা ও মহাদেব ও শ্রীমতী শশীমনী ও শ্রীমতী আনন্দাদিনী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী সাধুমনী দাসী ও ক্ষেত্রমহাপাত্রের অধীন মেদেনীপুর হারিকানাথ দাস ও আনেন্দ্র-কুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও মহেন্দ্রকুমার ও ক্ষেত্রকুমার ও দেবেন্দ্র-কুমার দাস বাবাসক দাসমোহন ও ইন্দ্রমোহন ও ভূবনমোহন দেইকাল।

তালুকের নম্বর।	জরিপের নম্বর।	খোঁজের নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম ও মালিক।	জমার অংশ।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।
৭	৪১৩	২৭২	মং বেলকীপং খাসার	শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরমাদ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরাবলী ও চৌ শ্রেষ্ঠদাস মালাত ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মালাত ও মনমথগোপাল মালাত ও ঈশ্বরচন্দ্র মালাত ও মহেন্দ্রনাথ মালাত।	১৯৬।৷৶৪	
				বাদ শ্রীমত্যা আদরমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরমাদ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরাবলী ও চৌ শ্রেষ্ঠদাস মালাতের এজমালি অংশ	৪৪১৷৶০	
				বাদ ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহনের মালাতের পৃ, দিঃ	১২৬৶৬	
				বাদ মনমথগোপাল মালাতের পৃ দিঃ	১২৬৶৭	
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মালাতের পৃঃ দিঃ নিলাম হইবেক না।	১২৬৶৬	
			ঐ	বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মালাতের পৃথক নিলাম মাসার সরঞ্জামি বাকী ৪৮।৶৯ অর্থ নিলাম হইবেক	১২৬৶৬	৫৮।৶৯
৮	৪৭৪	৩০৪	মং বুড়াল পং বাঁটীভাঙ্গি।	মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রাম আপাই রায় মাধাকালী দেবী ও রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫০।৶১০	
				বাদ মাধাকালী দেবীর পৃঃদিঃ১০৭॥৶৬		
				বাদ রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃঃ দিঃ নিলাম হইবেক না	১০৭॥৶৬	২৭৫।৶১১
				বাকী মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রামআপাই রায়ের এজমালি অংশ মাসা সরঞ্জামী বাকী ২৬৶৬ অর্থ নিলাম হইবেক।	২৭৫।৶১১	২৬৶৬
৯	৬৬১	৩৯১	মং ভিতর বিষণ্ণ ২ঃ ।০ আনা পং কর্ণে মা লিনীডাঙ্গা।	গঙ্গানারায়ণ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ প্যারীমোহন ও ঈশ্বর নারায়ণ মালাত।	১৬৪৮৷৶৯	৪১৭৷৶৬
১০	৬৪২	৩৯২	মং ভিতর বিষণ্ণ ২ ।০ আনা পং কর্ণে বাদী নীডাঙ্গা।	হারিকা নাথ মালাত ও মহেশচন্দ্র মালাত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা মনুমতী দাসী ও নবাবন্দ মালাত নাবালকের মাতা রক্ষক শ্রীমত্যা মনুমাবলী দাসী ও কর্ণনারায়ণ মালাত ও প্যারীমোহন দাস ও উপেন্দ্রচন্দ্র দাস ও গোলোক চন্দ্র ও মধুসূদন মালাতের।	১৬৪৮৷৶১০	
				বাদ গোলোকচন্দ্র ও মুকুন্দ মালাতের পৃথক নিলাম নিলাম হইবেক না।	৮৭৷৶৬	
				বাকী হারিকা নাথ মালাত ও মহেশ-চন্দ্র মালাত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা মনুমতী দাসী ও নবাবন্দ মালাত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা মনুমাবলী দাসী ও কর্ণনারায়ণ মালাত ও প্যারীমোহন দাস ও	৮৭৷৶৬	৪৷৶১১

তহসীল নম্বর।	এস্টেট নম্বর	তৌজী নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম শরিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	টীকা
				উমেশ চন্দ্র সাহেবের এজমালি অংশ বাদে সরকারি বাকী ৪৸১১ জন্য নিলাম হইবেক।			
১১	৮৭	৭১০	ম চাকলে তরফাই পরে, টিটাকি	প্রেমচাঁদ মাসাক ও উদয় ম রায়ন মাসক।	৭৭৮।৫	৩০১৫	
১২	৮ ৬	৮	ম ছুটকা পং কেদার কুণ্ডু	মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারী মোহন মা ত্রি ও প্রেমচাঁদ ম পাল।	৯৬১৸৹		
				বাদ মহেন্দ্র নাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারী মোহন মা ত্রির এজমালি অংশ নিলাম হইবে না। *	৬৪১৸৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মা ত্রির পৃথক হিসাব ম হা সরকারি বাকী ১৫ ৲ জন্য নিলাম হইবে।	৩২ ।৴৪	১৪৮৲৩	
১৩	৯ ৯	৫১৪	ম ভুকা পং কেদার কুণ্ডু	শ্রীহর চরণ মন্ডী ও শ্রীমত্যা দাসমনী দা ী।	১১৩৪। ৯	২৬৫।৵৭	
১৪	৯৩৬	৫ ৬	ম দক্ষি মহমদ ড়াল পং কি কালীবেড়া।	রাজীবলোচন সাহ ও শ্রীমত্যা গ দেশ মনী দেই ও নবদ্বীপ ও গো াল ও সাধুচরণ ও অখিল চন্দ্র ও জীববন্ধু ও বৈকুণ্ঠ দাস কুণ্ডু	১২৬৸৴৭	।৴৮	
১৫	১১১৭	৬১৫	ম কদুক গোড়া প কালীবেড়া।	গদাধর রায়	বাদপুলিন ও ৮৸৭	৭ ৫৸৯	
১৬	১ ৪৩	১৪	ম কুমাই প বল্লা।	বি শ্বনাথ ও শ্রীকৃষ্ণ ও রাধানাথ ত্রৈলোক্য নাথ রায় ও শ্রীমত্যা দাস মনী দা ী	১৪৫ ।৵১	১৬৯।।৶৬	
১৭	১ ১	৬৫	কুমাই প বাটী টাকি।	চন্দ্র শি ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্রনাথ প্যা ীমোহন মা ত্রি ও প্রেমদাসী দাসী ও সুবলচরণ পাত্রা ও শ্রীমত্যা বন্দ্র তা দেই ও শ্রীমত্যা আহ্লাদিনী দাসী ও বৃন্দাবন পাত্রা।	৬৪৫৸৯	৪৭৮৫৪	
৮	১২৫১	১৭৮	ম গো আ ই কেদার কুণ্ডু	প্র ে রিন্দ মাগ ও হরিকিশোর মাল মেসার্স ক্ষীরেন্দ্রকুমার ও জ্যো তীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্র কুমার ও নগেন্দ্র কুমার ও কালীন্দ্রকুমার ও গোপেন্দ্র কু ার ম ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস	৭২৪৸	১৭৭৸৮	
১৯	১ ১১	৭৩	ম বাজে ভুবা চক পং মহমদা চোঁদ।	কমল কুমারী দাসী মহেন্দ্রনাথ মাইতির পত্নী ও সুখদ ময়ী দা ী গোপাল চন্দ্র ম ইতির পত্নী।	২৯১৸৴৩	১ ৮৭। ১৭	
২	১ ৪৭	৭৪১	ম ইছা পং মহমদ পুর।	নাসরুদ্দী দাসী	১১১ ৸৮	৫২৯৸৶৯	
২১	১৩৫৫	৭৪৮	ম জশড়া পং কি কালী বেড়া।	হরিকিশোর দে ও জীবন রাম ভুঞা ও গরেশদাসী দেই ও মহেন্দ্র নাথ ও দেবেন্দ্র নাথ ও যোগেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ দে।	৬১৪৸৲	৩	
২২	১৩৫৯	৭৫২	ম জাম বড়ি পং কি কালী বেড়া।	কাজেমা চরণ লি ও আহমদ মেসা বিবি ও ইমুল বতেজা ও শ্রীমতী ইমাতেজে। ও আবদুল মাবুদ ও শ্রীমত্যা সেলমবতবেসা ও শ্রীমত্যা উমলকেস ও বোজ ম বিবি ও শ্রীমতী কেরামতবেসা ও শ্রীমত্যা আমিরবেসা ও শ্রীমত্যা উমল বাকেত।	১১৫২।৶১	৪৮৭৲	

তহসীল নম্বর।	এস্টেটের ইঃ নম্বর।	জোতি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৩	১৪২৯	৭৯৫	ম জঙ্গলা পঃ খড়গপুর।	হরিকিশোর ও দর্পনারায়ণ বাবু ও ও মহুমাননী দাসী বাতা মহাদেব সদাশিব মালাত ও বসুমতী দাসী বাতা রক্ষক মহীনচাঁদ মালাত মাহালদার ও প্রসন্নকুমারী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।	৮৭৩ ।৶	২৯২।।/৯	
২৪	১৪০৭	৮৪৮	মা জামপুর পঃ গঙ্গাধরপুর।	রাজবল্লভ ও সুধাময় চৌধুরী ও হরিকিশোর মিশ্র ও হরিকেশ পাঁড়ি ও গোলোকমণী ও অক্ষয় নারায়ণ ও অক্ষয়নারায়ণ মাইতি ও শ্রীনিবাস পাঁড়ি	৮ ৬।৶৮		
				বাদ অক্ষয়নারায়ণ মাইতির পৃথক হিসাব ১ ৫৶৪			
				বাদ অক্ষয়নারায়ণ মাইতির পৃথক হিসাব ১৪৶৯			*
				বাদ শ্রীনিবাস পাঁড়ির পৃথক হিসাব মিল হইবেক না। ৬৶।/ *	১৭৫ ।/		
				বাকী রাজবল্লভ চৌধুরী ও সুধাময় চৌধুরী ও হরিকিশোর মিশ্র ও হরিকেশ পাঁড়ির একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী ১ ৮৶৯ জন্য নিলাম হইবেক।	৩৬২ ।৶	১৯৮৶৯	
২৫	১৭৭৫	৭	ম খশরবন পঃ কাশীযোড়া	অক্ষয়নারায়ণ ও অমৃতলাল ও রত্নলাল ও পদ্মলাল ও প্রসন্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	মারপুলীস ৪১২২।৶৯	১৬	
২৬	১৭৮২	২৭৩	ম লুটবীয়া পঃ ভূমকাপুর	অক্ষয় নারায়ণ দাস ও রাধাগোবিন্দ ও জগবন্ধু ও জগদীশ্বর ও বৈষ্ণবদাস পাঞ্জা ও প্রেমচাঁদ মাল ও বৈকুণ্ঠ নাথ জানা ও ব্রজনাথ পাঞ্জা।	৮৫৯।৶৮	২৬৪৶৯	
২৭	১৮২১	৮৪	ম মাগুরি কাশীযোড়া	দীনবন্ধু মন্ত্রী স্বয়ং ও রক্ষক নবগোপাল চাঁদ মন্ত্রী ও প্রেমচাঁদ ও গোপী নাথ ও মঙ্গলাল মালাত ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী ও তারকচন্দ্র রায়চৌধুরী ও রাধাগোবিন্দ ও রামপ্রসন্ন মালাত নাবালক গণ।	৩ ৭ ৮৶৭	২২ ৮৶১০	
২৮	১৮৭১	২০৫	ম চন্দ্রপুর পঃ পটাশপুর।	হরনাথলাল ভকত ও শ্রীমতী অভয়া সুন্দরী দাসী।	১৩৪১৭	৪৭৩৶	
২৯	১৯৯৪	১০৮৮	ম নারায়ণগড় ওঃ মাকড়িনগড় পঃ কাশীযোড়া	জীবন কৃষ্ণ ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমতী নবসুন্দরী দেবী ও রমাপতি গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামী ও রামপ্রসাদ বেরা ও রূপনারায়ণ মাইতি ও কবিরচন্দ্র পট্টনায়ক ও তারাপ্রসাদ মালাত ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা রূপ নারা মাইতি।	৬৯২।৶		
				বাদ তারাপ্রসাদ মালাত ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা ও রূপনারায়ণ মাইতি ও কবিরচন্দ্র পট্টনায়কের পৃথক হিসাব যাহা নিলাম হইবেক না।	১৭২ ৮/৭		
				বাকী জীবনকৃষ্ণ কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমতী নবসুন্দরী দেবী ও রমাপতি গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামী ও রামপ্রসাদ			

তালুকের নম্বর।	জেলার ইসি নম্বর	জেলার নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	মোট জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৩০	২০০৭	১ ২৭	ঘ মহাকাল বজ্রতপুর পং মেদিনীপুর ও পরগণা।	বেলা ও রূপনারায়ণ মাইতির এক মালিকানা বাদে ন ক্রি বাকী ১৮/১ জন্য নিলাম হইবেক। কীর্ত্তিচন্দ্র বেলা ও রামনারায়ণ কুণ্ডা ও ঈশ্বর নারায়ণ কুণ্ডা ও দেবী প্রসাদ দে ও নারায়ণ প্রসাদ দে ও গঙ্গা মোহন ও বৈকুণ্ঠনাথ দে ও রমণী	৫১৮।৭ ২০৬১/১১	১৮/৬	

লি চরণ মাইতি ও হরিশ্চন্দ্র বসু ও সিদ্ধি মজীরাণি ধা ও শ্রীমতী চিত্রমণী দাসী ও রামচাঁদ মন্ডী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবনগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় ও জীন মহরণ মন্ডী ও শ্যামসুন্দর মল্লীক ও চন্দ্রমোহন সিং ও জগবন্ধু পাল ও রামনিধি কুণ্ডু ও বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডু ও মদনগোপাল মা ও ঈশ্বরনারায়ণ মালাম ও গোলোক চন্দ্র মালাম ও হরিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মালাম ও শ্রীমতী যদুমণী দাসী মাতা ও ব ক মহানন্দ মালাম মালালম ও শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহেন্দ্র মহ ষী চাঁদ মালাম ও গো ন্দ্র ও মালাম ও গোপীনাথ মালাম ও মহেন্দ্রনাথ মালাম সারিন্দা দাসী ও পূ ন্দ্র কুণ্ডু ও ধর্ম্ম দাসী ও মনীন্দ্রচন্দ্র পাল ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী মাতা রক্ষক আশু ভ ম মা লিকের ও শ্রীমতী বিন্দুবাসীনী দাসী ও শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী ও শ্রীমতী মা শিয়া দেবী মাতা স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী চন্দ্রমণী দাসী শিবনাথ দাস গিরের মাতা কালীনাথ দাস ও রমিতা ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী রমিতা অভয়চরণ বিশ্বাস ও বাবু আনন্দলাল রায় দেবার মহাদেব বাবু মুরারিলাল রায় ও শ্রীমতী হেমমণী দাসী ও উমাচরণ ঘোষ ও কুলীনে মন মিত্র ও মহেন্দ্র রাম দে ও গোপীনাথ দে ও অক্ষয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী মাতা অমৃতলাল ও রাজলাল ও লালমোহন ও প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বিলাসিনী দাসী ও শঙ্করনাথ ও ভগবানচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী ও মহানন্দ ঘোষ ও শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশানচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায়। ন কেশব দে ঘোষ ও সৈয়দ মহম্মদ হুসেন ও শ্রীমতী হরসুন্দরী ও গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর মাতা ও শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসী রামকুমার বসুর রমিতা ও শ্রীমতী হরসুন্দরী জগদ্গোবিন্দ বসুর রমিতা ও মহীনারায়ণ ও ঈশ্বরনারায়ণ দুই ও রাজারামলোচন দাস ও গোলোকচরণ শ্রীমাল ও উমেশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় অন্য ও মহাদেবনারায়ণ প্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় মালালগণ শ্রীমতী মহী মাতা দেবী।

বাদ শ্রীনাথচরণ মন্ডীর পূ দি ৮১৷৵৯

বাদ কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিকের পূ দি ১৮ ॥

বাদ চন্দ্রমোহন সিংহের পূ দি ৬ ।/১

বাদ জগবন্ধু পালের পূ দি ১৮৭ ৵৫

বাদ রামনিধি কুণ্ডুর পূ দি ১ ৭৶৬

বাদ বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডুর পূ দি ১৫১৷৵২

বাদ মদনগোপাল মালাকর পূ দি ৩২৷।

বাদ ঈশ্বরনারায়ণ মালাকর পূ দি ১১৬৷।১

বাদ গোলোকচন্দ্র মালাকর পূ দি ৪১৷। ১১

বাদ হরিকানাথ ও রূপনারায়ণ মালাকর ও শ্রীমতী যদুমণী দাসী মাতা ও রক্ষক মহানন্দ মালাকর মালালগণ ও শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাদেব মহাদীন চাঁদ মালাকর পূ দি ৪১৫৷।৵

তপশীল নম্বর।	এ যে ক ইং নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম শালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলামহইতে বেচা।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ গোপীনাথ দাসাঙ্কর পুঃ দিঃ ১২ ৵১১			
				বাদ গোপীনাথ দাসাঙ্কর পুঃ দিঃ ৪৪।/৯			
				৺ মহেন্দ্রনাথ দাসাঙ্কর পুঃ দিঃ ১১১।।৬			
				বাদ শ্রীমতী সাবিত্রী দাসীর পুঃ দিঃ ১ ৩ ।৵৯			
				৺ পূর্ণচন্দ্র বসু পুঃ দিঃ ১ ২৶			
				বাদ মন্মথনাথ পুঃ দিঃ ৭২৷৫			
				বাদ মহেন্দ্রচন্দ্র সেন পুঃ দিঃ ৪৭৷৷৬			
				বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী মাতা আশুতোষ দে ও বাংলিক শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসীর পুঃ দিঃ ৯ ৯৶৹			
				বাদ শ্রীমতী মঙ্গলা দাস পুঃ দিঃ ৬ ৴৪			
				বাদ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেব্যা ও ভাষ্টি ও বংশোপাধ্যায় পুঃ দিঃ ১৭৫৬			
				বাদ শ্রীমতী হাঁ মুখী দাসী বনিতা অভয়চরণ বিশ্বাসের পুঃ দিঃ ১ ৸৶৯			
				৺ বাবু অক্ষয়পাল রায় দেবের মৃত্যুর পর বাবু মুরারি লাল হাজরা পুঃ দিঃ ২ ১।৵১			
				বাদ শ্রীমতী রেবতী বিশ্বাসীর পুঃ দিঃ ৬৪৭৷৵১১			
				বাদ উমাচরণ ঘোষ পুঃ দিঃ ২ ।৴১			
				বাদ বাবু যোগেন্দ্র নাথ ও ৺ যদুনারায়ণ ও গোবর্দ্ধন রায় দেব পুঃ দিঃ ১৭৫।৷৮			
				বাদ অক্ষয় কুমার ও বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা ও ৺ দেবের অমৃত। ও ব ল ও পত্নী লাল ও প্রমথ লাল বসু। তিনো দেবের পুঃ দিঃ ৮৩৷৵৷৭			
				বাদ শ্রীমতী মহুরিণী দাসীর পুঃ দিঃ ১১।			
				বাদ শঙ্করনাথ ও ৺ জগন্নাথ চন্দ্র রায় ও শ্রীমতী। কুমুদিনী ও কুঞ্জ। বিহারী চন্দ্র রায় ও রাধাচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী অনন্ত দাসী ও রাধাকৃষ্ণ গোষ ও কে এল দে দেব পুঃ দিঃ ১১৫৷৩			
				বাদ ইসরদ মহম্মদ হুসেনের পুঃ দিঃ ২৪৸ ৵৩			
				বাদ শ্রীমতী। মহসুন্দরীর পুঃ দিঃ ২৸৷৩			
				বাদ ৺ গোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী ইন্দুবাসিনী দাসী কন্যা গোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী শচীসুন্দরী অজগোবিন্দ বসুর বনিতার পুঃ দিঃ ২৬৷৷৬			

তৌজী নম্বর।	এঃ তৌজীর নি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম পরগণা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				রাম মতীনারায়ণ ও উদয়নারায়ণ দুইয় পৃ দি ১২৪॥/৯ বাদ রাজীবলোচন দাসের পৃ দি ৪২।৫ বাদ গোলোকচরণ প্রধানের পৃঃ দিঃ ১৬৩/৩ রাম উমেশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃ দি ২৯৮।১৮ রাম উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয়ং ও মহাত্মেক নারায়ণপ্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ ও বদ্রীপ্রসাদ রায় মহাশয় নাবালকের পৃ দি ৩১৬।১১			
				রাম শ্রীমত্তা মহিমাকালী দেব্যার পৃঃ দি নিলাম হইবেক না ৩৩-৸৬	৭১৪৮।৶১		
				বাকী কসী দত্তমহেশ ও রামনারায়ণ মুকা ও উদ্ধব নারায়ণ মুকা ও দেবীপ্রসাদ দে ও নারায়ণপ্রসাদ দে ও গঙ্গাগোবিন্দ দে বৈকুণ্ঠনাথ দে ও মথুরানাথ দে ও হরিশচন্দ্র বসু ও লক্ষ্মীকাঙ্গালী বী ও শ্রীমতী চিন্তামণী দাসী ও রাম চাঁদমণী ও শ্রী শ্রী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় এজমালী অংশ যাহা ৬৯৪৩ জন্য নিলাম হইবেক।	১৭৭২।৶	৩৯৪৩	
				বাকী শ্রীমতী চন্দ্রাবলী দাসী ও দিব বন্ধু দাস দীপের মাতা ও কাশী নাথ দাসের পৃথক নিলাম যাহা বকেয়া বাকী ১৮।২ জন্য নিলাম হইবেক।	৪১।১	১৮।২	
৩১	১৭১	১১ ০	ম / মিশ্রিত্যা ও খাগড়াগোড়া সহ সরঙ্গ।	অক্ষয়নারায়ণ সেন ও মদনমোহন দে ও রাজনারায়ণ সেন ও ইন্দ্র মোহন দে ও রঙ্গলতা দেবী নামের মহাত্মেক রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালক জানকী দেবী ও রঙ্গদেবী ও শ্রীমতী মহামোহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।	৬৫৩।৶৭	১২০৬।৯	
৩২	২১ ৩	১১৪২	ব পশ্চিম বা কণ্ঠপুর সহ কাশীযোড়া।	শ্রীমত্তা ব্রহ্মময়ী ও জগবন্ধুচন্দ্র দে ও মহেশচন্দ্র পাল ও শ্রীমত্তা নারাণ দাসী ও দিববন্ধু দে ও চন্দ্রমোহন ব্রহ্ম ও রামকিঙ্কর সী ও নার্ণকরাম দত্ত পূর্ণানন্দ কুণ্ডু ও রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ মাতা দ্রব মহী মাতা মৃত ঈশানচন্দ্র পাল।	৮২৬।৶৮	৪৭।৶৭	
৩৩	২১৪৩	১১৭৬	ম পালপাড়া সহ অমরলী।	শ্রীমত্তা রত্নমণী দেবী রাজনারায়ণ রায়ের পত্নী বেরানাথ মাইতি	৬১৫।১		

শ্রীমত্তা অহল্যা দেবী ও মটুচরণ ও ক্ষেত্রমোহন গুহাত ও মনমোহনলাল গুহ ও আনন্দ লাল রায় ও মহেশচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও জগন্নাথ ও তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রমোহন ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা ও মহাত্মেক শ্রীমত্তা পার্ব্বতী দাসী ও রাজনারায়ণ মাইতি ও জীবকৃষ্ণ গোস্বামী ও কুঞ্জবিহারি দে স্বামী ও নাথ গোস্বামী ও শ্রীমতী নন্দ সুন্দরী দেবী ও শ্যামাচরণ সাহিড়ি ও তারাপ্রসাদ রায় ও শ্রীমত্তা সাবিত্রী দেবী নরসিং নারায়ণ মাইতির পত্নী।

কয়ীর নম্বর।	এর রেজিষ্টরী নম্বর।	জোতী নম্বর	নাম পরগনা ও পরগনা	নামধামিক	সদর জমা	যে বাকী রাজস্বজমা বিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
				বাবু রাজনারায়ণ মাইতির পু দিং ১৪৯॥/			
				বাবু জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী ও কৃষ্ণমণি ভারতি গোস্বামী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী ও শ্যামাচরণলাহিড়ি পু দিং ২৮৮১			
				বাবু কাশীপ্রসাদ রায়ের পু দি ১ ॥৶১১			
				বাবু শ্রীমত্যা সরিতা দেবী হরসিংহ মাইতির পত্নীর পৃথক হিসাব বিলাম হইবেক মা ১৭॥/১১	৩১৬॥৶১		
				বাকী শ্রীমত্যা কুসুমকুমারী দেবী বুলি	৪৯৮॥৶৩	৩১৬/১১	

নারায়ণ রায়ের পত্নী ও বেহারীলাল মাইতি ও শ্রীমত্যা অবলা দেবী ও হরিচরণ ও ক্ষেত্রমোহন তদ্রাজ ও হর হিলাল ভক্ত ও আনন্দলাল রায় ও মহেশচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রমোহন ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্যমাতা ও মহাদেব শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসীর এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী ৩১৬/১১ জমা বিলাম হইবেক।

৩৪	২১৪৯	১৮১	ম শ্রীহট্ট জেলা পং হজরপুর।	টু কৃষ্ণনাথ আমা ও হারিকনাথ চৌধুরী ও রাইচরণ চৌধুরী ও প্রেমচন্দ্র চৌধুরী।	৬৫ ॥৶৮	১৪২॥৶৮	
৩৫	২১৪৯	১১৯১	ম শ্রীহট্ট জেলা সাড়া ও বেতাল খটায়াম পং তুঞ্জ মুঠা।	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমত্যা সত্যভামা ও শ্রীমত্যা ব্রহ্মময়ী পোষ্যমাতা ও রক্ষক উমেশচন্দ্রলাল রায় নাবালক ধ্রুব বিলাস রায়।	৩৬২ ॥৶৮	৭ ৶১	
৩৬	২১৮	১২৮	ম শ্রীহট্ট জেলা পং করণ ভোর।	শ্রীমত্যা খ কমলী দেবী চৌধুরানী চৌধুরী গোপেন্দ্র মজুমদার মহাপাত্র।	৭৪ ॥৪	৩১৫৮/৬	
৩৭	২২৮১	২৫২	ম রাজশাহী পং কি বাদী ঘোড়া।	দ্বারিকানাথ দে ও মধুসূদন অধিকারি ও হরগোবিন্দ সামন্ত ভাতা রক্ষক জলগোবিন্দ সামন্ত নাবালক ও স্বরূপনারায়ণ ও গোপালচন্দ্র ও গোপীনাথ সামন্ত ও শ্রীমত্যা দুর্গা দাসী ও জানকীনাথ সামন্তের পত্নী ও উদয়চরণ মাইতি ও জগবন্ধুচরণ সামন্ত ও গোপালচন্দ্র সামন্ত ও চৈতন্যচরণ সামন্ত ও শ্রীমতী রসময়ী দাসী ও গোলাবচন্দ্র চৌধুরী ও কালাচাঁদ সামন্ত শ্রীমত্যা গাঙ্গারী দাসী বামাচরণ সামন্তের পত্নী ও গোবিন্দ দাসী ও প্রসন্ন কুমার দে স্বয়ং জয়মাধবদে নাবালকের শিক্ষা ও রক্ষক ও শ্রীমত্যা গৌরীদাসী ও পঞ্চানন সামন্তের পত্নী।	মাহপুলিস ১ ৯৬৬৶৩	১/৯	
৩৮	২৩৫৭	১২৯৶	ম রাধানগর পং ঘটনগর।	পঞ্চানন ও নন্দ নারায়ণ আচার্য্যগোস্বামী ও গুরু প্রসাদ দে ও পঞ্চানন আচার্য্য ও জীবরাম রায় ও সাধুচরণ দাস ও হারুচরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ আমা ও নরসিংহ রায়ন আমা ও উমাপ্রসাদ দে ও সীতানাথ পাত্র ও হরিচরণ ও লাল মোহন দাস ও গোলোক চরণ ব্রহ্ম ও দাঁমোদর ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের পত্নী ও বাবন খাঁ।	২২৫৪৸/২		

তরফীর নম্বর।	এরেজি ইটি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী হাজিরজমা নিলামহইতে বেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাং গোলাক চরণ ও দামোদর ও নন্দ মজুর পং বি ২৮৶৯ বাং শ্রীমতী বৃন্দাবনী রামনারায়ণ রায়ের ব অন্যান্য পৃ বি ২৸।৭ বাদ ব দল খাং পৃথক হিসাবে নিলাম হইবেক না ৪১৸৸১	১ ১৸৶২	
		*		ব বী শঙ্কামিশ্র ও মধুসূদন আমং গোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও শঙ্কামিশ্র আচার্য্য ও জীবনরাম রায় ও সাধুচরণ মাঝা ও শাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমা প্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ ও লালমোহন দাসের একখানি অংশ খাং সরকারি বাকী ৯॥৴৯ জমা নিলাম হইবেক	২৪৮৫৶	৯ ।৴৯
৩৯	২৪৮৪	১৩০৮	ম শাহড়দা প সরক।	গদাধর ধাড়া ও প্রাণকৃষ্ণ রায় ও শ্যামসুন্দর রায় ও দুর্গাপ্রসাদ রায় ও আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী নটী দাসী ও শ্রীমত্যা সরোজিনী দাসী	১৯১৭।৶৮	৩৭।৶৬	
৪	২৫১৪	১৩৯৪	ম শীতুয়াগার ।৶ আনা পং কৃষ্ণাঘুটা	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমত্যা ব্রহ্মময়ী দেবী মাতা ও রক্ষক দয়াচন্দ্র ও টাং প্রসাদ রায় নাবালক ও শ্রীমত্যা সত্যভামা	১ ৭ ।।৴৯	৬৭৸২	
৪১	২৭ ১	১৪৬০	ম তেবরিওরফে বিরিকিতাড় পং কাশীযোড়া	শ্রীনারায়ণ দাস মজুমদার ও শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউ সেবাক দিগম্বর পণ্ডা	৯২৮	২৭৭৮৴	
				বাদ শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউর সেবাত দিগম্বর পণ্ডার পৃথক হিসাব যথা নিলাম হইবেক না	৩৩৫		
				বাকি নারায়ণ দাস মজুমদারের নিজ মালী অংশ যাহা নিলাম হইবেক	৫৯৯	২৭৭৮৴	
৪২	২৭৫৫	১৫০৭	ম তিলদা পাড়া প বড়ইচো	শ্রীকৃষ্ণধর মহাপাত্র ও শীলধর কর মহাপাত্র ও চূড়ামণি ঘোষ ও শীলমণি ঘোষ ও শ্রীমত্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী মাতা মহাদেব রামকুমার ও প্রাণ মজুমদার কর মহাপাত্র নাবালকগণ ও শ্রীমত্যা তিলোত্তমা দেবী পিতামহ রামকৃষ্ণ কর মহাপাত্রের পত্নী ও ভুবনপ্রসাদ কর মহাপাত্র ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী মাতা রক্ষক রামনাথ ও শীলনাথ কর মহাপাত্র নাবালক ও শ্রীশ্রীমতী যশোদা দেবী ও রাধাকৃষ্ণ দাস	৫ ৸/১	৭।।৶	
৪৩	২৭৫৯	১৫৭৮	ম উজুলপুর পং কাশীযোড়া	চন্দ্রমণি মাইতি ও মধুসূদন মাইতি ও ত্রৈলোক্যনাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন মাইতি ও শীলনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও শিবাবতার পাল ও কাশীশ্বরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও অক্রূরপ্রসন্ন কর	১৩১৭।৶৪	৸৶৫	
৪৪	পটার নম্বর। ৫৬	তৌজী ও নম্বর ২৭	ম তেতুল ডাঙ্গা পং কল্যাণপুর।	বরদাপ্রসন্ন পাত্র	৬	২৮১।	

W Biddiam,
Offg Collector

EDUCATIONAL NOTICE

Text books in Vernacular Medical Schools

In the Resolution of the Government of Bengal dated 13th December 1880, on the subject of text books in Vernacular Medical Schools it was notified that an Urdu text book on medicine an Urdu and a Bengali text book on Midwifery, and an Urdu text book on Medical Jurisprudence were required, and it was announced that measures would be taken to procure by public competition translations of approved text books in those subjects In accordance with the orders quoted persons intending to enter into the competition in any subject are now invited to submit specimen translations of one of the following series of extracts —

(a) *Roberts Hand book of Medicine* (4th ed, 1880) The following passages to be translated into *Urdu* —

Vol I pp 345 to 365 'Physical Examination of the Chest" To be condensed in translation

Vol II, pp 156 to 168 'Dysentery' A comprehensive *resumé* to be given of the most approved methods of the treatment of dysentery in India

(b) *Playfair's Midwifery* (2nd ed, 1878) The following passages to be translated into *Bengali* or *Urdu* —

Vol I pp 306 to 372 "Mechanism of delivery in Head Presentations' To be condensed

Vol II pp 155 to 173 Turning" To be condensed

Vol II pp 281 to 293 Puerperal Eclampsia' To be condensed

(c) *Kanai Lal Dey's Medical Jurisprudence* The following passage to be translated into *Urdu* —

Pages 314 to 329 'Poisons"

2 Those passages which are to be condensed in translation should be reduced to about one third of their original length

3 The specimen translations should be submitted not later than the 1st October 1881 to Dr R C Chaudra Professor Medical College the President of the Committee of Selection four *printed* copies of each translation should be sent for the use of the members of the Committee Manuscript translations will not be received

4 Each of the translators selected by the Committee will be required to finish within a time to be hereafter fixed the translation of the work which he has undertaken and if he completes it to the satisfaction of the Committee a reward of Rs 500 will be paid him and his translation will be adopted as a text book All the profits of sale will be left to the translator, but the selling price of each work will be settled beforehand in communication with the translator and in consideration of the cost of production

A W CROFT, *Director of Public Instruction*

Dated Calcutta the 1st June 1881

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of REBECCA GIBSON SHELVERTON an insolvent

Notice is hereby given that Tuesday, the 5th day of July next is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 11th day of March 1881 until the 31st day of May last has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of FREDERICK THOMAS STRAW, an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1880 to the 31st day of May last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of ALLAN McDOUGAL CLARK, (J H FERGUSSON & CO) an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1879 to the 31st day of May last, has been filed in the Chief Clerk's Office

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta the 1st July 1881

A B MILLER,
Official Assignee

(14—1)

[*Government Gazette, 5th July* 1881]

NOTIFICATION

The 27th June 1881 —In continuation of the notification dated the 21st February 1881, and published in the *Calcutta Gazette* of the 23rd idem the Lieutenant Governor with the previous sanction of His Excellency the Governor General in Council, is pleased to direct that the words "or Docking Company" be inserted after the words "Insurance Company" in the last line of Rule 8 of the "*ad-interim*" rules framed under Section 68, Act VII of 1880 (the Indian Merchant Shipping Act), for the grant of certificates to Ship Surveyors practising in the Port of Calcutta, and for the conduct of enquiries into charges of incompetency and misconduct on the part of the holders of such certificates

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকাস্থিত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সালের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর অবিধি ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি ।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ।

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্রিদিগকে ও তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্য বিচারে ১৮৮১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির ৩৭৫—১১৭ L R, নং পত্রক্রমে ক্ষুদ্র ঘোষ লিখকদিগের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ৩০ বৎসরের বার্ষিক রাজস্ব মাফ করিয়াছেন ।

উপরোক্ত হারে ফী দিয়া এই আফিসে দরখাস্ত করিলে ঘোষ লিখক করা যাইতে পারিবে ।

কলিকাতার কালেক্টরী
৪ নং চচ লেন ।
১৮৮১ সাল ৯ মার্চ ।

জি, এম গুপ্তিন,
ডেপুটী কালেক্টর ।

The Hymns of the Rig Veda, in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Müller M A in two Volumes *Price Rs 24 packing and postage Re 1 12*

*** The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though a present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot converse the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রস্তুত অবনাশক সিনকোনা ।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক । কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও সাজরা কার্য্যে ব্যবহার ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা, প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৯॥০ টাকা ।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা ।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান উত্তরবঙ্গীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal by C D Field M A, LL D, of the Inner Temple Barrister at law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat

N B —Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে ।

বারিষ্টার আট লা ও শ্রীযুক্ত বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশানের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাদিগের আইন সংহিতা ।

এবং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা ।

যদ্যপি ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট এবং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন ।

বক্তব্য । উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ । ৫ জুলাই ।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	..	Rs	10	0	0
Ditto with postage		"	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in The Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাশুল যুক্ত ঐ	১২ ।৷৹

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একর অধিক ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied, or advertisement notice, &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

Note — Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

				Rs.
Full page per issue	..	..		20
Half "	..	...	"	10
Casual advertisements,—4 annas per line				

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেটে দেওয়া যাইবে না। ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাভিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গলা সেক্রেটারিয়েটের ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত লগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গলা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদে দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সাল। ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মূল্য।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার মূল্য এই—

					টাকা।
পূর্ণ এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	..	..	..	..	২০৲
আধ পৃষ্ঠা "	..	..	..	..	১০৲
অন্যান্য ইস্তিহারের প্রকাশ করিতে হইলে এক পঙ্‌ক্তি	..	..	..	..	৷৹

[*Government Gazette 5th July* 1881]

কলিকাতা গেজেটের যেন যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন বরিস্ ডুনাই সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1012—760—5-7 81.

BHATPARA PUBLIC LIBRARY

Numb 2189 ২১৮১

[REGISTERED NO 80]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 12, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

CONTENTS.

	Page.
PART I.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	Nil
PART II.—Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieut. Governor of Bengal	643—657
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	101—132
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII.—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil
PART VIII.—Advertisements	469—483

বিষয়।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ ও বিজ্ঞাপন	নাই।
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৬৪৩—৬৫৭
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	১০১—১৩২
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—ইস্তিহার প্রভৃতি	৪৬৯—৪৮৩

PART II

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL

No 2900A

GENERAL —*The 27th June* 1881 —Mr Stephen Ulfat Hossein Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Champarun, is allowed leave for one month and two days, under Section 136, Rule 2, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo or any subsequent date on which he may avail himself of it

The 28th June 1881 —Moulvi Anwaruddin Ahmed, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakholly is allowed furlough for two years under Section 181 Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 10th August next or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr A J Fraser Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Bhuddruck division of the Balasore district is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr W R Ricketts, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jajpore Cuttack is transferred to Balasore and is appointed to have charge of the Bhuddruck division of that district during the absence on leave of Mr A J Fraser, or until further orders

The 29th June 1881 —Mr J D Maclean, C S, has reported his departure from India on furlough on the 5th May last

The 30th June 1881 —Moulvi Mahomed Azhar, Sub Deputy Collector Atia, Mymensingh having resumed charge of his duties on the forenoon of the 1st instant, the unexpired portion of the leave granted to him under the orders of the 7th February last is cancelled

Mr L B B King, District and Sessions Judge of Dinagepore, is allowed leave for two months, under Sections 72 2 and 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 18th proximo

Mr R H Greaves Joint Magistrate and Deputy Collector, Bhagalpore, is appointed to act as District and Sessions Judge of Dinagepore, during the absence, on leave, of Mr L B B King or until further orders

Mr B L Gupta Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs, is appointed to be a Presidency Magistrate Calcutta *vice* Mr Amir Ali, resigned

Mr Gupta is also appointed to act temporarily as Coroner of Calcutta

The 1st July 1881 —Baboo Nanda Krishna Bose Assistant Magistrate and Collector Bhabhua, is vested with the powers of a Deputy Collector

The Deputy Commissioner of Police, Calcutta, is appointed, under the Indian Factories Act 1881, to be *ex officio* Inspector of Factories in Calcutta

The Senior Joint Magistrate of the 24 Pergunnahs for the time being is appointed under the Indian Factories Act 1881 to be *ex officio* Inspector of Factories in that district

The Commissioners of Divisions, and the Commissioner of Police Calcutta are vested with power to hear appeals from the orders of Inspectors of Factories subordinate to them under Section 12(*c*) of the Indian Factories Act 1881

Mr J F K Hewitt, Commissioner of Chota Nagpore, is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr C T Metcalfe C S I, Magistrate and Collector of Patna, is appointed to act as Commissioner of Chota Nagpore, during the absence, on leave of Mr J F K Hewitt or until further orders

Mr H Farrer Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Serajgunge Pubna is appointed to act, until further orders as a Joint Magistrate and Deputy Collector of the First Grade, with effect from the 10th ultimo *vice* Mr L C Abbott

Mr C J S Faulder Assistant Magistrate and Collector Madhubunnee, Durbhunga is appointed to act until further orders as a Joint Magistrate and Deputy Collector of the Second Grade, with effect from the 10th ultimo *vice* Mr H Farrer

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

১৯ নং A সম্বর।

সাধারণ।— ১৮৮১ সাল ২৭ জুন।— চাম্পারণের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জীবন মলকৎ হুসেন আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫অধ্যায়ের ১৩১ধারামতে এক মাস দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১সাল ২৮ জুন।—নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আমওয়ার উল্লাহ আহম্মদ আগামি আগষ্ট মাসের ১০তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০অধ্যায়ের ১৩১ধারামতে দুই বৎসরের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত ভদ্রক মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ কে ফ্রেসর সাহেব যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫অধ্যায়ের ৭১ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, কে ফ্রেসর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কটকের অন্তর্গত রাজপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ, আর ব্রিকেটস সাহেব বালেশ্বরে প্রেরিত হইয়া উক্ত জিলার অন্তর্গত ভদ্রক মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুক্ত জে ডি, মাকলীন সাহেব, সি, এস, নিয়মিত ছুটী লইয়া গত মে মাসের ৫ তারিখে আঙ্গুরা হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুন।— ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ আকবর এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে আপন কার্য্যের ভার পুনর্গ্রহণ করাতে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত এল, বি বি কিং সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ২ ও ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এল বি, বি, কিং সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ময়মনসিংহের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর এচ ব্রীডন সাহেব দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত আবিদ আলি কর্ম্ম ত্যাগ করাতে ২৪ পরগনার একটি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বি, এল গুপ্ত কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত গুপ্ত কিয়ৎকালবিশিষ্টে কলিকাতার কমিশনরের কর্ম্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই —রাজশাহীর আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকৃষ্ণ বসু ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশনর ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনমতে শ্রীরপদোপলক্ষে কলিকাতার কারখানার ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

যিনি যে সময়ে ২৪ পরগনার পদোন্নত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট হন তিনি ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনমতে শ্রীরপদোপলক্ষে উক্ত জিলার অন্তর্গত কারখানা সমূহের ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দেশ খণ্ডের কমিশনর সাহেবেরা ও কলিকাতার পোলীস সব কমিশনর সাহেব আপনং অধীন কারখানা সমূহের ইনস্পেক্টরদের ক্ষমতার উপর ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের ১২ (গ) ধারামতে আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ছোটনাগপুরের কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, এস, ডে হিউইট সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে এস হিউইট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি টি মেটকাফ সাহেব, সি, এস, আই ছোটনাগপুরের কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এল, সি আবট সাহেবের পরিবর্ত্তে পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ কেবল সাহেব গত মাসের ১৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, কেবল সাহেবের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের অন্তর্গত মধুপুরের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, জে, এস কলভর সাহেব গত মাসের ১৭ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।

The 2nd July 1881 —Mr R L Mangles, C S Member of the Board of Revenue returned from furlough on the 20th ultimo

The 4th July 1881 —Baboo Rakhal Das Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is vested with the powers of a Collector under Act VII (B C) of 1880

POLICE —*The 20th June* 1881 —Mr H N Harris, District Superintendent of Police, Rungpore is allowed leave for six weeks, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the afternoon of the 7th instant

Mr P A Sandilands, Officiating Assistant Superintendent of Police, is appointed to have charge of the District Police of Rungpore during the absence, on leave, of Mr H N Harris, or until further orders

The 27th June 1881 —Mr H M Reily, District Superintendent of Police Moorshedabad is allowed leave for two months and twenty days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 3rd proximo

Mr J F Needham, Assistant Superintendent of Police, in charge of the police of City Patna, is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad during the absence, on leave, of Mr H M Reily, or until further orders

Mr G B Havelock, Assistant Superintendent of Police, Patna is appointed to have charge of the police of City Patna, in addition to his own duties during the absence on deputation, of Mr J F Needham, or until further orders

REGISTRATION —*The 29th June* 1881 —Moulvi Fuzlul Karim, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Monghyr, is also appointed to be Sub Registrar at the sudder station of that district, with effect from the 2nd instant, *vice* Mr E R Middleton transferred

Baboo Mohendro Nath Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Lohardugga, is also appointed to be Sub Registrar of the sudder sub division of that district with effect from the 20th May last, *vice* Baboo Nilmoney Koosr, on leave

EDUCATION —*The 29th June* 1881 —Mr H M Percival, M A an Assistant Professor in the Presidency College is appointed to the Fourth Class of the Bengal Educational Service with effect from the 24th February 1881

The 5th July 1881 —Mr S C Hill, B A, B SC who has been appointed by Her Majesty's Secretary of State for India to the Fourth Class of the Bengal Educational Service, is appointed to be a Professor in the Dacca College

OPIUM —*The 29th June* 1881 —Mr W Cracroft, an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Opium Agency having returned to duty on the 2nd instant the unexpired portion of the leave granted to him under the orders of the 4th October last is cancelled

MEDICAL —*The 30th June* 1881 —Surgeon Major H S Muir, I S Royal Artillery, is appointed to have medical charge of the Lock Hospital at Barrackpore, in addition to his other duties *vice* Surgeon Major E R Johnson, transferred

Assistant Surgeon Nocoor Chunder Banerjee, attached to the Bhagulpore Dispensary, is appointed to have charge of the Tikaree Dispensary

Assistant Surgeon Nemy Churn Chatterjee attached to the Tikaree Dispensary, is appointed to have charge of the Bhagulpore Dispensary

PORT TRUST —*The 5th July* 1881 —Mr L C Abbott, Officiating Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed under the provisions of Act V (B C) of 1870, to act as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta

MUNICIPAL —*The 29th June* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Cuttack —

Baboo Abinash Chunder Chatterjee | Baboo Sudersen Dass

The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of the Bydabatty Municipality, of Baboo Gobind Chundra Mookerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The Lieutenant Governor also re appoints the following gentlemen to be Commissioner of the above Municipality —

Mr A S Crabb | Baboo Chundra Nath Mookerjee

[*Government Gazette*, 12th *July* 1881]

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত আর এস মাক্সেলস সাহেব বি, সি গত মাসের ২৭ তারিখে নিয়মিত ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুন।—রংপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ, এম হারিস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ৭ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এম, হারিস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি এ, সাণ্ডিলাণ্ডস সাহেব রংপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ এম, রাইলী সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ৩ তারিখ অবধি দুই মাস তিন দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এম, রাইলী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শহর পাটনার পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ডাবপ্রে ও পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, এফ নিচাম সাহেব মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত জে এফ নিচাম সাহেব বর অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি, বি, হাংলেস সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত শহর পাটনার পোলীসের অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুক্ত ই, আর, ষ্টিভলটন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে মুঙ্গেরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী করমল করিম উক্ত জিলার সদর বোকাদের সব রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি কুমার ছুটী লওয়াতে লোহার ডগার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গত মে মাসের ২৫ তারিখ অবধি উক্ত জিলার সদর মহকুমার সব রেজিষ্ট্রারের পদেও নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষা বিষয়ক।—১৮৮১সাল ২৯ জুন।—প্রেসিডেন্সী কালেজে সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এচ এম পসি বল সাহেব, এম এ ১৮৮১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অবধি বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের চতুর্থ শ্রেণীতে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত এস, সি, হিল সাহেব, বি, এ, ও বি এল সি, ঢাকা কালেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—বাঙ্গালার আফীম এজেণ্টের আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত ডব্লিউ ক্রাক্রফ্ট সাহেব, এই মাসের ২ তারিখে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করাতে গত অক্টোবর মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ জুন।—সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত ই, আর, জনসন সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ৪ রুল আর্টিলরির সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত এচ এম মুর সাহেব আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত বারাকপুর লাক হাস্পাতালের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত মকুন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ছিকারীর ঔষধালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ছিকারীর ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ চট্টোপাধ্যায়, ভাগলপুর ঔষধালয়ের কার্য্যেরভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পোষ্টমাষ্টর নিয়মক।—১৮৮ সাল ৫ জুলাই।—হাবড়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এল সি আবট সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের বিধানমতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা কটক মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অখিলাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। | শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ দাস।

বৈদ্যনাথী মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে উপরোক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীযুক্ত এ, এস, ক্রাব সাহেব। | শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

The 30th June 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Sasseram Municipality —

The Sub-Deputy Magistrate, *ex officio*	Moonshi Jug Mohun Lal, Mooktear
Assistant Surgeon Akbar Khan	Shah Mohiuddin Ahmed Shajada Nasin,
Moulvi Ahmed Khan Pleader	Amir Singh, Mahajan
Moonshi Deba Persad, ditto	Bicha Ram, ditto
Shah Atta Hossein, ditto	Shah Abdur Razack Zemindar
Mir Ali Nobi Mooktear	Sheik Qoadir Buxsh ditto
Moonshi Mohesh Persad ditto	Amir Khan ditto

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Moonshi Thakur Persad Mooktear	Shah Abdur Qoadir Zemindar
Mirza Hossein Bussh ditto	Baboo Lalji Sukul ditto

The 2nd July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Barasat Municipality —

Baboo Khetter Nath Mookerjee	Baboo Rajendra Nath Dutt

Baboo Rakhal Chundra Mookerjee

Baboo Kunje Behari Basu is re appointed to be a Commissioner of the above Municipality

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Santipore Municipality of Baboo Paramartha Gangali to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Jhalokatty Municipality of Mr J L Pereira to be their Vice Chairman

ROAD CESS —*The 29th June* 1881 —Mr C R Marriott Assistant Magistrate and Collector is appointed to be Vice Chairman of the District Road Cess Committee Backergunge

The 1st July 1881 —Baboo Purnessan Mookerjee is appointed to be Vice Chairman of the Branch Road Cess Committee at Serampore in the district of Hooghly

Baboo Govinda Chandra Byack Officiating Deputy Magistrate, is appointed to be Vice Chairman of the Branch Road Cess Committee at Brahmanberiah in the district of Tipperah.

Baboo Nurendro Kumar Dutt is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee at Brahmanbariah

The 2nd July 1881 —Baboo Chandi Charn Bose Deputy Magistrate and Deputy Collector is appointed to be a member and Vice Chairman of the District Road Cess Committee Hazaribagh *vice* Baboo Radha Madhab Bose transferred

The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Cess Committee at Cox s Bazar in the district of Chittagong —

Magistrate and Collector Chairman (*ex officio*)	Moulvi Wahed Ali Zemindar
Sub divisional Officer Vice Chairman "	" Nazir Ali "
J W Nesbit Esq , Tea planter	Ashruf Mea "

Mea Ashruf Ali Zemindar

ERRATA —*The 5th July* 1881 —In the notification of the 15th June last published at page 611 of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem, confirming Mr S Reid, Officiating River Surveyor and Mr F W Webster, Officiating Assistant River Surveyor in their respective appointments, for Mr S Reid, substitute Mr S Reed, and for Mr F W Webster substitute Mr F Webster

The following Notifications are republished from the *Assam Gazette* —

No 37 —The 23rd June 1881 —The services of Mr A Auley, District Superintendent of Police on leave are placed at the disposal of the Government of Bengal, for employment in that province

No 41 —The 25rd June 1881 —Mr W B Sevi Assistant Superintendent of Police on return from furlough reported his arrival at Dhubri, and received charge of the office of District Superintendent of Police Goalpara, from Mr E W Eden, Inspector, on the afternoon of the 11th instant

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal.

[*Government Gazette* 12*th July* 1881.]

১৮৮১ সাল ৩০ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা শালীগ্রাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, স্বীয় পদোপলক্ষে।
আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত আকবর খাঁ।
উকীল „ মৌলবী আহম্মদ খাঁ।
ঐ „ মুনশী দেবী প্রসাদ।
ঐ „ শাহ আক্কা হুসেন।
মোক্তার „ মির আলি নবি।
ঐ „ মুনশী মহেশপ্রসাদ।
মোক্তার শ্রীযুত মুনশী জগমোহন লাল।
শ্রীযুত শাহ মহিউদ্দীন আহম্মদ, শাজাদা নালিশ।
মহাজন শ্রীযুত আমির সিংহ।
ঐ „ মেচারাম।
জমীদার „ শাহ আবদুর রজ্জাক।
ঐ „ সেখ কাসেম বক্স।
ঐ „ আমির খাঁ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উপরোক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

মোক্তার শ্রীযুত মুনশী ঠাকুর প্রসাদ।
ঐ „ মির্জা হুসেন বক্স।
জমীদার শ্রীযুত শাহ আবদুর কাদের।
ঐ „ বাবু লালজী মুকুন্দ।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বারাসত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু রা অক্রূরনাথ দত্ত।
শ্রীযুত বাবু রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুত বাবু কুঞ্জবিহারী বসু উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শান্তিপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু পরমার্থ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৮৮১-৮২ সালের নিমিত্তে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বালকাটী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত জে এন, পেরিরা সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতিরপদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত সি, আর মেরিয়ট সাহেব বাকরগঞ্জ জিলার পথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু পরমেশ্বর মুখোপাধ্যায় হুগলী জিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরের শাখাপথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাখাপথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নরেন্দ্রকুমার দত্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বসু স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণ বসু ফরিদপুর জিলার পথকর কমিটীর মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেব স্বীয় পদোপলক্ষে সভাপতি।
মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ, প্রতিনিধি সভাপতি।
চ কর শ্রীযুত জে ডবলিউ নীস সাহেব।
জমীদার শ্রীযুত মৌলবী ওয়াহেদ আলি।
„ „ মৌলবী নাজির আলি।
„ মিঞা আসরফ।
জমীদার শ্রীযুত মিঞা আশরফ আলি।

অশুদ্ধ শোধন।—১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—" একটি রিবর সরবেয়র শ্রীযুত এস, রিড সাহেবকে এবং একটিং আসিষ্টাণ্ট রিবর সরবেয়র শ্রীযুত এফ ডবলিউ গুয়েনষ্টর সাহেবকে ক্রমান্বয়ে স্ব২ পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত করণ বিষয়ক গত জুন মাসের ২৮ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেট ৬০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১৫ তারিখের বিজ্ঞাপনে শ্রীযুত এস, রিড সাহেব" এই নামের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত এস রীড সাহেব এবং 'শ্রীযুত এফ ডবলিউ, গুয়েনষ্টর সাহেব' এই নামের পরিবর্ত্তে 'শ্রীযুত এফ, গুয়েনষ্টর সাহেব" দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

৩৭ নম্বর।—১৮৮১ সাল ২৩ জুন।—ছুটীপ্রাপ্ত পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, আলনী সাহেব বঙ্গদেশে নিযুক্ত হওনার্থে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

৪৩ নম্বর।—১৮৮১ সাল ২৩ জুন। পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ বি, লাবি সাহেব নিজ মত ছুটীহইতে প্রত্যাগমন করিয়া ধুবড়ীতে পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া ইন্সপেক্টর শ্রীযুত ই ডবলিউ, ইভেন্স সা হবের স্থানে এক মাসের ১১ তারিখের অপরাহ্নে গোয়ালপাড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

হরেস এ, কফেন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 30th June 1881 —The following addition to Rule 8 of the rules passed under section 82 of the LicenseTax Act, II (B C) of 1880, is sanctioned by the Lieutenant Governor and published for general information —

When one firm claims to be a branch of another firm and to be consequently exempt from liability to separate assessment the Collector should satisfy himself that the partners of the firm in his district are the same as the partners of the firm of which it is alleged to be a branch This the Collector will generally be able to do by communicating with the Collector of the district in which the principal firm is said to carry on business In cases of doubt the *onus* of proof will be on the assessees who will be at liberty to show from their accounts the relations in which the two firms stand towards each other, and whether the profits of each firm are divided between the same set of partners or not

COLMAN MACAULAY,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th June 1881 —Under the provisions of Section 73 of the Indian Merchant Shipping Act, VII of 1880, and with the previous sanction of the Governor General in Council the Lieutenant Governor is pleased to appoint the Sea Customs' Collectors of Balasore, Cuttack, and Pooree, to be Receivers of Wreck within the limits of their jurisdiction, and the Port Officer of Chittagong to be Receiver of Wreck along the Northern and Eastern coast lines of the Bay of Bengal from the D'Apres Shoal to the Naf Estuary

2 The following officers will be subject to the orders of the Receivers of Wreck, and act as their agents within the limits mentioned below —

(1)—In Balasore—

(*a*)—The Sea Customs Officer of Subarnarekha River to the Hanskarah Nuddee

(*b*)—The Customs' Officer of Chanoosh and Sartha from the Hanskarah Nuddee to the mouth of the Burabalong River

(*c*)—The Customs Officer of Balasore from the Burabalong to the Lychunpore River

(*d*)—The Customs Officer of Lychunpore, from the Lychunpore River to a point 15 miles north of Shortt's Island

(*e*)—The Port Officer of Chandbally, from 15 miles north of Shortt's Island to the Damra River

(2)—In Cuttack—

(*f*)—The Port Officer at False Point, within the limits of his jurisdiction

(3)—In Chittagong—

(*g*)—The Sub divisional Officer of Cox's Bazar, within the local limits of his jurisdiction

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th June 1881 —Under Section 81 of the Indian Merchant Shipping Act, VII of 1880 the Lieutenant Governor is pleased to appoint the Port Officer of Chittagong to be Inspector of Lights and Fog Signals within the limits of his jurisdiction

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 5th July 1881 —Under the provisions of Section 9 of Act IV (B C) of 1880, the Lieutenant Governor authorizes the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta to raise a loan of ten lakhs of rupees (Rs 10,00,000) bearing interest at the rate of 4½ per centum per annum, on the security of the whole of the property vested in, or acquired

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৩২ ধারামতে প্রচারিত বিধির ৩ ধারার নিম্নলিখিত সংযোগ অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থ প্রকাশ করা গেল।

এক কুঠী অন্য কুঠীর শাখা বলিয়া তদ্ধেতু স্বতন্ত্র টাক্স ধার্য্য হওনের দায়হইতে মুক্ত হইবার দাওয়া করিলে, কালেক্টর সাহেব আপন জিলার অন্তর্গত কুঠীর অ সীমার যাঁহারা, তাঁহারাই যে কথিত সেই কুঠীর অ সীমার ইহ অবোধককে জানিবেন। প্রধান কুঠী যে জিলায় কর্ম্ম চালান বলিয়া কথিত সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া তাহা সাধ্যমত জানিতে পারিবেন। কোন স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইলে যাঁহার উপর টাক্স ধার্য্য করা যায়, প্রমাণের ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে, উক্ত কুঠীর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ থাকে ও প্রত্যেক কুঠীর লভ্য সেই ২ অংশীদের মধ্যে বিভাগ হয় কি না, তাহা এইহইতে ইহা ভিন্ন দেখাইতে পারিবেন।

কোলমান মেকলে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় সমুদ্রগামী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৩ ধারার বিধানমতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত পূর্ব্বক বালেশ্বর ও কটক ও পুরীর সামুদ্রিক কষ্টম্‌ঘর কালেক্টরদিগকে তাঁহাদের স্ব২ বিচারাধিপত্যের সমীপ মধ্যে সৌজন্য গ্রাহকের পদে নিযুক্ত করিলেন ও চট্টগ্রামের বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ ডি আক্রেস শোল অবধি নাফনদীর পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উত্তর ও পূর্ব্ব কূলের রেখার সঙ্গের সৌজন্য গ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

২। নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা সৌজন্য গ্রাহকের আজ্ঞাধীন হইবেন ও নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে তাঁহাদের এজেন্টস্বরূপ কর্ম্ম করিবেন।

( )— বালেশ্বরে —

(a)— হীনকারা নদী পর্য্যন্ত সুবর্ণরেখা নদীর সামুদ্রিক কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(b)— হীনকারা নদী অবধি বড়বলঙ্গ নদীর মহনা পর্য্যন্ত চাম্বুয়া ও শার্ষার কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(c)— বড়বলঙ্গ নদী অবধি লাইচনপুর নদী পর্য্যন্ত বালেশ্বরের কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(d)— লাইচনপুর নদী অবধি শটল দ্বীপের উত্তর ১৫ মাইল বিশেষ স্থান পর্য্যন্ত লাইচনপুরের কষ্টমের কর্ত্তৃপক্ষ।

(e)— শটল দ্বীপের উত্তর ১৫ মাইল অবধি দামড়া নদী পর্য্যন্ত চাঁদবালী বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ।

(২)— কটকে —

(f)— কলস পাইন্টের বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ আপন এলাকার সীমার মধ্যে।

(৩)— চট্টগ্রামে —

(g)— কক্স বাজার মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ, আপন এলাকার সীমার মধ্যে।

এ, মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুন।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় সমুদ্রগামী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৮১ ধারামতে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার এলাকার অন্তর্গত সীমার মধ্যে আলোক ও কুয়াসার সিগনেলের ইনিস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ, মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশনরদের প্রতি ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনমতে যে সকল সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে বা তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সমুদয় প্রতিভূ রাখিয়া ১৮৮১ সালের ১ আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের ১০ ধারার লিখিত বর্জ্জিত নিয়মাধীনে মাত্র উক্ত কমিশনরেরা শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের অনুমোদিত কার্য্যের ও নিয়মের আনুমানিক

by, them under the said Act, subject only to the exceptions contained in Section 10 thereof as amended by Act I (B C) of 1881 for the purpose of enabling the said Commissioners to meet the estimated cost of works and arrangements sanctioned by the Lieutenant Governor

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 5th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Pubna Municipality for a public purpose viz for a Mahomedan burial ground in mouza Salgaria, pergunna Bajuras Nazirpur in the district of Pubna, it is hereby declared that for the above purpose a piece of ground measuring more or less 2 bighas 18 cottas 15 chittacks is required The land is bounded on the east by the ditch of Gobordhan Dhooly south by the public lane west by the path made by Kisto Sundar Audhikary and north by the land of the said Kisto Sundar Audhikary

This declaration is made under the provision of Section 6 Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 2001A

The 27th June 1881 —Baboo Gopi Krishna Banerjee B L is appointed to act as a Moonsif in the district of Rungpore and to be ordinarily stationed at the sudder station, *vice* Baboo Ashootosh Addy on leave

The 30th June 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at the sudder station of the Backergunge district, and are vested with the powers of a Magistrate of the 3rd class —

Mr J H Reily Superintendent of Nawab Ashanulla's estates in Backergunge

Surgeon G A I Harris Officiating Civil Surgeon

The 1st July 1881 —The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Mr S Rushton of his appointment of Honorary Magistrate in the district of Howrah

Baboo Uma Churn Banerjee Deputy Magistrate and Deputy Collector Dinagepore is vested with powers under Section 521 of the Criminal Procedure Code

The 4th July 1881 —Baboo Mohendro Nath Das is appointed to act as a Moonsif in the district of Dacca and to be ordinarily stationed at Kallygunge, during the absence, on leave of Baboo Mohim Chunder Ghose, or until further orders

The 5th July 1881 —Baboo Kanti Chunder Bhadoory Moonsif of Bholepore in the district of Beerbhoom is appointed to be Moonsif of Netrokona in the district of Mymensingh

Baboo Kanti Chunder Bhadoory is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes within the local limits of the Netrokona Moonsifee for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50

Baboo Gobind Chunder Bose a Moonsif of Netrokona in the district of Mymensingh, on leave is appointed to be Moonsif of Bholepore, in the district of Beerbhoom

Baboo Upendra Nath Ghose Moonsif of Kusba Noorunggur, in the district of Tipperah on leave is appointed to be Moonsif of Kooshtia in the district of Nuddea

Baboo Behari Lal Banerjee Moonsif of Kooshtea, in the district of Nuddea is appointed to be Moonsif of Kusba Noorunggur in the district of Tipperah

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 30th June* 1881 —Baboo Mohim Chandra Ghose, Second Moonsif of Kallygunge in the district of Dacca, is allowed leave of absence for six months under Section 129, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from 1st July 1881, or from such date as he may avail himself of it

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881]

বার পোষাইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারার বিধানমতে উক্ত কমিশনরদিগকে বার্ষিক সকলরা ৪॥০ টাকা হারে দশ লক্ষ (০,০০০০০) টাকা ঋণ করিবার ক্ষমতা দিলেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পাবনা জিলার অন্তর্গত বাজুরাস মাজিরপুর পরগনার শালগাড়ীয়া মৌজার মুসলমানদের কবরস্থান নির্ব্বাহ নিমিত্তে পাবনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূন কিং ১॥৩৸৶ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্তভূমির পূর্ব্ব সীমা গোরস্থান ভূমির গর্ত্ত, দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পশ্চিম সীমা কৃষ্ণসুন্দর অধিকারীর কৃত পথ ও উত্তর সীমা উক্ত কৃষ্ণসুন্দর অধিকারীর ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

ছুটিশাল ডিপার্টমেন্ট।

২৯৭১ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ২৭ জুন।—শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ আচ ছুটী লওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল রঙ্গপুর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামায়িকতঃ সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ জুন।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বাকরগঞ্জ জিলার সদর মোকামে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মবাব আশানুল্লার বাগবাগঞ্জস্থ ইষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত জে এচ, রাইলী সাহেব।

একটিং সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুক্ত জি এ এম হারিস সাহেব।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুক্ত এস রক্সন সাহেব হাবড়া জিলার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফৌজদারী মোকদ্দমার দায়িত্বপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২১ ধারামত ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাস ঢাকা জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামায়িকতঃ কালীগঞ্জে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নত্রকোণার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র ভাদুড়ী নত্রকোণা মুনসেফীর স্থানীয় সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জাজের ক্ষমতা পাইলেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণার ছুটী প্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু বীরভূম জিলার অন্তর্গত বোলপুরের মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কসবা সুরনগরের ছুটী প্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টীয়ার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কুষ্টীয়ার মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কসবা সুরনগরের মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৩ জুন।—ঢাকা জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ ১৮৮১ সালের ১ জুলাই অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৩ অধ্যায়ের ১২৯ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮ । ১২ জুলাই।]

Baboo Shyam Kishore Bose Moonsif of Chintamon, in the district of Dinagepore is allowed leave of absence for two months, under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him on the 1st June 1881

The 4th July 1881 —Baboo Denesh Chundra Roy, Second Moonsif of Gybanda, in the district of Rungpore, is allowed leave of absence for one month, under Section 72 1 of the Civil Leave Code, with effect from the 9th July 1881, or from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st July 1881 —Under the provisions of Clause c Section 197 of the Civil Procedure Code (Act X of 1877) the Lieutenant Governor vests all District Judges in Bengal with the power of appointing Commissioners to administer oaths on affidavits made under the said Code

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 28th June 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose—viz, for a police station in the village of Shikarpore talook Shikarpore pergunnah Bykantpore zillah Julpigoree,—it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less, three bighas three cottahs, eight chittacks of standard measurement, bounded on the north by the Shikarpore Railway Station land, on the east by the road from Sunnyasee Haut to Rajgunge road and on the south and west by Dolo and Golamoo Nussyo's jote is required within the aforesaid village of Shikarpore

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL

ESTABLISHMENT

The 4th July 1881

No 164 —*Posting* —With reference to notification No 161, dated 28th June 1881 Captain F W Joseph, Executive Engineer, Second Grade, is attached to the office of the Superintending Engineer Eastern Circle which he joined on the forenoon of the 28th ultimo

No 165 —*Notification* —Mr O C Lees, Assistant Engineer Second Grade Balasore Division, passed the Lower and Departmental Standard Examinations in native languages on the 4th and 6th April last respectively

No 166 —*Transfer* —Mr J P Cleghorn, Assistant Engineer, First Grade, is transferred in the interests of the public service from the Arrah to the Buxar Division, which he joined on the forenoon of the 15th ultimo

No 167 —*Notifications* —Mr A G Bremner, Assistant Engineer, First Grade, Julpigori Division availed himself on the afternoon of the 21st ultimo, of the privilege leave granted him in Notification No 125, dated 9th June 1881

No 168 —With reference to the orders marginally noted, Baboo Prosono Coomar Duneary, Assistant Engineer, Second Grade Hazaribagh Division, availed himself of the privilege leave granted him on the afternoon of the 4th ultimo, and returned to duty on the forenoon of the 10th idem

No 128 dated 10th June 1881
146 dated 20th July 1881

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881

দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিরামনের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামকিশোর বসু ১৮৮১ সালের ১ জুনে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত গাইবান্ধার দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু নিবেশচন্দ্র রায় ১৮৮১ সালের ৯ জুলাই অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২-১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

হরেল এ, ফক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ১৯৭ ধারার (গ) প্রকরণের বিধানমতে সকল জিলার জজ সাহেব দিগকে আফিডেবিটক্রমে শপথ করাইবার নিমিত্ত কমিশনর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেল এ ফক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার শীকারপুর তালুকের শীকারপুর গ্রামে পোলীস থানা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত শীকারপুর গ্রামে কষ্টিমতে দুনাধিক ৩/৩॥ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা শীকারপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের ভূমি, পূর্ব্বসীমা সন্ন্যাসীঘাট অবধি রাজগঞ্জ পথ পর্য্যন্ত পথ, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা দোলো ও খোলামু নেহার খোড়।

১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

হরেল এ, ফক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

সিরিস্তা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।

১৬৪ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।— ১৮৮১ সালের ২৮ জুনের ১১১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র কাপ্তান শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ, জোনেস সাহেব পূর্ব্ব চক্রের সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে নিযুক্ত হইয়া গত মাসের ২৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৬৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বাংলেশ্বর খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ও, সি, লীস সাহেব গত আপ্রিল মাসের ক্রমান্বয়ে ৪ ও ৬ তারিখে এদেশীয় ভাষার নিম্নতর ও কার্য্য বিভাগ সংক্রান্ত কষ্টিমত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৬৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত জে পি, ক্লেবর্ন সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে আরাখণ্ড হইতে কল্যার খণ্ডে প্রেরিত হইয়া গত মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৬৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—জলপাইগুড়ি খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ, সি, ক্লেবর সাহেব ১৮৮১ সালের ৯ জুনের ১২৫ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা গত মাসের ২১ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

১৬৮ নম্বর।—পার্শ্বলিখিত আজ্ঞার উপলক্ষে হাজারিবাগ খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সন্নিয়াল অনুগ্রহের যে ছুটী পান তাহা গত মাসের ৪ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিয়া ঐ মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সালের ১০ জুনের ১২৬ নং।
১৮৮১ সালের ২ জুলের ১৪৬ নং।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

No 169 —With reference to Notification No 140 of the 14th ultimo, Mr E B Buckley, Executive Engineer, Second Grade, made over charge of the Buxar Division to Mr J P Scotland, Executive Engineer, Fourth Grade, temporary rank, on the afternoon of the 22nd idem

No 170 —With reference to Notification No 147, dated 20th June 1881, Mr F B Claudet Assistant Engineer Second Grade, joined the Julpigori Division on the forenoon of the 24th ultimo

No 171 —Mr K H Stephen, Assistant Engineer, Second Grade, Gunduck Division, passed the Departmental Standard Examination in native languages on the 29th ultimo

No 172 —Mr T Beatty, Executive Engineer, Second Grade, returned to duty from privilege leave and took over charge of the Nuddea Rivers Division from Mr G J R Leeson on the afternoon of the 24th ultimo

No 173 —*Leave* —Mr S Finney, Assistant Engineer, First Grade, Northern Bengal State Railway, is granted one month's privilege leave in extension of the leave granted him in Notification No 106 of the 30th May 1881

CIVIL BUILDINGS

The 4th July 1881

No 174 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for constructing two court houses and record rooms for the moonsifs of Khulna, in the village of Helatolla pergunnah Khalispore, zillah Jessore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 4 beegahs 15 cottahs 10 chittacks of standard measurement bounded on the Strand road on the bank of the Bhyrub river, on the south by the present moonsif's lodging house, on the east by the road leading from the Jessore road to the Strand road, and Ramnagur zemindar's cutcherry house, and on the west by the lodging house at present occupied by the moonsif's sheristadar Baboo Tarani Churn Ghosh, and pleader Baboo Kalinath Mookerjee is required within the aforesaid village of Helatolla

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

The 5th July 1881

No 175 —*Posting* —With reference to the Government of India Public Works Department Notification No 185 dated the 13th May last Mr J Barron, Executive Engineer Third Grade, is posted to the Sone Circle and will, until further orders be attached to the office of the Superintending Engineer

G F F S NEILL *Major, R E*
Asst Secy to the Govt of Bengal,
P W Dept

১৬৯ নম্বর।—গত মাসের ১৪ তারিখের ১৪ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত আর, বি, বকলে সাহেব ঐ মাসের ২২ তারিখের অপরাহ্নে চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎ কালীন এক্সেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, পি, স্কটলাণ্ড সাহেবের পূর্ব্ব বঙ্গার খণ্ডের কর্ম্মের ভার অর্পণ করিলেন।

১৭০ নম্বর।—১৮৮১ সালের ২০ জুনের ১৪৭ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ, বি, ক্লাফেট সাহেব, গত মাসের ২৪ তারিখের অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৭১ নম্বর।—গণ্ডক খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত কে, এচ জীকন সাহেব গত মাসের ২৯ তারিখে এদেশীয় ভাষায় কার্য্য বিভাগ সংক্রান্ত কতিপয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৭২ নম্বর।—দ্বিতীয় শ্রেণীর এক্সেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত টি, বিয়ার্ড সাহেব অনুগ্রহের ছুটী ৪৮/৩ প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীযুত এচ জি আর, লীসন সাহেবের স্থানে গত মাসের ২৪ তারিখের অপরাহ্নে নদীয়ার নদী খণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

১৭৩ নম্বর।—ছুটী।—বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এস, ফিনে সাহেব ১৮৮১ সালের ৩০ মের ১৭৬ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে ছুটী পান তদধিরিক্ত এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

সিবিল অট্টালিকাবিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।

১৭৪ নম্বর। বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ যশোহর জিলার অন্তর্গত খালিসপুর পরগণার হেলাটোলা গ্রামে খুলনার মুনসেফের নিমিত্ত দুই কাছারীঘর ও মহাফেজখানা প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এইকথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত হেলাটোলা গ্রামে কচিমতে ন্যূনাধিক ৪৸০ ॥৵ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তরসীমা ইক্তারখানের ঘাটের পথ, দক্ষিণসীমা বর্ত্তমান মুনসেফের বাসা বাড়ী পূর্ব্ব সীমা যশোহরের পথ হইতে রামনগরের জমীদারের কাছারী বাড়ি দিয়া নদীর ঘাটের পথ পর্য্যন্ত সাঁকি পথ। পশ্চিম সীমা মুনসেফের সিরিশ তাঁবার শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ ও উকীল শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের এইক্ষণকার বাসাবাড়ী।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।

১৭৫ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গত মে মাসের ১৩ তারিখের ১৮৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর এক্সেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে বারো সাহেব, সোণ চক্রে অবস্থাপিত হইলেন, ও যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে নিযুক্ত থাকিবেন।

জি, এফ, ই এস, নীল, মেজর এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

রাজধানী সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে, আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ৯ নবেম্বরের ৭৪১৯নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [১নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ২ নবেম্বরের ২৬২৪ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [২নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ১৭ নবেম্বরের ২৬৬২ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩নং কাগজপত্র]।

বোম্বাই হাই কোর্টের উকীল জি, নীলী সাহেবের ১৮৮০ সালের ২৬ নবেম্বরের পত্র [৪নং কাগজপত্র।]

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুক্ত কে, সিটএল হুয়াইট সাহেবের ১৮৮০ সালের ১৩ ডিসেম্বরের মন্তব্যলিপি [৫ নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮১ সালের ৭ জানুয়ারির ৬৭ J নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৬নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের রেজেষ্ট্রার শ্রীযুক্ত কে, কার্কর্ড সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩০ মের ৯৭০ নং পত্র [৭ নং কাগজ পত্র]।

উক্ত সাহেবের ১৮৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির ২৭৯ নং পত্র [৭নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুক্ত এচ, কে, ষ্টীফেন সাহেবের ১৮৮১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৮ নং কাগজপত্র]।

২। হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সমূহের উপর হাই কোর্ট বিষয়ক আইনের ১৫ ধারামতে হাই কোর্টের যে ক্ষমতা আছে পাণ্ডুলিপির ৬ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করিয়া আমরা ছোট আদালতের উপর হাই কোর্টের সেই ক্ষমতা করিয়া দিয়াছি।

৩। আমরা জজদের নিয়োগ সংক্রান্ত ৭ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া বিধান করিয়াছি যে জজদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, হাই কোর্টের আডবোকেট দল হইতে ছোট আদালতের বারিষ্টার জজদিগকে মনোনীত করা উচিত, কারণ তাঁহারা এদেশ সম্বন্ধে কিয়ৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এরূপ ভরসা করা যায়।

৪। পাণ্ডুলিপি যখন প্রথমে উপস্থিত করা যায়, তাহাতে জজদের পদ ও মর্য্যাদা তাঁহাদের নিয়োগ বিষয়ক জ্যেষ্ঠতা সাপেক্ষ ছিল। এই নিয়ম চলিত না, কারণ দেখা যাইতেছে যে আদালতের প্রত্যেক বিভাগের বিশেষ পদ ও বেতন আছে এবং কর্ম্ম প্রার্থিদের গুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতের বিশেষ বিভাগের দেওয়া যায়। এই নিমিত্ত নিয়োগ যে তারিখেই করা যাউক না নিয়ত দ্বিতীয় জজের পদ তৃতীয় জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর, তৃতীয় জজের পদ চতুর্থ জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত, ইত্যাদি। এই কারণে আমরা চীফ জজ সর্ব্বোচ্চ পদস্থ হইবেন ৮ ধারার এই বিধান করিয়া অবশিষ্ট জজদের পদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের কথা সন্নিবেশ করিয়াছি।

৫। প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপিতে ছোট আদালতের যেরূপ সংগঠন ছিল, তাহাতে আমরা আর একটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যে কর্ম্ম একজন লোকে করিলে ভাল হয় বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, তদ্রূপ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে না রাখিয়া চীফ জজের প্রতি অর্পণ করা গিয়াছে (৩ ধারা এবং ৬১ ও ৬২ ধারা দেখ)।

৬। পাণ্ডুলিপির এই অংশে আর কেবল এই সংশোধনটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগের বিধান করিয়া ১৩ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করা গিয়াছে এবং ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমায় তাঁহাকে বিচারাধিপত্য দিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করিয়া একটি ধারা (১৪ ধারা) সন্নিবেশ করা গিয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে এই সংশোধনটি করা গিয়াছে, মফঃস্বলের ছোট আদালত বিষয়ক ৮৬৫ সালের ১১ আইনে ইহার নজীর আছে।

৭। মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রতি একণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমরা প্রথম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহা প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপির ৬ ধারার তুলা সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ১৮ ধারায় লক্ষিত হইবে। প্রথমে ঐ ধারা যেরূপ ছিল তাহা ধরিবার হেতু অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্রের ৭ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয় —

" ৮৫০ সালের ৯ আইনে ঐ আদালতের প্রতি ৫০০ টাকা মূল্য পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্য অর্পণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার এই নিয়ম করা হয় যে যে প্রতিবাদিরা বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্য বাস করে বা কর্ম্ম চালায় কেবল তাহারাই উক্ত বিচারাধিপত্যাধীন হইবে। পক্ষান্তরে ১৮৬৪ সালের ২৬ আইনে ৫০০ টাকা অবধি ১০ টাকা পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্যদান কালে তদনুসারে কার্য্য করিবার আর একটী হেতু প্রদত্ত হয় অর্থাৎ বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উত্থিত হওয়া। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশের মত এই যে, বিচারাধিপত্যের মূল সর্ব্বপ্রকার মূল্যের মোকদ্দমায় একই হওয়া উচিত। অন্য দিকে কেহ২ আবার এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন রূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া না দিলে দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। মান্দ্রাজের হাই কোর্টের জজেরা ও শ্রীযুত বটীজ সাহেব যে মত অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ এই বিষয়ে হাই কোর্টের ও ছোট আদালতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নহে সুতরাং পাণ্ডুলিপি এরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে, পেটেণ্টপত্রক্রমে হাই কোর্টের যেরূপ বিচারাধিপত্য আছে এই বিষয়ে ছোট আদালতের প্রতি ঠিক সেইরূপ বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আবার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং আমরা এই আপত্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। অধিনিত ঐ আদালতের স্থানীয় বিচারাধিপত্যের সীমার বাহিরে যে প্রতিবাদী বাস করেন তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব থাকিলে আদালতের অনুমতি লইতে হইবে আমরা এই মর্ম্মের শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছি, এবং মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমরা সকল মোকদ্দমায় এই বিধান খাটাইয়াছি। এই বিষয়ে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সমান করিবার মূল কল্পনা এইরূপে ভঙ্গ হওয়াতে, আমরা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের তদ্রূপ বিধানের অনুযায়ী করা ভাল বিবেচনা করিয়াছি।

৮। পরবর্ত্তী ধারায় কএক শ্রেণীর মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করা গিয়াছে। আমরা 'মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা" বিষয়ক ঐ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ উঠাইয়া দিয়াছি। কারণ ইহার সম্বন্ধে সাধারণত আপত্তি আছে দেখা যায়, এবং আমরা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি যোগ করিয়াছি।—

(১) সাধারণত চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার কিম্বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা (পাণ্ডুলিপি যে আকারে প্রথম উপস্থিত হয়, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ক এরূপ মোকদ্দমা বাদ দেওয়া হইয়াছিল)

(২) বিচ্ছেদ জনিত অভিযোগ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৩) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমা,

(৪) সমুদ্রগামী জাহাজের উপর সাধারণ গতপকতা ও বিমা সংক্রান্ত মোকদ্দমা,

(৫) সমুদ্রপথে জাহাজের ধাক্কা লাগিলে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা,

(৬) পেটেণ্ট বা গ্রন্থস্বত্ব বা ব্যবসায়ির চিহ্ন সম্বন্ধীয় নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

(৭) অংশিত্ব বিলোপের নিমিত্ত কিম্বা অংশিত্ব সংক্রান্ত কারবারের হিসাব নিমিত্ত মোকদ্দমা,

(৮) কেবল স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রীর নিমিত্ত মোকদ্দমা,

(৯) ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া যে মোকদ্দমার নির্ভর রাখে সেই মোকদ্দমা,

(১০) নৈতিক পণ পাইবার মোকদ্দমা,

(১১) স্থানীয় রাজার শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে অথবা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

এই সকল মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করিবার কারণ এত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তাহা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

৯। আমরা (মূলের) ২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি। ছোট আদালতের পরওয়ানার ফলে ঐ আদালতের কোন কর্ম্মচারী অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে বাদী ছোট আদালতে না করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করেন, তবে কোনং স্থলে খরচা পাইতে পারিবেন না, ঐ প্রকরণে এই বিধান ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ স্থলে বাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

১০। আমরা (মূলের) ২২ ধারার শেষ ভাগও উঠাইয়া দিয়াছি। অন্যান্য যে স্থলে ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়, সেই স্থলে যেং হেতুতে জজ খরচা দিবার সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন ঐ ভাগে তাহার নির্দ্দেশ ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে জজের স্বেচ্ছাধীন থাকা উচিত।

১১। পরে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৫ অধ্যায় লইয়া আমরা বলিতে চাই যে ছোটআদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অনেক শ থাকায় বিষয়ক ঐ অধ্যায়ের প্রথম ধারার বিরুদ্ধে যেং আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে আমরা তৎসমুদয় অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

যে সকল শ্রেণীর লোকদের প্রায় সর্ব্বদাই সামান্য রকমের মোকদ্দমায় বাদী স্বরূপ উপস্থিত হইতে হয়, এই সকল আপত্তি সাধারণের নিকট হইতে যত দূর আসিয়াছে প্রধানত উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের নিকট হইতেই উঠিয়াছে, এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এই ভাবিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছে যে নিয়মিত কার্য্য প্রণালীর এক অধিক অংশ ছোট আদালতের মোকদ্দমায় খাটাইলে গোলযোগ ও বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপে যে সকল বিধান বর্ত্তান গিয়াছে তাহার অধিকাংশই কেবল ব্যতিরেকস্থলে প্রযুক্ত এবং আমরা বিবেচনা করি যে চলিত মোকদ্দমায় যেং বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে কেহ তাহাদের সূত্র অনু সরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কার্য্যপ্রণালীটি অত্যন্ত সরল। অধিকন্তু আমরা দেখিতেছি যে উক্ত আইনের অনেক অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে কিয়ৎকাল হইতে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে চলিত আছে এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক বৃত্তান্ত দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে তথাকার প্রত্যেক জজ যে পরিমাণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহা কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের কর্ম্মাপেক্ষা কম নহে, আরো আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার ছোটআদালতের জজেরাই বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের অন্তর্গত অধিকাংশ ধারাই প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন।

১২। সে যাহা হউক, আমরা ব্যক্ত আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তফসীলের দফা দফা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কিয়দংশ বাদ দিয়াছি, তন্মধ্যে আবেদনপত্রের সহিত আবেদনপত্রের বা সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের নকল দিবার আদেশসূচক বিধান, এবং প্রকাশ করণ সংক্রান্ত ও বিচার লিখিয়া দিতে হইবার বিধান ও পাপরের মোকদ্দমা বিষয়ক সমুদয় অধ্যায়টি।

অধিকন্তু আমরা জজদের কর্ম্ম ভার কমাইবার উদ্দেশে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৩৭ ধারার আদর্শে পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ধারা (৩৫ ধারা) সন্নিবেশ করিয়াছি। উহাতে ছোট আদালতে প্রতি এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যাহা বিচার সম্পর্কীয় নয় বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যের মত তাহা উক্ত আইনে জজের দ্বারাকরিবার আদেশ থাকিলেও আমলা দ্বারা করা যাইতে পারিবে। আমরা বিবেচনা করি যে কার্য্যপ্রণালী এক্ষণে যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহা অনিষ্টকর না হইয়া যত দূর সরল হইতে পারে হইয়াছে এবং অধিকাংশ মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিই এইরূপ চাহে।

১৩। আমরা একটি ধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে, যে উপকার প্রদত্ত হয় তাহা পাইবার স্বত্ব কিম্বা যে উপকার প্রদত্ত না হয় তাহার স্বত্বাভাব ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই আইনমত কোন নিষ্পত্তি নিষ্পন্ন হইবে না। পূর্ব্বনিষ্পত্তি সংক্রান্ত যত এই বিধানক্রমে অনেক পরিমাণে কর্ত্তিত হওয়াতে, নি সন্দেহ শ্রেণী লোকেরা যে

সকল প্রশ্ন একবার সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া উপযুক্তরূপে নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তাহা আবার তুলিতে পারিবে। কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তির স্বত্ব ঘটিত কঠিন প্রশ্ন ও বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার নিয়ামক জটিল বিবাদ স্থল সম্বন্ধে প্রথম যে কোন সামান্য মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এই আইন সদৃশ কোন আইনমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কাপেক্ষা পূর্ব্বনিষ্পন্ন বিষয়ের কথা তুলা আমাদের বিশেষ অভাবত বোধ হয় না।

১৪। যেং স্থলে বাদি সম্পূর্ণরূপ হারে না, কিন্তু আপনার দাওয়ার সম্পূর্ণরূপ টাকা পায় না এবং যেং স্থলে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপিত হয়, সেইং স্থলের প্রতি আমরা (নূতন) ২৭ ধারা বর্ত্তাইয়াছি।

১৫। ৩০ ধারাটি নূতন। যাহা কিছু ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া রাখা হয় তাহা স্থানান্তর করিবার অধিকার সম্বন্ধে এদেশের বর্ত্তমান আইন প্রজাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল দেখা যায় কিন্তু ইংলণ্ডে যেং দ্রব্য "ফিক্সচর দেশিয়াল" পরওয়ানা ক্রমে লওয়া যাইতে পারে, তাহাও হাই কোর্টে বা যেস্থে ছোট আদালতের কোন ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারী ক্রমে পাইতে পারেন না বোধ হয়। অথচ এরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, যদিও কলিকাতার প্রজারা খোলার ঘর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তথাপি ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ঘর লওয়া যাইতে পারে না। ভূম্যধিকারিরা এটি কষ্টকর বলিয়া অনুযোগ করেন, এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের অনুযোগ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে প্রতিকার এই বিশেষ স্থলেই আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। এই নিমিত্ত, আমারা বিধান করিয়াছি যে প্রজাই সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে প্রজা যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীক্রমে লওয়া যাইতে পারিবে।

১৬। আমরা কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের অনুরোধক্রমে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৩ ধারার শেষাংশের পরিবর্ত্তে একটি ধারা (২৮ ধারা) দিয়া বিধান করিয়াছি যে, যে তারিখে ডিক্রী করা যায় সেই তারিখ অবধি ৩ বৎসর গত হইলে পর ছোট আদালতের কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না কিন্তু ডিক্রীমত খাতক বলে স্থলে তিনবৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারী করিতে না দিলে, এই নিয়ম খাটিবে না।

১৭। আমরা পাণ্ডুলিপির ৩৪ ধারায় ১৮৫০ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারা পুনঃসন্নিবেশ করিয়াছি, ঐ ধারায় বেতন জন্য কিম্বা ঠিকা কাজ বা চাকরস্বরূপ কর্ম্মজন্য ৫০০৲ টাকার অনধিক টাকা সাবালকের পাওনা থাকিলে সে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবে, এইরূপ অনুমতি আছে, কিন্তু যে স্থলে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭০ ধারামতে ঐ টাকা পাওনা হয় ভ্রান্তিনিবারণার্থে আমরা কেবল সেই স্থলেই স্পষ্ট বাক্যে এই বিধান খাটাইয়াছি, আমাদের বিশ্বাস এই যে কেবল উক্ত আইন ক্রমেই সাবালকে এক্ষণে ঐরূপ টাকা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন আছে। কএকটি ধারা (৩১ অবধি ৩৮ পর্য্যন্ত ধারা) সন্নিবেশ করিয়া ১৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রারের উপর যে বিচারাধিপত্য অর্পণ করা যাইতে পারিবে তদনুসারে কার্য্য হইবার বিধান করা গিয়াছে।

১৯। আমরা একটি নূতন অধ্যায় (৬ অধ্যায়) সন্নিবেশ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন বিচার হইবার বিধান বিষয়ক ধারা এবং ৫০০৲ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমার হাই কোর্টে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় ঐ কোর্টে পুনর্ব্বার শুনানী হইবার প্রণালী সংস্থাপক আর কএকটি ধারা দিয়াছি। এই ধারাগুলি শ্রীযুত ফেনেডী সাহেব প্রস্তাব করেন, এবং এগুলি আয়র্লণ্ডের দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক মহারাণী বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ বৎসরের আইনের ৫৭ অধ্যায়ের বিধান মূলক, এই ধারাগুলির সম্বন্ধে এই সুবিধা আছে যে, যে স্থলে অধিকার হয়, নিম্ন আদালতে বিস্তারিত রূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না হইয়াও আপীলের পরিবর্ত্তে একটি ব্যবস্থা হয়।

২০। দৌত্রহীনতা ও প্রবেট বিষয়ক কোনং শ্রেণীর মোকদ্দমার যেং অধ্যায় ক্রমে ছোট আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইত সেইং অধ্যায় আমরা উঠাইয়া দিয়াছি, কারণ, আমাদের বিশ্বাস এই যে, জটিলতা ও কাঠিন্য নিবন্ধন যে সকল মোকদ্দমা হাই কোর্টে পাঠান উচিত ছোট আদালত যদি সেই সকল মোকদ্দমা না শুনেন, তবে হাই কোর্টের যে সময় বাঁচিবে তাহা অতি সামান্য। হাই কোর্টের এক্ষণে এইরূপ অনেক সূত্র কার্য্য করিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অধিকাংশ উক্ত কোর্টের আফিসে হয়, এবং তাহাতে জজদের অল্পই সময় ব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হয়।

প্রবেট ও রসাধ্যক্ষত্বপত্র দিবার সম্বন্ধে আমরা ইহাও বলিতে পারি, আমাদের বিশ্বাস এই যে, ১৮৬৪ সালের ৯ আইনে সর্টিফিকেট প্রণালী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে এই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইবে।

২১। ব্যবহারাজীব নিয়োগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলে, তাঁহাকে যে ফী দেওয়া যায় খরচাস্বরূপ তাহার আদায় নিবারণার্থে ৫৯ ধারা যে স্থলে বিবাদীর বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০ টাকার কম সেইস্থলেও আবদ্ধ রাখিয়াছি আমরা বুঝিতে পারিনা কেন, যে স্থলে অধিকতর টাকা লইয়া বিবাদ, সেই স্থলে খরচ দিবার সামান্য বিধির প্রয়োগ হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

২২। পরিশেষে আমরা ছোট আদালতে ব্যবহারজীবিদের আপসং কর্ম্ম নিষ্পত্তি বিষয়ে একটি (৭২) ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম প্রকরণে বিধান আছে যে, হাই কোর্টের আডবোকেট, আটর্নি ও উকীল ভিন্ন এবং এক্ষণে যাঁহারা ছোট আদালতের উকীল আছেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে বাদপ্রতিবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের কার্য্যস্থল কেবল ছোট আদালত হইবে, এরূপ একদল নিম্ন শ্রেণীর ব্যবহারাজীব গ্রহণ করা আমরা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। এনিমিত্ত যে সকল উকীলদিগকে পূর্ব্বে গ্রহণ করা গিয়াছে তাঁহাদের স্বত্বে হস্ত ক্ষেপ না করিলেও আমরা অন্য লোক গ্রহণ করা বন্ধ করিতে চাই।

এক্ষণে প্রথম ছোট আদালতের প্রতি যে বর্দ্ধিত বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইল, তদনুসারে মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উকীলস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার স্বত্ব উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল দিগকেই দেওয়া গেল এবং ঐ প্রকরণে এই আদেশ আছে যে কোন ব্যারিষ্টার এরূপে মোকদ্দমা চালাইলে হাই কোর্টের কোন আটর্নির বা উকীলের নিকট কিম্বা ছোট আদালতের কোন উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। শেষোক্ত আদেশের হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

পক্ষদের আপসং মোকদ্দমা চালাইবার ও পরস্পরের জন্য উপস্থিত হইবার স্বত্ব ও স্বীকৃত মোক্তারদের স্বত্ব এই ধারায় রক্ষা করা গিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।

২৩। অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনালয় সহ এই পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন, মান্দ্রাজের বোম্বাইয়ের ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে এরূপ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গেল তাহাতে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। এইনিমিত্ত এই আইন যে তারিখে প্রচলিত হইবার কথা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস করিয়াছি, এবং আমাদের অনুরোধ এই যে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যায়।

১৮৮১ সাল, ৪ মার্চ।

হুইটলী ষ্টোক্স।
জে ফিবল।
সি সি পল।
সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ঠাকুর।

আমি বিবেচনা করি যে ৮২ ধারার টাকার সীমা ২০০০ টাকা হইতে কমাইয়া ১০০০ টাকা করা উচিত। অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টের সহিত আমার ঐকমত্য আছে।

জে, পিট কেনেডী।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক কার্য্য বিভাগ।

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম, আরম্ভ।
২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।
পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা।
৩। আইন সংশোধনের কথা।
৪। "ছোট আদালত" শব্দের অর্থ।

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা।
৬। ঐ আদালত হাই কোর্টের জজ্জ্ দ্বারের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।
৭। জজদিগকে নিযুক্ত, স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।
৮। জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।
৯। আদালতের জমকা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।
১০। চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।
১১। যত জন হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
১২। যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।
১৩। রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা। উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।
১৪। কুড়ি টাকার অল্প এক মূল্যের মোকদ্দমায় রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।
১৫। জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬। এর আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাই কোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭। আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।
১৮। আদালতের যে সকল মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য থাকিবে, তাহার কথা।
১৯। যে২ মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, তাহার কথা।

ধারা।

২০। অর্থগত বিচারাধিপতির অতিক্রান্ত মোকদ্দমার উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২১। আদালতের কর্মচারী কর্তৃক বা বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা।

২২। ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোনং অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪। কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৫। বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়ি বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৬। যে দলীল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ফেরত দিবার কথা।

২৭। কোনং স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

২৮। ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

২৯। যে কর্মচারী ওয়ারণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

৩০। স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে ক্রব্য অন্য স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১। উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩২। কোনং স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩। ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে, কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৪। নাবালগদের কোনং স্থলে বয় প্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫। যে কার্য্যবিচার কার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩৬। রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

উপবিধি।

৩৭। জজের মত ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রীজারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮। রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন কর্ম্মের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেই রূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৩৯। আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

৪০। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৪১। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালী কথা।

৪২। হাই কোর্টের ডিক্রীজারী করণের কথা।

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপতির কথা।

৪৩। বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে দমন দিবার কথা।

৪৪। সমন জারী করিবার কথা।

৪৫। দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৬। উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭। দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত দোষ ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

৪৮। সত্বাভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

এরূপস্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯। দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১। দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৫২। প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে, তাহার কথা।

৫৩। যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া বা উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে, ঐ পক্ষ বা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৯ অধ্যায়।

নালিশ ও খরচার কথা।

৫৪। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৫। পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৬। শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে, অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

ধারা।
৪৭। দরিদ্র ব্যক্তিদের কী ও খরচার কথা।
৪৮। কী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।
৪৯। অবস্থাধারাকীনী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।
৫০। আদালতের হুকুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আই ন্সের ৪ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

১০ অধ্যায়।

৫। সামান্য আদালতের অসদাচরণের কথা।
৫১। কর্ম্মচারিদের অভিযোগ হইতে পারিবার কথা।
৫২। আজ্ঞা বা গ্রেপ্তারী জারী করিতে বেলিফের বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।
৫৩। কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।
৫৪। আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।
৫৫। আজ্ঞা প্রচল করিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

৫৬। কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্য প্রণালীর কথা।
৫৭। উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।
৫৮। ৬৩ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৫৯। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।
৭। উত্তর দিতে বা মনীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিবার বা হফাজতে রাখিবার কথা।
৭১ ৬৯ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৭২। কে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।
৭৩। যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।
৭৪। রেজিষ্টর ও রিকর্ডের কথা।
৭৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বা হাই কোর্টের আদেশ মতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।
৭৬। পর্জ্জদিন ও বন্দের দিনের কথা।
৭৭। ছোট আদালতের দ্বারা হুকুমকরণ হইতে কোনং ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।
৭৮। ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।
৭৯। যে স্থানে কারারুদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।
৮০। আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমার প্রস্তাবের কথা।
৮১। অভিযোগের বিচারের কথা।

প্রথম তফসীল।—২২ আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয় তফসীল।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল

তৃতীয় তফসীল।—সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা বিষয়ক।

২ অধ্যায়।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন 'রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন' নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

সংক্ষেপ নাম। আইন।

কিন্তু এই আইনের কোন কথায় সৈনাদের সুপারিশ ও নিয়ম বিধান বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১৪৪ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রবল হইবে সেই তারিখ অবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন গুলির যে পরিমাণ তাহাতে উল্লিখিত হইল সেই পরিমাণ রহিত হইবে।

যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত কোন আইনমতে যে সকল আদালত সংস্থাপিত ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে তৎসমুদয়, যতদূর হইতে পারে এই আইনমতে সংস্থাপিত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে তারিখে এই আইন প্রবল হয় তাহার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনের উল্লেখ থাকিলে, উহা যথাসাধ্য এই আইনের বা সেই বিষয় সংক্রান্ত এই আইনের বিধানের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা।

৩ ধারা। কলিকাতার মুদির রাজস্ব রক্ষাকরণের ১৮৭০ সালের ২৩ আইনের ৩ ধারায় উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টমতে এই কথা বর্দ্ধিত হইল এবং 'উক্ত আইনের লিখিত অল্প নির্দ্দ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিশনর সাহেবের ও "উক্ত কমিশনরের এই২ কথার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে কলিকাতার ছোট আদালতের জজের" এই কথা দিতে হইবে।

আইন সংশোধনের কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮ ধারার ' এক অধ্যায়ের" এই অঙ্ক ও শব্দের পর এবং ' রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের " এই অঙ্ক ও শব্দ গুলি দিতে হইবে।

৪ ধারা। ছোট আদালত শব্দের অর্থ।

এই আইনে ' ছোট আদালত " শব্দে এই আইনমতে কলিকাতা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত বুঝাইবে।

---

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫ ধারা। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা

কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি আদালত থাকিবে। তাহা কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের ছোট আদালত নামে খ্যাত হইবে।

৬ ধারা। ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

ঐ ছোট আদালত ১৮৬৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের ছাব্বিশ কোর্ট সংক্রান্ত লেটর্স পেটেণ্টের ও মহারাণী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সম্বন্ধে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারানুসারে ঐ কোর্টের যে ক্ষমতা আছে ছোট আদালত সম্বন্ধেও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

৭ ধারা। জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া একজন চীফ জজ ও আর যত জন উচিত বোধ করেন ততজন লোককে ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিন্তু চীফ জজ সমেত ঐ রূপ নিযুক্ত ব্যক্তিদের অনূন তিন ভাগের এক ভাগ উক্ত কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপে নিযুক্ত কোন জজকে স্থগিত করিতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

চীফ জজ পদে ও মর্য্যাদায় জজদের মধ্যে প্রথম গণ্য হইবেন।

অন্য জজেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে পদ ও মর্য্যাদা পাইবেন।

৯ ধারা। আদালতের কর্ম্মকারকদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

এই আইনে বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, হাই কোর্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ছোট আদালত এই আইন ক্রমে বা প্রচলিত অন্য আইনক্রমে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে যে রূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে এক বা একাধিক জজের দ্বারা কার্য্য হইবার বিধান করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। চীফ জজদ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।

উক্ত বিধি পূর্ব্বল বাদিয়া, শ্রীযুক্ত চীফ জজ সাহেব সময়ে২ ভিন্ন২ জজদের মধ্যে আদালতের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত উচিত বোধ করেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

১১ ধারা। মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

পশ্চাল্লিখিতমতে যে স্থলে প্রকারান্তরের বিধান করা গিয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থলে দুই কিম্বা তদধিক জজ একত্র অধিষ্ঠিত হইয়া কোন প্রশ্নসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলে অধিকাংশের মত প্রবল হইবে, এবং আদালত সমান দুই দলে বিভক্ত হইলে, ঐ ভিন্নমত জজদের মধ্যে যদি চীফ জজ একজন হন তিনি, কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে ভিন্নমত জজদের মধ্যে পদ মর্য্যাদায় জ্যেষ্ঠ জজ, যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

১২ ধারা। যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যৎকালে যে প্রকারের আদেশ করিবেন ছোট আদালত সেই প্রকারের আকারের ও আয়তনের মোহর ব্যবহার করিবেন।

৩ ধারা। রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার নামে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত আদালতের প্রধান আমলা হইবেন।

এবং আদালতের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে তৎপ্রতি যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত ও যে২ কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে সেই২ ক্ষমতানুসারে সেই২ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যত জন আবশ্যক হয় চিফ জজ তত জন ক্লার্ক বেলিফ ও অন্য আমলা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মকারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।

চীফ জজ হাই কোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়ে২ এতদর্থে বিধি করিয়া যেরূপ আজ্ঞা করেন, তদনুসারে উক্তরূপে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার ও অন্য কর্ম্মকারিরা উক্ত ক্ষমতাক্রমে আমলার কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

চীফ জজ উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারিকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন, কিন্তু যে রেজিষ্ট্রারের বা কর্ম্মকারির মাসিক বেতন একশত টাকা বা তদধিক তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইবে।

১৪ ধারা। যে মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই টাকার অনধিক সেই মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের প্রতি এই আইনমত জজের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আর রেজিষ্ট্রার যে কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম ছোট আদালতের কোন জজ উচিত বোধ করিলে ঠীক জজের আজ্ঞাধীনে সেই মোকদ্দমা আপন কাইল হইতে রেজিষ্ট্রারের কাইলে চালান করিতে পারিবেন।

দুই টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমার রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। যে জজ বা অন্য কর্ম্মচারী এই আইনমতে নিযুক্ত হন, তিনি যতকাল ঐ রূপ জজ বা কর্ম্মচারী থাকেন তত কাল স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তির অংশী স্বরূপ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আডবোকেট, আটর্ণি, উকীল বা অন্য ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিবেন না কিম্বা আপন হিসাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীস্বরূপ কোন কারবার বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন না।

জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী ঐ প্রকারে ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিলে বা কারবারাদিতে লিপ্ত হইলে, তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৮ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী রাজকীয় সনন্দ, পেটেণ্টপত্র পালিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সমাজের আইনক্রমে সমবায়িত বা রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির মেম্বর হইতে যে পারিবেন না এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬ ধারা। কার্য্যপ্রণালী ও রীতি সংক্রান্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যে সকল প্রশ্ন এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে উত্থিত হয় হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমশ্রেণীর দেওয়ানী বিচারাধিপতিক্রমে কার্য্যকালে ঐ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য করেন সেই আইন অনুসারে ঐ সকল প্রশ্ন লইয়া কার্য্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাইকোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে করিবার কথা।

---

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭ ধারা। হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমশ্রেণীর দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের যৎকালে যে স্থানীয় সীমা থাকে প্রত্যেক ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের সেই স্থানীয় সীমা হইবে।

আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

১৮ ধারা। ৯ ধারায় বর্জ্জিত কথা মানিয়া ছোট আদালতের সমুদয় দেওয়ানী ভাবের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

ছোট আদালতের যে সকল মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য থাকিবে তাহার কথা।

কিন্তু বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইবে না।

আর ইহাও আবশ্যক যে, (ক) নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে এবং নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন কিম্বা

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, কিম্বা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন; এবং যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে না হয় যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন বা ব্যবসায় না চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহারা ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষে কোন বিপরীত দাওয়া স্বীকার করাতে, দাওয়ার টাকা কমিয়া দুই হাজার টাকার অনধিক হইলে, ছোট আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির একস্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্ত বাসা থাকিলে, তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে, তৎ সম্পর্কে উভয় স্থানেই তাঁহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন সমবায়িত সমাজ কিম্বা কোম্পানি ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে অথবা অন্যস্থানে তাহার নিম্নতর কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

যে মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।

১৯ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না, অর্থাৎ,

(ক) রাজস্ব কার্য্য বা আদায় করণ সংক্রান্ত মোকদ্দমায়;

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা কোন গবর্ণর সাহেব, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার কোন সভ্য স্বীয় পদোপলক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে ব্যক্তি, যে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়,

(গ) কোন জজ বা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদের কার্য্যোপলক্ষে, অথবা কোন আদালতের বা উক্তরূপ কোন জজের বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের কোন বিচার বা আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায়

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বাটওয়ারা হইবার মোকদ্দমায়,

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সিদ্ধি করিবার বা বন্ধক হইতে ও বা মুক্ত করিবার মোকদ্দমায়

(ছ) স্থাবর সম্পত্তিগত অন্য কোন স্বত্ব বা স্বার্থ নিরূপণ করিবার মোকদ্দমায়

(জ) চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমায়

(ঝ) নিষেধ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমায়

(ঞ) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমায়

(ট) ন্যাসযুক্ত কার্য্য হইবার মোকদ্দমায়

(ঠ) সমুদ্রগামী জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ গড় পড়তা ও বিমা বিষয়ক মোকদ্দমায়

(ড) সমুদ্র পথে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিলে, তৎসম ক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ঢ) পেটেণ্ট, গ্রন্থ স্বত্ব বা ব্যবসায়ের চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ণ) অংশিত্ব বিলোপ করিবার বা অংশিত্ব ঘটিত কারবারের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(ত) আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ও তাহার যথাযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(থ) লিখিত বা বাচনিক অপবাদ ঘটিয়া বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ, পরস্ত্রী গমন বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(দ) দায়াদ্য স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির স্ত্রী পুরুষ প্রাপ্তের ভিন্ন বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমায়

(ধ) কেবল স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমায়,

(ন) যে মোকদ্দমায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া নির্ভর করে, সেই মোকদ্দমায়

(প) উপভুক্ত পদ পাইবার মোকদ্দমায়

(ফ) স্বাধীন রাজা বা শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে ভিন্ন দেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমায়

(ব) কোন হাই কোর্টের বিচারপত্র অনুযায়ী মোকদ্দমায়

(ভ) প্রচলিত কোন আইনক্রমে যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ছোট আদালতের নাই সেই মোকদ্দমায়

২০ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক না হইলে যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের গ্রাহ্য হইত সেই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যদি লিখিয়া এই রূপ নিয়মপত্র করিয়া থাকেন যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিতে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে, তবে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইলেও, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার বিচারাধিপত্য থাকিবে।

অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ প্রত্যেক নিয়মপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিল করা গেলে তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষ উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হইবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় ঐ আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

২১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কোন কর্ম্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে এক পক্ষ সেই সকল মোকদ্দমা উক্ত আদালতের পরওয়ানা জারীক্রমে গৃহীত সম্পত্তির বা তদুৎপন্ন টাকার বা তাহার মূল্যের সম্বন্ধে না হইলে বাদির ইচ্ছামতে, এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে, যেরূপ হইত সেই রূপে, হাই কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা ভিন্ন ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় এবং যদি উক্ত মোকদ্দমার বাদী, চুক্তিমূলক মোকদ্দমা হইলে দুই হাজার টাকার (সেই মূল্যের কম পরিমাণে এবং অন্য কোন রূপ মোকদ্দমা হইলে তিন শত টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে ডিক্রী পান তবে বাদিকে কোন খরচা দেওয়া যাইবে না।

ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদী ডিক্রী না পাইলে মতক্কেলের নিকট আটর্ণি যেরূপ খরচা পান প্রতিবাদী সেইরূপ খরচা পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে জজ সাহেব উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি উহা হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি উহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অধ্যায় ও ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল সেই২ অধ্যায় ও ধারা ছোট আদালতে চলিবে ও উক্ত আদালতের বিবেচনায় যত দূর বর্ত্তিতে পারিবে তত দূর বর্ত্তান যাইবে এবং এই আইনের বিশেষ বিধান দ্বারা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধ হয় সেই স্থল ছাড়া উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী ছোট আদালতের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমায় অনুসৃত হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩ ধারার বিপরীত ভাবের কথা থাকিলেও এই আইনের বিধানমতে যে নিষ্পত্তি করা যায় তৎক্রমে যে উপকারের আদেশ হয় সেই নিষ্পত্তির সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্ব

উক্ত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

ভিন্নিক্ত, কিম্বা বাদির যে উপকার পাইবার দাওয়া ঐ নিষ্পত্তিক্রমে বাকিত হয় ঐ সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্বাভাবাতিরিক্ত অন্য কিছুর সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যে বাটী আপনার বলে বলরাম তাহার হানি করাতে, আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে হানি পূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম আনন্দের বাটী বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত নিষ্পত্তি করেন যে বাটী আনন্দের ও তিনি হানিপূরণ-স্বরূপ ১০০৲ টাকা পাইবার স্বত্ববান্। আনন্দের হানি পূরণ পাইবার সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত, কিন্তু ঐ বাটীতে তাঁহার স্বত্বসম্বন্ধে নহে এবং বলরাম ঐ বাটীর আরো হানি করাতে আনন্দ তাহার নামে পরে মোকদ্দমা আনিলে, আনন্দের স্বত্ব নাই বলিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(খ) বলরামের লিখিত নিবন্ধপত্রক্রমে প্রাপ্য বলিয়া কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে। আদালত লিখিয়া দেওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দকে ডিক্রী দেন। সেই নিবন্ধপত্রক্রমে পরবর্ত্তী এক কিস্তি নিমিত্ত আনন্দ পরে বলরামের নামে নালিশ করে আবার লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(গ) (খ) উদাহরণের লিখিত স্থলে আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে এবং আদালত বলরামের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে নির্ণয় করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। ইহাতে আবার ঐ নিবন্ধপত্রঘটিত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আনন্দের কোন বাধা নাই।

(ঘ) আনন্দ একটি ঘোড়া পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আনন্দ বলে, ঐ ঘোড়াটি আমার সম্পত্তি ও আপন কদাচারের নিমিত্ত বলরামকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি। বলরাম ঘোড়া আনন্দের বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত ঘোড়া আনন্দের বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং তাঁহাকে দখল পাইবার ডিক্রী দেন ও আনন্দ ঘোড়া দখল করিয়া লয়। বলরাম ঘোড়া আপনার বলিয়া পরে তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত আনন্দের নামে মোকদ্দমা করে। পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বলে বলরামের মোকদ্দমা করিবার কোন বাধা হইবে না।

২৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১১১ ধারাক্রমে বিপরীত দাওয়ার স্থল কিন্তু কোনস্থলে আদালতের আদেশমতে না হইলে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না লইবার কথা।

২৬ ধারা। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার বা পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা না গেলে, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলেও তাহা অগ্রাহ্য হইলে, কিম্বা নূতন বিচার বা স্থলবিশেষে পুনর্ব্বার শুনানী শেষ হইলে, কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা গেল তাহা ফেরত লইতে চাহিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয় তাহা ফেরত দিবার কথা।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্ব কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের স্বাক্ষরিত নকল দিলে দলীল খানি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু ডিক্রীর বলে কোন দলীল বার্থ কি অকর্ম্মণ্য করা গেলে সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ রহী রাখা যাইবে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ রহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

২৭ ধারা। যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে, এবং বাদী দাওয়ার সমুদয় টাকার ডিক্রী না পায় ছোট আদালত আপন বিবেচনায় যত টাকা উচিত বোধ করেন প্রতিবাদির কষ্ট ও উপস্থিতি হেতুক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারামতে যে কোন দাওয়া বা আপত্তি করা যায় তাহা অগ্রাহ্য করা গেলে, ছোট আদালত যে বা যে টাকা উচিত বোধ করেন আপন বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ডিক্রীদারকে বা ডিক্রীমত খাতককে বা উভয়কে সেই বা সেই২ টাকা দিবার নিমিত্ত ঐ দাওয়া বা আপত্তিকারী ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার আজ্ঞামত যে টাকা দেয় হয় তাহা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ আজ্ঞা হয় তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করা যায় তাহার বিরুদ্ধে উহা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা। ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর এই আইনমত ডিক্রী জারী করিবার কোন প্রার্থনা পত্র গ্রাহ্য করা যাইবে না।

ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

কিন্তু ঐ তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বলে স্থলে ঐ ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

২৯ ধারা। ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করিবার বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার পরোয়ানা দিলে আদালতের যে কর্ম্মচারির প্রতি ঐ পরোয়ানা জারী করিবার ভার অর্পিত হয় তাঁহার সহিত ডিক্রীদার বা তৎ পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাইয়া ডিক্রীমত খাতককে বা স্থলবিশেষে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবে।

যে কর্ম্মচারী পরোয়ানা জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

৩০ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীমত খাতক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় প্রজা হইলে ঐ সম্পত্তিতে যাহা কিছু সংলগ্ন থাকে এবং যাহা তাঁহার প্রজাসম্বন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি ভূম্যধিকারির অনুমতি বিনা আইন অনুসারে স্থানান্তর করিতে পারিতেন, তাহা উক্ত ডিক্রী জারীর কার্য্য পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ডিক্রী জারী ক্রমে বিক্রীত হইলে ক্রেতা তাহা পৃথক্ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীমত খাতক ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিলে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বাধ্য হইতেন তাহা না করিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবেন না।

স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যেদ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রী জারী ক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধরা যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সেই টাকার ও খরচার আদালতের অনুমোদিত জামিন দিলে, উক্ত আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩২ ধারা। যদি ছোট আদালতের প্রতীতি হয় যে উক্ত আদালতের ডিক্রীমত কোন খাতক পীড়া বা অন্য উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা, অথবা উক্ত আদালত কিস্তিক্রমে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে কোন কিস্তির টাকা, দিতে অক্ষম, তবে উক্ত আদালত সময়ের যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সময়ের নিমিত্ত ও তদ্রূপ নিয়মে ঐ ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। যদি ছোট আদালতের ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার উপযুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের, স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে, তবে উক্ত আদালত ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত তাহা

(ক) উক্ত স্থানীয় সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর জারী করিতে হইলে, হাই কোর্ট, এবং

(খ) অন্য সকল স্থলে যে দেওয়ানী আদালতের সাধারণ এলাকার মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতক বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারীর যে কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্তরূপ স্থলসমূহে সেই কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইবে।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন যত দূর বর্ত্তান গিয়াছে তাহাতে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭০ ধারামতে বেতন বা ঠিকা কার্য্য বা চাকরের কর্ম্ম জন্য কোন সালিসের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই সালিসের বর প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যেরূপ নালিশ করিতে পারিত ঐ টাকার নিমিত্ত সেইরূপে নালিশ করিতে পারিবে।

সালিসের বর প্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কিম্বা বিচার কার্য্যের ভারাপন্ন হইয়া যে কার্য্য এই আইনক্রমে বর্ত্তান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা এবং ঐরূপে বর্ত্তান উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত আমীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে তাহা, ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিম্বা ঐ আদালতের অন্য যে কার্য্যকারককে উক্ত আদালত এতদর্থে সময়ে২ নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচার কার্য্যের ভারাপন্ন হইবার কথা।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে২ কার্য্য বিচার কার্য্য নয় ও যাহা বিচারকার্য্যের ভারাপন্ন বলিয়া জানা যাইবে তাহা কোর্ট সময়ে২ বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

৩৬ ধারা। ১৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রার যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন, ছোট আদালতের কোন জজ তাহা যেরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তিনিও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

কিন্তু উক্ত আদালতের কোন জজ চীফ জজের আজ্ঞা মানিয়া, যখন উচিত বোধ করেন, রেজিষ্ট্রারের ফাইল হইতে কোন মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া আনিতে পারেন।

উপবিধি।

৩৭ ধারা। আদালত যে কোন মূল্যের ডিক্রী করেন রেজিষ্ট্রার তাহা জারী করিবার প্রার্থনা পত্রগ্রহণ এবং ডিক্রীমত খাতকদিগকে ধরা জন্যে সমর্পণ ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ আদালতের কোন জজ এই আইনমতে যে কোন আজ্ঞা করিতে পারিতেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জজের মত ক্ষমতা মূল্যের রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বা আনুষঙ্গিক কার্য্যে রেজিষ্ট্রার যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, তাহা উক্ত আদালতের কোন জজে কৃত হইলে যে রূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যে রূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবে।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৩৯ ধারা। পঞ্চাশ্লিখিত বিশেষ বিচারের স্থল ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ছোট আদালতের প্রত্যেক ডিক্রী ও আজ্ঞা চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইবে কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫২২ ধারামত ডিক্রী ভিন্ন কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ নিয়মে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবেন এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য তৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা বিচার করণের কথা।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৪০ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বিবাদ্য বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, বিচার হইবার পর আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় এই আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে এবং প্রার্থক আডবোকেট উকীল বা আটর্ণি দ্বারা উপস্থিত করিলে ঐ প্রার্থনাপত্র সমর্থনার্থ শুনানীর সময়ের প্রধান উকীলের লিখিত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যে তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার শুনিবার বিশিষ্ট হেতু আছে। ঐ প্রার্থনাপত্র শুনিয়া যদি হাই কোর্টের এরূপ মত হয় যে বিচারে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়াছে কিম্বা উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানীর অন্যান্য বিশিষ্ট হেতু আছে তবে কোর্ট এক পক্ষের কথা শুনিয়া যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ রূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইবার আজ্ঞা দিয়া তাহার দিন ধার্য্য করিবেন উহার সংবাদ বিপক্ষ পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৫ ৫৪৬ ও ৫৪৭ ধারায় আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত ও জারী করণ সংক্রান্ত যে২ নিয়ম আছে, তাহা এই ধারামত প্রার্থনাপত্র ছোট আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল বলিয়া গণ্য হইলে যেরূপে বর্ত্তিত সেইরূপে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১ ধারা। ৪০ ধারামতে যে দিন ধার্য্য করা যায় সেই দিন কিম্বা শুনানীর দিনান্তর নিরূপিত হইয়া থাকিলে সেই দিন হাই কোর্ট বা ঐ কোর্টের কোন জজ হাই কোর্টের নিরূপিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ছোট আদালত তর বাদী ঐ মোকদ্দমার বাদী বলিয়া ও ছোট আদালতের প্রতিবাদী প্রতিবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং মোকদ্দমার রসীদপত্র দাখিল করিবার আজ্ঞা হয় নাই বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারামতে যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় তাহাতে এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে হাই কোর্টের নিরূপিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ কোর্টের রীতি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে। কিন্তু এই ধারামত কোন বিচার ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

হাই কোর্টের ডিক্রী জারী করণের কথা।

৪২ ধারা। উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইলে কোন হাই কোর্ট যে প্রত্যেক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন তাহা ঐ কোর্টের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ হাই কোর্ট জারী করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত হাই কোর্ট আপন বিবেচনামতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত ঐ ছোট আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

---

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে দখল দিবার কথা।

৪৩ ধারা। যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এবং প্রতিযোগিতার অভাবে থাকিলে যাহার বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয়, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অথবা সংসূত্রে ঐ অন্য ব্যক্তির দাওয়া সেই ব্যক্তির প্রজাভাবে বা অনুমতিক্রমে যদি সেই ভূমি দখল করিয়া থাকেন

এবং যদি ঐ প্রজা ভাব শেষ বা অনুমতি রহিত হইয়া থাকে

এবং উক্ত প্রজা বা দখলকার অথবা তাহার অধীনে বা নিয়োগক্রমে ভূমিত্যাগী কে নবাগত (ইহার পরে দখলকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে) উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে নিশ্চয়ে আপন দখল পাইলেও তদনুসারে ঐ সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করিলে

(পরে দরখাস্তকারী বলিয়া অভিহিত) ঐ অন্য ব্যক্তি দখলকারির বিরুদ্ধে সমন দিবার নিমিত্ত ছোট আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ঐ সময়ে উক্ত দখলকারির প্রতি এই সমন দেওয়া যাইবে, যে ঐ সম্পত্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কেন বল প্রয়োগ করা যাইবে না, সমন নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহার কারণ দর্শাইবেন।

সমন জারী করিবার কথা।

৪৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রতিবাদির উপর সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রণালীমতে দখলকারির উপর সমন জারী করা যাইবে।

সমন দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৫ ধারা। যদি দখলকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয় ও বিপরীত কারণ না দর্শায় তবে দরখাস্তকারী ৪০ ধারামতে দরখাস্ত করিতে সম্ভবপর ছোট আদালতের এই রূপ অবোধ জন্মিলে তিনি উক্ত আদালতের পেয়াদার প্রতি অনুজ্ঞাপত্র

পাইবার অধিকারী হইবেন; ঐ অনুজ্ঞাপত্রে উক্ত আদালত যে তারিখের নাম করা উচিত বোধ করেন সেই তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত বেলিফের প্রতি আদেশ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি দখলকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, যে স্বত্বের বলে প্রজাতার সত্ত্বা বা অনুমতি প্রদত্ত, হয় দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে সে স্বত্ব লোপ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি এই ধারার মর্ম্মানুযায়ী কারণ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৪৬ ধারা। উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র যে বেলিফকে দেওয়া যায়, উহার বলে সেই বেলিফ পূর্ব্বাহ্ণ ছয়টার পর ও অপরাহ্ণ ছয়টার পূর্ব্বে সাহায্য জন্য যত জন লোক আবশ্যক বোধ করেন লইয়া অনুজ্ঞাপত্র লিখিত সম্পত্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দরখাস্তকারিকে তাহার দখল দেওয়াইতে পারিবেন; এবং দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার স্বত্ব ছিল না কেবল এই কারণে উক্ত অনুজ্ঞাপত্রদাতা ছোট আদালতের কোন জজের বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্রমতে কার্য্যসাধক বা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন সমন জারীকারী কোন বেলিফ বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দিবার বা সাধন বা জারী করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা অভিযোগ চালান যাইবে না।

উক্তঅনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওয়া প্রভৃতিনিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে, উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল লইতে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম যদি ঘটে, তজ্জন্য তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না, কিন্তু উক্ত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম নিবন্ধন কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, সেই অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ক্ষতিপূরণের আদায় নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন ক্ষতির প্রমাণ না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে এবং যে কোন স্থলে ক্ষতির প্রমাণ হয়, সেই স্থলে আদালতের অবধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দশ টাকার অধিক না হইলে যে জজ বিচার করেন তিনি যদি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট না দেন যে তাঁহার মতে বাদিকে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া উচিত, তবে আদালত বাদিকে ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত খরচা দিবেন না।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দরখাস্তকারী কোন সম্পত্তির দখল পাইলে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে তাঁহার ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকে, তবে ঐ আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করেন, এই আইনের কোন কথার সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা হইতে উক্ত দরখাস্তকারী রক্ষিত হইবেন এরূপ জ্ঞান হইবে না।

স্বত্বাভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে, উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকিলে, যদি উক্ত আজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে তৎক্রমে দখল না লইলেও দরখাস্তকারী দখলকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯ ধারা। এই ৪৩ ধারামতে দরখাস্ত করা গেলে দখলকারী নিজে যদি দুইজন জামিনের সমবেতে, ছোট আদালত সম্পত্তির মূল্য ও লম্বাদ্বিবিধ মোকদ্দমার সম্ভাবিত খরচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত টাকা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া, অবিলম্বে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের অক্ষিপূরণ নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে এবং ঐ মোকদ্দমা আপনি না চালাইলে বা দরখাস্তকারির অনুকূলে বিচার হইলে মোকদ্দমার সমুদয় খরচা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন তবে যাবৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ছোট আদালত উক্ত দরখাস্তের অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় দখলকারী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে ৪৫ ধারামতে যদি কোন আজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া এই ডিক্রী প্রবল হইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ২২ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য, এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান স্থল ছাড়া অন্যত্র ছোট আদালত যত দূর হইতে পারে, প্রথমশ্রেণীর আদালতের নিমিত্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়া গেলে, তাহার স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন বাধা হইবে না।

দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

---

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রমার্পণ করিবার কথা।

৫২ ধারা। যদি ছোট আদালতের দুই বা অধিক জজ কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে একত্র আসীন হইয়া আইনঘটিত বা আইনতুল্য বলবৎ রীতিঘটিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে

প্রমার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে তাহার কথা।

কিম্বা যে হাকে মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্পূর্ণ হয় কোন বন্দী সেরূপ অর্থকরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন,

কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা উক্তরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে, যদি উক্তরূপ কোন প্রশ্ন উঠে এবং কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন

তবে ছোট আদালত উক্ত মোকদ্দমায় বৃত্তান্তঘটিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬ ৭ ধারামতে উক্ত বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের মত জন্য অর্পণ করিয়া হয় রায় দেওয়া স্থগিত রাখিবেন, না হয় উক্ত মত সাপেক্ষ করিয়া রায় দিবেন।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

৫১ ধারা। হাই কোর্টের মত সাপেক্ষ করিয়া ৫২ ধারামতে রায় দেওয়া গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রায় দেওয়া যায় তিনি অবিলম্বে হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার খরচার ও রায়ের লিখিত টাকার জামিন দিবেন। ছোট আদালত ঐ জামিন মঞ্জুর করিবেন

কিন্তু যে স্থলে কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি ঐ মোকদ্দমার রায়ের লিখিত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিলে এবং তদনুসারে তাহা দেওয়া গেলে ঐ টাকার নিমিত্ত কোনরূপ জামিন দিবার আদেশ করা যাইবে না।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন অবিলম্বে দেওয়া না গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্তরূপ সাপেক্ষ রায় দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছে, বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

---

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৪ ধারা। প্রত্যেক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে ও ৪০ ও ৪৩ ধারামত প্রার্থনাপত্রে

(ক) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অনধিক হইলে, ঐ পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুই আনার অনধিক,

(খ) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে ১২॥ ও পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি এক আনার অনধিক, ফী দেওয়া যাইবে; এবং যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না যায়, উক্তরূপ কোন আবেদন বা প্রার্থনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮ অধ্যায়মত নিয়মপত্র দাখিল করিতে হইলে ১০ টাকা ফী দিতে হইবে।

পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৫ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অনধিক হইলে উক্ত তফসীলের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরে যে২ ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ২ ঘর যে২ পরওয়ানা সম্পর্কীয় হয় এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই২ পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সেই২ ফী দিতে হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে যে পরওয়ানা বাহির হয়, সেই ব্যক্তির সেই পরওয়ানার ফী দিতে হইবে।

তফসীল পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৫৬ ধারা। উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের তফসীল হইবার পূর্ব্বে পক্ষেরা আপোষে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, তৎকাল পর্য্যন্ত যত ফী দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে যেপক্ষ যাহা দিয়াছেন, ছোট আদালত তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৫৭ ধারা। কোন দরিদ্র ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা ৪০ ধারামত দরখাস্ত দিলে ছোট আদালত, যদি উচিত বিবেচনা করেন, ৫৪ ও ৫৫ ধারার উল্লিখিত ফী না লইয়া অথবা উক্ত ফীর নিয়মাংশ লইয়া ঐ মোকদ্দমা ও দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৮ ধারা। ৫৪ ও ৫৫ ধারামতে যে ফী দিতে হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন স্থলে উক্ত ফীর পরিমাণ ঐ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইবে না।

ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৫৯ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য বিশ টাকার অধিক না হইলে কোন পক্ষ অডভোকেট, উকীল, আটর্ণি বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবিকে নিযুক্ত করিয়া যাহা খরচ করেন, তাহা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে খরচা বলিয়া দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঘটনা বশতঃ তদ্রূপ ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

আদালতের হস্তগত বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের ৩৩ ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৬০ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথায় আদালতের হস্তগত বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩৩ ৫ ও ২৫ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

---

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

কর্ম্মকারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৬১ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা কাপন পদের কার্য্য সম্পাদনে অসদাচরণ বা উপেক্ষা দোষে দোষী হইলে, চীফ জজ আজ্ঞা দিয়া তাহার এক দিন বেতন

বেতনের অনধিক পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং ঐ জরিমানা তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে বেশি কর বা অন্য কদাচারি ত্রুটির কথা।

৬২ ধারা। যদি কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা আপন প্রভুর কোন আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হইয়া উপেক্ষা বা অন্যায় বা অকর্ম্মণ্যতা বা ত্রুটি করিয়া উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিবার সুযোগ হারায় তবে উক্তরূপ উপেক্ষা বা অন্যায় বা ত্রুটি করাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে যে টাকার নিমিত্ত উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট দেওয়া হইয়াছিল কোন স্থলে সেই টাকার অধিক না হয় এরূপ যত টাকা ঠীক মনে ঐ কারণ নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির ক্ষতি পরিমাণ তুল্য জ্ঞান করেন উক্ত চীফ জজের আজ্ঞাক্রমে ঐ ক্লার্ক বেলিফ বা কামলা তত টাকা দিতে দায়ী হইবে।

কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।

৬৩ ধারা। কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা উক্ত আদালতের পরওয়ানা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে টাকা কাহার করে তাহা বা তাহার হিসাব যথাবিধি দেয় নাই বলিয়া তাহার নামে যদি অভিযোগ হয় তবে তাদৃশ উক্ত অভিযোগের তদন্ত লইয়া সেরূপ উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ম্মচারির উক্ত বলপূর্ব্বক গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবার বা পূর্ব্বোক্তরূপে আদায় করা কোন টাকা ও ক্ষতিপূরণ ও খরচা দিতে হইবার সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।

৬৪ ধারা। এই আইনমত মোকদ্দমার সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক সমন উপস্থিত করাইবার যে২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে এই অধ্যায় মত তদন্ত কার্য্যে উক্ত আদালতের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৬৫ ধারা। টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার এই অধ্যায়মত আজ্ঞাক্রমে টাকা দেওয়া না গেলে যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা আপনার অনুকূলে ছোট আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

---

১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের ক্ষমতা প্রকাশ করার কথা।

৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৭৫ ৭৮ ৭৯ ১৮০ বা ২০৮ ধারায় যে রূপ অপরাধের বর্ণনা আছে ছোট আদালতের দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে তদ্রূপ কোন অপরাধ করা গেলে উক্ত আদালত অপরাধকে দেখাইতে বুঝাইতে পারিবেন এবং সেই দিন আদালত বন্ধ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে অপরাধ বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং তাহা না দিলে দেওয়ানী জেলে এবং সে পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন। কিন্তু উক্তকাল গত হইবার পূর্ব্বে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অপরাধী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৬৭ ধারা। উক্তরূপ প্রত্যেক স্থলে ঐ আদালত যে বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও অপরাধির কৃত কোন উক্তি থাকিলে তাহা এবং নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে যে সময়ে বাধা প্রাপ্ত বা অপমানিত জন, সেই সময়ে আদালত যে বিচারাসন ক্রোধ করিয়া অধিষ্ঠিত থাকিলেন সেই কার্য্যের তাঁহার ও চলনের অ ঘা এবং বক্ত বাধা বা অপমানের প্রবৃত্তি ঐ লিপি ছ কথায় দর্শাইতে হইবে।

মোকদ্দমা লয়া করা হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৮ ধারা। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারার লিখিত ও আপনার দৃষ্টি গোচরে ও সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত অথবা যদি অন্য কোন কারণে আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারামতে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নহে তবে আদালত যে বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও পূর্ব্বলিখিত বিবরণ ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এজন্য জামিন লইবার আদেশ দিতে পারিবেন অথবা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির যে ধারা অনুসারে তাহার নামে অভিযোগ হয় অপরাধির প্রতি সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৬৬ বা ৬৮ ধারামতে ঐ অপরাধির দণ্ডনিরূপণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা বা আদেশ মানিতে স্বীকার করে অথবা আদালতের অভিপ্রায়মতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বেচ্ছামতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৭০ ধারা। ছোট আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত বা ক্ষমতাধীন যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, এবং অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাইলে, ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে তত দিন আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে উত্তর দিতে বা স্বপ্রবিশেষ উক্ত দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে, এই আইনের ৬৬ বা ৬৮ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।

৭১ ধারা। ৬৬ বা ৭০ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ৮৭৭ সালের আইনের আপীল সংক্রান্ত বিধান সমূহ যত দূর বর্ত্তিতে পারে, এই ধারামত আপীলের প্রতি বর্ত্তিবে।

৬৬ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

---

১২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৭২ ধারা। হাই কোর্টের আডবোকেট উকীল বা আটর্ণি ভিন্ন, অথবা যিনি এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ছোট আদালতের উকীল থাকেন তদ্ভিন্ন, কোন ব্যক্তি এই আইনমত ছোট আদালতের কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উপস্থিত হইতে, বাদানুবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না, এবং

(ক) হাই কোর্টের উকীলের বা আটর্ণির নিকট কিম্বা ছোট আদালতের উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হাই কোর্টের আডবোকেট কিম্বা

(খ) হাই কোর্টের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি, বিবাদীর বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে ঐ রূপ কোন মোকদ্দমার শুনানী সময়ে আদালতে বক্তৃতা বা সাক্ষি দিগকে পরীক্ষা করিবেন না।

কেউপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।

কোন ব্যক্তির নিজের কিম্বা মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা চালাইবার যে স্বত্ব আছে অথবা এই আইনক্রমে বর্ত্তান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনমতে কোন ব্যক্তির স্বীকৃত মোক্তারের যে স্বত্ব আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

৭৩ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস, সাক্ষিদের সমন, এবং (প্রতিবাদির প্রতি সমন ও জারীর পরওয়ানা ছাড়া) এই আইনমতে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে অন্য যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তৎসমুদয়, আদালত সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিলে, আদালত সমক্ষে২ এতদর্থে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন তাহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।

৭৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনাধীনে হাই কোর্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন ছোট আদালত সেই রূপ রেজিষ্টর বহী ও হিসাব রাখিবেন এবং হাই কোর্টে সেইরূপ বর্ণনাপত্র ও রিটর্ণ পাঠাইবেন।

রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।

৭৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা স্থলবিশেষে হাই কোর্ট যেরূপ পাঠ ও প্রণালী উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেইরূপ পাঠে ও প্রণালীতে উক্ত গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট সময়েং কাগজপত্র রিটর্ণ ও বর্ণনাপত্র পাঠ করিবার যে আদেশ করেন ছোট আদালত সেই আদেশ পালন করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশমতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।

৭৬ ধারা। আদালতে যে২ পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে ছোট আদালত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন।

উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ তালিকা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং তদনুসারে উক্ত পর্ব্বের দিন ও বন্ধের দিন পালিত হইবে।

পর্ব্বদিন ও বন্ধের দিনের কথা।

৭৭ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও তাঁহাদের মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে এবং দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবকে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়মতে সংস্থাপিত হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস ও জজদিগকে এ রূপ ছোট আদালতের আজ্ঞাক্রমে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৭৮ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৭৯ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে স্থান নিরূপণ করেন যে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে ছোট আদালতের আজ্ঞা হয় তাহাকে সেই স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমার প্রস্তাবের কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমত কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে সে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বাদিকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে বাদী কিছু পাইতে পারিবে না।

অভিযোগের নিবারণের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করা হইয়াছে বলিয়া যে সকল অভিযোগ হয় তৎসমুদয় ঐ অপরাধ করা গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে ব্যবস্থা রহিত হইল।

A—সুপ্রীম কোর্টের চার্টর।

তারিখ।		যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৪ সালের ১৬ মার্চ	কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	২১ প্রকরণ।
১৮ সাল ১৬ ডিসেম্বর	মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৭ প্রকরণ।
১৮ ৩ সাল ৮ ডিসেম্বর	বোম্বাইয়ের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৯ প্রকরণ।

B—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কর্ত্তৃক।

সাল ও নম্বর।	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১ সা ৯ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে অপকৃষ্ট ও পাওনা পরীক্ষাপেক্ষা সমন জারি আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৫ সা ২০ আ	১৮৫ সালের ৯ আইন সংশোধন করিবার আইন	সমুদয়।
১৮৮৪ সা ২৪ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের অধিকার বৃদ্ধি ও ঐ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচারকর্ত্তাকে নিযুক্ত করণের বিধান করিবার আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৮১ সা ১ আ	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন	৮ ধারা ২ প্রকরণ।

C—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৭৫ সা ৬ আ	বোম্বাইয়ের ছোট আদালত দ্বারা যে সকল ব্যক্তি দায়ী হয় তাহাদের দেওয়ানী উৎক্রইয়ের বিধান করণার্থ আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।

দ্বিতীয় তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান যোগ্য।

পরিভাষা। ২ ধারা। অর্থকরণের ধারা।

১ অধ্যায়।—১১ ধারা ছাড়া আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ অধ্যায়।—১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা, ২০ ধারার ৪ প্রকরণ, এবং ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা, ২৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ অধ্যায়।—৩৭ ধারার (খ) ও শেষ প্রকরণ ছাড়া, উত্তর পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—৪৭ ধারা ও ৪৪ ধারার ক বিধি ছাড়া মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।—৫৩ ধারার (ঙ) প্রকরণ ও ৫৫ ধারা ও ৫৭ ধারার (খ) প্রকরণ ও ৫৮ ও ৬২ ধারা ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—৬৪ ধারার ' ও ৫৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে এই ২ কথা ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৬৭ ধারা ছাড়া সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

৭ অধ্যায়।—উত্তর পক্ষের উপস্থিত হওন নিমার্ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১০ ১১২ ও ১১৩ ধারা ছাড়া বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—১১৯ ধারা ছাড়া আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।—দলীলের সন্ধান লওন ও গ্রাহ্য করণ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। ২৮ অবধি ৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ১৩৫ ধা। ও যত দূর প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ছাড়া ৩৬ ধারা, দ্বিতীয় প্রকরণ ছাড়া ১৩৭ ধারা, ১৩৮ ধারা, শেষ বাক্য ছাড়া ৩৯ ধারা, উপবিধি ও "তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া" এই কথা ছাড়া ১৪০ ধারা এবং ১৪১ ১৪২, ১৪৩, ও ৪৫ ধারা।

১১ অধ্যায়।—প্রশ্ন নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি। ১৫০ ও ১৫১ ধারা।

১২ অধ্যায়।—৫৪ ধারা ও ১৫৫ ধারা ছাড়া প্রথম প্রবন্ধের সময় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা প্রবন্ধের নিদান্তের নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—৬৮, ১৬৯ ৭ ও ৭৫ ধারা ছাড়া সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—১৮২ অবধি ৯১ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া মোকদ্দমার প্রবন্ধ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ অধ্যায়।—আফিডেভিট বিষয়ক বিধি।

১৭ অধ্যায়।—২০০, ২০১ ২০২, ২০৪, ২০৭, এবং ২১১ অবধি ২১৫ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া, বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৮ অধ্যায়।—খরচা বিষয়ক বিধি।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি ২৩০ ধারার প্রথম দুই প্রকরণ ২৩১ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ধারা ২৪৩ অবধি ২৫৯ পর্য্যন্ত ধারা ২৬৬ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও তাহার ডিক্রীর সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে) ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত ধারা ২৭৩ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে) ২৭৫ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৩৬ ধারা (শেষ তিন প্রকরণ ছাড়া) ৩৩৭ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত ধারা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।—যে কদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—৩৯৬ ধারা ছাড়া অক্ষতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৬ অধ্যায়।—গবর্ণমেণ্টের বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—৪৩৩ ধারা ছাড়া ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় ও একদেশীয় সরদারদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও দ্রব্যবিনিয়োগাধিকারিদের দ্বারা ও তাহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—টৈসিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—স্বপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধীয় ভিন্ন বিসম্পত্তির পূর্ব্বে ক্রোক ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

৩৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০ ও ৫০১ ধারা।

৩৬ অধ্যায়।—গ্রাহকদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি ৫০৩ ধারা।

৩৭ অধ্যায়।—আপীল সংক্রান্ত ৫২২ ধারার নিয়ম ছাড়া, সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ অধ্যায়।—৫২৭ ধারার (খ) প্রকরণের যে অংশ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় সেই অংশ ছাড়া, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৩ অধ্যায়।—হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনর্ব্বিবেচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪৯ অধ্যায়।—বিবিধ বিধি ৬৪০ অবধি ৬৫১ পর্য্যন্ত ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৫৫ ধারা দেখ)

সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা নিমিত্ত ফী।

বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য নিম্নলিখিত টাকার অধিক	কিন্তু নিম্নলিখিত টাকার অধিক হইলে	সমনের ফী	অন্যান্য পরওয়ানার ফী।
		টাকা	টাকা
	১০	০৵	০৵
১৵	২	।/	।/
২	৫০	।৵	॥৵
৫	১০	১	১
১০	২০০	১॥	২
২০	৩	১॥৵	৩
৩০	৪	১৸	৪
৪	৫০	২	৫
৫০	৬০	২।	৬
৬০	৭০	২॥৵	৭
৭০	৮০	২৸	৮
৮০	৯	৩	৯
৯০	১	৩৵	১
১০	১২০	৩৵	১॥
১২০	১৫	৩।	১২
১৫	১৮	৩॥৵	১১॥
১৮	২০	৩৸	১২
২০	২৫০	৩৸৵	১২।
২৫০	২৬	৪	১৩
২৬০০	২৭	৪৵	১৩।
২৭০	২৮০	৪।৵	১৪
২৮০	২৯	৪৵	১৪॥
২৯	৩	৪॥	১৫

কে, পিট কেমেণ্ডী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA M. A. AND B. L.
Bengali Translator

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৪ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮১ সালের ৬ নম্বর।

নওয়ানগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।
১। সংক্ষেপ নাম।
ব্যাপ্তি।
আরম্ভ।
২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।
৩। অর্থ করণের ধারা।
৪। কোন২ আডমিরলটি কোর্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।
ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতাসকে কার্য্য হইবার কথা।

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫। এই অধ্যায় কোন২ জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।
৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইতে হওয়ার কথা।
৭। অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।
৮। দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।
৯। কাপ্তান, মালিম, ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।
১০। অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
১১। অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর শুনিবার কথা।
১২। সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিবরণ সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।
প্রাসেসরের কথা।
ধারা।
১৩। সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।
১৪। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।
প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কথা।
জবানবন্দীর কথা।
১৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

১৬। ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।
ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।
৭। কোন২ সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।
এই আইনমতে অনুসন্ধান হইলে পর।
অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লওনের পর।
কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।
অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।
১৮। কাপ্তান প্রভৃতির সার্টিফিকেটগিতে হইবার কথা।
১৯। অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।
২০। বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।
২১। রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।
নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

২২। এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১ আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।
২৩। নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।
২৪। বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।
২৫। আহারীয় দ্রব্যের যে কর্দ্দ খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
২৬। খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিষয়ের বিধান।
২৭। ব্রিটিষ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকদের কথা।

২৮। ১৮৭৪ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

ধারা।

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯। মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০। কাপ্তানের পরীক্ষাদির বিষয়ক যে২ বিধান আছে তাহা কোন২ জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১। ১৮৪১ সালের ১০ আইনের ২, ১৪ ১৭ ও ২৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

জাহাজ সম্পর্কীয় দুর্ঘটনার ও কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা বিহিত

হেতুবাদ।

এবং পশ্চাল্লিখিত অন্যান্য প্রকারে সওদাগরী জাহাজের নিয়ম ও কর্তৃত্ব করণের বিধান করাও বিহিত অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

---

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে,

সংক্ষেপ নাম।

ব্যাপ্তি

এই আইন ব্রিটিস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে

আরম্ভ

এবং ইহা অতিসত্বে বলবৎ হইবে।

২ ধারা। ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন এবং (নৌকার নাবিকদের ও অপ্রেন্টিসদের প্রাপ্য বেতন ও তাহাদের জন্যে খরচ করা টাকা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আদায় করিবার বিধান করণার্থ, ও ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন ও ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৭৮ সালের ১৩ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত উভয় বা কোন আইনক্রমে যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরব্ধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত গমনাগমন অর্পিত অনুসন্ধান গৃহীত সার্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত বন্দোবস্ত কৃত ও ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তৎসমুদয় যথাক্রমে এই আইনমতে আরব্ধ নিযুক্ত, অর্পিত গৃহীত রহিত বা স্থগিত কৃত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অর্থকরণে ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে লাঙলদ্বারা টানা না গিয়া যে কোন প্রকারের যান জল পথে ব্যবহৃত হয়, তাহাই "জাহাজ" শব্দের অর্থ।

জাহাজ শব্দের অর্থ।

আড়কাঠী বা খালাসির মাষ্টর ভিন্ন যে কোন ব্যক্তির হস্তে যখন কোন জাহাজের অধ্যক্ষতা বা কর্ত্তৃত্বভার থাকে, "কাপ্তান" শব্দে তখন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

কাপ্তান।

৪ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে যে২ আদালতের সমুদ্রপথেকৃত অপরাধের বিচারাধিপত্য থাকে সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২৪০ ধারামতে কিম্বা (সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের) ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৮০ ধারামতে সেই২ আদালতের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইবে না।

কোন২ আডমিরলটি কোর্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।

ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যদি সমুদ্রে কৃত অপরাধের বিচার করণার্থে কোন আদালতের আধিপত্য না থাকে, তবে সেই বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে উচ্চতর আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকে সেই আদালত শেষোক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরিতে পারিবেন।

ফৌজদারী উচ্চতর আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতাদানে কার্য্য হইবার কথা।

---

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫ ধারা। যে কোন জাহাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারগত হয় বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কিম্বা ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যাধিকারের জাহাজ হয় তৎপ্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

এই অধ্যায় কোন২ জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৬ ধারা। নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সমাচার জানাইতে হইবার কথা।

(ক) ব্রিটিস ভারতবর্ষের সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে কোন জাহাজ মারা পড়িলে, বা পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেমায় উঠিলে কিম্বা হানিগ্রস্ত হইলে

(খ) কিম্বা উক্ত সমুদ্রতীরে কি তাহার নিকটে জাহাজে কোন প্রকারের দুর্ঘটনা হওয়াতে প্রাণের হানি হইলে

(গ) কিম্বা উক্ত সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে এক জাহাজের দ্বারা অন্য জাহাজ মারা পড়িলে কি তাহার ভারি হানি হইলে,

(ঘ) কিম্বা অন্য কোন স্থানে জাহাজ মারা পড়িলে কি পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেমায় উঠিলে কিম্বা তাহার হানি হইলে, কিম্বা ঐ জাহাজে কিম্বা জাহাজের কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, এবং তাহার উপযুক্ত সাক্ষী ব্রিটিস ভারতবর্ষে কোন স্থানে উপস্থিত হইলে বা পাওয়া গেলে

(ঙ) কিম্বা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইলে যে অবস্থায় ঐ জাহাজ সমুদ্রে যায় বা ঐ জাহাজের কথা শেষ শুনা যায় ত্রুটিভারবহ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এ বর্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এতদ্বিষয়ে যে সংবাদ

পাইবা মাত্র লিখিয়া ঐ সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।

(ক), (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত স্থলে কাপ্তান কি আড়কাটী কি খালাসের মাষ্টর লাসের কিম্বা জাহাজ যৎকালে মারা পড়িল কি ত্যাগ করা গেল কি ডেঙ্গায় উঠিল কি তাহার হানি কি দুর্ঘটনা হইল তৎকালে অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল সেই ব্যক্তি কিম্বা দুইখানা জাহাজ হইলে যে জাহাজ যাহার জিম্মায় থাকে তিনি এবং

(ঘ) প্রকরণের লিখিত স্থল হইলে যেখানে জাহাজ মারা যায় বা পরিত্যক্ত হয় বা, ডেঙ্গায় উঠে বা তাহার হানি হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে সেই স্থান হইতে ঐ জাহাজ যবাবর ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে গেলে ঐ জাহাজের কাপ্তান যে সময়ে ঐ স্থানে জাহাজ উপস্থিত হয় সেই সময়ে

যে মাজিষ্ট্রেট অতি নিকটে থাকেন তাঁহাকে, কিম্বা কোন বন্দরে পঁহুছিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তাঁহাকে অগৌণেই ঐ জাহাজ দ্বারা পড়ার কি পরিত্যাগ হওয়ার কি ডেঙ্গায় উঠিবার কিম্বা তাহার হানি হওয়ার কি দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ দিবেন।

এই ধারামতে যে ব্যক্তি সংবাদ দিতে আবদ্ধ হন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐ সংবাদ না দিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই দণ্ড না দিলে তাঁহার তিন মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে ৬ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) বা (ঙ) প্রকরণের লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্থানীয়গবর্ণমেণ্ট ঐ জানিতে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বা বিহিত জ্ঞান করিলে, পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ দেওয়া গেলে বা না গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে ও অনুসন্ধান লইবার স্থান ও নির্ণয় করিতে পারিবেন দুই জনের অনূন ও চারিজনের অনধিক ব্যক্তি লইয়া ঐ আদালত হইবে।

অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যায় সেই স্থানে কি তাহার নিকটে যিনি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন তিনি তাহাদের একজন ও সমুদ্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্য ব্যক্তি একজন হইবেন। আর এক কি দুই জন নিযুক্ত হইলে, তাহারাও সমুদ্র ব্যাপারে কিম্বা বাণিজ্য বা পাত্রে অভিজ্ঞ লোক হইবেন।

দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৮ ধারা। সমুদ্রে যে অপরাধ করা যায় ভারতবর্ষের মধ্যে সেই অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি, এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যেং বন্দরে তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন আদালত না থাকে সেই২ বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে সাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট উচ্চতম আদালতের প্রতি এতৎক্রমে এই অনুমতি দেওয়া গেল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে ৭ ধারার উল্লিখিত অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনীয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

৯ ধারা। যদি কোন আদালত ৭ বা ৮ ধারামতে অনুসন্ধান লন, তবে প্রচলিত কোন আইনমতে বাণিজ্য বিষয়ক সেরেস্তের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সার্টিফিকেটধারী কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে ঐ অনুসন্ধানক্রমে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কিম্বা তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি হেতুক পূর্ব্বোক্তরূপ মারা যাওয়া বা পরিত্যাগ বা ডেঙ্গায় উঠা বা হানি বা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে, উক্ত আদালত ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

যে স্থলে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যায় যে অনুসন্ধানক্রমে উক্তরূপ কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ অযোগ্যতার বা অসদাচরণের বা অন্যায় কার্য্যের বা ত্রুটির অভিযোগ উপস্থিত হইবে, সেই স্থলে উক্ত আদালত সাধ্য হইলে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে রিপোর্টক্রমে ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ হয় তাহাকে সেই রিপোর্টের নকল দেওয়াইবেন।

অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। ৭ বা ৮ ধারামত অনুসন্ধান ভিন্ন প্রকারান্তরে কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচরণের অভিযোগ করার হেতু আছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে যে স্থানে পক্ষদের ও সাক্ষদের উপস্থিত হওয়া সুবিধা সেই স্থানের বা তন্নিকটস্থ এলাকার লিখিত কোন আদালতে ঐ গবর্ণমেণ্ট ঐ হেতুর বর্ণনাপত্র পাঠাইয়া উক্ত আদালতের প্রতি ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত যে বর্ণনাপত্র পাঠান আদালত অনুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ অভিযুক্ত কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রকে সেই বর্ণনাপত্রের নকল দেওয়াইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তর শুনিবার কথা।

১১ ধারা। কাপ্তান বা মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান করণার্থ ঐ আদালত উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সমন করিয়া নিজে কি অন্যের দ্বারা প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবেন।

সাক্ষ্য ও অনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

১২ ধারা। এই অধ্যায় মত অনুসন্ধানের কার্য্য করিবার জন্যে সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করান ও তাহাদের জবানবন্দী লওন ও দলীল উপস্থিত করান ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান করণ সম্পর্কে সন্ধানকারী আদালতের নিম্নে লিখিতরূপ ক্ষমতা থাকিবে যথা

(ক) উক্ত আদালত বিশেষ আদালত হইলে, যে স্থানে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই স্থানে সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান আদালত যে২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

(খ) উক্ত আদালত আডমিরালটী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালত কিম্বা সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত প্রধান আদালত হইলে ঐ আডমিরালটী বা,

স্থল বিশেষে, ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ক্রমে ঐ আদালত যেং [illegible] অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, সেইং ক্ষমতা।

জাহাজ সম্পর্কীয় সামান্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আসেসরের কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলে, বিশেষ আদালত ছাড়া অনুসন্ধানকারী কোন আদালত বিহিত বিবেচনা করিলে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্যার্থে তাঁহাকে আসেসর করিতে পারিবেন।

আসেসরের কথা।

সেই ব্যক্তি অনুসন্ধান সময় সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ঐ লিপিখানি মোকদ্দমার নথীর মধ্যে থাকিবে। কিন্তু এই আইনক্রমে কিম্বা প্রচলিত অন্য আইনক্রমে আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার আদালতের হস্তে থাকিবে।

১৩ ধারা। কোন আদালত এই আইনমতে অনুসন্ধান সময় সময়ে প্রমাণ পাইবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য কোন কর্ম্মকারককে জাহাজে উঠিতে অনুমতি দিতে পারিবেন (কিন্তু এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা প্রবল মানিবেন)।

সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

কোন কর্ম্মকারক উক্ত প্রকারে জাহাজে উঠিতে অনুমতি পাইলে, বলপূর্ব্বক উঠিবার জন্যে পোলীসের কি কষ্টমের কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য যুক্তিমতে যতকাল আবশ্যক ততকাল ঐ জাহাজ রুদ্ধ করিয়া আটক রাখিতে পারিবেন ও উক্ত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৮৬ ধারানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার বলে কোন ব্যক্তিকে চল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাল আটক রাখিতে হইবে না।

১৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রচলিত আছে কোন ব্যক্তি এমত কোন আইনমতে দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে, এই আইনমতে অনুসন্ধান সময় সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাই কোর্ট সময়েং এই আইনের সমস্ত যেং বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন সেই আদালত সেইং বিধি প্রবল মানিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করাইতে কিম্বা উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাঁহার স্থানে হাজির জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কালে প্রমাণ দিবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে পারিবেন, ও এই ধারার কার্য্য পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতাদ্বারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

প্রমাণ দিবার জন্যে ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার বিচার করণসময়ে সেই বিষয়ে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে এই অধ্যায়মতে যে আদালত অনুসন্ধান লন সেই আদালতের সম্মুখে ঐ সাক্ষী পূর্ব্বে সেই বিষয়ের যে জবানবন্দী দেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিচারপতি দ্বারা সেই জবানবন্দী যথার্থ বলিয়া দস্তখৎ করা গেলে,

জবানবন্দীর কথা।

(ক) যে আদালতে বিচার চলিতেছে সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ সাক্ষিকে পাওয়া যায় না এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় এইং বিষয়ের প্রমাণ হইলে, ঐ জবানবন্দী গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালতের বিচারপতি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিয়া দিলে, ইহার বিপরীত প্রমাণ না করা গেলে সর্টিফিকেটই ঐ কথার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

১৫ ধারা। আদালত এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া যেং সিদ্ধান্তে উপনীত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রমাণ সমেত তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে যেং স্থলে বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে আদালতের রিপোর্ট পাঠান আবশ্যক সেইং স্থলে উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠান গেলে এই ধারার আজ্ঞা উপযুক্তরূপে পালন করা হইবে।

---

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

৬ ধারা। ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮৮ পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে এই আইনের ৭, ৮, ৯ ও ১০ ধারামত অনুসন্ধান যেং আদালত লন সেইং আদালতের প্রতি উক্ত কোন সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমত সর্টিফিকেট কিম্বা যে সকল সর্টিফিকেটের প্রতি ১৮৬৯ সালের (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমতে উক্ত কোন আইনের বিধান বর্ত্তে সেই সকল সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিবার যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

বৈদেশের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংক্ষেপের কথা।

উক্তরূপ কোন আদালত ঐরূপ কোন সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট করিবার সময়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিতে পারিবেন যে পরীক্ষা না করিয়া ঐ সর্টিফিকেটধারিকে ঐ সর্টিফিকেট কাপ্তানের সর্টিফিকেট হইল কাপ্তানের

ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

বা মালিমের সর্টিফিকেট, এবং ঐ সর্টিফিকেট মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট হইলে, মালিমের বা স্থল বিশেষ ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট দেন এবং উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বিবেচনা করিলে এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, পরীক্ষা না করিয়া উক্ত আইনক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন। ১৮৬৯ সালের উক্ত (উপনিবেশিক) সওদাগরী পোতাদি বিষয়ক আইনের কার্য্য পক্ষে না হইলে উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেওয়া গেলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

কোন সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৭ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে যোগ্যতার কি পূর্ব্বে কর্ম্ম করার যে সর্টিফিকেট দেন এবং যাহার প্রতি ১৮৬৯ সালের (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বর্ত্তে না সেই বা অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত স্থলে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন, অর্থাৎ

এই আইন মতে অনুসন্ধান হইলে পর

(ক) এই আইন মতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কিম্বা মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা জাহাজ মারা পড়ে কিম্বা ডেঙ্গায় উঠে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করিতে হয় কিম্বা জাহাজের কোন গুরুতর হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হয় আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট করিলে, কিম্বা ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র অযোগ্য, কিম্বা মত্ততা কি লিপ্তরতা কি অন্য অসদাচারসূচক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী বলিয়া রিপোর্ট করিলে

অন্যান্য আইন মতে অনুসন্ধান লওনের পর।

(খ) ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে সেই সকল আইনমতে কোন অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর কিম্বা ব্রিটিশ অধিকারান্তর্গত কোন দেশে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রদের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান কিম্বা জাহাজডুবের বা জাহাজ সংক্রান্ত অন্য দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লওনার্থে যৎকালে যে আদালত ব্যবস্থাপক সভা হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই আদালত কর্ত্তৃক অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র অযোগ্য কিম্বা মত্ততা কি লিপ্তরতা কি অন্য অসদাচারসূচক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী কিম্বা তাহার অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে কিম্বা ডেঙ্গায় উঠিয়াছে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করা গিয়াছে কিম্বা জাহাজের ভারি হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হইয়াছে ঐ আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট করিলে,

কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।

(গ) যে অপরাধ ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে করা গেলে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না কিম্বা ইংলণ্ডে করা গেলে কোন মালিমের তাহার এমত অপরাধ ন নির্ণয় হইয়াছিল ইহা দেখিলে যাইতে পারিবে,

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

(ঘ) কাপ্তানের বেলা কোন আডমিরলটী কোর্টের কিম্বা সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানক্রমে সংস্থাপিত জাহাজীয় আদালতের আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার প্রাপ্য কর্ম্মে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গেলে।

পরন্তু যে ব্যক্তি সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন অনুসন্ধান লওন কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকে ৯ ধারার কিম্বা স্থল বিশেষে ১০ ধারার আদেশমত রিপোর্টের বা বর্ণনাপত্রের নকল দেওয়া গিয়াছে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সন্তোষমতে না জানিলে, যে স্থলে কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া গিয়াছে, সেই স্থলে এই ধারার (ক) প্রকরণমতে কোন সর্টিফিকেট স্থগিত রাখা কি রহিত করা যাইবে না।

কাপ্তান প্রভৃতির সর্টিফিকেট দিতে হইবার কথা।

১৮ ধারা। ১৭ ধারামতে কোন কাপ্তানের কি মালিমের কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে, তিনি শিপিং মাষ্টরকে, কিম্বা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট বাতিল করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তির হাতে ঐ সর্টিফিকেট দিতে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিবেন না দিলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

১৯ ধারা। কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র স্থানীয় যে গবর্ণমেণ্টের স্থানে সর্টিফিকেট পান, তদ্ভিন্ন কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ১৭ ধারামতে ঐ সর্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে, যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্টিফিকেট রহিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট দেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের রিপোর্ট করিবেন ও সর্টিফিকেট রহিত কি স্থগিত করণের কথা জানাইবেন।

বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৭ ধারামতে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করিলে কি স্থগিত রাখিলে, সেই রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার কথা সাধ্যমতে ত্বরায় বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন।

রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১ ধারা। স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট ১৭ ধারামতে রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিলে পর যে কোন সময়ে সেই আজ্ঞা অন্যথা করিতে পারিবেন

নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

কিম্বা এই রূপে যে ব্যক্তির সর্টিফিকেট রহিত করিয়াছেন তাঁহাকে তুল্য কিম্বা নিম্নতর শ্রেণীর নূতন সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহা ১৮৬৯ সালের উক্ত (ঐ পলিটেক্নিক) সওদাগরী জাহাজ বিষ-

রক আইনের কার্য্যাতিরিক্ত অন্য স্থলে পরীক্ষা করিয়া দিলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

১৮৫৯ সালের ১ আইনমতে বিলাত বাণিজ্যে নিযুক্ত কোন জাহাজের যোগ্যতার সর্টিফিকেট এই ধারার কার্য্যপক্ষে বিদেশগমনার্থে কোন জাহাজের ঐ আইনমত যোগ্যতার সর্টিফিকেট অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর সর্টিফিকেট বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ধারামতে জাহাজ অসাধ্য করা গেলে কিম্বা নূতন সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে, সাধ্যমত ত্বরায় বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

---

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।

২২ধারা। এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১ আইনের সহিত পঠিত হইবে ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তানসাহেবের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৩ ধারা। কেবল বিলাত বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত যে জাহাজে তিন শত টনের অধিক না হবে, এমত জাহাজ ছাড়া, অন্য সকল জাহাজের কাপ্তান ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দরহইতে সেই নাবিকদিগকে জাহাজের খলাসী বলিয়া সমুদ্রে লইয়া যান, তাঁহাদের প্রত্যেক জনের সঙ্গে তাঁহারা নিম্নলিখিতমতে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

২৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে পাঠ অনুমোদন করেন উক্ত প্রত্যেক বন্দোবস্ত সেই পাঠে লেখা যাইবে, ও প্রথম স্বাক্ষর করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লেখা যাইবে। তাহাতে কোন নাবিকের দস্তখৎ করিবার পূর্ব্বে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে। ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম বলিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা লেখা যাইবে, যথা,

(ক) প্রস্তাবিত যাত্রার বা কর্ম্মের ভাব, ও যাত্রার যত দিন লাগিবে ও কর্ম্মের যত দিন প্রবল থাকিবে সাধ্যমতে এই২ কথা প্রকাশ থাকিবে, অথবা যাত্রার যত দিনের অধিক না লাগিবে কিম্বা কর্ম্মের যত দিনের অধিক প্রবল না থাকিবে, ও জগতের যে২ স্থানে কি খণ্ডে যাত্রা করা না হইবে কিম্বা যে২ স্থানের কি খণ্ডের পক্ষে কর্ম্ম না খাটিবে তাহা।

(খ) যে প্রকারের যত জন খলাসী লওয়া যাইবে ও তাহাদের মধ্যে যত জন খালাসীর কর্ম্ম করিবে।

(গ) প্রত্যেক জন নাবিকের যে সময়ে জাহাজে খাটিতে বা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক জন নাবিকের যেরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যেক জন নাবিক যত বেতন পাইবে।

(চ) প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে তাহার মর্ম্ম।

(ছ) ও জাহাজে যে প্রকারের আচরণ করিতে হইবে, ও অনুপযুক্ত আচরণ হইলে জরীমানার ও আহার কমাইয়া দেওনের বিষয় ও অন্য সকলের যে বিধান উপযুক্ত বলিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় ও নাবিকেরা মানিতে স্বীকার করেন, সেই বিধান ঐ বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবে।

আহারীয় দ্রব্যের যে কর্ম্ম খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

ও সেই বন্দোবস্তপত্র এমন করিয়া লেখা যাইবে যেন কাপ্তান সাহেবের ও এক২ জন নাবিকের মধ্যে বেতন আগাম পাইবার ও গরমবস্ত্র পাইবার যে নিয়ম সকল গরীব জাহাজ বিষয়ক প্রচলিত কোন আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয় এমত নিয়মক করা যাইতে পারে, ও অন্য যে২ নিয়ম আইনের বিপরীত না হয় তাহা যেন ঐ পত্রের মধ্যে লেখা যাইতে পারে।

খালাসীদের বা এদেশীয় অন্য নাবিকদের সহিত বন্দোবস্ত হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয় তাহার মর্ম্ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে২ যে মর্ম্ম ধার্য্য ও প্রকাশ করেন তদপেক্ষা কম মাত্রার হইবে না।

২৫ ধারা। খালাসীদের বা এদেশীয় অন্য নাবিকদের সহিত উক্তরূপ ধার্য্যকৃত ও প্রকাশিত মর্ম্ম অপেক্ষা কম মাত্রার আহারীয় দ্রব্যের মর্ম্মের বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার দুইশতটাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিষয়ের বিধান।

২৬ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে নয়এমত কোন বন্দর কোন খালাসীর কি এদেশীয় অন্য নাবিকের কর্ম্ম করিবার নিয়ম ফুরাইলে এমত বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে ২৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট অন্যের অতিরিক্ত ঐ ব্যক্তি যে বন্দরে জাহাজে উঠিলেন কিম্বা অন্য যে বন্দরে যাইতে সম্মত হন সেই বন্দরে অন্য যে জাহাজ যাইতে উদ্যত আছে তাঁহাকে এমত জাহাজে উপযুক্ত কর্ম্ম করাইয়া দিবার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বন্দরে বিনা খরচে কিম্বা অন্য যে নিয়মে সম্মত হন এমত নিয়মে পঁহুছাইয়া দিবার করারও ঐ বন্দোবস্ত পত্রে লেখা থাকিবে, উক্তরূপ প্রত্যেক করারে জাহাজের মালিকের কিম্বা তাঁহার পক্ষে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষ দেশীয় যে লোককে জাহাজের খলাসীদের মধ্যে ধরিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রে লইয়া যাওয়া যায় নাবিকপক্ষে তিনিও গণ্য।

ব্রিটিশ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

২৭ধারা। গ্রেটব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কিম্বা ব্রিটিশ অধিকারের অন্তর্গত কোন দেশের কোন জাহাজের খলাসীদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবের কোন বন্দোবস্ত থাকিলে ও জাহাজ যে স্থানের হয়, কিম্বা খলাসীদের সঙ্গে যে স্থানে করার কথা গেল, ঐ বন্দোবস্তপত্র সেই স্থানের আইনমতে উপযুক্ত পাঠানুসারে লেখা থাকিলে যদি সেই কাপ্তান সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক ছাড়া একজন নাবিককে কর্ম্মে করিয়া লন তবে সেই নাবিক সেই প্রকারের লিখিত বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিতে পারিবেন, এই আইনমত যে বন্দোবস্তপত্র করা যায় তাহাতে তাঁহার দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকের কথা।

২৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৮ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে যথা

১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

"৮ ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং এই আইনের নিয়মানুসারে কোন বন্দরে বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাকে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন

বন্দর পরিদর্শক নিয়োগ করণের ও তাঁহার ক্ষমতার কথা।

"উক্তরূপে যে প্রত্যেক কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায়, তিনি যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরের সীমার মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বানুসারে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন যথা

"(ক) তিনি যে কোন সময়ে কোন জাহাজে প্রবেশ করিয়া তাহা ও তাহার প্রত্যেক অংশ এবং ঐ জাহাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থ যে আহারীয় দ্রব্য ও জল দেওয়া হয় তাহা এবং নাবিকদের জন্য যে ঔষধ ও সরঞ্জাম ও স্থান থাকে তাহা দেখিতে পারিবেন

"(খ) তিনি ঐ জাহাজের সকল বা কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসকদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন

"(গ) ঐ জাহাজের বা তদ্বর্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অবস্থার তদন্ত লইবার নিমিত্ত তিনি যে লগ বা অন্য কোন বহী বা কাগজ বা পত্রাদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন,

"(ঘ) তিনি উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐরূপ সকল বা কোন ব্যক্তিকে তলব করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন তদন্ত লওয়া উচিত বোধ করেন তৎসম্বন্ধে উত্তর দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

"(ঙ) তিনি উক্তরূপ যে ব্যক্তির পরীক্ষা করেন সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে তাহার সত্যতার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

বন্দরপরিদর্শকের যা বিশেষ তদন্ত লইবার কথা।

৮খ ধারা। কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে পর উক্ত বন্দর পরিদর্শক ঐ জাহাজে প্রবেশ করিবার অনুসন্ধান লইবেন যে ঐ জাহাজের কোন খালাসী বা সেনীয় অন্য নাবিক কাপ্তানের বা মহাজনের কাহারও নামে নালিশ করিতে চাহে কি না।

"উক্তরূপ কোন নাবিক নালিশ করিতে চাহিলে বন্দর পরিদর্শক ঐ নালিশ শ্রবণ তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহার সত্যতা বিষয়ে পদার্থে ১৮ক ধারার লিখিত যে কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

নালিশসম্বন্ধে লিপি মাইনের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

এই ধারামতে বন্দরপরিদর্শকের নিকট যে কোন নালিশ করা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ ও তদ্বিষয়ে তাহার নিজের মত লিখিয়া তিনি লিপিবদ্ধ মাস্টরের নিকট নালিশ সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাইবেন।

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯ ধারা। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারামতে ও সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৫৫ সালের আইনের ১১ ধারামতে যে বেতন বা খরচ আদায় হইতে পারে, তাহার দায় ঐ ২ ধারামতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে কোন জাহাজের প্রতি বর্ত্তিলে কিম্বা কোন কাপ্তানের কি স্বামির কি অন্য ব্যক্তির স্থানে আদায় হইতে পারিলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে ব্যক্তি দিগকে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সময়েং বিজ্ঞাপন গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণ কি বিশেষমতে তাঁহাদিগকে সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারার বিধানমতে ঐ বেতন ও খরচের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি তদনুসারে উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন ও ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৫৭ ধারার ৭ প্রকরণের তাৎপর্য্যানুসারে ঐ ব্যক্তিকে রাজকীয় পদভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

এই ধারামত সকল মোকদ্দমা ও মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নাম ধরিয়া উপস্থিত করিয়া চালাইতে হইবে।

৩০ ধারা। কোন জাহাজ ১৮৫৪ সালের ১২ আইনমতে রেজেষ্টরী করা গেলে ও বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা বন্দরের ও আরব সমুদ্রাঞ্চল দেশের মধ্যে যাতায়াত করিলে যদি সেই জাহাজে কেবল কাপ্তান ও লোক ও খালাসী কিম্বা আসিয়া বন্দরের অন্তর্গত অন্য দেশীয় সওদাগর ও নাবিক থাকেন তবে সেই জাহাজের প্রতি ১৮৫৯ সালের উক্ত ১ আইনের ৯ অবধি ১৬ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

কাপ্তানের পরীক্ষা বিষয়ের কোন বিধান আছে তাহা কোন২ জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১ ধারা। ১৮৫১ সালের উক্ত ১ আইনের উক্ত ২ ১৫ ১৭ ও ২৩ ধারার নানা হাজারদারী আডবোকেট জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীযুত মহারাণীর কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে সন্ধান জ্ঞান হইলে পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে। এই২ কথা যে২ স্থানে আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই২ কথা দিতে হইবে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি পরে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন হইয়াছে সেই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী ৮৮০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে রিপোর্ট করেন তাহার ৮ প্রকরণ নিম্নলিখিতরূপ ছিল

"৮। আমরা মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ও ৮ অধ্যায় উঠাইয়া দিয়াছি কারণ আমরা বিবেচনা করি যে ঐ দুই অধ্যায়ে যে২ বিষয়ের কথা আছে তাহা এরূপ একটি পাণ্ডুলিপির অধিকতর উপযোগী হইবে যাহাতে ১৮৭৫ সালের ৪ আইন ও তৎসংশোধনার্থ ১৮৭৮ সালের ১৯ আইনের ধারা উপলক্ষ গৃহীত হইবে।"

২। যে দুইটি অধ্যায় উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে যে প্রকারের কথা ছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত ১৮৭৯ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখের অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার নিম্নলিখিত কএক প্রকরণ দৃষ্টে জানা যাইবে।

"২১। বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের কথা যোগ করণ দ্বারা ৭ অধ্যায় বন্দর পরিদর্শক নামক এক-জন কার্য্যকারক নিয়োগ করিবার বিধান করা গিয়াছে। এই কার্য্যকারক স্বাস্থ্য রক্ষক সাহেব এক্ষণে যে২ কর্ম্ম করেন (এবং যাহা করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুলিপি ৩ ধারার প্রতি নাইনমত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে) তদ্ভিন্ন বন্দরে কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে মজাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাপ্তান বা মজাদের অন্যান্য ব্যক্তিদের নামে যে নালিশ করে তাহার তদন্ত লইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় জাহাজে কর্ম্ম করিবার সময় খালাসীদের ও প্রাচ্যদেশীয় অন্য নাবিকদের রক্ষার্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ইচ্ছানুসারে শেষোক্ত বিধানটি সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

"২২। ৮ অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের দুইটি সংশোধন করা গিয়াছে। যে২ স্থল সম্বন্ধে এক্ষণে কোন বিধান নাই সেই২ স্থলে অনুসন্ধানার্থ সামুদ্রিক আদালত বসাইবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা গিয়াছে। স্থানীয় সামুদ্রিক কর্ত্তৃপক্ষ দিগের অনুরোধক্রমে এই পরিবর্ত্তনটি সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং ইহা সংপ্রতি সংশোধিত ইংলণ্ডের ব্যবস্থার বিধানের অনুযায়ী। অন্য সংশোধন দ্বারে আহারীয় দ্রব্যের কল্প ধার্য্য করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কোন খালাসী বা দেশীয় নাবিকের সহিত ঐ কল্প অপেক্ষা কম দ্রব্য দিবার চুক্তি করিলে কাপ্তানের দণ্ড হইবে উক্ত নাবিকদিগের রক্ষণার্থ এইরূপ বিধান করা প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হইয়াছে।"

৩। উপরিউক্ত সিলেক্ট কমিটীর পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ৮৭৫ সালের ও ১৮৭৮ সালের আইনের বিধান গুলি সংগ্রহ করিয়া সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৭৯ সালের আইনের পাণ্ডুলিপির পরিত্যক্ত বিষয় সংযোগে পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র, এমন নহে, ইহাতে আর কিছু আছে।

রাজকীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের যে সর্টিফিকেটের প্রতি বর্ত্তে সেই সর্টিফিকেট মুদ্রিত ও রক্ষিত করিবার বিষয়ে ৮৭৫ ও ১৮৭৮ সালের আইনের স্থলের বিধান আছে। রাজকীয় আইনের বিধানের সহিত আমাদের আইনের বিধান মিলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হয় যে পার্লিয়ামেণ্ট যাহার বিধান করিয়াছেন এরূপ কএকটি বিষয়ে আমাদের আইনেও বিধান আছে এটি বাঞ্ছনীয় বটে। আমাদের আইন যে স্থলে ঠিক প্রতিলিপি নহে, আইনের সিদ্ধতা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহা করা যাক, এমত বিষয়ে দুই প্রকারের বিধান থাকায় কার্য্যের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা যে২ আইন রহিত করা গেল সেই২ আইনের বিধান পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে রাজকীয় আইনে যে সকল বিষয়ের বিধান নাই এবং যে২ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে স্পষ্টই জানা যায় সেই সকল বিষয় এই পাণ্ডুলিপির বিধান আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান আইনের কোন২ বিধান পরিত্যাগ করিতে ও কোন২ বিধান সংশোধন করিতে হইয়াছে।

৪। এই পাণ্ডুলিপি প্রথম সুযোগে ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ২৬ ধারা সংশোধন করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে ব্রিটিশভারতবর্ষে যে বন্দর নহে সেই বন্দরে কোন খালাসীর বর্ম্মের বিষয়ে কাপ্তানের সহিত তাহার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে তাহাকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাইবার করার নিমিত্ত বাধ্য এবং যে বন্দর সম্ভবত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নয় এরূপ অন্য যে বন্দরের বন্দোবস্ত হয় সেই বন্দরে যে জাহাজ যাইতেছে সেই জাহাজে কর্ম্ম করিয়া দিবার করার করিলেই হইবে না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। প্রাচ্য দেশীয় নাবিকার্য্যে দেশীয় নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি সরকারে এবং ইউরোপীয় বন্দরে স্থায়ীরূপে আশ্রিত আশ্রিতবাসী নাবিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি সরকারে অন্য কারণে না হইলেও অর্থনীতি শাস্ত্রের হিতার্থে গবর্ণমেণ্টের এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষীয় নাবিকদিগকে লইয়া যায় তাহাদের খরচে ঐ নাবিকেরা এক্ষণে প্রত্যাগমন করিতে পারে।

৫। ১৮৭৯ সালের ১২ আইনক্রমে যে আডকাটিদের সৃষ্টি হয় তাহাদের বিষয়ে করণার্থ আইনের প্রতি ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ৩১ ধারাক্রমে কোন২ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই পাণ্ডুলিপি হইতে ঐ ধারা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ প্রথমোক্ত আইন সংশোধনার্থ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ের বিধান করা উচিত।

হুইটলী ষ্টোক্স।

১৮৮১ সাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি।

ডি পিটজ পাট্রিক
ভারতবর্ষীয় বর্ণমালার সেক্রেটরী।

RAI KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A B L *Bengali Translator*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ জুলাই।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপন কার্য্য বিভাগ।

পৈবস্তীভূমি দ্বীপ ও পরিত্যক্ত নদীগর্ভ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর নেতৃত্বে আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা সবিনয়ে তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে আমরা ঐ পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত কাগজ পত্র এবং ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসে স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপি লইয়া গত ইণ্ডিয়ান লা কমিশনের রিপোর্টের যে অংশে বিচার আছে সেই অংশ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

২। শ্রীযুক্ত স্যার সি টর্নর সাহেব ও শ্রীযুক্ত জষ্টিস ওয়েষ্ট সাহেব যে পাণ্ডুলিপির প্রস্তাব করেন তাহা আমরা প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু আমরা তন্মধ্যে কোনটি অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতে পারি না। স্যার সি টর্নর সাহেবের প্রস্তাব অবলম্বন করিলে ব্যবস্থাটি কোন২ অংশে সরল হয়, কিন্তু আদালতের হস্তে যেমন্ত্রাক্রমে ও পথ দর্শক বিধি বিনা গুরুতর কঠিন প্রশ্নের নিষ্পত্তির ভার দিবা এই সুবিধা হয়।

৩। আমাদের বিবেচনায় লা কমিশনের যে পাণ্ডুলিপি অর্পিত হয়, তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন হইবে। তন্মধ্যে কেবল দুইটি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নবোৎপন্ন যে ভূমিতে উভয় ভূস্বামিদের স্বত্ব আছে বলিয়া স্বীকৃত হয় সেই ভূমি যে প্রকারে তাঁহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে ইহা নির্ণয় করণার্থ প্রথমে যে কএকটি বিধির প্রস্তাব হয় তৎপরিবর্ত্তে একটি সরল বিধি অবলম্বন করিতে হইবে এবং সম্মুখবর্ত্তি স্থান শব্দের লক্ষণ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

৪। পূর্ব্ব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বোধ হয় যে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় ভূস্বামিদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার ও তাঁহাদের মধ্যে ভূমি বিভাগ করিয়া দিবার যে বিধি শেষ স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপিতে ছিল, তাহাতে কার্য্যে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

ঐ বিধি নদীর পক্ষে এক রূপ, সমুদ্র ও হ্রদের পক্ষে অন্যরূপ এবং দ্বীপের পক্ষে একরূপ, এবং তটে উৎপন্ন ভূমির ও পরিত্যক্ত নদী গর্ভের পক্ষে অন্যরূপ। এই সকল বিভেদ হেতুক কেবল যে আইন জটিলতর হইয়াছে এমন নহে কিন্তু এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যাহার মীমাংসা মাত্র সম্পূর্ণ বিধান নাই। কোনং স্থলে আবার (৪ ধারার দেখ) উভয় ভূস্বামীর মধ্যে যে বিধি করিয়া বন্টন গোলযোগ চুকাইবেন এইরূপে নিয়ম করিয়া দুর্দ্দিন কেবল পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অধিকন্তু প্রশ্নের মীমাংসা "জ্ঞাত সূত্র" সাপেক্ষ করিয়া প্রশ্নের জটিলতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই স্রোত সূত্র এরূপ রেখা বা রেখাশ্রেণী যে উহা অনেক সময়ে নিরূপণ করা অতি কঠিন এবং নিরূপণ করা গেলেও উহা অত্যন্ত বিবাদের হইতে পারে। আর ৭ ধারামতে লম্বক টানিবার যে বিশেষ কথা আছে তৎসম্বন্ধে বোধ হয় যে কখনং এরূপ স্থল উপস্থিত হইবে যাহাতে ঐরূপ লম্বক টানা যাইতে পারে না।

৫। এই সকল গোলযোগ এড়াইবার নিমিত্ত আমরা এই বিষয়ে পাণ্ডুলিপির প্রথম বিধানের পরিবর্ত্তে দুইটি বিধি দিবার প্রস্তাব করিয়াছি। নূতন পৈবস্তী ভূমিতে দুই বা তদধিক উভয় ভূস্বামির যে২ স্থলে দাওয়া থাকিবার সম্ভাবনা, তৎসমুদয়ই ঐ দুই বিধির মধ্যে পড়িবে। যে স্থলে অলক্ষিত ভাবে পৈবস্তী হইয়া নূতন ভূমি-

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

অর্পিত হয়, প্রথম বিধি সেই স্থলে খাটিবে বলিয়া অভিপ্রেত ; অন্য যে সকল ঠৈলবন্তী ভূমিতে উটস্থ ভূস্বামিদের ভিন্ন থাকিবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় বিধি তৎসম্বন্ধে খাটিবে।

৬। প্রথম শ্রেণীর স্থল গুলি আমাদের বিশেষ সরল বলিয়া বোধ হয়। আমরা বিবেচনা করি যে যখন কোন এক ভূস্বামির অধিকৃত ভূভাগে অলক্ষিত ভাবে ক্রমশঃ ভূমি উৎপন্ন হয়, ঐ ভূমি যে দিকে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাউক না কেন তিনি ঐ ভূমি পাইবেন। ঠৈলবন্তী ভূমি ও তাহার কোন অংশ দুই সম্মুখবর্ত্তি স্থানের সংযোগ স্থলে উৎপন্ন হইলেই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয় এবং আমরা বিধান করিয়াছি (৪ ধারায়) যে এই স্থলে উভয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের মধ্যগত কোণ দ্বিখণ্ডকারী রেখা বিভাগ কারী রেখা হইবে।

৭। দ্বিতীয় বিধির স্থলে আবার সর্ব্ব প্রকার জটিলতা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে যে বিধি সরল ভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে যাহা সাধারণতঃ সহজে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং যাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে কখনও গুরুতর গোলযোগ হইবে না, এবং পথদর্শক নির্দ্দিষ্ট সূত্রাভাবে যে শ্রেণীর মোকদ্দমার জন্য আদালতে মোকদ্দমাটি বিধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে সেই শ্রেণীর মোকদ্দমার যত দূর আশা করা যাইতে পারে ততদূর যদ্দ্বারা নূতন ভূমির ন্যায়সঙ্গত বিভাগ হইবার সম্ভাবনা আমরা এরূপ একটি বিধির বিধান করিয়াছি

আমাদের প্রস্তাবিত বিধি এই (৬ ধারা) যে ঠৈলবন্তী ভূমির যে অংশ উটস্থ যে ভূস্বামী স্বীয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের কোন স্থল হইতে অন্য নিকট স্থল দেখাইতে পারিবেন সেই অংশ তাঁহার হইবে কিন্তু ভূমির যে অংশ পাইতে এক ভূস্বামী স্বত্ববান্ অন্যের প্রাপ্য অংশ হইতে ভিন্নভেদকারী রেখা কোনরূপ চাপাংশ হইলে ঐ চাপের পরিবর্ত্তে জ্যা ধরা যাইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মুখবর্ত্তি স্থানের অবস্থানানুসারে এই বিধি নির্দ্দিষ্ট বিভেদকারী রেখা ভিন্ন২ প্রকারের হইবে কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই সহজে টানা যাইতে পারিবে।

সামান্যতঃ ইহা উভয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের মধ্যগত কোণের দ্বিখণ্ডকারী রেখা হইবে কিম্বা নদীর ভিন্ন২ তটে সমান্তরাল সম্মুখবর্ত্তি স্থান বিশিষ্ট যোত হইলে বিভেদকারী রেখা উভয় সম্মুখবর্ত্তি স্থানের সমান্তরাল এবং সমান্তর হইবে। অন্যান্য স্থলে ঐ রেখা দুই সম্মুখবর্ত্তি স্থানের প্রান্তদ্বয় সংযোগকারী রেখার মধ্যবিন্দু হইতে উত্তোলিত লম্ব হইবে এবং কোন২ স্থলে আবার উহা কোণের জ্যা হইবে। শেষোক্ত রেখা প্রথম দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ গোলযোগ স্থল বলিয়া বোধ হইতে পারে এনিমিত্ত আমরা এই ব্যাখ্যাটি দেওয়া ভাল বিবেচনা করি যে কোন পাঠক না ভাবিয়া ও তাহার প্রকৃতি ও গুণ না জানিয়া যে কেহ ঐ জ্যা টানিতে পারে। কোন গোলযোগ বিনা কোন পাঠকদ্বারা বা আমীন যে দুইটি বিন্দু ধার্য্য করিতে পারে ঐ রেখা বস্তুতঃ সেই দুই বিন্দু সংযোগ কারী রেখা। এই স্থলে চাপের পরিবর্ত্তে জ্যা ধরিবার সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে ইহাতে প্রশ্ন যে কেবল সরল হইয়া আইসে এমন নহে, অনেকে যাহা ভূমির অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বিভাগ বলিয়া বিবেচনা করেন আমাদের বিশ্বাস যে ইহাতে তাহাও হয়।

৮। সম্মুখবর্ত্তী স্থানের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উলিয়ট সাহেব আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে প্রথম যে লক্ষণ শেষ স্বীকৃত পাণ্ডুলিপিতে অবলম্বিত হয় তাহাতে কখন২ বিষম ফলোৎপত্তি হইতে পারে। মনে কর উটস্থ যোত নদীর বিশেষ বক্র পুটাকার ভাগ সম্পূর্ণরূপে ঘেরিয়া আছে, তাহা হইলে সম্মুখবর্ত্তী স্থান ভিন্ন তটের কএকগজ দূরবর্ত্তী হইতে পারে এমন কি উহার অনেকাংশ অবচ্ছিন্ন করিতেও পারে। এক্ষণে ভূমি ভাগ করিবার যে নূতন বিধি অবলম্বিত হইল এই বিধির ও এই সকল বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা এই নিমিত্ত আমরা নূতন লক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

"সম্মুখবর্ত্তী স্থান" শব্দ সন্নিবেশ করিবার উদ্দেশ্য বিষমাকার নদী তীরের পরিবর্ত্তে সরল রেখা লওয়া এবং এইরূপে আমাদের বিধি প্রয়োগ সহজ করা। প্রথম লক্ষণের দোষ এই যে প্রত্যেক যোতের সমক্ষ তটস্থ সীমার পরিবর্ত্তে একটি সরলরেখা ধরিবার আদেশ থাকাতে এইরূপে কৌশলে যে তটস্থ সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কোন২ স্থলে প্রকৃত সীমা হইতে অত্যন্ত তফাৎ হইয়া পড়ে এবং এরূপ স্থলে একটি রেখার পরিবর্ত্তে তটের প্রকৃত ভাবের অধিকতর অনুবর্ত্তি দুইটি কিম্বা আবশ্যক হইলে তদধিক রেখা অবলম্বন করিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে প্রতিকার হইতে পারে বোধ হয়। সম্মুখবর্ত্তী স্থান টানিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় তফসীলে যে আদেশ দিয়াছি তদ্দ্বারা আমরা এই বিষয়ের বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

৯। আমরা "স্বামী" শব্দের লক্ষণ উঠাইয়া ফেলিয়াছি, কারণ আমরা বিবেচনা করি যে কে তটস্থ ভূমির স্বামী ইহা নির্দ্দিষ্ট কোন স্থলে নিরূপণ করিবার ভার আদালতের উপর বিশ্বাস করিয়া রাখা যাইতে পারে এবং শ্রোতসূত্র শব্দের লক্ষণ ও আমরা বাদ দিয়াছি, কারণ ঐ শব্দটি বর্ত্তমান স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপির অঙ্গীভূত নহে।

১০। আমরা বিবেচনা করি যে কেবল পঞ্জাবে নয়, অন্যান্য যে সকল দেশে এই পাণ্ডুলিপি প্রচলিত হইবে তথাকার দেশাচার রক্ষা করিতে হইবে। এই নিমিত্ত এই রক্ষণের ধারাটি আমরা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তাইয়াছি, কিন্তু ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসের সিলেক্ট কমিটীর স্থিরীকৃত পাণ্ডুলিপিতে ঐ ধারার যে উপধারা ছিল তাহা আমরা বাদ দিয়াছি, কারণ উহা যে বিষয় সংক্রান্ত তাহা বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির অভিপ্রায় বহির্ভূত।

(সংশোধক সেলেক্ট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।)

১১। ২ নং পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর প্রথম রিপোর্ট সহিত ইংরাজিতে বোম্বাইয়ে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশে ও ব্রিটিষ ব্রহ্মদেশে এবং দেশীয় ভাষায় বোম্বাইয়ে ও পঞ্জাবে ও মধ্য প্রদেশে প্রকাশ করা গিয়াছে। যাবৎ সে গুলি প্রকাশিত না হয় ও ইহার নূতন আকারের উপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের মত পাইবার জন্য ইহা তাঁহাদের নিকটে না পাঠান যায়, তাবৎ এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আমরা আর কিছু করিবার প্রস্তাব করি না। অধিকন্তু ইহা শ্রীযুত স্টেট সেক্রেটরী সাহেবের আদেশক্রমে দেশীয় ভাষাসমূহে পুনর্ব্বার অনুবাদ করাইতে ও বিবেচনা নিমিত্ত তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে। বস্তুতঃ বিষয়ের জটিলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা বিবেচনা করিয়া আমাদের ইচ্ছা এই যে আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবগুলি উপস্থিত প্রশ্নসমূহের তুলাত্ত মীমাংসারূপ জ্ঞান না হইয়া বিচারার্থে প্রদত্ত পরামর্শরূপে গৃহীত হয়।

৮৮ সালে ১ মার্চ।

হুইটলী স্টোক্স।
রিবর্স চমসন
জে, পিট মেনেজী।
জি সি পল।
ডি ডালেত কলবিন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

৩ নম্বর।

টৈপরন্তীভূমি ও দ্বীপ ও পরিত্যক্ত নদীগর্ভ সংক্রান্ত আইন নিদ্ধারণ ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

টৈপরন্তী ভূমি ও দ্বীপ ও পরিত্যক্ত নদীগর্ভ সংক্রান্ত আইন নিদ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন টৈপরন্তীভূমিবিষয়ক ১৮৮১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যে স্থানে প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

যে সময়াবধি প্রবল হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় স্থানের প্রতি বর্ত্তিবে এবং ১৮৮২ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। এতৎসহ যুক্ত তফসীলে যে আইন ও ব্যবস্থা ও বিধি উল্লিখিত আছে তাহা তৃতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট মত রহিত করা যাইবে। উক্ত যে ব্যবস্থা ও বিধি রহিত হইল তৎপরের প্রচলিত যে আইনে সেই ব্যবস্থা ও বিধির উল্লেখ আছে সেই২ আইনে সেই উল্লিখিত করা এই আইন সংক্রান্ত উল্লেখ বলিয়া পাঠ করা যাইবে।

অর্থকরণের দ্বারা।

৩ ধারা। এই আইনে—

যে ভূমি জল দ্বারা পরিবেষ্টিত ও কৃষি কি পশুচারণ কি অন্য হিতকর কার্য্যে নিয়োজিত হইবার যোগ্য

"দ্বীপ" শব্দে সেই ভূমি বুঝায়। এই শব্দে নদীতে অথবা হ্রদে উৎপন্ন হইয়া যে ভূমি বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে ও কেবল শুষ্ককালে দৃশ্য হয় তাহাও বুঝাইবে কিন্তু যে ভূমি জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট নদীতে কি হ্রদে অথবা সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত বৎসর সমুদ্রের জোয়ারে ডুবিয়া যায় তাহা বুঝাইবে না।

কোন স্রোত সম্বন্ধে 'সম্মুখবর্ত্তি স্থান' শব্দের ব্যবহার হইলে এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মতে ঐ স্রোতের নিমিত্ত যে বা যেং সরল রেখা নিরূপিত হয় ঐ শব্দে সেই বা সেই২ সরল রেখা বুঝাইবে।

এবং শুষ্ককালে পূর্ব্ব চন্দ্রিশ ঘণ্টা উল্লিখিত টৈপরন্তী-ভূমির পার্শ্ববর্ত্তি জলপথ পাঁচ ফুটের অনধিক গভীর থাকিলে তাহা হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। পৈতৃক ভূমির ও দ্বীপের কথা।

উহার কি তাহার পৈতৃক টৈপরন্তী ভূমি ও দ্বীপের কথা।

৪ ধারা। নদীর তটে কিম্বা সমুদ্রের কি হ্রদের তীরে মৃত্তিকা জমা হওয়াতে অথবা নদীর কি সমুদ্রের কি হ্রদের জল সরিয়া যাওয়াতে কোন ভূমি প্রাকৃতিক কোন কারণে অল্প অল্প ভাবে ক্রমে উৎপন্ন হইলে তাহার স্থায়ী স্বত্ব টৈপরন্তী ভূমি যাহার স্বত্ববান হইবেন।

দুই যোতের সংযোগ স্থলে উক্ত টৈপরন্তী ভূমি উৎপন্ন হইলে সংযোগস্থলে দুই সম্মুখবর্ত্তি স্থানের সংযোগের যে বিন্দু সেই কেন্দ্র সমদ্বিখণ্ড করিয়া সংযোগস্থল দিয়া যে রেখা টানা যায় সেই রেখার যে পার্শ্বে যাহার ভূমি থাকে সেই স্থায়ী টৈপরন্তী ভূমির সেই পার্শ্বের অংশ পাইবেন।

জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার অযোগ্য হইলে দ্বীপে যাহার স্বত্ব হয় তাহার কথা।

৫ ধারা। কোন দ্বীপ প্রাকৃতিক কোন কারণে মৃত্তিকা জমা হইয়া অথবা নদী কি সমুদ্র কি হ্রদ সরিয়া যাইয়া টৈপরন্তী হইলে ও সেই দ্বীপের ও উভয় তটের কি তীরের মধ্যবর্ত্তী জলপথ কোন স্থানে হাঁটিয়া পার হইতে না পারা গেলে গবর্ণমেণ্ট উক্ত দ্বীপ পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

দ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী এক বা তত জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য হইলে

৬ ধারা। কোন দ্বীপ প্রাকৃতিক কোনকারণে মৃত্তিকা জমা হওয়া অথবা নদী কি সমুদ্র কি হ্রদ সরিয়া যাইয়া টৈপরন্তী হইলে এবং ঐ দ্বীপ ও একবা উভয় তীরের মধ্যবর্ত্তী জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য হইলে

এবং প্রাকৃতিক কোন কারণে বৃদ্ধি কি হ্রাস হওয়াতে কিম্বা নদী কি সমুদ্র কি হ্রদ সরিয়া যাওয়াতে, ঐ নদীর কি সমুদ্রের কি হ্রদের তটে অলক্ষিত ভাবে ক্রমশ না হইয়া কোন ভূমি উৎপন্ন হইলে

সঞ্চিতরূপে ভূমি উৎপন্ন হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

এবং কোন নদী হঠাৎ স্বগর্ভ পরিত্যাগ করিলে

উক্তরূপে যে দ্বীপ বা ভূমি উৎপন্ন হয় এবং নদী গর্ভ পরিত্যক্ত হয় তাহার যে অংশ তটের যে স্বামী আপন তটের সম্মুখবর্ত্তী স্থানের কোন স্থলের অতি নিকটবর্ত্তী দেখাইতে পারিবেন তিনি সেই অংশের অধিকারী হইবেন।

কিন্তু উক্তরূপে যে দ্বীপ উৎপন্ন হয় সেই দ্বীপ ও এক তীরের মধ্যবর্ত্তি জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য হইলে এবং সেই দ্বীপ ও অপর তীরের মধ্যবর্ত্তি জলপথ হাঁটিয়া পার হইবার যোগ্য না হইলে প্রথমোক্ত তীরের স্বামীরাই কেবল উক্ত দ্বীপ পাইবার স্বত্ববান হইবেন।

পরন্তু এই ধারামতে এক স্বামী যে পৈতৃক ভূমি পাইবার স্বত্ববান এই ধারামতে অন্য স্বামির প্রাপ্য পৈতৃক ভূমি হইতে তৎপ্রত্যেকের বেশী কোনরূপ চাপা শ হইলে ঐ চাপা শের জন্য উহার পরিবর্ত্তে বসিয়া লইতে হইবে।

৩। বিশিষ্ট বিস্তির কথা।

৭ ধারা। এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে কোথায় নদীর শেষ হইতেছে ও সমুদ্রের আরম্ভ হইতেছে জ্ঞান করা যাইবে কোন জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট নদী কোথায় সমুদ্র হইতেছে ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

গবর্ণমেণ্ট ইহা সময়ের নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে প্রকার নির্দ্দেশ করা যায় তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে ও প্রকাশ করা গেলে আইনতুল্য বলবৎ হইবে। আর মন্ত্রিসভাস্থিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক করা না গেলে তজ্জন্য দেয় বৃদ্ধি কি পরিবর্ত্তিত করা যাইবে না।

৮ ধারা। এই আইনের কোন কথা দ্বারা—

বর্জ্জিত কথা।

(ক) ভূমির রাজস্ব যাহা করণ কিম্বা খাজানা বৃদ্ধি কি কম করণ বিষয়ক কোন আইনের বিঘ্ন জন্মিবে না অথবা

(খ) কোন ব্যক্তি তটের কি তীরের স্বামী হইয়া কোন পৈতৃক ভূমি কি দ্বীপ কি পরিত্যক্ত নদীগর্ভ পাইবার স্বত্ববান বলিয়া ব্যক্ত হইলে তাহার কি তীরে তাঁহার যে স্বত্ব আছে উক্ত ভূমিতে কি দ্বীপে কি নদী গর্ভে তাঁহাকে তদপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ স্বত্ব দেওয়া যাইবে না অথবা

(গ) গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রদত্ত যে হারে যে পরিমাণ কোন সময় কিম্বা গবর্ণরের অনুমত্যনুসারে সম্পাদিত কোন লিখনপত্রদ্বারা ধার্য্য ও হইয়াছে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারিবে না অথবা

(ঘ) সাধারণ কোন ব্যক্তিরা কোন স্রোত অন্যমুখ করিবার কি ভূমি পৈতৃক করাইবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করিলে সেই কার্য্যের পক্ষে অনুমতি দেওয়া যাইবে না অথবা

(ঙ) নৌকা গমনের যোগ্য নদীর তটের কি গর্ভের কি জলপথের কোন খণ্ডে সামান্য কোন ব্যক্তিরা অন্যায়রূপে অধিকার করিবার ক্ষমতা পাইতে পারিবে না অথবা

(চ) উক্ত নদী দিয়া নৌকা নির্ব্বিঘ্নে ও রীতিমতে চালাইবার কিম্বা নদীর ধার দিয়া গুণ টানিয়া কি প্রকারান্তরে লইয়া যাইবার বাধা হইতেছে এতৎপক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক ব্যক্তি এরূপ জ্ঞান করিলে তিনি সেই বাধা উঠাইতে নিষিদ্ধ হইবেন না অথবা

(ছ) গবর্ণমেণ্টের এতৎপক্ষে নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক উক্ত নদীর স্রোত ও স্রোত নিরূপণ ও তজ্জন্য রক্ষা ও বিতরণ করণ কর্ম্মে নিবারিত হইবেন না কিম্বা

(জ) ভূমি যে স্থানে উৎপন্ন হয় গবর্ণমেণ্ট কি সামান্য কোন ব্যক্তি সেই স্থানের স্বামী বলিয়া প্রমাণ হইবে না

পুরাতন গর্ভ পরিত্যক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কি সামান্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল ইহার প্রমাণ হইবে

গবর্ণমেণ্টের বা উক্ত সামান্য স্বামির স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

৯ ধারা। এই আইনের কোন কথাতে পৈতৃক ভূমির কি দ্বীপের কি পরিত্যক্ত নদী গর্ভের স্বত্ব সংক্রান্ত নির্দ্দিষ্ট ও সংস্থাপিত কোন দেশাচারের বিঘ্ন জন্মিবে না কিন্তু (পঞ্জাব দেশীয় ভূমির রাজস্বনিয়ামক ১৮৭৯ সালের আইনের ১ ধারার উল্লিখিত বর্জ্জিত স্থল ছাড়া) উক্ত দেশাচার প্রমাণ করিবার ভার তদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

দেশাচার সংরক্ষণের কথা।

প্রমাণের ভারের কথা।

১০ ধারা। ৪ ও ৫ ধারার উল্লিখিত উৎপন্ন ভূমিতে ও দ্বীপে ও পরিত্যক্ত নদী গর্ভে উপরের লিখিত বিধানমতে কাহারও স্বত্ব না হইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব বর্ত্তিবে।

যে পৈতৃক ভূমি প্রভৃতি সম্পর্কে উপরের লিখিত কোন ধারার বিধান নাই তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবার কথা।

প্রথম তফসীল।

(ক) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৭২ সালের ৪ আ	পঞ্জাব প্রদেশের বাসা বিষয়ক আইন।	১৮২৪ সালের ৫ ক্রীয় ১১ আইনের সঙ্গে যতদূর সম্পর্ক রাখে
১৮৭৪ সালের ৯ আ	পাঞ্জাব প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক আইন।	ঐ
১৮৭৬ সালের ১৮ আ	অযোধ্যা প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক আইন।	ঐ

(খ) বঙ্গীয় ব্যবস্থা।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
৮৫ সালের ১ আ	পৈতৃকী ভূমি।	সমুদয়।

(গ) বঙ্গীয় আইন।

সাল ও নম্বর	যে বিষয়	যতদূর রহিত হইল।
১৮৮৮ সালের ৫ আ	১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৯ আইনের সংশোধনার্থ আইন।	সমুদয়।

(ঘ) বিধি।

তারিখ।	যে বিষয়।	যতদূর রহিত হইল।
১৮৮৭ সালের ২২ মে।	সন্থাল প্রদেশের নিষ্কণ্টক পৈতৃকী বিষয়ক।	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ধারা।

দ্বিতীয় তফসীল।

কোন যোতের সম্মুখবর্ত্তি স্থান নিরূপণের বিধি।

যোতের তটস্থ সীমার অন্তঃ বিন্দুদ্বয় সংযোগ করিয়া একটি সরল রেখা টান এবং ঐ রেখাকেই সম্মুখবর্ত্তি স্থান বলিয়া গ্রহণ কর কিন্তু

(ক) যে স্থানে উক্ত রেখা বা উহার কোন অংশ সম্যকরূপে ঐ যোতের তটস্থ সীমার বাহিরে পড়ে এবং ঐ রেখার বা তদংশের উপরিস্থিত কোন বিন্দু ঐ বিন্দু হইতে উত্তোলিত ঐ রেখার লম্বের দিকে যা লইলে ঐ সীমা হইতে যতদূর হয় অন্য কোন যোতের তটস্থ সীমা হইতে তদপেক্ষা কম দূর হয় কিম্বা

(খ) যে স্থলে উক্ত রেখা বা তাহার কোন অংশ সম্যকরূপে ঐ যোতের তটস্থ সীমার মধ্যে পড়ে এবং তদ্দ্বারা ঐ সীমার যে অংশ ছিন্ন হয় তাহাতে এমন কোন বিন্দু থাকে যাহা হইতে উক্ত রেখার বা রেখাংশের প্রান্তদ্বয়ে সরল রেখা টানিলে ১৬০ অংশের ন্যূন পরিমাণের কোণ জন্মে

সেই স্থলে উক্ত রেখা বা, স্থল বিশেষে, রেখাংশ অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত মতে অন্যান্য রেখা গ্রহণ করিতে হইবে —

২। (ক) প্রকরণের লিখিত হেতু ধরিয়া উক্ত রেখা বা তাহার কোন অংশ অগ্রাহ্য করা গেলে তৎপরিবর্ত্তে যে রেখা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত মতে নিরূপণ করিতে হইবে —

ঐ রেখার বা রেখাংশের মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব উত্তোলন কর। ঐ লম্ব যে বিন্দুতে তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দুর সহিত ঐ রেখা বা রেখাংশের প্রান্তদ্বয় সংযোগ কর এবং উক্ত সংযোগকারী রেখাদ্বয়কে সীমার সেই অংশের সম্মুখবর্ত্তি স্থান বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে ঐ রেখাদ্বয়ের কোনটির উপরিস্থিত এমন কোন বিন্দু আছে যাহা ঐ বিন্দু হইতে উত্তোলিত ঐ রেখার লম্বের দিকে মাপ লইলে ঐ যোতের তটস্থ সীমা হইতে যতদূর হয় অন্য কোন যোতের তটস্থ সীমা হইতে তদপেক্ষা কম দূর হয় তবে ঐ রেখা অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং উহার মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব টানিতে হইবে এবং ঐ স্থলে যে বিন্দুতে ঐ যোতের তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দু পর্য্যন্ত ঐ রেখার প্রান্তদ্বয় হইতে সরল রেখা টানিতে হইবে। এই প্রণালী বারম্বার অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে যাবৎ এরূপ সরল রেখাশ্রেণী না পাওয়া যায় যাহার কোনটির উপর এমন কোন বিন্দু থাকে না যে বিন্দু ঐ বিন্দু হইতে উত্তোলিত ঐ রেখার লম্বের দিকে মাপ লইলে ঐ যোতের তটস্থ সীমা হইতে যতদূর হয় অন্য কোন যোতের তটস্থ সীমা হইতে তদপেক্ষা কম দূর হয়।

৩। (ক) প্রকরণের লিখিত হেতু ধরিয়া উক্ত রেখা বা তাহার কোন অংশ অগ্রাহ্য করা গেলে তৎপরিবর্ত্তে যে রেখা গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিম্নলিখিত মতে নিরূপণ করিতে হইবে —

ঐ রেখার বা রেখাংশের মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব উত্তোলন কর। ঐ লম্ব যে বিন্দুতে তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দুর সহিত ঐ রেখার বা রেখাংশের প্রান্তদ্বয় সংযোগ কর এবং উক্ত সংযোগকারী রেখাদ্বয়কে সীমার সেই অংশের সম্মুখবর্ত্তি স্থান বলিয়া গ্রহণ কর। কিন্তু যদি দৃষ্ট হয় যে ঐ সীমার যে অংশে তদ্রূপ হয় তাহার কোন বিন্দু হইতে ঐ রেখাদ্বয়ের কোনটির প্রান্তদ্বয় পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে ১৬০ অংশের ন্যূন পরিমাণের কোণ উৎপন্ন হয় তবে ঐ সংযোগকারী রেখা অগ্রাহ্য করিতে হইবে উহার মধ্যবিন্দু হইতে উহার লম্ব টানিতে হইবে এবং ঐ লম্ব যে বিন্দুতে ঐ যোতের তটস্থ সীমা অবচ্ছিন্ন করে সেই বিন্দু পর্য্যন্ত ঐ রেখার প্রান্তদ্বয় হইতে সরল রেখা টানিতে হইবে। এই প্রণালী বারম্বার অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে যাবৎ এরূপ সরল রেখাশ্রেণী না পাওয়া যায় যাহার কোনটির প্রান্তদ্বয়ের সহিত উক্ত রেখাবচ্ছিন্ন সীমার শেষ কোন বিন্দু সংযোগকারী রেখাদ্বয়ের যোগে ১৬০ অংশের ন্যূন পরিমাণের কোণ জন্মে।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M.A. AND B.L.
Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 12, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের দায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাই আমলি ১২৮৮ সালের ১২ শ্রাবণ বাঙ্গালা ১২৮৮ সালের ১১ শ্রাবণ সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ২৩ মে।

তপসীল

তপসীল নম্বর।	এ রেজেষ্টরি নম্বর	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম বাকীদার।	সমস্ত জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য বিক্রি নিলাম হইবেক।	বিবরণ।
১	৮৬	৫৪	ম আলাল গড়া প গাগনাপুর	মধুসূদনী দাসী সমাবন্ধ মাসাত মা বালকের মাতা ও রক্ষক ও বসু	১১৯৬৮৶২	*	
			বদি দাসী মধুসূদন দাসাত মাবালকের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও মদনমোহন দাসাত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী বনবিহারী দেবী ও শ্রীব্রজ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজাসুন্দরী দেবী মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মাবালকের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মাবালকের মাতা রক্ষক ও মধুসূদন দাসাত।				
			বাদ মধুসূদন দাস স্বতন্ত্র পৃথক হিসাব দায়ী বিলাম হইবেক না	৪৪৮৸/৯		
			বাকী মধুসূদনী দাসী সমাবন্ধ দাসাত	৭৪৮/৫	৩৫।৶৭		
			মাবালকের মাতা ও রক্ষক ও মধুসূদনী দাসী মধুসূদন দাসাত মাবালকের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও মদনমোহন দাসাত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী বনবিহারী দেবী ও শ্রীব্রজ ভট্টাচার্য্য ও গিরিশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজাসুন্দরী দেবী মধুসূদন চক্রবর্ত্তী মাবালকের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর একমালি অংশ দায়। গরবারি বাকী ৩৫।৶৭ জন্য নিলাম হইবেক।				
২	১১৬	৯৪	ম বেড়া বেড়া ২ কাশীযোড়া	উদয়নারায়ণ দাসাত	৯৯১।১১	৪৪৮৸৶১০	
৩	২০	১৫৫৭	ম কাঁটাপাল পং খড়গপুর	কুঞ্জবেহারি রায় ও শ্রীনাথচরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ পাল ও রামেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও মহেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার ও গুণেন্দ্রকুমার নাম মাবালকগণ কোর্টওয়ার্ডসের অধীন মেসে কাঁথি দ্বারিকানাথ পাল	মাহরোক্ত ১ ও ৲	১৪৪৸৶৪	
৪	৬	৮৭	ম গালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর প ৲ অমরশী	গঙ্গারাম মহাতি ও আবদুল্লা খাঁ ও কুতুব খাঁ ও গঙ্গারাম মাইতি ও শ্রীমতী মতীকম বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাফ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ ও চাঁদমণী ও মধুসূদন সিংহ	৬০৩।৶৯		
			বাদ কুঞ্জরাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি পৃ হি	৬০।৯			
			বাদ শ্রীমতী মতীকম বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাফ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদখাঁর পৃ হি	১১২৸৶			
			বাদ চাঁদমণীর পৃ হি	৭৫।৶১০			
			বাদ মধুসূদন সিংহের পৃথক হিসাব বিলাম হইবেক না	৪৭৲৩	২৯৪৸১০		

তরফের নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হয় সেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাকী গঙ্গারাম মাইতি ও আনন্দলাল রায়ের একআনি অংশমাত্র সরকারি বাকী ১৫৬/২ জন্য নিলাম হইবেক	৩০৭৸১১	১৫৬/২	
৫	৪০	২৫৯	মঃ বাকুবাশিরাম ও কুলচিয়া পং খাজার	লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারীমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা তরিতাচরণ পাল ও জগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌ অম্বেকর মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অঢ় ও ও বজ্রকরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও কালীচরণ মন্ত ও তারামনী দাসী রামপ্রসাদ রায়ের বনিতা ও সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়া।	৫ ২।/১০		
				বাদ সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়ার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না	১১৫॥৬৯		
				বাকী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারিমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেক দিমী দাসী বনিতা তরিতাচরণ পাল ও ও জগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌঃ অম্বেকর মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অঢ় ও বজ্রকরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও কালীচরণ মন্ত ও তারামনী দাসী রাম প্রসাদ রায়ের বনিতার একআনি অংশ মাত্র সরকারি বাকী ৯।/৪ জন্য নিলাম হইবেক।	৩৮৬॥৶৭	১৯।/৪	
৬	৪১২	২৭১	মঃ বাড় বাঁশী পং খাজার।	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জয়রাম মাইতি ও খরজাক রাণি ও শ্যামরাইত	১৯১২৬৸/১	১১৯০৸৶	

ও মধুসূদন মাঝা ও প্যারিমনী দাসী ও শ্রীমতী সর্ব্বমনী ও মহরমি মারিক ও বেচারাম আচার্য্য ও বাঞ্ছেশ্বর বেরা ও অক্ষয়নারায়ণ বেরা ও নবদ্বীপ চন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় মাবালগ জ্ঞাতাসনের রক্ষক ও বৈদ্যনাথ সত্পতি ও শ্রীমতী রত্নমনী ও মধুসূদন রায় ও ভূবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়রাম ও মধুসূদন জানা ও ঠাকুরদাস ও মাধবচন্দ্র ওক্ষেত্রমোহন ও লালমোহন ও মহেন্দ্রনাথ পাল ও মহীমচন্দ্র ও অরুণ চন্দ্র বর্দ্ধন ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও গোবিন্দরাম মণ্ডল ও বীরমণি মণ্ডল ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অঢ় ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও কৃষ্ণনারায়ণ দে ও রাধামোহন মাইতি ও মাধিকানাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও রাধানাথ সাহু ও শ্রীমতী আদরমনী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পরগণ ও সীতানাথ দাস পরগণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরামনী দেব্যা ও শ্রীমতী আদরমনী দাসী ও শ্রীমতী আদমমনী দাসী শ্রীমতী দিনমণী ভাগবতচন্দ্র বেরা পত্নী ও মাজিমনী দাসী স্বরূপ নারান মাইতির পত্নী ও তারকনাথ ও ভোলানাথ মাবালকের মাতা ও মহাবেক ও শ্রীমতী শশীমনী ও শ্রীমতী আদলাদিনী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী মাদুমনী দাসী ও কোর্টঅবওয়ার্ডসের অধীন বেমেকার মাধিকানাথ দাস তা জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও মহেন্দ্রকুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাম মাবালক লালমোহন ও ইন্দ্রমোহন ও ভূবনমোহন মেইকাপ।

জমাবন্দি নম্বর।	এস্টেটের নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও সাকিন।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪১০	২৭২	ম বেলকীপাড় খাসায়	শ্রীমত্যা আমরমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরমাঙ্ক মহাশায় ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরাবলী ও চৌঃ প্রেমচাঁদ মাসাক ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসাক ও মদনগোপাল মাসাক ও ঈশ্বরচন্দ্র মাসাক ও মহেন্দ্রনাথ মাসাক।	১৪৬॥৵৪		
				বাদ শ্রীমত্যা আমরমণী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরমাঙ্ক মহাশায় ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরাবলী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসাক এজমালি অংশ ৪৪১৸৩			
				বাদ ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসাকের পৃ হি ১২৬৶৬			
				বাদ মদনগোপাল মাসাকের পৃ হি ১২৬৶৭			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসাকের পৃ হি হিসাব হইবেক না ১২৬৶৬	৮২০।৶১		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসাকের পৃথক হিসাব যাহার সরকারি বাকী ৪৮।৶৯ জন্য নিলাম হইবেক	১২৬৶৬	৫৮ ৶৯	
৮	৪১৪	৩০৫	ম বুড়ান পং মাগীটাকি।	মাহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রাম কানাই রায় রাধাকালী দেবী ও রাসিকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫ ৸/১০		
				বাদ রাধাকালী দেবীর পৃ হি ১৩৭॥৶৬			
				বাদ রাসিক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃ হি হিসাব হইবেক না ১৩৭॥৶৫	২৭৫।৶১১		
				বাকী মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রামকানাই রায়ের এজমালি অংশ যাহা সরকারী বাকী ২৬৶৩ জন্য নিলাম হইবেক।	২৭৫।৶১১	২৬৶৩	
৯	৬১১	৩৯১	ম ভিতর বিষ্ণুপুর ।০ আনা পং কর্ণে বাঁ লিলীতা।	গঙ্গানারায়ণ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ প্যারীমোহন ও উত্তর নারায়ণ মাসাক।	১৬৫৮৬৶৯	৫১৭৸২	
১০	৬৪২	৩৯১	ম ভিতর বিষ্ণুপুর ।০ আনা পং কর্ণে বাঁ লীতা।	হারিকা নাথ মাসাক ও নবদ্বীপচাঁদ মাসাক নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও সদানন্দ মাসাক নাবালকের মাতা রক্ষক শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী ও দর্পনারায়ণ মাসাক ও প্যারীমোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দাস ও গোলোক চন্দ্র ও মধুসূদন মাসাক।	১৬০৮৬৶১		
				বাদ গোলোকচন্দ্র ও মুসদন মাসাকের পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না।	৮২৯।৶৫		
				বাকী হারিকা নাথ মাসাক ও নবদ্বীপচাঁদ মাসাক নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও সদানন্দ মাসাক নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা যমুনামণী দাসী ও দর্পনারায়ণ মাসাক ও প্যারীমোহন দাস ও	৮২৯।৶৫	৪।৶১১	

জরীপ নম্বর।	এস্তেহার নম্বর।	খোঁজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বের বিলাম হইবেক।	কৈফিৎ।
				উমেশ চন্দ্র দাসের একআনি অংশ বাদে সরকারি বাকী ৪৷৶১১ জন্য বিলাম হইবেক।			
১১	৮২০	৪৬০	মহাকাঁঠাল বমাই পরবাটিটাকি।	প্রেমচাঁদ বাগাল ও উদয় নারায়ণ বাগাল।	৭১৮৷৷৫	৩৩৬৷৫	
১২	৮৯৬	৫০৬	মঃ ছুচরুকা পঃ কেদার কুণ্ডু।	মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারী মোহন বাগাল ও প্রেমচাঁদ বাগাল।	৯৬১৸০		
				বাদ মহেন্দ্র নাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারী মোহন বা ইহার একআনি অংশ বিলাম হইবেক না।	৬৪১৸৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ বাগালের পৃথক হিসাব মতে সরকারি বাকী ১৫ ৩ জন্য বিলাম হইবেক।	৩২০৷৷৴৪	১৫ ৩	
১৩	৯০৯	৫১৪	মঃ কুকা পঃ কেদার কুণ্ডু	শ্রীহরচরণ মন্ডী ও শ্রীমত্যা মানমনী দাসী।	১১৩৪৷৷৷৹	২৬৪৷৷৶৹	
১৪	৯০৬	৫১৬	মঃ দক্ষিণ মহমাড়াল পঃ কি কালীযোড়া।	কালীবলোচন বাগাল ও শ্রীমত্যা গরেশমনী দেই ও নরেন্দ্র ও গোপাল ও নারায়ণ ও অখিল চন্দ্র ও দীনবন্ধু ও বৈষ্ণব দাস কুণ্ডু	৬২৬৸/৭	৷/৮	
১৫	১১১৭	৬১৫	মঃ গুমুক গোড়াপ কালীযোড়া।	ধনীধর রায়	বাদপুলিস ৩১৮৷৷২	৭২৫৶৯	
১৬	১১৪৩	৬৪৩	মঃ গুমাই পঃ নরক।	রাধাশ্যাম ও শ্রীকান্ত ও নারায়ণ ত্রৈলোক্যনাথ বাগ ও শ্রীমত্যা দাস মনী দাসী	১৪৫ ৷৶১	১১৯৷৶৬	
১৭	১১৭১	৬৫৩	মঃ গুমাই পঃ কালি টাকি।	ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন দাস ও প্রেমময়ী দাসী ও সুবলচন্দ্র পাল্লা ও শ্রীমত্যা মঙ্গলতারা দেই ও শ্রীমত্যা আহ্লাদিনী দাসী ও বুধ দাস পাল্লা।	৬৪৫৶২	৪৭৮৶৪	
১৮	১২০১	৬৭৮	মঃ গোঞ্জাল পঃ কেদার কুণ্ডু।	প্রাণগোবিন্দ দাস ও দাঁড়িকানাথ দাস দেবাজার জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও ধরীন্দ্র কুমার ও নগেন্দ্র কুমার ও সুরেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্র কুমার দাস ডং কোর্ট অব ওয়ার্ডস	৭২৪৸০	১৭৬৶৮	
১৯	১৩১৬	৭৩১	মঃ কাজ কুড়া চক পঃ মহমাড়া চোর।	কমল কুমারী দাসী মহেন্দ্র মাইতির পত্নী ও কুঞ্জলতা দাসী দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৩৷৷১০	১০৮৭৷৷১০	
২০	১৩৪৭	৭৪৩	মঃ ইন্দা পঃ মহমা পুর।	মানমনী দাসী	১১৩ ৸৶	৪২৯৮৶২	
২১	১৩৫৫	৭৪৮	মঃ জলাড়া পঃ কি কালী যোড়া।	মঃ বিহারীলাল দে ও জীবনারাণ কুণ্ডা ও গরেশমনী দেই ও মহেন্দ্র নাথ ও দেবেন্দ্র নাথ ও যোগেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ দে।	৬১৪/২	৷৩	
২২	১৩৪৯	৭৪২	মঃ আমাবাড় পঃ কি কালী যোড়া।	আমেদা চরণ পাল ও আহমদ মেসা বিবি ও উমুল কচেমা ও শ্রীমতী ইলাহমেসা ও আবদুল মাসুদ ও শ্রীমত্যা নেলাহজমেসা ও শ্রীমত্যা উমলসেলা ও বোকনাব বিবি ও শ্রীমতী বেরাহজমেসা ও শ্রীমত্যা অনিমমেসা ও শ্রীমত্যা উমল বরকাত।	১২৪২৷৷৶৯	৯৷৭৸	

জরীপ নম্বর।	এ ডিক্রি ডিগ্রি নম্বর।	তৌজি নম্বর।	স্থান যথাস্থান ও পরগণা।	নাম মালিক।	সমস্ত জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২৩	১৪২৭	৭১৫	মৌ অকলা পং খড়্গপুর।	দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ দাসাত্ত ও বসুমাবনী দাসী মাতা মহাদেব সদাশিব দাসাত্ত ও বসুমতী দাসী মাতা মৃত্যু বংশীলাল দাসাত্ত নাবালক ও প্রসন্নকুমারী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।	৮৭৩।৷৶	২১২।৷৴৩	
২৪	১৪৩০	১৪৮	মৌ কাশপুর পং গঙ্গাধরপুর।	রাজবল্লভ ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাহাড়ি ও গোলোকমণি ও অক্ষয় নারায়ণ ও অক্ষয়নারায়ণ মাইতি ও শ্রীবিলাস পাহাড়ি	৮ ৪।৶৮		
				বাদ অক্ষয়নারায়ণ মাইতির পৃথক বিলাস	১ ৫৶৫		
				বাদ অক্ষয়নারায়ণ মাইতির পৃথক বিলাস	৩৩।৷৶১		
				বাদ শ্রীবিলাস পাহাড়ির পৃথক বিলাস বিলাস হইবেক না।	৩৩।৷৴	১৭৫।৴	
				বাকী রাজবল্লভ চৌধুরী ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাহাড়ির একখানি অংশ বাদ সরকারি বাকী ১৯৮৶৯ অন্য বিলাস হইবেক।	৩৩২৶৯	১৯৮৶৯	
২৫	১৭৭৫	১৩১	মৌ বিরুদ্ধ পং কাশীযোড়া	অক্ষয়নারায়ণ ও জয়কৃষ্ণলাল ও মনকৃষ্ণলাল কল্যাণ শীল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	বাদপুলীস ৪১২২।৶১	১৬	
২৬	১৭৮২	২৭৩	মৌ মুটমীরা পং কৃষ্ণরায়পুর	অক্ষয় নারায়ণ দাস ও রাধাগোবিন্দ ও কানাইলাল ও শশীশেখর ও বৈকুণ্ঠনাথ পাত্রা ও প্রেমচাঁদ দাস ও ও বৈকুণ্ঠ নাথ আদি ও ব্রজনাথ পাত্রা।	৮৫৯।৷৶৮	২৬৪।৶৫	
২৭	১৮২১	৮৪	মৌ মাজুরি পং কাশীযোড়া	দীন মুন্সী স্বয়ং ও রক্ষক নরনারায়ণ চাঁদ মুন্সী ও প্রেমচাঁদ ও গোপীনাথ ও মনুলাল দাসাত্ত ও শ্রীমতী পার্বতী দাসী মাতা রক্ষক রাধাকৃষ্ণ ও রাধামোহন ও রামসুন্দর দাসাত্ত নাবালক গণ।	৩৭৭৬৷৶৭	৫২ ৮৶১৩	
২৮	১৮৭১	২০৫	মৌ বকরম পুর পং পটাশপুর।	হরনাথলাল অবক্ত ও শ্রীমতী অভয়া সুন্দরী দাসী।	১৩৪৬৲	৪৭৮৶	
২৯	১৮৯৪	১৭৬৮	মৌ নারায়ণবাড় ও নারায়ণবাড় পং কাশীযোড়া	জীবন কৃষ্ণ ও বৃন্দাবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমতী বরসুন্দরী দেবী ও রমাকান্ত গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামী ও রামপ্রসাদ সেন ও রূপনারায়ণ মাইতি ও ক্ষিতিচন্দ্র পট্টনায়ক ও ভারাপ্রসন্ন দাসাত্ত ও কৃষ্ণচরণ পাত্র রূপনারায়ণ মাইতি।	৬৩২।৶		
				বাদ রাধাপ্রসাদ দাসাত্ত ও কৃষ্ণচরণ পাত্র ও রূপনারায়ণ মাইতি ও ক্ষিতিচন্দ্র পট্টনায়কের পৃথক বিলাস বাদ বিলাস হইবেক না।	১৭২৮৴৭		
				বাকী জীবনকৃষ্ণ বৃন্দাবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমতী বরসুন্দরী দেবী ও রমাকান্ত গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগমোহন গোস্বামি ও রামপ্রসাদ			

তরফীয় নম্বর।	এস্তেমরারি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বেটী ও ত্র।নারায়ণ মাইতির এজমালিমতে মাঁ সরকারি বাকী ১ /১ জন্য নিলাম হইবেক।	৫১৮৪৭	১০/৬	
৩০	২৭৭৭	১ ৯৭	মঃ বর্ধাকার বজ্রপুর পঃ মেদিনীপুর ও গোরব।	কলীদক্ষ সেনা ও রামনারায়ণ কুণ্ডু ও উদ্ধব নারায়ণ কুণ্ডু ও দেবী প্রসাদ দে ও নারাণ প্রসাদ ও গঙ্গা মোহন ও বৈকুণ্ঠনাথ দে ও সমস্তা-	৯০৬২/১১		

দি চরণ মাইতি ও হরিশচন্দ্র বসু ও সিদ্ধি মহীবাসি বী ও শ্রীমতী চিন্তামণী দাসী ও রামচাঁদ মন্ডী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবনগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় ও শ্রীনাথচরণ মন্ডী ও কমলাকর মল্লীক ও চন্দ্রমোহন সিং ও জগবন্ধু পাল ও রামনিধি কুণ্ডু ও বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডু ও মদনগোপাল মাসান্ত ও উদ্ধবনারাণ মাসান্ত ও গোলোক চন্দ্র মাসান্ত ও হারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও শ্রীমতী মধুমাসী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালগ ও শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাত্মেক মহীপ চাঁদ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত সাবিত্রী দাসী ও পুর্ণানন্দ কুণ্ডু ও ধর্ম্ম দাসী ও মহীমাচন্দ্র মাগ ও শ্রীমতী কামদ্বিনী দাসী মাতা রক্ষক আশুতোষ মাবালকের ও শ্রীমতী বিন্দুবাসীনী দাসী ও শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী ও শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেব্যা মাতা স্থিতির বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী কল্পবনী দাসী দীনবন্ধু দাস নিগরের মাতা কালীনাথ দাসের বনিতা ও শ্রীমতী কামদ্বিনী দাসী বনিতা অক্ষয়চরণ বিশ্বাস ও বাবু আনন্দলাল রায় পেদারে মহাত্মেক বাবু মুরারিলাল রায় ও শ্রীমতী রোহমনী দাসী ও উমাচরণ ঘোষ ও কালীমোহন মিত্র ও মহেন্দ্রনারাণ দে ও গোবিন্দনারাণ দে ও অক্ষয়নারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা মাদরে অমৃতলাল বসন্তলাল ও প্যারীলাল ও কমললাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী নিস্তারিনী দাসী ও পঞ্চানন ও ভগবানচন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা স্বর্ণময়ী দাসী ও মারাণন ঘোষ ও শ্রীমত্যা শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশানচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায়। ও কেশবলাল দেবি ও সৈয়দ মহম্মদ হুসেন ও শ্রীমত্যা হরসুন্দরী ও গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী নিস্তারিনী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী ও কসুন্দরী জগগোবিন্দ বসুর বনিতা ও বংশীনারায়ণ ও উদয়নারাণ দুই ও রাজীবলোচন দাস ও গোলোকচরণ শ্রীহাম ও উমেশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয়ং ও মহাত্মেক নারায়ণ প্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় নাবালকগণ শ্রীমত্যা মহীমাকালী দেব্যা।

বাদ শ্রীনাথচরণ মন্ডীর পৃ দি ৮১৬৯৯

বাদ কমলাকর মল্লিকের পৃ দি ১৮ ।।

বাদ চন্দ্রমোহন সিংহের পৃ দিঃ ৬৪।/১

বাদ জগবন্ধু পালের পৃ দিঃ ১৮২৮/৭

বাদ রামনিধি কুণ্ডুর পৃঃ দি ১৩৭/৬

বাদ বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডুর পৃঃ দিঃ ১৫১।০২

বাদ মদনগোপাল মাসান্তর পৃঃ দিঃ ১২।।

বাদ উদ্ধবনারায়ণ মাসান্তর পৃ দি ১১৬।।১

বাদ গোলোকচন্দ্র মাসান্তর পৃঃ দি ৪১৭। ১

বাদ হারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও শ্রীমত্যা মধুমাসী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালক ও শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাত্মেক মহীপ চাঁদ মাসান্তর পৃঃ দি ৪ ৫ ৬

জরীপ নম্বর।	এং রেঃ টিঃ নম্বর।	কৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য বিক্রয়যোগ্য হেক।
				বাদ গোপীনাথ দাসাঙ্কর পৃ দিঃ ১২ ৶১১		
				বাদ গোপীনাথ দাসাঙ্কর পৃ দি ৫৪।/৯		
				বাদ যদেন্দ্রনাথ দাসাঙ্কর পৃঃ দি ১১৬।।৬		
				বাদ শ্রীমতী সাবিত্রী দাসীর পৃ দি ১ ৩।৶৯		
				বাদ পূর্ণানন্দ কুণ্ডুর পৃ দিঃ ১১২৶০		
				বাদ দর্পনারায়ণীর পৃ দি ৭২ ৫		
				বাদ মৃত কৃষ্ণচন্দ্র দাসের পৃঃ দিঃ ৪৭৬।।৬		
				বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী দাতা আক্কাতোষ ঘোষ নাবালক শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসীর পৃ দি ৯ ২৬৯		
				বাদ শ্রীমতী মঙ্গলা দাসীর পৃ দিঃ ৬১।/৪		
				বাদ শ্রীমতী যুধিষ্ঠিরা দেব্যা দাতা, সুধিধর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ দি ১৭৫৸		
				বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী বনিতা অভয়চরণ বিশ্বাসের পৃ দি ২১৭/৯		
				বাদ বাবু আনন্দলাল রায় পেসকার মজাফের বাবু দুর্গাবিলাস রায়ের পৃঃ দি ২ ৮।৶২		
				বাদ শ্রীমতী বেণীমাধবি দাসীর পৃ দি ৬৫৬৶১১		
				বাদ উমাচরণ ঘোষের পৃ দি ২১।/১		
				বাদ রাসিমোহন মিত্র ও যদুনন্দন রায় ও গোবিন্দনারায়ণ দের পৃঃ দি ১৭৫।৶৮		
				বাদ অক্ষয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা মাদবে অমৃতলাল ও বনমালী ও প্যারী লাল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দের পৃ দি ৫৫৯৸৶৭		
				বাদ শ্রীমতী বিস্তারিনী দাসীর পৃ দি ১১।০		
				বাদ পঞ্চানন ও জগবান চন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশান চন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা অন্নময়ী দাসী ও দ্বারকানাথ ঘোষ ও কেশবলাল ঘোষের পৃ দি ১১৫৲২		
				বাদ সৈয়দ মহম্মদ হুসেনের পৃঃ দিঃ ২৪৫৸৶০		
				বাদ শ্রীমত্যা বসুন্ধরীর পৃঃ দিঃ ৭২৲১০		
				বাদ গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী বিস্তারিনী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী পদ্মসুন্দরী জগগোবিন্দ বসুর বনিতার পৃঃ দিঃ ২৬০।৶৯		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible] ১২৪।/৯ [illegible] ৪২।৯ [illegible] ১ /১ [illegible] ২৯৮।১ [illegible] ৩১৬।১ [illegible]	৭১৮৮।১		
				[illegible] ৪১।১	৪১।১	৮।২	
৩১	১	১১	[illegible]	[illegible]	১৮৫।৮৭	১১ ৮৯	
৩২	২১ ৩	১১৪	[illegible]	[illegible]	৮২৬।৮৮	৪৭। ৭	
৩৩	২১৩৩	১ ৭	[illegible]	[illegible]	৮১।		

[illegible] ১৮৮১। ২ জুলাই।]

ক্রমিক নম্বর	রেজিষ্টরী নম্বর	তৌজী নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা	নামজারী	মোট জমা	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ
				দি রঞ্জনারায়ণ মৌজির পূ দি ১৪৯ ৴ বা ভীমরত্নক গোস্বামী ও কুঞ্জবিহারি গোস্বামী ও মাধব গোস্বামী ও শ্রীমতী হরসুন্দরী দেবী ও শ্যামা বলাহিড়ি পূ ব হা ৪৮ ব দ ভারাপ্রসাদ রায়ের পূ ৪২ ১ ।।৵১১ বা শ্রীমতী কবিরা দেবী বংশিয় মাধবীনাথ বাই তদ পত্নীর পৃথক বিভাগ বিলাম হইবেক বা ৵১১	৩১৬ ৶		
				বাকী শ্রীযুত রত্নমণি দেবীর	৪৯৬।।৵১	৩১৸৴ ১	

ব ত্রিশ বাবুর পত্নী ও বেচারাম মাইতি ও শ্রীমতী অচলা দেবী ও হরিপদ ও কেদারনাথ ও হরিপদ ও অক্ষয় ও আনন্দলাল রায় ও মহেশ রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও জোগেন্দ্রনাথ ও তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রমোহন ও মহেন্দ্রনারায়ণ বংশের সামন্তা ও মহাদেব শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসীর ৫ বাকী অংশ মহা সরকারী বাকী ৩১৸৴১ জন্য বিলম্ব হইবেক।

৩৪	২৪৯	১৮১	ব পাঁচ কাঠী ২৫ জংপুর।	৺কৃষ্ণনাথ জানা ও বাণিকনাথ চৌধুরী ও রাইচরণ চৌধুরী ও শ্রেষ্ঠদাস চৌধুরী।	৬৫০।।৵৮	৪২।৵৮	
৩৫	২১৫৯	১১৯১	ব পশ্চিম মা সাড়া ও মে তাল খটিয়াল সংযুক্ত বুড়া	আনন্দলাল রায় ও শ্রীযুত্তা সত্যভামা ও শ্রীযুত্তা প্রসন্নময়ী দেবী মাত ও রক্ষক ইং প্রসন্ন রায় আবলা মু ৺নিলাল রায়	৩৬২ ।।৵৮	৭ ৶১	
৩৬	১ ৮	২ ৮	ব পরীক্ষা ল জবল চোর।	শ্রীযুত্তা ব কমলী দেবী চৌধুরাণী চৌধুরী গোপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাপাত্র।	৭৪ ।।৪	৩১৫৸৴	
৩৭	২২৯১	২৪২	ব রাজনগর ল কি কালী যে ক্ষ্য	বাণিকনাথ দে ও মধুসূদন আদি কবি ও বড়গোপি সামন্ত ও রক্ষক জজগোবিন্দ সামন্ত আবালক ও স্বরূপচন্দ্রাদি ও গোপালচন্দ্র ও দে পীব ব সামন্ত ও শ্রীযুত্তা দুর্গা দাসী ৺ভাগবতীনাথ সামন্তের পত্নী ও উদয়চরণ মাইতি ও ভাগবতচরণ সামন্ত ও গোপালচন্দ্র সামন্ত ও চৈতন্যচরণ সামন্ত ও শ্রীযুত্তা প্রসন্নময়ী দাসী ও গোলাব চৌধুরী ও কালাচাঁদ সামন্ত শ্রীযুত্তা সান্ত্বাদী দাসী রামচাঁদ সামন্তের পত্নী ও গোবিন্দদাসী ও প্রাণকৃষ্ণ দে ও ৺ অক্ষয় রামের দে আবালকের পিতা ও রক্ষক ও শ্রীযুত্তা গোপীদাসী পক্ষ সামন্তের পত্নী	ব রপুলিন ১ ৩৬৬৩	১/৯	
৩৮	২৩৪	১৯	ব বা মগর পিং ক সাব।	লক্ষ্মীনারায়ণ ও মহ ব রায়ণ ক অবতারী ও গুরু প্রসাদ দে ও পক্ষ মধ্য আ ব ও শ্রীকর ব রায় ও সাধুচরণ দাস ও মহেন্দ্রচন্দ্র দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও কৃষ্ণ রাজ ও ভবা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ ও লাল মোহন দাস ও গোলোকচন্দ্র ও শ্রীর ও দীননাথ ও বলরাম বর ও শ্রীযুত্তা সুখময়ী ও মধুসূদন ও চরণের পত্নী ও রামপদ ধী।	২৬৫৪৸৴১		

[*Given under my hand this 14th July* 1881.]

তরফীর নম্বর।	এস্তেমিরারী নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য বিলায়েত হইবেক।	বৈষিয়ৎ
				রায় গোরাচাঁদ রায় ও নারায়ণ রায় ও বলরাম রায় পং দি ২৮৮৯ রায় শ্রীমতী বৃন্দাবনী রায়মহাশয়া রায়ের বসিকার পং দি ২৮।৭ রায় বলরাম রায় পৃথক হিসাব বিলায় হইবেক না ৪ ৮ ১	১ ৯৮৵২		
				বাকী শক্তিধর ও মহম্মদ রাসন কাজির গোষ্ঠী ও গুরুপ্রসাদ দে ও শক্তিধর অং চর্ম্মা ও জীতরাম রায় ও সাধু খাঁ খাঁ ও হ উচর। দা ও মথুরা দে ও গুরুপ্রসাদ রায় ও হংসরাম রায় শাস্ত্রী ও ইমা প্রসাদ দে ও নীতরাম পাত্র ও হরিচরণ ও কালীচরণ ঘাট ও একমা ল অংশ বাদ পরকারি বাকী ৯॥/৯ জমা বিলায় হইবেক	২৪৮৫৶	৯ ১/৯	
৯	২৪৮৪	১৩ ৮	মা ঈকুদা পং নবগ্রাম।	গদাধর ধাড়া ও প্রাণকৃষ্ণ রায় ও কা মোহন রায় ও দুর্গাপ্রসাদ রায় ও রামলাল রায় ও শ্রীমতী সতী রাণী ও শ্রীমতী হরচন্দ্র বিবাদী	১৯ ৭॥৶	৩৮।৩৮	
৯	২৫১৬	১৩৯৪	ম শীতলাগাছি ॥৶ আনা পং কৃষ্ণাতুটী	রামকমল রায় ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী পোষ্য পুত্র ও কৃষ্ণ মন চন্দ্র ও উপেন্দ্রলাল রায় মা। ও শ্রীমতী সত্যবাদী	১ ৭ ।।/১	৬৭৶২	
৪১	২৭ ১	১৪৮	মহ ভগবানগঞ্জ নিরিখি ত্রিপুরা কাশী ধাড়া	শ্রীনারায়ণ দাস মজুমদার ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী কর্ম্ম ইব ষ্টেট দেবাত্ত হিসাব পং	২২৮	১৭৭৸/	
				রাজ শ্রীনাথ লক্ষ্মীনারায়ণ দেবী দেবোত্তর পং দি পরক হিসাব হইতে বিলায় হইবে না	৩৩৫		
				রাজি নারায়ণ দাস মজুমদার ও ইন্দ্রমণী দাসী বাকী হিসাব হইবেক	৫৯৯	২৭৭৸/	
৪২	২৭ ৫	১৪৭৭	মা হিল। পাড়া পং বড়বেচোর	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র ও দীননাথ মহাপাত্র ও চূড়ামণি ঘোষ ও দীননাথ ঘোষ ও শ্রীমতী কক্ষ প্রয়াদেবী মা তা মহাপাত্র ও রামমজুমদার ও ত্র মজুমদার কর মহাপাত্র খাঁবালাগান ও শ্রী তা হিল এবং দেবোত্তর দেবা কর মহাপাত্র ও শ্রীমতী কমলপূর্ণ দেবী শাহা ঈশ্বরচন্দ্রনাথ ও দীননাথ কর মহাপাত্র মা। ও শ্রীশ্রীমতী মাশা। দেবী ও রা। ঈশ্বর দাস	৪৭৭৸৶	৭॥৶	
৪৩	২ ৩৯	১৫ ৮	ম ঈকুন্দপুর ॥৶ কাশীঘোষা	চাঁদপুর ঘাটি ও মধুসূদন ঘাটি ও উপেন্দ্রনাথ ঘাটি ও গোপী নাথ ঘাটি ও ঈশানচন্দ্র ঘাটি ও দীননাথ তর্কালঙ্কার ও রাধা নাথ ও জগদীশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অক্ষয়চন্দ্র কর	৬১৭৸৶	৮৸৸	
৪৪	ন ট্রাক নম্বর। ৫৯	তে দি রসুন্দর ২৭	মা ভড়ুল ও জা পং এলাহি পুর।	মন চন্দ্র পাত্র	৬৬	২৸১।	

W. Thomas,
Offg Collr.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে ১৮৮ সালের ৭ আইন ও ৮৭১ সালের ২ আইনের বিধান মতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্ম অনুসারে নিম্নের লিখিত বাকীকাবাদ ১৮৮ ইংরেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বন্ধ করা জমা ও রোক জমা ও পরবর্ত্তি ওয়ার্ক সেল আমাদের নিকট ১৮ ইং ১০ আগষ্ট মোং ২৬৮ বাং ২৭ ভাদ্র। লোক ওকবার সেলার কালেক্টরি কাছারি হইতে নিলাম ওকরে প্রকাশ করিলাম যে ঘর বাইরেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহাল শুভাবাদ

নম্বর মহাল	নাম খাতা মজা তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	সাবেক সেলামি।	বাকীর পরিমাণ। খাজানা।	সুদ।	মোট।	মন্তব্য।
২৬	খাসে রাজু। মৌং নিং সে আং। তাং চৌধুরী শঙ্কর বৈদ্য না বাহে।	মহারাজ [illegible] চাঁদ	৯৩৮৲	১ ৮৵	৯ ৮৲	১২৮৸৵	৩১১৸৵	স্থগিত মুলতবি [illegible] হইবে।
৭৫	খাসে রাজু মৌং নৈমদাবাদী। তাং নৈমদ্দি মুহুরী	চৈতন্যচরণ দত্ত	১৮২৭৲ রোক জমা ৮৶	১৬ ।৵৯	১১২৭৲ রোক জমা ১ ৶	১১৮ ৶৯	২১১১৸৵৹	ঐ
১ ৮	খাসে রাজু মৌং চাঁদার কুল। তাং সেখমন্ত খাঁ খাসে রাজু। মৌং [illegible] কাজী। তাং চৌধুরী শঙ্কর বৈদ্য মাল করে।	শ্রীমতী ও শ্রীমতি [illegible]	৯ ৫৵ ১১ ।৷৵	১৫ ।/	১১ ৮৵	১ ৯।৹	১৭ ।৹	ঐ
২ ৪	খাসে রাজু। মৌং [illegible] কুল। তাং কাজীমহম্মদ মৌং [illegible] মৌং [illegible]।	শ্রীমতী আদিকা [illegible]	৫ ৬ ৸/	৪৫৸ ৬	৬৯৸/	১০।/	২ ৫৵	ঐ
২ ৫	মৌং [illegible]। তাং [illegible] মুকুন্দ [illegible] মৌং ও সাকানিক [illegible]।	শ্রীমতী লাউ [illegible]	৫৪৯৲		৫৬৯৲		৫৪৯	ঐ
২১৪	তাং [illegible] ইস্রাক খাসে চরবিয়া। মৌং নারায়ণী।	মাহ [illegible] স্কুল।	৮৫ ৸	১৯ ।৬	৬ ৮৸	৬ ।/৬	৩ ৫/৬	ঐ
২৮৬	ও [illegible] শ্রাক খাসে [illegible]। মৌং মুকুন্দ। তাং [illegible] মৌং [illegible]।	মাগন আলী	৭৫ ।৵	৯ ।৶	২৮৪ ।৶	৩২৶	৩১ ৶/	ঐ
৩ ৮	খাসে রাজু। মৌং [illegible]। তাং জাহিদ মৌং [illegible]	[illegible]	৮৩।/	২ ৸/	২ ।।/৬	৯৮।/	৩৫ ৸৵	ঐ
৪৯৩		আমজাদ আলী	৬২ ৲		৮৭৶৮		১৮৭৶৬	ঐ
১৪	খাসে রাজু। মৌং [illegible]। তাং [illegible] মৌং [illegible]।	জাহিদ আলী	৭ ২৲ রোক জমা /	১ ৮৶	৭ ২ রোক জমা /	১ ৮৶	৯ ২৸/	ঐ
		[illegible]	৭ ২/ ১১ ৲ রোক জমা ২৲ ৯৲	১ ২।৶৬	৭ ২/ ২ রোক জমা ২ ৮৮৪	২৯৶	১২১৮৶	ঐ

A MANON *Offy Collector*

[*Government Gazette*, 12*th July* 1 81]

EDUCATIONAL NOTICE

Text books in Vernacular Medical Schools

In the Resolution of the Government of Bengal, dated 13th December 1880 on the subject of text-books in Vernacular Medical Schools it was notified that an Urdu text book on medicine an Urdu and a Bengali text book on Midwifery and an Urdu text book in Medical Jurisprudence, were required and it was announced that measures would be taken to procure by public competition translations of approved text books in those subjects In accordance with the orders quoted persons intending to enter into the competition in any subject are now invited to submit specimen translations of one of the following series of extracts —

(*a*) *Roberts Hand book of Medicine* (4th ed, 1880) The following passages to be translated into *Urdu* —

Vol I pp 345 to 365 "Physical Examination of the Chest To be condensed in translation

Vol II, pp 156 to 163 'Dysentery" A comprehensive *resume* to be given of the most approved methods of the treatment of dysentery in India

(*b*) *Playfair's Midwifery* (2nd ed, 1878) The following passages to be translated into *Bengali* or *Urdu* —

Vol I, pp 306 to 322 Mechanism of delivery in Head Presentations" To be condensed

Vol II pp 155 to 173 'Turning' To be condensed

Vol II, pp 281 to 293 'Puerperal Eclampsia' To be condensed

(*c*) *Kanai Lal Dey's Medical Jurisprudence* The following passage to be translated into *Urdu* —

Pages 314 to 329 'Poisons'

2 Those passages which are to be condensed in translation should be reduced to about one third of their original length

3 The specimen translations should be submitted not later than the 1st October 1881 to Dr R C Chandra Professor Medical College, the President of the Committee of Selection Four *printed* copies of each translation should be sent for the use of the members of the Committee Manuscript translations will not be received

4 Each of the translators selected by the Committee will be required to finish, within a time to be hereafter fixed, the translation of the work which he has undertaken and if he completes it to the satisfaction of the Committee a reward of Rs 500 will be paid him and the translation will be adopted as a text book All the profits of sale will be left to the translator but the selling price of each work will be settled beforehand in communication with the translator, and in consideration of the cost of production

A W CROFT *Director of Public Instruction*

Dated Calcutta the 1st June 1881

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of REBECCA GIBSON SHELVERTON an insolvent

Notice is hereby given that Tuesday, the 5th day of July next is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 11th day of March 1881 until the 31st day of May last has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of FREDERICK THOMAS STRAW an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1880 to the 31st day of May last, has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of ALLAN McDOUGAL CLARK (J H FERGUSSON & CO) an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from the 1st day of August 1879 to the 31st day of May last, has been filed in the Chief Clerk's Office

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, the 1st July 1881

A B MILLER
Official Assignee
(11—1)

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of JOSEPH ARDWISE, an insolvent

On Tuesday the 14th day of June last upon the application of the Assignee in this matter it was ordered that the said Assignee do pay a dividend at the rate of Re 9 per cent upon the several claims admitted on the schedule of the said insolvent so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee, notice whereof is hereby given

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta 1st July 1881

A B MILLER,
Official Assignee

(15—1)

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকারঅধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৮ লম্ব ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত বার্ষিক পালকীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৪ঠা নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহ মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Muller M A in two Volumes *Price Rs 24 packing and postage Rs 1 12*

*The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT, PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রস্তুত ব্রণনাশক লিনকোলা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা, প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা, ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ॥০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal by C D Field M A, LL D, of the Inner Temple Barrister at Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশনের মেম্বর ইসব চেম্পালের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিলড, এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[*Government Gazette*, 12*th July* 1881]

Rates of Subscription to the Bengal Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs	10	0	0
Ditto, with postage	"	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	১৪৲
ডাকমাশুল যুক্ত "	১২॥৹

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইলে গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একর আন ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice, &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA,
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —*Rates for Advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

		Rs
Full page per issue		20
Half	"	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটে দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাভিত্তিক এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের লিমিতে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সাল। ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মজুরী।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা এবং তার প্রকাশ করণের	"	"	"	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	"	"	"	১০৲
অবসর মতাক্ষরের প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পঙ্ক্তি	"	"	"	৷৷০

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১২ জুলাই।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1086—740—12 7 81

Numb 2190 ২১৯০ [REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 19, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

CONTENTS

	PAGE
PART I —Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India	Nil
PART II —Resolutions Orders, and Notifications of the Lieut. Governor of Bengal	659—677
PART III —Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV —Bills of the Legislative Council of India	138—160
PART V —Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI —Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII —Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil
PART VIII —Advertisements	486—508

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ, ও বিজ্ঞাপন	নাই।
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৬৫৯—৬৭৭
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	১৩৮—১৬০
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—বিজ্ঞাপিত প্রভৃতি	৪৮৬—৫০৮

PART II

Resolutions, Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 2951A

GENERAL —*The 29th June* 1881 —Mr J T Jarbo, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Sungoo Division in the Chittagong Hill Tracts is allowed leave for three months under Section 136 Rule 2, Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr A R Wigram Officiating Assistant Superintendent of Police Chittagong Hill Tracts is appointed to have temporary charge of the Sungoo Division of that district in addition to his own duties, during the absence on leave, of Mr J F Jarbo or until further orders

The 2nd July 1881 —Mr I F Pargiter Commissioner of Sunderbuns is appointed temporarily as Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of the 24 Pergunnahs, in addition to his duties as Commissioner of Sunderbuns

Mr W I Oldham Deputy Commissioner Sonthal Pergunnahs is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Mr S S Jones Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Deoghur Sonthal Pergunnahs is appointed to act as Deputy Commissioner of that District during the absence on leave of Mr W B Oldham or until further orders

Mr C Owen Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Beerbhoom is transferred to the Sonthal Pergunnahs and is appointed to have charge of the Deoghur division of that district during the absence on deputation of Mr S S Jones or until further orders

Baboo Brohmo Nath Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector on leave is posted to the district of the 24 Pergunnahs and is appointed to have charge of the Barasat division of that district

Baboo Harry Chuttanya Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector now acting as head assistant of the Revenue Department in the Bengal Secretariat is confirmed in the latter appointment *vice* Baboo Brohmo Nath Sen

The 5th July 1881 —Captain J F Rivett Carnac Officiating Cantonment Magistrate of Dum-Dum is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 11th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Major W Hopkinson Cantonment Magistrate of Barrackpore is appointed to act in addition to his own duties as Cantonment Magistrate of Dum Dum and Judge of the Small Cause Court in that Cantonment during the absence on leave of Captain J F Rivett Carnac or until further orders

Mr F H Barrow is appointed to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors at Shahabad with effect from the date on which he was relieved of his appointment as Officiating Magistrate and Collector of that district

The 6th July 1881 —Mr J C Arbuthnot Assistant Magistrate and Collector Bhagulpore is transferred temporarily to the Sudder Station of the Purneah District

Mr I B Taylor Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Sewan Sarun is transferred to the Sudder Station of the Bhagulpore District

The 7th July 1881 —Mr A W Paul Joint Magistrate and Deputy Collector of Darjeeling is appointed to act as Magistrate and Collector of Patna during the absence, on deputation of Mr C J Metcalfe Esq or until further orders

Baboo Komul Narain Chuckerbutty is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade in the Burdwan Division *vice* Baboo Jogendro Nath Gupta deputed to Income Tax duty

Mr H G Wood Joint Magistrate and Deputy Collector Balasore on leave is posted temporarily to the Sudder Station of the 24 Pergunnahs District

[*Government Gazette, 19th July* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

২৯৫১A নম্বর।

সাধারণ।—৮৮১ সাল ২৯ জুন।—চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত সঙ্গু মহকুমার কার্য্যের অস্থায়ী ভার প্রাপ্ত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে টি আর্ব্বো সাহেব যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে টি আর্ব্বো সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের পোলীসের একটি আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এ কার উইগ্রাম সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত জিলার অন্তর্গত সঙ্গু মহকুমার কার্য্যের অস্থায়ী ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

৮৮ সাল ২ জুলাই।—সুন্দরবনের কমিশনর শ্রীযুক্ত এফ ই পর গিটর সাহেব সুন্দরবনের কমিশনর স্বরূপ আপন কর্ম্মাতিরিক্ত কিয়ৎকালের জন্যে ২৪ পরগণার একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত ডবলিউ, বি ওলডহাম সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ বি ওলডহাম সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেবগড়ের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ এস, কোক্স সাহেব উক্ত জিলার ডেপুটী কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এস এস জেক্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বীরভূমের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি এডগ্রেন সাহেব সাঁওতাল পরগণায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত দেবগড় মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেন ২৪ পরগণা জিলায় অবস্থাপিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত বারাসত মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের পরিবর্ত্তে বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়টের রিভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে এই পদের হেড আসিষ্টাণ্টের কর্ম্মকারি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কবিচন্দ্র ঘোষ সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—দরভঙ্গা সেনানীবেশের একটি মাজিষ্ট্রেট কাপ্তান শ্রীযুক্ত জে এফ বিবেট কর্ণাক সাহেব এই মাসের ৪ তারিখ অবধি অথবা তাহার পরে যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

কাপ্তান শ্রীযুক্ত জে এফ বিবেট কর্ণাক সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দানাপুর সেনানীবেশের মাজিষ্ট্রেট মেজর শ্রীযুক্ত ডবলিউ কপকিন্সন সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত দরভঙ্গা সেনানীবেশের মাজিষ্ট্রেটের এবং উক্ত সেনানীবেশের ছোট আদালতের জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ এচ বারো সাহেব, শাহাবাদ জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরস্বরূপ স্বীয় কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে সি আর্ব্বথনট সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে পূর্ণিয়া জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সেওয়ানের একটিং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ বি টেলর সাহেব ভাগলপুর জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত সি টি মেটকাফ সি, এস আই সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দানাপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ পাল সাহেব, পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লাইসেন্স টাক্স সম্পর্কীয় কার্য্যে প্রেরিত হওনাতে শ্রীযুক্ত বাবু কমল নারায়ণ চক্রবর্ত্তী কিয়ৎকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশ খণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টর পদে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত বালেশ্বরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি কুক সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৫ পরগণা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

The 8th July 1881 —Baboo Kali Prosonno Sircar Deputy Magistrate and Deputy Collector Barasat 24 Pergunnahs, is appointed to have charge of the Busseerhat Division of that district

Baboo Rajkissore Narain, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty in Gya is allowed leave for one day under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of the 18th June last

Baboo Ram Narain Banerjee Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Rajshahye and Cooch Behar Division, is allowed leave for six months under Sections 127 and 129 of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under orders of the 4th April last

Baboo Shiva Prosono Sen Sub Deputy Collector Contai Midnapore is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Kasi Kinker Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector of Balasore, is allowed leave for six months under Section 129 Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Sreenath Gupta Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Maldah is transferred to the Sudder Station of the Balasore District

The 9th July 1881 —Mr C G M Shireore Deputy Magistrate and Deputy Collector Nowada Gya is allowed leave under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code from the afternoon of the 20th May to the forenoon of the 6th June 1881

Mr N S Alexander Magistrate and Collector of Mymensingh is allowed leave for two months and twenty three days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 10th proximo

Mr J C Price Officiating Magistrate and Collector of Midnapore on leave, is appointed to act as Magistrate and Collector of Mymensingh, during the absence, on leave, of Mr N S Alexander or until further orders

Mr J C Veasey Officiating Magistrate and Collector of Backergunge is allowed leave for twenty one days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 19th instant

Mr C R Marriott Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Backergunge is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence, on leave, of Mr J C Veasey or until further orders

Baboo Gonesh Pershad Singh Temporary Sub Deputy Collector employed in the Kanika Estate in the district of Cuttack, is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade

The 10th July 1881 —Mr T E Coxhead, Officiating Magistrate and Collector of Dinagepore is allowed leave for two months and four days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant

Mr H G Cooke, Joint-Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Magistrate and Collector of Dinagepore, during the absence, on leave, of Mr T E Coxhead, or until further orders

The 12th July 1881 —Major W L Samuells, Assistant Commissioner Hazareebagh, is transferred to Manbhoom, and is appointed to have charge of the Gobindpore division of that district

Mr H H Risley, Assistant Commissioner, Gobindpore, Manbhoom, is transferred to Hazareebagh, and is posted to the Sudder Station of that district

Baboo Pran Kissen Das, Temporary Sub Deputy Collector, Ranaghat, Nuddea, is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade, *vice* Baboo Juggut Chunder Roy appointed an Assessor under the Bengal License Tax Act

Baboo Brojo Nath Bhuttacharjee is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade in the Presidency Division, *vice* Baboo Radha Kissore Sett, appointed an Assessor under the Bengal License Tax Act

Baboo Hurry Mohun Dutt is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade in the Presidency Division, *vice* Baboo Pran Kissen Das

[*Government Gazette*, 19*th July* 1881]

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার উক্ত জিলার অন্তর্গত বশীরহাট মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত একটিং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজকিশোর নারায়ণ গত জুন মাসের ১৮ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক দিনের ছুটী পাইলেন।

রাজশাহী ও কুচবিহার খণ্ডের কমিশনর সাহেবের একটিং অবৈতনিক আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত আপ্রিল মাসের ৪ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ও ৩৯ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শশি প্রসন্ন সেন, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীকিঙ্কর সেন, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৯ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

মালদহের একটিং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত বালেশ্বর জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই। গয়ার অন্তর্গত নবনগর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি জি এম পার্কোর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ১৩৭ ধারামতে ১৮৮১ সালের ২০ মের অপরাহ্ণ অবধি ৯ জুনের পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন।

ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এল এস আলেকজাণ্ডর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ১০ তারিখ অবধি দুই মাস তেইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এল এস আলেকজাণ্ডর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ছুটীপ্রাপ্ত মেদিনীপুরের একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে সি, প্রাইস সাহেব ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বাকরগঞ্জের একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে সি বীস সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে, সি বীসে সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাকরগঞ্জের একটিং জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি আর মেরিয়ট সাহেব উক্ত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কটক জিলার অন্তর্গত কনিকা ইষ্টেটে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু গণেশপ্রসাদ সিংহ কিয়ৎকালে নিমিত্তে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩ জুলাই।—দিনাজপুরের একটিং ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি ই কক্স হড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি দুই মাস চারি দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত টি ই কক্সহেড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ জি কুক সাহেব দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—হাজারীবাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর মেজর শ্রীযুত ডবলিউ এ সাম্যুয়েলস সাহেব মানভূমে প্রবিষ্ট হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মানভূমের অন্তর্গত গোবিন্দপুরের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত এচ এচ বিসলী সাহেব হাজারীবাগে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র রায় বঙ্গদেশের লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক আইনমতে আসেসরের পদে নিযুক্ত হওয়াতে মেদিনীপুর অন্তর্গত রাণাগাছি কিয়ৎকালের সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাস কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধাকিশোর সেট বঙ্গদেশের লাইসেন্স টাক্স বিষয়ক আইনমতে আসেসরের পদে নিযুক্ত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে রাজশাহী খণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দাসের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন দত্ত কিয়ৎকালের নিমিত্তে রাজশাহী খণ্ডে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

Lieutenant W Hastings Officiating Cantonment Magistrate of Dinapore, is also appointed to have charge of the sub division of Dinapore during the absence on leave of Captain H Boileau or until further order with effect from the date on which he took over charge

POLICE —*The 7th July* 1881 —Mr J M I Gouldsbury District Superintendent of Police Singbhoom is allowed leave for two months and twenty one days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 20th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr H S Schurr Assistant Superintendent of Police Serampore Hooghly is appointed to act as District Superintendent of Police Singbhoom during the absence on leave of Mr J M I Gouldsbury or until further orders

EDUCATION —*The 8th July* 1881 —Baboo Baomkesh Chuckerbatty is appointed to be Lecturer in physical science in the Sibpore Engineering College

The 12th July 1881 —The District Superintendent of Police Sonthal Pergunnahs for the time being is appointed to be an *ex officio* member of the District School Committee of that District

OPIUM —*The 7th July* 1881 —Mr J A Fleter Officiating Sub Deputy Opium Agent Motihari Behar Agency is allowed furlough for one year under Section 131 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 14th instant

Mr N L Raves Sub Deputy Opium Agent of Bettiah is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

The 11th July 1881 —Mr J S R Innes an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr Neville Morris is appointed to act as an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency during the absence on leave of Mr J S R Innes or until further order

Mr C M Jordon Sub Deputy Opium Agent Chatchowah Benares Agency is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 18th instant

Mr H Hastings Assistant Sub Deputy Opium Agent Chazipore Benares Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Chatchowah during the absence on leave of Mr C M Jordon or until further order

Mr A Elliot Assistant Sub Deputy Opium Agent Durbhee Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Motihari during the absence on leave of Mr C Field or until further orders

Mr W T Evans Assistant Sub Deputy Opium Agent Cox Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Bettiah during the absence on leave of Mr N L Raves or until further orders

The orders of the 21st ultimo appointing Mr W L Raves to act as Sub Deputy Opium Agent of Shahabad are cancelled Mr E L Pepper on leave

Mr C A C Conran Assistant Sub Deputy Opium Agent Dehree Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Shahabad during the absence on leave of Mr E L Pepper or until further order

Surgeon Major E W Stewart Principal Assistant to the Opium Agent of Behar is allowed leave for two months and twenty days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 14th instant

Mr A F Cardall Sub Deputy Opium Agent Patna is appointed to act as Principal Assistant to the Opium Agent of Behar during the absence on leave of Surgeon Major E W Stewart or until further order

[*Government Gazette* 19th *July* 1881.]

কপ্তান শ্রীযুক্ত বয়লো সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় দানাপুর সেনানীবেশের একটিং মাজিষ্ট্রেট লে টেনেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ হেষ্টিংস সাহেব কর্ম্মের ভার গ্রহণের তারিখ অবধি দানাপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে, এম ই গুলসবরি সাহেব এই মাসের ২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে এম ই গুলসবরি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ এস শব সাহেব সিংহভূমের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮ সাল ৮ জুলাই।—শ্রীযুক্ত বাবু হেমকেশ চক্রবর্ত্তী শিবপুর ইঞ্জিনিয়রিং কালেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপদেশকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ জুলাই।—যিনি যে সময়ে সাঁওতাল পরগণার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিবেন তিনি স্বীয় পদোপলক্ষে সেই জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীমবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত মতিহারীর আফীমের একটিং সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত জে এ গ ইটন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩১ ধারামতে এই মাসের ৫ তারিখ অবধি এক বৎসরের নিমিত্ত ছুটী পাইলেন।

বেতিয়ার আফীমের সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত এম টি রাইস সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্ম ভার দানের তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সালের ১১ জুলাই।—বাণারস এজেন্টীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত জে এস আর ইলেস সাহেব এই মাসের ৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে এস আর ইলেস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত নোবল মরিস সাহেব বাণারস এজেন্টীতে আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বাণারস এজেন্টীর অন্তর্গত ফতেপুরের আফীমের সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত সি এম জার্ডিন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৮ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, এম জার্ডিন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাণারস এজেন্টীর অন্তর্গত গাজীপুরের আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত এচ হেষ্টিংস সাহেব ফতেপুরের আফীমের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত সি ফিল্ড সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত ছপরার আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত এ এলিয়ট সাহেব মতিহারীর আফীমের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এল টি রাবনসা সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত পাটনার আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত টি বি টি রাবনসা সাহেব বেতিয়ার আফীমের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত টি এল পেপ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের আফীমের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিবার শ্রীযুক্ত ডবলিউ টি [illegible] সাহেবের নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ২ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

শ্রীযুক্ত টি এল পেপ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এজেন্টীর অন্তর্গত ভাগলপুরের আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত বি এ সি জ্যাকসন সাহেব শাহাবাদের আফীমের সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বিহারের আফীমের এজেন্টের প্রধান আসিষ্টাণ্ট সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত সি ডবলিউ পোর্টার সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামী মাসের ১ তারিখ অবধি ছুটী পাইলেন।

সজন মেজর শ্রীযুক্ত সি ডবলিউ পোর্টার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার আফীমের সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুক্ত এ এচ টার্নর সাহেব বিহারের আফীমের এজেন্টের প্রধান আসিষ্টাণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

The 12th July 1881 —Mr R Fraser, an Assistant Sub-Deputy Opium Agent in the Benares Agency is allowed leave for one month and fifteen days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo, or any subsequent date on which he may avail himself of it

MEDICAL —*The 5th July* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the Management of the Dispensary at Tangail in the district of Mymensingh —

Baboo Nilmoni Nag 1st Moonsiff of Attia
" Tara Prosunno Ghose 2nd
" Doorganath Chuckerbutty, Medical Practitioner
Doorga Dass Bose Pleader and Talookdar

The 7th July 1881 —Assistant Surgeon Poorno Chunder Sing attached to the Burrisal Dispensary was in medical charge of the Civil Station of Burrisal from the 21st April 1881 to the 26th idem

The 11th July 1881 —Baboo Shib Chunder Banerjee is appointed to be a member of the Committee for the Management of the Bhagulpore Dispensary

SANITATION —*The 7th July* 1881 —Surgeon Major R Lidderdale, Sanitary Commissioner for Bengal is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 30th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Surgeon Major A S Lethbridge, Inspector General of Jails, is appointed to act, in addition to his own duties as Sanitary Commissioner for Bengal during the absence on leave of Surgeon Major R Lidderdale, or until further orders

MUNICIPAL —*The 4th July* 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Burrisal Municipality of Baboo Behari Lal Roy, Zemindar to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The 6th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Motihari Municipality in the District of Chumparun —

Baboo Shama Churn Pandey | Baboo Prosana Kumar Bose

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the above Municipality of Mr J Posford Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Chunderkona Municipality of Baboo Srihary Churn Chapri to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Ramjeebunpore Municipality of Baboo Tara Chand Gangooly to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Khurpoy Municipality of Baboo Ram Chunder Tewary to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Ghattal Municipality of Baboo Tara Prosunno Gangooly to be their Vice Chairman

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ghattal Municipality —

Baboo Surja Kumar Bose | Baboo Raj Kumar Das

Baboo Dobendro Nath Ghosal is appointed to be a Commissioner of the Chunderkona Municipality

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Ramjeebunpore Municipality —

Baboo Ram Nath Pirt | Baboo Srihari Churn Adyah

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Khurpoy Municipality —

Baboo Nobin Chunder Haldar | Baboo Mohendro Lal Chutoorbedi
Baboo Oroon Chunder Sircar

The 7th July 1881 —Baboo Troilokynath Bose is appointed to be a Commissioner of the Municipality of Muzufferpore and the following gentlemen are appointed to be Commissioners of the same Municipality —

Moonshi Sheeraj Zemindar and Pleader | Sheikh Bahadoor Hossein, Zemindar

(*Government Gazette* 19th *July* 1881)

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—বানারস এজেন্টীর আফীসের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেন্ট শ্রীযুত আর ফ্রেসর সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত ভাটেল ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আটিবার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু নীলমণি নাগ।
ঐ দ্বিতীয় ঐ , বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী।
উকীল ও তালুকদার শ্রীযুত বাবু দুর্গাদাস বসু।

১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বরিশাল ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র সিংহ ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ২১ তারিখ অবধি ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত বরিশালের সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু শি চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

স্বাস্থ্যরক্ষাসম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বঙ্গদেশের সানিটরী কমিশনর সর্জন মেজর শ্রীযুত আর, সিডারডেল সাহেব এই মাসের ৩ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

সর্জন মেজর শ্রীযুত আর সিডারডেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, জেলসমূহের ইন্সপেক্টর জেনরল সর্জন মেজর শ্রীযুত এ এস লেথব্রিজ সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত বঙ্গদেশের সানিটরী কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—বরীশাল মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা জমীদার শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল রায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চম্পারণ জিলার অন্তর্গত মতিহারী মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ পাঁড়ে। | শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার বসু।

উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে পোল্কার্ড সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

চন্দ্রকোণা মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

ক্ষীরপাই মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

ঘাটাল মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঘাটাল মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার বসু। | শ্রীযুত বাবু রাজকুমার দাস।

শ্রীযুত বাবু দে বন্দ্যনাথ ঘোষাল চন্দ্রকোণা মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রামনাথ পাঁড়ে। | শ্রীযুত বাবু শ্রীহরিচরণ আঢ্য।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ক্ষীরপাই মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র হালদার। | শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল চতুর্ব্বেদি।

শ্রীযুত বাবু অকূরচন্দ্র সরকার।

১৮৮১ সালে ৭ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু মজফরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে এবং নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার ও উকীল শ্রীযুত সীতারাম মুন্সী। | জমীদার শ্রীযুত সেখ বাহাদুর হুসেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

The 8th July 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the North Dum Dum Municipality of Baboo Nobin Chunder Banerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Nalchitty Municipality in the district of Backergunge of Baboo Bonc Mally Roy to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Baboo Sadhu Churn Pal | Baboo Har Kumar Mullick
Baboo Radha Churn Bandopadhya

The 11th July 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Colgong Municipality in the district of Bhagulpore of Moulvi Syed Waquar Hossein to be their Vice Chairman *vice* Mr T D Griffith, resigned

ROAD CESS —*The 7th July* 1881 —Mr E I Shuttleworth, District Superintendent of Police Patna, is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Patna, *vice* Major H M Ramsay

The 8th July 1881 —Mr J H Reilv, Superintendent of Nawab Ashan Ullah s estate is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Backergunge, *vice* Mr W L Owen, resigned

The 12th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District Road Cess Committee of Rajshahye —

Dr E C Bensley, Civil Surgeon

Mr C H Pope Indigo Planter Kharchaka

Mr A Gallois, Manager, Silk Factory, Kajlah

Mr J H Livermore, Manager for Messrs Watson and Company, Motihar

The following gentlemen are re appointed to be members of the District Road Cess Committee of Rungpore —

Baboo Nobodeep Chunder Shaw, Zemindar

Baboo Peary Lal Roy, Pleader

Mr C H Pillans, Manager, Phoolbaree Tea Association, is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Julpigoree

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 6th July 1881 —It is hereby notified for general information that with the concurrence of the Commissioners of the Municipality of Purulia, in the district of Manbhoom, the Lieutenant Governor has been pleased to withdraw, with effect from 1st July 1881, the sanction given by him to the levy of a fee on the registration of carts in the said Municipality in orders dated the 11th March 1881, published at page 316, part I of the *Calcutta Gazette* of the 16th idem

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 12th July 1881 —It is hereby notified that the Commissioners of the Poorse Municipality have, at a meeting convened expressly for the purpose, of which due notice was given determined, with the sanction of the Lieutenant Governor, to impose within the limits of the said Municipality, a rate, under Section 77(*b*), Act V (B C) of 1876, on the annual value of all holdings situated within the Municipality

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—নবদ্বীপ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নলছিটী মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু রমনাথ রায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সাধুচরণ পাল। | শ্রীযুত বাবু হরকুমার মল্লিক।

শ্রীযুত বাবু রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।—শ্রীযুত টি ডি গ্রিফিথ সাহেব কর্ম্মত্যাগ করাতে ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত কাহালগাঁ মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ ওয়াকর হু সনকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—মেজর শ্রীযুত এ, এম রাম স সাহেবের পরিবর্ত্তে পাটনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই, আই, শটলওয়ার্থ সাহেব, পাটনা জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—শ্রীযুত ডবলিউ এল ওয়েন সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে নবাব আশাদুল্লার ইষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এচ, রাইলী সাহেব, বাকরগঞ্জ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সিবিল সর্জন ডাক্তর শ্রীযুত ই, সি, বেনসলী সাহেব।
খরচকার নীলকর শ্রীযুত সি, এচ পোপ সাহেব।
কাজলা রেশম কুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত এ গালোইস সাহেব।
মেসর্স ওয়াটসন কোম্পানির মতিহারের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত জে এচ, লিবরেন্ড সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রঙ্গপুর জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার শ্রীযুত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র শা।
উকীল শ্রীযুত বাবু পিয়ারীলাল রায়।

ফুলবাড়ী টি, আসোসিএশনের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত সি, এচ, পিলাজ সাহেব জলপাইগুড়ি জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেন এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের মার্চ্চ মাসের ২২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টরগেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১১ তারিখের আজ্ঞাতে মানভূম জিলার অন্তর্গত পুরুলিয়া মুনিসিপালিটীর মধ্যে গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত যে ফী লইবার অনুমতি দিয়াছিলেন উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের সম্মতিক্রমে ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি তাহা রহিত করিলেন।

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে পুরী মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা উপযুক্তমতে নোটিস দিয়া সভা করিয়া শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমোদনক্রমে উক্ত মুনিসিপালিটীর অন্তর্গত সকল যোতের বার্ষিক মূল্যের উপর ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৭৭ (খ) ধারামতে রেট ধার্য্য করিতে স্থির করিয়াছেন।

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 6th July 1881 —Under Section 4 of Act IX of 1847 and Section 3 of Act V (B C) of 1875 it is hereby notified that the Dearah Surveys of the banks of the Ganges commencing from Pangsha in the district of Furreedpore, and extending downwards through the districts of Furreedpore Dacca and Backergunge to Island Gazeer Chur in the district of Backergunge and of the banks of the Megna commencing from the point where the districts of Tipperah and Noakholly meet and extending upwards through the districts of Tipperah Dacca and Mymensingh to the confluence of the Megna and Ghora Ootra, and of the banks of the Dhaleshwari situated in the districts of Dacca and Mymensingh from base lines laid down by the Dearah Survey Parties, have been completed and approved by Government

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 12th July 1881 —The Lieutenant Governor sanctions the transfer of the undermentioned villages from the district of Mymensingh to that of Tipperah and *vice versa* and declares that the rivers Megna and the lower or south Dhullessur shall henceforth be the boundary between the two districts —

List of villages transferred from Thana Bazeedpur in the district of Mymensingh to Thana Brahmunberiah in the district of Tipperah

Number	Name of village	Thiessen number	Name of pergunnah
1	Paramanandpur	411	Joanshahye
	Lutchpur	412	
	Ranedeea	410	
	Oorooail	413	
5	Kakoreea	409	
	Doubyeel	408	
	Dhamaoora	407	
	Solakandee	415	
	Baropaeeka	414	
10	Dhantullya	416	
	Ghoonseakhye and Noorpur	406	
	Burramnagur	421	
	Fchhapur	420	
	Boolkaikandee	419	
15	Hashimpur	417	
	Koybutpur *alias* Korealpur	418	
	Ledear Kandee	405	
	Bekeemnagur	404	
	Baroaeel (part of)	403	
20	Lalteerdeea	422	
	Kutchoon and Digha	423	
	Kotdkandee	424	
	Jowannagur No	425	
	Dulbundeea	457	
25	Peyadapur	458	
26	Shabeea Rampur	459	

List of villages transferred from Thana Brahmunberiah in the district of Tipperah to Thana Bazeedpur in the district of Mymensingh

Number	Name of village	Thiessen number	Name of pergunnah
1	Sohemnagur	2232	Burdakhat
	Hazeepur	2233	
	Nurshed	2235	
	Lar Dowlutpur	2234	
5	Rakhurnagur	2236	
	Jor Alinagur	2237	
7	Lakeh Chandpur	2238	

Note —[illegible] Government [illegible] by the [illegible]

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette*, 19*th July* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।— ১৮৪৭ সালের ৯ আইনের ৪ ধারা ও ১৮৭৫ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, গঙ্গা নদীর ধারের দ্বিধারা জরীপ ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত পাংশাহইতে আরম্ভ হইয়া তাহাদিকে ফরীদপুর ও ঢাকা ও বাকরগঞ্জ জিলা দিয়া বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত গাজীরচর পর্য্যন্ত ও মেঘনানদীর ধারের যে স্থানে ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জিলা মিলে সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া উজানদিকে ত্রিপুরা ও ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলার মধ্যে দিয়া মেঘনা ও ঘোরা উভয়ের সংযোগে স্থান পর্য্যন্ত, এবং দ্বিধারা জরীপী কার্য্যকারকেরা যে ব্যাস রেখা করিয়াছেন তাহা হইতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলায় স্থিত ধলেশ্বরী নদীর ধারের জরীপীকার্য্য কার্য্য সমাপ্ত করণ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত সকল গ্রাম ময়মনসিংহ জিলা হইতে ত্রিপুরা জিলাভুক্ত হওয়ার এবং ত্রিপুরা জিলা হইতে ময়মনসিংহ জিলাভুক্ত হইবার অনুমতি দিয়া মেঘনা ও দক্ষিণ ধলেশ্বর এই অবধি উক্ত দুই জিলার মধ্যবর্ত্তী সীমা হইবে বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত রাজীৎপুর থানা হইতে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানাভুক্ত সকল গ্রামের নির্ঘণ্ট পত্র

নম্বর।	গ্রামের নাম।	খাকরঙ্গের নম্বর।	পরগণার নাম।
১	পরমানন্দপুর	৪১১	জোয়ানশাহী।
	ফতেপুর	৪১২	
	বাড়িয়া	৪১০	
	উকমাগ্রল	৪১৯	
৫	কাকুড়িয়া	৪০৯	
	ছুবাজাকল	৫০৮	
	ধাখাউয়া	৫০৭	
	সোলাকান্দি	৮১৫	
	বড়পাইকা	৪১৪	
১০	ধানতলা	৪১৬	
	ঘুজিয়াখাই ও মুরপুর	৪০৬	
	বড় নগর	৪২১	
	ইছু পুর	৪২০	
	ফুলকার কান্দি	৪১৯	
১৫	রসিদপুর	৪১৭	
	ইশ্বরপুর বা কবিরালপুর	৪১৮	
	মোহনার কান্দি	৪০৫	
	বেরী নগর	৪০৪	
	বারোআলি (কতক অংশ)	৪০৩	
২০	ফকীরদিয়া	৪২২	
	কচুয়া ও নীদা	৪২৩	
	কোটালকান্দি	৪২৪	
	জয়নগর প্রভৃতি	৪২৫	
	দক্ষিণ ডিয়া	৪৫৭	
২৫	পেয়ালাপুর	৮৫৮	
২৬	সাবিয়া রামপুর	৪৫৯	

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানাহইতে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত রাজীৎপুর থানাভুক্ত সকল গ্রামের নির্ঘণ্টপত্র।

নম্বর।	গ্রামের নাম।	খাকরঙ্গের নাম।	পরগণার নাম।
১	সলীমাবাদপুর	২২৩২	বরদাখাত।
	ইশ্বরীপুর	২২৩৩	
	নারীয়াবাদ	২২৩৫	
	জোয়ার দৌলৎপুর	২২৩৪	
৫	বাখরনগর	২২৩৬	
	জোয়ার আলীনগর	২২৩৭	
৭	ভাজুকচাঁদপুর	২২৩৮	

মন্তব্য।—রাজস্বের জরীপী কার্য্যবিভাগের কার্য্যকারকেরা চিহ্ন দিয়া ও জরীপ সারেয়া মানচিত্র ও রীপোর্টে যে২ গ্রামের যে২ নাম প্রকাশ করিয়াছেন উপরোক্ত নির্ঘণ্টপত্রে সেই২ গ্রামের সেই২ নাম দেওয়া গেল।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

JUDICIAL DEPARTMENT

No 28 24

The 29th June 1881 —Mr A R Wigram, Officiating Assistant Superintendent of Police Chittagong Hill Tracts who has, under separate orders of this date, been appointed to have temporary charge of the Sungoo Division of that district, is vested with the powers equivalent to those of a Magistrate of the Third Class

The orders of the 28th March last appointing Moulvie Abdool Hameed, Attorney at Law to act as a Moonsif in the district of Dinagepore during the absence, on deputation of Baboo Nilmadhub Samunto, are cancelled with effect from the date on which he left his post

The 2nd July 1881 —Mr F E Pargiter Commissioner of Sunderbuns who has under separate orders of this date, been posted to the sudder station of the 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

Baboo Brommonath Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Baraset, 24 Pergunnahs, is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 6th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Dacca Bench and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

F Sills Esq Executive Engineer

Baboo Dena Nath Dhar Government Pleader

" Gobinda Chandra Das Pleader

" Eshan Chandra Das Pleader

Baboo Raj Krishna Ghosal an ex Assistant Engineer is appointed to be an Honorary Magistrate for the Baraset Bench in the district of the 24 Pergunnahs, and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 7th July 1881 —Mr Gasper Gregory Barrister at Law is appointed, under Section 8 Act IV of 1877 to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

The 8th July 1881 —Nawab Mir Mahomed Ally is appointed, under Section 8, Act IV of 1877 to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

Baboo Sreenath Gupta Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 9th July 1881 —Dr Tameez Khan Khan Bahadoor, is appointed, under Section 8 Act IV of 1877 to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

The 12th July 1881 —Lieutenant W Hastings Officiating Cantonment Magistrate of Dinapore is vested with the powers of a Magistrate of the First Class, with effect from the date on which he took over charge

Baboo Rajani Nath Ghose is appointed to act as a Moonsif in the District of Jessore and to be ordinarily stationed at Khoolna during the absence on leave, of Baboo Shyam Lall Haldar, or until further orders

Mirza Mahomed Khalil Shirazi is appointed under Section 8, Act IV of 1877, to be a Presidency Magistrate for the Town of Calcutta

Baboo Jugut Doorlub Bysack, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Deoghur Sonthal Pergunnahs is vested with the powers of a Moonsif in that Sub Division

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 5th July* 1881 —The leave for ten days under Section 72 Rule 1 of the Civil Leave Code granted to Baboo Saroda Proshad Chatterjee Moonsif of Doobrajpore, in the district of Beerbhoom, under the orders of the 23rd May 1881 is cancelled

The 8th July 1881 —Baboo Sham Lal Haldar Moonsif of Khoolnah, in the district of Jessore is allowed leave of absence for one month and ten days under Section 72, Rule 1 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette*, 19th July 1881]

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

২৯১২ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ২১ জুন।—অদ্যকার তারিখের স্বতন্ত্র আজ্ঞা ক্রমে চট্টগ্রাম মেরী পর্ব্বতীয় প্রদেশ জিলার অন্তর্গত সজু মহকুমার কার্য্যের কিয়ৎকালীন ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত উক্ত প্রদেশের পোলীসের অসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ, আর, উইগ্রাম সাহেব, তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার তুল্য ক্ষমতা পাইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত বাবু নীলমাধব সান্যালের অনুপস্থিতিকালে আটি-ষ্টাণ্ট লা শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হামিদের দিনাজপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করণার্থে নিয়োগ বিষয়ক গত মাচ মাসের ২৮ তারিখের আজ্ঞা, তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করণের তারিখ অবধি রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—অদ্যকার তারিখের স্বতন্ত্র আজ্ঞা ক্রমে ২৪ পরগণার সদর মোকামে অবস্থাপিত সুন্দরবনের কমিশনের শ্রীযুত এফ, ই পরগিটর সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ সেন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চাকা ৫ জেলা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এফ সিল্‌প সাহেব।
গবর্ণমেণ্টের উকীল শ্রীযুত বাবু দীননাথ ধর।
উকীল শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস।
উকীল শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র দাস।

অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষাল ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারাসত বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৭ জুলাই।—বারিষ্টার আইন শ্রীযুত গাস্পার গ্রেগরি সাহেব ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারামতে কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বালেশ্বরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—ডাক্তর শ্রীযুত আবদুল খাঁ খাঁ বাহাদুর ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারামতে কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—দানাপুর সেনানীবেশের একটিং মাজিষ্ট্রেট লেফ্‌টেনেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ ডেভিস সাহেব কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যাম লাল হালদারের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু রজনীনাথ ঘোষ যশোহর জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাময়িক খুলনায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত মির্জা মহম্মদ খালিল শিরাজি ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৮ ধারামতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেবগড়ের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগদুল্লভ বসাক উক্ত মহকুমায় মুনসেফের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—বীরভূম জিলার অন্তর্গত সুরবাজপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮১ সালের ২১ মের আজ্ঞা ক্রমে সিবিল কার্য্যক রকমের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণ মতে যে দশ দিনের ছুটী পান তাহা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল হালদার যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যক রকমের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাস দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেন্স এ ক্রেমর,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

NOTIFICATION

The 6th July 1881 —It is hereby notified under the provisions of Section 15 of Act V of 1861 that as the villages of Madartoli Hingulpati Kataltali Bitmare Charuck Khola Karutolla Lermooa, and Amtalli, in the Ferozepore sub division in the district of Backergunge are still in a disturbed and dangerous state owing to the existence of disputes regarding the possession of lands and collection of rents whilst two more villages Jamirtoolah and Goalbarreah have become involved in disputes likely to lead to a breach of the peace the Lieutenant Governor has sanctioned the retention of a reduced special force of one Head Constable and four Constables for a further period of 12 months commencing from the 1st July 1881 to the 30th June 1882 to be quartered at the said ten villages

2 The cost of the force noted below will be assessed and levied from the inhabitant of the villages in proportion to their respective means —

	Rs	A	P
1 Head Constable at Rs 25	25	0	0
4 Constables at Rs 9 each	36	0	0
Total monthly cost	61	0	0
For 12 months	732	0	0
Contingencies	73	3	0
Pensionary charges	91	8	0
Clothing	20	0	0
Repairs of Barracks	50	0	0
Total annual cost	966	11	0

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

ESTABLISHMENT

The 8th July 1881

No 176 —*Transfer* —Mr G J R Iveson Executive Engineer Third Grade is transferred in the interest of the public service from the Nuddea Rivers to the Circular and Eastern Canals Division which he joined on the forenoon of the 27th ultimo

The 11th July 1881

No 177 —*Corrigenda* —In notification No 170 of the 4th instant, for "Mr F B Claudet, read Mr F B Laudet and in notification No 175 of the 5th instant for Mr J Barrow read Mr J Barron

No 178 —*Notifications* —Mr T H Wickes Superintending Engineer Class III temporary rank availed himself on the afternoon of the 9th instant of the privilege leave granted him in notification No 158 of the 31st ultimo

No 179 —Mr A F Hughes Executive Engineer First Grade reported his return from privilege leave on the forenoon of the 8th instant, and is appointed to officiate as Superintending Engineer of the Central Circle during the absence on privilege leave of Mr T H Wickes or until further orders Mr Hughes took over charge of the Central Circle on the afternoon of the 9th idem

[*Government Gazette*, 19*th July* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ জুলাই।—১৮৬১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধানমতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজাপুর মহকুমার মাদারডলি ও কলমলটি ও কাঁঠালডলি ও সিতমারি চড়ক ও খোলা ও করাইডলা ও লীডুয়া ও আমডলি গ্রামে জমির দখল ও খাজানা আদায় লইয়া বিবাদহেতু অদ্যাপি গোলযোগ ও আশঙ্কাবশ্য থাকায় এবং জমির তুলা ও খোরাসবাড়িয়া নামক আর দুই গ্রামে যাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা এরূপ বিবাদে লিপ্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৮১ সালের ১ জুলাই অবধি ১৮৮২ সালের ৩০ জুন পর্য্যন্ত আর বার মাসের জন্যে এক জন হেডকনেষ্টাবল ও চারিজন কনষ্টাবলের ন্যূনীকৃত এক বিশেষ পোলীস দল উক্ত দশ গ্রামে রাখিবার অনুমতি দিলেন।

২। উক্ত পোলীস দলের নিম্নলিখিত খরচ উক্ত গ্রামবাসিদের অবস্থানুসারে হারহারীমতে ব্যয় বহনা আদায় করা যাইবে।

	টাকা।
২৫৲ টাকার হিসাবে এক জন হেডকনেষ্টাবল	২৫৲
৯৲ টাকার হিসাবে চারিজন কনষ্টাবল	৩৬৲
মাসিক মোট খরচ	৬ ৲
বার মাসের	৭৩২৲
নৈমিত্তিক খরচ	৭৩৶০
পেনশ্যনের উপলক্ষে খরচ	৯১।।০
কাপড়ের খরচ	২০৲
বার্ষিক মেরামতের	৫০৲
বার্ষিক মোট খরচ	৯৬৬৷৶০

হরেন এ, কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

সিরিশ্তা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।

১৭৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—তৃতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত জি, জে, আর লীনল সাহেব রাজ কার্য্যের সার্থের নিমিত্তে নদীয়ার নদী খণ্ড হইতে সরকুলের ও পূর্ব্ব খাল খণ্ডে প্রেরিত হইয়া গত মাসের ২৭ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।

১৭৭ নম্বর।—অশুদ্ধশোধন —এই মাসের ৪ তারিখের ১৭ নং বিজ্ঞাপনে "শ্রীযুক্ত এফ বি, ক্লাগেট সাহেব" এই নামের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত এফ, বি, কুডেট সাহেব এবং এই মাসের ৫ তারিখের ১ ৫নং বিজ্ঞাপনে "শ্রীযুক্ত জে বারো সাহেব এই নামের পরিবর্ত্তে 'শ্রীযুক্ত জে, বারন সাহেব' এই ২ নাম পাঠ করিতে হইবে।

১৭৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—তৃতীয় শ্রেণীর নিয়তকালীন সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত টি, এচ উইল সাহেব গত মাসের ২১ তারিখের ১২০ নম্বর বিজ্ঞাপনক্রমে যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা এই মাসের ৯ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

১৭৯ নম্বর।—শ্রীযুক্ত টি, এচ, উইল সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ, জে হিউম সাহেব অনুগ্রহের ছুটীহইতে এই মাসের ৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া সদর চক্রের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত হিউম সাহেব এই মাসের ৯ তারিখের অপরাহ্নে সদর চক্রের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ১৯ জুলাই।]

RAILWAY

The 11th July 1881

No 180 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose viz for the construction of works in connection with the extension of the Calcutta and South Eastern State Railway from Sonapore to Mugrahaut it is hereby declared that for the above purpose five detached pieces of land, four adjoining the main line of miles Nos 1, 6 8, and 10, and one at a distance of 1 200 feet from mile No 1, aggregating about 30 beegahs, more or less, situated in villages Sonapore, Poorundurpore, Koondrool, and Chundunpore district 24 Pergunnahs, are required

This declaration is made, under the provisions of section 6 Act X of 1870, to all whom it may concern

No 181 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for the Public Works Inspector s bungalow in the village of Kootdah pergunnah Beehea, zillah Shahabad it is hereby declared that for above purpose 1 plot of land is required as follows —

Plot No 1 —Measuring standard 1 beegah 15 cottahs 8 dhoors, bounded on the north by the Railway Company's land south by the public road east and west by Brego Nath Shaw s land

The 12th July 1881

No 182 —*Leave* —Mr A N Stewart Supervisor and Collector of the Calcutta and Eastern Canals is granted leave on medical certificate for fifteen months with subsidiary leave for not more than 10 days under Civil Leave Code Chapter X Sections 127 and 134

No 184 —*Promotion* —In accordance with the provisions of Public Works Code Chapter II—II—53, Honorary Lieutenant Sidney Smith Saunders is promoted to the rank of Assistant Engineer second grade, with effect from the 20th January 1881

RAILWAY

The 12th July 1881

No 185 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the Tirhoot State Railway Eastern Extension for an Inspection Bungalow in the village of Berhampur, pergunnah Loam zillah Durbhangah it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 7 beeghas 9 cottahs 11 chittacks of standard measurement bounded on all sides by the other lands of the village is required within the aforesaid village of Berhampur

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major* M S C

Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।

৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সোণাপুর অবধি মগ্রাহাট পর্য্যন্ত কলিকাতা ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ষ্টেট রেলওয়ের বর্দ্ধিতাংশ সংক্রান্ত কার্য্য প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত সোণাপুর ও পুরশরপুর ও কুন্দল ও চন্দনপুর গ্রামে মোটে ন্যূনাধিক ৩০৴ বিঘা অতন্ত্র পাঁচ খণ্ড ভূমির প্রয়োজন তন্মধ্যে চারিখণ্ড মূল পথের ১ ও ৬ ও ৮ ও ১০ মাইলের নিকটবর্ত্তি এবং এক খণ্ড ১ নং মাইল হইতে ১২০০ ফুট দূরে স্থিত।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮১ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত রোহিয়া পরগনার কুসবদা গ্রামে পবলিক ওর্কস সম্পর্কীয় ইনস্পেক্টরের বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ৬ কাঠা ৮ ধুর পরিমিত। তাহার উত্তর সীমা রেলওয়ে কোম্পানির ভূমি দক্ষিণ সীমা রাজপথ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা ব্রজনাথ শাহ জমি।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

১৮২ নম্বর।—ছুটী।—কলিকাতার ও পূর্ব্ব খাল সমূহের সুপরবাইসর ও কালেক্টর শ্রীযুত এ এন ষ্টুয়ার্ট সাহেব, চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ও ১৩৪ ধারামতে পনের মাসের ছুটী ও দশদিনের অনধিক আনুষঙ্গিক ছুটী পাইলেন।

১৮৪ নম্বর।—পদবৃদ্ধির কথা।—পবলিক ওর্কস বিভাগপুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ৫৩ ধারার বিধানানুসারে অদ্যবধি লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত সিডনি স্মিথ সণ্ডার্স সাহেব ১৮৮১ সালের ২৫ জানুয়ারি অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২ জুলাই।

১৮৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ছাবড়া জিলার অন্তর্গত লোয়াম পরগনার বেরুহামপুর গ্রামে ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের পূর্ব্বদিকের বর্দ্ধিতাংশের জমি স্থাপনের বাঙ্গালা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বেরুহামপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৭।৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উ ভূমির চতুঃসীমা উক্ত গ্রামের অন্যান্য ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এস নীল মেজর এম এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিলেক্ট কমিটীর মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা তৎসম্বন্ধে এই রিপোর্ট করিতেছি যে আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপি ও পার্শ্বলিখিত কাগজপত্র বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট লাট টরী সাহেবের ১৮৮ সালের ৯ নবেম্বরের ৭৫১৯নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [১নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ২ নবেম্বরের ২১২৪ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজ পত্র [২নং কাগজপত্র]।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮ সালের ১৭ নবেম্বরের ২৬৬২ নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৩নং কাগজপত্র]।

বোম্বাই হাই কোর্টের উকীল জি পীনী সাহেবের ৮৮ সালের ২৬ নবেম্বরের পত্র [৪নং কাগজপত্র।]

কলিকাতা হাই কোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত জে নিটএল হুয়াইট সাহেবের ১৮৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর ও মন্তব্য লিপি [৫নং কাগজপত্র]।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮১ সালের ৭ জানুয়ারির ৬৭ J নং পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৬ম কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের রেজেষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জে ক্রাফর্ড সাহেবের ১৮ ৯ সালের ৩ মের ৯৭ নং পত্র [৭নং কাগজপত্র]।

উক্ত সাহেবের ১৮৮১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির ২৭৯ নং পত্র [৭নং কাগজপত্র]।

কলিকাতা হাই কোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এচ জে হিথেষ সাহেবের ১৮৮১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির পত্র ও তৎসহিত কাগজপত্র [৮ নং কাগজপত্র]।

২। হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত-সমূহের উপর হাই কোর্ট বিষয়ক আইনের ৫ ধারামতে হাই কোর্টের যে ক্ষমতা আছে পাণ্ডুলিপির ৬ ধারায় একটি প্রকরণ যোগ করিয়া আমরা ছোট আদালতের উপর হাই কোর্টের সেই ক্ষমতা করিয়া দিয়াছি।

৩। আমরা জজদের নিয়োগ সংক্রান্ত ৭ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া বিধান করিয়াছি যে জজদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবেন। আমরা বিবেচনা করি যে, হাই কোর্টের আডবোকেট দল হইতে ছোট আদালতের ব্যারিষ্টার জজদিগকে মনোনীত করা উচিত কারণ তাঁহারা এদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এরূপ ভরসা করা যায়।

৪। পাণ্ডুলিপি যখন প্রথমে ছাপা হত করা যায় তাহাতে জজদের পদ ও মর্য্যাদা তাঁহাদের নিয়োগ বিষয়ক জ্যেষ্ঠতা সাপেক্ষ ছিল। এই নিয়ম চলিত না, কারণ দেখা যাইতে ছে যে আদালতের প্রত্যেক বিচারকের বিশেষ পদ ও বেতন আছে এবং কর্ম্ম প্রার্থিদের গুণ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আদালতের বিশেষ বিচারাসন দেওয়া যায়। এই নিমিত্ত নিয়োগ যে তারিখেই করা যাউক না কিন্তু দ্বিতীয় জজের পদ তৃতীয় জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর, তৃতীয় জজের পদ চতুর্থ জজের পদ অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত ইত্যাদি। এই কারণে আমরা চীফ জজ সর্ব্বোচ্চ পদস্থ হইবেন ৮ ধারায় এই বিধান করিয়া অবশিষ্ট জজদের পদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ধার্য্য করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের কথা সন্নিবেশ করিয়াছি।

৫। প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপিতে ছোট আদালতের যেরূপ সংগঠন ছিল, তাহাতে আমরা আর একটি পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যে কর্ম্ম একজন লোকে করিলে ভাল হয় বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে তদ্রূপ কতকগুলি কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা আদালতের হস্তে না রাখিয়া চীফ জজের প্রতি অর্পণ করা গিয়াছে (৩ ধারা এবং ৬১ ও ৬২ ধারা দেখ)।

৬। পাণ্ডুলিপির এই অংশে আর কেবল এই সংশোধনটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগের বিধান করিয়া ১৩ ধারার একটি প্রকরণ যোগ করা গিয়াছে এবং ২ ৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমায় তাঁহাকে বিচারাধিপত্য দিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পণ করিয়া একটি ধারা (১৪ ধারা) সন্নিবেশ করা গিয়াছে। বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে এই সংশোধনটি করা গিয়াছে। বঙ্গ সমের ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৬২ সালের ১১ আইনে ইহার নজীর আছে।

৭। মোকদ্দমার বিচারাধিপত্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা প্রথম যে পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহা প্রথম উপস্থিত করা পাণ্ডুলিপির ৬ ধারার তুল্য সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ১৮ ধারায় লক্ষিত হইবে। প্রথমে ঐ ধারা যেরূপ ছিল তাহা করিবার হেতু অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনাপত্রের ৭ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয় —

' ১৮৫০ সালের ৯ আইনে ঐ আদালতের প্রতি ৫০ টাকা মূল্য পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্য অর্পণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবার এই নিয়ম করা হয় যে যে প্রতিবাদিরা বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করে বা কর্ম্ম চালায় কেবল তাহারাই উক্ত বিচারাধিপত্যাধীন হইবে। পক্ষান্তরে ১৮৪ সালের ২৬ আইনে ৫০ টাকা অবধি ১০ টাকা পর্য্যন্ত বিচারাধিপত্যদান কালে তদনুসারে কার্য্য করিবার আর একটী হেতু প্রদত্ত হয় অর্থাৎ বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উত্থিত হওয়া। যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তাঁহাদের অধিক অংশের মত এই যে বিচারাধিপত্যের মূল সর্ব্বপ্রকার মূল্যের মোকদ্দমায় একই হওয়া উচিত। অন্য দিকে কেহ২ আবার এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন রূপ সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া না দিলে দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। মান্দ্রাজের হাই কোর্টের জজেরা ও শ্রীযুত বল্টীজ সাহেব যে মত অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয় অর্থাৎ এই বিষয়ে হাই কোর্টের ও ছোট আদালতের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নহে সুতরাং পাণ্ডুলিপি এরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে প্রেসিডেন্সিপত্তনে হাই কোর্টের যেরূপ বিচারাধিপত্য আছে এই বিষয়ে ছোট আদালতের প্রতি ঠিক সেইরূপ বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইয়াছে।

দূরদেশবাসী প্রতিবাদির বিরুদ্ধে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে আবার আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং আমরা এই আপত্তির বলবত্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। এনিমিত্ত ঐ আদালতের স্থানীয় বিচারাধিপত্যের সীমার বাহিরে যে প্রতিবাদী বাস করেন তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার প্রস্তাব থাকিলে আদালত তার অনুমতি লইতে হইবে। আমরা এই মর্ম্মের শব্দ সন্নিবেশ করিয়াছি এবং মূলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া আমরা সকল মোকদ্দমায় এই বিধান খাটাইয়াছি। এ বিষয়ে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য হাই কোর্টের বিচারাধিপত্যের সমান করিবার মূল কল্পনা এইরূপে ভঙ্গ হইয়াছে। আমরা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশ দণ্ডবাণী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের এইরূপ বিধানের অনুযায়ী করা ভাল বিবেচনা করিয়াছি।

৮। পরবর্ত্তী ধারায় কএক শ্রেণীর মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করা গিয়াছে। আমরা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরি সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা বিষয়ক ঐ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ উঠাইয়া দিয়াছি। কারণ ইহার সম্বন্ধে বাধাযুক্ত আপত্তি আছে দেখা যায় এবং আমরা নিম্নলিখিত প্রকরণগুলি যোগ করিয়াছি।—

(১) সাধারণত চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার কিম্বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা (পাণ্ডুলিপি যে আকারে প্রথম উপস্থিত হয় তাহাতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি বিষয়ক এরূপ মোকদ্দমা বাদ দেওয়া হইয়াছিল)

(২) বিদ্বেষ জনিত অভিযোগ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৩) ঋণদর্শনপত্র সহিত ঋণ শোধন করিবার মোকদ্দমা

(৪) সমুদ্রগামী জাহাজের উপর সাধারণ গড়পড়তা ও বিমা সংক্রান্ত মোকদ্দমা

(৫) সমুদ্রপথে জাহাজের ধাক্কা লাগিলে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৬) পেটেণ্ট বা গ্রন্থস্বত্ব বা ব্যবসায়ের চিহ্ন সম্বন্ধীয় নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা

(৭) অ শিশু বিলোপের নিমিত্ত নিষ্ঠা অ শিশু সংক্রান্ত কারবারের হিসাব নিমিত্ত যে কদ্দমা

(৮) কেবল স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রীর নিমিত্ত মোকদ্দমা

(৯) ধর্ম্মস কাজ ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া যে মোকদ্দমার নির্ভর রহে সেই মোকদ্দমা

(১০) উপযুক্ত পদ পাইবার মোকদ্দমা

(১১) স্থানীয় রাজা বা শাসনকারী সর্দ্দারদের বিরুদ্ধে অথবা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা।

এই সকল মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের বহির্ভূত করিবার কারণ এত স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তার নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

৯। আমরা (নূতন) ২১ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণটি উঠাইয়া দিয়াছি। ছোট আদালতের পরওয়ানার ফলে ঐ আদালতের কোন কর্ম্মচারী অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধে যদি তিনি ছোট আদালতে না করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সঙ্কল্প করেন তার কোন২ স্থলে ধরা পাড়তে পারিবেন না, ঐ প্রকরণে এই বিধান ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এরূপ স্থলে বাদির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

১০। আমরা (নূতন) ২২ ধারার শেষ ভাগও উঠাইয়া দিয়াছি। জানা যে স্থলে ছোট আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় সেই স্থলে যেহেতুতে জজ ধরচা দিবার সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন ঐ ভাগে তাহারি নির্দ্দেশ ছিল। আমরা বিবেচনা করি যে এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে জজের স্বেচ্ছাধীন থাকা উচিত।

১১। পরে মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ৫ অধ্যায় লইয়া আমরা বলিতে চাই যে ছোট আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অনেকা শ খাটান বিষয়ক ঐ অধ্যায়ের প্রথম ধারার বিরুদ্ধে যে২ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে আমরা তৎসমুদয় অতি সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

যে সকল শ্রেণীর লোকদের প্রায় সর্ব্বদাই সামান্য রকমের মোকদ্দমায় বাদী স্বরূপ উপস্থিত হইতে হয় এই সকল আপত্তি সাধারণের নিকট হইতে যত দূর আসিয়াছে প্রধান উক্ত শ্রেণীর লোক দের নিকট হইতেই উঠিয়াছে এবং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি এই ভাবিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছে যে নিয়মিত কার্য্য প্রণালীর এত অধিক অংশ ছোট আদালতের মোকদ্দমায় খাটাইলে খরচা বিলম্ব হইবে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ঐরূপে যে সকল বিধান বর্ত্তান গিয়াছে তাহার অধিকাংশই কেবল নাম মাত্র স্থলে প্রযুক্ত এবং আমরা বিবেচনা করি যে চলিত মোকদ্দমায় যে২ বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে কেহ তাহাদের সূত্র অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কার্য্যপ্রণালীটি অত্যন্ত সরল। অধিকন্তু আমরা দেখিতেছি যে উক্ত আইনের অনেক অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে কিয়ৎকাল হইতে মান্দ্রাজের ছোট আদালতে চলিত আছে এবং স্থিতিরীতি বিষয়ক বৃত্তান্ত দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে তথাকার প্রত্যেক জজ যে পরিমাণ কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহা কলিকাতার ও বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের কর্ম্মাপেক্ষা কম নহে আরো আমরা দেখিতেছি যে কলিকাতার ছোট আদালতের কতেরাই বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়া এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের অন্তর্গত অধিকাংশ ধারাই প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন।

১২। সে যাহা হউক আমরা বাক্ত আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তফসীলের দফা দফা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কিয়দংশ বাদ দিয়াছি তন্মধ্যে আবেদনপত্রের সহিত আবেদনপত্রের বা সংক্ষেপ বর্ণনাপত্রের নকল দিবার আদেশসূচক বিধান, এবং প্রকাশ করণ ন ক্রান্ত ও বিচার লিখিয়া লিপ্ত হইবার বিধান ও পাপরের মোকদ্দমা বিষয়ক সমুদয় অধ্যায়টি।

অধিকন্তু আমরা জজদের কর্ম্ম ভার কমাইবার উদ্দেশে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩৭ ধারার আদর্শে পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটি ধারা (৩৫ ধারা) সন্নিবেশ করিয়াছি। উহাতে ছোট আদালতে প্রতি এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে যাহা বিচার সম্পর্কীয় নয় বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যের মত নহে উক্ত আইনে জজের দ্বারা করিবার আদেশ থাকিলেও আমলা দ্বারা করা যাইতে পারিবে। আমরা বিবেচনা করি যে কার্য্যপ্রণালী এক্ষণে যেরূপ স্থিরীকৃত হইল তাহা অনিষ্টকর না হইয়া যত দূর সরল হইতে পারে হইয়াছে এবং অধিকাংশ মোকদ্দমাকারী ব্যক্তিই এইরূপ চাহে।

১৩। আমরা একটি ধারা যোগ করিয়া বিধান করিয়াছি যে যে উপকার প্রদত্ত হয় তাহা পাইবার স্বত্ব কিম্বা ঐ উপকার প্রদত্ত না হয় তাহার স্বত্ব ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই আইনমত কোন নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত হইবে না। পূর্ব্বনিষ্পত্তি সংক্রান্ত মত এই বিধানক্রমে অনেক পরিমাণে রক্ষিত হওয়াতে নি সন্দেহ দেশী লোকের যে

সকল প্রশ্ন একবার সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা কলে নিষ্পত্তি করা গিয়াছে তাহা আমার তুলিতে পারিবে, কিন্তু বহুমূল্য সম্পত্তির স্বত্ব ঘটিত জটিল প্রশ্ন ও বহু বিস্তীর্ণ ব্যাপার নিয়ামক জটিল বিবাদ স্থল সমূহ প্রথম যে কোন সামান্য দোকদ্দমা উপস্থিত হয় এই আইন সমূহ কোন আইনমতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কাপেক্ষা পূর্ব্বনিষ্পন্ন বিষয়ের কথা তুলা আমাদের বিশেষ ভয়াবহ বোধ হয় না।

১৪। যেং স্থলে বাদি সম্পূর্ণরূপ হারে না কিন্তু আপনার দাওয়ার সম্পূর্ণরূপ টাকা পায় না এবং যেং স্থলে ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধে অমূলক আপত্তি উত্থাপিত হয় সেইং স্থলের প্রতি আমরা (নূতন) ২ ধারা বর্ত্তাইয়াছি।

১৫। ৩০ ধারাটি নূতন। যাহা কিছু ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া রাখা হয় তাহা স্থানান্তর করিবার অধিকার সম্বন্ধে এদেশের বর্ত্তমান আইন প্রজাদের পক্ষে বিশেষ অনুকূল দেখা যায় কিন্তু ইংলণ্ডে যেং দ্রব্য "ফিএ ফেশিয়াস" পরগণাসাক্রমে লওয়া যাইতে পারে, তাহাও হাই কোর্টে না গেলে ছোট আদালতের কোন ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারীক্রমে পাইতে পারেন না বোধ হয়। অন্তত এরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, যদি কলিকাতায় প্রজারা খোলার ঘর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তথাপি ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ঘর লওয়া যাইতে পারে না। ভূম্যধিকারিরা এটি কষ্টকর বলিয়া অনুযোগ করেন এবং আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের অনুযোগ অযৌক্তিক নহে। কিন্তু আমাদের মতে প্রতিকার এই বিশেষ স্থলেই আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। এই নিমিত্ত আমরা বিধান করিয়াছি যে প্রজাই সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে প্রজা যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, তাহা অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীক্রমে লওয়া যাইতে পারিবে।

১৬। আমরা কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের অন্য প্রকারে দেওয়ানী দোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৩৩ ধারার শেষ শেষ পরিচ্ছেদে একটি ধারা (২৮ ধারা) দিয়া বিধান করিয়াছি যে ৫ তারিখে ডিক্রী করা যায় সেই তারিখ অবধি ৩ বৎসর গত হইলে পর ছোট আদালতের কোন ডিক্রী জারী করা যাইবে না কিন্তু ডিক্রীমত খাতক হলে স্থলে তিনবৎসরের মধ্য ডিক্রীজারী করিতে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

১৭। আমরা পাণ্ডুলিপির ৩৪ ধারায় ১৮৫০ সালের ৯ আইনের ৩১ ধারা পুনঃসন্নিবেশ করিয়াছি, ঐ ধারা বেতন কন্যা কিম্বা ঠিকা কাজ বা ব্যবসায়স্বরূপ কর্ম্মজন্য ৫০০৲ টাকার অনধিক টাকা মাসালগের পাওনা থাকিলে সে পুরুষবন্ধ ব্যক্তির নামে তাহা পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারিবে এইরূপ অনুমতি আছে কিন্তু যে স্থলে চুক্তি বিষয়ক আইনের ৭০ ধারামতে ঐ টাকা পাওনা হয় ভ্রান্তিনিবারণার্থ আমরা কেবল সেই স্থলেই স্পষ্ট বাক্যে এই বিধান খাটাইয়াছি আমাদের বিশ্বাস এই যে কেবল উক্ত আইনক্রমেই মাসালগে এক্ষণে ঐরূপ টাকা পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮। কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন আছে। একটী ধারা (৩৬ অবধি ৩৮ পর্য্যন্ত ধারা) সন্নিবেশ করিয়া ১৪ ধারামত রেজিষ্ট্রারের উপর যে বিচারাধিপত্য অর্পণ করা যাইতে পারিবে তদনুসারে কার্য্য হইবার বিধান করা গিয়াছে।

১৯। আমরা একটি নূতন অধ্যায় (৬ অধ্যায়) সন্নিবেশ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন বিচার হইবার বিধান বিষয় ধারা এবং ৫০০৲ টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমার হাই কোর্টে উপস্থিত করা মোকদ্দমার ন্যায় ঐ কোর্টে পুনর্ব্বিচারণী হইবার প্রণালী সংস্থাপক আর কএকটি ধারা দিয়াছি। এই ধারাগুলি শ্রীযুত কেনেডী সাহেবের প্রস্তাব করেন এবং এগুলি আসল ৩য় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক সংস্কারণী রিষ্টোরিয়ার ৪ ও ১৫ ৬ সন্নে আইনের ৫৭ অধ্যায়ের বিধান মূলক এই ধারাগুলির সম্বন্ধে এই সুবিধা আছে যে যে স্থলে অবিচার হয় কিন্তু আদালতে বিস্তারিত রূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন না হইয়াও আপীলের পরিবর্ত্তে একটি ব্যবস্থা হয়

২০। যোত্রহীনতা ও প্রবেট বিষয়ক কোনং শ্রেণীর মোকদ্দমার যেং অধ্যায় ক্রমে ছোট আদালতের প্রতি বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইত সেইং অধ্যায় আমরা উঠাইয়া দিয়াছি কারণ, আমাদের বিশ্বাস এই যে জটিলতা কাঠিন্য নিবন্ধন যে সকল মোকদ্দমা হাই কোর্টে পাঠান উচিত ছোট আদালত যদি সেই সকল মোকদ্দমা শুনেন, তবে হাই কোর্টের যে সময় বাঁচিবে তাহা অতি সামান্য। হাই কোর্টের এক্ষণে এইরূপ অনেক ক্ষুদ্র কার্য করিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার অধিকাংশ উক্ত কোর্টের আফিসে হয়, এবং তাহাতে জজদের অল্প সময় ব্যয় বা পরিশ্রম করিতে হয়।

প্রবেট ও রেমাধ্যক্ষতাপত্র দিবার সম্বন্ধে আমরা ইহাও বলিতে পারি আমাদের বিশ্বাস এই যে, ১৮৮১ সালের ৯ আইনে সার্টিফিকেট প্রণালী যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে এই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইবে

২১। ব্যবহারাজীব নিয়োগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হইলে, তাঁহাকে যে কী দেওয়া যায় খরচাদ্বন্দ্ব তাহার আদায় নিবারণার্থ ১৯ ধারা যে স্থলে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য ২০ টাকার কম সেই স্থলে আবদ্ধ রাখিয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিনা কেন, যে স্থলে অধিকতর টাকা লইয়া বিবাদ, সেই স্থলে খরচ নিবারণ সামান্য বিধির প্রয়োগ হইবে না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

২২। পরিশেষে আমরা ছোট আদালতে ব্যবহারজীবিদের আপনং কর্ম্ম নিরূপণার্থ একটি (৭২) ধারা সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম প্রকরণে বিধান আছে যে হাই কোর্টের আডবোকেট, আটর্নি ও উকীল ভিন্ন এবং এক্ষণে যাঁহারা ছোট আদালতের উকীল আছেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে বাদপ্রতিবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের কার্য্যস্থল কেবল ছোট আদালত হইবে, এরূপ একদল নিম্ন শ্রেণীর ব্যবহারাজীব গ্রহণ করা আমরা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না এনিমিত্ত যে সকল উকীলদিগকে পূর্ব্বে গ্রহণ করা গিয়াছে তাহাদের স্বত্বে হস্তক্ষেপ না করিলেও আমরা অন্য লোক গ্রহণ করা বন্ধ করিতে চাই।

এক্ষণে প্রথম ছোট আদালতের প্রতি যে বর্দ্ধিত বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইল তদনুসারে মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে উকীলস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার স্বত্ব উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণে কেবল হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল দিগকেই দেওয়া গেল এবং ঐ প্রকরণে এই আদেশ আছে যে কোন ব্যারিষ্টার ঐরূপে মোকদ্দমা চালাইলে হাই কোর্টের কোন আটর্নির বা উকীলের নিকট কিম্বা ছোট আদালতের কোন উকীলের নিকট উ দেশ প্রাপ্ত হইবেন। শেষোক্ত আদেশের হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

পক্ষদের আপনং মোকদ্দমা চালাইবার ও পরস্পরের জন্য উপস্থিত হইবার স্বত্ব ও স্বীকৃত মোক্তারদের স্বত্ব এই ধারায় রক্ষা করা গিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।

২৩। অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণন পত্র সহ এই পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন মান্দ্রাজের বোম্বাইয়ের ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে এরূপ রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে এক্ষণে যে সকল পরিবর্ত্তন করা গেল তাহাতে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় এইনিমিত্ত এই আইন যে তারিখে প্রচলিত হইবার কথা ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস করিয়াছি এবং আমাদের অনুরোধ এই যে ইহা পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যায়।

১৮৮১ সাল, ৪ মার্চ।

হুইটলী ষ্টোক্স।
জে জিমস।
সি সি পল।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

আমি বিবেচনা করি যে ২২ ধারার টাকার সীমা ২০০০ টাকা হইতে কমাইয়া ১০০০ টাকা করা উচিত অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টের সহিত আমার ঐকমত্য আছে।

জে, পিট কেমেরী।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক কার্য্য বিভাগ।

২ মন্ত্রণ।

১৮৮০ সালের ছোট আদালত সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

নিয়ম।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম আরম্ভ।
২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।
পূর্ব্ব ২ আইনে উল্লেখের কথা।
৩। আইন সংশোধনের কথা।
৪। "ছোট আদালত" শব্দের অর্থ।

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা।
৬। ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।
৭। জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।
৮। জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।
৯। আদালতের ক্ষমতা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।
১০। চীফ জজের দ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।
১১। মত ভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
১২। যে মোহর ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।
১৩। রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা। উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।
১৪। কুড়ি টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমায় রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।
১৫। জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

১৬। এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাই কোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

১৭। আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানিক সীমার কথা।
১৮। আদালতের যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।
১৯। যে২ মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।

ধারা।

২০। অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

২১। আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা বিরুদ্ধে মোকদ্দমার কথা।

২২। ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোনং অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৪। কৃত নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৫। বিপরীত দাওয়ার স্থলছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৬। যে দলীল প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ফেরত দিবার কথা।

২৭। কোনং স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

২৮। ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে নির্ধার কথা।

২৯। যে কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

৩০। স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন যে দ্রব্য প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩১। উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৩২। কোনং স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৩৩। ছোট আদালতের ডিক্রী অন্য আদালত দ্বারা জারী করিবার কথা।

ডিক্রী অন্য আদালতে পাঠান গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৪। নাবালগদের কোনং স্থলে বয়ঃপ্রাপ্তের ন্যায় নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৩৫। যে কার্য্যাচার কার্য্য নয় তাহা করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

৩৬। রেজিষ্ট্রারের অজিত ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

উপবিধি।

৩৭। জজ অব সদর ক্ষমতানুসারে রেজিষ্ট্রার বর্গ সমুদয় ডিক্রীজারী করিতে পারিবার কথা।

৩৮। রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবার কথা।

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৩৯। আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

৪০। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

৪১। পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২। হাই কোর্টের ডিক্রীজারী করণের কথা।

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৪৩। বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

৪৪। সমন জারী করিবার কথা।

৪৫। দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

৪৬। উক্ত অনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওন প্রভৃতি নিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭। দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

৪৮। স্বত্বাভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

এক্ষণস্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯। দখলকারী দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন দ্বারা কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত হইবার কথা।

৫১। দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৫২। প্রশ্নার্পণ যে সময়ে কৃত হইবে, তাহার কথা।

৫৩। যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচের কথা।

৫৪। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৫। পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৬। শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে, অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

ধারা।

৫৭। দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।
৫৮। ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।
৫৯। পরবর্ত্তাজ্ঞাপী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।
৬০। আদালতের বস্তুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৪ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

১০ অধ্যায়।

সামান্য আমলাদের অসদাচরণের কথা।

৬১। কর্ম্মচারিদের জবিমানা হইতে পারিবার কথা।
৬২। আজ্ঞা বা ওয়ারেন্ট জারী করিতে বেলিফের বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।
৬৩। কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।
৬৪। আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন প্রভৃতি দিতে পারিবার কথা।
৬৫। আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

১১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

৬৬। কোন২ অবজ্ঞার স্থলে আদালতের কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৬৭। উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।
৬৮। ৬৬ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৬৯। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।
৭০। উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।
৭১। ৬৬ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৭২। কে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।
৭৩। যে ব্যক্তিদের দ্বারা পরওয়ানা জারী করা যাইতে পারে, তাহাদের কথা।
৭৪। রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।
৭৫। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশ মতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।
৭৬। পর্ব্বদিন ও বন্দের দিনের কথা।
৭৭। ছোট আদালতের দ্বার রুদ্ধকরণ হইতে কোন ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।
৭৮। ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।
৭৯। যে স্থানে কারাবদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।
৮০। আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মহেতুক মোকদ্দমায় প্রস্তাবের কথা।

ধারা।

৮১। অভিযোগের নিবারণের কথা।

প্রথম তফসীল।—যে২ আইন রহিত হইল।

দ্বিতীয় তফসীল।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিল গেল।

তৃতীয় তফসীল।—সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা লিখিত ফী।

২নম্বর।

রাজধানী নগর সমূহে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে প্রবল হইবে।

সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ।

কিন্তু এই আইনের কোন কথায় সৈন্যদের সুবিধা ও নিয়ম বিধান বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১৪৪ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

২ ধারা। যে তারিখে এই আইন প্রবল হইবে সেই তারিখ অবধি এই আইনের প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট আইন গুলির যে পরিমাণ তাহাতে উল্লিখিত হইল, সেই পরিমাণ রহিত হইবে।

যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত কোন আইনমতে যে সকল আদালত সংস্থাপিত ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে তৎসমুদয় যতদূর হইতে পারে এই আইনমতে সংস্থাপিত ও কৃত বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

যে তারিখে এই আইন প্রবল হয় তাহার পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ আইনে এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন আইনের উল্লেখ থাকিলে উহা যথাসাধ্য এই আইনের বা সেই বিষয় সংক্রান্ত এই আইনের বিধানের উল্লেখ বলিয়া পঠিত হইবে।

পূর্ব্ব২ আইনে উল্লেখের কথা।

৩ ধারা। কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষাকরণের ১৮৫৩ সালের ২৩ আইনের ৩ ধারায় উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্টবর্ত্তে " এই কথা রহিত হইল এবং " উক্ত আইনের লিখিত অল্প বর্জ্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কমিশ্যনর সাহেবের ও উক্ত কমিশ্যনরদের এই২ কথার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক স্থলে কলিকাতার ছোট আদালতের জজদের এই কথা দিতে হইবে।

আইন সংশোধনের কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৮ ধারায় "৩৯ অধ্যায়ের" এই অঙ্ক ও শব্দের পর এবং "রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের" এই অঙ্ক ও শব্দ গুলি দিতে হইবে।

৪ ধারা। এই আইনে ছোট আদালত শব্দের অর্থ।

ছোট আদালত শব্দে এই আইনমতে কলিকাতা মান্দ্রাজ বা বোম্বাই নগরে সংস্থাপিত ছোট আদালত বুঝাইবে।

---

২ অধ্যায়।

আদালত সংস্থাপনের ও তাহার কার্য্যকারকদের কথা।

৫ ধারা। ছোট আদালত সংস্থাপনের কথা।

কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে এক একটি আদালত থাকিবে। তাহা কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের ছোট আদালত নামে খ্যাত হইবে।

৬ ধারা। ঐ আদালত হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

ঐ ছোট আদালত ১৮৬৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের হাই কোর্ট সংক্রান্ত লেটর্স পেটেণ্টের ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের মর্ম্মানুসারে কলিকাতার বা স্থল বিশেষে মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানের অধীন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং হাই কোর্টের আপীলী বিচারাধিপত্যের অধীন আদালত সম্বন্ধে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৭ ও ২৪ বৎসরের আইনের ১৪ অধ্যায়ের ৫ ধারামতে ঐ কোর্টের যে ক্ষমতা আছে ছোট আদালত সম্বন্ধেও সেই ক্ষমতা থাকিবে।

৭ ধারা। জজদিগকে নিযুক্ত স্থগিত ও পদচ্যুত করিবার কথা।

মন্ত্রিসভা বহির্ভূত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া একজন চীফ জজ ও আর যত জন উচিত বোধ করেন তজ্জন লোককে ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু চীফ জজ সমেত ঐ রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি সব জজের তিন ভাগের এক ভাগ উক্ত কোন হাই কোর্টের আডবোকেট হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ রূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপে নিযুক্ত কোন জজকে স্থগিত করিতে এবং মন্ত্রিসভাস্থিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

৮ ধারা। জজদের পদ ও মর্য্যাদার কথা।

চীফ জজ পদে ও মর্য্যাদায় জজদের মধ্যে প্রথম গণ্য হইবেন।

অন্য জজেরা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যেরূপ আদেশ করেন তদনুসারে পদ ও মর্য্যাদা পাইবেন।

৯ ধারা। আদালতের ক্ষমতা তাহার মেম্বরদের প্রতি অর্পণ করিবার কথা।

এই আইনে বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রবল থাকে তাহার প্রবর্ত্তনের বিধান না থাকিলে, হাই কোর্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ছোট আদালত এই আইন ক্রমে বা চলিত অন্য আইনক্রমে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত কোন ক্ষমতানুসারে যে রূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপে এক বা একাধিক জজের দ্বারা কার্য্য হইবার বিধান করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। চীফ জজেদ্বারা আদালতের কর্ম্ম বিভাগের কথা।

উক্ত বিধি প্রবল থাকিয়া, শ্রীযুক্ত চীফ জজ সাহেব সময়ে২ ভিন্ন২ জজদের মধ্যে আদালতের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত উচিত বোধ করেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

১১ ধারা। পক্ষাপক্ষিবিভিন্নমতে যে স্থলে প্রকারান্তরের মতভেদ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

বিধান করা গিয়াছে সেই স্থল ছাড়া অন্য কোন স্থলে দুই কিম্বা তদধিক জজ একত্র অধিবিষ্ট হইয়া কোন প্রশ্নসম্বন্ধে ভিন্নমত হইলে, অধিকাংশের মত প্রবল হইবে, এবং আদালত সমান দুই দলে বিভক্ত হইলে, ঐ ভিন্নমত জজদের মধ্যে যদি চীফ জজ একজন হন তিনি কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে ভিন্নমত জজদের মধ্যে পদ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ জজ যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

১২ ধারা। যে মোকদ্দমা ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যৎকালে যে প্রকারের আদেশ করিবেন ছোট আদালত সেই প্রকারের আকারের ও আয়তনের মোকদ্দমা ব্যবহার করিবেন।

৩ ধারা। রেজিষ্ট্রার ও আমলা নিযুক্ত করিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ঐ আদালতের রেজিষ্ট্রার নামে এ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি উক্ত আদালতের প্রধান আমলা হইবেন।

এবং আদালতের বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও এই আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনক্রমে তৎপ্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত ও যেং কর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছে সেইং ক্ষমতানুসারে সেইং কর্ম্ম সম্পাদনার্থ যত জন আবশ্যক হয় চিফ জজ তত জন ক্লার্ক বেলিফ ও অন্য আমলা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

উক্ত কর্ম্মচারিদের ক্ষমতার ও কর্ম্মের কথা।

চীফ জজ হাই কোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়ে২ এতদর্থে বিধি করিয়া যেরূপ আজ্ঞা করেন, তদনুসারে উক্তরূপে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার ও অন্য কর্ম্মচারিরা উক্ত ক্ষমতাক্রমে আমলার কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

চীফ জজ উক্তরূপে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারিকে স্থগিত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন কিন্তু যে রেজিষ্ট্রার বা কর্ম্মচারির মাসিক বেতন একশত টাকা তদধিক তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভিন্ন, কিম্বা বাদির যে উপকার পাইবার দাওয়া ঐ নিষ্পত্তিক্রমে বাধিত হয় ঐ সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্বাভাবাভিন্ন অন্য কিছুর সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ যে বাটী আপনার বলে বলরাম তাহার হানি করাতে, আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে হানি পূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম আনন্দের বাটী বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত নিষ্পত্তি করেন যে বাটী আনন্দের ও তিনি হানিপূরণ স্বরূপ ১০০৲ টাকা পাইবার স্বত্ববান্। আনন্দের হানি পূরণ পাইবার সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত, কিন্তু ঐ বাটীতে তাঁহার স্বত্বসম্বন্ধে নহে এবং বলরাম ঐ বাটীর আরো হানি করাতে আনন্দ তাহার নামে পরে মোকদ্দমা আনিলে, আনন্দের স্বত্ব নাই বলিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(খ) বলরামের লিখিত নিবন্ধপত্রক্রমে প্রাপ্য বলিয়া কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দ বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে। আদালত লিখিয়া দেওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং কিস্তির টাকার নিমিত্ত আনন্দকে ডিক্রী দেন। সেই নিবন্ধপত্রক্রমে পরবর্ত্তী এক কিস্তি নিমিত্ত আনন্দ পরে বলরামের নামে নালিশ করে আবার লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করিতে বলরামের কোন বাধা নাই।

(গ) (খ) উদাহরণের লিখিত স্থলে আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বলরাম নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে এবং আদালত বলরামের স্বাক্ষর জাল করা হইয়াছে নির্ণয় করিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। ইহাতে আবার ঐ নিবন্ধপত্রসূত্রে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আনন্দের কোন বাধা নাই।

(ঘ) আনন্দ একটি ঘোড়া পাইবার নিমিত্ত বলরামের নামে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আনন্দ বলে ঐ ঘোড়াটি আমার সম্পত্তি ও আপন ইচ্ছামত কালের নিমিত্ত বলরামকে ব্যবহার করিতে দিয়াছি। বলরাম ঘোড়া আনন্দের বলিয়া স্বীকার করে না। আদালত ঘোড়া আনন্দের বলিয়া নির্ণয় করেন, এবং তাঁহাকে দখল পাইবার ডিক্রী দেন ও আনন্দ ঘোড়া দখল করিয়া লয়। বলরাম ঘোড়া আপনার বলিয়া পরে তাহার দখল পাইবার নিমিত্ত আনন্দের নামে মোকদ্দমা করে। পূর্ব্ব মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বলে বলরাম এই মোকদ্দমা করিবার কোন বাধা হইবে না।

২৫ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১ ধারাক্রমে বিপরীত দাওয়ার স্থল ভিন্ন কোনস্থলে আদালতের আদেশমতে না হইলে বর্ণনাপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

বিপরীত দাওয়ার স্থল ছাড়া বর্ণনাপত্র না হইবার কথা।

২৬ ধারা। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে ঐ মোকদ্দমার নূতন বিচার বা পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা না গেলে, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে প্রার্থনা করা গেলেও তাহা অগ্রাহ্য হইলে কিম্বা নূতন বিচার বা স্থলবিশেষে পুনর্ব্বার শুনানী শেষ হইলে কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার এক পক্ষ হউন বা নাই হউন ঐ মোকদ্দমায় যে দলীল উপস্থিত করিলেন ও যাহা নথীর মধ্যে রাখা গেল তাহা ফেরত লইতে চাহিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৩ ধারামতে ঐ দলীল আটক করিয়া রাখা না গেলে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার অধিকার থাকিবে।

যে দলীল প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয় তাহা ফেরত দিবার কথা।

কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ঘটনার পূর্ব্ব কোন সময়ে কোন ব্যক্তি দলীল ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যকারককে আসল দলীলের পরিবর্ত্তে ঐ দলীলের সত্য নকল দিলে দলীল খানি তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু ডিক্রীর বলে কোন দলীল বাজেয়াপ্ত কিম্বা আকর্ষণ করা গেলে সেই দলীল ফেরত দেওয়া যাইবে না।

দলীল ফিরিয়া পাইবার রসীদ রহী রাখা যাইবে

প্রমাণস্বরূপ যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহা ফেরত দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তি তাহা লইয়া যান তিনি ঐ রহীতে রসীদ লিখিয়া দিবেন।

২৭ ধারা। যে কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দাওয়া অস্বীকার করে এবং বাদী দাওয়ার সমুদয় টাকার ডিক্রী না পায় ছোট আদালত তাপন বিবেচনায় যত টাকা উচিত বোধ করেন প্রতিবাদির কষ্ট ও উপস্থিতি হেতুক ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাকে তত টাকা দিবার নিমিত্ত বাদির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন স্থলে বাদির প্রতিবাদিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারামতে যে কোন দাওয়া বা আপত্তি করা যায় তাহা অগ্রাহ্য করা গেলে, ছোট আদালত যে বা যেং টাকা উচিত বোধ করেন আপন বিবেচনামতে পূর্ব্বোক্তরূপ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ডিক্রীদারকে বা ডিক্রীমত খাতককে বা উভয়কে সেই বা সেইং টাকা দিবার নিমিত্ত ঐ দাওয়া বা আপত্তিকারী ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারার আজ্ঞামত যে টাকা দেয় হয় তাহা দেওয়া না গেলে যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ আজ্ঞা হয় তিনি যে ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা করা যায় তাহার বিরুদ্ধে উহা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

২৮ ধারা। ডিক্রীর তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর এই আইনমত ডিক্রী জারী করিবার কোন প্রার্থনা পত্র গ্রাহ্য করা যাইবে না।

ডিক্রীজারীর প্রার্থনা সম্বন্ধে বাধার কথা।

কিন্তু ঐ তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীমত খাতক বলে স্থলে ঐ ডিক্রীজারী করাকে না দিলে এই নিয়ম খাটিবে না।

২৯ ধারা। ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতককে ধৃত করিবার বা তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিবার হুকুম দিলে আদালতের যে কর্ম্মচারির প্রতি ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার ভার অর্পিত হয় তাঁহার সহিত ডিক্রীদার বা তৎ পক্ষীয় অন্য কোন ব্যক্তি যাইয়া ডিক্রীমত খাতককে বা স্থল বিশেষে যে সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিবে।

যে কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট জারী করেন তাঁহার সহিত ডিক্রীদারের যাইবার কথা।

৩৮ ধারা। ছোট আদালতের কোন ডিক্রীমত খাতক স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় প্রজা হইলে, ঐ সম্পত্তিতে যাহা কিছু সংলগ্ন হইবে এবং যাহা তাঁহার প্রজাসম্বন্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে তিনি তুমাধিকারির অনুমতি বিনা আইন অনুসারে স্থানান্তর করিতে পারিতেন তাহা উক্ত ডিক্রী জারীর কার্য্য পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্ত ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত হইলে ক্রেতা তাহা পৃথক্ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, কিন্তু ডিক্রীমত খাতক প্রজা স্থানান্তর করিলে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু করিতে বাধ্য হইতেন তাহা না করিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য স্থানান্তর করিবেন না।

স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন বেদখল প্রজা স্থানান্তর করিতে পারে তাহা ডিক্রী জারীতে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৩৯ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে ডিক্রীমত খাতককে ধরা যায়, সেই ব্যক্তি যত টাকা দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হয় সেই টাকার ও খরচার কাবিন দিলে উক্ত আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত জামিন দিলে ডিক্রীমত খাতককে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৪০ ধারা। যদি ছোট আদালতের প্রতীতি হয় যে উক্ত আদালতের ডিক্রীমত কোন খাতক পীড়া বা অন্য উপযুক্ত কারণে ডিক্রীর টাকা, অথবা উক্ত আদালত কিস্তিক্রমে ঐ টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়া থাকিলে কোন কিস্তির টাকা, দিতে অক্ষম, তবে উক্ত আদালত সময়ের যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সময়ের নিমিত্ত ও তদ্রূপ নিয়মে ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

কোন২ স্থলে আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

৪১ ধারা। যদি ছোট আদালতের ডিক্রীমত খাতকের ডিক্রীর টাকা শোধ হইবার উপযুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে না থাকে তবে উক্ত আদালত ডিক্রীদারের প্রার্থনাক্রমে, ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত তাহা

(ক) উক্ত স্থানীয় সীমার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তির উপর জারী করিতে হইলে জিলা জজের, এবং

(খ) অন্য সকল স্থলে যে দেওয়ানী আদালত ঐ সীমার মধ্যে উক্ত ডিক্রীমত খাতক বা তাহার অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি থাকে, সেই আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

ছোট আদালত ডিক্রীমত খাতকের অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারী করিবার কথা।

যে আদালত ডিক্রী জারী করেন সেই আদালত ভিন্ন অন্য আদালত দ্বারা ডিক্রী জারীর যে কার্য্যপ্রণালী দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্তরূপ স্থলসমূহে সেই কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে।

ডিক্রী জারী, আদালত ও পাঠানোর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২ ধারা। এই আইনে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন যত দূর স্থান পিয়াছে তাহা ভিন্ন প্রকার বিধান থাকিলেও, ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭০ ধারানুসারে বেতন বা ভৃতি কার্য্য করার কর্ম্ম জন্য কোন ব্যক্তিগণের যে টাকা পাওনা হয়, তাহা পাঁচশত টাকার অধিক না হইলে, সেই আদালত হয় প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে যেরূপ নালিশ করিতে পারিত ঐ টাকার নিমিত্ত সেইরূপে নালিশ করিতে পারিবে।

আদালতের কোন২ স্থলে বরং আইনের বিধান নিয়মে নালিশ করিতে পারিবার কথা।

৪৩ ধারা। বিচারকার্য্য না হইয়া কিম্বা বিচারে কার্য্যের ভারাপন্ন হইয়া যে কার্য্য এই আইনক্রমে বর্ত্তান দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে বিচারপতির দ্বারা করা যাইবার আদেশ থাকে তাহা, এবং এরূপে বর্ত্তান উক্ত আইনের ৩৯৪ ধারামতে হিসাব পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করণার্থে নিযুক্ত জামীনের দ্বারা যে কার্য্য করা যাইতে পারে তাহা, ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রারের দ্বারা কিম্বা ঐ আদালতের অন্য যে কার্য্যকারককে উক্ত আদালত এতদর্থে সময়ে২ নিযুক্ত করেন তাঁহার দ্বারা করা যাইতে পারিবে।

যে কার্য্য বিচার কার্য্যের ভারাপন্ন হইয়া করিবার ভার অর্পণ করিতে পারিবার কথা।

এই ধারার মর্ম্মানুসারে যে২ কার্য্য বিচার কার্য্য নয় ও যাহা বিচারপদার্থের ভারাপন্ন বলিয়া জানা যায় তাহা কোর্ট সময়ে২ বিধি করিয়া ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা। ১৪ ধারামতে রেজিষ্ট্রার যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন, ছোট আদালতের কোন জজ তাহা যেরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন তিনিও সর্ব্বতোভাবে সেইরূপে শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

রেজিষ্ট্রারের জজের ন্যায় মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবার কথা।

কিন্তু উক্ত আদালতের কোন জজ, চীফ জজের আজ্ঞা মানিয়া যখন উচিত বোধ করেন রেজিষ্ট্রারের ফাইল হইতে কোন মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া আনিতে পারেন।

উপবিধি।

৪৫ ধারা। আদালত যে কোন মূল্যের ডিক্রী করেন রেজিষ্ট্রার তাহা জারী করিবার প্রার্থনাপত্র গ্রহণ এবং ডিক্রীমত খাতকদিগকে ধরিয়া জজের সমর্পণ ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐ আদালতের কোন জজ এই আইনমতে যে কোন আজ্ঞা করিতে পারিতেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

জজের মত ক্ষমতা মূল্যের রেজিষ্ট্রারের সমুদয় ডিক্রী জারী করিতে পারিবার কথা।

৪৬ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বা আনুষঙ্গিক কর্ম্মে রেজিষ্ট্রার যে কোন ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন, তাহা উক্ত আদালতের কোন জজে কৃত হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিমিত্ত বাধীন হইবার কথা।

রেজিষ্ট্রার যে ডিক্রী বা আজ্ঞা করেন তাহা কোন জজের কৃত হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে নূতন বিচারের নিমিত্ত বাধীন হইবার কথা।

নূতন বিচারের নিয়মাধীন হইবে।

১৪ ধারা। যে মোকদ্দমার বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই টাকার অনধিক সেই মোকদ্দমার বিচার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের প্রতি এই আইনমত জজের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন। আর রেজিষ্ট্রার যে কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম, ছোট আদালতের কোন জজ উচিত বোধ করিলে চীফ জজের আজ্ঞাধীনে সেই মোকদ্দমা আপন ফাইল হইতে রেজিষ্ট্রারের ফাইলে চালান করিতে পারিবেন।

দুই টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমার রেজিষ্ট্রারকে জজের ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

১৫ ধারা। যে জজ বা অন্য কর্ম্মচারী এই আইনমতে নিযুক্ত হন, তিনি যতকাল ঐ রূপ জজ বা কর্ম্মচারী থাকেন ততকাল স্বয়ং বা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীস্বরূপ প্রকাশ্যে বা গোপনে আডবোকেট, ব্যারিষ্টর, এটর্ণি বা অন্য ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিবেন না কিম্বা আপন হিসাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির অংশীস্বরূপ কোন কারবার বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবেন না।

জজ বা অন্য কর্ম্মচারির ব্যবসায় বা কারবার না করিবার কথা।

উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী ঐ প্রকারে ব্যবসায় বা কর্ম্ম করিলে বা কারবারাদিতে লিপ্ত হইলে তিনি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৮ ধারামত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

কিন্তু উক্তরূপ কোন জজ বা কর্ম্মচারী রাজকীয় সমন্ব পেটেণ্টপত্র পার্লিয়ামেণ্টের আইন কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় কোন ব্যবস্থাপক সমাজের আইনক্রমে সমর্থাপিত বা রেজিষ্টরী করা কোন কোম্পানির মেম্বর হইতে যে পারিবেন না এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

---

৩ অধ্যায়।

ঐ আদালতে যে আইন চলিবে তাহার কথা।

৬ ধারা। কার্য্যপ্রণালী ও বীজ সংক্রান্ত প্রশ্নভিন্ন অন্য যে সকল প্রশ্ন এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য ছোট আদালতে উত্থিত হয় হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপতিক্রমে কার্য্যকালে ঐ কোর্ট যে আইন অনুসারে কার্য্য করেন সেই আইন অনুসারে ঐ সকল প্রশ্ন সহরা কার্য্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

এই আইনমত মোকদ্দমা প্রভৃতিতে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় তাহার নিষ্পত্তি হাইকোর্টে যে আইন অনুসারে কার্য্য হয় তদনুসারে হইবার কথা।

---

৪ অধ্যায়।

মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিচারাধিপত্যের কথা।

৭ ধারা। হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের সংকালে যে স্থানীয় সীমা থাকে প্রত্যেক ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের সেই স্থানীয় সীমা হইবে।

আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার কথা।

১৮ ধারা। ৯ ধারায় বর্জ্জিত কথা বাদিয়া ছোট আদালতের যে সকল আদালতের সমুদয় দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারাধিপত্যের মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইবে না।

শত্রু থাকিলে তাহার কথা।

আর ইহাও আবশ্যক যে (ক) নালিশের হেতু সম্পূর্ণরূপে বা অংশত ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে উত্থিত হইয়াছে এবং নালিশ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐ আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুমতি দিয়াছেন কিম্বা

(খ) মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে সকল প্রতিবাদী যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন কিম্বা

(গ) প্রতিবাদিদের মধ্যে কোন জন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে যথার্থই ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ স্থানীয় সীমার মধ্যে বাস করেন বা ব্যবসায় চালান বা লভ্যার্থে নিজে কর্ম্ম করেন, এবং যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে না হয় যে প্রতিবাদিরা পূর্ব্বোক্ত স্থানে বাস না করেন বা ব্যবসায় না চালান বা লভ্যার্থ নিজে কর্ম্ম না করেন তাঁহারা ঐ রূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করণবিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।

১ ব্যাখ্যা।—কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষে কোন বিপরীত দাওয়া স্বীকার করাতে, দাওয়ার টাকা কমিয়া দুই হাজার টাকার অনধিক হইলে, ছোট আদালতের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

২ ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তির একস্থানে নিয়ত নিবাস ও অন্য স্থানে কেবল কিয়ৎকালীন কার্য্যের নিমিত্ত বাসা থাকিলে তাঁহার কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাসার স্থানে নালিশের হেতু উত্থিত হইলে তৎসম্পর্কে উভয় স্থানেই তাহার বাস হইতেছে এমত জ্ঞান হইবে।

৩ ব্যাখ্যা।—কোন সমবায়িক সমাজ কিম্বা কোম্পানি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত আপনার একই বা প্রধান কার্য্যালয়ে ব্যবসায় চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে অথবা কথিত সমাজ বা তাহার নিয়তের কার্য্যালয় থাকিলে ও সেই স্থানে নালিশের কোন হেতু ঘটিলে, তৎসম্পর্কে সেই স্থানে ব্যবসায় চালাইতেছেন এমত জ্ঞান হইবে।

যে মোকদ্দমায় এই আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না তাহার কথা।

১৯ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে না অর্থাৎ,

(ক) রাজস্ব কার্য্য বা আদায় করণ সংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব বা কোন গবর্ণর সাহেব কিম্বা শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা মান্দ্রাজের বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার কোন সভ্য স্থানীয় পদোপলক্ষে অথবা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে কোন ব্যক্তি যে কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(গ) কোন জজ বা বিচারসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক আপন পদের কার্য্যোপলক্ষে অথবা কোন আদালতের বা উক্তরূপ কোন জজের বা বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যকারকের কোন বিচার বা আজ্ঞোক্রমে কোন ব্যক্তি, যে কোন কার্য্য করিবার আজ্ঞা দেন বা যে কার্য্য করেন, তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায়

(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায়

(ঙ) স্থাবর সম্পত্তির বাটওয়ারা হইবার মোকদ্দমায়

(চ) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সিদ্ধি করিবার বা বন্ধক হইতে তাহা মুক্ত করিবার মোকদ্দমায়

(ছ) স্থাবর সম্পত্তিগত অন্য কোন স্বত্ব বা স্বার্থ নিরূপণ করিবার মোকদ্দমায়

(জ) চুক্তিমত বিশেষ কার্য্য করিবার বা চুক্তি অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমায়,

(ঝ) নিষেধ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমায়

(ঞ) নিদর্শনপত্র রহিত বা সংশোধন করিবার মোকদ্দমায়

(ট) ন্যাসমত কার্য্য হইবার মোকদ্দমায়

(ঠ) সমুদ্রগামী জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ গড় গতত, ও বিমা বিষয়ক মোকদ্দমায়

(ড) সমুদ্র পথে জাহাজে জাহাজে ধাক্কা লাগিলে, তৎসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ঢ) পেটেণ্ট, গ্রন্থ স্বত্ব বা ব্যবসায়ের চিহ্ন সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(ণ) অংশিত্ব বিলোপ করিবার বা অংশিত্ব ঘটিত কারবারের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(ত) আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ও তাহার যথাযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহের হিসাব পাইবার মোকদ্দমায়

(থ) লিখিত বা বাচনিক অপবাদ রটনা নিষেধ জনিত অভিযোগ পরস্ত্রী গমন বা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ নিবন্ধন ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়

(দ) দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃ প্রাপ্তির স্ত্রী পুত্র প্রাপ্তের কিম্বা বিবাহ বন্ধনচ্ছেদের মোকদ্দমায়

(ধ) কেবল স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবার মোকদ্দমায়

(ন) যে মোকদ্দমায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বা ক্রিয়া কাণ্ড ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির উপর বাদির দাওয়া নির্ভর করে সেই মোকদ্দমায়

(প) উপভুক্ত পদ পাইবার মোকদ্দমায়

(ফ) স্বামী রাজা বা শাসনকারী সর্ব্বারের বিরুদ্ধে কিম্বা ভিন্নদেশীয় রাজদূতের বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মোকদ্দমায়,

(ব) কোন হাই কোর্টের বিচারপত্র অনুযায়ী মোকদ্দমায়

(ভ) প্রচলিত কোন আইনক্রমে যে২ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ছোট আদালতের নাই সেই২ মোকদ্দমায়

২০ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক না হইলে যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের গ্রাহ্য হইত সেই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ যদি লিখিয়া এই রূপ নিয়মপত্র করিয়া থাকেন যে উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিতে ছোট আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিবে তবে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য দুই হাজার টাকার অধিক হইলেও, উক্ত আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার বিচারাধিপত্য থাকিবে।

অর্থগত বিচারাধিপত্যের অতিক্রান্ত মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আদালতের বিচার করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ প্রত্যেক নিয়মপত্র আদালতে দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল করা গেলে তৎসংক্রান্ত উভয় পক্ষ উক্ত আদালতের বিচারাধিপত্যের অধীন হইবেন এবং উক্ত মোকদ্দমার ঐ আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা বদ্ধ হইবেন।

২১ ধারা। যে সকল মোকদ্দমায় ছোট আদালতের কোন কর্ম্মচারী স্বীয় পদোপলক্ষে এক পক্ষ সেই সকল মোকদ্দমা উক্ত আদালতের পরওয়ানা জারীক্রমে গৃহীত সম্পত্তির বা তদুৎপন্ন টাকার বা তাহার মূল্যের সম্বন্ধে না হইলে বাদির ইচ্ছামতে এই আইন বিরুদ্ধ না হইলে যেরূপ হইত সেই রূপে, হাই কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আদালতের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বা তদ্বিরুদ্ধ মোকদ্দমার কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারায় লিখিত মোকদ্দমা ভিন্ন ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা যদি হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় এবং যদি উক্ত মোকদ্দমার বাদী, চুক্তিমূলক মোকদ্দমা হইলে দুই হাজার টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে, এবং অন্য কোন রূপ মোকদ্দমা হইলে তিনি শত টাকার বা সেই মূল্যের কম পরিমাণে ডিক্রী পান তবে বাদিকে কোন খরচা দেওয়া যাইবে না।

ছোট আদালতের বিচার্য্য অন্য মোকদ্দমা বাদী হাই কোর্টে উপস্থিত করিলে খরচার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় বাদী ডিক্রী না পাইলে মওক্কেলের নিকট আটর্ণি যেরূপ খরচা পান প্রতিবাদী সেইরূপ খরচা পাইবার অধিকারী হইবেন।

যে জজ সাহেব উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি উহা হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি উহার প্রতি বর্ত্তিবে না।

---

৫ অধ্যায়।

মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের কোন২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অধ্যায় ও ধারা নির্দ্দিষ্ট হইল সেই২ অধ্যায় ও ধারা ছোট আদালতে চলিবে, ও উক্ত আদালতের বিবেচনায় যত দূর বর্ত্তিতে পারে, তত দূর বর্ত্তিবে এবং এই আইনের বিশেষ বিধান দ্বারা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল যে স্থলে তাহার বিরুদ্ধ হয় সেই স্থল ছাড়া উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী ছোট আদালতের বিচার্য্য সকল মোকদ্দমায় অনুসৃত হইবে।

ডিক্রী নিষ্পত্তি বিষয়ের কথা।

২৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৩ ধারার বিপরীত ভাবের কথা থাকিলেও এই আইনের বিধানমতে যে নিষ্পত্তি করা যায় তৎক্রমে যে উপকারের আদেশ হয় সেই নিষ্পত্তির সময়ে সেই উপকার পাইবার স্বত্ব

৬ অধ্যায়।

নূতন বিচার ও পুনর্ব্বার শুনানী হইবার কথা।

৪৯ ধারা। পক্ষাপ্রিবিক বিশেষ বিধানের স্থল ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ছোট আদালতের প্রত্যেক ডিক্রী ও আজ্ঞা চূড়ান্ত গণিতান্ত হইবে কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৫২ ধারামত ডিক্রী ভিন্ন কোন মোকদ্দমায় ডিক্রীর বা আজ্ঞার তারিখ অবধি আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ প্রার্থনা করিলে আদালত যেরূপ নিয়ম যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেইরূপ নিয়মে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে এবং আনুষ্ঠানিক কার্য্য তৎকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

আদালতের বিচার ও আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবার কথা।

ছোট আদালতে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৫০ ধারা। কোন মোকদ্দমায় বিবাদীর বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে, বিচার হইবার পর আট দিনের মধ্যে কোন পক্ষ ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয় এই আজ্ঞা হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার নিমিত্ত হাই কোর্টে প্রার্থনাপত্রের কথা।

ঐ প্রার্থনাপত্র আফিডেবিট দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে এবং প্রার্থক অ্যাডবোকেট উকীল বা আটর্ণি দ্বারা উপস্থিত করিলে ঐ প্রার্থনাপত্র সমর্থনার্থ শুনানীর সময়ের প্রধান উকীলের লিখিত এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে যে তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার শুনিবার বিশিষ্ট হেতু আছে। ঐ প্রার্থনাপত্র শুনিয়া যদি হাই কোর্টের এরূপ মত হয় যে বিচারে ভ্রম বা ত্রুটি হইয়াছে কিম্বা উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানীর অন্যান্য বিশিষ্ট হেতু আছে তবে কোর্ট এক পক্ষের কথা শুনিয়া যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেইরূপ নিয়মে ঐ রূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইবার আজ্ঞা দিবা তাহার দিন ধার্য্য করিবেন উহার সংবাদ বিপক্ষ পক্ষকে দেওয়া যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৪৮, ৫৪৯ ও ৫৪৭ ধারায় আপীল হইলে ডিক্রী স্থগিত ও জামীন করণ সংক্রান্ত যে২ বিধি আছে, তাহা এই ধারামত প্রার্থনাপত্র ছোট আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল বলিয়া গণ্য হইলে যেরূপে বর্ত্তিত সেইরূপে ঐ প্রার্থনাপত্রের প্রতি বর্ত্তিবে।

৫১ ধারা। ৪০ ধারামতে যে দিন ধার্য্য করা যায় সেই দিন কিম্বা শুনানীর দিনান্তর নিরূপিত হইয়া থাকিলে সেই দিন হাই কোর্ট বা ঐ কোর্টের কোন জজ হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্য ক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ছোট আদালতের বাদী ঐ মোকদ্দমার বাদী বলিয়া ও ছোট আদালতের প্রতিবাদী প্রতিবাদী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং মোকদ্দমার বেলাপত্র দাখিল করিবার আজ্ঞা হয় নাই বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই ধারামতে যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বার শুনানী হয়, তাহাতে এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে হাই কোর্টের নিয়মিত প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্য ক্রমে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ঐ কোর্টের রীতি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে। কিন্তু এই ধারামত কোন বিচার ডিক্রী বা আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

পুনর্ব্বার শুনানী হইবার সময়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫২ ধারা। উক্তরূপ পুনর্ব্বার শুনানী হইলে কোন হাই কোর্ট যে প্রত্যেক ডিক্রী বা আজ্ঞা দেন তাহা ঐ কোর্টের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় ঐ হাই-কোর্ট জারী করিতে পারিবেন কিম্বা উক্ত হাই কোর্ট আপন বিবেচনামতে তাহা জারী করিবার নিমিত্ত ঐ ছোট আদালতে পাঠাইতে পারিবেন।

হাই কোর্টের ডিক্রী জারী করণের কথা।

---

৭ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তি বা অধিকার সম্বন্ধীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৫৩ ধারা। যে কোন স্থাবর সম্পত্তি ছোট আদালতের বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার মধ্যে থাকে এবং প্রতিযোগিতার অত্যুচ্চ খাজানার হারে যাহার বার্ষিক মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয়, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অথবা যৎসূত্রে ঐ অন্য ব্যক্তির দাওয়া সেই ব্যক্তির প্রজাভাবে বা অনুমতিক্রমে যদি সেই ভূমি দখল করিয়া থাকেন

বিনা অনুমতিতে যে ব্যক্তি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে তাহাকে সমন দিবার কথা।

এবং যদি ঐ প্রজা ভাব শেষ বা অনুমতি রহিত হইয়া থাকে,

এবং উক্ত প্রজা বা দখিলকার অথবা তাহার অধীনে বা নিয়োগ ক্রমে ভূমিভোগী কোন ব্যক্তি (ইহারা পরে দখলকারী বলিয়া) অভিহিত হইয়াছে) উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে এবিষয়ে আদেশ পাইলেও তদনুসারে ঐ সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করিলে

(পরে দরখাস্তকারী বলিয়া অভিহিত) ঐ অন্য ব্যক্তি দখলকারির বিরুদ্ধে সমন দিবার নিমিত্ত ছোট আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ঐ সমনে উক্ত দখলকারির প্রতি এই আদেশ থাকিবে, যে, ঐ সম্পত্তি দিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কেন বল প্রয়োগ করা যাইবে না, সমন নির্দ্দিষ্ট তারিখে তাহার কারণ দর্শাইবেন।

৫৪ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে প্রতি দিবস উপর সমন জারী করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রণালীমতে দখলকারির উপর সমন জারী করা যাইবে।

সমন জারী করিবার কথা।

৫৫ ধারা। যদি দখলকারী নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হয় ও বিপরীত কারণ না দর্শায়, তবে দরখাস্তকারী ৪০ ধারামতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। ছোট আদালতের এই রূপ অবোধ জন্মিলে তিনি উক্ত আদালতের বেলিফের প্রতি অনুজ্ঞাপত্র

দখল দেওয়াইবার আজ্ঞার কথা।

পাইবার অধিকারী হইবেন ঐ অনুজ্ঞাপত্রে উক্ত আদালত যে তারিখের নাম করা উচিত বোধ করেন সেই তারিখে দরখাস্তকারিকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার নিমিত্ত বেলিফের প্রতি আদেশ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—যদি দখলকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, যে স্বত্বের বলে প্রজাভাব সত্ত্বে বা অনুমতি প্রদত্ত, হয় দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে সে স্বত্ব লোপ হইয়াছে তাহা হইলে তিনি এই পাবারধারাানুসারী কারণ দর্শা হয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৪৬ ধারা। উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র যে বেলিফকে দেওয়া যায়, উহার বলে সেই বেলিফ পূর্ব্বাহ্ণ ছয়টার পর ও অপরাহ্ণ ছয়টার পূর্ব্বে সাহায্য জন্য যত জন লোক আবশ্যক বোধ করেন লইয়া অনুজ্ঞাপত্র লিখিত সম্পত্তিতে প্রবেশ পূর্ব্বক দরখাস্তকারিকে তাহার দখল দেওয়াইতে পারিবেন, এবং দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তি দখল পাইবার স্বত্ব ছিল না কেবল এই কারণে উক্ত অনুজ্ঞাপত্রদাতা ছোট আদালতের কোন জজের বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অথবা ঐ অনুজ্ঞাপত্রমতে কার্য্যসাধক বা পূর্ব্বোক্তরূপ কোন সমন জারীকারী কোন বেলিফ বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্তরূপ কোন অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দিবার বা সাধন বা জারী করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা বা অভিযোগ চালান যাইবে না।

উক্তঅনুজ্ঞাপত্রের বলে বেলিফের সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া দখল দিতে পারিবার কথা।

অনুজ্ঞাপত্র বা সমন দেওয়া প্রভৃতিনিমিত্ত জজ বা কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হইতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে উক্ত আজ্ঞাক্রমে দখল লইতে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম যদি ঘটে তজ্জন্য তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার পক্ষে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে না। কিন্তু উক্ত ভ্রান্তি বা দোষ বা অনিয়ম নিবন্ধন কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইলে, সেই অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ক্ষতিপূরণের আদায় নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

দরখাস্তকারির দখল পাইবার স্বত্ব থাকিলে কার্য্যপ্রণালীগত কোন ভ্রান্তিহেতুক তাঁহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না করিবার কথা।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন ক্ষতির প্রমাণ না হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে এবং যে কোন স্থলে ক্ষতির প্রমাণ হয় সেই স্থলে আদালতের অবধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দশ টাকার অধিক না হইলে, যে জজ বিচার করেন তিনি যদি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট না দেন যে তাঁহার মতে বাদিকে সম্পূর্ণ খরচা দেওয়া উচিত, তবে আদালত বাদিকে ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত খরচা দিবেন না।

৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন দরখাস্তকারী কোন সম্পত্তির দখল পাইলে, যদি পূর্ব্বোক্তরূপ আজ্ঞা পাইবার দরখাস্ত করিবার সময়ে তাঁহার ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকে, তবে ঐ আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করেন, এই আইনের কোন কথায় সেই ব্যক্তির মোকদ্দমা হইতে উক্ত দরখাস্তকারী রক্ষিত হইবেন এরূপ জ্ঞান হইবে না।

অন্যায়ভাবে আজ্ঞা পাইলে দরখাস্তকারির দায়ের কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ে, উক্ত দরখাস্তকারির ঐ সম্পত্তির দখল পাইবার স্বত্ব না থাকিলে, যদি উক্ত আজ্ঞা দেওয়া হয়, ক্রমে তৎক্রমে দখল না লইলেও দরখাস্তকারী দখলকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এরূপ স্থলে আজ্ঞা পাইবার দরখাস্তই অনধিকার প্রবেশের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৪৯ ধারা। এই ৪৩ ধারামতে দরখাস্ত করা গেলে দখলকারী নিজে যদি দুইজন জামিনের সহযোগে, ছোট আদালত সম্পত্তির মূল্য ও পশ্চাল্লিখিত মোকদ্দমার সম্ভাবিত খরচার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত টাকা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করেন তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া অবিলম্বে দরখাস্তকারির বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশের ক্ষতিপূরণ নিমিত্ত হাই কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে এবং ঐ মোকদ্দমা আপনি না চালাইলে বা দরখাস্তকারির অনুকূলে বিচার হইলে মোকদ্দমার সমুদয় খরচা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন, তবে যাবৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় ছোট আদালত উক্ত দরখাস্তের অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

দখলকারির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবার কথা।

উক্তরূপ কোন মোকদ্দমায় দখলকারী দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইলে ৪৫ ধারাক্রমে যদি কোন আজ্ঞা করা হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া এই ডিক্রী প্রবল হইবে।

এই ধারামত মোকদ্দমায় ২২ ধারার কোন কথা খাটিবে না।

৫০ ধারা। এই অধ্যায়মতে সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে, এই আইনের প্রকারান্তরের বিধান স্থল ছাড়া অন্যত্র ছোট আদালত যত দূর হইতে পারে প্রথমশ্রেণীর আদালতের নিমিত্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন বা কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়া গেলে তাহার স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

দখল পাওয়া গেলে স্বত্বাস্বত্বের বিচার নিমিত্ত মোকদ্দমার বাধা না হইবার কথা।

---

৮ অধ্যায়।

হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৫২ ধারা। যদি ছোট আদালতের দুই বা তদধিক জজ কোন মোকদ্দমায় বা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে একত্র আসন হইয়া আইনঘটিত বা আইনতুল্য বলবৎ রীতিঘটিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে

প্রশ্নার্পণ যে সময়ে করিতেই হইবে তাহার কথা।

কিম্বা যাহাতে মোকদ্দমার গুণাগুণ স্পষ্ট হয় কোন দলীলের এরূপ অর্থকরণ সম্বন্ধে ভিন্নমত হয়,

কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা উক্তরূপ কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে যদি উক্তরূপ কোন প্রশ্ন উঠে এবং কোন পক্ষ প্রার্থনা করেন

তবে ছোট আদালত উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্তঘটিত বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬১৭ ধারামতে উক্ত বর্ণনাপত্র হাই কোর্টের মত জন্য অর্পণ করিয়া স্বয়ং রায় দেওয়া স্থগিত রাখিবেন, না হয় উক্ত মত সাপেক্ষ করিয়া রায় দিবেন।

যে পক্ষের বিরুদ্ধে সাপেক্ষ রায় দেওয়া যায় উক্তরূপ প্রশ্নার্পণ হইলে তাহার জামিন দিতে হইবার কথা।

৫৩ ধারা। হাই কোর্টের মত সাপেক্ষ করিয়া ৫২ ধারামতে রায় দেওয়া গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে ঐ রায় দেওয়া যায় তিনি অবিলম্বে হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার খরচার ও রায়ের লিখিত টাকার জামিন দিবেন। ছোট আদালত ঐ জামিন মঞ্জুর করিবেন।

কিন্তু যে জজ কোন মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি ঐ মোকদ্দমার রায়ের লিখিত টাকা আদালতে দিবার আজ্ঞা করিলে এবং তদনুসারে তাহা দেওয়া গেলে ঐ টাকার নিমিত্ত কোনরূপ জামিন দিবার আদেশ করা যাইবে না।

উক্তরূপ জামিন না দেওয়া গেলে ঐ পক্ষ রায় মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন অবিলম্বে দেওয়া না গেলে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে উক্তরূপ সাপেক্ষ রায় দেওয়া হইয়াছে সেই পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

---

৯ অধ্যায়।

ফী ও খরচার কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ফীর কথা।

৫৪ ধারা। প্রত্যেক মোকদ্দমার আবেদনপত্রে ও ৪০ ও ৪৩ ধারামত প্রার্থনাপত্রে

(ক) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচ শত টাকার অনধিক হইলে, ঐ পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি দুই আনার অনধিক,

(খ) বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য পাঁচশত টাকার অধিক হইলে ১২॥ ও পাঁচশত টাকার অতিরিক্ত পরিমাণ বা মূল্যের উপর টাকা প্রতি এক আনার অনধিক, ফী দেওয়া যাইবে, এবং যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না যায়, উক্তরূপ কোন আবেদন বা প্রার্থনাপত্র গ্রহণ বা যাইবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৮ অধ্যায়মত নিয়মপত্র দাখিল করিতে হইলে ১০ টাকা ফী দিতে হইবে।

পরওয়ানার ফীর কথা।

৫৫ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য এই আইনের তৃতীয় তফসীলের প্রথম ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্ট টাকার অনধিক হইলে উক্ত তফসীলের তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরে যে২ ফী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ২ সব ও২ পরওয়ানা সম্পর্কীয় হয় এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে সেই২ পরওয়ানা বাহির হইবার পূর্ব্বে সেই২ ফী দিতে হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে যে পরওয়ানা বাহির হয়, সেই ব্যক্তির সেই পরওয়ানার ফী দিতে হইবে।

শুনানীর পূর্ব্বে আপোষে মিটাইলে অর্দ্ধেক ফী ফিরাইয়া দিবার কথা।

৫৬ ধারা। উক্তরূপ কোন মোকদ্দমার বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের শুনানী হইবার পূর্ব্বে পক্ষেরা আপোষে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, তৎকাল পর্য্যন্ত যত ফী দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে যে পক্ষ যাহা দিয়াছেন ছোট আদালত তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিবেন।

দরিদ্র ব্যক্তিদের ফী ও খরচার কথা।

৫৭ ধারা। কোন দরিদ্র ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা ৪৩ ধারামত দরখাস্ত দিলে, ছোট আদালত যদি উচিত বিবেচনা করেন ৫৪ ও ৫৫ ধারার উল্লিখিত ফী না লইয়া অথবা উক্ত ফীর কিয়দংশ লইয়া ঐ মোকদ্দমা ও দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া রেজিষ্টরী করিতে পারিবেন।

ফী পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৮ ধারা। ৫৪ ও ৫৫ ধারামতে যে ফী দিতে হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ বাজে কায় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া তাহার পরিমাণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন স্থলে উক্ত ফীর পরিমাণ ঐ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক হইবে না।

ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করিবার খরচের কথা।

৫৯ ধারা। বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য বিশ টাকার অধিক না হইলে কোন পক্ষ আডবোকেট উকীল আটর্ণি বা অন্য কোন ব্যবহারাজীবিকে নিযুক্ত করিয়া যাহা খরচ করেন তাহা এই আইনের ৭ অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ছোট আদালতে খরচা বলিয়া দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ঘটনা বশত উক্তরূপ ব্যবহারাজীবী নিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ খরচ দেওয়া যাইবে।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৬০ ধারা। এই অধ্যায়ের কোন কথায় আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ৩ ও ৫ ও ২৫ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

---

১০ অধ্যায়।

সামান্য কর্ম্মচারিদের অসদাচরণের কথা।

কর্ম্মচারিদের জরিমানা হইতে পারিবার কথা।

৬১ ধারা। কোন ক্লার্ক, বেলিফ বা আদালতের অন্য কোন সামান্য কর্ম্মচারী আপন পদের কার্য্য সম্পাদনে অসদাচরণ বা উপেক্ষা দোষে দোষী হইলে, চীফ জজ আজ্ঞা দিয়া তাহার এক মাসের

বেতনের অনধিক পরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবেন এবং ঐ জরিমানা তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে বেশি কর বা অন্য কর্ম্মচারির ত্রুটির কথা।

৬২ ধারা। যদি কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা, আপন পদোপলক্ষে কোন আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিতে নিযুক্ত হইয়া উপেক্ষা বা না জানার জন্য বা ত্রুটি করিয়া, উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট জারী করিবার সুযোগ করায়, তবে উক্তরূপ উপেক্ষা বা না জানার জন্য বা ত্রুটি করাতে যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, যে টাকার নিমিত্ত উক্ত আজ্ঞা বা ওয়ারণ্ট দেওয়া হইয়াছিল কোন স্থলে সেই টাকার অধিক না হয়, এরূপ যত টাকা ঠীক জজ ঐ কারণ নিবন্ধন ঐ ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ তুল্য জ্ঞান করেন উক্ত ঠীক জজের আজ্ঞাক্রমে ঐ ক্লার্ক বেলিফ বা আমলা তত টাকা দিতে দায়ী হইবে।

কর্ম্মচারিদের বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্রুটির কথা।

৬৩ ধারা। কোন ক্লার্ক বেলিফ বা ছোট আদালতের অন্য কোন সামান্য আমলা উক্ত আদালতের পরওয়ানা উপলক্ষ করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ বা অসদাচরণ করিয়াছে বলিয়া, অথবা উক্ত আদালতের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে টাকা আদায় করে তাহা বা তাহার হিসাব যথাবিধি দেয় নাই বলিয়া তাহার নামে যদি অভিযোগ হয় তবে আদালত উক্ত অভিযোগের তদন্ত লইয়া যেরূপ উচিত বোধ করেন উক্ত কর্ম্মচারির উক্ত বলপূর্ব্বক গৃহীত টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবার বা পূর্ব্বোক্তরূপে আদায় করা কোন টাকা ও ক্ষতিপূরণ ও খরচা দিতে হইবার সেইরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আদালতের সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক দলীল উপস্থিত করাইবার যে২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে এই অধ্যায়মত তদন্ত কার্য্যে উক্ত আদালতের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

৬৪ ধারা। এই আইনমত মোকদ্দমার সাক্ষিদিগকে সমন দিয়া হাজির করাইবার ও বলপূর্ব্বক দলীল উপস্থিত করাইবার যে২ ক্ষমতা ছোট আদালতের আছে এই অধ্যায়মত তদন্ত কার্য্যে উক্ত আদালতের সেই২ ক্ষমতা থাকিবে।

আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

৬৫ ধারা। টাকা দিবার বা ফিরাইয়া দিবার এই অধ্যায়মত আজ্ঞাক্রমে টাকা দেওয়া না গেলে, যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা দেয় হয় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা আপনার অনুরূপে ছোট আদালতের ডিক্রীর ন্যায় প্রবল করিতে পারিবেন।

---

১ অধ্যায়।

আদালতের প্রতি অবজ্ঞার কথা।

কোন২ অবজ্ঞার জন্য আদালতের কার্য্য প্রণালীর কথা।

৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ৭৮, ১৭৯, ১৮০ বা ২২৮ ধারায় যেরূপ অপরাধের বর্ণনা আছে ছোট আদালতের দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে তদ্রূপ কোন অপরাধ করা গেলে, উক্ত আদালত অপরাধিকে হেফাজতে রাখাইতে পারিবেন এবং সেই দিন আদালত বন্ধ থাকা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে উচিত বোধ করিলে অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড এবং তাহা না দিলে দেওয়ানী জেলে এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু উক্তকাল গত হইবার পূর্ব্বে অর্থদণ্ডের টাকা দিলে অপরাধী মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

উক্তরূপ স্থলে যাহা লিপিবদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৬৭ ধারা। উক্তরূপ প্রত্যেক স্থলে, ঐ আদালত যেং বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা ও অপরাধির কৃত কোন উক্তি থাকিলে তাহা, এবং নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে যে সময়ে বাধা প্রাপ্ত বা অপমানিত হন, সেই সময়ে আদালত যে বিচার সং ক্রান্ত কার্য্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও চলনের অবস্থা এবং উক্ত বাধা বা অপমানের প্রকৃতি ঐ লিপিবদ্ধ কথায় দর্শাইতে হইবে।

৬৮ ধারা। যদি আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট ও আপনার দৃষ্টি গোচরে বা সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড হওয়া উচিত অথবা যদি অন্য কোন কারণে আদালত বিবেচনা করেন যে ৬৬ ধারামতে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া উচিত নহে, তবে আদালত যেং বৃত্তান্ত লইয়া অপরাধ হয় তাহা এবং পূর্ব্বলিখিত বিধিমত অপরাধির উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন এবং ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এমত জামিন লইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

মোকদ্দমা সময়ে কার্য্য হওয়া উচিত নহে আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের যে ধারা অনুসারে তাহার নামে অভিযোগ হয় অপরাধির প্রতি সেই ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৯ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৬৬ বা ৬৮ ধারামতে ঐ অপরাধির দণ্ডনিরূপণ করিলে কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা বা আদেশ মানিতে স্বীকার করে অথবা আদালতের হৃদ্বোধমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বেচ্ছামতে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৭০ ধারা। ছোট আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত বা ক্ষমতাধীন যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে এবং অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখাইলে, ঐ আদালত ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে কিম্বা তাহা ক তত দিন আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজতে আটক করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে উত্তর দিতে বা স্থলবিশেষ উক্ত দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে, তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে এই আইনের ৬৬ বা ৬৮ ধারার বিধান মতে তাহাকে লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিবার বা হেফাজতে রাখিবার কথা।

৭১ ধারা। ৬৬ বা ৭০ ধারামত আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত জ্ঞান করিলে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ৮৭৭ সালের আইনের আপীল সংক্রান্ত বিধান সমূহ যত দূর বর্ত্তিতে পারে এই ধারামত আপীলের প্রতি বর্ত্তিবে।

৬৬ ও ৭০ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

---

১২ অধ্যায়।

বিবিধ কথা।

৭২ ধারা। হাই কোর্টের অ্যাডভোকেট উকীল বা অ্যাটর্ণি ভিন্ন অথবা সিন্ধ এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে ছোট আদালতের উকীল থাকেন তদ্ভিন্ন, কোন ব্যক্তি এই আইনমতে ছোট আদালতের কোন মোকদ্দমায় বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উপস্থিত হইতে বাদানুবাদ করিতে বা কর্ম্ম করিতে পারিবেন না এবং

(ক) হাই কোর্টের উকীলের বা অ্যাটর্ণির নিকট কিম্বা ছোট আদালতের উকীলের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হাই কোর্টের অ্যাডভোকেট কিম্বা

(খ) হাই কোর্টের উকীল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি বিবাদীয় বিষয় যত পরিমাণ মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে ঐ রূপ কোন মোকদ্দমার শুনানী সময়ে আদালতে বক্তৃতা বা সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবেন না।

কোন ব্যক্তির নিজের কিম্বা তাহার মোকদ্দমা সংক্রান্ত অন্য কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা চালাইবার যে স্বত্ব আছে এই আইনক্রমে বজায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীর বিষয়ক আইনমতে কোন ব্যক্তির স্বীকৃত মোক্তারের যে স্বত্ব আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

কে উপস্থিত হইতে পারিবে ইত্যাদি কথা।

৭৩ ধারা। দলীল উপস্থিত করিবার নোটিস সাক্ষি দেওয়ান এবং (প্রতিবাদির প্রতি সমন ও জারীর পরওয়ানা ছাড়া) এই আইনমতে ছোট আদালতের প্রতি প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে অন্য যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তৎসমুদয়, আদালত সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিলে আদালত সময়ের এতদর্থে যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করেন তাহাদের দ্বারা জারী করা যাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তির দ্বারা পরওয়ানা জারী হইতে পারে তাহাদের কথা।

৭৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনাধীনে হাই কোর্ট যেরূপ নির্দ্দেশ করেন ছোট আদালত সেই রূপ রেজিষ্টর বহী ও হিসাব রাখিবেন এবং হাই কোর্টে সেইরূপ বর্ণনাপত্র ও রিটর্ণ পাঠাইবেন।

রেজিষ্টর ও রিটর্ণের কথা।

৭৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা স্থলবিশেষে হাই কোর্ট যেরূপ পাঠ ও প্রণালী উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সেইরূপ পাঠে ও প্রণালীতে উক্ত গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট সময়ের কাগজপত্র রিটর্ণ ও বর্ণনাপত্র পাঠাইবার যে আদেশ করেন ছোট আদালত সেই আদেশ পালন করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের বা হাই কোর্টের আদেশ মতে ছোট আদালতের কাগজপত্রাদি দিতে হইবার কথা।

৭৬ ধারা। আদালতে যে পর্ব্বদিন ও বন্দের দিন পালিত হইবে ছোট আদালত প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন।

উক্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ তালিকা স্থানীয় রাজকার্য্য গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং তদনুসারে উক্ত পর্ব্বের দিন ও বন্দের দিন পালিত হইবে।

পর্ব্বদিন ও বন্দের দিনের কথা।

৭৭ ধারা। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ও তাঁহাদের মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবকে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৭ অধ্যায়মতে সংস্থাপিত হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস ও জজদিগকে এ রূপ ছোট আদালতের আজ্ঞাক্রমে ধৃত করা যাইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের দ্বারা ধৃতকরণ হইতে কোন ব্যক্তির মুক্ত থাকিবার কথা।

৭৮ ধারা। ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

ছোট আদালতের ডিক্রীর উপর মোকদ্দমা না হইবার কথা।

৭৯ ধারা। এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ের যে স্থান নিরূপণ করেন যে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিতে ছোট আদালতের আজ্ঞা হয় তাহাকে সেই স্থানে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারিবে।

যে স্থানে কারারুদ্ধ হইবে সেই স্থানের কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তবে সে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে বাদিকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিবার প্রস্তাব করা হইয়া থাকিলে বাদী কিছু পাইতে পারিবে না।

আইনমতে কৃত কোন কর্ম্মের মোকদ্দমার প্রস্তাবের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে কোন কর্ম্ম করা হইয়াছে বলিয়া যে সকল অভিযোগ হয় তৎসমুদয় ঐ কর্ম্ম করা গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

অভিযোগের মিয়াদের কথা।

প্রথম তফসীল।

(২ ধারা দেখ।)

যে২ ব্যবস্থা রহিত হইল।

A—সুপ্রীম কোর্টের চার্টর।

তারিখ।		যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৭৭৪ সালের ২৬ মার্চ	কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	২১ প্রকরণ।
১৮০০ সাল ২৬ ডিসেম্বর	মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৭ প্রকরণ।
১৮২৩ সাল ৮ ডিসেম্বর	বোম্বাইয়ের সুপ্রীম কোর্টের চার্টর	৪৯ প্রকরণ।

B—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয় বা সংক্ষেপ নাম।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৫০ সা ৯ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে অপালক ও পাওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা লঘু মতে অধীন করণের আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৫ সা ২০ আ	১৮৫ সালের ৯ আইন সংশোধন করিবার আইন	সমুদয়।
১৮৬৪ সা ২০ আ	কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ঐ২ আদালতে অধিক সংখ্যক বিচারকর্ত্তাকে নিযুক্ত করণের বিধান করিবার আইন	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।
১৮৭৭ সা ১০ আ	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন	৮ ধারা ২ প্রকরণ।

C—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৬৪ সা ৬ আ	বোম্বাইয়ের ছোট আদালত দ্বারা যে সকল ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয় তাহাদের খোরাকীর উৎকৃষ্টতর বিধান করণার্থ আইন।	যে অংশ রহিত হয় নাই সেই অংশ।

দ্বিতীয় তফসীল।

(২৩ ধারা দেখ।)

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের যে২ অংশ ছোট আদালতে বর্ত্তান গেল।

পরিভাষা। ২ ধারা। অর্থকরণের ধারা।

১ অধ্যায়।—১১ ধারা ছাড়া আদালতের এলাকার ও পূর্ব্ব নিষ্পত্তি করা বিষয়ের কথা।

২ অধ্যায়।—১৫ ১৬ ১৭, ১৮ ও ১৯ ধারা, ২০ ধারার ৪ প্রকরণ, এবং ২২ অবধি ২৪ পর্য্যন্ত ধারা, ২৫ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

৩ অধ্যায়।—৩৭ ধারার (খ) ও শেষ প্রকরণ ছাড়া, উভয় পক্ষ ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন ও প্রার্থনা করণ ও ক্রিয়া বিষয়ক বিধি।

৪ অধ্যায়।—৪২ ধারা ও ৪৪ ধারার ক বিধি ছাড়া মোকদ্দমার আকার বিষয়ক বিধি।

৫ অধ্যায়।—৫৩ ধারার (ঙ) প্রকরণ ও ৫৫ ধারা ও ৫৭ ধারার (ঘ) প্রকরণ ও ৫৮ ও ৬২ ধারা ছাড়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ক বিধি।

৬ অধ্যায়।—৬৪ ধারার ' ও ৬৮ ধারার আদেশমতে তাহার নকল কি সংক্ষেপ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা গেলে ' এই ২ কথা ও ৬৫ ও ৬৬ ও ৮৬ ধারা ছাড়া, সমন বাহির করণ ও দেওন বিষয়ক বিধি।

৭ অধ্যায়।—উভয় পক্ষের উপস্থিত হওন বিষয়ক ও উপস্থিত না হওনের ফল বিষয়ক বিধি।

৮ অধ্যায়।—১১০, ১১২ ও ১১৩ ধারা ছাড়া বর্ণনাপত্র ও দাওয়ার বিপরীত পাওয়া বিষয়ক বিধি।

৯ অধ্যায়।—১১৯ ধারা ছাড়া আদালতের দ্বারা উভয় পক্ষের পরীক্ষা লওন বিষয়ক বিধি।

১০ অধ্যায়।—দলীলের সন্ধান লওন ও গ্রাহ্য করণ ইত্যাদি বিষয়ক বিধি। ১২৮ অবধি ৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ১৩৫ ধারা ও যত দূর প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ছাড়া ৩৬ ধারা, দ্বিতীয় প্রকরণ ছাড়া ১৩৭ ধারা ১৩৮ ধারা, শেষ বাক্য ছাড়া ১৩৯ ধারা, উপবিধি ও তাহা অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিখিয়া ' এই কথা ছাড়া ১৪০ ধারা এবং ১৪১ ১৪২, ১৪৩, ও ৪৫ ধারা।

১১ অধ্যায়।—ইস্যু নির্ণয় করণ বিষয়ক বিধি। ১৪০ ও ১৪১ ধারা।

১২ অধ্যায়।—৫৪ ধারা ও ১৪৫ ধারা ছাড়া প্রথম শ্রবণের সময় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণ বিষয়ক বিধি।

১৩ অধ্যায়।—মোকদ্দমা শ্রবণের সিদ্ধান্তের নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

১৪ অধ্যায়।—১৬৮, ১৬৯, ৭ ও ৭৫ ধারা ছাড়া সাক্ষিদের নামে সমন দেওন ও তাঁহাদের উপস্থিত হওন বিষয়ক বিধি।

১৫ অধ্যায়।—১৮২ অবধি ৯১ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া মোকদ্দমার শ্রবণ ও সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওন বিষয়ক বিধি।

১৬ অধ্যায়।—আর্জিডেবিট বিষয়ক বিধি।

১৭ অধ্যায়।—২০০, ২০১ ২০২ ২০৪, ২০৭, অবং ২১১ অবধি ২১৫ পর্য্যন্ত ধারা ছাড়া, বিচার ও ডিক্রী বিষয়ক বিধি।

১৮ অধ্যায়।—খরচা বিষয়ক বিধি।

১৯ অধ্যায়।—ডিক্রী জারী করণ বিষয়ক বিধি ২৩০ ধারার প্রথম দুই প্রকরণ ২৩১ অবধি ২৩৬ পর্য্যন্ত ধারা ২৪৩ অবধি ২৫৯ পর্য্যন্ত ধারা ২৬৬ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও জারীর ডিক্রীর সহিত যতদূর সম্পর্ক রাখে) ২৬৭ অবধি ২৭২ পর্য্যন্ত ধারা ২৭৩ ধারা (অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রীর সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে) ২৭৫ অবধি ৩০৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩২৮ অবধি ৩৩৩ পর্য্যন্ত ধারা ৩৩৬ ধারা (শেষ তিন প্রকরণ ছাড়া) ৩৩৭ অবধি ৩৪৩ পর্য্যন্ত ধারা।

২১ অধ্যায়।—কোন পক্ষের মৃত্যু কি বিবাহ কি ঋণ শোধ করণের অক্ষমতা হইলে তদ্বিষয়ক বিধি।

২২ অধ্যায়।—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ও আপোষে মিটাইয়া দেওন বিষয়ক বিধি।

২৩ অধ্যায়।—আদালতে টাকা দেওন বিষয়ক বিধি।

২৪ অধ্যায়।—খরচার জামিন লওন বিষয়ক বিধি।

২৫ অধ্যায়।—৩৯৬ ধারা ছাড়া ক্ষমতাপত্র বিষয়ক বিধি।

২৭ অধ্যায়।—গবর্ণমেণ্টের বা রাজকীয় কার্য্যকারকদের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৮ অধ্যায়।—৪০৩ ধারা ছাড়া ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিদের ও ভিন্নদেশীয় ও এতদ্দেশীয় সম্প্রদায়দের দ্বারা কি তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

২৯ অধ্যায়।—সমবায়িত সমাজের ও কোম্পানির দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩০ অধ্যায়।—ট্রষ্টীদের ও উইলক্রমে নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের দ্বারা ও তাহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩১ অধ্যায়।—নাবালগদের ও অসুস্থমনা ব্যক্তিদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩২ অধ্যায়।—সৈনিকদের দ্বারা ও তাঁহাদের নামে মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৩ অধ্যায়।—বাসপ্রতিবাদার্থক মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৩৪ অধ্যায়।—স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক সম্বন্ধীয় ভিন্ন নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ধৃত ও ক্রোককরণ বিষয়ক বিধি।

৩৫ অধ্যায়।—মোকদ্দমার চলন কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি ৪৯৮, ৪৯৯ ৫০০ ও ৫০২ ধারা।

৩৬ অধ্যায়।—প্রাইবসদের নিযুক্ত করণ বিষয়ক বিধি ৫০৩ ধারা।

৩৭ অধ্যায়।—আপীল সংক্রান্ত ৫২২ ধারার বিধান ছাড়া সালিসীতে অর্পণ করণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ অধ্যায়।—৫২৭ ধারার (খ) প্রকরণের যে অংশ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় সেই অংশ ছাড়া উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৩৯ অধ্যায়।—হাই কোর্টে প্রশ্নকরণ ও পুনরালোচনা করণ বিষয়ক বিধি।

৪০ অধ্যায়।—বিবিধ বিধি, ৬৪ অবধি ৬৫১ পর্য্যন্ত ধারা।

তৃতীয় তফসীল।

(৫৫ ধারা দেখ)

সমন ও অন্যান্য পরওয়ানা সিমিত ফী।

বিবাদীয় বিষয়ের পরিমাণ বা মূল্য নিম্নলিখিত টাকার অধিক	কিন্তু নিম্নলিখিত টাকার অনধিক হইলে	সমনের ফী	অন্যান্য পরওয়ানার ফী।
		টাকা	টাকা
	১	৵০	৵০
১	২০	।/	।/
২	৫	।/	॥/
৫	১০	১/	১/
১০	২০	১॥	২/
২০	৩০	১॥৵০	৩/
৩০	৪০	১৸	৪/
৪০	৫০	২/	৫/
৫০	৬০	২।	৬/
৬০	৭০	২॥৵০	৭/
৭০	৮০	২৸	৮/
৮০	৯০	৩/	৯/
৯০	১০০	৩৷৵০	১০/
১০০	১২০	৩৷৵	১০॥
১২০	১৪০	৩॥৵০	১১/
১৪০	১৬০	৩॥৵	১১॥
১৬০	১৮০	৪৵০	১২/
১৮০	২০০	৪৵	১২॥
২০০	২৫০	৪	১৩/
২৫০	৩০০	৪৵০	১৩॥০
৩০০	৩৫০	৫/	১৪/
৩৫০	৪০০	৫৷৵	১৪॥
৪০০	৪৫০	৫॥৵০	১৫/

কে, পিত কেনেডী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA M. A. AND B. L.
Bengali Translator

[দ্বিতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৫ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮১ সালের ৬ নম্বর।

নওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নিয়ম।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম।

ব্যাপ্তি।

আরম্ভ।

২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩। অর্থ করণের ধারা।

৪। কোন২ আডমিরলটি কোর্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।

ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতাগুলিতে কার্য্য হইবার কথা।

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫। এই অধ্যায়ে কোন২ জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইতে হইবার কথা।

৭। অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ধারা।

৮। দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৯। কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

১০। অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১। অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর শুনিবার কথা।

১২। সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

আসেসরের কথা।

১৩। সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৪। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কথা।

জবান বন্দীর কথা।

১৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

১৬। ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

১৭। কোন২ সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

এই আইনমত অনুসন্ধান হইলে পর।

অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লইবার পর।

কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

১৮। কাপ্তান প্রভৃতির সর্টিফিকেট দিতে হইবার কথা।

১৯। অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

২০। বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

ধারা।

২১ রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।

নূতন সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

২২। এই অধ্যায় ৮৫৯ সালের ১ আইনের অংশ বলিয়া গণিত হইবার কথা।

২৩। নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৪। বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্ম কথা।

২৫। আহারীয় দ্রব্যের যে মূল্য খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৬। খালাসীকে জাহাজে লইলে অভিযোগের বিধান।

২৭। ব্রিটিষ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকদের কথা।

২৮। ৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯। লোকদ্বয় উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত সংযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম লিখিয়া লোকদ্বয় প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০। কাপ্তান মৃত পরীক্ষাদির বিষয়ের যে বিধান আছে তাহা কোনং জাহাজের প্রতি খাটিবার কথা।

৩১। ৮৪ সালের ১০ আইনের ২ ৫ ৭ ও ২৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

জাহাজ সম্পর্কীয় দুর্ঘটনার ও কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনিয়ার নাবিকদের অতি যোগ্যতার অনুসন্ধান সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা বিহিত

হেতুবাদ।

এবং পরিশিষ্টে অন্যান্য প্রকারের সওদাগরী জাহাজের নিয়ম ও কর্ত্তৃত্ব করণের বিধান ও উপদিষ্ট অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইনের সংক্ষেপ নাম।

এই আইন ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৮ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে

ব্যাপ্তি

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে

আরম্ভ।

এবং ইহা আইন সম্বন্ধে বলবৎ হইবে।

২ ধারা। ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন এবং (নাবিকদের ও অপ্রেন্টিসদের প্রাপ্য বেতন ও তাহাদের কনো খরচ করা টাকা ব্রিটিষীয় ভারতবর্ষে আদায় করিবার বিধান করণার্থ ও ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ৮৭৫ সালের আইন ও ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ৭৫ সালের আইন সংশোধন করণার্থ) ৮৭৮ সালের ১৩ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

যে আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত উভয় বা কোন আইনক্রমে যে সকল আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম আবদ্ধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা অর্পিত অনুসন্ধান গৃহীত সার্টিফকেট রহিত করা বন্দোবস্ত কৃত ও ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তৎসমুদায় যথাক্রমে ও কোনমতে আবদ্ধ নিযুক্ত অর্পিত গৃহীত রহিত বলিয়া কৃত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

পূর্ব্বকরণ ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে দাঙ্গরা বলিয়া লিখা যে কোন প্রকারের ঘান জল যানে বা জল জাহাজ শব্দের অর্থ।

যানে বা জল জাহাজ শব্দে গণ্য।

কাপ্তান

আজ্ঞাবাহী বা হারবর মাষ্টর ভিন্ন যে কোন ব্যক্তির হস্তে যখন কোন জাহাজের অধ্যক্ষতা বা কর্ত্তৃত্বভার থাকে কাপ্তান শব্দে তখন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

৪ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইনালয়ের কোনং আইনের বিরুদ্ধ সমুদ্রপথে কৃত অপরাধের বিচারাধিপত্য থাকে সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৫৫ সালের আইনের ২৪০ ধারামতে বিশ্বাস (সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন সংশোধন) ৮৫৯ সালের ১ আইনের ৮ ধারামতে যেং২ আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইবে না।

ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যদি সমুদ্রে কৃত অপরাধের বিচার করণার্থে কোন আদালতের সাধিপত্য না থাকে তবে সেই বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে ক্রমে আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকে সেই আদালত পূর্ব্বোক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী উচ্চতর আদালতের দ্বারা সেই মতামতে কার্য্য হইবার বা।

---

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

এই অধ্যায় কোনও জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৫ ধারা। যে কোন জাহাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারগত হয় বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কিম্বা ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যাধিকারের জাহাজ হয় তৎপ্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনা সম্বাদ জানাইতে হইবার কথা।

৬ ধারা। নিম্নলিখিত কোন স্থলে অর্থাৎ

(ক) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে কোন জাহাজ মারা পড়িলে বা পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেঙ্গায় উঠিলে কিম্বা হানিগ্রস্ত হইলে

(খ) কিম্বা উক্ত সমুদ্রতীরে কি তাহার নিকটে জাহাজে কোন প্রকারের দুর্ঘটনা হওয়াতে প্রাণের হানি হইলে

(গ) কিম্বা উক্ত সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে এক জাহাজের দ্বারা অন্য জাহাজ মারা পড়িলে কি তাহার হানি হইলে

(ঘ) কিম্বা অন্য কোন স্থানে জাহাজ মারা পড়িলে কি পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেঙ্গায় উঠিলে বা তাহার হানি হইলে কিম্বা ঐ জাহাজ কিম্বা জাহাজের কোন ঘটনা ঘটিলে এবং তাহার উপযুক্ত সাক্ষী ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কোন স্থানে উপস্থিত হইলে বা পাওয়া গেলে

(ঙ) কিম্বা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইলে যে অবস্থায় ঐ জাহাজ সম্বন্ধে যত বা ঐ যাত্রা জন কর্ম্ম শেষ হইয়া যায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐ ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইবা মাত্র নিশ্চিত ঐ সম্বাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন

(ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত স্থলে কাপ্তান কি আড়কাটী কি তাহার মাষ্টর সাহেব কিম্বা জাহাজ যৎকালে মারা পড়িল কি ত্যাগ করা গেল কি ডেঙ্গায় উঠিল কি তাহার হানি কি দুর্ঘটনা হইল তৎকালে অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল সেই ব্যক্তি কিম্বা দুইখান জাহাজ হইলে যে জাহাজের জিম্মায় থাকে তিনি, এবং

(ঘ) প্রকরণের লিখিত স্থল হইলে যেখানে জাহাজ মারা যায় বা পরিত্যক্ত হয় বা ডেঙ্গায় উঠে বা তাহার হানি হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে সেই স্থান হইতে ঐ জাহাজ বরাবর ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন স্থানে গেলে ঐ জাহাজের কাপ্তান যে সময়ে ঐ স্থানে জাহাজ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে

যে নাবিক ষ্ট্রেট অতি নিকটে থাকে তাঁহাকে কিম্বা কোন বন্দরে পঁহুছিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তাঁহাকে অবিলম্বেই ঐ জাহাজ মারা পড়ার কি পরিত্যাগ হওয়ার কি ডেঙ্গায় উঠিবার কিম্বা তাহার হানি হওয়ার কি দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ দিবেন।

এই ধারাতে যে ব্যক্তি সম্বাদ দিতে আবদ্ধ হন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐ সম্বাদ না দিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই দণ্ড না দিলে তাঁহার তিন মাসের অনধিক কাল সামান্য কারাবাসও হইতে পারিবে।

অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে ৬ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) বা (ঙ) প্রকরণের লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভারতে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বা বিহিত জ্ঞান করিলে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ দেওয়া গেলে বা না গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে ও অনুসন্ধান লইবার স্থান ও নির্ণয় করিতে পারিবেন তুচ্ছ জন্যে অন্যূন ও চারিজনের অনধিক ব্যক্তি লইয়া ঐ আদালত হইবে।

অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যায় সেই স্থানে কি তাহার নিকটে যিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন তিনি তাহাদের একজন ও সমুদ্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্য ব্যক্তি একজন হইবেন। আর এক কি দুই জন নিযুক্ত হইলে তাহারা সমুদ্র ব্যাপারে কিম্বা বাণিজ্য বা পোতে অভিজ্ঞ লোক হইবেন।

দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৮ ধারা। সমুদ্রে যে অপরাধ করা যায় ভারতবর্ষের মধ্যে সেই অপরাধ বস্তু বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি এবং ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে বন্দর ও তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন আদালত না থাকে সেই বন্দরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে সাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট উচ্চতম আদালতের প্রতি এতৎক্রমে এই অনুমতি দেওয়া গেল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে ৭ ধারার উল্লিখিত অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

৯ ধারা। যদি কোন আদালত ৭ বা ৮ ধারামতে অনুসন্ধান লন তবে প্রচলিত কোন আইনমতে বাণিজ্য বিষয়ক বর্ত্তের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সার্টিফিকেটধারী কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে ঐ অনুসন্ধানক্রমে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগ উপস্থিত হইলে কিম্বা তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি হেতুক পূর্ব্বোক্ত রূপ নাব যাওয়া বা পরিত্যাগ বা তেমনায় উঠা বা জানি বা দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে উক্ত আদালত ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

কাপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনীয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যায় যে অনুসন্ধানযুক্ত উক্তরূপ কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অযোগ্যতার বা অসদাচরণের বা অন্যায় কার্য্যের বা ত্রুটির অভিযোগ উপস্থিত হইবে সেই স্থলে উক্ত আদালত সাক্ষ্য হইলে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে, রিপোর্টক্রমে ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ হয় তাহাকে সেই রিপোর্টের নকল দেওয়া দেন।

১০ ধারা। ৭ বা ৮ ধারামত অনুসন্ধান ভিন্ন প্রকারান্তরে কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচরণের অভিযোগ করিবার হেতু আছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে যে স্থানে পক্ষদের ও সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া সুবিধা সেই স্থানের বা তন্নিকটস্থ ৮ ধারার লিখিত কোন আদালতে ঐ গবর্ণমেণ্ট ঐ হেতুর বিবরণপত্র পাঠাইয়া উক্ত আদালতের প্রতি ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত বিবরণপত্র পাঠান আদালত অনুসন্ধানের ব্যয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ অভিযুক্ত কাপ্তান মালিম বা ইঞ্জিনিয়রকে সেই বিবরণপত্রের নকল দেওয়া দেন।

১১ ধারা। কাপ্তান বা মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান করণার্থ ঐ আদালত উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে কি কালে থাকিতে প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তর শুনিবার কথা।

১২ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য ও অনুষ্ঠানিক কর্ম্মের বিষয়ে আদালতের ক্ষমতার কথা।

সাক্ষ্য করিবার জন্যে সাক্ষি ডাকিতে ও উপস্থিত করাইতে ও তাহাদের জবানবন্দী লইতে ও দলীল উপস্থিত করাইতে ও তাহার ঐ কার্য্যের নিয়ম করণ সম্পর্কে সন্ধানকারী আদালতের নিম্নলিখিত রূপ ক্ষমতা থাকিবে যথা

(ক) উক্ত আদালত বিশেষ আদালত হইলে যে স্থানে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই স্থানে সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান আদালত যে ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা।

(খ) উক্ত আদালত আডমিরালটী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালত কিম্বা সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত প্রধান আদালত হইলে ঐ আডমিরালটী বা সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য ক্রমে ঐ আদালত যে ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই ক্ষমতা।

জাহাজ সম্পর্কীয় সাধারণ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আসেসরের কথা।

আসেসরের কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলে বিশেষ আদালত ছাড়া অনুসন্ধানকারী কোন আদালত বিহিত বিবেচনা করিলে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্যার্থে তাঁহাকে আসেসর করিতে পারিবেন।

সেই ব্যক্তি অনুসন্ধান লওন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ঐ লিপিখানি যে কর্ম্মকারক নথী রাখে থাকিবে। কিন্তু এই আইনমতে কিম্বা প্রচলিত অন্য আইনমতে আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার আদালতের হস্তে থাকিবে।

সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও আদালতে উঠিবার ও আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। কোন আদালত এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লওন সময়ে প্রমাণ পাইবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা আবশ্যক জ্ঞান করিলে কর্ত্তাকে গ্রেফ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য কোন কর্ম্মকারককে জাহাজে উঠিতে অনুমতি দিতে পারিবেন (কিন্তু এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা প্রবল মানিবেন)।

কোন কর্ম্মকারক উক্ত প্রকারে জাহাজে উঠিতে অনুমতি পাইলে বলপূর্ব্বক উঠিবার জন্যে পোলীসের কি কর্ম্মের কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য যে মতে যতকাল আবশ্যক তৎকাল ঐ জাহাজে আটক করিয়া আটক রাখিতে পারিবেন ও উক্ত লোকের জন্য কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কোন বেআইনি বিধির আইনের ৮৬ ধারানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে চল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাল আটক রাখিতে হইবে না।

১৪ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রচলিত আছে কোন ব্যক্তি এতদ্ভিন্ন আইনমতে দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে ইহা প্রকাশ হইলে যে আদালত অনুসন্ধান লওন সময়ে উহা প্রকাশ হইল সে আদালত অনুসন্ধান লওনের কি কোন সময়ের ঐ আইনের সঙ্গত যেরূপ বিধি প্রবর্ত্ত না হয় ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করাইতে কিম্বা উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে ছাড়ের জামিন লইতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তির নামে প্রমাণ দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন ও এই ধারার কার্য্য পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

ও যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয়, মোকদ্দমার সেই বিচার করণসময়ে সেই বিষয়ে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে এই অধ্যায়মতে যে আদালত অনুসন্ধান লন সেই আদালতের সম্মুখে ঐ সাক্ষী পূর্ব্বে সেই বিষয়ের যে জবানবন্দী দেন মাজিষ্ট্রেট সা হবের ও বা কিম্বা আদালতের বিচারপতি দ্বারা সেই জবানবন্দী যথার্থ বলিয়া দস্তখৎ করা গেলে

জবানবন্দীর কথা।

(ক) যে আদালতে বিচার চলিতেছে সেই আদালত বা বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ সাক্ষিকে পাওয়া যায় না এবং

(খ) অ মুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় এই বিষয়ের প্রমাণ হইলে ঐ জবানবন্দী গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালতের বিচারপতি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিয়া দিলে ইহার বিপরীত প্রমাণ না করা গেলে সর্টিফিকেটই ঐ কথার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

৫ ধারা। আদালত এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রমাণ সহিত তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে যে স্থলে বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে আদালতের রিপোর্ট পাঠান আবশ্যক সেই স্থলে উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠান গেলে এই ধারার কার্য্য উপযুক্ত প্রণালীমতে করা হইবে।

---

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

৬ ধারা। ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে এই আইনের ৭ ৮ ৯ ও ১০ ধারামত অনুসন্ধান যে আদালত লন সেই আদালতের প্রতি উক্ত কোন সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমত সর্টিফিকেট কিম্বা যে সকল সর্টিফিকেটের প্রতি ৮৬৯ সালের (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন মত উক্ত কোন আইনের বিধান বর্ত্তে সেই সকল সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিবার যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে এই আইনের কোন ধারায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

উক্তরূপ কোন আদালত ঐ রূপ কোন সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিপোর্ট করিবার সময়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এবং পরে শ দিতে পারিবেন যে পরীক্ষা না করিয়া ঐ সর্টিফিকেটধারিকে ঐ সর্টিফিকেট কাপ্তানের সর্টিফিকেট হইল বা কাপ্তানের বা মালিমের সর্টিফিকেট এবং ঐ সর্টিফিকেট মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট হইলে মালি মর বা স্থল বিশেষ ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট দেন এবং উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বিবেচনা করিলে এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে পরীক্ষা না করিয়া উক্ত আইনক্রমে ঐ সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন। ১৮৬৯ সালের উক্ত (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের কার্য্য পরীক্ষা না হইলে উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেওয়া গেলে যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

ঐ সর্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

৭ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে যোগ্যতার কি পূর্ব্বে কর্ম্ম করার যে সর্টিফিকেট দেন এবং যাহার প্রতি ৮৬৯ সালের (উপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বর্ত্তে না সে বা অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত স্থলে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন অর্থাৎ

কোন সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

(ক) এই আইনমতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কিম্বা মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা জাহাজ মারা পড়ে কিম্বা ডেঙ্গার উঠে কিম্বা ভাঙ্গিয়া বিভাগ করিতে হয় কিম্বা জাহাজের কোন গুরুতর হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হয় আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট করিলে কিম্বা ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা জাহাজ মারা পড়ে কিম্বা ডেঙ্গার উঠে কিম্বা ভাঙ্গিয়া বিভাগ করিতে হয় কিম্বা জাহাজের কোন গুরুতর হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হয় আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট করিলে কিম্বা ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা জাহাজের গুরুতর হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হইয়াছে এ আদালত এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিবেন

অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লওয়ার পর।

(খ) ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে সেই সকল আইনমতে কোন অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর কিম্বা ব্রিটিষ অধিকারবর্ত্তী কোন দেশে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের অযোগ্যতার কি অসদাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান কিম্বা জাহাজের বা জাহাজ সংক্রান্ত অন্য দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লওনার্থে যৎকালে যে আদালত বিষয়ে পরে সওদাগরীতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই আদালত পৃথক অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র অযোগ্য কিম্বা মত্ত কি অনিষ্টকারী কি অন্য অসদাচারী কি উক্ত কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী কিম্বা তাহার অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে কিম্বা ডেঙ্গায় উঠিয়াছে কিম্বা ভাঙ্গিয়া বিভাগ করা গিয়াছে কিম্বা জাহাজের ভারি হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হইয়াছে এ আদালত এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিবেন

কোন অপরাধ বিষয়ে কথা গেলে।

(গ) যে অপরাধ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে করা গেলে ব্যক্তি জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না কিম্বা যৎপরোনাস্তি করা গেলে যেরূপ তাহার এমত অপরাধ যে নির্ণয় হইয়াছিল ইহা দেখান যাইতে পারিবে

(ঘ) কাপ্তানের বেলা কোন আডমিরলটী কোর্টের কিম্বা সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানক্রমে সংস্থাপিত অন্তরীয় আদালতের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার প্রাপ্য কর্ম্মে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গেলে।

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

পরন্তু যে ব্যক্তি সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন অনুসন্ধান লওন কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকে ৯ ধারার কিম্বা স্থল বিশেষে ১ ধারার আদেশমত রিপোর্ট বা বর্ণনা পত্রের নকল দেওয়া গিয়াছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তা হৃদ্বোধমতে না জানিলে যে স্থানে কোন কাপ্তান নেব বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া গিয়াছে সেই স্থলে এই ধারার (ক) প্রকরণমতে কোন সার্টিফিকেট স্থগিত বা রহিত করা যাইবে না।

১৮ ধারা। ১৭ ধারামতে কোন কাপ্তানের কি মালিমের কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে তিনি শিপিং মাস্টরকে কিম্বা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট রহিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তির হাতে ঐ সার্টিফিকেট দিতে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিবেন না দিলে ওরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

কাপ্তান প্রভৃতির সর্টিফিকেট দিতে হইবার কথা।

৯ ধারা। কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র স্থানীয় যে গবর্ণমেণ্টের স্থানে সর্টিফিকেট পান তদ্ভিন্ন কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ৭ ধারামতে ঐ সার্টিফিকেট রহিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্টিফিকেট রহিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট দেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের রিপোর্ট করিবেন ও সর্টিফিকেট রহিত কি স্থগিত করণের কথা জানাইবেন।

অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৭ ধারামতে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট রহিত করিলে কি স্থগিত রাখিলে সেই রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার কথা সাধ্যমতে ত্বরায় বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন।

বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

২১ ধারা। স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট ১৭ ধারামতে রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিলে পর যে কোন সময়ে সেই আজ্ঞা অন্যথা করিতে পারিবেন, কিম্বা এই রূপে যে ব্যক্তির সর্টিফিকেট রহিত করিয়াছেন তাহাকে তুল্য কিম্বা নিম্নতর শ্রেণীর নূতন সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।

নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায়, তাহা ১৮৪৯ সালের উক্ত (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জহাজ বিষয়ক আইনের কার্য্যাতির জন্য স্থলে পরীক্ষা করা দিলে যেরূপ বলবৎ হইত সেরূপ বলবৎ হইবে।

১৮৪৯ সালের ১ আইনমতে বিলাত ব্যতিরেক অন্য কোন জাহাজের যোগ্যতার সর্টিফিকেট এই ধারার কার্য্যপক্ষে বিদেশগমনার্থে কোন জাহাজের এ আইনমত যোগ্যতার সর্টিফিকেট অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর সর্টিফিকেট বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ধারামতে আজ্ঞা অন্যথা করা গেলে কিম্বা নূতন সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে সাধ্যমত ত্বরায় বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

---

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

এই অধ্যায় ১৮৪৯ সালের ১ আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।

২২ ধারা। এই অধ্যায় ১৮৪৯ সালের ১ আইনের সহিত পঠিত হইবে ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তানের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৩ ধারা। কেবল বিলাত বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত যে জাহাজে তিন শত টনের অধিক না ধরে এমত জাহাজ ছাড়া অন্য সকল জাহাজের কাপ্তান ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দরহইতে যে নাবিকদিগকে জাহাজের মজুরগণ বলিয়া সমুদ্রে লইয়া যান তাঁহাদের প্রত্যেক জনের সঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিতমতে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বন্দোবস্তনি ধরার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

২৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে পাঠ অনুমোদন করেন উক্ত প্রত্যেক বন্দোবস্ত সেই পাঠে লেখা যাইবে ও প্রথম স্বাক্ষর করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লেখা যাইবে। তাহাতে কোন নাবিকের দস্তখৎ করিবার পূর্ব্বে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে। ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম বলিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা লেখা যাইবে যথা

(ক) প্রস্তাবিত যাত্রার বা করারের ভাব, ও যাত্রায় যত দিন লাগিবে ও করার যত দিন প্রবল থাকিবে সাধ্যমতে এই কথা প্রকাশ থাকিবে, অথবা যাত্রায় যত দিনের অধিক না লাগিবে কিম্বা করার যত দিনের অধিক প্রবল না থাকিবে, ও জগতের যে স্থানে কি খণ্ডে যাত্রা করা না হইবে কিম্বা যে স্থানের কি খণ্ডের পক্ষে করার না খাটিবে তাহা।

(খ) যে প্রকারের যত জন মজুর লওয়া যাইবে ও তাহাদের মধ্যে যত জন খালাসীর কর্ম্ম করিবে।

(গ) প্রত্যেক জন নাবিকের যে সময়ে জাহাজে যাইতে বা কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক জন নাবিকের যেরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যেক জন নাবিক যত বেতন পাইবে।

(চ) প্রত্যেক জন নাবিককে জাহাজে যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে তাহার সংখ্যা।

(ছ) ও জাহাজে যে প্রকারের আচরণ করিতে হইবে ও অনুপযুক্ত আচরণ হইলে জরীমানার ও আহার কম দেওনের কিম্বা অন্য দণ্ডের যে দণ্ড [illegible] মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর

সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় ও নাবিকেরা মানিতে স্বীকার করেন, সেই বিধান ঐ বন্দোবস্তপত্রে লেখা যাইবে।

ও সেই বন্দোবস্তপত্র এমন করিয়া লেখা ঘটিবে যেন কাপ্তান সাহেবের ও একং জন নাবিকের মধ্যে বসন আগাম পাইবার ও ঘরবস্ত্র পাইবার যে নিয়ম সম্প্রদায়ী জাহাজ বিষয়ক প্রচলিত কোন আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয় এমত নিয়মও করা যাইতে পারে ও অন্য যে নিয়ম আইনের বিপরীত না হয় তাহা যেন ঐ পত্রের মধ্যে লেখা যাইতে পারে।

২৫ ধারা। খালাসীদের বা এদেশীয় অন্য নাবিকদের সহিত বন্দোবস্ত হইলে, ঐরূপ প্রত্যেক জন নাবিককে আহারীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয় তাহার কর্দ্দ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি প্রাপ্তপূর্ব্বক সময়ে২ যে কর্দ্দ মার্য্যা প্রকাশ করেন তদপেক্ষা কম মাত্রায় হইবে না।

আহারীয় দ্রব্যের যে কর্দ্দ খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

কোন কাপ্তান কোন খালাসীর বা এদেশীয় অন্য কোন নাবিকের সহিত উক্তরূপে ধার্য্যীকৃত ও প্রকাশিত কর্দ্দ অপেক্ষা কম মাত্রায় আহারীয় দ্রব্যের কর্দ্দের বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৬ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে নরএমত কোন বন্দর কোন খালাসীর কি এদেশীয় অন্য নাবিকের কর্ম্ম করিবার বিশ্রাম ফুরাইবে এমত বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কথার অতিরিক্ত ঐ ব্যক্তি যে বন্দরে জাহাজে উঠিলেন কিম্বা অন্য যে বন্দরে যাইতে সম্মত হন সেই বন্দর কি অন্য যে জাহাজ যাইতে উদ্যত আছে তাহাতে অন্য জাহাজে উঠিয়া কর্ম্ম করা ইহা দিবার কিম্বা পূর্ব্বে উক্ত বন্দরে বিনা খরচে কিম্বা অন্য যে নিয়মে সম্মত হন এমত নিয়মে পঁহুছাইয়া দিবার কথাও ঐ বন্দোবস্ত পত্রে লেখা থাকিবে, উক্তরূপ প্রত্যেক কথার জাহাজের মালিকের কিম্বা তাহার পক্ষে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে।

খালাসীকে জাহাজ হইতে উঠিবার বিশ্রাম।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষ দেশীয় যে লোককে জাহাজের মল্লাগণের মধ্যে ধরিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রে ইহা যাওয়া যায় নাবিকশব্দে বিশিষ্ট গণ্য।

২৭ ধারা। গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কিম্বা ব্রিটিষ অধিকারের অন্তর্গত কোন দেশের কোন জাহাজের মল্লাগণের সঙ্গে কাপ্তান সাহেব ৪ কোন বন্দোবস্ত থাকিলে ও জাহাজ যে স্থানের হয়, কিম্বা মল্লাগণের সঙ্গে যে স্থানে করার কথা গেল ঐ বন্দোবস্তপত্র সেই স্থানের আইনমতে উপযুক্ত পাঠানুসারে লেখা থাকিলে যদি সেই কাপ্তান সাহেব ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক ছাড়া একমাত্র নাবিককে করার করিয়া লন, তবে সেই নাবিক সেই প্রকারের লিখিত বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিতে পারিবেন, এই আইনমত যে বন্দোবস্তপত্র করা যায় তাহাতে তাঁহার দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্রিটিষ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত কি করিবার পাঠ।

---

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকের কথা।

২৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের ৮ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে যথা,

১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

'৮ ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এই আইনের নিয়মাধীনে কোন বন্দরে বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাকে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

বন্দর পরিদর্শক নিয়োগ করণের ও তাঁহার ক্ষমতার কথা।

' উক্তরূপে যে প্রত্যেক কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তিনি যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরের সীমার মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন, যথা,

' (ক) তিনি যে কোন সময়ে কোন জাহাজে প্রবেশ করিয়া তাহা ও তাহার প্রত্যেক অংশ এবং ঐ জাহাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থ যে আহারীয় দ্রব্য ও জল দেওয়া হয় তাহা এবং নাবিকদের জন্য যে ঔষধ ও সরঞ্জাম ও স্থান থাকে তাহা দেখিতে পারিবেন।

(খ) তিনি ঐ জাহাজের সকল বা কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসকস্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

(গ) ঐ জাহাজের ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অবস্থার তত্ত্ব লইবার নিমিত্ত তিনি যে লগ বা অন্য কোন বহী বা কাগজ বা দলীল আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন,

' (ঘ) তিনি উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐরূপ সকল বা কোন ব্যক্তিকে তলব করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন তদন্ত লওয়া উচিত বোধ করেন তৎসম্বন্ধে উত্তর দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

' (ঙ) তিনি উক্তরূপে যে ব্যক্তির পরীক্ষা করেন সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে তাহার সত্যতার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

' ১৮ খ ধারা। কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে পর উক্ত বন্দর পরিদর্শক ঐ জাহাজে প্রথম প্রবেশ করিয়াই অনুসন্ধান লইবেন যে ঐ জাহাজের কোন খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক কাপ্তানের বা মল্লাদের কাহারও নামে নালিশ করিতে চাহে কি না।

বন্দর পরিদর্শকের যা নিদের তদন্ত লইবার কথা।

"উক্তরূপ কোন নালিশ করিতে চাহিলে, বন্দর পরিদর্শক ঐ নালিশ শুনিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং তাহার সত্যতা বিষয় পদার্থে ১৮ ক ধারার লিখিত যে কোন ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

"এই ধারামতে বন্দরপরিদর্শকের নিকট যে কোন নালিশ করা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ ও তদ্বিষয়ে তাঁহার নিজের মত লিখিয়া তিনি শিপিং মাষ্টরের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট পাঠাইবেন।"

নালিশসম্বন্ধে শিপিং মাষ্টরের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

---

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯ ধারা। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারামতে ও সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৫৪ সালের আইনের ৬ ধারামতে যে বেতন বা খরচ আদায় হইতে পারে তাহার দায় ঐ ধারামতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে কোন জাহাজের প্রতি বর্ত্তিলে, কিম্বা কোন কাপ্তানের কি স্বামির কি অন্য ব্যক্তির স্থানে আদায় হইতে পারিলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণরজেনরল সাহেব যে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, সময়ে২ ঐ ব্যক্তিকে গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণ কি বিশেষমতে তাঁহাদিগকে সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২১৩ ধারার বিধানমতে ঐ বেতন ও খরচের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্তরূপ যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি তদনুসারে উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন ও ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৫৭ ধারার ৭ প্রকরণের তাৎপর্য্যানুসারে ঐ ব্যক্তিকে রাজকীয় পদভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম ধরিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

এই ধারামত সকল মোকদ্দমা ও মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নাম ধরিয়া উপস্থিত করিয়া চালাইতে হইবে।

৩০ ধারা। কোন জাহাজ ১৮৪১ সালের ১০ আইন মতে রেজেষ্টরী করা গেলে ও বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা বন্দরের ও আরব সমুদ্রোপকূল দেশের মধ্যে যাতায়াত করিলে, যদি সেই জাহাজ কখন আর লোক ও খালাসী কিম্বা আসিয়া খণ্ডের অন্তর্গত অন্য দেশীয় নাখোদা নাবিক থাকেন তবে সেই জাহাজের প্রতি ৮৭৯ সালের উক্ত ১আইনের ৯ অবধি ১৬ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

কাপ্তানের পরীক্ষা দিবার বিষয়ের যে২ বিধান আছে তাহা কোন২ জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১ ধারা। ৮৪১ সালের উক্ত ১০ আইনের উক্ত ২ ১৫ ও ২৩ ধারার নানা রাজধানীর আডবোকেট জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে সন্ধান জানাইলে ' 'পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে ' পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে " পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে এই২ কথা যে২ স্থানে আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই২ কথা দিতে হইবে "কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে।'

১৮৪১ সালের ১ আইনের ২ ১৫ ১৭ ও ২৩ ধারার সংশোধন করিবার কথা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি পরে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন হইয়াছে সেই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী ৮৮০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে রিপোর্ট করেন তাহার ৮ প্রকরণ নিম্নলিখিতরূপ ছিল

"৮। আমরা মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ও ৮ অধ্যায় উঠাইয়া দিয়াছি কারণ আমরা বিবেচনা করি যে ঐ দুই অধ্যায়ে যে২ বিষয়ের কথা আছে তাহা এরূপ একটি পাণ্ডুলিপির অধিকতর উপযোগী হইবে যাহাতে ১৮৭৫ সালের ৪ আইন ও তৎসংশোধনার্থ ১৮৭৮ সালের ১৩ আইনের ধারা গুলি সংগৃহীত হইবে।'

২। যে দুইটি অধ্যায় উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে যে প্রকারের কথা ছিল, তাহা ঐ পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত ১৮৭৯ সালের ২৯ আগষ্ট তারিখের অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনার নিম্নলিখিত কয়েক প্রকরণ দৃষ্টে জানা যাইবে।

"২১। বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের কথা যোগ করণ দ্বারা ৭ অধ্যায় বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিয়োগ করিবার বিধান করা গিয়াছে। এই কার্য্যকারক স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব এক্ষণে যে২ কর্ম্ম করেন (এবং যাহা করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুলিপিতে তাঁহার প্রতি আইনমত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে) তদ্ভিন্ন বন্দরে কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে মল্লাহের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাপ্তানের বা মল্লাহের অন্যান্য ব্যক্তিদের নামে যে নালিশ করে তাহার তদন্ত লইবার তার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়

জাহাজে কর্ম্ম করিবার সময় খালাসীদের ও প্রাচ্যদেশীয় অন্য নাবিকদের রক্ষণার্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ইচ্ছানুসারে শেষোক্ত বিধানটি সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

"২২। ৮ অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের দুইটি সংশোধন করা গিয়াছে। যে২ স্থল সম্বন্ধে এক্ষণে কোন বিধান নাই সেই২ স্থলে অনুসন্ধানার্থে সামুদ্রিক আদালত বসাইবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা গিয়াছে। স্থানীয় সামুদ্রিক কর্ত্তৃপক্ষ দিগের অনুরোধক্রমে এই পরিবর্ত্তনটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা সংপ্রতি সংশোধিত ইংলণ্ডের ব্যবস্থার বিধানের অনুযায়ী। অন্য সংশোধন দ্বারে আহারীয় দ্রব্যের কর্দ্দ ধার্য্য করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কোন খালাসী বা দেশীয় নাবিকের সহিত এ কর্দ্দ অপেক্ষা কম দ্রব্য দিবার চুক্তি করিলে কাপ্তানের দণ্ড হইবে উক্ত নাবিকদিগের রক্ষার্থ এইরূপ বিধান করা প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হইয়াছে।

৩। উপরিস্থিত সিলেক্ট কমিটীর পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশে বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ৮৭৫ সালের ও ১৮৭৮ সালের আইনের বিধান গুলি সংগ্রহ করিয়া সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের পাণ্ডুলিপির পরিত্যক্ত বিষয় সহযোগে পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র, এমন নহে, ইহাতে আর কিছু আছে।

রাজকীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডের যে সর্টিফিকেটের প্রতি রাজ্ঞী সেই সর্টিফিকেট স্থাপিত ও রক্ষিত করিবার বিষয়ে ৮৭৫ ও ৮৭৮ সালের আইনের স্থানের বিধান আছে রাজকীয় আইনের বিধানের সহিত আমাদের আইনের বিধান মিলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হয় যে পার্লিয়ামেণ্ট যাহা বিধান করিয়াছেন এরূপ একটি বিষয়ে আমাদের আইনেও বিধান আছে এটি বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের আইন যে স্থলে ঠিক প্রতিলিপি নহে আইনের সিদ্ধতা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহার কথা থাকু একই বিষয়ে দুই প্রকারের বিধান থাকায় কার্য্যের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা যে২ আইন রক্ষিত করা গেল সেই২ আইনের বিধান পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে রাজকীয় আইনে যে সকল বিষয়ের বিধান নাই এবং যে সকলে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে স্পষ্টই জানা যায় সেই সকল বিষয়েই পাণ্ডুলিপির বিধান আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান আইনের কোন২ বিধান পরিত্যাগ করিতে ও কোন২ বিধান সংশোধন করিতে হইয়াছে।

৪। এই পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সুযোগে ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ২৬ ধারা সংশোধন করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে ব্রিটিশভারতবর্ষে যে বন্দর নহে সেই বন্দরে কোন খালাসীর কর্ম্মের মিয়াদ ফুরাইলে, কাপ্তানের সহিত তাহার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে তাহাকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাইবার করার নিয়ত থাকিবে এবং যে বন্দর সম্ভবত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নয় এরূপ অন্য যে বন্দরের বন্দোবস্ত হয় সেই বন্দরে যে জাহাজ যাইতেছে সেই জাহাজে কর্ম্ম করিয়া নিবাস করিবে করলেই হইবে না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচ্যদেশীয় ব্যক্তিকার্য্যে দেশীয় নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি সহকারে এবং ইউরোপীয় বন্দরে দুরবস্থায় পতিত আশিয়ানিবাসী নাবিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি সহকারে অন্য কারণে না হইলেও অর্থনীতি শাস্ত্রগত হেতুবশত গবর্ণমেণ্টের এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষীয় নাবিকদিগকে লইয়া যায় তাহাদের খরচে ঐ নাবিকেরা এতদ্দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে।

৫। ১৮৭৯ সালের ১ আইনমতে যে আডকাটিদের সৃষ্টি হয় তাহাদের বিচার করণার্থে আদালতের প্রতি ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ৩১ ধারাক্রমে কোন২ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই পাণ্ডুলিপি হইতে ঐ ধারা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ প্রথমোক্ত আইন সংশোধনার্থ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ের বিধান হওয়া উচিত।

১৮৮১ সাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি।

হুইটলী ষ্টোক্স।

জি, ফিটজ পাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A, B L, *Bengali Translator*

গবর্ণমেণ্ট সেক্রেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 19, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

৮০ দে লার সেরের হিসাবে

জিলা।	যব।			যব।			জাল চাউল।			বাজারা চাউল			অড়হর			কোদো ও কোদোর।			রাগীরা বাকওয়া। কনীষ।		
	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	এখার পূর্ব্বসপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব
বঙ্গদেশ।																					
বিশেষবিশেষ জিলা।																					
বর্দ্ধমান	সের ১৫	সের ৪৷৷	সের ১৬	সের ১৶	সের ৸৹	সের ১৷৵	সের ৷৷৶	সের ৷৷৶৷	সের ১৶৷	সের ৷৷৸	সের ৸৹	সের ৷৭৷									
বীরভূম	সের ১৬	সের ১৬	সের ৷৷৸	সের ১৮	সের ১৯	সের ৬	সের ৷৷৶	সের ৷৷৶৷	সের ৷৶৷	সের ৸৶৷	সের ৸	সের ৷৷৶									
বীরভূম	সের ১৯	সের ১৮	সের ১৬				সের ৷৷৸	সের ৷৷৸	সের ১৬	সের ৷৶৷	সের ৷৷৹	সের ৷৷৹									
মেদিনীপুর	সের ১৫	সের ১৫	সের ১৬				সের ৷৷৹	সের ৷৷৹	সের ১৫	সের ৸৹	সের ৸৬	সের ৷৷									
হুগলী	সের ১৫	সের ১৫	সের ১৬				সের ১	সের ১	সের ৵	সের ৷৷৹	সের ৷৷	সের ১৬									
হাওড়া	সের ৷৶৷	সের ৫৷৷	সের ৷৷৷				সের ১৬	সের ১৬	সের ১৬৷	সের ১৷৷	সের ৷৷৷৷	সের ৷৷৸									
বর্ত্তমানের জিলা।																					
হুগলি জিলা	সের ১৬	সের ১৷৹	সের ১৫	সের ৸৶৷	সের ৸৶৷	সের ৷৷	সের ৵৷	সের ৷৷	সের ১৷৷৶	সের ৷৷	সের ১৶	সের ৹৶				সের ৷৷৸ ৷৷৶	সের ৷৷৸ ৷৷	সের ১৷ ৷৷৶			
২৪ পরগণা	সের ১						সের ৹	সের ১৹	সের ৷৷	সের ১৹	সের ৪৶										
নদীয়া	সের ১২৷৶	সের ৷৷৸৶	সের ১৬		সের ৷৷	সের ৷৷৬৷৶ ১৫	সের ৭	সের ৷৷৷	সের ১৷৶	সের ১৷৶৹	সের ১৷৶৹	সের ৷৷									
যশোহর	সের ১৬	সের ৷৹	সের ৪৷				সের ৷৷	সের ৷৷৹	সের ৷৷৸	সের ৷৷৯	সের ১৷৷৷	সের ১									
খুলনা জিলা	সের ৷৷	সের ১৷	সের ৷৷				সের ১৯	সের ৷৷	সের ১৪	সের ৷৷৷	সের ৷৷৬	সের ৷৷৷									
দিনাজপুর	সের ১৷	সের ১৫	সের ১৬৷৷	সের ১৪	সের ১৬৷৷	সের ১৪	সের ১৫	সের ৷৷৪	সের ১৫	সের ৸৪	সের ৸৬৷	সের ১৭									
রঙ্গপুর	সের ১৷৷	সের ১৷৷	সের ১	সের ১৶৷	সের ১৶৷	সের ৷৷৬৷	সের ৷৷৹	সের ১৷৷	সের ৷৷৷	সের ৸	সের ৷৷৬৷ ৷৷৶৶	সের ১৬ ১৷৸									
রঙ্গপুর	সের ১৮	সের ৮	সের ১৮				সের ১৫	সের ১৬	সের ৷৷৸৶	সের ১৷৷	সের ৷৷৷	সের ১৮									
বগুড়া	সের ৷৷	সের ৷৷৸	সের ৷৷৷				সের ৷৷৪	সের ৷৷৪	সের ৷৷	সের ৸৭৷	সের ৸৹৷	সের ৷৷৪৷									
পাবনা	সের ১	সের ৷৷৷৷	সের ৷৷৷				সের ৵৷	সের ৷৷	সের ১	সের ৷৷৷	সের ৹	সের ৷৷৷									
মুর্শিদাবাদ	সের ৮	সের ৵৶	সের ৵৶	সের ৵৶	সের ৮	সের ১	সের ৪	সের ৵৹	সের ৵৶	সের ৷৷	সের ৷৷	সের ৷৷							সের ৵৶	সের ৵৹	সের ৵৶
জলপাইগুড়ি	সের ১৷৷	সের ১৷	সের ৵৹৷৶				সের ৷৷৹	সের ৷৷৹	সের ১৷৶	সের ৷৷৷	সের ৷৷৷৷	সের ৷৷৶৶									

[illegible] —গম ৷৷৹ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, যব ৷৷৹ সের অবধি ১৶ মণ পর্য্যন্ত, জাল ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, [illegible] ৷৷৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত, কোদো ৷৷৷৹ সের অবধি ৷৷৶ সের পর্য্যন্ত, জুলাবিকাই ৵৶ মণ অবধি ৪৶ মণ, ও সরষে সের অবধি ৵৷ পর্য্যন্ত।

[illegible] —গম ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, যব ৷৷ সের অবধি ১৶ মণ, বাজরা জাল চাউল ৷৷৶ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত, [illegible] চাউল ৷৷৷৹ সের অবধি ৷৷৶ সের পর্য্যন্ত, অড়হর ৷৷৶ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, কোদো ৷৷৷ ৵৹ সের অবধি ৷৷৹ সের পর্য্যন্ত, জুলাবিকাই ৵৶ মণ অবধি ১৪৶ মণ পর্য্যন্ত, ও সরষে ৵৹ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত।

[illegible] —গম ৷৷৶ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, জাল চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, বাজরা চাউল ৷৷৷৹ সের অবধি ৷৷৶ সের পর্য্যন্ত, অড়হর ৷৷৶ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, কোদো ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৹ সের পর্য্যন্ত, জুলাবিকাই ১/ মণ অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও সরষে ৵৹ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত।

[illegible] —গম ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, জাল চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, বাজরা চাউল ৷৷৷৹ সের অবধি ৷৷৶ সের পর্য্যন্ত, অড়হর ৷৷৶ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, কোদো ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৹ সের পর্য্যন্ত, জুলাবিকাই ৵৶ মণ অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও সরষে ৵৹ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত।

[illegible] —গম ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, যব ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, জাল চাউল ৵৹ সের অবধি ৷ ৷৷ সের পর্য্যন্ত, [illegible] চাউল ৷৷৸ সের অবধি ৷৷৹ সের পর্য্যন্ত, অড়হর (কুড়িয়ার) ৷৷৹ সের, কোদো ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷৶ সের পর্য্যন্ত, জুলাবিকাই ১৷৹ সের ও সরষে ৵৹ সের অবধি ৵৹ সের পর্য্যন্ত।

[illegible] —গম ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, যব ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, জাল চাউল ৵৹ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, বাজরা চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, অড়হর (কুড়িয়ার) ৷৷৹ সের, কোদো ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৸ সের পর্য্যন্ত, জুলাবিকাই ১/ মণ অবধি ৪/ পর্য্যন্ত ও সরষে ৵৹ সের অবধি ৵৹ সের পর্য্যন্ত।

[illegible] খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ মুদ্রা বিক্রয়ের বাজার দর।

জন্য বস্তু পাওয়া যায়। | মাসিক গড়মজুরী।

চাউল।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বলাদ কৃষাণ ও মজুর।			সরীস।			ব অধিরি ও কুলার বা কামার।			জিলা।
[illegible]	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের	গত বৎসরের এই সপ্তাহের	এই সপ্তাহের	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের	গত বৎসরের এই সপ্তাহের	এই সপ্তাহের	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের	গত বৎসরের এই সপ্তাহের	এই সপ্তাহের	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের	গত বৎসরের এই সপ্তাহের	এই সপ্তাহের	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের	গতবৎসরের এই সপ্তাহের	এই সপ্তাহের	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের	গত বৎসরের এই সপ্তাহের	এই সপ্তাহের	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের	গত বৎসরের এই সপ্তাহের	
																					বঙ্গদেশ।
																					পশ্চিমাঞ্চল জিলা।
৯	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সর	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
			।।৩	।।৪	।৭	২/	২/	২/	৩	।/	।৵।।	৮	৮	৮	৬ ৭	৬	৬	১৸ ১৫	১৩ ১	১ ১৫	বর্দ্ধমান।
৴	১/৵	৸৶	।।	।৵	।৵ ।৬	৭/	৮/	৮/	৴৯	৴৯	৴৯										বাঁকুড়া।
			।৫	।।৬	।৮	৬৷৷৹	৪।।	৪।।	৴৯	৴৯	৴৷।।	৫	৪	৫	৫	৫	৬	৭।।	৭।।	১৸	বীরভূম।
			৮	৮	।৩	৪/	৪/	৪/	৯	৴৯	৴৯	৬/১১।।	৭	৭	৬	৫	৬	৭।।৮ ১	৭।। ১৪	৭।। ১	বেদিবীপুর।
			।।	।।১	।৬	৩/	৩/	৩।।	৴৯	৴৯	৯	৬		৭।।				৭ ১ ২৫		৭ ১ ২৸	হুগলী।
			।। ।।	।। ।।	৭।।	২/	২/	২/	।।	।।	।।	৬৸	৬৸	৬৸	৬।।	৬।।	৬।।	১১	১১	১৩	নদিয়া।
																					যশোহরের জিলা।
১ ৵	।।৬ ।।৴	।।	।।১ ৸/	।।৬ ।/	।৭।।	২ ৫৩	২।। ২।।	২ ২।।	।। ৴৯	।। ৴৯	।। ৴৯৸	১।। ৬	১ ৬	১৩ ৬	৭ ৬	৭ ৬	৭ ৬	২ ১১	২ ১১	২৸ ১৬	কলিকাতা।
			।।৯	।।৬ ।।৴ ৪	।।			৩/	।।	।৸ ।।।	।/ ।/	৬	৭।।	৬	৬	৭।।	৬	১	১৫	৭।৹ ২	খুলনা।
			।।৫	।।	৬	২৭	৬	২৭	৴৯	৴৯	৴৯	৭।।	৭।।	৭৷৷	৬ ৮	৬	৬	১ ১৸	১৫	১ ১৸	যশোহর।
			৭৸	৭৸	৬	৩/	৩/	৩/	৴১ ।৹	৴১ ১	৴৯ ৯										সুরশিদাবাদ।
			।৮	।৭।।	।৹	৪/	৪/	৪।।	৴৮।।	৴৮।	৴৮।	৭।	৬ ৭	৬ ৭।।	৫ ৭	৫ ৭	৫ ৭	৮ ১৫	৭ ১৭	।। ২	দিনাজপুর।
			।৸ ২	।।১।	।। ।।৶	৬।	৬/	৪/	১৸	৴১	৴১	৪৹৫	৪ ৫	৫ ৬।।	৫	৫।। ১	৫।। ৬	১ ১৪	১৭	১১ ১৫	রাজশাহী।
			।২	।৭	।৯	৩/	৩/	৩/	৴৭	৴৭	৴৭	৭।	৭।।	।।	৬	৬	৬	২৹ ১৪	২ ১৭	১২ ৫	রঙ্গপুর।
			।৫	৫	।৩	১ ৭।।	।।৭।	১।।৭।।	৴ ৶	৮ ৶	৴৮ ৶	৫ ৬	৬	৭	৬	৬	৬	১ ১৭	২ ১১	২৹ ১৫	বগুড়া।
			।২	।।	।২	৩/	৩/	৩/	৴৯	৴৯	৴৯	৭	৭।।	৭।৮	৫ ৬	৬	৬	১ ১৬	২ ১৫	১২ ১৭	পাবনা।
	।৩	।৩	৴৬	৴৮	৴৯	৪/	৪/	৪/	৴৫	৴৫	৴৯										রাজসাহী।
			।৩।	৩।/	।/	১।৷৪	১।।৪	১।৪	৴৮	৴৮	৴৮	৭।	৭।।	৬	৮	৮	৭	২ ১৬	২ ১৭	১৫	মালদা জিলা।

* মজুরীর বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

ক। যশোহরের হাট। —গম ৴৮ ৫ ব, ভাল চাউল ৴৯ সের অবধি। ৬ সর ১ টাকা। চাউল ।।৫ সের অবধি ৬০ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৴৮ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২।।০ সের অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৷৷ সের পর্য্যন্ত।

। ঐ ঐ। —গম ।৬ সের অবধি ।।২ ৫ ব পর্য্যন্ত যব ।।৬ সের অবধি ৭।০ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।৬ সের অবধি ।।৫ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৫ ৫ ব অবধি ৬০ সের পর্য্যন্ত বাজরা (কেবল আক্কিপুরে) ৬৫ সের ছোলা ।।৬ সের অবধি ৬১ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১৬ সের অবধি ৬।।০ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৯ ৫ ব অবধি। সের পর্য্যন্ত।

। রাইগঞ্জ বরকুমার বন্দর এই ২। —গম ।৬ সের ভাল চাউল ।।৶ সের সামান্য চাউল ।২৬ সের, ছোলা ৬ ৫ ব জ্বালানি কাষ্ঠ ৩/ মণ ও লবণ ৴৯ সের।

।। বাটাবের হাট এই। —গম ।৬৭ সের, ভাল চাউল ।৬ সের ও সামান্য চাউল ।।।। সের ছোলা ।৬/ সের জ্বালানী ।৬৶ মণ লবণ ৯ সের।

। বক বন্দরের হাট এই। —গম ।৮ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত যব (কেবল বাগবে পাওয়া যায়) ।। সের, ভাল চাউল ।৮ সের অবধি ।৮ ৫ ব পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ।।২ সের অবধি ৬৭ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি (কুড়িয়ে যে) ১। ছোলা ।৪ সের অবধি ।৪ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ১/ অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴ সের অবধি ৴৯ সের পর্য্যন্ত।

। সেরপুরের হাট এই। —গম ।।৮ সের ভাল চাউল ।৬ সের, সামান্য চাউল ৬১। সের ছোলা ।৬ সের ও লবণ ৴৯ সের।

। বগুড়ার হাট এই। —ভাল চাউল ৴৮ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৴৭ সের অবধি ।৮ ৫ ব পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ ও লবণ (কেবল কাঁথে) ৴৫ সের অবধি ৴৮ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ।৬ সের, জনেরা ।৬ সের।

। যশোহরের হাট এই। —গম (বে ম বোনার) ।৬ সের, ভাল চাউল ৬৷৴ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৬ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৴৮ সের অবধি ।৬ সের, পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১।৶৪ সের অবধি ২/ মণ (বাঁকড়া, ক লবণ ৴৮৶ সের অবধি ৴৮ সের পর্য্যন্ত।

[illegible] ।৮৮১। ৯ জুলাই।]

	জিলা।	মদ।			ঘর।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			ঘৃত ও মাখন।			তেলের ও তোলার।			ছাগী বা গাভী ও ভেড়া ও শিশা।		
		এই মহকুমার বিক্রির	ইহার পূর্ব্ব মহাকালের বিক্রির	পূর্ব্ব বৎসরের এই মহাকালের বিক্রির	এই মহাকালের বিক্রির	ইহার পূর্ব্ব মহাকালের বিক্রির	পূর্ব্ব বৎসরের এই মহাকালের বিক্রির	এই মহাকালের বিক্রির	ইহার পূর্ব্ব মহাকালের বিক্রির	পূর্ব্ব বৎসরের এই মহাকালের বিক্রির	এই মহাকালের বিক্রির	ইহার পূর্ব্ব মহাকালের বিক্রির	পূর্ব্ব বৎসরের এই মহাকালের বিক্রির	এই মহাকালের বিক্রির	ইহার পূর্ব্ব মহাকালের বিক্রির	পূর্ব্ব বৎসরের এই মহাকালের বিক্রির	এই মহাকালের বিক্রির	ইহার পূর্ব্ব মহাকালের বিক্রির	পূর্ব্ব বৎসরের এই মহাকালের বিক্রির	এই মহাকালের বিক্রির	ইহার পূর্ব্ব মহাকালের বিক্রির	পূর্ব্ব বৎসরের এই মহাকালের বিক্রির
	রেঙ্গুন।																					
৪	পুরুলিয়া	সের মণ ||০	সের ||৪	সের ||	সের ১/	সের ১/	সের ||৬	সের ||২	সের ||৩	সের ||৮	সের ৯০	সের ৯০	সের ||০	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৫	বালেশ্বর	||১	||২	||৮				||০	||৬	||২	||৪	||৬	||৮			...	...			...
৬	শ্রীরামপুর বর্ম্মা।	||০	||৫	||২		...		||৬	||৮	||৬	||৭।।	||৭।।	||২				...			
	উড়িষ্যা।																					
৭	কটক ...	মণ ১ ১৮/	||০।।/	||০।।				৯।।৮	১৯ ।৬	।।৭	।।৯।/	।।৯।৮/	১৯।।৮			...			...	৮।৮	৮।৮	।৫৬
৮	পুরী	মণ ১৭/	৮।৮	।।।					।।৩।৮	।।১	।।২	।।৮	।।৭	।৪৩		...					...		
	বালেশ্বর	।৬	।৬	।৬					৯৫	৯২	।৬	১০	১/	।৯।।									
	ছোট নাগপুর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একেন্সী।																					
৮	রাজাবীরাম	মণ ||০	।।০।।	।৭		৬০	।।৭	।৯	।২	।০	।।	।।২	।৫							১/৮	১/৫	৮৬
৯	লোহারডগা	মণ ।১	।।০	।৪	।৮	৬০	।।৪	।।০	।।২	।।০	।।৪	।।৪	।।৫							১/৯	১/৯	৯৬
	সিংহভূম	।।৪	।।৪	।২	১/	১/	৬০	৬২	৬২	২	৬৬	৬৬	৬১									
	সরাইকেলা	মণ ।৮	১৮	।০	১/	১/	৬২	।।	।।১	।৭	৬২	৬১	।৮				১/০	১/৫	১	১।।৪	১।।৪	১।।৪

৪১। মজাফরপুরের মহকুমা।—গম ।২ সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত মূল্য ১/ মণ। ভাল চাউল ।১ সের অবধি ৮৫ সের পর্য্যন্ত। সামান্য চাউল ।।২ সের অবধি ৮৫ সের পর্য্যন্ত ও ছোলা। সের অবধি ।।৫ সের পর্য্যন্ত, ঘৃত সাধি ক্রয় ১।।৪ সের অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের।

৪২। মজা পটুয়া চাউলের মূল্য ।। ৬৵ সের অবধি ৮।৬ সের পর্য্যন্ত।

৪৩। পুরীর মহকুমার মূল্য এইরূপ।— ভাল চাউল। ৩।।৵ সের সামান্য চাউল ।।৭।।/ সের ছোলা ।।১ সের, ঘৃত সাধি ক্রয় ৫।৪০ মণ, ও লবণ ।২ সের।

৪৪। মজাফরপুরের মূল্য এইরূপ।—গম ।।০ সের। ৮৫ ৬৫ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।৯ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।১ সের অবধি ।।৯ সের পর্য্যন্ত, ঘৃতাদিপ্রভৃতি ৬ সের অবধি ১৪ সের পর্য্যন্ত কলেরা ৬০ সের অবধি ৮৫ সের, পর্য্যন্ত ছোলা ।।৬ সের অবধি ।।৭ সের পর্য্যন্ত, ঝালাদি ক্রয় ৪/ মণ অবধি ৮/ মণ পর্য্যন্ত লবণ ৵৮ সের অবধি ৵৮।। সের পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।
১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।

[*Government Gazette*, 19th July 1881.]

| [illegible] | | |

নম্বর	নাম	গম			যব			কাল চাউল			সাদা চাউল			কড়ু ও বাজরা		
		এই সপ্তাহের বিক্রির	এক বা পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রির	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রির	এই সপ্তাহের বিক্রির	এক বা পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রির	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রির	এই সপ্তাহের বিক্রির	এক বা পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রির	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রির	এই সপ্তাহের বিক্রির	এক বা পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রির	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রির	এই সপ্তাহের বিক্রির	এক বা পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রির	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রির
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা	২।।	২।০	২।৸৵	৶	১৶	২৲	৫।।	৫ ০	৬৲	২।।৶	২।।০	১৸			
২	খড়্গপুর	১৸	১।০	২৲				৩৸৶	৩।।০	৩।।০	১।০	১।১	১৸৶			
৩	ঢাকা	২।৴	২।৴	২।৶	৸৶	৸৶	১৶	১।৶	১।৶	৸৶	১৶	১।০	১।।৶			২।।৶
৪	নারায়ণগঞ্জ							১৶	১।০	১৸৴	।৴	১।৴	১।।৶			
৫	চট্টগ্রাম							২।০	১৸৶	২।	১।।০	১।০	২৲			
৬	পাটনা	১৸৴	১৸৴	১৸৴	১৲	১৲	১।৵	২।।০	২।।৶	৩৲	১৸৴	১৸৴	২।৵			
৭	বাদেশ্বর	২।।	২।।	২।।				১।০	১।	২।।০	১৲	১৲	১।৶			
৮	পুরী										১।৶	১।।০	২।।			
৯	ইক	১।।৴	।।৴	৩।৶				৸৶	১৸৶	৩।৶	১।৶	১।।৶	১৸৶			

কলিকাতা
১৮৮১ সাল ১ জুলাই।

হই সপ্তাহ অবধি গড়ুয়াদি খাদ্য দ্রব্য ও ঘানানি কাষ্ঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর।

মণের দর।

	সোলপ ও খোরাক।			রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা।			মসুরা।			ছোলা।			ঘানানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
	১।।৶০	১।।৶০	১৸				১।।০	১।।০	২৲	১৸৶০	১।।৴	২।৴	।৶	।৵৹	।৵০	৪৲	৪৲	৪৲	কলিকাতা।
										২৲	২।০	২৸				৪৴	৪৲	৪।০	খেরাগঞ্জ।
										২৲	১৸	২।৶	।৶	।৶	।৵০	৪৲	৪৲	৪৶০	ঢাকা।
										২৲	৪৶	২।।৶	।।০	।।০	।।০	৪৲	৪৶	৪৶	নারায়ণগঞ্জ।
																			চট্টগ্রাম।
							৲	১৲	১।৵০	১/৯	১/৯	১।৶০	।/৵	।/৵	।।০	৪/৯	৪/৯	৪৲	পাটনা।
				৲						৸৲	৸৲	৸৲	।/	।/০	।/৯	৪।৵০	৪।৵	৪।৵০	বাঁশেবর।
																			পুরী।
	৷	৷		২৲	২৲	২।৴				১।৶	১।৶	১৸৶	।০	।০	।০	৩।৷	৩।৷	৩৸০	কটক।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল,

এচ, এম, কিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের নিমিত্ত প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাই আমলি ১২৮৮ সালের ১২ শ্রাবণ বাঙ্গালা ১২৮৮ সালের ১ শ্রাবণ সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ২৩ মে।

তফসীল

তফসীল নম্বর।	এ রেজেষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	জমার অঙ্ক।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবে তাহার অঙ্ক।	কৈফিয়ৎ।
১	৮৬	৫৪	মং আলাল পাড়া পং গামাপুর	মধুমাধনী দাসী সদাবন্দ মালাক মা বালকের মাতা ও রক্ষক ও বন্ধু	১১৯৬৸৶২		
				ধনি দাসী মধুসূদন মালাক আবালকের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মালাক ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমা বিকরী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভুঞ্যার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজাসুন্দরী দেবী মধুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালকের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মালাক।			
				বাদ মধুসূদন মালাকের পৃথক হিসাব বাদ বিলাম হইবেক মা	৪৪৮৸৶৯		
				বাকী মধুমাধনী দাসী সদাবন্দমালাক	৭৪৮/৫	৩৫।৶৭	
				নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও মধুমতী দাসী মধুসূদন মালাক নাবালকের মাতা ও রক্ষক ও দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মালাক ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিকরী দেবী ও শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরিশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভুঞ্যার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজাসুন্দরী দেবী মধুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালকের মাতা রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর একমাসি অংশ বাদ সরকারি বাকী ৩৫।৶৭ কম্য নিলাম হইবেক।			
২	১৭৩	৯৪	মং বেড়া বেড়া পং কাশীযোড়া	উদয়নারায়ণ মালাক	৯৯১।১১	৪৬৩৸৶১	
৩	২৩৮	১৪৫৭	মং কাটাপাল পং খড়গপুর	হরকুমারি রায় ও শ্রীনাথচরণ পাল ও রাজকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ পাল ও জ্যোতেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও বরেন্দ্রকুমার ও মহেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার ও তপেন্দ্রকুমার পাল নাবালগগণ কোর্টওয়ার্ডসের অধীন মেসে কার দ্বারিক নাথ পাল	মায়রোড়িকও ১ ও ৭	১৫২৸৶৪	
৪	৬	১৮৭	মহালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অনবশা	গঙ্গ রায় ম ইতি ও আনন্দলাল রায় ও কুঞ্জ রাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি ও শ্রীমতী মতীকম বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও [illegible] খাঁ ও আলাদাদ খাঁ ও চাঁদমণী ও মধুসূদন সিংহ	৬৭৩।।/৯		
				বাদ কুঞ্জরাম রায় ও গঙ্গারাম মাইতি পৃ হি ৬ ।৯			
				বাদ শ্রীমতী মতীকম বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও [illegible] খাঁ ও আলাদাদখাঁর পৃঃহিঃ ১১২৸৶			
				বাদ চাঁদমণীর পৃঃ হি ৭৪।৶১৫			
				বাদ মধুসূদন সিংহের পৃথক হিসাব বিলাম হইবেক না ৪৭৫৸৶৯	২৯২৸৶১০		

তহসীল নম্বর।	এঃ রেজেষ্টরি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	মাল মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাকী গঙ্গারাম মাইতি আমজলাল রায়ের একমালি অংশ বাদে সরকারি বাকী ১৫৸/২ জন্য নিলাম হইবেক	৩০৭৸১১	১৫৸/২	
৫	৪০	২৫৯	মঃ বাড়ুখালিরাম ও কুলডিহা পঃ খানার	লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারীমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা তড়িতাচরণ পাল ও জগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌ অক্ষয়ময় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও ও বল্লভরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামনী দাসী রামপ্রসাদ রায়ের বনিতা ও সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়া।	৫০২।/১০		
				বাদ সীতানাথ ও রমানাথ ঘোষ ও মানিকরাম খাটুয়ার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না	১১৫॥৶০		
				বাকী লক্ষ্মীনারায়ণ মহাপাত্র ও শ্রীমতী প্যারিমনী দাসী প্রকাশিত পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী কমলেকামিনী দাসী বনিতা তড়িতাচরণ পাল ও ও জগীরথ জানা ও মানিকরাম খাটুয়া ও চৌ অক্ষয়ময় মল্লীক ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও বল্লভরাম ও অযোধ্যারাম খাটুয়া ও করালীচরণ দত্ত ও তারামনী দাসী রাম প্রসাদ রায়ের বনিতা একমালি অংশ বাদে সরকারি বাকী ১৯।/৪ জন্য নিলাম হইবেক।	৩৮৬॥৶৭	১৯।/৪	
৬	৪১২	২৭১	ম বাড় বাঁশী পঃ খানার।	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জগার্জ্জন মাইতি ও খগরাজ রাণি ও শ্যামরাউত ও মধুসূদন জানা ও প্যারিমনী দাসী ও শ্রীমতী স্বর্ণময়ী ও মহেশ্বরি মাইতি ও বেচারাম আচার্য্য ও আচার্য্যের বেরা ও অক্ষয়নারায়ণ বেরা ও নবদ্বীপ চন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগ জ্ঞাতাগণের রক্ষক ও বৈদ্যনাথ সতপতি ও শ্রীমতী রত্নমনী ও মধুসূদন রায় ও ভুবন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়রাম ও মধুসূদন জানা ও ঠাকুরদাস ও মাধবচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন ও লালমোহন ও মহেন্দ্রনাথ পাল ও মহীনাচন্দ্র ও অক্ষয় চন্দ্র বর্দ্ধন ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও গোবিন্দরাম মণ্ডল ও নীলমণি মণ্ডল ও কৃষ্ণপ্রসাদ ও মধুসূদন অট্ট ও জগমোহন ও যুধিষ্ঠির দাস ও জয়নারায়ণ দে ও রাধামোহন মাইতি ও বাঞ্ছিকানাথ মাইতি ও গোপীনাথ মাইতি ও রাধানাথ সাহু ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেব্যা ও রঘুনাথ দাস পদরাজ ও সীতানাথ দাস পদরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমনী দেব্যা ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসী শ্রীমতী নিগমময়ী ভাগবতচন্দ্র দেব পত্নী ও বাঞ্ছিকামী দাসী স্বয়ং খারাণ মাইতির পত্নী ও তারকনাথ ও কোলানাথ খারাণকের মাতা ও মহাবেক ও শ্রীমতী পদ্মিনী ও শ্রীমতী আনন্দাদিনী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী ও শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাসী ও কোটিজনকর্ত্তা দেব অতীন দেবেন্দ্র ও বাঞ্ছিকানাথ বাদ তঃ জ্ঞানেন্দ্র কুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রবীন্দ্রকুমার ও মহেন্দ্রকুমার ও কমলেন্দ্রকুমার ও দেবেন্দ্র-কুমার নাম নাবালক লালমোহন ও ইন্দ্রমোহন ও ভুবনমোহন দেবেকাল।			

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

জরীপ নম্বর।	এস্তেমালি নম্বর।	খোঁজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী খাজনা জমা দিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪১৩	২৭২	মং বেলকীপং খাসার	শ্রীমত্যা আদরমনী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরমাল মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামনী ও চৌঃ প্রেমচাঁদ মাসাত ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসাত ও মদনগোপাল মাসাত ও ঈশ্বরচন্দ্র মাসাত ও মহেন্দ্রনাথ মাসাত।	১৪৬।।৵৬		
				বাদ শ্রীমত্যা আদরমনী দেব্যা ও চৌ রঘুনাথ দাস পরমাল মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরামনী ও চৌঃ প্রেমচাঁদ মাসাতের এস্তেমালি অং ৪৪১৷৷৵৪		
				বাদ ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসাতের পৃ দি ১২৬৵১		
				বাদ মদনগোপাল মাসাতের পৃ দি ১২৬৵৭		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসাতের পৃঃ দি দিলাম হইবেক না ১২৬৵৬	৮২০।৵১	
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসাতের পৃথক হিসাব মাসার সরকারি বাকী ৫৮।৵৯ জমা দিলাম হইবেক	১২৬৵৬	৫৮।৵৯
৮	৪৭৪	৩০৫	ম বুকাল পং বাটিয়াকি।	মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রাম কানাই রায় রাধাকালী দেবী ও রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫০৸৶১০		
				বাদ রাধাকালী দেবীর পৃ দি ১৩৭।।৵৬			
				বাদ রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃ দি দিলাম হইবেক না ১৩৭।।৵৪	২৭৫।৵১১		
				বাকী মহেন্দ্রনাথ রায় ও বলরাম ও রামকানাই রায়ের এস্তেমালি অংশ মাসা সরকারী বাকী ২৬৵৩ জমা দিলাম হইবেক।	২৭৫।৵১	২৬৵৩	
৯	৬১১	৩৯১	ম ভিতর বিষণ্ণ র। আমা পং তর্পে বা দিলীতা।	গঙ্গানারায়ণ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ প্যারীমোহন ও উদ্ধব নারায়ণ মাসাত।	১৬৪৮৸৶৯	৪১৭৸২	
১০	৬৪২	৩৯০	ম ভিতর বিষণ্ণ রঃ। আমা পং তর্পে বাদী গীতা।	দ্বারিকা নাথ মাসাত ও নবদ্বীপচাঁদ মাসাত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও নবাবন্দ মাসাত নাবালকের মাতা রক্ষক শ্রীমত্যা যমুনামনী দাসী ও দর্পনারায়ণ মাসাত ও প্যারীমোহন দাস ও উমেশচন্দ্র দাস ও গোলোক চন্দ্র ও মধুসূদন মাসাত।	১৬৪৮৸৶১০		
				বাদ গোলোকচন্দ্র ও মুনদম মাসাতের পৃথক হিসাব দিলাম হইবেক না।	৮২৯।৵৫		
				বাকী দ্বারিকা নাথ মাসাত ও নবদ্বীপচাঁদ মাসাত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা বসুমতী দাসী ও নবাবন্দ মাসাত নাবালকের মাতা শ্রীমত্যা যমুনামনী দাসী ও দর্পনারায়ণ মাসাত ও প্যারীমোহন দাস ও	৮২৯।৵৫	৪।৵১১	

তরফীব নম্বর।	প্রকৃতি ইতি নম্বর।	জোতী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				উমেশ চন্দ্র দাসের এক্তিয়ারি অংশ বাদ সরকারি বাকী ৪৷৶১১ জন্য নিলাম হইবেক।			
১১	৮২০	৪৬৩	ম চাকইকরবাই পং বোটিটাকি।	প্রেমচাঁদ মালাক ও উদয় নারায়ণ মালক।	৭৮৷৷৫	৩৩১৷৫	
১২	৮৯৬	৫৭৬	মং কুচকড়া পং কেদার কুণ্ডু।	মহেন্দ্রনাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারী মোহন মালাক ও প্রেমচাঁদ মালাক।	১৬১৸৹		
				মাং মহেন্দ্র নাথ ও ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ও গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারী মোহন মা জির এক্তিয়ারি অংশ নিলাম হইবেক না	৬৪১৸৶		
				বাকী প্রেমচাঁদ মালাকের পৃথক নিলাম না সরকারি বাকী ১৫০৲৩ জন্য নিলাম হইবেক।	৩২০॥/৪	১৪৮৲৭	
১৩	৯০৯	৫১৪	ম ভুঞা পং কেদার কুণ্ডু	শ্রীহর চরণ মন্ডী ও শ্রীমত্যা দামিনী দাসী।	১১৩৫॥৷৹	২৬৫॥৶	
১৪	৯০৬	৫১৬	মং দক্ষিণ মহমাড়াল পং কি কালীমোড়া।	রাজীবলোচন মাহাত ও শ্রীমত্যা গ দেশমনী দেই ও মহেশ ও গোপাল ও নারায়ণ ও অখিল চন্দ্র ও দীনবন্ধু ও বৈকুণ্ঠ দাস কুণ্ডু	৬২৬৸/৭	।/৮	
১৫	১১১৭	৬১৬	ম তমুক পোড়া পং কালীযোড়া।	হরমোহন রায়	বাদপুলিস ও ৮৫৲	৭২৪৶৯	
১৬	১১৪৩	৬৪	ম কুমাই পং মহল।	রাধাশাম ও শ্রীকান্ত ও নারায়ণ ত্রৈলোক্যনাথ দাস ও শ্রীমত্যা দাস মনী দাসী	১৪৫ ।৶১	১৬৯॥৶৬	
১৭	১১৭২	৬৫৩	মং কুমাই পং বাটি টাকি।	ইন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্র নাথ ও গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাহাত ও প্রেমময়ী দাসী ও সুবলচন্দ্র পাত্রা ও শ্রীমত্যা কল্পলতা দেই ও শ্রীমত্যা আহ্লাদিনী দাসী ও বুল দাস পাত্রা।	৬৫৫৸৲ ৪	৪৭৸৶৪	
১৮	১২০১	৬৭৮	মং গোপাল পং কেদার কুণ্ডু।	প্র গোবিন্দ নাথ ও রাধিকানাথ দাস মেনাজার জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও জ্যোতীন্দ্রকুমার ও রাজ কুমার ও মহাপাত্র কুমার ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্র কুমার নাবা ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস	৭২৪৸০	১৭৸৶৮	
১৯	১৩১৬	৭৩১	ম খাত মুরা চক পং মহমা চোর।	কমল কুমারী দাসী হরেকৃষ্ণ মাইতির পত্নী ও সুধন্যা মন্ডী দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৩৲৩০	১০৮৭॥১	
২০	১৩৪৭	৭৪০	ম ইন্দা পং খড়গ পুর।	দামিনী দাসী	১১৩ ৸৶	৪২৯৸৶২	
২১	১৩৫৪	৭৪৮	ম কলড়া পং কি কালী যোড়া।	ম রিকানাথ দে ও জীতমাহাল ভুঞা ও সরেশমনী দেই ও মহেন্দ্র নাথ ও দেবেন্দ্র নাথ ও যোগেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ দে।	৬১৪/২	৩	
২২	১৩৫৯	৭৫২	ম মাধাবাড় পং কি কালী যোড়া।	আমেদা চরণ পাল ও আবদুল মেনা বিবি ও উমল কতেমা ও শ্রীমতী ইজাতমেসা ও আবদুল মাসুদ ও শ্রীমত্যা সেলামতমেসা ও শ্রীমত্যা উমলবেগম ও বোকনাম বিবি ও শ্রীমতী কেরামতমেসা ও শ্রীমত্যা জমিমমেসা ও শ্রীমত্যা উমল বরকাত।	১২৫২।৶৯	৫৮৭৲	

তরফীব নম্বর।	এ। রেজিষ্টরি নম্বর।	তৌজি নম্বর।	নাম স্থান ল ও প রগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	এ বাকী রাজস্বজমা মিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
২৩	১৪২৭	৭৯৫	ম জঙ্গল পং খড়গপুর।	দ্বারিকানাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও যদুমণি দাসী মাতা বয়াকেশ সন্তানগণ মাসান্ত ও বসুমতী দাসী মাতা রক্ষক নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালক ও প্রসন্নকুমারী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।	৮৭৩।৷৶	২৯২।।/৩	
২৪	১৫৩	৮৫৮	ম কাশপুর প গাগনেশ্বর।	রাজবল্লভ ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাঁড়ি ও গোলোকমণি ও অক্ষয় নারাণ ও অক্ষয়নারাণ মাইতি ও শ্রীনিবাস পাঁড়ি	৮৭৬।৵৮		
				বাদ অক্ষয়নারাণ মাইতির পৃথক হিসাব ১৭৫৶৫			
				বাদ অক্ষয়নারাণ মাইতির পৃথক হিসাব ৩৬৪৶৯			
				বাদ শ্রীনিবাস পাঁড়ির পৃথক হিসাব হিসাব হইবেক না। ৩৩।/ ৭	১৭৫।/		
				বাকী রাজবল্লভ চৌধুরী ও সুধাময় চৌধুরী ও দ্বারিকানাথ মিত্র ও হৃষিকেশ পাঁড়ির একমাসি অংশ যাহা নবকারি বাকী ১১৮৶৯ জমা হিসাব হইবেক।	৩৬২।৶৬	১১৮৶৯	
২৫	১৭৭৪	১৩৩	ম খণ্ডবন্দ পং কাশীযোড়া	অক্ষয়নারাণ ও অমৃতলাল ও রসমলাল ও প্যারীলাল ও প্রসন্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।	মায়পলীস ৪১২২।৶৪	৶৬	
২৬	১৭৮২	৭৩	ম লুটবীয়া পং সুখকাপুর	অক্ষয় নারাণ দাস ও রাধাগোবিন্দ ও কানাবন্ধু ও শশীশেখর ও বৈষ্ণবদাস পাঞ্জা ও প্রেমচাঁদ দাস ও ও বৈকুণ্ঠ নাথ জানা ও মঙ্গলদাস পাঞ্জা।	৮৫৯।৶৮	২৬৪।৶৫	
২৭	১৮২১	৮৪	ম নাঙ্গুরি পং কাশীযোড়া	দীননাথ মন্ত্রী স্বয়ং ও রক্ষক নবদ্বীপ চাঁদ মন্ত্রী ও প্রেমচাঁদ ও গোপীনাথ ও মঙ্গলদাস মাসান্ত ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী মাতা রক্ষক রাধাজীবন ও রাধালোকন ও রামনারায়ণ মাসান্ত নাবালক গণ।	৩৭৭৬৶৬/৭	২২ ৶৬৷৯	
২৮	১৮৭১	২০৫	ম মকরম পুর পং পটাশপুর।	বলরামলাল কর্ত্তক ও শ্রীমতী অন্নদা সুন্দরী দাসী।	১৩৪১৯	৪৭৮৶	
২৯	১৯৯৪	১ ৮	ম নারায়ণবাড় ও নারায়ণবাড় প কাশীযোড়া	জীবন কৃষ্ণ ও কৃষ্ণবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমতী নবসুন্দরী দেবী ও রমাকান্ত গোস্বামী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও জগন্মোহন গোস্বামী ও রাধাপ্রসাদ বেরা ও রূপনারায়ণ মাইতি ও কবিরচন্দ্র পট্টনায়ক ও তারাপ্রসাদ মাসান্ত ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা রূপ নারা মাইতি।	৬৯২।৶		
				বাদ তারাপ্রসাদ মাসান্ত ও কৃষ্ণচরণ পণ্ডা ও রূপনারায়ণ মাইতির ও কবিরচন্দ্র ট্রমাএকের পৃথক হিসাব যাহা মিলাম হইবেক না।	১৭২৶৭		
				বাকী জীবনকৃষ্ণ কৃষ্ণবিহারি গোস্বামী ও শ্রীমতী নবসুন্দরী দেবী ও রমানাথ গোস্বামী ও শ্যামাচরণলাহিড়ি ও জগন্মোহন গোস্বামি ও রাধাপ্রসাদ			

তরফীয় নম্বর।	জেলি ইঁড় নম্বর	জোতী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক	সদর জমা।	যে বাকী মালগুজারী নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৬০	২০০৭	১ ৯৭	ঘ মধ্যকার মহম্মদপুর পং হেদিয়ীপুর ও গোবর।	বেরা ও রূপনারায়ণ মাইতির এক মালিকাংশ মাঁধা সরকারি বাকী ১৮/১ অধ্য বিল য হইবেক। কলীদক্ষ সেনা ও রামনারায়ণ ভূঞা ও ঈশ্বর নারায়ণ ভূঞা ও দেবী প্রসাদ দে ও নারাণ প্রসাদ ও গঙ্গা মোহন ও বৈকুণ্ঠনাথ দে ও রমনা-	৪১৮৮৭ ১০৬২/১১	১৮/১	

লি চরণ মাইতি ও রবিশংকর বসু ও সিদ্ধি মতীরাসি খাঁ ও শ্রীমতী চিরাধনী দাসী ও রামচাঁদ মন্ডল ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবনগোবিন্দ দে ও জগবন্ধু রায় ও শ্রীনাথচরণ মন্ডল ও জগন্নাথ মল্লীক ও চন্দ্রমোহন সিং ও জগবন্ধু পাল ও রামবিধি কুণ্ডু ও বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডু ও মদনগোপাল মাসান্ত ও ঈশ্বরনারাণ মাসান্ত ও গোলোক চন্দ্র মাসান্ত ও মাণিকনাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও শ্রীমতী মধুমাসী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালক ও শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাক্ষেত্র মহীপ চাঁদ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও গোপীনাথ মাসান্ত ও মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত মাণিক্য দাসী ও পুণ্যবন্ত কুণ্ডু ও ধর্ম দাসী ও সতীশচন্দ্র দাস ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী মাতা রক্ষক আশুতোষ মাসান্তের ও শ্রীমতী বিন্দুবাসীনী দাসী ও শ্রীমতী মঙ্গলা দাসী ও শ্রীমতী মরিশ্রিয়া দেব্যা মাতা শশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী চন্দ্রমণী দাসী দীনবন্ধু দাস গিরের মাতা কালীনাথ দাসের মাতা ও শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী রবিন্দ্র অন্তরচরণ বিশ্বাস ও বাবু আনন্দলাল রায় পেশাদার মহাক্ষেত্র বাবু মুরারিলাল রায় ও শ্রীমতী বেণীমণী দাসী ও উমাচরণ ঘোষ ও কালীপদ দত্ত ও মহেন্দ্রনারাণ দে ও গোপীনারাণ দে ও অক্ষয়নারাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা মাতার অমৃতলাল বসন্তলাল ও পারীলাল ও প্রথমলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বিস্তারিনী দাসী ও পঞ্চানন ও জগবামচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী ও মাধবচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশানচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায়। ও কেশবলাল ঘোষ ও সৈয়দ মহম্মদ হুসেন ও শ্রীমতী মহসুন্দরী ও গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী বিস্তারিনী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী শ্যামসুন্দরী জলগোবিন্দ বসুর বনিতা ও মতীনারায়ণ ও উদয়নারাণ দুই ও রাজীবলোচন দাস ও গোলোকচন্দ্র প্রধান ও উমেশচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় পর ও মহাক্ষেত্রনারায়ণ প্রসাদ ও রাধিকা প্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় নাবালকগণ ও শ্রীমতী মতীনাকালী দেব্যা।

বাদ শ্রীনাথচরণ মন্ডলের পৃ দি ৮১৸৯			
বাদ জগন্নাথ মল্লিকের পৃ দি ১৮ ॥			
বাদ চন্দ্রমোহন সিংহের পৃ দি ৬ ।/১			
বাদ জগবন্ধু পালের পৃ দি ১৮১৮/১			
বাদ রামবিধি কুণ্ডুর পৃ দি ১ ৭/৬			
বাদ বৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডুর পৃ দি ১৫১। ২			
বাদ মদনগোপাল মাসান্তর পৃ দি ৩৸॥			
বাদ ঈশ্বরনারায়ণ মাসান্তর পৃ দি ১১১৸/১			
বাদ গোলোকচন্দ্র মাসান্তর পৃ দি ৪১৫। ১১			
বাদ মাণিকনাথ ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও শ্রীমতী মধুমাসনী দাসী মাতা ও রক্ষক সদানন্দ মাসান্ত নাবালক ও শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাতা ও রক্ষক মহাক্ষেত্র মহীপ চাঁদ মাসান্তর পৃ দি ৪ ৫।৬			

জরীপ নম্বর।	এ। থেকি ইঁড়ি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	নম্বর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলামহয় সেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ গো পীনাথ মাসাজর পু ছি ১২ ৵১১			
				বাদ গোপীনাথ মাসাজর পু ছি ৪৪।/৯			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসাজর পুঃ ছি ১১৬।।৬			
				বাদ শ্রীমতী সাবিত্রী দাসীর পু ছি ১১৩ ।৶৯			
				বাদ পূর্ণচন্দ্র বসুর পু ছি ১ ২৶৩			
				বাদ বর্ণমাসীর পু ছি ৭২৶৫			
				বাদ মনোমোহন চন্দ্রমাসের পু ছি ৪৭৶।৬			
				বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী মাতা আশুতোষ ঘোষ নাবালক শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দাসীর পু ছি ৯ ৯৶২			
				বাদ শ্রীমতী মঙ্গলা দাসীর পু ছি ৬১ /৪			
				বাদ শ্রীমতী মনিপ্রিয়া দেব্যা মাতা সৃষ্টিধর বন্দ্যোপাধ্যায় পু ছি ১ ৫৸			
				বাদ শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসী বনিতা অক্ষয়চরণ বিশ্বাসের পু ছি ১১৭৶৯			
				বাদ বাবু আনন্দলাল রায় পেদরে মহাবেক বাবু মুরারিলাল বাবের পু ছি ২৬৮।৶২			
				বাদ শ্রীমতী বেচমণি দাসীর পু ছি ৬০৭৶১১			
				বাদ উমাচরণ ঘোষের পু ছি ২১।/১			
				বাদ কালিঘোষ স্থির ও মহেন্দ্রনারায়ণ দে ও গোবিন্দনারায়ণ দের পুঃ ছি ১৭৮।৶৮			
				বাদ অক্ষয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেব্যা মাদরে অমৃতলাল ও বনমালাল ও শ্যামী লাল ও প্রমথলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পু ছি ৫৮৶৬৶৭			
				বাদ শ্রীমতী বিস্তারিণী দাসীর পু ছি ১১।			
				বাদ শঙ্কামধ্ব ও ভগবান চন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা শিবসুন্দরী দাসী ও ঈশান চন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায় ও শ্রীমত্যা স্বর্ণময়ী দাসী ও কালাধন ঘোষ ও কেশবলাল ঘোষের পু ছি ১১০।২			
				বাদ সৈয়দ মহম্মদ হুসেনের পু ছি ২৪৫ ৶৩			
				বাদ শ্রীমত্যা হরসুন্দরীর পুঃ ছি ২৯।১			
				বাদ গঙ্গাগোবিন্দ বসু ও শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দাসী গঙ্গাগোবিন্দ বসুর বনিতা ও শ্রীমতী বিস্তারিণী দাসী রামকুমার বসুর বনিতা ও শ্রীমতী বাঞ্ছাসুন্দরী ফকগোবিন্দ বসুর বনিতার পু ছি ২৬৩।৶৬			

তরফের নম্বর।	জরিপের কি নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহালের পরগণার।	নাম মালিক।	সরহদ্দ।	যে বাকী রাজস্বজন্য বিলায় হইবে তাহার	কৈফিয়ৎ
				রাজ কৃষ্ণনারায়ণ ও উমানারায়ণ রায়ের পুত্র কি ১২৪৮/১২ রাজ ইন্দ্রনারায়ণ সাহের পুত্র কি ৪২।৬ রাজ গোপীকৃষ্ণ প্রসাদের পুত্র কি ১১৩/৩ রাজ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কি ২৯৮।৬ রাজ উমাপ্রসাদ রায় মহাশয় স্বয়ং ও মধ্যম ভ্রাতা রাজা প্রসাদ ও মাতামহ প্রসাদ ও কৃষ্ণপ্রসাদ রায় মহাশয়দের পুত্র কি ৩১৬।১১ রাজ শ্রীযুক্তা মণিমহাকালী দেবীর পুত্র কি বিলায় হইবেক না ৩ ৪৬	৭১৪৮।৬১		
				বাকী কৃষ্ণচন্দ্রসেন ও রামনারায়ণ ভুঞ্যা ও উমেশ নারায়ণ ভুঞ্যা ও দেবীপ্রসাদ দে ও মাতাহরপ্রসাদ দে ও গঙ্গারাম দত্ত দে ও বৈকুণ্ঠনাথ দে ও বনমালীচরণ মাইতি ও হরিশ্চন্দ্র [illegible] বাবালী ও শ্রীমতী চিন্তামণি দাসী ও রাম চাঁদ মণ্ডল ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও জীবনমোহিনী দে ও জগবন্ধু রায় এজমালী অংশ যাহা ৮৯৪৩ কম্বা বিলায় হইবেক।	৭৭২।৮	৩৯৪৯	
				বাকী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দাসী ও [illegible] বন্ধু দাস দিগের মাতা ও কালী নাথ সাহের পৃথক বিলায় হাজা নরকারী বাকী ১৮।২ কম্বা বিলায় হইবেক।	৪১।১	১৮।২	
৩১	১০১	১১	ম [illegible] ও খাগড়াপেড়্যা পাং নবগ্রাম।	অক্ষয়নারায়ণ সেন ও মদনমোহন সেন দে ও রাজনারায়ণ সেন ও ইন্দ্রমোহন দে ও বঙ্গচন্দ্র সেই সাহের মহাজন রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালক আনন্দী সেই ও বঙ্গচন্দ্র সেই ও শ্রীমতী নবকুমারী দাসী ও দুর্গামণি দাসী ও শ্রীমতী [illegible] দাসী।	৬৮৩।৮৭	১১ ৭৬৯	
৩২	২১ ৩	১১৪২	ম পশ্চিম [illegible] রঙ্গপুর পং কাশীযোড়া।	শ্রীযুক্তা [illegible] ও [illegible] ও নবগোপাল পাল ও শ্রীযুক্তা [illegible] দাসী ও দিনবন্ধু দে ও চন্দ্রমোহন নন্দ ও [illegible] ও [illegible] কিশোর দত্ত পাল মণ্ডল কুণ্ডু ও রামপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ মাতা [illegible] ময়ী মাতা [illegible] পাল।	৮২৩।৭৮	৪৭।৮৭	
৩৩	২১৪৩	১১৭৭	ম পালপাড়া পং অমরুলী।	শ্রীযুক্তা [illegible] দেই [illegible] রায়ের পত্নী সেবারাম মাইতি ও শ্রীযুক্তা [illegible] দেই [illegible] ও ক্ষেত্রমোহন [illegible] ও [illegible] পাল বাবু ও [illegible] রায় ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible] ও মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র মাতা ও [illegible] শ্রীযুক্তা [illegible] দাসী ও রাজকুমার মাইতি ও শ্রীমন্তকৃষ্ণ গোস্বামী ও কৃষ্ণবিহারি গোস্বামী ও [illegible] গোস্বামী ও [illegible] সুন্দরী দেবী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি ও তারাপ্রসাদ রায় ও শ্রীযুক্তা লাহিড়ী দেবী রমানারায়ণ মাইতির পত্নী।	৮১২।		

তরফীয় নম্বর।	এস্টেট নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা	নামের লিস্ট	সদর জমা	যে বাকী হামলজনা নিলামযোগ্য হবে	কৈফিয়ৎ।
				বাদ বজ্রনারায়ণ মাইতির পুত্র ১৮৯॥/			
				বাদ শ্রীনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী ও কৃষ্ণমণি গোস্বামী ও রঘুনাথ গোস্বামী ও শ্রীমতী মন্দকুমারী দেবী ও শ্যামাচরণ লাহিড়ি পুত্র ২৮৮১			
				বাদ জগৎপ্রসাদ বসুর পুত্র ১ ॥৵১১			
				বা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী স্বর্গীয় নারায়ণ মাইতির পত্নীর পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না ৭॥৴১১	৫১৬॥৵৭		
				বাকী শ্রীমতী বৃত্তময়ী দেবী বাদ	৪৯৮॥৵৩	৩১৮/১১	

নারায়ণ রায়ের পত্নী ও বেচারাম মাইতি ও শ্রীমতী অন্নদা দেবী ও বটুকচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র ঘোষ গুহাত ও হরহিলাল তরফ ও আনন্দলাল রায় ও মহেশচন্দ্র রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও গোপীনাথ ও তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রমোহন ও মহেন্দ্রনারায়ণ হরের গোয়ামাতা ও মহারাজ শ্রীমতী পার্বতী দাসীর এজমালী জ ল হাসা সরকারী বাকী ৩১৮/১১ জমা নিলাম হইবেক।

৩৪	২১৪৯	১ ৮১	ম পাঁচনগরী পং বজরপুর।	বৈকুণ্ঠনাথ জানা ও হারিকনাথ চৌধুরী ও রাইচরণ চৌধুরী ও প্রেমচাঁদ চৌধুরী।	৬৫ ॥৵৮	১৪২/৵৮
৩৫	২১৫	১১৯১	ম পশ্চিম সা সাড়া ও বে ভাল খটীরাম পং তৃপ্তাপুঠা	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী সত্য জানা ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ী পোস্য মাতা ও রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালক মুরারিলাল রায়।	৩৬২॥৵৮	৭ ৵১
৩৬	২ ৮৩	১২ ৮	ম পনীয়া প কল। চোর।	শ্রীমতী বাকমণী দেবী চৌধুরাণী চৌধুরী গোপেন্দ্র বন্দ্যদাস মহাপাত্র।	৭৪ ॥৪	৩ ৫৮/৬
৩৭	২২৮১	১২৫২	ম রাজনগর পং কি কাশী মেড়া।	স্বারিকানাথ দে ও মধুসূদন আদি কারি ও বরগোবিন্দ সামন্ত ভুক্তা রক্ষক ভক্তবাবিন্দ সামন্ত নাবালক ও স্বরূপনারাণ ও গোপালচন্দ্র ও গোপীনাথ সামন্ত ও প্রমদা দুর্গা দাসী রক্ষকীয়া। সামন্তের পত্নী ও উদয়চরণ মাইতি ও জগবন্ধুচরণ সামন্ত ও গোপীচন্দ্র সামন্ত ও বৈষ্ণবচরণ সামন্ত ও শ্রীমতী সনময়ী দাসী ও গোলাব চৌধুরী ও কাশীচাঁদ সামন্ত শ্রীমতী গাঙ্গারী দাসী রামটাঁ সামন্তের পত্নী ও গোবিন্দ দাসী ও প্রাণকুমার দে স্বয়ং জয়নারায়ণ দে স্বারাংকের শিতা ও রক্ষক ও শ্রীমতী গৌরীদাসী ৮ পঞ্চানন সামন্তের পত্নী।	ম স্বপুলিস ১ ৯৬৮৵৩	১/৯
৩৮	২৬৫৭	১ ৯	ম রাজাচন্দর পং খটমগর।	পঞ্চানন ও মহেশ্বর হরি কামরগোই ও গুরু প্রসাদ দে ও পঞ্চানন আ চার্য্য ও জীবরাম রায় ও সাধুচরণ বাকা ও রাজচরণ দাস ও মধুসূদন দে ও কৃষ্ণপ্রসাদ জানা ও মহেশ রায়ন জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও শীতাম্বর পাত্র ও মহিচরণ ও লাল দে ও দাস ও গোলোক চরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী বৃত্তময়ী রামনারায়ণ রায়ের পত্নী ও বাহন খাঁ।	২৬৫৪৸৵২	

[*Government Gazette 19th July* 1881]

তরফীয় নম্বর।	এ বেজি ইতি নম্বর।	তৌজী নম্বর।	নাম মহাল ও চুহদ্দি।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্বজন্য নিলামহই বেক।	কৈফিয়ৎ।
				বাবু গোলোকচন্দ্র ও নগেন্দ্র ও নরনারায়ণ ব্রহ্ম ৮ ৯৮৩ বাবু শ্রীমতী বৃন্দাবরী বামনারায়ণ ব্রাহ্মের বসিতার পৃ ৪ ২৪। ৭ বাদে বাকী ধরে পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না ৪১৮৩১	১ ৯৪৸২	
				বাবু কামিন ও নরনারায়ণ কামন গোই ও কৃষ্ণপ্রসাদ দে ও কামিন আচার্য্য ও জীওরাম রায় ও সাধু চ মাঝী ও কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও মধুসূদন দে ও কৃষ্ণপ্রসাদ কাঁসা ও হরনারায়ণ কাঁসা ও রমা প্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ ও কালীমোহন দাসের একখানে অংশ যাহা সরকারি বাকী ৯॥/৯ অধ্যা নিলাম হইবেক	২৪৮৫৶	৯॥/৯
৯	২৪৮৫	১৩৮	ম শাঙ্কদা প সরঙ্গ।	গদাধর ধাড়া ও প্রাণকৃষ্ণ রায় ও কালীমোহন রায় ও দুর্গাপ্রসাদ রায় ও আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী নটী দাসী ও শ্রীমত্যা হরমোহিনী দাসী	১৯১৭৷৶৮	৩ ৷৷৸৮	
৪	২৫১৪	১৩৯৪	ম মীমুরার ৷৷৶ আনা পহ ভুকাপুঠা	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমত্যা বৃন্দাবরী পোদ্দারাণী ও কৃষ্ণ মহাফেজ ও উপেন্দ্রলাল রায় নাবালক ও শ্রীমত্যা সত্যভামা	১ ৭ ৷৷/৯	১৬৭৶২	
৪১	২৭ ১	১৪৮	ম তেলিরগড়ে বিরিকিয়াড় প কালীবোলা	শ্রীনারায়ণ দাস মজুম ঠি ও শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউ সেবাত দিগ ঘর পত্তা	২২৮	২৭৭৸/	
				বাবু শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীজনার্দ্দন জীউর সেবাত গমন তাহার পৃথক হিসাব নিলাম হইবেক না	৩৩৫		
				বাকি অংশ দাস মজুমদার বৃত্ত বৈষ্ণব মলী ও শ্রীমতী নিলাম হইবেক	৫০৩	২৭ ৸	
৫২	২৭ ৫	১৬	ম সেলা [illegible] ৪৬২৫ ৷	কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র ও নীলমণি মহাপাত্র ও চূড়ামণি মোদক ও নীলমণি মোদক ও শ্রীমত্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী মাতা মহাপাত্র ও বৃন্দাবন মজুমদার ও গ মজুমদার ও মহাপাত্র বালকগণ ও শ্রীমত্যা তিলোত্তমা দেবী বিধবা ও মৃত মহাপাত্রের পত্নী ও ভুবনপ্রসাদ কর মহাপাত্র ও শ্রীমতী ভবপূর্ণা দেবী স্বামী ও শ্রীকৃষ্ণ রমানাথ ও দীননাথ কর মহাপাত্র নাবালক ও শ্রীশ্রীমতী মনোরমা দেবী ও বা [illegible] দাস	৫ ৭/১	৭ ৷৷৶	
৪৩	২৭৫৯	৫১৮	ম [illegible] কালীবোলা	চালক রমাই ও ও মজুমদার মাইতি ও টেলোরাম মাইতি ও [illegible] মাইতি ও ঈশানচন্দ্র মাইতি ও দীননাথ তর্কী ছাত্র ও পিয়ারী লাল ও কালীপদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অক্ষয়চন্দ্র করণ	১৩ ৭৷৶৪	৮৶৪	
৪৪	প ট্রাব নম্বর ৪৬	[illegible] নম্বর ২৭	ম তেঙ্গুল ডাঙ্গা প বলাটি পুখ	বলরামচন্দ্র পাত্র	৩৮	২০১।	

W. Fordyce,
Offg Coll [illegible]

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে ১৮৫৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৫১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ইংরেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ১২৮৮ বাং ২৭ শ্রাবণ রোজ শুক্রবার জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর মহাল	নাম থানা মৌজা তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	হারিক সেস।	বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
					খাজানা।	সেস।	মোট।	
২৬	থানে রাঙ্গু। মৌং বিলশুয়াইজা। তাং চৌধুরীশঙ্কর বৈদ্য থাং কাং।	মহম্মদ আলী চৌং	১৩৮৲	১১৮৸৶	১৩৮৲	১১৮৸৶	১ ৬৬৸৶	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে।
৭১	থানে রাঙ্গু। মৌং উমখালী। তাং জৈনদ্দিন মুন্সী	চৈতন্যচরণ দাং	১৩২৭৲ দেওকর ৮৶	১৬৬।৶৬	১৯২৭৲ দেওকর ১ ৶	১১৮।৶১	২১১১৸১	ঐ
১১৮	থানে রাঙ্গু। মৌং রাজার কুল। তাং সেকমত খাঁ থানে রাঙ্গু।	শ্রীমতী দেও রাম বিবি গং	১৯০৫৶ ১১ ।।৶	১৫৮।/	১১৪৩৶	১৭৯।৹	১৭২।	ঐ
	মৌং সেকখালী। তাং চৌধুরীশঙ্কর বৈদ্য থাং কাং।	শ্রীমতী আম্বিকা বাবু গং	৫৩৬৸/	৪৫৸৶১	৮২৸/	১৫।/	২ ৫৸	ঐ
২১৫	থানে রাঙ্গু। মৌং ছাকমার কুল তাং আমায়আলী চৌং থানে চকরিয়া।	শ্রীমতী লাউ বিবি চৌধুরিয়া।	৫৪৯৲		৫৪৯৲		৫৪৯	ঐ
২৬৫	মৌং লক্ষ্মীচর। তাং মেঘলাল স্কুল থানে চকরিয়া।	মোক্ষলাল স্কুল।	৮৫ ৸	১৯৯।৬	৩১৮৸	৬০।/৬	৩ ৫/১	ঐ
২৭৪	মৌং ভে সা মানিক চন্দ্র। তাং রবি ইস্রাক থানে চকরিয়া।	মাগন আলী	৭৫৭।৶	২৬।৶	২৮৪।৶	৩২৶	৩১৬৸/	ঐ
২৮৬	মৌং বাবরাকীয়া। তাং বিবি ইস্রাক থানে ফটীকছড়ি।	দেওয়ান আলী চৌ।	৮ ।।/	২১৪৸/	২৫৭।।/৩	৯৬।/	৩৫৭ ৸৩	ঐ
৩ ৮	মৌং খুরুঙ্গ। তাং আমরদআলী মৌলবী। থানে রাঙ্গু।	আমরদ আলী মৌলবি।	৩২৫৲		৩২৮৸৶১		৩২৮৸৶১	ঐ
৬৯৮	মৌং খুরুঙ্গ। তাং শ্রীমতী নবশের বাবু	আহাদ আলী	৭ ২৲ রাজকর ৴	১ ৮৶	১২ রাজকর ৴	১ ৮৶	৭২২৸৶	ঐ
১৪৬	থানে চকরিয়া মৌং সেকুরা। ই থ কমরুআলী	সেখ ফকর আলী।	৭১২৴ ১১১ ৲ রোডকর ১২৲ ১১৭৮৲	১ ৯।৶৬	৭১২৴ ৮ ২ রোডকর ২ ৮৮৪	৭২৸৶	৯৫৬৸৶	ঐ

A. M. [illegible] Offg Collector.

[Government Gazette 19th July 1881]

জেলা রঙ্গপুর।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সন ১২৮০। ৮১ ইং লাগায়েত কিস্তি ফেব্রুয়ারি মে ১২৮৭ সালের লাগায়েত কিস্তি ফালগুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১। ২২ আগষ্ট মো সন ১২৮৮ সালের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ১৭ জুলাই।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
ইস্তমুরারি জমা স্থায়ী মহাল।	৬৯৭	পরগনে আলিপাত।	চন্দ্র শিখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় ও রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণীও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তাদের পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কোঙর শ্যামকিশোর রায় কর্ত্তাময়ী চৌধুরাণী।	৫৯৮১৭/১২	১৭৮৭৸৯।	এই তাহুকের ৪ ঘরের লিখিত মালীকগণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর এক বিস্যা এই তাহুকের হুকম /১ অংশ ইস্তী মাসিক সদর জমা ৫৭৮।।৶৯ পাই যাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১ ধারামতে বিশেষ ১ নম্বরে লিখিতাছে তাহার

সেবা রাজস্ব দাখিল না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় হওয়ায় তাহা বাদ থাকিল।

প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য বিগত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল খরিদারনীলামি পণের অবশিষ্ট টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১ ধা। ১১। ২৩ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে।

C. D. MAGRATH, *Offg Collector*

জিলা বীরভূম

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন, দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ ই জুন।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পঃ হারবক সিংহ শ্যামসুন্দরপুর,	বাকী রাজস্ব ৩১৮৶	৺ খেলাচন্দ্র ঘোষের ছেটের এক মিনিষ্ট্রেটর কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মণ্ডিউন মোহারিরি বিষ্ণুচন্দ্র হুড়।	২১১৩৸/	সমুদয়মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG,
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী।
১১ জুলাই। ১৮৮১।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমির স্বত্ব বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আগষ্ট যোং ১২ ৮ সালের ৮ ভাদ্র বোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১৫ জুন।

তপশীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	বৈষয়িক।
প্রথম শ্রেণী।	[illegible] ক	পরগণা বাকলা পুর দেবপুর আদি [illegible] হরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী দেহ [illegible] সাহেব [illegible] তালুক।	একমাত্র [illegible] আদী মালিক শ্রীশ্রীমতী [illegible] ঠাকুরাণী।	১১১৯৫ ।।৯	মূল খাজানা ১১১৯।।৯ বকয়া ১৪১ ।।৯	এই মহালের হিসাব পৃথক করিয়া ।/ আনী অংশের নিলামের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ও তারিখে ছিল যে ডাক আরম্ভ করিয়া বাকীর [illegible] ডাক না করাতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারা মতে [illegible] আমা [illegible] প্রথম [illegible] হইয়া বিলম্ব হইতে [illegible]।
			বিনাব পৃথক করিয়া ।/ আনী মালিক [illegible] চৌধুরী ও [illegible] চৌধুরী।	[illegible]	বাকী মাল ১১৮৭ সনের ছি [illegible] [illegible] বকয়া ১১৮৫ [illegible] ১৮৮ সনের [illegible]	
				১ [illegible]	১ [illegible]	

J. C. Vyalery Offg Collector

INSOLVENCY NOTICE

Court for the Relief of Insolvent Debtors at Calcutta

In the matter of GRIFDHAREELOLL and KANNAYALOLL insolvents

Notice is hereby given that Tuesday the 2nd day of August next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 17th day of April 1877 until the 30th day of June last has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested, who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The following notice In the matter of WILLIAM LATHAM ATKINSON an insolvent Western the account of the Official Assignee, from 9th September 1879 to 30th June last has been filed in the Chief Clerk's Office.

Official Assignee's Office,
Calcutta, 14th July 1881

A. B. Miller,
Official Assignee.
1 6—1)

[*Government Gazette*, 19*th July* 1881.]

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of ROBERT ANDREW LYALL and ALFRED AUGUSTUS LYALL (LYALL, RENNIE & Co) insolvents

Notice is hereby given that Tuesday the 6th day of September next is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee from the 28th day of February 1881 until the 30th day of June last has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of HAYWARD PRICHARD RUSHTON HENRY RUSHTON and JOSEPH RUSHTON (RUSHTON BROTHERS) insolvents Whereon the account of the Official Assignee, from 18th March to 30th June last has been filed in the Chief Clerk's Office

A B MILLER
Official Assignee

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta 15*th July* 1881

(17—1)

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার লক্ষ্য ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর শনিবারে বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ভাবিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text by Professor F Max Muller M A in two Volumes *Price Rs* 24 *packing and postage Rs* 1 12

** The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though it presents a scholar like knowledge of the Vedic hymns in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্টদ্বারা প্রস্তুত অবনাশক সিনবোলা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে একশালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি পাউণ্ড টীন ১॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৷৷০ বার আনা ডাকমাশুল ধিক হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal by C D Field M A, LL D of the Inner Temple Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B —Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও জিজ্ঞিমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশানের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ জুলাই।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs	10	0	0
Ditto, with postage	"	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাসুল সুদ্ধ ঐ	১২।৮

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং পাঁচ ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half "	10
Casual advertisements —4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে অগ্রিম নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	—	—	—	২০
আধ পৃষ্ঠা	—	—	—	১০
অন্যান্য ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঙ্ক্তি	—	—	—	৵

[*Government Gazette* 13*th July* 1881]

কলিকাতা গোলিয়েন্সী যেন যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ সুইন্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1099—740—19 7 81

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৮২ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট পত্র।

হেতুবাদ।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিক।

প্রথম অধ্যায়।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নামের কথা।
আরম্ভের কথা।
যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

২। যে বিধান রহিত হইল তাহার কথা।
রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা।

৩। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।
পূর্ব্ব আইনে উল্লেখ হইবার কথা।

৪। অর্থকরণের ধারা।
যে২ কথার কার্য্যের উল্লেখ আছে তাহার কথা।
ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে, সেই অর্থ থাকিবার কথা।

৫। দণ্ডবিধিমত অপরাধের বিচারের কথা।
অন্য আইন লঙ্ঘনজন্য অপরাধের বিচারের কথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয় সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

৬। ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।

ধারা।

৭। সেশন খণ্ডের কথা।
জিলার কথা।
খণ্ড ও জিলা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।
যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।
রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

৮। জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা।
এইরূপ উপবিভাগ থাকিবার কথা।

গ।—রাজধানীর বহির্স্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

৯। সেশন আদালতের কথা।
জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০। জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদশূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা।

১২। নিম্ন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের কথা।
তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

৩। মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপবিভাগের অধ্যক্ষতার দিবার ক্ষমতার কথা।
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।

১৪। বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

৫। মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।
বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চের যে ক্ষমতায় কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬। বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭। অন্য মাজিষ্ট্রেটদের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।
মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

১৯। তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

২০। বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

২১। প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা।

ধারা।
ঙ।—শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস দিগের বিষয়ের বিধি।
২২। মফঃসলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।
২৩। রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।
২৪। বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।
২৫। পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।
চ।—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।
২৬। জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।
২৭। শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

(ক)।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।
২৮। দণ্ডবিধিমত অপরাধের কথা।
২৯। অন্য আইনমত অপরাধের কথা।
৩০। প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।
খ।—নানাশ্রেণীর আদালত যে২ দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।
৩১। হাই কোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।
৩২। মাজিষ্ট্রেটেরা যে২ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।
৩৩। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে তাহার উপনিধি।
৩৪। কোন২ জিলার মাজিষ্ট্রেটদের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।
৩৫। একই কালে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।
অত্যধিক ৩৬ কাল কারাদণ্ড করিবে তাহার কথা।
গ।—নিয়মিত ও আতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।
৩৬। মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।
৩৭। মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।
৩৮। মাজিষ্ট্রেটদের পোলীসের ক্ষমতার কথা।
ঘ।—ক্ষমতা প্রদান স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।
৩৯। ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।
৪০। কর্ম্মকারকেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।
৪১। ক্ষমতা রূপান্তরিত কি রহিত হইতে পারিবার কথা।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৪২। কোন২ স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।
৪৩। পোলীস কর্ম্মকারী ভিন্ন ওয়ারণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।
৪৪। কোন২ অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।
ধারা।
৪৫। গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন২ বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ পলায়ন ও পুনঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণত ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।
৪৬। যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা।
ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।
৪৭। যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেইস্থান অন্বেষণ করিবার কথা।
৪৮। প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।
৪৯। যুক্তির উদ্দেশে দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।
৫০। অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা।
৫১। ধৃত ব্যক্তির গাত্র তল্লাশের কথা।
৫২। যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গাত্র তল্লাশী করিতে হইবে তাহার কথা।
৫৩। গা যাচিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।
খ।—ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।
৫৪। যেস্থলে পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।
৫৫। ভ্রমণকারি ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।
৫৬। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।
৫৭। নামধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।
৫৮। অপরাধিকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।
৫৯। সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।
ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।
৬০। ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।
৬১। ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া রাখিবার কথা।
৬২। ধৃত করণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।
৬৩। ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।
৬৪। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।
৬৫। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।
৬৬। পলাইলে পশ্চাৎ২ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা।
৬৭। ৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলে ৪৭ ও ৪৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।
৬৮। সমনের পাঠের কথা।
সমন যে জারী করিবে তাহার কথা।
৬৯। সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা।
সমন নমুনা দে স্বাক্ষর করিবার কথা।

ধারা।
৭০। সমন যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।
৭১। রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৭২। গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা।
৭৩। স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।
৭৪। তদ্রূপস্থলে যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।
খ।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বিষয়ক বিধি।
৭৫। ঐ ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠের কথা।
ওয়ারণ্ট প্রবল থাকিবার কথা।
৭৬। আদালত যেস্থলে হাজির জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।
নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।
৭৭। যাহাদের নামে ওয়ারণ্ট দিতে হইবে তাহার কথা।
অনেক লোককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।
৭৮। ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।
৭৯। পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে তাহার কথা।
৮০। পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।
৮১। ওয়ারণ্টের সম্মান করিবার কথা।
৮২। ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা।
৮৩। ওয়ারণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তাহার কথা।
৮৪। বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারণ্ট পাঠাইবার কথা।
৮৫। এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলীসের কর্ম্মকারক কে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।
৮৬। যাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।
৮৭। ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।
গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।
৮৮। পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।
৮৯। পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।
৯০। ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।
ঘ।—পরওয়ানা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।
৯। সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারণ্ট দিবার কথা।
৯২। উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।
৯৩।—উপস্থিত হইবার নিবন্ধ পত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে ধৃত করণের কথা।
৯৪। এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণত সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ধারা।
ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।
৯৫। দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।
৯৬। পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।
৯৭। তালাশী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।
৯৮। পরওয়ানায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।
৯৯। যে গৃহ দত্তচোরাদ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।
১০০। এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লওয়া কার্য্য করিবার কথা।
গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।
১০১। অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।
ঘ।—তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।
১০২। তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রভৃতির কথা।
১০৩। বন্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা।
১০৪। সাক্ষিদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।
যে স্থানের তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।
ঙ।—বিবিধ বিধি।
১০৫। দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।
১০৬। মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিনবিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি
১০৭। অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।
খ।—অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।
১০৮। অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।
১০৯। ১০৮ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য প্রণালীর কথা।
১১০। ভ্রমণকারি ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।
১১১। পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।
১১২। ইউরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।
১১৩। যে আজ্ঞা করিতে হইবে, তাহার কথা।

ধারা।
১১৪। যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকে তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
১১৫। তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার কথা।
১১৬। ১১৩ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।
১৭। স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।
১৮। সম্বাদের সত্যতার অনুসন্ধানের কথা।
১১৯। জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।
২০। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সম্বাদ দেওয়া যায় তাহাকে ছাড়িয়া দিবার কথা।
গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।
১২১। যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।
১২২। নিবন্ধনপত্রে যাহা থাকিবে তাহার কথা।
১২৩। জামিন অগ্রাহ্য করিবার কথা।
১২৪। জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।
কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।
যেপ্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।
২৫। জামিন দিবার আজ্ঞাহেতুক বন্দিদের মুক্ত হইবার কথা।
১২৬। শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধনপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অবলম্বন করিতে পারিবার কথা।
২৭। জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতা বিষয়ক বিধি।

১২৮। মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।
১২৯। জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সামান্য বলপ্রয়োগের কথা।
১৩০। সৈন্যদলব্যবহারের কথা।
৩১। জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।
৩২। জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সনদ প্রাপ্ত সেনা ভিন্নের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।
৩৩। এই অধ্যায় মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

৩৪। অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা।
১৩৫। আজ্ঞা কি তাহার প্রতিপত্র দিবার কথা।
১৩৬। যাহাকে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহার সেই আজ্ঞা না মানিলে কিম্বা বাধা দেখাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দণ্ড।
ধারা।
১৩৭। অন্যথা না করিবার ফলের কথা।
৩৮। কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
১৩৯। পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৪০। পঞ্চায়ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।
১৪১। আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।
আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।
১৪২। পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
১৪৩। অনুসন্ধান কার্য্য চলন কালে আজ্ঞার কথা।
১৪৪। সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য বারম্বার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎ কালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

১৪৫। আবশ্যক স্থলে একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৪৬। ভূমি কি বিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা।
যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা।
১৪৭। বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।
৪৮। আন্দাজ ভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিবাদের কথা।
৪৯। স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৫০। বর্ত্তমান অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।
১৫১। ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা।
১৫২। ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।
৫৩। রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।
১৫৪। হাটবাজার ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীস সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৫৫। বর্ত্তমান মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

ধারা।
৪৬। অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় সংবাদ দিবার কথা।
অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।
১৪৭ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।
১৪৮। ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।
স্থানীয় অনুসন্ধান না হইবার স্থলের কথা।
পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা।
১৪৯। ১৪৮ ধারামত রিপোর্ট কিরূপ পাঠাইতে হইবে তাহার কথা।
৫০। তদন্ত বা প্রথম স্থানীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।
১৫১। সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।
১৫২। পোলীসের দ্বারা সাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।
১৫৩। পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহা যে স্বাক্ষর করিতে না হইবার ও তাহা স্বাক্ষ্য স্বরূপ গ্রাহ্য না হইবার কথা।
১৫৪। দোষ স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।
১৫৫। উক্তি ও স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।
৫৬। পোলীস অধ্যক্ষের দ্বারা তলাশের কথা।
৫৭। যে স্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।
৫৮। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৫৯। অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।
৬০। প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।
৬১। উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।
৬২। বাদির কি সাক্ষিদের পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।
বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।
বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।
১৬৩। অনুসন্ধান কার্য্যের বোজনামচার কথা।
১৬৪ পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা।
৬৫। অপঘাত ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।
৬৬। ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।
১৬৭। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের জবানবন্দি লইবার কথা।
প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা।

ষষ্ঠখণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচার্য্য বিষয়ের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

১৬৮। সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।
১৬৯। ভিন্ন সেশনখণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
৭০। যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।
১৭১। অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।
১৭২। ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা।
অপরাধ ভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করণের কথা।
চুরী করণের কথা।
১৭৩। তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা। অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে
কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে,
৭৪। যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।
৭৫। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।
১৭৬। কোন জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে হাই কোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।
৭৭ ধারা। বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা।
১৭৮। অধীন মা জিষ্ট্রেটের ওয়ারণ্ট করিলে কর্ত্তব্যের কথা।
১৭৯। ব্রিটিষ প্রজারা ব্রিটিষভূত বর্ত্তবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা।
অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া উচিত এই নিয়মে পলিটিকাল এজেণ্টের সর্টিফিকেট দিবার কথা।
১৮০। সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
৮১। পলিটিকাল এজেণ্ট শব্দের অর্থ।

(খ)—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়ম বিষয়ক বিধি।

৮২। মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।
১৮৩। মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।
১৮৪। সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন, তাহার কথা।
আডিশ্যনল ও জাইণ্ট সেশন জজ দ্বারা ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইবার কথা।
৮৫। হাই কোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।
১৮৬। রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ হেতুক অভিযোগের কথা।
সাধারণের ন্যায়াচারের বিরুদ্ধে দোষ অপরাধহেতুক অভিযোগের কথা।
দলীল প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করা গেলে

ধারা।

তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা। যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

১৯৭। রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৮। বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।
অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৯৯। চুক্তিভঙ্গ কি অপরাধ কি বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

২০০। পরদার সংক্রান্ত অভিযোগের কথা।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

২০১। বাদির পরীক্ষা লইবার কথা।

২০২। মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

২০৩। পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

২০৪। নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৫। পরওয়ানা দিবার কথা।

২০৬। অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি

২০৭। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

২০৮। সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত লইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০৯। উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।
আরো সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

২১০। যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

২১১। কখন্ অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা।

২১২। বিচারকালে প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষিদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

অন্য নাম নির্ঘণ্টের কথা।

২১৩। মাজিষ্ট্রেটের এরূপ সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৪। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

ধারা

২১৫। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত মফঃসলে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৬। ২১৪ কি ২১৫ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

২১৭। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে সমন দিবার কথা।
অনাবশ্যক সাক্ষির খরচা আদায় না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

২১৮। বাদিদের ও সাক্ষিদের নিবন্ধপত্রের কথা।
উপস্থিত হইতে কি মুচলকা লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা।

২১৯। মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে যে স্থলে তাহা জ্ঞাত করিতে হইবে তাহার কথা।
অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাইকোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা।
ইংরাজী অনুবাদ হাই কোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।

২২০। অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

২২১। বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা।

উনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

২২২। অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে স্থলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২২৩। সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।

২২৪। অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

২২৫। যে আইনের যে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা।

২২৬। ভ্রমের ফলের কথা।

২২৭। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৮। অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

২২৯। যে২ স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

২৩০। যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।

ধারা ।

২৩১। পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩২। অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩৩। গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা। অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

২৩৪। ভিন্ন ২ অপরাধে ভিন্ন ২ অভিযোগ হইবার কথা।

২৩৫। একই প্রকারের অপরাধ দুই কি অধিকবার করিবার অভিযোগ এক বৎসরের মধ্যে হইতে পারিবার কথা।

২৩৬। ১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।

২। একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইসে তাহার কথা।

৩। নানা ক্রিয়ার দ্বারা দুই কি তদধিক অপরাধ হইলে কিন্তু অপরাধ সমষ্টি একই সংজ্ঞার মধ্যে আইসে তাহার কথা।

২৩৭। কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা।

২৩৮। যেমন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৩৯। যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা।

২৪০। যে২ ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র ধরা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

২৪১। অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪২। সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৩। অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।

২৪৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

২৪৫। তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৪৬। মুক্ত করণের কথা। দণ্ডাজ্ঞার কথা।

২৪৭। অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৮। বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৪৯। নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৫০। বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৫১। তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা। হানি পূরণের টাকা আদায় করিবার কথা।

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

ধারা।

২৫২। যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৫৩। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।

২৫৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

২৫৫। অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বোধ হইলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৬। উত্তরের কথা।

২৫৭। প্রতিবাদের কথা।

২৫৮। প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

২৫৯। মুক্ত করণের কথা। দোষনির্ণয় করণের কথা।

২৬০। বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

২৬১। সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬২। ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

২৬৩। যে২ মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইতে পারে কোন২ স্থল ছাড়া সেই২ মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

২৬৪। যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৫। যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৬। নথী ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা। বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা

২৬৭ 'হাই কোর্ট' শব্দের অর্থ।

২৬৮। হাই কোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

২৬৯। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।

২৭০। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৭১। সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

(খ)।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

২৭২। বিচার আরম্ভ করণের কথা। অপরাধস্বীকার করিলে তাহার কথা।

২৭৩। অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

পারা।
জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্ত না হইয়া ক্রমশ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা।
২৭৫। অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা।
ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

৭৫। কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।
২৭৬। সেশন আদালত ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।
২৭৭। গুলিবাট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।
উপরিচি।
নব্যগ্রাম রীতি চলিবার কথা।
যাহাদিগকে সমন দেওয়া যায় সেই তাহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা।
বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।
২৭৮। জুরির নাম ডাকিবার কথা।
জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।
কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।
২৭৯। আপত্তির কারণ কথা।
২৮০। আপত্তি নিষ্পত্তির কথা।
যে জুরির বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা।
৮১। জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।
২৮২। জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।
৮৩। জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা করিবার তাহার কথা।
২৮৪। আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

২৮৫। আসেসরদিগকে যে রূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।
২৮৬। আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা করিবার তাহার কথা।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

২৮৭। অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা।
সাক্ষ্যদের পরীক্ষা লইবার কথা।
২৮৮। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া হইলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।
২৮৯। প্রথম স্থলের তদন্ত লইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।
২৯০। অভিযোগের সাক্ষিদের পরীক্ষা পর ব্যাখ্যা প্রণালীর কথা।
২৯১। প্রতিবাদের কথা।
২৯২। সাক্ষিদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।
২৯৩। অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।
২৯৪। জুরির কি আসেসরদের দোষ স্থালাদি দৃষ্ট হইবার কথা।
২৯৫। জুরির কোন ব্যক্তি কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।
দ্বারা।
২৯৬। অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।
২৯৭। জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা।

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমার সমাপ্তির বিধি।

২৯৮। জুরির প্রতি উপদেশের কথা।
২৯৯। জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।
৩০০। জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।
৩০১। বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।
৩০২। মীমাংসা জানাইবার কথা।
৩০৩। জুরির ঐকবাক্য না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।
৩০৪। প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবার কথা।
জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা।
প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।
৩০৫। মীমাংসা সংশোধনের কথা।
৩০৬। হাই কোর্টে মীমাংসা যে সময়ে গ্রহণ হইবে তাহার কথা।
অন্যস্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা।
৩০৭। মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে গ্রহণ হইবে তাহার কথা।
৩০৮। জুরির মীমাংসার সহিত জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

৩০৯। জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনরায় বিচার হইবার কথা।

জ।—আসেসরদিগের সহ বিরোধ যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার সমাপ্তির বিধি।

৩ । আসেসরদের মত দিবার কথা।
নিষ্পত্তির কথা।

ঝ।—হাই কোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টে জুররদিগকে ডাকিবার বিধি।

৩১১। জুরির বহীর কথা।
৩১২। বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা।
বিশেষ জুরির মুক্ত থাকার কথা।
৩ ৩। সাধারণ ও বিশেষ জুরির মাসের ফর্দ্দের কথা।
যে কর্ম্মকারক ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার অধিবেশনে কর্ম্ম করিবার কথা।
৩১৪। প্রাথমিক ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।
৩ ৫। জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা।
অতিরিক্ত সমনের কথা।
৩১৬। রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।
৩ ৭। ইসলিক জুরির কথা।
৩১৮। জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

ঞ।—সেশন আদালতে জুররদের ও আসেসরদের নাম নিযুক্ত করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

৩ ৯। জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

ধারা।
৩২০। বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।
৩২১। জুরির ও আসেসরদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।
৩২২। নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।
৩২৩। নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা।
৩২৪। নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা।
৩২৫। বৎসর ২ ঐ পত্র সংশোধনের কথা।
৩২৬। জুরর ও আসেসর দিগকে আদালতের সমন করিবার কথা।
৩২৭। অন্য জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।
৩২৮। সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।
৩২৯। গবর্ণমেণ্ট কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।
৩৩। আদালতের জুরের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা।
৩৩১। জুরির যে ব্যক্তি বা যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাঁহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।
৩৩২। জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।
টী।—হাই কোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।
৩৩৩। অ্যাডবোকেট জেনেরলের অভি যোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।
৩৩৪। অধিবেশনের সময়ের কথা।
৩৩৫। অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।
অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।
৩৩। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

৩৩৭। সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।
৩৩৮। ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।
৩৩৯। যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
৩৪০। অভিযুক্ত ব্যক্তির ওকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।
৩৪১। অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।
৩৪২। অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।
৩৪৩। কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।
৩৪৪। আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা।
হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।
ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।
৩৪৫। অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিবার কথা।
৩৪৬। মোকদ্দমা যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।
৩৪৭। মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।
ধারা।
৩৪৮। পূর্ব্বে মুক্ত ও ইষ্টপ্সাইন্স ও সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।
উপবিধি।
৩৪৯। মাজিষ্ট্রেট উচিতমতে কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।
৩৫০। সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।
৩৫১। অপরাধির আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।
৩৫২। আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৫৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইতে হইবার কথা।
৩৫৪। যে ফয়সলে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।
৩৫৫। সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন২ অপরাধের বিচার কালে লঘুর কথা।
৩৫৬। যে স্থলে অন্য সকল মোকদ্দমার লঘুর কথা।
ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।
মাজিষ্ট্রেটের নিজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।
৩৫৭। সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।
৩৫৮। ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।
৩৫৯। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারা মতে সাক্ষ্য যে রূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।
৩৬০। সাক্ষ্য লিখন সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।
৩৬১। সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার কর্ম্মকারকের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।
৩৬২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।
৩৬৩। সাক্ষ্য আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।
৩৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।
৩৬৫। হাই কোর্ট সাক্ষ্য যে রূপে লিখিয়া লওয়া বা হইবে তাহার কথা।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

৩৬৬। নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।
৩৬৭। যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা।

ধারা।
নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।
একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।
৩৬৮। প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা।
৩৬৯। আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।
৩৭০। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।
৩৭১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া দিবার ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।
যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।
৩৭২। নিষ্পত্তি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।
৩৭৩। সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দণ্ড করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

৩৭৪। সেশন আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।
৩৭৫। অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
৩৭৬। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা।
৩৭৭। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুইজন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।
৩৭৮। মতভেদ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৩৭৯। দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই কোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৩৮০। আসিষ্টান্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

৩৮১। ৩৭৬ ধারোক্ত আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করাইবার কথা।
৩৮২। অন্তরীণপত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।
৩৮৩। অনাস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।
৩৮৪। সাধনার্থ ওয়ারেণ্টের পরিবর্ত্তনের কথা।
৩৮৫। ওয়ারণ্ট যে কাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।
৩৮৬। অন্য আদালতে ওয়ারণ্টের কথা।
৩৮৭। ওয়ারণ্টের মতের কথা।
৩৮৮। ক্রোকী পরওয়ানার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপরাধিকে আটক রাখিবার কথা।
৩৮৯। কে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন তাহার কথা।
৩৯০। কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা।
৩৯১। কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত করিবার সময়ের কথা।
৩৯২। ঐ দণ্ড যেরূপে সাধন হইবে তাহার কথা।
৩৯৩। অপরাধীর উর্দ্ধস থাকার কথা।
ধারা।
ভাগর করিয়া না মারিবার কথা।
৩৯৪। অপরাধির শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।
স্থগিত হইবার কথা।
৩৯৫। পূর্ব্ব ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।
৩৯৬। পলাতক বন্দিদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।
৩৯৭। এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধির উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।
৩৯৮। ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সংরক্ষণের কথা।
৩৯৯। অল্পবয়স্ক অপরাধিদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।
৪০০। দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

৪০১। দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।
৪০২। দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিষ্পত্তিবিষয়ক বিধি।

৪০৩। যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনর্ব্বার বিচার না হইবার কথা।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

৪০৪। প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।
৪০৫। ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা পত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।
৪০৬। সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।
৪০৭। দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।
প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।
৪০৮। আসিষ্টান্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।
৪০৯। সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা।
৪১০। সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

ধারা।
৪১১। পেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।
৪১২। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন২ স্থলে আপীল না হইবার কথা।
৪১৩। ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা
৪১৪। সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন২ স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।
৪১৫। ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা।
৪১৬। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা।
৪১৭। নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল হইবার কথা।
৪১৮। কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা।
৪১৯। আপীলের দরখাস্তের কথা।
৪২০। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৪২১। আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।
৪২২। আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।
৪২৩। আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।
৪২৪। নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা।
৪২৫। আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অধঃস্থ আদালতে বা জিলার মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করা হইবার কথা।
৪২৬। আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।
হাজির জামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা।
৪২৭। ৪ ও ৬ ধারামতে আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার কথা।
৪২৮। অধিক অনুসন্ধান লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।
৪২৯। আপীল আদালতের জজদের যত জনের এক মত হয় ততজনের ভিন্ন মত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৪৩০। আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।
৪৩১। আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

৪৩২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।
৪৩৩। হাই কোর্টের নিষ্পত্তিঅনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।
খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।
৪৩৪। হাই কোর্টের প্রথম স্থলীয় বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা স্থগিত রাখিবার কথা।
বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
ধারা।
৪৩৫। অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।
৪৩৬। সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।
৪৩৭। তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।
৪৩৮। হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।
৪৩৯। হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।
৪৪০। হাই কোর্টের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।
৪৪১। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে২ কারণ জানান হাই কোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।
৪৪২। হাই কোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা জিলার মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৪৩। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ের কথা।
৪৪৪। সেশন জজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা।
আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।
৪৪৫। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।
৪৪৬। মফস্বল মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।
৪৪৭। যে স্থলে সেশন আদালতে ও হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।
৪৪৮। এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তরপ্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।
৪৪৯। সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।
সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৪৫০। সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৪৫১। মিশ্র জুরির দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা।
৪৫২। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।
এদেশীয় লোকে স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়া কখন করিতে পারে তাহার কথা।

ধারা।

৪৫৩। কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৪। উক্ত অবস্থায় দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।

৪৫৫। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইয়া এই অধ্যায় মতে বিচার হইলে তাহার কথা।

৪৫৬। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।

৪৫৭। তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৫৮। হাই কোর্ট যে২ স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৫৯। যে২ আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তাহা খাটিবার কথা।

৪৬০। ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

৪৬১। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।

৪৬২। ৪৫ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

৪৬৩। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৬৪। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৫। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৬। অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।
তাহার রক্ষার কথা।

৪৬৭। তদন্ত করিবার জন্য নূতন প্রবৃত্ত হইবার কথা।

৪৬৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রতিবিধানের কথা।

৪৬৯। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কথা।

৪৭০। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া প্রযুক্ত নিরাপ রাখা নিষেধের কথা।

৪৭১। উক্ত প্রকারে তাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নিয়মে আটক রাখিবার কথা।

৪৭২। ক্ষিপ্তব্যক্তিকে হাই কোর্টের জেনরলের দৃষ্টিরাখিবার কথা।

৪৭৩। বহু ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৪। ৪৬৬ কি ৪৭৩ ধারামতে বহু ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৫। আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে ক্ষিপ্তকে অর্পণ করিবার কথা।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ধারা।

৪৭৬। ১৯৬ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৭৭। সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৮। অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪৭৯। তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য কথা।

৪৮০। কোন ২ স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৮১। এইরূপ মোকদ্দমার নথীর কথা।

৪৮২। ৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লওয়া কি না হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮৩। রেজিষ্ট্রীর ৪৮০ ধারামত দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৮৪। অপরাধী আজ্ঞাক্রমে বাধ্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৫। উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি জেলাতে রাখিবার কথা।

৪৮৬। অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আদেশের কথা।

৪৮৭। ১৯৬ ধারার লিখিত অপরাধ কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাঁহার সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮। স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞার কথা।
সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।
উপবিধি।

৪৮৯। বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৯০। ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

রাজবন্দি বিষয়ক বিধি।

৪৯১। রাজবন্দিরূপে কোন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৯২। ওয়ারন্টের পাঠের ও ফলের কথা।

৪৯৩। রাজবন্দিদের আবেদনপত্র গবর্ণমেন্টে পাঠাইবার কথা।

৪৯৪। রাজবন্দিকে আবদ্ধ রাখিবার ভার ও তাহার স্বাস্থ্য ও বৃত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৯৫। গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে মফঃসলে ভূমি ক্রোক করিবার কথা।

৪৯৬। ক্রোককৃত ভূমি কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে রাখা যাইবার কথা।

পত্র।
ও ডিক্রীজারী করিয়া বিক্রীত না হইবার কথা।
ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থ গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত করিবার কথা।
৪৯৭। গবর্ণমেণ্ট ক্রোক হইতে ভূমি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৪৯৮। যে কার্য্যকারকদের প্রতি রাজবন্দিকে সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে, তাহার কথা।
৪৯৯। রাজবন্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার কথা।
৫০০ ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

৫০১। হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫০২। রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।
৫০৩। যে মোকদ্দমা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হন সেই মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।
সামান্য কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।
৫০৪। অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা।
৫০৫। অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি।

৫০৬। যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।
৫০৭। হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।
৫০৮। হাজিরজামিন লইবার কি করাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
৫০৯। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।
৫১০। হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।
৫১১। প্রথমে যে হাজিরজামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।
৫১২। প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের পরীক্ষার্থ কমিশান বিষয়ক বিধি।

৫১৩। যে স্থলে সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা। কমিশান দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৫১৪। সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্য থাকিলে কমিশানের কথা।
৫১৫। সাক্ষির পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।
৫১৬। অধস্তন মফস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশান দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।
৫১৭। কমিশান ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।
৫১৮। তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৫১৯। চিকিৎসক সাক্ষির সাক্ষ্যের কথা। চিকিৎসাকর্ম্মকারী সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবার কথা।
৫২০। রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।
৫২১। কোন স্থলে সরল মনের অনুমান হইবার কথা।
৫২২। পূর্ব্বে অপরাধ সিদ্ধ বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যে রূপে করা যাইবে তাহার কথা।
৫২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৫২৪। মুচলকার পরিবর্ত্তে টাকা দেবার কথা।
৫২৫। নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৫২৬। ৫২৫ ধারামতে আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।
৫২৭। কোন নিবন্ধপত্র ক্রমে আদেশ অখণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

৫২৮। যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।
৫২৯। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ সূচক আজ্ঞা হইবার কথা।
৫৩০। বন্দির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দিবার কথা।
৫৩১। ৫২৮ বা ৫২৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।
৫৩২। অপরাধ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

ধারা।
৫৩৩। স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।
৫৩৪। ৫১ ধারাবতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পোলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে, কর্ম্মপ্রণালীর কথা।
দ্রব্যের স্বামী অপরিচিত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।
৫৩৫। ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
৫৩৬। আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৫৩৭। হাই কোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।
এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।
৫৩৮। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার কথা।
৫৩৯। মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।
জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৫৪০। অনিয়মিত ক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।
৫৪১। অনিয়মিত যে কার্য্য দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।
৫৪২। অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা।
৫৪৩। অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা।
৫৪৪। ১৬৫ বা ৩৬০ ধারার বিধান না পালন করিবার কথা।
৫৪৫। ৪৫৪ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা।
৫৪৬। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।
৫৪৭। আসেসরদের বিচার্য্য অপরাধের জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।
জুরির বিচার্য্য অপরাধের আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।
৫৪৮। অভিযোগ পত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদ প্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি সওয়াল পাল্টান হইবার কথা।
৫৪৯। আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ফৌজদারী না হইবার ও ফৌজদারীর ব্যক্তি অনধিকারপ্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ধারা।
৫৫০। যে২ কোর্টের ও যে ব্যক্তিদের সম্মুখে আর্জি ডেবিট করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।
৫৫১। গুরুতর সাক্ষিকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।
৫৫২। কারাদণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।
৫৫৩। কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।
৫৫৪। দোভাষির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা।
৫৫৫। বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা।
৫৫৬। অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।
৫৫৭। পরিবর্ত্তি মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।
৫৫৮। যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।
৫৫৯। নথীর নকল দিবার কথা।
৫৬০। কোর্ট মার্শাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।
তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।
৫৬১। পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।
৫৬২। অপহৃত স্ত্রীকে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা।
৫৬৩। রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে গ্রেপ্তার নিমিত্ত দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা।
৫৬৪। অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি করিতে পারিবার কথা।
অন্যান্য কার্য্য নিমিত্ত কোন২ হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।
৫৬৫। পাঠের কথা।
৫৬৬। আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা।
৫৬৭। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে২ কার্য্য হইবার কথা।
৫৬৮। চলিত মোকদ্দমার ও বিবিধ প্রকার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কথা।
প্রথম তফসীল।—যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।
দ্বিতীয় তফসীল।—অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।
তৃতীয় তফসীল।—মফস্বল মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।
চতুর্থ তফসীল।—মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে২ অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।
পঞ্চম তফসীল।—পাঠ বিষয়ক।
ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ও হাই কোর্টের ফৌজদারী কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক আইনের যে২ ধারার সহিত পাণ্ডুলিপির যে২ ধারা মিলে, তৎপ্রদর্শক তালিকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতু নিম্নে লিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম খণ্ড।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষেপ নামের কথা। আরম্ভের কথা।

১ ধারা। এই আইন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রবল হইবে।

যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে কিন্তু বিশেষ ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে এই আইনের কোন কথার এমন যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে তাহার কি স্থানীয় প্রচলিত আইনের বলে যে বিশেষ বিচারাধিপতি কি ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না কিম্বা ইহার কোন ক্ষতি

(ক) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশনর সাহেবের প্রতি কিম্বা পোলীসের প্রতি কি

(খ) ঐ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত যে২ স্থানে টহলে সৈন্য থাকে তাহার সৈনিক পুরুষের সামান্য অপরাধের বিচার করিবার নিমিত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ন্যায়াধীশের প্রতি কি

(গ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি কি

(ঘ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারিদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

২ ধারা। এই আইনের প্রথম তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে সেই তফসীলের তৃতীয় স্তম্ভে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস অবধি সেই২ আইন তদন্তর্গত রহিত করা যাইবে কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিপতি কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে কি না অবলম্বিত হয় এই রাহিত্য বলে তাহা পুনর্জীবিত হইবে না কিম্বা তৎকালে যে কার্য্যাদি বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

রহিত হইল তাহার কথা।

রহিত করা আইনক্রমে বিজ্ঞাপনাদির কথা।

এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দ্বারা রহিত করা আইন ক্রমে রহিত করা কোন আইন ক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণা পত্র প্রচারিত ক্ষমতা প্রদত্ত ক্ষমতা সীমা নির্দ্দিষ্ট দত্তাজ্ঞা দত্ত ও আজ্ঞা বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে তৎসমুদয় এই আইনের তদ্বিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত প্রচারিত প্রদত্ত, নির্দ্দিষ্ট দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

এ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায় কি ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে এই আইনের কিম্বা তত্ত্ব-বিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

পূর্ব্ব আইনের উল্লেখ হইবার কথা।

এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা কি পূর্ণ ক্ষমতা বলিতে সর্ব্বকারী কার্য্যকারক ও অন্য প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও অন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ কথা থাকিলে তদ্দ্বারা যথাক্রমে এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বুঝিতে হইবে "কিম্বা পদের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে মফস্বলের মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে এবং পোলীসন মাজিষ্ট্রেট শব্দে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে।

৪ ধারা। এই ধারায় এই আইনগত নিম্নলিখিত কথার শব্দের যে অর্থ করা যাইতেছে বিষয় কি স্থানের পরে কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ বলিতে হইবে।

অর্থ করণের ধারা।

(ক) জাতি কি ব্যক্তি ও কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট একরূপ বলা করা গেলে নালিশ শব্দে তাহা বুঝাইবে। কিন্তু কোন পোলীস কর্ম্মচারির বিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নহে।

নালিশ।

(খ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার ক্রমে পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতৎপক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিদ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে অনুসন্ধান শব্দে তাহাও বাচ্য।

অনুসন্ধান।

(গ) এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক তদন্ত লইবার যে কার্য্য করা যায় তদন্ত শব্দে তাহাও বাচ্য।

তদন্ত।

(ঘ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আইনমতে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে বিচারঘটিত কার্য্য শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে।

বিচারঘটিত কার্য্য।

(ঙ) লেখা ও লিখিত শব্দে ছাপা ও লিথোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ করা ও ক্ষোদিত প্রস্তুত কথাও বুঝাইবে।

লিখিত।

(চ) লিখন কি লেখার দ্বারা নাম কি চিহ্ন সংযুক্ত করাকে স্বাক্ষর করা বলে।

স্বাক্ষর করা।

উপবিভাগ।

(ছ) "উপবিভাগ" শব্দে এই আইনমতে কৃত জিলার উপবিভাগ বুঝাইবে।

প্রদেশ।

(জ) যে দেশ যৎকালে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে প্রদেশ শব্দে তাহা বুঝাইবে।

রাজধানী।

(ঝ) কলিকাতার কি মান্দ্রাজের কি বোম্বাইয়ের হাই কোর্টের ফৌজদারী বা মোকদ্দমা আপীল গ্রাহ্য করিবার সাধারণ ক্ষমতা যে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় 'রাজধানী' শব্দে সেই সীমাগুপ্ত স্থান বুঝাইবে।

হাই কোর্ট।

(ঞ) চন্দ্রনাগরে ব্রিটিশ প্রজাদের সাথে কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের সাথে অভিযোগ হইলে যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে হাই কোর্ট শব্দে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের হাই কোর্ট ও উত্তর পশ্চিমদেশের হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রাঙ্গুনের রিফ্যাব বুঝাইবে।

অন্যাংশে 'হাই কোর্ট' শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে।

কিম্বা প্রচলিত আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে মান্দ্রাজাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সমবেত একদর্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন হাই কোর্ট শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

চীফ জষ্টিস।

(ট) 'চীফ জষ্টিস' শব্দে চীফ কোর্টের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বা।

অডবোকেট জেনরল।

(ঠ) "অডবোকেট জেনরল" এই শব্দে গবর্ণমেণ্ট অডবোকেটকে অথবা যেখানে অডবোকেট জেনরল কি গবর্ণমেণ্ট অডবোকেট নাই তৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েও যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন।

(ড) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চীফ জষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কার্য্যকারককে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

রাজকীয় অভিযোক্তা।

(ঢ) রাজকীয় অভিযোক্তা শব্দে ২ ধারামতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কোন হাই কোর্টে আনীত ফৌজদারী চালিশক্রমে কার্য্যকারী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

উকীল।

(ণ) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে উকীল শব্দ ব্যবহৃত হইলে প্রচলিত আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ও অডবোকেট ও উকীল ও আটর্ণি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎকার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত মোক্তার বা অন্য কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

পোলীস থানা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ।

(ত) যে স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পোলীস থানা বলিয়া প্রকাশ করেন পোলীস থানা' শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে এবং পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুপস্থিত কি পীড়িত থাকিলে তৎপরবর্ত্তী নিম্নপদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবলের ঊর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া পোলীস থানায় উপস্থিত থাকেন 'পোলীস থানার অধ্যক্ষ' শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

সেশনের মোকদ্দমা।

(থ) কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা এবং মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে সক্ষম হইয়াও সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে তাহা সেশনের মোকদ্দমা' শব্দে বুঝাইবে।

অপরাধ।

(দ) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য্য বা ত্রুটি দণ্ডনীয় হয় তাহাই অপরাধ" শব্দে বাচ্য।

কর্ত্তব্য অপরাধ ও কর্ত্তব্য মোকদ্দমা।

(ধ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মকারক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় সমারণ কি নিবারণ করিতে পারেন 'কর্ত্তব্য অপরাধ ও কর্ত্তব্য মোকদ্দমা' শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

অকর্ত্তব্য অপরাধ ও অকর্ত্তব্য মোকদ্দমা।

যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট নিবারণ করিতে না পারেন, অকর্ত্তব্য অপরাধ ও অকর্ত্তব্য মোকদ্দমা' শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ।
জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ।

(ন) দ্বিতীয় তফসীলমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ' শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা।

(প) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

সমনের মোকদ্দমা।

(ফ) যে অপরাধে উক্তরূপ দণ্ড হয় না "সমনের মোকদ্দমা শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা।

(ব) ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা' শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে

(১) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেট ব্রিটেন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয়

উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজীলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা অন্তরীপ কি সেটাল উপনিবেশে জন্মগ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন কি চিরবাসী হন, তিনি ও

(২) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

অধ্যায় তকনীল

(ঙ) অধ্যায় শব্দে এই আইনের অধ্যায় বুঝাইবে ও তকনীল শব্দে এতৎসংযুক্ত তকনীল বুঝাইবে।

স্থান।

(চ) 'স্থান' শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁবু ও নৌকাও বুঝাইবে।

যে২ কথায় কার্য্যের উল্লেখ আছে তাহার কথা।

যে২ কথায় কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে তৎসমুদয় অবৈধ ত্রুটির প্রতিও বর্ত্তিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে কোন শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থ থাকিবার কথা।

এই আইনে যে২ শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও তাহাতে ইতিপূর্ব্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ডবিধি আইনে সেই২ শব্দের ও পদের যে২ অর্থ আছে সেই২ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

দণ্ডবিধিমত অপরাধের বিচারের কথা।

৫ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার

অন্য আইন মতে অন্য অপরাধের বিচারের কথা।

এবং অন্য আইনমত অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নির্ণায়ক কোন ব্যবস্থা না থাকিলে ঐ আইনমত সমুদয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

৬ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষে হাই কোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে যথা,

১। সেশন আদালত।
২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।
৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালত।

খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।

সেশন খণ্ডের কথা।

৭ ধারা। রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটি সেশন খণ্ড হইবে কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হইবে।

জিলার কথা।

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটী জিলা কি নানা জিলার সমষ্টি হইবে।

খণ্ড ও জিলা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ ঐ২ খণ্ডের ও জিলার সীমা কিম্বা, মজিলসতানিস্থিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।

এইক্ষণে যে২ সেশন খণ্ড ও জিলা আছে যত কাল পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না যায় ততকাল তৎসমুদয় সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবে।

রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা

এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জিলা বলিয়া গণ্য হইবে।

জিলা উপবিভাগে বিভক্ত করিবার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন জিলা উপবিভাগে বিভক্ত কিম্বা উক্ত জিলার কোন অংশ উপবিভাগে পরিণত করিতে পারিবেন ও সেই২ উপবিভাগের সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এইপ্রকার উপবিভাগ থাকিবার কথা।

জিলার বর্ত্তমান যে সকল উপবিভাগ সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

সেশন আদালতের কথা।

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডে এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন এবং তদ্রূপ আদালতের এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন।

তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত হইবে, কার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এডিশানেল সেশন জজ ও জাইণ্ট সেশন জজ ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০ ধারা। রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া

১১ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মকারক কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলার ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে

জিলার মাজিষ্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতাযুক্তে কার্য্য করিবেন ও সেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট দেওয়ার কথা।

৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেটা ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে রাজধানীর বা স্থ জিলার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট-স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেটেরা যে যে স্থানীয় এক্তিয়ারে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে জিলার মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

জিলার বিচারীয় স্থানের সীমানির্ণয়।

তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে তাঁহারা উক্ত জিলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচারশিষ্টতা ও ক্ষমতাযুক্তে কার্য্য করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উপদেষ্টাগণের অধ্যক্ষতার দিবার ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে জিলার কোন উপবিভাগের অধ্যক্ষতাভার দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতাভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

সেই মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ক্ষমতা দিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার এই ধারাযুক্ত ক্ষমতা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিশেষ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহির্ভাগে কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমাসম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষ২ প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণত সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে যুক্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সমস্ত অথবা ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

সেই২ মাজিষ্ট্রেট বিশেষ মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

রবিন্সন্ সাহেব স্থিত শ্রীযুক্ত দ্বারি জেনেরল সাহেবের কর্ম্মাদি প্রকরণপূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন কোন ব্যক্তির প্রতি এই ধারার প্রথম পরিচ্ছেদক্রমে লব্ধ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

এসিষ্টাণ্ট স্থিতিষ্ঠিত স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্ন শ্রেণীর কোন পোলীস কর্ম্মচারির প্রতি এই ধারা হইতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না এবং শাস্তি রক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহারা সব অপরাধ আবিষ্কার পূর্ব্বক অপরাধিদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারির যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

১০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দুই কি তদধিক জন মাজিষ্ট্রেটকে রাজধানীর বহির্ভাগ কোন স্থানে বিচার কার্য্যের বেঞ্চস্বরূপ বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে যুক্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাহাদের দ্বারা যে২ কর্ম্ম বা যে২ প্রকারের মোকদ্দমা বিচার করণা উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেই২ মোকদ্দমার নির্ণয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতাযুক্তে কার্য্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

এই ধারাযুক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেটরা অধিবিষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন তাঁহাদের অন্যতর বা কি উচ্চতর যে শ্রেণীভুক্ত হন ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যত দূর সম্ভব সেই শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন জিলার মধ্যে মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইনসঙ্গত হইলে, তন্মধ্যে এবং২ বিষয়ের বিধান থাকিবে।

(ক) যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে তাহা।

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান।

(গ) বিচারকার্য্য চালাইবার জন্য কে২ অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

অন্য মাজিষ্ট্রেটদের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

১২ ধারা। ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় মাজিষ্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন এবং

মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন জিলার উপবিভাগের মধ্যে যত মাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয়ে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

মহকুমা মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

যে সেশন জজের আদালতে তাঁহাদের বিচারশিষ্টতা থাকে আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তাঁহার অধীন হইবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ৭ ও ৮ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ

ইহার পর স্পষ্টত যতদূর ও যত্র। বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮ ধারা। প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে এক জন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

নিম্নলিখিতমতে প্রদত্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন করেন পূর্ব্বোক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চ স্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট রাজধানীর সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে এবং বন্দর ও বন্দরীয় শাসনবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ঐ নগরের বন্দরের ও নৌকাশ্রয় কোন নদীর কিম্বা বন্দর পহুছিবার জলপথের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের যে২ বিচারাধিপত্য ছিল বোম্বাই নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সেই সমুদয় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করিবেন।

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

কিন্তু বোম্বাই মুনিসিপালিটী সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে।

২১ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীনিয়র বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার আদেশ থাকে যে রাজধানীর জন্যে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি সেই রাজধানী নগরের মধ্যে সেই সকল ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেন। এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিরুদ্ধ না হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ প্রধান মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ এমত বিধি করিতে পারিবেন যথা

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা।

(ক) নগরের অন্তর্গত প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি করিবার ও একই প্রকারের রীতি চালাইবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে২ সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন তাহার বিধি।

(গ) তাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবার তদ্বিষয়ক বিধি।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি।

ঙ।—শান্তি রক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ে বিধি।

২২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে,

মফস্বলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক যে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদিগকে জ্ঞাপনপত্রে লিখিত স্থানমধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। কলিকাতা রাজধানী সম্পর্কে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণপূর্ব্বক ভিন্নাধিকারদেশের প্রজাভিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসি যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাই কোর্টের প্রচারিত কোন কমিশ্যন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন ব্রিটিস ভারতবর্ষের কোন স্থানের মধ্যে স্থলে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিতেছেন তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক ব্রিটিস ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশ্যন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন স্থানের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করেন তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

২৫ ধারা। স্বস্ব পদের বলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ ও রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাই কোর্টের সমুদয় জজ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিষ্ট্রেট হন তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন।

শপদে পদদে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

চ।—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থগিত কি অবসৃত হইতে পারিবেন। কিন্তু এইক্ষণে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব কোন জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে স্থগিত কি অবসৃত করিতে পারেন অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে স্থগিত কি অবসৃত করিবেন না।

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

শান্তি রক্ষার্থ জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

(ক)।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধীনে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত কোন অপরাধ হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের কি অন্য যে আদালতের বিচার্য্য বা দ্বিতীয় তফসীলের সপ্তম স্তরে দেখা যায় সেই আদালত উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন।

দণ্ডবিধিস্থ অপরাধের কথা।

২৯ ধারা। অন্য আইনমত অপরাধ হইলে যদি ঐ আইনে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন এবং যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাই কোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

কিন্তু (ক) যে অপরাধে সাত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

(খ) যে অপরাধে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না এবং

(গ) যে অপরাধে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

৩০ ধারা। পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এবং কার্য্যোপলক্ষে ও মহা প্রয়োজনের ও বৃটিষ ব্রহ্ম দেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমিশনর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অন্য প্রদেশের যে স্থানে ডেপুটী কমিশনেরা কি অন্য সহকারী কমিশনর থাকেন সেই স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে মাজিষ্ট্রেট বলা প্রাণদণ্ডের আদেশ ভিন্ন সমুদায় অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

(খ)। মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

৩১ ধারা। হাই কোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেশন জজ কি অতিরিক্ত সেশন জজ কি জ্বাইণ্ট সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন কিন্তু তদ্ভিন্ন সেশন জজ সাহেব প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাই কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

হাই কোর্ট ও সেশনের জজ সাহেবের যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও কোন বিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ তিন বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, তাহা সেশন জজসাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন যথা,

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত দুইবৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কশাঘাত দণ্ড।
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত	আইনমতে নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয়মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কশাঘাত দণ্ড।
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের আদালত।	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালত আইনমত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারাদণ্ড হইতে পারে মাজিষ্ট্রেটের আদালত ঐরূপ ত্রুটি ঘটিলে তত কালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন কিন্তু তত কালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা যে কোন অপরাধের নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের এবং শাস্তিরক্ষার্থ কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে যে কারাদণ্ড হয় তদ্ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের মতন্তররূপে যত কালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতা পান তাহা অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে তাহার উপরধি।

৩৪ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত কালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন এই ধারামতে কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে

৩৪ ধারা। ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালত আইনে নির্দ্দিষ্ট বন্ধন রূপরূপ দণ্ডের অনুমতি থাকিলে তৎসহিত সাতবৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ডের কিম্বা অর্থদণ্ডের কিম্বা কশাঘাতের আজ্ঞা করিতে ও আইনে উক্ত কোন দুই দণ্ড সংযোগ করিবার অনুমতি থাকিলে তাহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন জিলার মাজিষ্ট্রেটের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।

পরন্তু উক্ত অন্যতর আদালত তিনবৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেশন জজের দ্বারা ঐ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হওয়া আবশ্যক।

৩৫ ধারা। একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দণ্ডনীয় দুই কি তদধিক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে২ অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেই২ অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন সেই২ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন সেইক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

একই কালে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হয় ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ডসংষ্টি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধিকে উপরিস্থ আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

অত্যধিক যত কাল কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

কিন্তু কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

আরো ৩৪ ধারামত কর্ম্মকারি মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে তিনি স্বীয় সাধারণ ক্ষমতাক্রমে যৎপরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদায় তাহার বিরুদ্ধ পর নির্দ্দিষ্ট না হয়।

একই কালে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে এই ধারামত যুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ়ক দেন কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতাবিষয়ক বিধি।

৩৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিয়ম যথাক্রমে যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাঁহারা সেইং ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের নিয়মিত ক্ষমতা বলে।

মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থলবিশেষে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।

এই ধারামতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

৩৮ ধারা। এই আইনমতে পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদয় মাজিষ্ট্রেটের এবং দণ্ডার্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর সমুদয় মাজিষ্ট্রেটের সেইং ক্ষমতা থাকিবে।

মাজিষ্ট্রেটের পোলীসের ক্ষমতার কথা।

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া তাহাদিগকে কিম্বা বিশেষ শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত পাতি ধরিয়া সেই শ্রেণীর কর্ম্মকারকদিগকে ঐং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম সংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন অন্যরূপ স্থানীয় চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয় চক্রে সেই ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে থাকিবেন।

কর্ম্মকারকের স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।

৪১ ধারা। এই আইনক্রমে কোন কর্ত্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন তাহা রহিত করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা রূপান্তরিত কি রহিত হইতে পারিবার কথা।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেট দিগকে ও পোলীসকে ও যুক্ত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৪২ ধারা। (ক) মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে কি বেলগুয়ে কি খাল কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে

(গ) দাঙ্গা কি হঙ্গামা রহিত করণার্থে কিম্বা

(ঘ) মানব জীবনের কি মূল্য সম্পত্তির বিপজ্জনক অগ্নি নির্ব্বাপণার্থে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক যে কোন ব্যক্তির সাহায্য চাহেন রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক তাঁহার সাহায্য করিতে হইবে।

কোন স্থানে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

৪৩ ধারা। পোলীস কর্ম্মচারীভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকট থাকিয়া ওয়ারণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

পোলীস কর্ম্মচারীভিন্ন ওয়ারণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

৪৪ ধারা। কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১, ১২ ক, ১২২ ১২৩, ২৪, ২৪ক ১৫৪, ২৬ ১৭৯ ৩০২, ৩০৩ ৩ ৪, ৩৮২ ৩৯৭ ৩৯৭ ৩৯৪, ৩৯১, ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯, ও ৪০২, ৪৩৫ ৪০৬ ৪৫৯ ৪৫০ ৪০৬ ৪৫৭ ৪৫৮, ৪৫৯ ও ও ৪০০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা করিবার কল্পনার কথা জানিতে পাইলে কি যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্ম্মকারক নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তি সিদ্ধ কারণ থাকে তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

কোন২ অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

৪৫ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল কি গ্রামের চৌকীদার কি গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারী কি ভূমির অধিকারী কি দখিলকার ও সেই অধিকারির কি দখিলকারের গোমস্তা, এবং গবর্ণমেণ্টের কি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পক্ষে এদেশীয় যে প্রত্যেক আমলা ভূমির রাজস্ব কি খাজানা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তিনি নিম্নলিখিত কোন বিষয়ের কোন সন্ধান জানিতে পাইলে যে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা যে পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগৌণে তাহার সেই সন্ধান জানাইতে হইবে।

গ্রামের মণ্ডল ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি কোন২ বিষয়ের রিপোর্ট করিতে হইবার কথা।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল কি চৌকীদার কি পোলীস কর্ম্মচারী হন কিম্বা যে গ্রামের মধ্যে ভূমির অধিকারী কি দখিলকার হন কিম্বা গোমস্তা থাকেন কিম্বা যে গ্রামের রাজস্ব কি খাজানা আদায় করেন, সেই গ্রামের মধ্যে চোরা দ্রব্য গ্রাহক কি বিক্রেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তির বাস করিবার কথা।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ কি দস্যু কি পলায়িত কয়েদী কি ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তাঁহার জানা আছে কিম্বা যাহার বিষয়ে যুক্তিমতে তাহার এমত সংশয় থাকে সেই ব্যক্তির নিত্য সেই গ্রামের সীমার অন্তর্গত কোন স্থানে আসিবার বা তাহার মধ্যদিয়া যাইবার কথা।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে উক্ত গ্রামে কি তাহার নিকটে সেই অপরাধ করণের কি করণাভিপ্রায়ের কথা।

(ঘ) সেই গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির সন্দেহজনক অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় 'গ্রাম' শব্দে গ্রামের অন্তর্গত ভূমির গণ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ পলায়ন ও পুনর্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণত ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করে তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায় তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা।

তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে তবে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিবেন।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে, তিনি ঐ স্থানবাসির কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে তাহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যকারী ঐ অন্য ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্ম্মকারককে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সাহায্য করেন।

যাহাকে ধরিবার চেষ্টায় যে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায় ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে এবং যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তাহাকে পলাইবার সুযোগ না দিয়া যে স্থলে ওয়ারণ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না সেই স্থলে পোলীসের কর্ম্মকারক সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন ও

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্ত মতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি উক্ত স্থানে যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকের অবিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচারমতে প্রকাশ স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীস কর্ম্মকারক তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া,

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

এ সর্ব্বপ্রকারে ও হার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সাহায্য করিয়া ঐ অন্ত পুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

৪৯-ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সদর কি খিড়কী দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

যুক্তির উদ্দেশে দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৫১ ধারা। যে ওয়ারণ্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক এমত ওয়ারণ্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে, কিম্বা ওয়ারণ্টে হাজির জামিন লইবার বিধান থাকিলেও ধৃত ব্যক্তি তা দিতে না পারিলে এবং কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারণ্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজিরজামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে যে কর্ম্মকারক তাহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা যাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কার্য্যকারকের হস্তে সমর্পণ করেন তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে ঐ ব্যক্তির গা তলাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখেন।

ধৃত ব্যক্তির গা তলাশী করা গেলে তাহার কথা।

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তলাশী করা আবশ্যক হইলে সেশাগাতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গাতলাশী করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কাহাকে ধৃত করেন ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন এই আইনের আদেশমতে ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কার্য্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতে কি কার্য্যালয়ে সেই২ অস্ত্র সমর্পণ করিবেন।

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

ঘ।—ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

৫৪ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক পশ্চাল্লিখিত কোন স্থলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারণ্ট না পাইয়াও এই২ ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

যে স্থলে পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।

প্রথম। যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া যুক্তি সিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধের নালিশ করা যায় কিম্বা যাহার প্রতি যুক্তিমতে তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় যদি সে পর হয় তাহাকে

দ্বিতীয়। এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

তৃতীয়। চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহাকে।

চতুর্থ। পোলীসের কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণ সময়ে কোন ব্যক্তি তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহাকে।

পঞ্চম। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টনহইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে।

৫৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্রূপে এই২ অপরাধী ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন,

অপরাধী ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায় যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে;

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি অন্যের বিনা অনুমতিতে আপনার দুরবস্থা জানাইতে না পারে

(গ) কিম্বা যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দস্যু কি চোর কি পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে

৫৬ ধারা। আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থানে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারণ্টবিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে আজ্ঞা করিলে তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আজ্ঞাপত্রে এই২ কথা লিখিত থাকিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্টবিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মকারককে প্রেরণ করিলে ইতিবৃত্তবিজ্ঞাপনের কথা।

৫৭ ধারা। যে অপরাধ অর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে করিল কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি উক্ত কর্ম্মকারকের আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান জানায় তাহা মিথ্যা জানিবার কারণ থাকিলে পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানা না গেলে তাহাকে বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। নাম ও বাসস্থান জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

নামধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পোলীসের কর্ম্মকারক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ২ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

অপর দিকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।

৫৯ ধারা। বর্ত্তমান যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে ধরিতে পারিবেন

সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত করবার কথা।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃতব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মকারকের হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকট পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

পোলীস তাহাকে লইয়া ৫৪ কিম্বা স্থলবিশেষে ৫৭ ধারামতে কার্য্য করিবেন। ইহার মধ্যে যে ধারা খাটে তদনুসারে ঐ ব্যক্তি ধৃত করিবার কি আটক করিয়া রাখিবার যোগ্য বোধ না হইলে তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন না।

৬০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারক ওয়ারণ্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

৬১ ধারা। মোকদ্দমার অবস্থা পাব বিবেচনায় ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা উচিত পোলীসের কোন কর্ম্মকারক তাহাকে তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না এবং ১৬৮ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না। তাহাকে যে স্থানে গ্রেফ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পহুঁছিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টামধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজিরজামিন নিবার অনুমতি হইলে কি না হইলেও ঐ কর্ম্মকারক জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

ধৃত ব্যক্তিদের বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

৬৩ ধারা। তদ্রূপে পোলীসের কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে জামিনসহ কি জামিন বিনা নিজে মুচলকা না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপনি অপরাধিকে ধরিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধিকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে, এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে গ্রেফ্তার কিম্বার সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।

৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে ও যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন কোন সময়ে তিনি আপনার সাক্ষাতে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা রাজাকে ধরিবার কথা।

৬৬ ধারা। আইনমত হেফাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে সে পলায় কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি উপরিলিখিত বিধানমতে তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ২ যাইয়া ব্রিটিষভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

পলাইলে পশ্চাৎ২ যাইয়া পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন তিনি ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্য না করিলেও ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীস কর্ম্মকারী না হইলেও ঐ ধৃত করণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

৬৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলে ৪৭ ও ৪৮ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।— সমনের বিধি।

৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে উক্ত আদালতের অধিপতি কারী কর্ত্তৃ পক্ষের কিম্বা দাই কোর্ট সমনের বিধিক্রমে তদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ অন্য কার্য্যকারকের স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে।

সমনের পাঠের কথা।

পোলীসের কর্ম্মকারক দ্বারা সমন জারী হইবে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্ম্মচারিদ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

সমন যে জারী করিবে তাহার কথা।

৬৯ ধারা। যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সাধ্য হইলে ঐ সমনের এক কেতা নিজ তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপ সমন জারী করা যায় জারীকারক, কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা।

৭০ ধারা। যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়প্রাপ্ত যে পুরুষ তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে সেই ব্যক্তি সমন দেওয়ার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

সমন যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারায় উল্লিখিত স্বাক্ষর পাওয়া না গেলে, যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় তিনি সচরাচর যে গৃহে বাস করেন সেই গৃহের কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্ম্মচারী সমনের একখণ্ড লাগাইয়া দিবেন এবং তাহা করিলে, ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭২ ধারা। যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কি রেল ওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা।

গবর্ণমেণ্টের কি রেল ওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তবে যে কার্য্যালয়ে কর্ম্ম করেন, ঐ সমনপ্রচারক আদালত সাধারণতঃ সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারকের নিকট ঐ সমনের দুইখণ্ড পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্ম্মকারক তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন। এবং ঐ ধারার আদেশমত পৃষ্ঠলিপি সহিত তাহা আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে আদালত তথায় তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন।

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।

৭৪ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে ও যে ব্যক্তি ঐ সমন জারী করেন তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে এমত স্থলে ঐ সমন জারী হইয়াছে এই মর্ম্মের মর্ম্মত প্রতিজ্ঞা কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায় ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমতে তাহার পৃষ্ঠ লিপি সংযুক্ত বলিয়া ঐ সমনের দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাবৎকে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

তদ্রূপ স্থলে যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।

এই প্রকরণের উল্লিখিত প্রতিজ্ঞা ঐ সমনপত্রের দোকর লিপির পৃষ্ঠে লিখিত হইয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বিষয়ক বিধি।

৭৫ ধারা। এই আইন মতে কোন আদালত যে ওয়ারণ্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিবেন।

ওয়ারণ্ট লিখিবার নাম ও কথা।

তদ্রূপ যে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত দেন সেই আদালত যত দিন তাহা রহিত না করেন কিম্বা তদনুসারে যতদিন কার্য্য সাধন না হয় ততদিন তাহা প্রবল থাকিবে।

ওয়ারণ্ট প্রবল থাকিবার কথা।

৭৬ ধারা। কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিবার সময়ে উচিত বোধ করিলে যে কার্য্যকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন সহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

আদালত যেস্থলে ব্যক্তিগণের জামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন ও তার কথা।

(ক) যত জন জামিন দিতে হইবে, (খ) তাহার ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকা তাহিনে বদ্ধ হইবেন ও (গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে।

জামিন লওয়া গেলে, যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।

৭৭ ধারা। ওয়ারণ্ট সচরাচর এক কি একাধিক পোলীসের কর্ম্মকারকের নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট বাহির করিলে তাহা সর্ব্বদাই তদ্রূপ দেওয়া যাইবে। কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলে ও তৎকালে পোলীসের কর্ম্মকারককে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

ওয়ারণ্ট লিখিবার নাম ও কথা।

কিন্তু ওয়ারণ্ট অনেক কর্ম্মকারকের কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে তাহাদের সকলের কি তাহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী হইতে পারিবে।

অনেক লোককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৭৮ ধারা। কোন আদালত বন্দী কি কিম্বা যে অপরাধির বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের জামিন মুক্ত জামিন লওয়া যাইতে না পারে কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত উদ্যোগ হইলে ও ধরা যাইতে

ফুসলাইয়া প্রভৃতির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিবার কথা।

না পারিলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মফস্বলের মাজিষ্ট্রেট কোন ভূম্যধিকারির কি ভূমির ইজারদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারণ্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারণ্ট পাইবার রসীদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহলে কি ইজারায় কি তাঁহার অধীন ভূমিতে থাকিলে কি আইসে সেই ওয়ারণ্ট জারী করিবেন।

ঐ ওয়ারণ্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারণ্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মকারকের হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। আর ৭১ ধারা মতে হাজিরজামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মকারক মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন।

পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট দেওয়া গেলে তাহার কথা।

৭৯ ধারা। ওয়ারণ্ট পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি কাছে থাকিলে ও ঐ পরওয়ানা জারীকরণ সম্পর্কীয় কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকিলে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট জারীর কার্য্যে তাহার সাহায্য করিতে পারিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারককে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।

৮০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মকারকের নাম লিখিয়া দিলে, তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারণ্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮১ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট জারী করেন যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারণ্টের মর্ম্ম জানাইবেন, ও সে ঐ ওয়ারণ্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনিবার কথা।

৮২ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারণ্ট জারী করেন আইনের আদেশ মতে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাহার উপস্থিত করাইতে হইবে জামীন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধানে বাধিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

ওয়ারণ্ট যে স্থানে জারী হইতে পারিবে তদ্বিষয়ের কথা।

৮৩ ধারা। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারণ্ট পাঠাইবার কথা।

৮৪ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে উক্ত ওয়ারণ্ট পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে না দিয়া যে মাজিষ্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশনর সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিবেন।

যে মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারণ্ট তদ্রূপ পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া আপন বিচারাধীন স্থান মধ্যে তাহা জারী করাইবেন।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলীসের কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৮৫ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্ম্মকারককে তাহা দেওয়া গেলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে। উক্ত কর্ম্মকারক সাধারণত সেই মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা আর প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের অধীন পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নিকট তাহা লইয়া যাইবেন।

ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন তাহা হইলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার প্রভূত ক্ষমতা হইবে ও আদিষ্ট হইবেন ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণার্থে তৎস্থানের পোলীস ঐ কর্ম্মকারকের সহকারিতা করিতে বদ্ধ হইবেন।

ওয়ারণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারকের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে, তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করা হইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতুক ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না, এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারককে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

যাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৬ ধারা। ওয়ারণ্ট যে জিলায় বাহির হইল সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালত বিশ ক্রোশের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেল সেই মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কমিশনর সাহেব অপেক্ষা নিকট না থাকিলে কিম্বা ৭৩ ধারামতে হাজির জামিন না লওয়া গেলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৮৭ ধারা। যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালত লক্ষিত বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর সাহেব তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন। কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশনর সাহেবের ৬৯ ধারামতে জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, কিম্বা ৭৬ ধারামত ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর সাহেব জামিন বা মুচলেকা প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূ পত্র যে আদালত ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

৮৮ ধারা। সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছেন, তাহার উপর ওয়ারণ্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এই রূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অনূন নিম্নলিখিত কোন দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

পলায়ক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।

ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে প্রকাশ্যরূপে পাঠ করা যাইবে,

(খ) সে ব্যক্তি সচরাচর যে ঘরে থাকে সেই ঘরের কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে ঘোষণাপত্র প্রচারকারী আদালতের এই মর্ম্মের উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

৮৯ ধারা। আদালত ৮৮ ধারামত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

যে জিলার উক্ত আজ্ঞা করা যায় সেই জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে। এবং ঐ জিলার বহির্ভূত যে জিলায় ঐ সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে।

যদি শুণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয়, তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক বা তাঁহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটী উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন,

(ঙ) আটক করণ দ্বারা কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণদ্বারা কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(জ) এই উপায়ের মধ্যে কোন দুইটী কি সমুদয় দ্বারা, ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে।

এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী দোকদমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

যে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোকক্রা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু কাঁচা মাল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্থায়ীর লাভ হইবার সম্ভাবনা আদালতের এমত বিবেচনা হইলে যখন উচিত বোধ করেন তখনই বিক্রয় হইতে পারিবে।

ক্রোককৃত সম্পত্তি বিক্রয় দিবার কথা।

৯০ ধারা। ৮৯ ধারার শেষ পরিচ্ছেদমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা ধৃত হইয়া বিচারবিশেষাধিকারিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইলে যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল ওয়ারণ্টজারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই সেই আদালতের সন্তোষমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐসম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদয় খরচ তাকা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর তাহাকে দেওয়া যাইবে।

ঘ।—পরওয়ানাসংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

সমনের পরিবর্ত্তে কি অতিরিক্ত ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৯১ ধারা। কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন,

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন বেনামে নিয়মিতরূপে জারী করা হয় তাহাকে সে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তি সিদ্ধ কারণ। দর্শান না যায়।

১২ ধারা। কোন আদালতের আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধ পত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমত নিবন্ধপত্র ক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিবার কিম্বা আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধ পত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে দণ্ড করণের কথা।

১৪ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারণ্ট ও সমনের ও ওয়ারণ্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সম্বন্ধে যে২ বিধান আছে তৎসমুদয়, যত দূর সম্ভব এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

এই অধ্যায়ের বিধান গুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক। উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

১৫ ধারা। কোন আদালত কিম্বা রাজধানী নগরের সীমার বহির্ভূত কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তদ্দ্বারা কি তৎসম্মুখে এই আইনমত অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার নিমিত্ত কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে ঐ দলীল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি কব্জায় থাকা বিশ্বাস হয় ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারক লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলীল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয় তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই তাবেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে পত্র কি পোষ্টকার্ড কি তাড়িতবার্ত্তা কি অন্য দলীল থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

১৬ ধারা। ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের হস্তে যে দলীল থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি হাই কোর্ট কি সেশন আদালতের মতে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত বিভাগের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পত্র ও তাড়িতবার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্যে তদ্রূপ কোন দলীলের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন পোলীসের কমিশনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে, তিনি ডাক বা টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ।—তলাসী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

১৭ ধারা। যে ব্যক্তির প্রতি ১৫ ধারামতে সমন কি ১৬ ধারার প্রথম পরিচ্ছেদমতে আদেশ দেওয়া গিয়াছে কি দেওয়া যাইতে পারিত সে ঐ সমনের আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইতে না এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে,

তলাসী পরওয়ানা যে স্থানে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে জানা না গেলে

কিম্বা সাধারণমতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাসী পরওয়ানা দিতে পারিবেন। এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদনুসারে ও পশ্চাল্লিখিত বিধানে অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

যে দলীল ডাকঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা থানে জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার কোন কথায় বলে সেই দলীলের তলাসী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

১৮ ধারা। যে স্থানে কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে কর্ম্মকারকের প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিবেন কি দেখিবেন না।

পরওয়ানায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

১৯ ধারা। কোন স্থানে চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান,

কিম্বা জাল করা দলীল, কিম্বা কৃত্রিম মোহর, কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প কিম্বা মুদ্রা কিম্বা ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার

যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকার অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কি কৃত্রিম ইষ্টাম্প কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রা কি মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত করা থাকে

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা জানিতে পারিলে,

তিনি পোলীসের কনষ্টাবলের উক্ত শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারি লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার, ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তি সিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট জাল করিলে তাহা, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধিকে যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাহা লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সহজ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়, এমত যে ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

এলাকার বাহিরে তল্লাশে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

৯৯ ধারা। যে আদালত তল্লাশী পরওয়ানা দেন সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিবার সময়ে যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তন্মধ্যে কোন দ্রব্য সেই স্থানে পাওয়া গেলে ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের কর্দ্দ ওয়ারাণ্টজারী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে কিন্তু উক্ত আদালত অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি নিকট থাকিলে ঐ দ্রব্য ও কর্দ্দ তাঁহার কাছে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে। ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।

১০১ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয় এপ্রকারে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাঁহার নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিতে পারিবেন এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে, ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে।

ঘ—তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রবৃত্তির কথা।

১০২ ধারা। ৯৭ ও ৯৯ ও ১০১ ধারামতে যত তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮০ ও ৮৩ ও ৮৪ ও ৮৫ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিবার যোগ্য তাহা বন্ধ থাকিলে, যে কার্য্যকারক কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তাঁহার দাওয়া হইলে ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি ঐ কার্য্যকারককে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিমত সুবিধা করাইয়া দিবেন।

যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, যে কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি পরওয়ানাজারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

সাক্ষিদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।

১০৪ ধারা। যে কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন তিনি এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানবাসি দুই কি তদধিক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন।

তাঁহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশকালে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় ঐ কার্য্যকারক বা অন্য ব্যক্তি তাহার কর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষিরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু যাঁহারা এই ধারামতে তলাশের সাক্ষী থাকেন আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে আদালতে তাঁহাদের সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসির কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে।

যে স্থানের তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

ঙ।—বিবিধ বিধি।

১০৫ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইন-মতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

দলীল উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১০৬ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপন সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিনবিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তি ভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

১০৭ ধারা। হলমা কি আক্রমণ করণ, কি অন্য প্রকারে শান্তিভঙ্গ কিম্বা তাহাকে সহায়তা করণ কিম্বা কাজ করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বেআইনী সভা কায়া করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে অপরাধজনক রূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে

অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার হুকুমের কথা।

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিবন্ধে তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্তে তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐ রূপে যে নিবন্ধপত্র লিখিত হয় তাহা ব্যর্থ হইবে।

খ।—অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

১০৮ ধারা। কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে স্থানীয় এলাকার মধ্যে এমত কোন কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, কিম্বা উক্ত এলাকার মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যৎকর্তৃক ঐ এলাকার বাহিরে শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মের সম্বাদ পাইলেই উক্ত মাজিষ্ট্রেট তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্তে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৯ ধারা। যে কোন মাজিষ্ট্রেট ১০৮ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাই কোর্ট, যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমত কোন কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোনরূপ শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না তবে তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখা-গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে এবং ১০৮ ধারা মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

১০৮ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্য্য প্রণালীর কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায়, তিনি যাবৎ পশ্চাল্লিখিত অনুসন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন।

১১০ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সম্বাদ পান যে,

ভ্রমণকারি ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানেলবা চরণের জামিন লইবার কথা।

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি ধাত্র গোপন করিবার যত্ন করিতেছে ও কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে যে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে

(খ) কিম্বা যাহার নিবাসের কোন প্রকাশ উপায় নাই কিম্বা যে আপনার সন্তোষজনক বিবরণ জানাইতে না পারে উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে

উক্ত মাজিষ্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে ছয় মাসের অনধিক যতকাল কার্য্য করা উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্তে সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১১১ ধারা। যখন তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেট সম্বাদ পান যে তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী কি চোর, কি চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া রীতিমত গ্রহণকারী

পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল কার্য্য করা উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্তে সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না, ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

২৯ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এপ্রকার সঙ্কল্প দেখায় তবে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যে হউক আর বাহিরেই হউক বলপূর্ব্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্যে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের কর্ম্মচারী কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নামলিখান বলন্টিয়র ভিন্ন কোন পুরুষকে সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সাধারণ বল প্রয়োগের কথা।

৩০ ধারা। তদ্রূপ জনতাভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপদের জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

সৈন্যদলদ্বারা করার কথা।

৩১ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সমন প্রাপ্ত বা সমন অপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে নামলিখান বলন্টিয়র দলের কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা বলপূর্ব্বক ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয় তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সেনাপতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

সেনাপতির কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপে করা উচিত তদ্রূপে উক্ত প্রকার আদেশ পালন করেন কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্প বল প্রয়োগ ও ব্যক্তি কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয় তদধিক করিবেন না।

৩২ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপদের আশঙ্কা হইলে ও কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি হইতে না পারিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সমনপ্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব সৈন্যদের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন, কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে লিখনপঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন এবং উক্ত কর্ম্ম করিতে পারিলেন কিম্বা অবিলম্বে তদবধি ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

জনতা ভঙ্গ করণার্থে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সমনপ্রাপ্ত সেনাপতিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৩৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কি সেনাপতি কি পোলীসের কর্ম্মকারক কি কি পাহারাওয়ালার এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম করিলে অভিযোগ না হইবার কথা।

মতে যে কর্ম্ম করেন তদ্দ্বারা ঘটিলভাবিষ্টিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না। এবং

(ক) কোন মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মকারক এই অধ্যায়মতে সরলমনে কার্য্য করিলে ও

(খ) কোন কর্ম্মকারক ১৩২ ধারামতে সরলমনে কার্য্য করিলে ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৯ কি ১৩১ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরলমনে কোন কার্য্য করিলে ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী কি সামান্য সৈনিক কি বলন্টিয়র সৈন্যসংক্রান্ত আইন অনুসারে যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহারে কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিষেধ বা আজ্ঞা করিবার কথা।

৩৪ ধারা। সাধারণে যাহা ভাল মতে ব্যবহার করিতে পারে এমন কোন পথ কি নদী কি সাধারণের স্থান হইতে অট্টালিকা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা কিম্বা কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখা সাধারণের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক কিম্বা অনেক লোকের ধর্ম্মজ্ঞানের বিরোধী হওয়া প্রযুক্ত বন্ধ কি স্থানান্তর কি নিষেধ করা

কিম্বা কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য সংস্থা যেরূপ কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা গৃহাদির মধ্যে কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ করা উচিত

কিম্বা কোন গৃহাদির জীর্ণাবস্থা প্রযুক্ত ভগ্ন যাওয়ার সম্ভাবনা ও তদ্দ্বারা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সম্ভব প্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা আবশ্যক

কিম্বা পুর্ব্বো রূপথের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ খাদ, সাধারণের সঙ্কট নিবারণার্থে তাহা উপযুক্তমতে ঢাকিয়া রাখা উচিত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তদধস্তন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট বিশেষ কি অন্য সম্বাদ পাইয়া ও যদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লইয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ [illegible] এমত বোধ করিলে,

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয় কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে কিম্বা ঐ ঘর কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বে থাকে তাহার নামে তিনি নিম্নগামীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা স্থল বিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কি স্থানান্তর করিতে

কিম্বা ঐ মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে,

কিম্বা ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে,

কি তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংরক্ষণ করিতে,

কি দ্রব্যের স্থানান্তর করিতে

কি ঐ পুষ্করিণী কি কূপ ঘেরিয়া দিতে,

অথবা ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পরিলিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিয়মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।— সাধারণের স্থান" এই শব্দে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছত্রী করিবার জমী বা স্বাস্থ্যের কিম্বা আরোগ্যের জন্যে যে ভূমিখণ্ড খালি রাখা যায় এমত জমীও বুঝাইবে।

আজ্ঞা কি তাহার রূপ সপষ্ট দিবার কথা।

১৩২ ধারা। উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায় যে প্রকারে এই আইনে সমন জারী করিবার বিধান আছে সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপ জারী করা অসাধ্য দেখা গেলে ঘোষণা করিয়া সেই আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কার্য্য করিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় এই মত কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ আজ্ঞার লিখিত নোটিস লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানিবার কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা।

৩৬ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় (ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে,

(খ) অথবা ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ত) নিযুক্ত হইবার আজ্ঞা হয় ঐ ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবে।

তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।

৩৭ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ঐ কার্য্য না করিলে কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শাইলে অথবা ১৩৬ ধারার আদেশমত পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৮ ধারা। ঐ ব্যক্তি ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যে উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য লইবেন।

ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ সুবোধ জন্মিলে তদ্বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

মাজিষ্ট্রেট না হবের তদ্রূপ সুবোধ না জন্মিলে ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা যাইবে।

পঞ্চায়তের দাওয়া করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ১৩৬ ধারামতে পঞ্চায়ত নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে (ক) অগৌণে পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষয় সংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও তাঁহাদের অর্দ্ধাংশ লোককে মনোনীত করিবেন অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন ও

(গ) যে সময় মধ্যে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে হইবে সেই সময় ধার্য্য করিবেন।

পঞ্চায়ত মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্ত যুক্ত নির্ণয় করিলে বাধ্য কর্ত্তব্য তাহার কথা।

১৪০ ধারা। পঞ্চায়ত কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বর যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রথম আজ্ঞা যুক্তসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বোধ করিলে যদি মাজিষ্ট্রেট সেই মত গ্রাহ্য করেন তবে মাজিষ্ট্রেট কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা গেলে তাহা মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন।

স্থলান্তরে আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪১ ধারা। ১৩৭ কি ১৩৮ কি ১৪০ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ইহার নোটিস দিবেন এবং নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে।

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।

নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে উক্ত কার্য্য করা না গেলে মাজিষ্ট্রেট ঐ কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাহার আজ্ঞাক্রমে যে গৃহ কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর যে সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ কার্য্য করিবার খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে

১১২ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি ইউরোপীয় বেটুয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০ ও ১১১ ধারার বিধান খাটে না।

ইউরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।

১১৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট ৩৮ কি ১১০ কি ১১১ ধারামতে কার্য্য করিয়া কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। তাহাতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ যত কাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এই২ কথা লেখা থাকিবে।

যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।

১১৪ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৫ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে যে কার্য্যকারকের জিম্মায় থাকে, সেই কার্য্যকারকের প্রতি ওয়ারণ্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহা নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিষ্ট্রেট পোলীসে কোন কর্ম্মকারকের রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম্ম মাজিষ্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন।

১১৬ ধারা। ১১৩ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১৫ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবে এবং যে কার্য্যকারক সমন জারী করেন কি ওয়ারণ্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমন জারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারণ্টক্রমে ধরেন তাহাকে ঐ নকল দিবেন।

১১৩ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।

১১৭ ধারা। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয় মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দর্শিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

১১৮ ধারা। ১১৩ ধারামতে আজ্ঞা ১১৪ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি বুঝাইয়া দেওয়া গেলে কিম্বা ১১৫ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্ট জারীক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে মাজিষ্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

সম্বাদের সত্যতার অনুসন্ধানের কথা।

ইহার পর সমনের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান সম্ভবমত সেই প্রণালীমতে হইবে, এবং ইহার পর ওয়ারণ্টের মোকদ্দমার বিচার করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত অনুসন্ধান যতদূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে হইবে কিন্তু এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমায়েস ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্যদ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

১১৯ ধারা। যদি তদ্রূপ অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণ হয় যে শান্তি ভঙ্গ না হইবার কিম্বা স্থল বিশেষে সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান লওয়া যায় তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক তবে মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন।

জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

কিন্তু প্রথমত — ৩০ ধারামত আদেশে যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়ত যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায়, মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে। উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়ত —যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তি নাবালক হইলে, কেবল তাঁহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

১২০ ধারা। ১১৮ ধারামত অনুসন্ধান লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা জ্ঞ করা প্রয়োজন এরূপ প্রমাণ না হইলে মাজিষ্ট্রেট নথীস্থ এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, এবং কেবল এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কখন কিম্বা কিরূপে ছাড়িয়া দিবার কথা।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

১২১ ধারা। যে ব্যক্তি সম্পর্কে ১০৭ ধারা কি ১১৯ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায়, সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্ত

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

মধ্যাহ্নের বিরাম ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে।

স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে

২২ ধারা। উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে এ উভয় স্থলে যে কোন স্থানে যে অপরাধ হউক না কেন কথা গেল কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সম্ভাবনা হইলে ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

নিবন্ধনপত্রে যাহার থাকিবে তাহার কথা।

২৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুপযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিষ্ট্রেট লিপিবদ্ধ করিবেন।

জামিন না দেওয়া যাহার কথা।

১২৪ ধারা। কোন ব্যক্তি ১০৭ কি ১১৯ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ারম্ভ হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে, পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা ঐ সময় মধ্যে সে আদেশমত জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন কোন কোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন না দেয় তবে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে হাই কোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ওয়ারণ্ট দিবেন এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

ঐ আদালত ৩ বৎ দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি জামিন না দিলে তত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয় তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

বেআইনীর কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

শান্তি ভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা আদালতের কি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য করা দণ্ড হইতে পারিবে।

জামিন দিবার আজ্ঞা হেতুক বন্দিদের মুক্ত হইবার কথা।

১২৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাহার পূর্ব্বপদস্থ কিম্বা তাহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে কোন সময়ে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধপত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

এক অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের আজ্ঞামতে কারারুদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তির স্থানে তদ্রূপ জামিন না লইয়াও তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করা যাইতে পারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থল বিশেষে হাই কোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্যে অগ্রেতে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১২৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে আপন আদালতের উচ্চতর মহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এক অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন।

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২৭ ধারা। কোন ব্যক্তির শান্তি থাকার কি সদাচরণের জামিন কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকটে জামিনী নিবন্ধপত্র রহিত করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

কারণে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন ঐ মাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামত তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞাসূচক সমন কি ওয়ারণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ জামিনী নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত নূতন জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ২৫ ধারার কার্য্য পক্ষে ১০৭ ধারামত কিম্বা স্থল বিশেষে ১১৯ ধারামত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের আজ্ঞামতে জনতাভঙ্গ হইবার কথা।

১২৮ ধারা। বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোটহতমতে না হইলে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ রাজধানীর মধ্যেই হউক বা বাহিরেই সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তদনুসারে ঐ জনতার লোকদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ দ্রব্য ক্রোক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মের অনুমতি থাকিবে।

এই ধারা বলে সরলমনে যে কোন ক্রিয়া করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪২ ধারা। প্রার্থক যদি তাচ্ছল্য করিয়া কি প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর যে সময় দেন তন্মধ্যে আপনাদের মীমাংসা না দেন, তবে মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। সেই আজ্ঞা ১৪১ ধারার বিধান মতে প্রবল করা যাইবে।

পঞ্চায়ত নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৩ ধারা। সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট ও গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিষ্ট্রেট ১৩৪ ধারা মতে আজ্ঞা করেন তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইলে, পঞ্চায়ত নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলে ও ঐ সঙ্কট কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে নিষেধসূচক যদ্রূপ আজ্ঞা করা আবশ্যক হয় যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া গেল তাহাকে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক তদ্রূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সঙ্কটাবস্থায় কার্য্য চলন কি না আজ্ঞার কথা।

সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক যদি তদ্ব্যক্তি তৎকালেই তাহা না করে তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থে যে কার্য্য আবশ্যক হয় মাজিষ্ট্রেট আপনি তাহা করিবেন কি করাইবেন।

এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সরলমনে যে কোন কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪৪ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধিতে কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকে কোন ব্যক্তি অনিষ্ট জনক সেই কার্য্য সমক্ষে না করে বা করিতে না থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন।

সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য করিবার না হইবার ও না চলিবার বারণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

একাদশ অধ্যায়।

আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

৪৫ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে এই ধারাক্রমে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের মতে যে স্থলে ত্বরায় আপনের প্রতিবিধান করা প্রয়োজন।

আবশ্যক স্থলে এক বারে মুল্তবী আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে তিনি আজ্ঞা করিলে ঐ ধারাতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ বা অপকার বা তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণহানির বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপদের বিঘ্ন, বা দাঙ্গা বা হঙ্গামা দিবা পড়িবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে তাহাহইলে তিনি তাবদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত গুলি বর্ণনা করিয়া লিখিত আজ্ঞা দিবেন ও তাহা এ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্ত্তৃত্বাধীন কোন দ্রব্যাদি কোন নিয়ম মতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাঁহাকে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমত স্থলে কেবল একপক্ষের কথা শুনিয়া আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোকে কোনবিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

লোকের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা স্বচ্ছন্দতার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হঙ্গামা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার তারিখ অবধি দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

১৪৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন স্পর্শনীয় স্থাবর সম্পত্তি কি তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা স্বয়োধমতে জানিলে, আপন স্বয়োধমত তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুর জবাবদিহী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপনং দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কি প্রণালীর কথা।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার কোন গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের আর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন ঐ সাক্ষ্যের বলবত্তা বিবেচনা করিবেন আর সাক্ষ্য লওয়ার আবশ্যক

দখলে থাকিবার অনুসন্ধানের কথা।

বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর বিবাদীয় বিষয় কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা।

বিবাদীয় সম্পত্তি এক পক্ষের দখলে আছে, ঐ মাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিবেন যে আইনের নিয়মিত ধারামতে সেই ব্যক্তিকে যত কাল বেদখল না করা যায় ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৭ ধারা। বিবাদীয় বিষয় উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই ঐ মাজিষ্ট্রেট ইহা নির্দ্ধারণ করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা অবোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি না করা যায় ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ে বিবাদের কথা।

১৪৮ ধারা। কোন স্পর্শনীয় স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কি উপরে কোন কার্য্য করিবার কি তাহা ভোগ করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, কোন মাজিষ্ট্রেট স্বাবাদ মতে এই কথা জানিলে, ইহার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাবী করে সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি, স্থল বিশেষে, তাহা করিতে স্বত্ববান উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয় ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থল বিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বার মাসই কার্য্য হইতে পারে তবে সেই অনুসন্ধানের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে, ঐ অধিকারক্রমে সামান্যত কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎসরের কালবিশেষে অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে তবে নালিশ হইবার পূর্ব্ব সেই কালে ঐ অধিকার ক্রমে কার্য্য না হইলে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতিসূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

১৪৯ ধারা। এই অধ্যায়ের কার্য্য পক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইলে কোন জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠাইতে পারিবেন ও তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যে প্রণালীর প্রচলিত যে আইনমতে যে উপদেশ সঙ্গত হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

যে ব্যক্তিকে ঐরূপে পাঠান যায় তাঁহার রিপোর্ট লোকক্ষমায় সাক্ষ্যস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

কর্ত্তব্য অপরাধ পোলীসের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৫০ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক, কর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ করণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

ঐ অপরাধ করিবার কল্পনার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্পনার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মকারকের অধীন থাকেন তাঁহাকে ও অন্য যে কর্ম্মকারকের তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।

১৫২ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কর্ত্তব্য কোন অপরাধের কল্পনার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না, বাসনা তাঁহার বোধ হয় তবে ঐ কর্ম্মকারক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারি ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় সম্পত্তি হানি নিবারণের কথা।

১৫৩ ধারা। পোলীসের কর্ম্মকারকের দৃষ্টিগোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে, ঐ কর্ম্মকারক তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বিষয় কি সৌকর্য্যের পথ দর্শাইবার জন্য চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

১৫৪ ধারা। কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি আছে পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি লিখা পড়ওয়ালার আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্যায়ন করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ কাঠা পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য থাকে তাঁহাকে অগ্রে আপনার ঐ ত্রুটি করিবার সম্বাদ দিবেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাঁহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট কর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ মৌখিক দেওয়া যায় তাহা তৎকর্ত্তৃক তাঁহার কথোপকথনে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের নিকট এক খাস বহী থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

অকর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৬ ধারা। যে অপরাধ পোলীসের কর্ত্তব্য নয় পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহী রাখা যায় তাহাতে নালিশের মর্ম্ম লিখিবেন ও বাদিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

অকর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

অকর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মকারক উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কর্ম্মকারকের অনুসন্ধান লইবার সেই ক্ষমতা থাকিবে।

কর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবার কথা।

১৫৭ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের কর্ত্তব্য এমন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিপতি প্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থানবিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

তাঁহার উক্ত প্রকারের কার্য্যযুক্ত হইবে কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারক এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

কর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১৫৮ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ ৫৭ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন কোন সময়ে পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের সম্বাদ অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্তে এবং অপরাধির সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারককে পাঠাইবেন।

স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার কথা।

পরন্তু কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার নালিশ হইলে যদি ধরিবার ভাবে অপরাধ না হওয়া থাকে তবে অনুসন্ধান লইবার জন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মকারককে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে কি না দেখিলে জানাবার কথা।

অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইতে প্রবৃত্ত হইবেন না।

এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারার প্রথম প্রকরণের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৮ ধারামত রিপোর্ট কি রূপে পাঠাইতে হইবে। তাহার কথা।

১৫৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে ১৫৮ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তাহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মকারক পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

তদ্রূপ প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধানের ক্ষমতার কথা।

১৬০ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ সম্বাদ পাইলে আপনার উচিত বোধ হইলে, অগৌণে তাহার তদন্ত বা প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান লইবার জন্য কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্যে কর্ম্ম করা উচিত এই কথার নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি যাইতে পারিবেন কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মকারকের ক্ষমতার কথা।

১৬১ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এ অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন তিনি যে ব্যক্তির অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে প্রাপ্ত সম্বাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অযুক্ত পত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

৬২ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইতেছেন কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব পর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে তিনি সেই ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

পোলীসের দ্বারা সাক্ষি দের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কার্য্যকারক সেই ব্যাপারে বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

৬৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না কিম্বা যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না।

পোলীসের নিকটে যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে না ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না।

৬৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত কোন প্রবৃত্তি বিষয়ে না কি তদ্ধ দেখাইবেন না কি অঙ্গীকার করিবেন না।

দোষ স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বা না করিবেন না।

৬৫ ধারা। এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কিম্বা তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কোন মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কর্ম্মকারক না হইলে কোন ব্যক্তির উক্তি বা অপরাধের স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্ত মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকার বাক্য ৩৩৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল মাজিষ্ট্রেট তদন্ত লইয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন না ও তিনি ঐ স্বীকার বাক্যের নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।

এই স্বীকার বাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতি গোচরে লিখিত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে ইহা ঠিক বলিয়া গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক,
মাজিষ্ট্রেট।"

১৬৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং ৯২ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে সেই ব্যক্তি সমনের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে, তিনি যে থানার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

পোলীস থানার অধ্যক্ষের দ্বারা তলাসের কথা।

উক্ত যে কর্ম্মকারক অনুসন্ধান লন তিনি পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মকারকের প্রতি দ্রব্য অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মকারককে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে ইহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন ঐ অধীন কর্ম্মকারক তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

এই আইনে তলাসী পরওয়ানাসম্বন্ধে যে২ বিধান আছে তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি যত দূর সম্ভব বর্ত্তিবে।

৬৭ ধারা। কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপন কি অন্য জিলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন তাহার কথা।

উক্ত কর্ম্মকারক তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৬ ধারা বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও দ্রব্য পাইলে যে কার্য্যকারকের আদেশমতে তলাস করিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে স্থানে ঐ দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন জিলার অন্তর্গত হইলে ও উক্ত কর্ম্মকারকে থানা অপেক্ষা সেই স্থানের বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। তিনি বিপরীত ভাবে বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে, ঐ দ্রব্য উক্ত কর্ম্মকারকে নিকট পাঠাইবার আজ্ঞা করিবেন।

৩৮ ধারা। ৬১ ধারার নির্দ্দিষ্ট রসিদ বহীর মধ্যে এই অধ্যায়ক অনুসন্ধানের বার্ত্তা সমাপ্ত হইতে পারিবে না। যুক্ত হইলে এবং অভিযোগ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে লোকমধ্যে সংক্রান্ত রোজনামচার নির্দ্দিষ্ট কুরার নকল পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যদি তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐরূপে পাঠান উচিত নহে বিবেচনা করেন তাহার কারণলিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে বিরত থাকিবেন।

কারণ বর্ত্তার অন্য অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে থানাধ্যক্ষের কর্ম্ম

মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পাইলে তাঁহার উক্ত অভিযোগের বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি যেরূপ দেখিবেন উচিত বোধ করেন সেইরূপে দেখিয়াছে পরবর্ত্তিদিনের অধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যে কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মফস্বলের মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতু পত্রসহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মকারক কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।

১৬৯ ধারা। পোলীসের অধস্থ কোন কর্ম্মকারক এই অধ্যায়ক অনুসন্ধান লইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ঐ অনুসন্ধানের কার্য্যবিষয়ক রিপোর্ট দিবেন।

প্রমাণের ঘাটতি হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

১৭০ ধারা। যে অপরাধ কি যেরূপ সন্দেহ থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ তার কি সন্দেহ করিবার যুক্তিযুক্ত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়ক অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিননামা কি জামিন বিনা যেরূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে যদি ও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইব।

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে লোকমধ্যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৭১ ধারা। এই অধ্যায় মত অনুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয় যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিযুক্ত হেতু আছে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, ও যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার বিষয়ে জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যতকাল প্রকাশ্যরূপের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে [illegible] কথা আবশ্যক বোধ করেন তাহাও [illegible] পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও সাক্ষী এই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের উভয় বা ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান [illegible] ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত [illegible] ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি স্বল বিশেষে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের স্থানে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইবেন।

নিবন্ধপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা মকদ্দমা লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত লোকমধ্যে প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালত লোকমধ্যে সেই আদালতের গণ্য হইবে, কিন্তু ঐ বাদিকে কি সাক্ষিকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজির জামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন কিম্বা প্রহরির জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে কহিলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন ঐ ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মকারকের সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎক্ষণাৎ পাদমর্ত্তারি এক জনকে কাহার নকল দিবেন ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

বাদির কি সাক্ষির পোলীসের কর্ম্মকারকের সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।

১৭২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে বাদির কি সাক্ষির সঙ্গে যাইবার সময়ে পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না।

বাদিদিগকে ও সাক্ষিদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদিকে কি সাক্ষিকে অনাবশ্যক আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিভূমত নিবন্ধপত্রে তাহাদের উপস্থিত হইবার অন্য ক দিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী বা সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ মুচলকা লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই লোকমধ্যে প্রবর্ত্তমান যত কাল সমাপ্ত না হয়

মাজিষ্ট্রেট তৎকাল ঐ স্ত্রীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

১৭৩ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মকারক এই অধ্যায়-মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিন২ যে কার্য্য করেন তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন অর্থাৎ অপরাধের সন্ধান যে সময়ে তাহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যে২ স্থানে যান, ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন তাহার বিবরণ লিখিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা।

ফৌজদারী কোন আদালতে রোজনামচার কোন অংশ কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই রোজনামচা বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তলব লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন। প্রতিবাদীর কিম্বা তাহার পক্ষ সোওয়ালের তাহা আনাইবার অধিকার নাই এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মকারক তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণ শক্তির উপকারার্থে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্ম্মকারকের কথা বলাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারত বর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৪৫ ও ১৬১ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

১৭৪ ধারা। অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায় মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলে পোলীসের যে কার্য্যকারক ঐ অনুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উক্ত পক্ষের নাম, ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে [illegible] পাঠান গিয়াছে কিম্বা [illegible] জামিন [illegible] বিনা নিবন্ধপত্র [illegible] ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে [illegible] স্থানে জামিনসহ কি লেখাইয়া লওয়া তাহাকে [illegible] এই কথাও লিখিতে হইবে।

পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্টের কথা

১৭৫ ধারা। উক্তপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মকারক নিযুক্ত [illegible] হইলে, ঐ রিপোর্ট তাঁহার হস্ত দিয়া পাঠাইতে [illegible] এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরো অনুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায় তাহা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত করিয়াছেন, তবে মাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র ছাড়িয়া দিবার বা [illegible] যে আজ্ঞা করা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

১৭৫ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ,

অপরাধ ও অকস্মাৎ মৃত্যুর অনুসন্ধান করিয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

(ক) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে, কি

(খ) কোন ব্যক্তির সন্দেহজনক অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে, কি

(গ) কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে, এই সম্বাদ পাইলে তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশপ্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসি দুই কি তদধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর মূল কারণের রিপোর্ট করিবেন, ও শরীরে যে ক্ষত কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র কি যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

পোলীসের ঐ কর্ম্মকারক ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের মত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অপরাধে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্ম্মকারক যাহুলীয় বিবেচনা করিলে কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যোচিকিৎসককে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করেন তাহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিবে, পোলীসের কর্ম্মকারক একমর্ত্তে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে গ্রামের মণ্ডলও এই থানাদের অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

এইং মাজিষ্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন, যথা, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, ও একমর্ত্তে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট।

ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৭৬ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পূর্ব্বোক্তমতে মৃত কি তদ্রূপ ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জ্ঞাত বলিয়া বোধ হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।

বর্ত্তিয় যে অপরাধের প্রতি ১৭১ ধারা খাটে, কিম্বা বৃত্তে যদি উক্তরূপ অপরাধ প্রকাশ না হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মচারী সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কৃত্যের সম্পাদন জন্য সংগ্রহ করা।

১৭৭ ধারা। পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্ম্মচারীর অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরের অতি নিকট মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার অবস্থা পাইলে উক্ত মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন, এবং ১৭৫ ধারার (ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত আজ্ঞা, কোনক্রমে উক্তরূপ অবস্থাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন, এবং তাহাতে, কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যে২ ক্ষমতা থাকিত সেই২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য তদ্দ্বারা পোলীসের তাদৃশ্যতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ লিখিত অন্যান্য প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

শ্রোণিত দেখ উঠাইতে পারিবার কথা।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুহেতু শ্রোণিত করা গেলে পর উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

ষষ্ঠখণ্ড।

যোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক বিধি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।

ক।—তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৮ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালতদ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে।

কিম্বা বিশেষ২ ক্ষেত্রে তদন্ত বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৭৯ ধারা। ১৭৮ ধারার প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও কোন যোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন যোকদ্দমা যে কোন জিলায় কিম্বা তাবৎ সমগ্র করা যাউক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষের কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে উক্ত আজ্ঞা ভারতবর্ষীয় মহারাণী বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ সংবৎসরের ১০৪ অধ্যায়ের আইনের ৫৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৪০৬ ধারামতে পূর্ব্ব প্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত ও তাহার ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় না তাহার ফল প্রকাশ হয় ইহার অন্যতর আদালতদ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) বর্দ্ধমান জিলার আসামের আবাদ হইলে মেদীনীপুর জিলার আবার মৃত্যু হয়। আসামের অপরাধবাচক অন্যান্য অপরাধের তদন্ত ও বিচার করণার্থ জিলার কিম্বা মেদীনীপুর জিলার হইতে পারিবে।

(খ) কোনব্যক্তি বর্দ্ধমান জিলায় আসামের মিথ্যা রসিদ দেয় মেদীনীপুর জিলার সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আসামের তদন্ত ও বিচার, হয় বর্দ্ধমান কি হয় মেদীনীপুর জিলায় হইতে পারিবে।

(গ) কোনব্যক্তি বর্দ্ধমান জিলায় আসামের মিথ্যা রসিদ দেয় মেদীনীপুর জিলার সেই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আসামের তদন্ত ও বিচার, হয় বর্দ্ধমান কি হয় মেদীনীপুর জিলায় হইতে পারিবে।

অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৮১ ধারা। অপরাধ হউক, অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্ত্তা অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকাপ্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালতদ্বারা শেষোক্ত অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) নরহত্যাকরণের অভিযোগ হইলে যে জিলায় নরহত্যা করা গেল সেই জিলার কিম্বা যে অপরাধের নরহত্যা করা যায় তাহা যে জিলায় করা গেল সেই জিলার ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে জিলায় দ্রব্য চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে জিলায় মুটীলভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই জিলার ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়রূপে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে জিলায় তাহাকে অন্যায়রূপে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে জিলায় চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন জিলায় সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরি হইবার কি ডাকাইতি হইবার কি ডাকাইতি করিবার কি ডাকাইতি করিবার কি ডাকাইতিকরণের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার উদ্যোগের কথা।

১৮২ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে চুরি হইবার কি চুরি হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতী করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতী করিবার কিম্বা ডাকাইতকরণের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা

তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহার করণের কথা।

অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধ বিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, কি অপরাধ করা যায় সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরী করণের কথা।

যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরী করা যায় কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরীকরণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা। অপরাধ যে স্থানে করা গেলে বা নিশ্চয় না হইলে কিম্বা কেবল একস্থানে না করা গেলে কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে

৮৩ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে অপরাধ করা গেল ইহা নিশ্চয় না হইলে,

কিম্বা অপরাধের এক অংশ এক স্থানে অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে,

কিম্বা অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি তদধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে,

কিম্বা ভিন্ন স্থানে কৃত নানা ক্রিয়া লইয়া অপরাধ হইলে,

যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিপত্য আছে সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।

৮৪ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায় সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায় সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করণের কথা।

৮৫ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি অস্ত্র ও বারুদাদিবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার বিধানের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করা যায় তাহা রাজধানীর মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট তাহার অনুসন্ধান লইতে ও বিচার করিতে পারিবেন

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষিদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়।

কোন জিলার তদন্ত লওয়া যাইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে হাই কোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

৮৬ ধারা। এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তি বিধানক্রমে কোন্ আদালত দ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে যে হাই কোর্টের ফৌজদারী আপীলী বিচারাধিপত্যের সীমাবর্ত্তি স্থানে অপরাধী প্রকৃত পক্ষে থাকে সেই হাই কোর্ট নির্ণয় করিবেন যে কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা।

৮৭ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৮ ধারা অবধি ১৮৫ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষ মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে তবে স্বীয় বিচারাধীন স্থান মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন অনুসন্ধান লইতে পারিতেন তদ্রূপ অনুসন্ধান লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে তাহাকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাহার জামিন লইতে পারিবেন।

মজিলেপর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য প্রণালীর কথা।

উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করিতে হইবে এইপ্রকারক্রমে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেট এবিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে হাই কোর্টের আজ্ঞা জন্য মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৮৮ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট ১৮৭ ধারামতে যে ওয়ারণ্ট দেন তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ ধৃত ব্যক্তিকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিলে পোলীসের যে কর্ম্মকারক ঐ ওয়ারণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিলেন তাঁহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

যে অপরাধের অপরাধী বলিয়া ধৃত ব্যক্তির নামে নালিশ হয় কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে যদি ১৮৭ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালত যে জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের অধীন তাঁহার নিকটে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

১৮৯ ধারা। যদি কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের বিচারের কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ ভারতবর্ষীয় কোন রাজার কি রাজ্যের অধিকারে অপরাধ করে কিম্বা

যদি শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে অপরাধ করে। তবে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় ব্রিটিষ ভারতবর্ষে তাহার সেই অপরাধহেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেন্টের সার্টিফিকেট দিবার কথা।

প্রকাশ হয় সেই দেশের পলিটিকাল এজেন্ট সাহেব থাকিলে তিনি ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের অনুসন্ধান করা উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সার্টিফিকেট না দিলে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে না।

আরো এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, ব্রিটিষ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে তবে এই ধার মতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

১৯০ ধারা। ৮৯ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে স্থানে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় তথায় পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দী লওয়া গেল কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল অনুসন্ধানগ্রাহী কি বিচারকারি আদালত যে কোন মোকদ্দমার সেই জবানবন্দীর কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশন দিতে পারিবেন সেই মোকদ্দমার সেই আদালত ঐ জবানবন্দী ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবেন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিহিত বোধ করিলে এমন আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৯১ ধারা। ১৮৯ ও ১৯০ ধারায় "পলিটিকাল এজেন্ট" শব্দের নিম্নলিখিত ব্যক্তি দিগকে বুঝাইবে ও তাঁহারা ঐ শব্দে গণ্য হইবেন,—

পলিটিকাল এজেন্ট শব্দের অর্থ।

(১) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে প্রধান যে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিষ ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের স্থলাভিষিক্তস্বরূপ হন তিনি।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ভিন্ন দেশের বিচ রাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধি দিগকে স্বং দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের একা শাভিন্ন কোন দেশের পলিটিকাল এজেন্টের সকল কি কোন ক্ষমতা ক্রমে কর্ম্ম করণার্থে ব্রিটিষ ভারতবর্ষস্থ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি।

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়মবিষয়ক বিধি।

১৯২ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থলভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট,

মাজিষ্ট্রেটরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার অভিযোগ গ্রাহ্য হইলে কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে কিম্বা

(গ) পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (ক) ও (খ) প্রকরণমতে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার বিশেষ ক্ষমতা যে কোন মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট (গ) প্রকরণমতে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কোন মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

১৯৩ ধারা। কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।

কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এতদর্থে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে তিনি এই আইনমতে উক্ত মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৯৪ ধারা। এই আইন কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, তদর্থে নিয়মমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে, কোন সেশন আদালত প্রথম স্থলীয় আদৌ বিচারাধিপত্য বিশিষ্ট আদালত স্বরূপ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা তাহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব, যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট

আদিস্যালন ও আইনী সেশন জজ দ্বারা।

বিচারার্থে অর্পণ করেন, আডিশ্যনল সেশন জজ কি জাইন্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

খণ্ডের সেশন জজ সামান্য কি বিশেষ আজ্ঞাধারা আসিষ্টান্ট সেশন জজদের হস্তে যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন, তাঁহারা কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

আসিষ্টান্ট সেশন জজ দিগের প্রতি মোকদ্দমা হইবার কথা।

১৯৫ ধারা। পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাই কোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।

হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের ১০৪ অধ্যায় মতে যে পেটেন্ট পত্র প্রদত্ত হয় এই ধারায় কোন কথায় তাহার বিধানের কোনবিঘ্ন যে হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৯৬ ধারা। (ক) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭২ অবধি ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারামতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তিনি যাঁহার অধীন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ বিষয়ক অভিযোগের কথা।

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭ ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, কি ২২৮ ধারামতে যে২ অপরাধ দণ্ডনীয় তাহা কোন আদালতে বা আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে,

আদালতের ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধ কোনং অপরাধবিষয়ক অভিযোগের কথা।

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা ৪৭১ ৪৭৫, কি ৪৭৬ ধারামতে যে২ অপরাধের দণ্ড হইতে পারে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যের প্রমাণে যে দলীল উপস্থিত করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ আদালতের কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তাঁহার অনুমতি কি অভিযোগ না হইলে কোন আদালত অভিযোগ গ্রাহ্য করিবেন না।

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎসম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদালতে কি অনাম্নায়ে ও যে সূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে, তাহাতে দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃতহইয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয় তবে যে আদালত সেই অপরাধ বিচারের জন্য অপরাধ বলিয়া অভিযোগ সংশোধন করণার্থে সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

[illegible] অনুমতিদাতা কর্ত্তৃপক্ষ বা কর্ত্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিতে পারিবেন।

কোন আদালত হইতে সামান্য যে আদালতে আপীল হয় এবং বা [illegible] কার্য্যপক্ষ প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হয়।

১৯৭ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৭ পরিচ্ছেদ ৬ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ ক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা কিম্বা তত্ত্ব ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার তত্ত্ব ক্ষমতাক্রমে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৮ ধারা। বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচার কর্ত্তার নামে, কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা অবসৃত হইতে না পারেন এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অবসৃত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন সেই গবর্ণমেণ্টের কিম্বা উক্ত গবর্ণমেণ্টহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের অধীন থাকেন উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের না যে অভিযোগের কথা।

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্ত্তা কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

৯৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৯৩ অবধি ৪৯৬ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যে২ অপরাধ পড়ে, ঐ অপরাধক্রমে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

দুষ্টিকর কি অপবাদ ও বিবিধ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

২০০ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী কিম্বা তাঁহার অনুপস্থানে যে সময়ে অপরাধ হয় সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন তিনি নালিশ না করিলে কোন আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৭ কি ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

পরস্ত্রীর সম্পর্কে অভিযোগের কথা।

ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

২০১ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন তিনি শপথ করাইয়া বাদির পরীক্ষা লইবেন এবং সেই পরীক্ষা লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন।

বাদির পরীক্ষা লইবার কথা।

কিন্তু লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯৩ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদির পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি শপথ করাইয়া কি না করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এবং মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

১৯৩ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাদির পরীক্ষা লইয়া থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তিনি বাদিকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

২০২ ধারা। মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে এবং লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে উপযুক্ত আদালতে দিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি সহিত আবেদনপত্র ফিরাইয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট নালিশ গ্রাহ্য দিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০৩ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই নালিশের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে বাদির পরীক্ষা লইবার পর যাহার নামে নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারির কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকের দ্বারা কিম্বা নালিশের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতামতে কার্য্যকারি কোন কর্ম্মকারক কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায় তবে এই আইন ক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারণ্ট বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

২০৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা যায় তিনি বাদির পরীক্ষা করিলে এবং ২০৩ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন।

নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৫ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন, তাহার মতে কার্য্যারম্ভ করিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফসীলের চতুর্থ ফর্ম দেখিয়া যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমার সমন দেওয়া উচিত বোধ হয় তবে সমন দিবেন। উক্ত ফর্ম দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারণ্ট দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত করাইবার বা আনাইবার জন্যে সাধারণ ওয়ারণ্ট দিবেন।

পরওয়ানা দিবার কথা।

এই ধারার কোন কথাক্রমে ২১ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

২০৬ ধারা। যখন কোন মাজিষ্ট্রেট সমন দেন উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব প্রদত্ত নিদানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করা হইতে পারিবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

২০৭ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা বঙ্গদেশের কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাই কোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৮ ধারা। সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার কি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সমর্পণার্থে প্রথম তদন্ত লইবার কার্য্য প্রণালির কথা।

২০৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট কেহ বাদী থাকিলে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন ও আক্রমণের পক্ষে কি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষের যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় বা যাহা মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত বাদী কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে, যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, পরওয়ানা দিবেন না।

আবশ্যক সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২১০ ধারা। ২০৯ ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদের উল্লিখিত সাক্ষ্য লওয়া এবং অভিযোগ সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করেন সেই সমুদয় বিষয় সম্বন্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এরূপ বোধ হইলে, তিনি তদনুযায়ি কার্য্য করিবেন।

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎ পূর্ব্বে কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২১১ ধারা। তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তদ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর যদি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

যে অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার প্রতিলিপি বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি দিবার কথা।

২১২ ধারা। বিচার কালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎক্ষণেই তাহাদিগের নাম বাটীর ঠিকানা কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

বিচারকালে প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষিদের নাম নির্দ্দেশের কথা।

মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষিদের নামের আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তির নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে, হাই কোর্টের সম্মুখে বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্দ্দেশ দিবার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

অন্য নাম নির্দ্দেশের কথা।

২১৩ ধারা। ২১২ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষিদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায় স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষিকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৪ ধারা। ২১২ ধারামতে ফর্দ্দ দিবার আদেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি হইলেও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ্দ দিলেও, মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে তাহাদিগকে ২১৩ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট হাই কোর্টে কি, স্থানবিশেষে সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু লিপিবদ্ধ থাকিবে।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

২১৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে এই অভিযোগ হয় যে, সে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা তদ্রূপ অভিযোগে হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাই কোর্টে যাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন, তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত মকদ্দমে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৬ ধারা। তদ্রূপ সময়ে মাজিষ্ট্রেট ২১৪ কি ২১৫ ধারামতে একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে কেবল হাই কোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

২১৪ কি ১৫ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

২১৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১২ ধারামতে সাক্ষিদের নামের নির্ঘণ্টপত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ কর্ত্তের লিখিত যে সাক্ষিদিগকে কালকার সম্মুখে উপস্থিত করান নাই যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইবে মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে হইলে প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে সমন দিবার কথা।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক অফদি ক্রৌনের জন্য উক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার কার্য্য রাখিয়া দিতে পারিবেন।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিবার জন্যে সাক্ষিদের নাম নির্ঘণ্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে সেই সাক্ষী যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমত জ্ঞান জন্মাইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইয়া আজ্ঞা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সদ্বোধ না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষিকে সমন করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্তে যত খরচ আবশ্যক জ্ঞান করেন তিনি ঐ সাক্ষিকে সমন করিবার পূর্ব্বে তত টাকা জামানত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অনাবশ্যক সাক্ষির খরচা জামানৎ না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

২১৮ ধারা। সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে যে বাদিদের ও অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ যে সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা স্বপরিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে।

বাদিদের ও সাক্ষিদের নিবন্ধপত্রের কথা।

কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উপস্থিত হইতে, কিম্বা পূর্ব্ব আজ্ঞামত মুচলকা লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে যতকাল ঐ মুচলকা লিখিয়া না দেয় কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্ট তাহার যতকাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয় না করেন তাহাকে তত কাল ফেকাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রয়োজন হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

উপস্থিত হইতে কি মুচলকা লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে ফেকাজতে থাকিবার কথা।

২১৯ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কার্য্যকারক এতৎ পক্ষে নিযুক্ত হন তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধজ্ঞাপকপত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয় জন্মে যে উক্ত ব্যক্তি সমর্পণ হইবার ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত আছেন তবে তাহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি দিবেন না।

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা।

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র কি অন্য অস্থাবর দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক হয় তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কিম্বা (হাই কোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফদি ক্রৌন সাহেবের বা এতৎপক্ষে হাই কোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মকারকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাই কোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা।

যখন হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, নথীর অংশবিশেষ যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয় তবে নথীর সঙ্গে ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে হইবে।

ইংরাজী অনুবাদ হাই কোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।

২২০ ধারা। সমর্পণ হইবার পর ও বিচারকার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও পূর্ব্ববিহিত প্রকারে তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত সাক্ষিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

হইতে পারিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে তাহাকে বিনাখরচে ঐ সাক্ষিদের জবানবন্দীর নকল দেওয়া যাইবে।

২২১ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফেকাজতে রাখিবার কথা।

বিচারের অপেক্ষায় মাজিষ্ট্রেট ব্যক্তির জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি ওয়ারণ্ট দ্বারা ফেকাজতে সমর্পণ করিবেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় এই আইনমত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে।

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে, অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

অপরাধের বিশেষ নামই নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে প্রতিবাদির নামে যে বিষয় অভিযোগ হয় তাহা যেন সে জানিতে পারে এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশকরণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

অপরাধের নাম নির্দ্দিষ্ট না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায় অভিযোগপত্রে সেই আইনের সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

অভিযোগপত্রে যে অপরাধ হইবে তাহার কথা।

কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অধিকার হয় না সেই স্থলে ঐ নিয়ম যে পূর্ণ হইল ঐ অভিযোগের উহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইবে অন্যত্র অভিযোগপত্র ইংরেজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগ পত্রে তাহা লিখিবার কথা।

পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা পান তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে তবে পূর্ব্বে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) আমন্দের নামে বলরামকে বধকরণাভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আনন্দের কর্ম্ম আইনে ও দণ্ড বিধি আইনের সার্থ বর্জিত কথা মধ্যে আইনে না ও ৩০০ ধারার যে পাঁচ বর্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার দ্বারা আইনে না কিন্তু প্রথম বর্জিত কথার মধ্যে যদিও আইনে তথাপি ঐ বর্জিত কথার দ্বিতীয় বর্জিত কথার মধ্যে অন্যতর উপস্থিতি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই এই সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) আনন্দ ও কিছু চুরিবার যত্ন দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারার মতে ও হানি নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের নির্ণয় হয় যদিও সাধারণ বর্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনার তুল্য।

(গ) আনন্দের ন যে বধ বা প্রকারণা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদারগমন বা অপরাধকারের ভয় দর্শাইন বা ক্রয়ের নামান্তর চিহ্ন মিথ্যা রূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে এই অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রকারণা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন করিয়াছে বা অপরাধ ঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা অন্যের স্বামিত্ব চিহ্ন মিথ্যা রূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই বর্ণনা থাকিতে পারে কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারায় অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সে ধারে অভিযোগপত্রে ঐ ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাদ্বারা কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষীয়দণ্ডবিধির আইনের ২৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। তজ্জন্য কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল এই কথা তাহার বিশিষ্টমতে জানিবার জন্যে কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ কথা।

কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্যসম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যতদূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

২২৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় যদি সেই কথার তাব বিষে চলায় ২২২ ও ২২৩ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি সেই কথা বিশিষ্টমতে জানিতে না পারে তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথার স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রতারণা করিয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগ হইলে আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল অভিযোগপত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমত সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(চ) বলরামের ও আনন্দের এই উদ্দেশে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য্য দ্বারা আজ্ঞার অমান্যতা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

২২৫ ধারা। প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণন করিতে যে শব্দের ব্যবহার হয় ঐ অপরাধ যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেই শব্দের যে অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেই অর্থ ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা।

২২৬ ধারা। অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা

ভ্রমের ফলের কথা।

ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুত ভ্রম না হইয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন ক্রমে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আসামীর নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আসামী যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে প্রতারণাক্রমে কথা লেখা যায় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আসামীর বস্তুত ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আসামীর নামে বলপ্রয়োগে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অন্যরূপে লেখা দিয়াছে আসামী প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষিদিগকে জিজ্ঞাসা করণের মধ্যে সেই ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানাইল। আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা না লেখা গুরুতর ভ্রম বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আসামীর নামে বলবান করণার্থ করিবার অভিযোগ হয় কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করা করিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আসামীর ও ২ জনের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত অতএব কোন ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আসামী ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এইস্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল। এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আসামী জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম রামবক্স ও জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে তাহাকে বধ করা যায়। কিন্তু আসামীর নামে সেই একটি স্থানীয় ভিন্ন অন্য বধ্যস্থানে অভিযোগ হয় নাই, ও কেবল রামবক্সের নামের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে জিজ্ঞাসা করা গেলে আসামী উপস্থিত হইয়া তাহা স্বীকার। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আসামীর ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয় আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আসামী জানুয়ারি মাসের ২ তারিখে রামবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে এ আসামীর নামে এই অভিযোগ হইল। রামবক্সকে বধ করিবার অভিযোগে যে সাক্ষীকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয় তাহার সম্বন্ধে যে সাক্ষিরা উপস্থিত ছিল তাহারাও রামবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আসামীর ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

২২৯ ধারা। অভিযোগপত্র লিখা বা অসম্পূর্ণ বা অন্য ত্রুটিযুক্ত অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে আদালত না যাইয়া কেহ হইলে ক্লার্ক অফ দি কোর্ট এই আইনে অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যে বিধি আছে সেই২ বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা কোন বিশেষে তাহা পরিবর্ত্তিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র লিখা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

২২৮ ধারা। কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে কিম্বা সেশন আদালত কি হাই কোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির মীমাংসা জানাইবার কিম্বা অ সেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

পরিবর্ত্তিত কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

২২৯ ধারা। পূর্ব্ব দুই ধারার কোন ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায় তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অযৌক্তিক চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয় তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সহ নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের নামে জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায় তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অযৌক্তিক চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই যদি আদালতের বিবেচনা হয় তবে আদালতের কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩০ ধারা। নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগ পত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না কিন্তু পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্ত মূলক হয় সেই বৃত্তান্ত মতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগ পত্রের সহিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩১ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগ পত্রের পরিবর্ত্তন হইলে পূর্ব্বে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩২ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে বস্তুত অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করিবে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করি-

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার কথা।

বার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায় মত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করত হাই কোর্টের এইমত হইলে ঐ২ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপ প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল তদুপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই মত হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯১ ধারামতে আমন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কিন্তু সে দুইজনের মধ্যে কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছে কি করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই প্রমাণটি সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত কিম্বা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আমন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগপত্রে উহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করিলে ভ্রম হইয়াছে আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন কিন্তু আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা আমন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা অনুমান হইলে আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

২৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে২ অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন২ অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৫ ও ৩৬ ও ২৩৭ ও ৪০ ধারায় উল্লিখিত স্থলভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

ভিন্ন২ অপরাধে ভিন্ন২ অভিযোগ হইবার কথা।

উদাহরণ।

আমন্দ একসময়ে চুরি করিল অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইল বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্য ভয়ের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

২৩৫ ধারা। কোন ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া একই সময়ে অভিযোগ হইলে তিন বারের অধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে।

একই প্রকারের অপরাধ দুই কিম্বা ততোধিক করিবার অভিযোগ এক বৎসরের মধ্যে হইতে পারিবার কথা।

২৩৬ ধারা। ১ প্রকরণ। কএক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা গেলে সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

১। দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।

২ প্রকরণ। যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থনির্ণয় ও দণ্ডের প্রমাণ কোন আইনের নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

২। একই ক্রিয়ার দ্বারা দুইটি অধিক অপরাধ হইলে কিম্বা ঐ অপরাধ সমষ্টি একই সংজ্ঞার মধ্যে আইনে আনার কথা।

৩ প্রকরণ। অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া স্বতই অপরাধ হইলেও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত প্রত্যেক অপরাধে কিম্বা ঐ ভিন্ন২ অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

প্রথম প্রকরণের।

(ক) বলরাম অ উমেদ থেকে আসিতেছিল আমন্দ তাহাকে জোর করিয়া ঘাটোয়ালিন এবং বলরাম ১৩ মাসের বেশ আদালতে ছিল তা ২ গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এইস্থলে আমন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৮৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আমন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিবসাবধি পরগৃহ প্রবেশ করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আমন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) আমন্দ চন্দ্রর স্ত্রী রাধাকে ভুলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আমন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আমন্দের একটী অশ্বের চুরি যে ঘর আছে। আমন্দ ঐ চুরি যে বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪ ধারামতে দণ্ডনীয় কিন্তু আদালতের নিমিত্ত তাহা ব্যয় না করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আমন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারা মতে তাহার নিকট থাকা এবং মোকদ্দমার নিমিত্ত তাহার নামে পৃথক২ অভিযোগ ও তাহার পৃথক২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও সাধ্য কারণ নাই জানিয়া আমন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো বলরামের নামে যে কথা করিবার যথার্থ ও সাধ্য কারণ নাই বলিয়া বলরামকে মন্দ কহিয়াছে বলিয়া অন্য কথা তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ধারামতে আমন্দের নামে পৃথক২ দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও সাধ্য কারণ নাই জানিয়া আমন্দ বলরামকে হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচার কালে আমন্দ বলরামের প্রতি দণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে যে২ কথার মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আমন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথক২ অপরাধের অভিযোগ ও ঐ২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আমন্দ অন্যায়ের কারণে বলিয়া বলপূর্ব্বক ও গুরুতর পীড়া জন্মাইল অপরাধ এবং রাজকীয় কর্ম্মচারীর ঐ বল না নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করে উহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আমন্দের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩৫৩ ও ১৭২ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার সেই২ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৬০ ধারা। মালিশক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাদী উপস্থিত না হইলে ও আইনমতে অপরাধের মোকদ্দমার রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে, পূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্ব কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না থাকিবার কথা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

২৬১ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি কশাঘাত দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সেই অপরাধ।

(খ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাপের যন্ত্র বিষয়ক অপরাধ।

(গ) উক্ত আইনের ৩০৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য।

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোর দ্রব্য গ্রহণ ও রাখা।

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণ।

(ছ) উক্ত ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

(ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করার উদ্দেশে অপমান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধ ভাবে ভয়দর্শাওন।

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

(ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

কিন্তু যে মোকদ্দমার জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৪৪ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

২৬২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২০ ও ৩২৪ ও ৩৩৬ ও ৩৩৮ ও ৩৭১ ও ৩৭২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার মধ্যে আইনে।

(খ) মুনিসিপল আইনের বিপক্ষে ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটী করণ সূচক ধারার বিপক্ষে যে অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

২৬৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যে মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইল তদ্ভিন্ন যে মোকদ্দমার সমন ও পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে কোনং মত ছাড়া সেইং মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

যে মোকদ্দমার সমন ও পরওয়ানা দেওয়া যাইতে পারে সেই মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

ও যে মোকদ্দমার ওয়ারণ্ট বাহির হইবে তৎসম্পর্কে এই আইনে যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই মোকদ্দমার সেই কার্য্যপ্রণালী চলিবে।

২৬৪ ধারা। যেং মোকদ্দমার আপীল নাই সেইং মোকদ্দমার সাক্ষিদের সাক্ষ্য কি নিষ্পত্তির হেতু মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্র ও লিখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু তিনি কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে এইং কথা লিখিবেন।

যে মোকদ্দমার আপীল নাই সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদির নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।

(ছ) প্রতিবাদি উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঝ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা ও

(ঞ) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

২৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের কি মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে সাক্ষ্যদ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২৬৪ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

এই ধারার মধ্যে যেং মোকদ্দমা আইনে কাহার সেই নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না।

লিপিবদ্ধ করত স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যারম্ভ বন্ধ করিতে পারিবেন।

২৫১ ধারা। নালিশ ক্রমে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, যদি মাজিষ্ট্রেট ২৪৬ কি ২৪৮ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন, ও বিবেচনা করেন যে অভিযোগ তুচ্ছ কি দুঃখদায়ক মাত্র তিনি স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের হানি পূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশটাকার অনধিক যত টাকা যাহা বোধ করেন ঐ ব্যক্তির প্রতি তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তুচ্ছ ও দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা।

তদ্রূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা করা যায় তাহা অর্থ দণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে এবং তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাপত্রে ব্যক্তির ত্রিশ দিনের অনধিক সাধারণ কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে কিন্তু ইহার মধ্যে টাকা দেওয়া গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

ঐ হানিপূরণের টাকা আদায় করিবার কথা।

পরে সেই বিষয় সম্বন্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে হানিপূরণ দিবার সময়ে, এই ধারামত হানিপূরণস্বরূপ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা গিয়া থাকিলে অ দালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন।

একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

২৫২ ধারা। যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচার কালে এই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৫৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাহার কথা শুনিবেন, ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।

যেং ব্যক্তি মোকদ্দমার কর্ত্তার জ্ঞানে ও অভিযোগের স্বপক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদির স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের মত জ্ঞাপক আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্যে সমন করিবেন।

২৫৪ ধারা। ২৫৩ ধারার উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর, এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কৈফিয়ৎ লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার বিরুদ্ধ প্রমাণভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, তাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্বে কোন সময়ে অপরাধিকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না এই ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

২৫৫ ধারা। উক্ত সাক্ষ্য ও সফাই সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অপরাধ-মতে বিচারে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

আশঙ্কিত অপরাধের প্রমাণ হইলে অভিযোগ পত্র লিখিবার কথা।

২৫৬ ধারা। পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ।

উক্তরের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

২৫৭ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাবী করিলে তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে ও তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদিগকে পুনরায় ডাকিয়া কূটপরীক্ষা করিতে অনুমতি হইবে।

প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

২৫৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত, কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে তিনি ইহার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষিকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত বিচারের নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত থাকিতে তাহার যে যুক্তি মত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আদায়ক্ত করা যায়।

২৫৯ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্ত করণের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইন মতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

দোষী নির্ণয় করণের কথা।

বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বাংশের বিধান খাটিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই মহাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের একত্রে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমত স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং এতাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চোরা করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়। ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার হয়, অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

২৪১ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি তদধিক অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক অভিযোগমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মকারক অভিযোগের সপক্ষ কার্য্য চালান তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অন্য অভিযোগের জন্য লওন কি বিচারকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই২ অভিযোগে মুক্ত হইবার ন্যায় ফল হইবে।

অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমার এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪৩ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না। কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা যাইবে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাহার কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৪৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে যতদূর সম্ভব তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখা গেলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে তাহার কথা।

২৪৫ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট বাদী থাকিলে তাঁহার কথা ও অভিযোগের পোষকতার যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা ও শুনিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা ও সে অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে তাহা ও শুনিবেন।

মাজিষ্ট্রেট বাদির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা মতে, উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

বিচারের কার্য্য পক্ষে সাক্ষির উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে মাজিষ্ট্রেট উভয় প্রার্থনা মতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতের ঐখরচ আদায় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

২৪৬ ধারা। ২৪৫ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য যে সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করান তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

অপরাধ নির্ণয় বা নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৭ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়, মাজিষ্ট্রেট ২৪৪ কি ২৪৬ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৪৮ ধারা। নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুনানী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে তাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪৯ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমার শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার অবস্থার কথা।

২৫০ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু

(খ) আসন্ন একই সময়ে বলপ্রয়োগ ও হস্তক্ষেপ করিয়া বিধিবিরুদ্ধভাবে শারীরিক যাতনা দেওয়া, উক্তরূপ ব্যক্তির পক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪৩৬ ধারামতে তাহার নামে প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) অবধি (খ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে ৩ প্রকার অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এক কালে বিচার হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের।

(ঘ) আসন্ন অন্যায়রূপে বলপ্রয়োগ করে। আসন্নের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৫২ ও ৩৫৩ ধারামতে অপরাধের জন্য অভিযোগ ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঙ) কতক দ্রব্য লয় চুরি করিয়া আসন্নকে ও বলপ্রয়োগকে লুকাইয়া রাখিবার বিধিমত দেওয়া যায়। তাহারাও সেই লয় চোরা দ্রব্য আনিয়া ধরাইয়া সকল রাইলের দীঘে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর সাহায্য করিল। আসন্নের ও বলপ্রয়োগের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামতে অপরাধের জন্য অভিযোগ ও তাহাদের সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(চ) অথবা তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও স্থানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ঐ রূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। অথবার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৪ ধারামতে অপরাধের জন্য অভিযোগ ও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ছ) বলপ্রয়োগ নামক রাজকীয় কার্য্যাধ্যক্ষের ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৬৭ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হয় এই বিধিমত আসন্ন দুইভাবে প্রধান স্বরূপ আসামী বলিয়া উপস্থিত করিল। ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৯ ধারা পাঠ করিয়া আসন্নের নামে ৪৭১ ও ১৬৭ ধারামতে অপরাধের পৃথক্ অভিযোগ ও তাহার পৃথক্ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

৩ প্রকরণের।

(জ) আসন্ন বলপ্রয়োগের দ্রব্য অপহরণ করেও সেই কার্য্যে করণে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সীঁড়া অন্যায়। আসন্নের নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩২৪ ধারামত অপরাধের জন্য অভিযোগ ও সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

২৩৭ ধারা। একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়া সংযোগের ভাব দৃষ্টে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেই২ অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ স্থলের কথা।

উদাহরণ

যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধের হইতে পারে আর সেই নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয়। তাহার ঘ যে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনা অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

২৩৮ ধারা। ৩৭ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং এ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা।

উদাহরণ।

আসন্নের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয়। কিন্তু সে অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরাদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইল। তাহার নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরাদ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি সেই অপরাধের অভিযোগ হইলে অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয় তাহার অন্য ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ নহে বলা গেলে তাহার কথা।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি তিনি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারেন যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয় তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

১৯৯ বা ২০০ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) অ নক্ষ দুষ্টিয়া বলিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৬ ধারামতে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তিই দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু দুষ্টিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আসন্ন উকরুক নীড়া অন্যায়রূপে বলিয়া তাহার নামে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামত অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে অবস্থা ও অন্যান্য সংগতিক ব্যাপার ঘটাতে তিনি ঐ কার্য্য করেন। দণ্ডবিধি আইনে ৩৩৪ ধারামতে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৪০ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে কিম্বা অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে আদালত [illegible]

যে ব্যক্তিদের প্রতি যোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

৬৬ ধা। ২৬৪ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২৬৫ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায় হয় উক্ত রাজ্য ভাষায় না হয় আদালতের ভাষায় অথবা বিচারপতি অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের অধীন হইলে ঐ বিচারপতির স্বদেশীয় ভাষায় ঐ রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে।

নথীও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চে সরকারী উকিল অপরাধের বিচার করিবেন ক্ষমতাপন্নরূপে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বেঞ্চ অবারিতরূপে যে আদালতের অধীন তাঁহাদিগকে সেই আদালতের নিযুক্ত এক জন আমলা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যত জন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান তাঁহারা প্রত্যেকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

বেঞ্চের কোনটী রাখিতে পারিবার কথা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

২৬৭ ধারা। মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৪৪ ও ৫৫ বৎসরের আইনের ৩৪ অধ্যায়মতে যে সকল হাই কোর্ট স্থাপন হইয়াছে বলিয়া হইবে, এই অধ্যায়ে "হাই কোর্ট" শব্দে সেই সকল হাই কোর্ট, ও পাঞ্জাবের চীফকোর্ট এবং মধ্যপ্রদেশাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইস্তিহার গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ি হাই কোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেই সকল আদালতও বুঝাইবে।

হাই কোর্ট।

২৬৮ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই কোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয়, সকলই জুরির সহযোগে হইবে

হাই কোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

এবং এই আইনমতে, কিম্বা মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ক্রমে যে হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পত্রচরপত্রাদিতে যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হয় এবং আইনে ভাষান্তরের বিধান থাকিলেও ঐ হাই কোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবে।

২৬৯ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয় তাহা জুরির দ্বারা অথবা দুই কি তদধিক জন আসেসরের সহকারিতায় করা যাইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।

২৭০ ধারা। কোন জিলার কোন সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোনং শ্রেণীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সময়েং সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য ও কোন কোনটী নহে এরূপ ভিন্ন২ অপরাধের নিমিত্ত একবারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে জুরিদ্বারা যত হয় প্রত্যেক অপরাধের বিচার হইবে।

২৭১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচার কালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারের কার্য্য অনুষ্ঠান হইবার কথা।

(খ)।— কার্য্যারম্ভের বিধি।

২৭২ ধারা। আদালত বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে। ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই পত্র লিখিত অপরাধের অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ।

বিচার আরম্ভ করণের কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

অপরাধস্বীকার করিলে তাহার কথা।

২৭৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার কি লেখি অপরাধী স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

অপরাধ স্বীকার না করবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে।

জুরির কি আসেসরদিগের পরিবর্ত্ত না করিয়া ক্রমশ বহু অপরাধির বিচার হইতে পারিবার কথা।

আদালত জুরি কি আসেসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সকাশিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা হিতজ্ঞান করেন ক্রমশ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন।

২৭৪ ধারা। অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষণ হইবার আইনসঙ্গত কারণ লাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্ব কোন সময়ে আদালতের এরূপ বোধ হইলে বিচারপতি অভিযোগ পত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

অভিযোগের প্রতিপোষণ করিতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা।

ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে।

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

২৭৫ ধারা। হাই কোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলাবাসিদের

কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।

বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

২৭৬ ধারা। সেশন আদালতে জুরির দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির অধিকাংশ ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দিগকে লইয়া হইবে।

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

২৭৭ ধারা। যে ব্যক্তি দিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায় তাহা কোর্ট সময়েং বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে গুলিবাট করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

গুলিবাট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।

উপবিধি। (১) কিন্তু এইরূপে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে যত দিন উক্ত আদালতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয় তত দিন সেই রীতি চলিবে।

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা।

(২) জুরিতে যত জন লোকের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন করা গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তত জন না থাকিলে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে।

তাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে কখন্ সমন করিতে পারা যায় তাহার কথা।

(৩) কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে (ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, কিম্বা

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(খ) অন্য কোন স্থলে হাইকোর্টের এক জন জজ আদেশ করিলে পশ্চাল্লিখিত বিশেষ জুরির কর্ম্ম হইতে জুরবদিগকে মনোনীত করা যাইবে।

২৭৮ ধারা। জুরির একং ব্যক্তি মনোনীত হইলে তাঁহার নাম উচ্চ স্বরে ডাকা যাইবে, ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হওয়ার কোন আপত্তি আছে কি না।

জুরির নাম ডাকিবার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোক্তা জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।

কিন্তু হাই কোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে ও অভিযুক্ত এবং কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।

২৭৯ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায় তাহা আদালতের জ্ঞানাধ জনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ

আপত্তির কারণের কথা।

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা যৎকালে যে ব্যবস্থা কি বিধি চলিত থাকে, আইনের তুল্য বলবৎ সেই বিধি কি ব্যবস্থামতে যে২ গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক, বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচারগতে কিম্বা ধর্ম্মের ক্রান্ত মানত করিয়া সা সাংসারিক সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন।

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন।

(ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কোন কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন তাঁহার এমত কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষার অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুরবের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকার হেতু।

২৮০ ধারা। কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে।

আপত্তি নিষ্পত্তির কথা।

আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সময়মতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। ২৭৯ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির কর্ম্মে যাহার নামলেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৯ ধারামতে কোন আপত্তি না হয় হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

যে জুরবের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হইতাহার স্থানে অন্য লোক নিয়োগের কথা।

২৮১ ধারা। জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের এক জনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।

ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২। জুরি কোন বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি ব্যক্ত করিবেন

কিম্বা জুরি আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ঐ জুরির অধিপতিপদে যে নিযুক্ত হইবেন এতদ্ভিন্ন যে জন যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন।

জুরিদিগকে শপথ দিবার কথা।

২৮২ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমতে জুরিদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে।

জুরির উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮৩ ধারা। জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎ কাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলেও যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, তবে একজন নূতন জুরির গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন।

ঐ রূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনঃ বিচার হইবে।

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

২৮৪ ধারা। আসামী পীড়াপ্রযুক্ত আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

আসেসরদিগকে যে রূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।

২৮৫ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আসেসরদের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে নামন করা যায় জজ সাহেব যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক আসেসর মনোনীত করা যাইবে।

আসেসর উপস্থিত থাকিতে, না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮৬ ধারা। আসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমার বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হওনার পূর্ব্বে কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারবশেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে অথবা অনুপস্থিত হইলে ও তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে।

বিচার করণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

অভিযোগের মোকদ্দমা সূচনার কথা।

২৮৭ ধারা। জুরির ও আসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে, যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে অভিযোক্তা ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্য দ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন।

সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবার কথা।

তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষিদের পরীক্ষা লইবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৮ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা করা যায় তাহা অভিযোক্তা প্রমাণস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

প্রথমকথিত জবানবন্দি লইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৯ ধারা। যে সাক্ষিকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায় সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহা যদি নিয়মিতরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আদি পত্রাকারি জজের বিবেচনাধীন তাহা মোকদ্দমার প্রমাণমধ্যে ধরা যাইতে পারিবে।

অভিযোগের সাক্ষিদের পরীক্ষার পর কার্য্য প্রণালীর কথা।

২৯০ ধারা। অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষিদের পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার বক্তৃতা করিবেন। তাহাহইলে পর যদি আদালত অভিযোগের সমর্থনার্থ আইনমত সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিবেন ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইতে আদেশ দিবেন।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার বক্তৃতা করেন ও আদালত অভিযোগের সমর্থনার্থ আইনমত সাক্ষ্য আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

প্রতিবাদের কথা।

২৯১ ধারা। অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার সপক্ষ উকীল যে বৃত্তান্ত কি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যক হয় তাহা বলিয়া স্বীয় প্রতিবাদ সূচনা করিবেন। তৎপরে তাঁহার সপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূটপরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার বক্তৃতা করিতে পারিবেন।

সাক্ষিদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে নামন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

২৯২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষির নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাক্ষিদের যে নাম নির্দ্দিষ্ট

দেওয়া যায় সেই নির্দিষ্ট পত্রে যে সাক্ষিদের নাম লেখা থাকে ২১২ ধারার বিধানের স্থলভিন্ন অন্য স্থলে ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।

২৯৩ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ ২৯০ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে বলে তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে।

জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

২৯৪ ধারা। অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয়, মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্টি করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন।

আদালতের ঐ কর্ম্মকারকের কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অন্যরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনর্ব্বার আনা যাইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যে স্থলে লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

২৯৫ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবের তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষির ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

অধিবেশন অতি দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

২৯৬ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্য অনুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায় তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচার কার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপক্ষে প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা।

২৯৭ ধারা কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে হাই কোর্ট সময়ের জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন ও জুরির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মকারকের জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না ও যে প্রকারে রাখা যাইবে কিম্বা তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন এই বিষয়ে আপিলাক বা জজ উক্ত বিধি প্রচলন মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চ।— জুরির বিচারিত মোকদ্দমার বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের কথা।

২৯৮ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমার প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর জজ আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৯ ধারা। তদ্রূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই ২।—

(ক) তিনি আইনঘটিত সমস্ত বিবাদ বিশেষত যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন ও মোকদ্দমার বিচারকালে যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কিনা ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন বিচারকালে উত্থিত হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ের আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনা মতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব স্থির করিবেন।

(গ) বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্তঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচনা না জুরির বিবেচনা। তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় চূড়ান্ত হইবে।

জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা কাটন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য করণার্থে তাহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

৩০০ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এই ২।—

(ক) বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন এবং জজ সাহেবের আদেশমত তাহাদের সেই তাঁহানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত

কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(খ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও অভিলিখিত অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইন অনুযায়ি কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে, কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এমত একতর স্থলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিচার হয়। বধ ও অপরাধঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাবদৃষ্টে আমাকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাব দৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষ জ্ঞানিতে হইবে এই সকল কথা ব্যক্ত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলে কি না হইলেও সেই আদেশ পানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না। কোন কথা যুক্তিমত কৌশলক্রমে কিম্বা উপযুক্ত মতক্রমে করা দিয়াছে কি না।

এই ২ প্রশ্ন জুরির বিবেচ্য।

৩০১ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরর ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবে না।

৩০২ ধারা। জুরী মীমাংসা বিবেচনা করি সপর তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ ব্যক্তির সেই মীমাংসা আদালতে জানাইবেন।

মীমাংসা জানাইবার কথা।

৩০৩ ধারা। জুরির ঐকবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরো বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনার উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও, তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

জুরির ঐকবাক্য না হইলে তাহার কথা।

৩০৪ ধারা। আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেই অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন। ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে২ প্রশ্ন করা আবশ্যক জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেই২ প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা।

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতেপারিবার কথা।

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

সেই২ প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৩০৫ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরী ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে।

মীমাংসা সংশোধনের কথা।

৩০৬ ধারা। হাই কোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে, জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

হাই কোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না তাঁহার ইহা মধ্যেধর্ম্মতে জানিলে, কিন্তু ছয় জন একবাক্য হইলে তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

অন্যথাপে জুরিকে বিদায় দিবার কথা।

তাহাদের ছয় জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে জজ সাহেব যত কাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

৩০৭ ধারা। সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা আর শাস্ত্রজ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

সেশন আদালতে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৮ ধারা। তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত জজ সাহেবের মতের যদি এত অনৈক্য হয় যে ন্যায়বিচারের পক্ষে তিনি হাই কোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া, ও জুরিদের মীমাংসা নির্দ্দোষ নির্ণয়ের হইলে, তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

জুরির মীমাংসাসহিত জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তন্মধ্যে কোনটীর সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধকরিবেন না কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইবার অনুমতি করিতে পারিবেন।

হাই কোর্ট আপীল হইলে যে সকল ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন কিন্তু যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া তৎসম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাহা লইয়া জুরি যদ্রূপে পারিতেন তদ্রূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দোষ নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ঘ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনঃ বিচার হইবার কথা।

৩০৯ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থূল বিশেষ জামিনজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনঃ বিচার হওয়া উচিত নয় জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে।

ঙ।—আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

আসেসরদের মত দিবার কথা।

৩১০ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পর ও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তদ্দ্বারা পর আদালত প্রত্যেক জন আসেসরকে বচনক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন।

নিষ্পত্তির কথা।

কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

চ।—হাই কোর্টের জুররদের কর্দ্দের ও উক্ত কোর্টে জুরিদিগকে ডাকিবার বিধি।

জুরির বহীর কথা।

৩১১ ধারা। এই আইন যে বৎসরে প্রচলিত করা যায় সেই বৎসরের জুরির বহীতে নানা ব্যক্তিদের নামের যে কর্দ্দ থাকে তাহা এই অধ্যায় মতে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ঠিক কর্দ্দ বলিয়া জ্ঞান হইবে। ও সেই বহীতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে তাহাদিগকে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও যে বৎসরের নিমিত্ত ঐ কর্দ্দ প্রস্তুত করা যায় সেই বৎসরে তাঁহারা এই অধ্যায়মতে কেবল বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির নামের কর্দ্দে এককালে দুই শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

বিশেষ জুরির নাম থাকার কথা।

বিশেষ জুরির নামের কর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে, তাঁহারা বিশেষ জুরিভিন্ন অন্য জুরির কর্ম্ম করিতে পাইবেন না। কিন্তু ঐ বিশেষ জুরির কর্দ্দে তাঁহাদের নাম যত দিন লেখা থাকে তাঁহাদের পক্ষে কেবল তত দিন সেই অনুগ্রহ বর্ত্তিবে।

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের কর্দ্দের কথা।

৩১৩ ধারা। হাই কোর্ট সময়ে২ যে২ বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন প্রতিবৎসর আপ্রিল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেই২ বিধিমতে,

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের কর্দ্দ ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদেরও নামের কর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন।

শেষোক্ত কর্দ্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ করিয়া নাম লিখিবেন।

পূর্ব্ব কোন বৎসরে বিশেষ জুরির নামের কর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

কলিকাতার হাই কোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব এবং অন্য কোন হাই কোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগি কোন কার্য্যকারককে জুরির কর্ম্ম করণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

যে কর্ম্মকার কর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাঁহার স্ববিবেচনা মতে কর্ম্ম করিবার কথা।

ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন পূর্ব্বোক্ত বিধি মানিয়া স্বীয় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ কর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই পুনরালোচনাও নাই

প্রাথমিক কর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

৩১৪ ধারা। যে কর্ম্মকারক সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের কর্দ্দ প্রস্তুত করেন, তিনি সেই কর্দ্দের পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা প্রস্তুত করিবার পর আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করিবেন

সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত কর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, যে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

উক্ত কর্দ্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

৩১৫ ধারা। উক্ত সংশোধিত কর্ম্মে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাহাদের মধ্যে হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন সাতাইশ জনকে, ও যাঁহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চৌত্রিশ জনকে সমন করা যাইবে।

জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা।

কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর, যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

অতিরিক্ত সমনের কথা।

যে২ ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেলে, সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন তাঁহাদের মধ্যহইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।

৩১৬ ধারা। কোন হাই কোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগরভিন্ন কোন স্থানে অধিবেশন হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর, যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবল মানিয়া সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল সেই প্রকারে স্বীয় জুরির ফর্দ হইতে যত জন জুরের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

দৈনিক জুরির কথা।

৩১৭ ধারা। উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি বলিয়া যত জনকে সমন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত হাই কোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্য ঐ২ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন তথাহইতে দশ মাইলের মধ্যবাসি প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সমন প্রাপ্ত ও সমন অপ্রাপ্ত কএক জন কর্ম্মচারিকে সমন করাইবেন।

সমন প্রাপ্ত ও সমন অপ্রাপ্ত যত জন কর্ম্মচারিকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারির সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকাতে, কিম্বা সৈন্যসংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্ম হইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সমন করা যাইবে না।

জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৩১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিতে সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যত দিন না দেন তত দিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

এক।—সেশন আদালতে জুরর ও আসেসরদের নাম নির্ণয় করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

৩১৯ ধারা। কোন জিলায় পঞ্চাশ্লিখিত ব্যক্তিরা একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন, ঐ জিলায় যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ,

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মকারক সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।

(খ) জজেরা।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশ্যনর ও কালেক্টর সাহেবেরা।

(ঘ) কষ্টম ডিপার্টমেন্টে মাসুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।

(চ) যাহারা আপনং ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

(ছ) সৈন্যসম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্যথে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্য রূপে চিকিৎসাকর্ম্ম করেন তাঁহারা।

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঞ) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যে সকল ব্যক্তিকে জুরির কার্য্যে অব্যাহতি দেন তাঁহারা এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেন তাঁহারা।

জুরর ও আসেসরদের নাম নির্ণয়ের কথা।

৩২১ ধারা। জুরর বা আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ অন্য যে কার্য্যকারককে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৯ ধারার (খ) অবধি জ পর্য্যন্ত প্রকরণ ক্রমে যাঁহাদের বিরুদ্ধে সফলরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত সেশন

জন কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মকারক বর্ণানুক্রমে তাঁহাদের আমের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন তাহাও লেখা যাইবে।

নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।

৩২২ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে, ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তিরা যেং নগরে কি গ্রামের নিকটে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহার আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা।

৩২৪ ধারা। সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন ও তৎসংশোধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধান মতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন।

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের ও সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুরের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ সংশোধিত পত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে, পরে নির্ঘণ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

বৎসর ২ ঐ পত্র সংশোধনের কথা।

৩২৫ ধারা। তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতিবৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে।

তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্ঘণ্টের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে।

জুরর ও আসেসর কি পক্ষে আদালতের সমন করিবার কথা।

৩২৬ ধারা। সেশন আদালতের অধিবেশন কালে জুরিদ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে যে মোকদ্দমার বিচার হইবে সেই বিচার কালে ঐ আদালত যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ছানকল্পে তিন দিন থাকিতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন। ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না।

ঐ সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র লিখিত যে ব্যক্তিরা অব্যবহিত পূর্ব্বের ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে। কোন্ ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা যুক্তবার আদালতে গুলিবাঁট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে যে আজ্ঞাপত্র দেওয়া যায়, তন্মধ্যে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে।

অন্য জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের এককালীন অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারের উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্লেশ সম্ভাবনা কিম্বা অন্য কোন কারণে আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময়ভিন্ন অন্য সময়ে জুরর কি আসেসর দিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সমনের পাঠের ও তাহা জারী করিবার কথা।

৩২৮ ধারা। জুররকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে। ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কার্য্যকারককে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩২৯ ধারা। জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারক হন সেই ব্যক্তির জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে যে দফতরখানার কর্ম্ম করেন সেই দফতরখানার প্রধান কর্ম্মকারকের উক্তিমতে ইহা দৃষ্ট হইলে আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

আদালতের জুরের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩০ ধারা। উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশন কালে জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

৩৩ ধারা। সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে তাঁহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন আদালত সেই অধিবেশন তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাহাদের নাম নির্ঘণ্টের কথা।

৩২৭ ধারামতে প্রস্তুত জুরর দল ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায়, তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে।

৩৩২ ধারা। কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসরস্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে যদি সে কোন কারণ না থাকে তিনি ঐ সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হন কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি অ সাল ব্রু অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান, কিম্বা বিচার কার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তরনিরূপণ হয় সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত না হন তবে সেশন আদালত তাঁহাকে ন্যূনাধিক একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন তাঁহার বিবেচনা স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অধিকার যে কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড টাকা আদায় হইতে না পারিলে ঐ জুররের কি আসেসরের পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত কয়েদী জেলখানায় কারাবদ্ধ করা হইতে পারিবে ইহা মধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলে মুক্ত করা যাইবে।

ঈ।—হাই কোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই কোর্টে বিচার কার্য্য চলন কালে অ্যাডবোকেট জেনেরল সাহেব মহাশয় আসামীর পূর্ব্ব কোন সমন বিহিত কোন করিলে শ্রীঘ্র সত্বীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎ ক্রম আমি এই মোকদ্দমা চলাইব না তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগ ক্রমে আর কার্য্য চলিবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু তাহার তদ্রূপ মুক্ত করণ নির্দ্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

অ্যাডবোকেট জেনেরল অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেব সময়ের ফের দিন, ও সুবিধামতে যত কাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করুন সেই দিনে ও তত কালান্তরে ফৌজদারী মোকদ্দমা আসামী বিচার করিবার জন্যে ঐ কোর্টের অধিবেশন হইবে।

অধিবেশন সময়ের কথা।

৩৩৫ ধারা। হাই কোর্ট এইক্ষণে যে স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন সেই স্থানে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের প্রতি কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য স্থানে হাই কোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে অধিবেশন করিবে।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।

কিন্তু সময়ের কোর্ট উইলিয়মের হাই কোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমতি লইয়া ও অন্য স্থানের হাই কোর্ট অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যে স্থান নিরূপণ করেন, সেই স্থানে কার্য্য দর্শন করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল বিচার করণার্থ হাই কোর্টের যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করিবার জন্যে অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।

চীফ জষ্টিস সাহেব যে কার্য্যকারকের প্রতি আদেশ করেন তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে তাহা স্বাক্ষরিত গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগকে ২১৭ ধারামতে হাই কোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে সেই ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোন জিলায় কিম্বা সহরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে হাই কোর্ট বিচার কার্য্য সম্পন্ন করাইলে ঐ কোর্ট আসামীর বিপক্ষে অধিবেশনের স্থানে তাহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

৩৩৭ ধারা। অপরাধ ঘটিয়া মোকদ্দমা হইলে অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয় সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধে অন্য যত জন লিপ্ত থাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে জবানবন্দী করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

ক্ষমার প্রস্তাব করিবার কথা।

কোন ব্যক্তি এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষির ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা লইলে আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না। ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও পারিবেন না।

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।

৩৮ ধারা। তদ্রূপ কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয় যে আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচারকালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদানাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটকে বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৩৯ ধারা। ৩৭ কিম্বা ৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর, কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমতার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ি কার্য্য যদি না করে তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

এইধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষ প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।

৪০ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তদ্বিষয়ের কথা।

৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন। ও হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে হইলে তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাই কোর্টে পাঠান যাইবে। হাই কোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

৪২ ধারা। তদন্ত লওনের কার্য্যচলনের কোন সময়ে আদালত সময়ের অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না। কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত ও জুরি থাকিলে জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে তাহা কেবল উক্ত তদন্ত ও বিচার কার্য্যে লাগে, ঐ উত্তর হইতে সে জন যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচার কার্য্যেও তাহার সপক্ষে কি বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যসম্বন্ধে রাখিবার বা জানাইবার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা

হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা

৪৪ ধারা। কোন সাক্ষীর অনুপস্থানাদি প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিযুক্ত অন্য কারণে কোন তদন্তের কি বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে আদালত হেতুলিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়ের যেমন উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে সেই কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিয়া যত কাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন তত কালের নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চদশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালত এই ধারামতে আজ্ঞা করিলে উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে, ও আধিপত্যকারী বিচারপতি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরো প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হয়।

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।

অপরাধ সম্বন্ধে রক্ষা করিবার কথা।

৪৫ ধারা। নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে লিখিত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কএক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে এই টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রক্ষা করিতে পারিবেন।

অপরাধ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের যে ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রক্ষা করিতে পারিবেন।
পীড়াজন্মান	৩২৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৮	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি।
কোন ব্যক্তিকে অন্যায় মতে অবরোধ বা বদ্ধ করণ	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা বদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করণ	৩৫১, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধ যুক্ত বল প্রকাশ করা যায় সেই ব্যক্তি।
বেআইনমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায় সেই ব্যক্তি।
কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হইলে অপরাধ করণ।	৪২৭ ৪২৯	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি লোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধক্রমে বে অনধিকার প্রবেশ করণ	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ	৪৪৮	
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তি ভঙ্গ করণ	৪৯০, ৪৯১, ৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে সেই ব্যক্তি।
পরস্ত্রী গমন	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী।
অপরাধ ভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া কি হরণ করা কি আটক করিয়া রাখা।	৪৯৮	
অপবাদ করণ	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করণ।	৫০১	
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমন মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু আনিয়া বিক্রয় করণ	৫০২	
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করণ	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায় সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান।	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪ ৩৩৫ ও ৪১৭ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান ও বঞ্চনা করণ অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি পাইলে যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি কিম্বা স্থল বিশেষে যাহাকে বঞ্চনা করা যায় সেই ব্যক্তি তাহার রক্ষা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রক্ষা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের সংঘটনকরণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেইস্থলে) উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ ঐরূপ রক্ষাযোগ্য হইবে।

কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা স্বত্বে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালক বা অজ্ঞ বা উন্মাদগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রক্ষা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে কোন অপরাধের রক্ষা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে।

এই ধারায় যে কোন অপরাধের উল্লেখ নাই তাহার রক্ষা হইতে পারিবে না।

৩৭৬ ধারা। রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোন জিলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্তের কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদ্বারা তাঁহার বোধহয় যে উক্ত জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের ঐ মোকদ্দমার বিচার করা কি তদ্বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা জিলার বা জয়েন্ট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

মোকদ্দমা রক্ষাপন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

৩৭৭ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচার কালে নিষ্পত্তি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার করা উচিত তাঁহার এমত জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে তিনি আর সকল কার্য্য রহিত করিবেন এবং তাহার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে প্রতিবাদিকে সমর্পণ করিবেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণের উচিত তদন্ত বা বিচার কার্য্য আ কুরই বা সেশন জিষ্টিস এবং জ্ঞান করিলে তাঁহার বর্ত্তিবার কথা।

ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৭৮ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

৩৭৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২ অধ্যায় কি ৪ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড দণ্ডনীয় সেই অপরাধের অভিযোগ মাজিষ্ট্রেট তাহা করিবার অধিকারী জ্ঞান করিলে সামান্যত তাহাকে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে, হাই কোর্টে সমর্পণ করা যায়। কিম্বা কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা গেলে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

পাঁচ মুদ্রা ও ইংরাজি আইন অনুসারে সমাধেয় ব্যবহারের রূপ যে সময় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।

৩৭৯ ধারা। বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার সমাপনান্তে আসামী ব্যক্তি অপরাধী কিন্তু আইনে যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড করা উচিত এমত হইলে তিনি সেই মত লিখিয়া রাখিতে পারিবেন ও দণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

মাজিষ্ট্রেট উচিতমতে বর্ত্তিবার আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা করিবার তাহার কথা।

ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপর্ণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষ্য সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আরও সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমায় আইন অনুসারে যদ্রূপ দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

৩৮০ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কোন তদন্ত কি বিচার কার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিপত্য রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিপত্য ক্রমে কর্ম্ম করিলে শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন পূর্ব্বপদধারির কিম্বা অংশত আপন পূর্ব্বপদধারির ও অংশত আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন অথবা সাক্ষিদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচারকার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার কথা।

কিন্তু দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলে সাক্ষিদিগকে বা কোন সাক্ষিকে পুনর্ব্বার সমন করাইয়া তাহাদের কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে তাহার দাবী করিতে পারিবেন।

কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন মাত্র তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে হাই কোর্টের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ মত হইলে উক্ত কোর্ট কিম্বা তাঁহার মাজিষ্ট্রেট বিনা আপীলে অপরাধ নির্ণয় করণসূচক সেই নিষ্পত্তি লম্বাবা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৮১ ধারা। কোন ব্যক্তি অভিযোগহেতুক ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া কৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং প্রমাণক্রমে সে কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং অভিযোগমতে ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

অপরাধিরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুকদ্দমার বিচারালয় জ্ঞান হইবে। তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে বসিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

অধ্যায় মুকদ্দমার বিচারের কথা।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে ১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা।

৩৫৪ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের কৃত কি সম্মুখস্থ সরাসরি মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচার কার্য্য নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষিদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

এক স্থলে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৫৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমার সামান্যতঃ সমন বাহির হইয়া থাকে এবং ২৬১ ধারার (খ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত প্রকরণের লিখিত অপরাধের মোকদ্দমার প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমার একং জন সাক্ষির পরীক্ষা লওন কার্য্য যখন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন অপরাধির বিচারকালে লেখার কথা।

মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণ তাহা লিখিতে পারিবেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন। পরে মুকদ্দমার আদালতে আপনার কথনমতে অন্যদ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মক লিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

এক স্থলের অন্য সকল মোকদ্দমায় লেখার কথা।

৩৫৬ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্য্যে ও ৮ অধ্যায়মত সমনের তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাবধানে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেবের ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে না পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমার প্রত্যেক জন সাক্ষির সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

মাজিষ্ট্রেটের কি জজের দ্বারা সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫৭ ধারা। কোন জিলার কি জিলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৩ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার অপারকত্বের কারণ লিখিয়া মুকদ্দমার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তদ্বিষয়ের কথা।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষির সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৮ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের লেখার কথা।

৩৫৯ ধারা। ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সামান্য প্রশ্নোত্তর ভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে।

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন্স সাহেব আপন বিবেচনা মতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

৩৬০ ধারা। ৩৫৬ ধারামতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে।

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সাক্ষির নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন লিখিবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে আবার যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় কহিলাম কিম্বা অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারি এমত ভাষায় আমার নিকটে ব্যক্ত করা যায় সাক্ষী এমত আদেশ করিতে পারিবে।

৩৬১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিস্থল উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুক্তকারী আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার কর্ত্তাকারের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষাভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেল ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

রীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেল আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

৩৬২ ধারা। যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সাক্ষির সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন কিম্বা মুক্তকারী আদালতে অপর কর্ম্মচারীর লেখা যা লইবেন তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সংক্ষেপের বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৮ ধারার মত একই কালে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদয় এই ধারার কার্য্য পক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৬৩ ধারা। যে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাক্ষির আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।

৩৬৪ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দদ্বারা সংস্থাপিত হাই কোর্টভিন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যে প্রশ্ন হয় ও সে যে উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে আদালতের ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে ও সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে কিম্বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

সে যাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে সমুদয় কথা সেই রূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এবং লিখিত কথায় তৎ সমুদয়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে এমত এই সর্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিতেই হইবে। যা জজ্ট্রেট কি সেশন জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের শামিল করা যাইবে। যা মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

২৪৩ ২৪৪ বা ৬৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

৩৬৫ ধারা। কোর্টে সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য যে রূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত প্রত্যেক হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চিফ কোর্ট বিহিত বোধ করিলে সময়ে ২ ইহার সাধারণ বিধি করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে, ঐ কোর্টের অধীনস্থ সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

হাই কোর্ট সাক্ষ্য যে রূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে তাহার কথা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তিবিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৬ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতে প্রত্যক্ষ বিচারের নিষ্পত্তি মুক্তকণ্ঠে আদালতে অগৌণে কিম্বা উভয় পক্ষকে কি তাহাদের উকীল-দিগকে উপযুক্ত নোটিস দিয়া পশ্চাৎ কোন সময়ে প্রকাশ করা যাইবে, এবং নিষ্পত্তি প্রদান শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে তাহার উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে। কিন্তু বিচার কালে তাহাকে উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া গিয়া থাকিলে এবং কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহার উকীলের সম্মুখে নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৭ ধারা। এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন, ও

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

যে বিষয় কি যেং বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তিপত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তকণ্ঠে আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার অন্তর্গত কিম্বা এই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া ঐ আইনের ৭২ ধারামতে উক্ত এক কিম্বা অন্য সাজা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন।

যদি নির্দ্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পত্রে ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তির হেতু লিখিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপস্থাপিত বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৩৬৮ ধারা। কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৩৬৯ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার বিধানমতে না লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে সে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন তাঁহার দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্বিবেচনা হইতে পারিবে না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।

৩৭০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন,

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।
(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।
(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম।
(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।
(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।
(চ) প্রতিবাদির উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা।
(ছ) শেষ আজ্ঞা।
(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ।
(ঝ) ও মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারাদণ্ডের কিম্বা ২০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।

৩৭১ ধারা। সেই নিষ্পত্তি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহার প্রার্থনামতে নিষ্পত্তির প্রতিলিপি অথবা, সে ইচ্ছা করিলে সংশ্লিষ্ট তাহার নিজ ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ অগৌণে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ প্রতিলিপি বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার নকল সমূহের প্রতিলিপি অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাঁহাকে অগৌণে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।

সেশন জজ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পাইবে উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

নিষ্পত্তি অনুবাদ করিতে হইবার কথা।

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমাসংক্রান্ত কাগজপত্রের সঙ্গীতে দেওয়া যাইবে ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইয়া যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি থাকিলে তাহার প্রতিলিপি সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

সেশন আদালতের নিষ্পত্তিপত্রের প্রতিলিপি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবার কথা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দণ্ড করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজ পত্র হাই কোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাই কোর্ট দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

সেশন আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৫ ধারা। মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের আরো প্রমাণ লওয়া আবশ্যক জ্ঞান করিলে, তদ্রূপ প্রমাণ স্বয়ং গ্রহণ করিতে কিম্বা গ্রহণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

জরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাই কোর্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।

তদ্রূপ প্রমাণ হাই কোর্ট না লইলে তাহা লওয়ার ফল হাই কোর্টের সর্টিফিকেট দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক হাই কোর্ট

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা।

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ি অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন

(খ) অথবা অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(গ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয় কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে, ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্যেক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাই কোর্ট হয় তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

দণ্ড দৃঢ় হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমার শুনানী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মত সহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, এবং উক্ত জজ যজ্ঞ পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহা করিয়া আপন মত দিবেন এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই কোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাই কোর্টের দ্বারা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হওনার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে হাই কোর্ট কর্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা কর গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মকারক অধীনে ঐ হাই কোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপি সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

৩৮০ ধারা। আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কি ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত সেশন জজ—

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন কিম্বা নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন।

(ঘ) অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে, তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

সেশন আদালত একারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত প্রমাণ গ্রহণ কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না।

উক্ত প্রমাণ গ্রহণের যে ফল হয়, তাহার সর্টিফিকেট সেশন আদালতে পাঠাইতে হইবে।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

৩৮১ ধারা। সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্যে হাই কোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাই কোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞা ক্রমে কার্য্য করাইবার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তর-বত্তা বলিয়া জানা যায় তবে হাই কোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবে না এবং দণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্তরাপত্যার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তথায় সে আবদ্ধ না থাকিলে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত তৎক্ষণাৎ ওয়ারণ্ট দিয়া তাহাকে সেই জেলে পাঠাইবেন।

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যেক ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে।

সাধনার্থ ওয়ারণ্টের নিয়োজনার কথা।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্ট জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে।

ওয়ারণ্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮৬ ধারা। অপরাধির অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধির কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত বিবেচনাবাত অপরাধির অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারণ্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারণ্টের কথা।

৩৮৭ ধারা। যে আদালত ঐ ওয়ারণ্ট প্রচার করেন তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ি কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধির কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থানে যে জিলা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তি ও ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারণ্টে এই অনুমতি থাকিবে

ওয়ারণ্টের ফলের কথা।

৩৮৮ ধারা। অপরাধির প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও আদালত ৩৮৬ ধারা মতে পরওয়ানা বাহির করিলে, ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আসিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনামতে জামিন সাহেত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, ফৌজদারির দণ্ড বিধির আইনের ৬৪ ধারা মতে অপরাধিকে তৎক্ষণাৎ কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা না দিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে তাহা লিখিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আসিবার দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না।

পরওয়ানা ফিরিয়া আসিবার দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না।

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী অন্য ব্যক্তি ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন।

যে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন তাঁহার কথা।

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালতের স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সুধারি কার্য্য হইবে।

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা।

৩৯১ ধারা। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে উপরিস্থ আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে হইবে না কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাত দণ্ড হইবে কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণসূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে।

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে কশাঘাত করিবার সময়ের কথা।

জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দেবার আজ্ঞা না করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে।

৩৯২ ধারা। ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধবয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্দ্বারা যে রূপে ও শরীরের যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করুন তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘু বেত্রে প্রহার হইবে।

ঐ দণ্ড যে রূপে সাধন হইবে তাহার কথা।

৩৯৩ ধারা। যদি না গাছা কোড়া দ্বারা প্রহার করা যায় তবে বেত্র শত ঘার অধিক মারিতে হইবে না বেত্র দ্বারা করা গেলে ৩০ ঘার অধিক হইবে না।

আঘাতের ঊর্দ্ধসংখ্যার কথা।

ভাগাং করিয়া না মারিবার কথা।

কশাঘাত দণ্ড ভাগাং করিয়া সাধন করিতে হইবে না।

৩৯৪ ধারা। শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎ স্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ডসাধন হইবে, নতুবা নয়।

অপরাধির শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধির শরীর গতিক বিবেচনায় তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা সার্টিফিকেট করিলে কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট কি কার্য্যকারক উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একেবারে স্থগিত করা যাইবে।

স্থগিত হইবার কথা।

৩৯৫ ধারা। ৩৯৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার এক অংশ হইবার বাকী হইলে যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত যত কাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধিকে কারাগারে রাখিতে হইবে ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনা মতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার ছিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধে বর্ষীয়ান্ কশাঘাত ভিন্ন অপরাধির অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড অতিরিক্ত হইবে।

পূর্ব্ব ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা করা তাহার কথা।

৩৯৬ ধারা। পলাতক বন্দির প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্ব লঙ্ঘিত বিধি মত নিবারণে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞা মতে কার্য্য হইবে এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রমের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে।

পলাতক বন্দির উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।

পলাতক বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে, তাহার তদপেক্ষা কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

যে দণ্ডভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন না হইলে তাহার কারাদণ্ড কিম্বা স্থল বিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ হইলে পর, পলায়ন সময়ে তাহার যে পূর্ব্বে দণ্ড ভোগের যত কাল বাকী ছিল তাবত কাল পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে

ব্যাখ্যা।—এই ধারার তাৎপর্য্যে—

(ক) কারাদণ্ডের আজ্ঞা অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

৩৯৭ ধারা। কোনব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে, এমন সময়ে যদি তাহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপপরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলেই ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

এক অপরাধের দণ্ড ভোগী অপরাধের উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধে প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড আজ্ঞা হইলে সেই দণ্ডভোগ আরম্ভেই অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর ঐ অন্য দণ্ডের মিয়াদ আরম্ভ হইবে কোর্ট স্বীয় বিবেচনা মতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৯৮ ধারা। পূর্ব্বে কি পশ্চাৎকৃত অপরাধ নির্ণয় ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার কোন কথাদ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সংরক্ষণের কথা।

৩৯৯ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক ষোলবৎসরের ন্যূনবয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে তাহাকে অপরাধিদিগের কারাগারে বদ্ধ না করিয়া চরিত্র সংশোধনার্থ যে আলয়ে উপযুক্ত মত শাসন করিবার ও উপকার জনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই এমত যে সংশোধনালয় বালকদিগের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পালনাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধি বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হওনের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অপরাধি অপরাধিদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয় তাহারা তত্রত্য নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

৪০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কার্য্য কারক তাহা সাধন করিলেন তিনি তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারণ্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

৪০১ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে রাজ্ঞিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

রাজ্ঞিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মু-

যে অপরাধ নির্ণয় হয় কিম্বা যে আদালত কর্ত্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্ত্তৃপক্ষকে বিচারের যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হয় তাহার ও প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার উচিত্য বিষয়ক যে বৃত্তান্ত থাকে তাহার বিবরণ পত্র অবিলম্বে পাঠাইতে আদেশ করিবেন।

কোন ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা গেলে, সে যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন না করে তবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যদি সে মুক্ত থাকে কোন পোলীস কর্ম্মচারক তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইয়া যাইতে পারিবেন।

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপশ্চাদুল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড দণ্ডতুল্য পরিশ্রম কারাদণ্ড, সামান্য কারাদণ্ড।

ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় কি নির্দ্দোষ কি অপরাধবিষয়ক বিধি

যে ব্যক্তি একবার নির্দ্দোষী কি অপরাধী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনর্ব্বার বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির এক বার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কি সেই নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, তত কাল সেই অপরাধহেতুক কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার নামে সেই বৃত্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৮ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত এমত অন্য কোন অপরাধহেতুক তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে পর যদি সে বিচার কালে ২৩৬ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয় তবে যে সময়ে তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল কি তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সেই ফল না হইয়া থাকিলে কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে পরোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

কোন বৃত্তান্ত মূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি সেই বৃত্তান্ত সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন সঙ্গত ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ২৫৪ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, কিম্বা ২৭৪ ধারামতে অভিযোগ পত্রে কোন কথা লেখা গেলে তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি নির্দ্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার করিয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তদ্রূপ হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের মনিবের ঐ ধরিয়া চাকরস্বরূপ চুরিকরিবার কি কোন চুরি করিবার কি অপরাধের বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযুক্ত হইতে পারিবে না।

(খ) ডকৈতিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ বহু বার কিম্বা যে সময়ে বহু করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতার করিয়া ফল হত্যা হইয়া দুষ্ট হইলে তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণ পক্ষের অভিযোগ ও সেই অভিযোগ মতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর নীচা জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। ও যে ব্যক্তি নীচা পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল। অপরাধঘটিত নরহত্যা অভিযোগ আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) রামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণ বিষয়ে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধে বিচার হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া রামকে বহু করণাভিযোগে ও তার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক রামরাম্বের নীচা জন্মাইবার বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় বিচেনা। ও পরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ি যদি রামরাম ইচ্ছাপূর্ব্বক রামরামের গুরুতর নীচা জন্মাইবা নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ রামরামের বস্ত্র হইতে তরবারি চুরি করে ও পরে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইলে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৪) আসামী বলরাম ও চন্দ্র নিমার বু উপর হস্তাক্ষর করিয়াছে ব লয়া প্রথম শ্রেণীর ম জিষ্ট্রেট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। ও পরে সে বু ঝি ধরিয়া আসামীর ও বলরামের ও চন্দ্রের বিরুদ্ধে ক ইকী করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৪ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন বলে চলিত থাকে সেই আইনমতে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে, ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

জোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয় বাপের টাকা পাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ৯০ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যত যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতের আপীল করিতে পারিবেন।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।

৪০৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ৯ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৭ ধারা। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া বিচার কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিষ্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে কিম্বা পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে তাঁহার প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ রূপ যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ সংক্ষেপ থাকিলে ঐ রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাই কোর্টে হইবে কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

পরন্তু তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা।

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায়, তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশ্যনল কি জাইণ্ট সেশনজজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশ্যনল কি জাইণ্ট সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিম্বা দুশত টাকার অধিক অর্থদণ্ডে আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন২ স্থলে আপীল না হইবার কথা।

৪১২ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যেস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি না এই২ বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে নচেৎ আপীল নাই।

কতক মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবলমাত্র মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিকমূল্য দণ্ডের কি কেবল কশাঘাতদণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

ব্যাখ্যা।—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

৪১৪ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬১ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোন বঙ্গলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৫ ধারা। ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ২ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

৪১৫ ও ৪১৪ ধারার উপবিধির কথা।

ব্যাখ্যা।—অর্থদণ্ড না দেওয়াগেলে যে কয় দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে।

৪১৬ ধারা। ৩৩ আইনমতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪ ৩ ও ৪ ৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা রক্ষিত হইবার কথা।

৪১৭ ধারা। হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের আদিম কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় অভিযাজ্ঞার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাই কোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

নির্দ্দোষকরণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে বৃত্তান্তঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইয়া কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া অপরাধ নির্ণয় হইলে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

কোন বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলাণ্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন, এবং তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায়, যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকলও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামত উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

আপীলের দরখাস্তের কথা।

৪২০ ধারা। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে সে আপীলের দরখাস্ত, ও তাহার সহিত যে২ নকল দিতে হয় সেই২ নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন।

আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২১ ধারা। আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামত দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরিমতে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত না কোন আপীল ডিসমিস করা যাইবে না।

আপীল অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে আপীল অগ্রাহ্য করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল অগ্রাহ্য না করিলে আপীলাণ্টকে বা তাহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন ও ঐ কার্য্যকারকের প্রার্থনামতে তাহাকে আপীলের হেতুবাদের এক কেতা নকল দিবেন।

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

৪২৩ ধারামত আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

৪২৩ ধারা। ঐ মোকদ্দমা ঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর, ও আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, ও রাজকীয় অভিযোক্তা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কিম্বা

আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(ক) নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরো তদন্তের কিম্বা স্থল বিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচার কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন অথবা তাহাকে দোষী না ব্যক্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হইলে (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালত দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা বৃদ্ধি কি কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ বৃদ্ধি কি কম না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, ঐ আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন মাজিষ্ট্রেট ৩০ ধারামতে কার্য্য না করিলে যদি তাহার দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীল হয় আপীল আদালতের বিবেচনামতে আপেলাণ্ট যে অপরাধ করিয়াছে সেই অপরাধ হেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিতে পারেন ঐ আদালত তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

পরন্তু জজ সাহেবের উপদেশের দোষে জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে এরূপ বিবেচনা না করিলে উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা বা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা।

৪২৪ ধারা। আদৌ বিচারাধিপত্যবিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যেং বিধি আছে তাহা যত দূর হইতে পারে হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

আপীলক্রমে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা অধঃস্থ আদালতে বা জিলার মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করা যাইবার কথা।

৪২৫ ধারা। আপীল হওয়াতে হাই কোর্ট এই অধ্যায় মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় সেই নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল ঐ হাই কোর্ট সেই আদালতে সর্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ঐ নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐ সর্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

হাই কোর্ট সর্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট হাই কোর্টের নিষ্পত্তির অনুযায়ি আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে।

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

৪২৬ ধারা। যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে সেই আপীল যত দিন উপস্থিত থাকে আপীল আদালত তত দিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন ও আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে জামিন জামিন বা নিজ তহবীর নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

জামিনজামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা।

শেষে আপেলাণ্টের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে উক্ত প্রকারে যত দিন মুক্ত ছিল কারাদণ্ডের মিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

৪২৭ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন, কিম্বা তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অধিক অনুসন্ধান না হইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২৮ ধারা। এই অধ্যায়মত আপীল সংক্রান্ত কার্য্য করণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উক্ত সেশন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সর্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু তদ্রূপ প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

আপীল আদালতের জজদের মত জজের এক মত হয় কি তজ্জনের ভিন্ন মত হইলে কর্ত্তব্য প্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালত স্বরূপ অধিষ্ঠিত হন, তাঁহাদের মত জজের একমত হয় তদ্ভিন্ন মতের ভিন্ন মত হইলে ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপে পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৪৩০ ধারা। ৪১৬ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থলভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীল ক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মত অন্য আপীলে আপেলাণ্টের মৃত্যু হইলে আপীল একেবারে উঠিয়া যাইবে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা প্রশ্ন কালে আইন ঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন হাই কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন, কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে হাই কোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে

পারিবেন ও হাই কোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন কিম্বা তাহাকে ডাকা গেলে সে বিচার জানিবার জন্যে উপস্থিত হইবে এই নিয়মে জামিনামা লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।

সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে হইবে হাই কোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করণকালে যে হাই কোর্টে একাধিক জজ আছেন সেই হাই কোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, যদি তাঁহার বিচার কালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যদ্রূপ নির্ণয় হয় তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয় তবে সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাই কোর্টের দুই কি তদধিক অন্য জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা

উক্ত জজ সাহেব তদ্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্তে রাখিলে যে ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ হইল ঐ প্রশ্ননিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে, কিম্বা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার জামিন লওয়া যাইতে পারিবে

এবং হাই কোর্ট সেই মোকদ্দমা, কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাই কোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

অধস্তন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধস্তন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা লিখেন কি করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ি ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধস্তন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমতে চলিতেছে কি না, হাই কোর্ট কি কোন সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থান রক্ষার্থ মেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহা জানিবার জন্যে তাহা তলব করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে ঐরূপ কোন নির্ণয় দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনসিদ্ধ কি অনুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন তৎসহিত নথী জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

৪৪ ও ১৪৫ ধারামতে যে২ আজ্ঞা করা যায় তাহা এবং ১৭১ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ি আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

৪৩৬ ধারা। ২৩২ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য ও অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে নিয়ম ধরিয়া সেশন আদালতের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই নিয়ম ধরিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপস্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন না যাইবে উক্ত আদালতকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে।

পরন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব অধস্তন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৩৭ ধারা। ২০৪ ধারামতে কোন নালিশ ডিসমিস করা গেলে কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে ৪৩২ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই অনুসন্ধান লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন আদালত কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্য তদ্রূপ দেখিবার ফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্য আজ্ঞা করিবার অনু

রোধ থাকিলে ঐ দণ্ড স্থগিত কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে জামিন জামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৩৯ ধারা। হাই কোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজ পত্র আনাইলে কিম্বা আজ্ঞার জন্যে তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা ৩ নাম্বরে উল্লিখিত কথা অবগত হইলে ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮ ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে হাই কোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তদ্ব্যতীত যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যত জনের একমত ততজনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৪০ ধারা। হাই কোর্টের সংশোধনকরিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ কালে কোন পক্ষের লিখিত কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই কিন্তু হাই কোর্ট উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন। পরন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ যাহা বলিতে চাহেন তাহা জানাবার সুযোগ দেওয়া না গেলে তাহার বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

হাই কোর্টের সংশোধনকরিবার ক্ষমতার কথা।

৪৪১ ধারা। হাই কোর্ট ৪৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কোন অনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজ পত্র চাহিয়া পাঠাইলে মাজিষ্ট্রেট যে২ কারণে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি যে বৃত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন মোকদ্দমার কাগজ পত্রের সঙ্গে সেই২ কারণের ও ও বৃত্তান্তের বর্ণনা পত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাই কোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা স্থির কি অসিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে সেই২ হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যে২ কারণ জানান হাই কোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।

৪৪২ ধারা। এই অধ্যায় মতে হাই কোর্ট কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন করিলে ও হাই কোর্ট ১২৫ ধারার বিধানমতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত হইলে। হাই কোর্ট সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ হাই কোর্টের বিধিমতে তাহা সম্পন্ন করিবে।

হাই কোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালত বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

অষ্টম খণ্ড

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় দিগের বিরুদ্ধে যৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জজিন না হইলে, এবং যদি তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তাহার কথা।

৪৪৪ ধারা। অধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কোন সেশন আদালতে কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না এবং অধিপত্যকারী জজ আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কর্ম্ম অন্য সিভিল সর্ব্বেন্ট না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন তবে তিনি এ অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

সেশনজজের ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা হইবার কথা।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ তিনি যে সব কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে তিনি অন্য ব্যক্তিদের যজ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার কোন কথায় ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধ হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারা প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার উপর তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার উপর মাজিষ্ট্রেটেরা যে আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। ইউরোপীয় ব্রেটিষ প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের নালিশ হয় সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই ও সেই অপরাধ প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ বলে তাঁহার এমত বিবেচনা হইলে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাই কোর্টে সমর্পণ করিবেন।

যে স্থলে সেশন আদালতে ও হাই কোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণ দণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৪৭ ধারামতে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যায়, তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে, ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘু দণ্ড হইতে পারিলে, যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে ঐ হাই কোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাঁহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৯ ধারা। ৩১ ধারার প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত আইন অনুসারে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞাদ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না সমর্পণ করিবার পত্র ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদির ও সাক্ষিদের স্থানে হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার লিখিত পত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা। যে সেশন এলাকার মধ্যে সাধারণে ঐ অপরাধের বিচার হইতে পারে যদি সেই এলাকার সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তিনি ঐ এলাকা যে স্থানীয় সীমার অন্তর্গত তথাকার ফৌজদারী আপীল শুনিবার উচ্চতম আদালতের আজ্ঞার জন্য ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

সেশন জজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৫১ ধারা। হাই কোর্ট কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইলে প্রথম জুরির ডাক হইয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অথবা স্থল বিশেষে প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরি কি মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে জুরদের কি আসেসরদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় হইবে।

মিশ্র জুরি দ্বারা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের বিচার হইবার কথা।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে ও হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্তে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিস প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত সেই প্রণালীমতে চলিবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা ৪৫১ ধারামতে মিশ্র জুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসর দল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

৪৫৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহাহইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ উক্তির সত্যাসত্যানুসন্ধান করিবেন, এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় হয় প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা স্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরো তদন্ত করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ

অপরাধ সিদ্ধির উপর আপীল করিলে, আদালতের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় তিনি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন, সেই আদালতের এই নিষ্পত্তি হইলে বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে।

৪৫৪ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায় ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় তাঁহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে কিম্বা সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা স্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না।

উক্ত অবস্থায় দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বোধ না করিলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহে তাহাকে লইয়া এই অধ্যায় মতে ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলেও যদি সে আপত্তি না করে তবে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি স্থল বিশেষে সমর্পণ কি বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা না হইয়া এই অধ্যায় মতে বিচার হইলে তাহার কথা।

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে অন্য কোন ব্যক্তি অবৈধরূপে বদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাঁহার উপর যে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাই কোর্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট উক্ত হাই কোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্যে আমাকে সেই হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়।

ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকার কথা।

৪৫৭ ধারা। হাই কোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফ ডেবিটক্রমে কি প্রাকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের জন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৫৮ ধারা। যে২ দেশে হাই কোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার বিচারাধিপত্য থাকে সেই২ দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অন্য যে স্থানের অনুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাই কোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

হাই কোর্ট যে২ স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৫৯ ধারা। পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে যাহা করিবেন তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে তাহা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে তাহাতে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, খাটিবে।

যে২ আইনে মাজিষ্ট্রেট সেরেস্তা সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা খাটিবার কথা।

কোন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারিবেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে অথবা শাস্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি কিম্বা ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা নহেন রাজধানীর বহির্ভূত এমন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যে বিচারাধিপত্য প্রদত্ত হইতেছে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৬০ ধারা। জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক হয় তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় হন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকা দেশীয় লোক হইবেন।

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

৪৬১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় নহে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকা দেশীয় লোকের মধ্যে অপরাধের অভিযোগ হইলে ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক দিগকে লইয়া যে জুরির স্থানে কল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে ঐ রূপে তাহার বিচার হয় তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।

৪৬২ ধারা। সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫১ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরির দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এক জনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিস্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকা দেশীয় ছয় জনের প্রয়োজন হয় সেশন আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূন কল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্ব লিখিত বিধিমতে তাঁহাদিগকে সমন করাইবেন।

৪৬১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

ও সংশোধিত নির্দ্দেশপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা যে কে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্যহইতে তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন। কিন্তু যদি সেই সেশনে জুরিদ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে যেং ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি করিলে ২৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ত্রুটি হয় তাহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকা দেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীত করণ জারী চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় লোক একাবাস্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে, আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩৮০ ধারামতে মুক্ত বলিয়া জুরির কর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

৪৬৩ ধারা। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের ও ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকা দেশীয়দের বিরুদ্ধে যে কোন ফৌজদারী অনুষ্ঠানিক কার্য্য সেশন আদালতে ও হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

বিকৃতমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৬৪ ধারা। তদন্ত কি বিচারকারী কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে সেই ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তদ্ভিন্ন অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম ঐ মাজিষ্ট্রেটের এইরূপ বোধ হইলে তিনি ও ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জিলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং সাক্ষীস্বরূপ ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিগ্যাসা করিয়া তদ্ভিন্ন অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

৪৬৫ ধারা। কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাইকোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচারকালে আদালত তাহাকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় মীমাংসামতে জানিতে পারিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন। তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার স্থগিত হইবে।

সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি বিকৃতমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার বিচার যে বিচার করা যায় তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪৬৬ ধারা। কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধ হেতুক হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তরূপে ভার দান করা যাইবে ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পারিবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি আদালত এতৎপক্ষে যে ভার কারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এবং নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায় তবে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা নির্জ্জনে আটক করিয়া রাখিবার জন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা কলবতী করিবেন।

৪৬৭ ধারা। ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গৌণ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইবার কথা।

তদন্ত কি বিচারকার্য্যে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচার রহিত করিয়া পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৬৮ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে ও অন্যথার মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মকারক যদি সর্টিফিকেট দেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

৪৬৮ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি স্থলবিশেষে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিলে উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে ঐ ব্যক্তি ট্রেটের কিম্বা ঐ আদালতের এরূপ বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচার কার্য্য চলিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

তৎকালেও মাজিষ্ট্রেটও কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি স্থল বিশেষে, ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিন্তু দেখা গেলে যাহা করিবা তাহার কথা।

৪৬৬ ধারা। তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমনা দেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কি আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দ্বারা তাঁহার এমত জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও উক্ত অপরাধ কেবল সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে কি স্থল বিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু মত্তপ্রযুক্ত নিরাপরাধী নির্ণয়ের কথা।

৪৭০ ধারা। যে সময় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধস্বরূপ ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষমতে লিখিতে হইবে।

উক্ত প্রকারে ব্যক্তিকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নিরিখে আটক রাখিবার কথা।

৪৭১ ধারা। ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগ মত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয় সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেই রূপে ঐ ব্যক্তিকে নিরিখে কেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে কিন্তুব্যক্তিদের আশ্রমবাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তির সুরক্ষিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তুব্যক্তিকে ইন্‌স্পেক্টর জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল সাহেব কিম্বা কিন্তু ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয়বাটীর সম্পর্কেরা কিম্বা তাঁহাদের কোন দুই জন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। ও সেই ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সম্পর্ক হয়২ মাসান্তর স্বচক্ষে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

বদ্ধ কিন্তু ব্যক্তি আরোগ্যের দিকে সক্ষম রিপোর্ট হইলে তাহার কথা।

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধান মতে বদ্ধ হইলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা সম্পর্কেরা এই সর্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে ও সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির প্রতি ৪৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইন্‌স্পেক্টর জেনরলের কি সম্পর্কিদের পূর্ব্বোক্ত সর্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ কিন্তু ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

৪৭৪ ধারা। সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার (কি আমাদের) বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না উক্ত জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সম্পর্কিরা এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট দিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে কেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা পূর্ব্বে কিন্তু ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রমবাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং আজ্ঞা দিলে কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে ও দুই জন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশানস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ঐ কমিশান আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে কিন্তুকে অর্পণ করিবার কথা।

৪৭৫ ধারা। ৪৬১ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না ঐ গবর্ণমেণ্টের সন্তোষমতে ইহার প্রতিভূ দিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকটে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়েং ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পারিবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে ও এই ধারামতে দৃষ্টি করণার্থে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার সর্টিফিকেট লইয়া ৪৭৪ ধারামত সর্টিফিকেটের তুল্য গ্রাহ্য হইবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধীয় কোন২ অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৭৬ ধারা। ৯১ ধারার উল্লিখিত ও বিচার কার্য্যক্রমে তৎসম্মুখে সমর্পিত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথম শ্রেণীর অধ্যক্ষকে তদন্ত করিলে পর জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৯৬ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট আইন অনুসারে কার্য্য করিবেন ও তিনি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচার কার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

৪৭৭ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখে ৯৬ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আসা গেলে সেই আদালত ৪৫৪ ধারার বিধানের নিয়মানুসারে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতের সম্মুখে উক্তরূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

ঐ আদালত মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত বিচার কালে সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৭৮ ধারা। কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত তৎসম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আসা গেলে অপরাধের বিচার করি কেবল সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে হইতে পারে কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্যে মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন ও হাই কোর্টের কিম্বা স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে কৃতিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে তাহার তথায় উপস্থিত হইবার হাজিরজামিন লইতে পারিবেন।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা।

এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মানুসারে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতাযুক্ত কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের তাবৎ কার্য্য যতদূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্ত্তৃক অপরাধিকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে ঐ আদালত সমর্পণ করিবার কাজিয়ার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র শ্রেণিভেদ্য মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদির ও প্রতিবাদির সাক্ষিদিগকে হাজির হইবার কি স্থল বিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

উক্তরূপ স্থলে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৮০ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ কি ১৮৮ কি ১৭৯ কি ৮০ কি ২৭৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে অপরাধী ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে উঠিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধির দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার একমাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

কোন২ স্থলে অবজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৮১ ধারা। উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্যের অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও আদালতের যে নিয়ম ও মর্য্যাদা হয় আদালত এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

এইরূপ মোকদ্দমার সম্বন্ধীয় কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৮ ধারামতে অপরাধ হইলে ঐ রাজকীয় কার্য্যকারক নিচারঘটিত যে কার্য্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও কার্য্য কতদূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায় তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে।

৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয় আদালতের এমত বোধ হইলে কর্ত্তব্য প্রণালীর কথা।

৪৮২ ধারা। ৪৮০ ধারার উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া পর্য্যন্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে কিম্বা ৮ ধারা মতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আর অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে [illegible] দিবার ঐ অপরাধে হয় ও পুনঃ লিখিত [illegible] বিষয়ে অ

যুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় ইতিপূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪৮৯ ধারা। ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরী করণবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রার এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ঐ আইনমতে নিযুক্ত কোন সব রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুসারি দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ধারামত দেওয়ানী আদালতবলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রযুক্ত আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধির দণ্ড নিরূপণ করিলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের অনুরোধমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

অপরাধী আজ্ঞামতে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

৪৮৫ ধারা। আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষিকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ না জানাইলে ঐ আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে তত দিন আদালতের কোন কার্য্যকারকের হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ কি ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সনন্দ বলে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করণাপরাধে অপরাধী জ্ঞান করা যাইবে।

উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

৪৮৬ ধারা। কোন আদালত কর্ত্তৃক ৪৮০ কি ৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে ইতি পূর্ব্বপ্রকারান্তরের কথা থাকিলে সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

এই ধারামত আপীলের প্রতি ৪২০ ও ৪৩১ ও ৪৩৩ ও ৪২৬ ও ৪২৮ ধারা বর্ত্তিবে, ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেই নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অসাধ্য করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে, হাইকোর্টে আপীল হইতে পারিবে, এবং অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন আদালতের সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার বা সব রেজিষ্ট্রার স্বরূপ কোন কার্য্যকারক তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে উক্ত কার্য্যকারক যদি কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি ও হন তবে ঐ কার্য্যকারক উক্ত বিচারপতি স্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত সেই আদালতে আপীল হইবে, ও অন্যান্তরে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা রাজধানী নগরে হাইকোর্টে আপীল হইবে।

৪৮৭ ধারা। ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮১ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাই কোর্টের জজ ও বেঞ্চমেন্ট বিষার্ডর ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেট ১৯৬ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে কিম্বা তাঁহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ তাঁহার জ্ঞান গোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধহেতুক কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

১৯৬ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে তাঁহার সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

যে মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথাদ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারা। কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও সে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণ

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞার কথা।

পোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণ পোষণের নিমিত্তে মাসে২ সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ যেরূপ আদেশ করেন, তদনুসারে সেই টাকা ঐ ব্যক্তিকে দিতে হইবে।

ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে।

যদি সেই ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে উপেক্ষা করে, তবে যত বার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় তত বার ঐ মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা আদায় করিবার ও যে মাসে ঐ টাকা না দিয়া থাকে সেই মাসের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির এক মাসের অনধিক কাল কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণ পোষণ করিতে প্রস্তুত আছি, ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে, তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ আমায় ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন। ও সেই পুরুষ উপপত্নী রাখে কি আপন স্ত্রীর প্রতি নিয়ত নির্দ্দয়াচার করিয়াছে ইহা যদি ন্যায়াধীশকে জানিতে পান, তবে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপবিধি।

স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামির সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামির স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি ঐ ধারামতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়, ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ হইলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট স্বীয় আজ্ঞামত উক্ত বৃত্তি যত্রূপে পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন, কিন্তু মাসে মোটে পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

৪৯০ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত অভিভাবককে দিলা কীতে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে। ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেট উক্ত পক্ষের অসম্মতি বিষয়ে ও যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় সুবোধমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

রাজবন্দি বিষয়ক বিধি।

৪৯১ ধারা। পশ্চাল্লিখিত রাজ্য সংক্রান্ত সমুদয় কি কোন হেতুবশত, ভবিষ্যৎ বিচার কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি না রাখিয়া কোন ব্যক্তিকে আবদ্ধ রাখা উচিত পরে গবর্ণমেণ্ট ব সভা অভিহিত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের এই মত হইলে পরে রাজবন্দী বলিয়া অভিহিত উক্ত ব্যক্তিকে যে কার্য্যকারকের হেফাজতে রাখিতে হইবে সেই কার্য্যকারকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটরির স্বাক্ষরযুক্ত সমর্পণের ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে। উক্ত ব্যক্তি অতঃপর রাজবন্দী নামে অভিহিত হইবে।

রাজবন্দিরূপে কোন ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

উপরে যে হেতুর উল্লেখ হইল তাহা এই২

(ক) পররাষ্ট্রের সহিত ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের যে মিত্রতাবন্ধন আছে তাহার রক্ষণ,

(খ) ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার জন্য একদেশীয় যে রাজা ও রাজ্যাধিকারদের আছে, তাহাদের অধিকৃত স্থানে শান্তিরক্ষা

(গ) পররাষ্ট্রের শত্রুতা কি আভ্যন্তরিক উপদ্রব হইতে ব্রিটিষ রাজ্য নিরাপদে রাখা।

৪৯২ ধারা। উক্ত ওয়ারণ্টে অনুল্লিখিত রাজবন্দিকে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন দুর্গে কি জেলখানায় কি অন্য স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা থাকিবে।

ওয়ারণ্টের পাঠের ও কলের কথা।

৪৯৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে কি এই আইন দ্বারা বহিত করা কোন ব্যবস্থামতে কোন রাজবন্দিকে যে কার্য্যকারকের হেফাজতে রাখা যায়, যে গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে উক্ত বন্দিকে তদ্রূপে রাখা যায় সেই গবর্ণমেণ্টে তিনি সময়ে২ যে প্রত্যেক আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে চাহেন, সেই কার্য্যকারক আপনি যে মন্তব্য লেখা আবশ্যক বিবেচনা করেন তৎসহ সেই আবেদনপত্র উক্ত গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন।

রাজবন্দিকে আবদ্ধ রাখিবার আবেদন পাঠাইবার কথা।

৪৯৪ ধারা। যে কার্য্যকারকের হেফাজতে কোন রাজবন্দিকে রাখা যায়, উক্ত বন্দিকে স্বীয় হেফাজতে লইবার পর তিনি যত শীঘ্র পারেন ব পক্ষে যে প্রণালীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্ভাবনা কি না এবং তাহার ভরণপোষণ জন্য যে টাকা ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে পদমর্য্যাদানুসারে তাহার আপনার ও তৎসঙ্গে যে পরিবার থাকে তাহাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার যথোচিত সঙ্কুলান হইতেছে কি না এই বিষয়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন।

রাজবন্দিকে আবদ্ধ রাখিবার আবেদন তাহার স্বাস্থ্য ও বৃত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে বল পূর্ব্বক ভূমি ক্রোক করিবার কথা।

৪৯৫ ধারা। ৪৯১ ধারার লিখিত কোন হেতু বশতঃ গবর্ণমেণ্ট কোন বিচারসম্পর্কীয় আদালতের নিষ্পত্তি কি কোন বিচারকার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন ভূস্বামির রাজধানী নগরের বহির্ভূত ভূমি ক্রোক করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে, যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন স্থানে উক্ত ভূমি থাকে ঐ ভূমি ক্রোক করিতে সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশ করিবেন এবং তদনুসারে উক্ত ভূমি ক্রোক করা যাইবে।

ক্রোকৃত ভূমি কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে রাখা যাইবার কথা।

৪৯৬ ধারা। তদ্রূপ ক্রোকৃত ভূমি কালেক্টর সাহেবের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীনে থাকিবে ও গবর্ণমেণ্টের আদেশমতে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

ও ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রীত না হইবার কথা।

উক্ত ভূমি যতকাল যদ্রূপে ক্রোক করা থাকে, গবর্ণমেণ্টের ও ভূস্বামির সম্মতি বিনা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে কিম্বা অর্থদণ্ড আদায়ের নিমিত্ত কিম্বা অন্যরূপে ক্রোকা বিক্রীত হইতে পারিবে না।

ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থ গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত করিবার কথা।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, উক্ত ভূমির সমস্ত বার্ষিক লিট উপস্বত্ব কিম্বা তাহার কোন অংশ ঐ ভূস্বামির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা পরিশোধার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্ট ক্রোক হইতে ভূমি মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৯৭ ধারা। যে গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে উক্ত ভূমি ক্রোক করা যায়, সেই গবর্ণমেণ্টের যখন এরূপ মত হয় যে যে অবস্থায় উক্ত ভূমি ক্রোক করা আবশ্যক হইয়াছিল, সেই অবস্থা নাই ও সাধারণের শঙ্কা কি অসুবিধা না জন্মাইয়া ঐ ভূমির কার্য্যাধ্যক্ষতাভার উক্ত ভূস্বামিকে দেওয়া যাইতে পারে, তখন উক্ত গবর্ণমেণ্ট কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আদেশ দিবেন যে তিনি উক্ত ভূমি ক্রোকহইতে মুক্ত করেন ও তাহা যতকাল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল তন্মধ্যে যে টাকা আদায় হয় তাহার হিসাব নিকাশ করেন ও ক্রোক কালে ভূমির যে লিট উপস্বত্ব জমা আছে ঐ ভূস্বামিকে তাহা দেন।

যে কার্য্যকারকের প্রতি রাজবন্দিকে সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৪৯৮ ধারা। কোন রাজবন্দিকে সমর্পণ করিবার এই অধ্যায়মত ওয়ারণ্ট কোন রাজধানী নগরের জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি কিম্বা কোন দুর্গের অধ্যক্ষের প্রতি কিম্বা ব্রিটিশভারতবর্ষের কোন জেল কি অন্য যে স্থানে উক্ত রাজবন্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হয় সেই স্থানের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের প্রতি দেওয়া যাইবে এবং ঐ ওয়ারণ্টে তল্লিখিত জেলে কি দুর্গে কি অন্য স্থানে উক্ত রাজবন্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা থাকিবে।

রাজবন্দিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার কথা।

৪৯৯ ধারা। এই অধ্যায়মতে কি এই আইন দ্বারা বহিত করা কোন ওয়ারণ্টমতে আবদ্ধ করিয়া কোন রাজবন্দিকে যে জেলে কি দুর্গে কি স্থানে আবদ্ধ রাখা যায়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তাঁহাকে তথাহইতে ব্রিটিশভারতবর্ষের অন্য কোন জেলে কি দুর্গে কি স্থানে লইয়া যাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৫০০। ধারা এই অধ্যায়ের কোন কথা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তিবে না।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস তাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার তাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার ক্ষমতার কথা।

৫০১ ধারা। কোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাই কোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এই২ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে তাহাকে লঙ্ঘন আইনমতে আবদ্ধ হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কি সামান্য কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে ব্যক্তি বদ্ধ থাকে উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে সাক্ষীস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঘ) কোর্ট মার্শালের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কোন কমিশনের বলে কর্ম্মকারী কোন কমিশনরের সম্মুখে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শালের কি কমিশনরের সম্মুখে উপস্থিত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য দিবার জন্যে পূর্ব্বোক্তমত বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা।

(চ) মুক্ত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিফ সাহেব লীপাই কর্পস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাইয়াছি) বলিয়া যে রিটর্ণ দেন তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

এই কারণেতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা যাইবে উক্ত প্রত্যেক হাই কোর্ট সময়ে২ সেই প্রণালী বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৫৭ অধ্যায়েতে কি এতদ্দ্বারা রহিত করা কোন ব্যবস্থাতে যে রাজপ্রতিনিধিকে আটক করিয়া রাখা যায় তাহাদের প্রতি এই কারার কোন কথা খাটে না।

সপ্তম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৫০২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত নিযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণরকে কোন স্থানে কোন মোকদ্দমার বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

দেশস্থ আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে মফস্বলের মাজিষ্ট্রেট, রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৫০৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার জন্য লওয়া যায় কি বিচারে কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন। ও তাঁহার প্রতি সমর্পিত কোন মোকদ্দমায় যদি সাধারণ কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন, তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশ প্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন।

যে২ মোকদ্দমা চালাইবার ভার তাহাপ্রাপ্ত হন সেই২ মোকদ্দমার সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।

সাধারণ কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

৫০৪ ধারা। রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি যে মোকদ্দমা চালাইবার ভার থাকে সেই মোকদ্দমার কোন ব্যক্তির নামে যে অভিযোগ হয় তিনি ছুটির দ্বারা নিলর হইলে, তাঁহাদের জবাবদেহি দিবার পূর্ব্বে, ও অন্য স্থলে, নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি লইয়া সেই অভিযোগ উঠা রা লিতে পারিবেন। ঐ রূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে।

অভিযোগ উঠাইয়া লিলে তাহার ফলের কথা।

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগপত্রের প্রয়োজন নাই, সেই স্থলে, ঐ রূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যাইবে।

৫০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার জন্য লইলে কি বিচার করিলে আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীস কর্ম্মকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অভিযোক্তাস্বরূপ মোকদ্দমা চালাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি না পাইলে আডবোকেট জেনরল কি ষ্টাণ্ডিং কৌন্সেল কি গবর্ণরের লিগেল রিমেম্ব্রেন্সর কি রাজকীয় অভিযোক্তা কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে সাধারণ বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক ভিন্ন কোন ব্যক্তির সেই কার্য্য করিবার অধিকার নাই

অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা।

কোন ব্যক্তি অভিযোগ কার্য্য চালাইলে আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিবেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজির জামিন বিষয়ক বিধি।

৫০৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে, কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, ও সেইরূপ পোলীসের কর্ম্মকারকের হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতের আনুকূলিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজিরজামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। পরন্তু পঞ্চাত্রিংশিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা লিখিত পত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম্মকারক কি আদালত উচিত বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

যেস্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহার সকল হইবার কথা।

৫০৭ ধারা। যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজির জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সেই অপরাধের অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ ঘটে হইলে তাহাকে ঐ রূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

হাজিরজামিন হইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরো তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু আছে, অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মকারকের কি আদালতের এই রূপ বিবেচনা হইলে ঐ তদন্ত না লওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের বা আদালতের বিবেচনামতে পাঞ্চাল্লিখিত হিসাব অনুসারে জামিন দিয়া উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

যে স্থলে লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

পশ্চাৎ এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৫০৮ ধারা। এই ধারামতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক হইবে না, এবং কোন ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায়, কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারক কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাই কোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

হাজিরজামিন লইবার কি কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০৯ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পোলীসের কর্ম্মকারক কি স্থল বিশেষে আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহাকে হাজির জামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক জন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে। নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে, ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে, ও পোলীসের কর্ম্মকারকের কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধ পত্রের কথা।

যদি মোকদ্দমার প্রয়োজন হয় উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্যে আহূত হইলে হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

৫১০ ধারা। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কোন কারাগারে থাকে, তবে যে আদালত তাহার হাজির জামিন লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন। তাহা হইলে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে মুক্ত করিবেন।

হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।

৫১১ ধারা। ব্যক্তি কি প্রতিভূ কি পুরুষানুক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকার জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা হাজির জামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে, আদালত ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বাহির করিয়া হাজির জামিন ক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিবেন। উপযুক্ত হাজির জামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

প্রথমে যে হাজির জামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সম্বন্ধে কি কোন২ প্রতিভূ কোন সময়েই কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপন২ নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

অভিযুক্তের মুক্ত হইবার কথা।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারণ্ট দিবেন।

সেই ব্যক্তি ওয়ারণ্টক্রমে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

এক চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষিদের পরীক্ষার্থ কমিশান বিষয়ক বিধি।

৫১৩ ধারা। সদ্বিচারার্থে কোন সাক্ষির পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট না হইলে উক্ত সাক্ষিকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না তাহা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত যে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে তাঁহার নামে কমিশান লিখিয়া দিতে পারিবেন।

যে স্থলে সাক্ষির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

কমিশান দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ যে রাজার বা রাজ্যাধিকারের দেশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি কার্য্যকারক আছে, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশান ঐ কার্য্যকারকের নামে দেওয়া যাইবে।

যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কার্য্যকারককে কমিশান দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষিকে আপনার নিকট সমন করিবেন। এই আইনমতে এরারতের মোকদ্দমার বিচার কালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে২ ক্ষমতামতে কার্য্য হয় সেই মাজিষ্ট্রেট সেই প্রকারে ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫১৪ ধারা। সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে বা কিংবা যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশান লিখিয়া দেন সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশান দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমার সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করিয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষিকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

সাক্ষী রাজধানী মধ্যে থাকিলে কমিশানের কথা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৩৯ ও ৪০ বৎসরের ৪৬ অধ্যায়ের আইনের ৩ ধারামতে হাই কোর্টের যে কমিশান লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫১৫ ধারা। এই আইনমতে যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশান বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশানের আদেশ করেন সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কার্য্যকারকের নামে কমিশান দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্নের উপর উক্ত সাক্ষির পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষির পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।

যে মাজিষ্ট্রেটের বা কার্য্যকারকের নামে কমিশান লিখিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষেরা উকীলের দ্বারা কিম্বা স্বেচ্ছাক্রমে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং উক্ত সাক্ষিকে পরীক্ষা করিতে ও জেরা বিশেষে জুট পরীক্ষা কি পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবে।

৫১৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমতে কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সদ্বিচারার্থে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তাহার পরীক্ষা লইবার জন্যে কমিশান দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে, এবং ঐ সাক্ষিকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব যায় বা অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলেই, সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশান প্রার্থনা করিবেন ও সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশান দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশান দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫১৭ ধারা। ৫১৪ কি ৫১৬ ধারামতে কোন কমিশান দেওয়া গেলে তদনুসারে লিখিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশান বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশানমতে যে সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া গেল তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশান সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে। ও সেই কমিশান ও তাহার প্রত্যুত্তর ও ঐ সাক্ষির সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্ত্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কমিশান ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫১৮ ধারা। কোন স্থলে ৫১৪ কি ৫১৬ ধারামতে কমিশান দেওয়া গেলে, তদনুসারে কার্য্য হইয়া কমিশান যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

ষাটত্রিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

৫১৯ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিবিল চিকিৎসকের কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকরী অন্য সাক্ষির পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষিস্বরূপ ডাকা না গেলেও এই আইনমতে কোন তদন্ত কি বিচার কার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসক সাক্ষির সাক্ষ্যের কথা।

আদালত তদ্রূপ উচিত বোধ করিলে চিকিৎসক সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

চিকিৎসা কর্ম্মকারী সাক্ষিকে আদালতের সমন করিতে পারিবার কথা।

৫২০ ধারা। এই আইনমতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য ক্রমে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারি পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশে পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমতে তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

৫২১ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৪৯ ধারার দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি পঞ্চম কি ষষ্ঠ কি সপ্তম কি অষ্টম কি নবম কি দশম বর্জ্জিত কথামতে প্রতিবাদ করিতে গিয়া কোন অবস্থার সত্যে প্রমাণ কালে যাবৎ বিপরীত দৃষ্ট না হয় সরল মনের অনুমান করা যাইবে।

কোন স্থলে সরল মনের অনুমান হইবার কথা।

৫২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ এই আইনমতে তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে :—

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যে রূপে করা যাইবে তাহার কথা।

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায় সেই আদালতের যে কার্য্যকারকের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ দেওয়া যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারণ্টক্রমে দণ্ড ভোগ হয় সেই ওয়ারণ্ট উপস্থিত করণ দ্বারা।

৫২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ প্রমাণ হইলে, তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধহেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অনুপস্থানে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি ঐ সাক্ষিদিগকে উপস্থিত করা যাইতে না পারে তবে সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচার কালে তাহাদের ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থানে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৫২৪ ধারা। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন কর্ম্মকারক কিম্বা আদালত কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কর্ম্মকারক ঐ নিবন্ধ লিখিয়া দিবার পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেণ্টের প্রমিসারি নোট আদালতে করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

ন্যূনতার পরিবর্ত্তে টাকা দিবার কথা।

৫২৫ ধারা। এই আইনমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয় সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের হস্তাধীনস্থে।

নিবন্ধপত্রের টাকা দত্ত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের হস্তাধীনস্থে

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দত্ত হইয়াছে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্রদ্বারা বদ্ধ থাকেন তাহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ লিখেন।

ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারণ্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রভু হইতে পারিবেন।

যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারণ্টকে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, ও তথায় এই অনুমতি থাকিবে যে ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন, সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ রক্ষা করিয়া অংশ মাত্র আদায়করণ প্রবল করিতে পারিবেন।

৫২৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ৫২৫ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

৫২৫ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।

৫২৭ ধারা। হাই কোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কোন ২ নিবন্ধপত্রক্রমে আদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

দ্রব্য লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

৫২৮ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

কিম্বা প্রমাণস্বরূপ আনা গিয়াছে বুঝা যায় তাহা লইয়া কার্য্য করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ের আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

হাই কোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান তাহাকে স্বীয় কার্য্যসাধকদ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা কলবৎ করিবার আদেশ দিবেন।

যে মোকদ্দমার আপীল আছে, সেই মোকদ্দমার এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয়, অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল ডিসমিস না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞাদিতে কার্য্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারার "দ্রব্য" যে শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্ত্বাধীনে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য লইয়া অন্য যে দ্রব্য গড়ান যায় কিম্বা সেই দ্রব্য বদলাইয়া যে দ্রব্য করা যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং দ্রব্যান্তর কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিতভাবে কি প্রকারান্তরে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে।

৫২৯ ধারা। ৫২৮ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিতমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ সূচক আজ্ঞা হইবার কথা।

৫৩০ ধারা। যাহা চোরা বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে, এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার নিকট হইতে এই আইনমতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলে ও অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

ক্রেতার নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা।

৫৩১ ধারা। যে আদালতে আপীল কি দুষ্টীকরণ কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫২৮ বা ৫২৯ ধারামত কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত করিতে এবং সং শাসন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন।

৫২৮ বা ৫২৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

৫৩২ ধারা। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৮২ কি ২৮৩ কি ৫০২ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় ও তাহার মত খণ্ড অপরাধির অধিকারে কি অবস্থায় থাকে আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অপরাধ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৫৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির অপরাধঘটিত বলসহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ও সেই অপরাধঘটিত বলদ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকার চ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে ঐ ব্যক্তির পুনরায় অধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার আজ্ঞার কথা।

কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার অধিকার বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ অধিকারের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫৩৪ ধারা। যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া অভিযোগ কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে সেই দ্রব্য পোলীস কর্ম্মকারকদ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে তদ্বিষয়ে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে ও তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট যে রূপে উচিত বোধ করেন সেই রূপে ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পোলীস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যে রূপ (যদি কোন) নিয়মে উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে২ দ্রব্য আছে ঘোষণা পত্রে সেই২ দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাঁহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

দ্রব্যের স্বত্ববান ব্যক্তি জানা থাকিলে কর্ত্তব্য আদেশের কথা।

৫৩৫ ধারা। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে ও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাইবেন। ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মহকুমার

ছয় মাসের মধ্যে দাবি দাওয়া উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

ডিষ্ট্রিক্টের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্নমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের মতামতের উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইবার অনুমতি থাকিবে।

৫৩৯ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে হানির লাভ আছে মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিবেচনা করিলে মাজিষ্ট্রেট যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে যত দূর সম্ভব, ৫৩৪ ও ৫৩৫ ধারার বিধান খাটিবে।

আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৫৩৭ ধারা। যখন কোন হাই কোর্টকে দেখান যায় যে (ক) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতে ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারে না, না [খ] অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইনঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, বা

হাই কোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকটে অপরাধ করা যায় তদ্রূপ তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা কারণাক বা

[ঘ] এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের ও সাক্ষিদের সাধারণত সুবিধা হইবে

তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিত রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন

(১) যে আদালত ১৭৮ হইতে ১৮৫ পর্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম সেই আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয়, কিম্বা

(২) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণীর তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল, স্বীয় কর্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয় কিম্বা

(৩) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয়।

হাই কোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে, ২৬৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবেন।

এই ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থনা আডবোকেট জেনরল না হইলে অফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে হাই কোর্ট তাঁহার প্রতি এই বিষয়ে নিরূপণ লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে অপরাধ নির্দ্দোষ হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যে হেতুতে প্রার্থনা করা গেল সেই হেতুপত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

৫৩৮ ধারা। বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাই কোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টে অর্পণ করিলে কিম্বা এক হাই কোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষিদের সুবিধা জন্যে মাজিষ্ট্রেটাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে তিনি হরিষ গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার কথা।

যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায় সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেল ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপ কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

৫৩৯। জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইয়া বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া নিষিদ্ধ বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ পক্ষের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই অবস্থা প্রদান করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট বা কমিশনরকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

ষটচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

অনিয়মিতরূপে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বার্থ না হইবে তাহার কথা।

৫৪৬ ধারা। কোন ব্যক্তি ষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার অর্থাৎ—

(ক) ৯৯ ধারামতে তলাসী পরওয়ানা দিবার

(খ) ১৫৬ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার

(গ) ৭৭ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানে বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৭ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ৯২ ধারার (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার

(চ) ১৯৩ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার

(ছ) ৩০৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

(জ) ৪০৬ বা ৫৩৭ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার

(ঝ) ৫৩৯ ধারামতে যদি মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া ভ্রান্তিক্রমে সরলমনে ঐ কার্য্য করেন তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না।

অনিয়মিত যে কার্য্যদ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৪৭ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই কার্য্য করেন অর্থাৎ

(ক) অন্য মাজিষ্ট্রেটের লিখিত হুকুমানুসারে যদি ৪৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন

(খ) ৯২ ধারার (গ) প্রকরণমতে যদি অপরাধ গ্রাহ্য করেন

(গ) যদি ৮৯ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(ঘ) যদি সংসিরীমতে অপরাধীর বিচার করেন,

(ঙ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন,

(চ) ৪০৪ ধারা মতে যদি কাগজপত্র আনান

(ছ) যদি ডাকঘরে পত্রের বিষয় কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে ডাড়িতবার্ত্তার তলাসী পরওয়ানা দেন

(জ) যদি ৫২৫ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫২৬ ধারামতে সংশোধন করেন

(ঝ) যদি শাস্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করেন

(ঞ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা ক্ষমা করেন

(ট) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন

(ঠ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে সিদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন

(ড) স্থান বিশেষ বর অনিষ্ট কার্য্য সম্বন্ধে যদি ১৩৪ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(ঢ) যদি ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ণ) সাধারণের অনিষ্টকার্য্য পুনঃ না করণার্থে যদি ৩৪ ধারামতে অঙ্গিকারের আজ্ঞা করেন

(ত) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন, কিম্বা

(থ) যদি করণপোষণের আজ্ঞা করেন,

তবে তাঁহার অনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা।

৫৪৮ ধারা। তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত সেশন খণ্ড কি জিলার কি মহকুমার কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি সাজা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না কিন্তু সেই ভ্রম হেতুক সন্নিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা

৫৪৯ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিপত্য বিষয়ে আপত্তি না হইয়া থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় হইয়াছে উক্ত আদালতের বোধ এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণ কার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।*

১৬৫ বা ৩৬৪ ধারার বিধান না পালন করার কথা।

৫৫০ ধারা। ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি বা অন্য উক্তি যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণযুক্ত উপস্থিত করা হয় সেই আদালত যদি দেখেন যে ঐ উক্তি লিপি হুকুমী মাজিষ্ট্রেট ঐ ধারার বিধান সম্পূর্ণরূপ পালন করেন না তবে

প্রতিবাদী নিয়মিতরূপে ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে কহিয়াছিল ইহার প্রমাণ লইবেন, কিন্তু যদি সেই অবস্থায় মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির না হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য করিবার বাধা হইবে না।

৪৪৫। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বর্ত্তে সেই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিকে, "তুমি ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজা কি না" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটি হইলে যদিও ইহা দৃষ্ট হয় যে ঐ ব্যক্তি এই আইনমতে উক্ত প্রজাস্বরূপ যে ২ অপরাধ দাওয়া করিতে পারে তাহা জানিত, তথাপি তাহাতে অনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

৪৫ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা।

৪৫৬। অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায় বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনর্দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি হুকুম অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায় বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল শুনিবার কি মোকদ্দমা পুনর্দৃষ্টি করিবার আদালতের এমত বোধ হইলে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচার কালীন যে সময়ে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল তদবধি বিচার কার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৪৭ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয় জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

আসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায় তবে কেবল আসেসরদের সহকারিতায় করাপ্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

৪৪৮ ধারা। পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধান স্থলভিন্ন

অভিযোগ পত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদপ্রযুক্ত বিলম্বিত কি হুকুম পরিবর্ত্তন হইবার কথা।

নালিশে কি সমনে কি অভিযোগপত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার করণসময়ের বা তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি প্রমাদ কি অনিয়ম হইলে

কিম্বা ৯১ ধারার আদেশমত কোন অনুমতির অভাব হইলে।

কিম্বা জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে, যদি সেই ভ্রম কি প্রমাদ কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা ন্যায়বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে, তবে ২৭ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা পুনর্দৃষ্টি করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রমপ্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি হুকুম কি আজ্ঞা অসিদ্ধ কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

৪৪৯ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায় সমনে কি অপরাধ নির্ণয়পত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিগত কোন দোষ কি অভাব প্রযুক্ত, তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহাকে অনধিকারপ্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারি ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৪৫০ ধারা। কোন হাই কোর্টের, কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কার্য্যকারকের সম্মুখে যে আফিডেবিটের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্পর্কীয় শপথ কি প্রতিজ্ঞা সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক অফ দি ক্রোনের, কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে, নিযুক্ত কোন কমিশনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন রিকার্ড কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের কোন জজ কি কমিশনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইঙ্গলণ্ডের কি ঐরলণ্ডের চান্সরি কোর্টে শপথ করাইবার কোন কমিশনরের সম্মুখে কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে ঐ আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞাপত্র করা যাইতে পারিবে।

যে কোর্টের ও যে ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

৪৫১ ধারা। এই আইনমত জবস্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার কোন সময়ে কোন আদালত সাক্ষিকে সমন করিতে পারিবেন ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকে সাক্ষিস্বরূপ তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন যাহার পরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনর্ব্বার তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুনঃ পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষিকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৪৫২ ধারার প্রচলিত আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা কেল্লাতে সমর্পণ হইতে পারে তাহাকে যে স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

কারাদণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৫৫৩ ধারা। বন্দিদের সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাষান্তরের বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেল খানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরিরক্ষিতার আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিবেন।

ভাষাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞা পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যত ক্ষণ জেলখানায় ফিরিয়া না আইসে ততক্ষণ তাহার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

৫৫৪ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্য দোভাষির প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

দোভাষির যথার্থই অর্থ করিতে হইবার কথা।

৫৫৫ ধারা। যে বাদিরা কি সাক্ষিরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্তে উপস্থিত হন, কোন ফৌজদারী আদালত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা।

৫৫৬ ধারা। যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীল ক্রমে কিম্বা সংশোধন করণ ক্রমে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে ঐ আদালত নিষ্পত্তিকালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ।

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতি প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারিত আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

যে আদালত ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিলে উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

৫৫৭ ধারা। পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৫৬ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

পরিবর্ত্তি মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৫৮ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় হইলে অর্থদণ্ড হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৫৯ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাহার প্রার্থনা হইলে জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি সখীর অন্যান্য নকল তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাঁহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

সখীর নকল দিবার কথা।

৫৬০ ধারা। কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্যদের সুধারা ও সুশাসন বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শাল দ্বারা বিচার হইতে পারে সেই অপরাধের অভিযোগ সহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে ঐ মাজিষ্ট্রেট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সামান্য বা বিশেষমতে প্রকারান্তরের আদেশ না দিলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে সে যে পল্টনের কি সৈন্য দলের কি সেনাভাগের লোক সেই পল্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

কোর্ট মার্শাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা

তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষের তৎকার্য্য পক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

৫৬১ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপনং থানার সীমার মধ্যে যে সকল ক্ষমতাদ্বারা কার্য্য করিতে পারেন পোলীসের যে কর্ম্মকারকেরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উক্ত পদস্থ হন তাঁহারা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তন্মধ্যে সেইং ক্ষমতাদ্বারা কার্য্য করিতে পারিবেন।

পোলীসের উক্তপদস্থ কর্ম্মকারকদের ক্ষমতার কথা।

৫৬২ ধারা। কোন স্ত্রীকে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুস লাইয়া হরণ করা কি বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গিয়াছে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথ পূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামির কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে ঐ বালিকার রক্ষণের কি শাসনের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন ও আবশ্যক হইলে বলপূর্ব্বক করাইবেন।

অপহৃত স্ত্রীকে কিম্বা ইয়া দেওয়ার ক্ষমতার কথা।

৫৬৩ ধারা। রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা শুনেন তাঁহার বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে যে ব্যক্তিকে ধরা যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্যে হানিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন, যে ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে ধৃত করায় তাহাকে সেই ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে গ্রেপ্তার কিম্বা ধরিয়া দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা।

উক্ত স্থলে দুই কি তদধিক জনকে ধৃত করা গেলে কি তাহাদের নামে নালিশ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক২ জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে। কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৫৬৪ ধারা। কলিকাতার হাই কোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে২ অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি করিতে পারিবার কথা।

যে হাই কোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে, স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হাই কোর্ট সময়ে২

(ক) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিয়মার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অন্যান্য কার্য্য নিমিত্ত কোন২ হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

(খ) স্বীয় অধীন সকল ফৌজদারী আদালতে যে২ বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে২ কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই২ আদালতের যে রিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(গ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ নিরূপিত হয় তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না হয়।

এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে তাহা রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৫৬৫ ধারা। ৫৬৪ ধারামতে ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মানিয়া এতৎ সংযুক্ত পঞ্চম তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থা ভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে।

পাঠের কথা।

৫৬৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা বলিয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা।

৫৬৭ ধারা। এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রয়োজনমতে সময়ে২ তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে২ কার্য্য হইবার কথা।

৫৬৮ ধারা। এই আইন যৎকালে প্রবল হয় তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে এবং কোন আদালতে যে সকল বিবিধ প্রকারের ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যায়, তাহাতে যত দূর সম্ভব, এই আইনের বিধান সমূহ বর্ত্তিবে।

চলিত মোকদ্দমার ও বিবিধ প্রকার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কথা।

এই ধারামত কোন মোকদ্দমার বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমার কি রূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, হাই কোর্ট সময়ে২ এতদর্থে এই আইনসঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করেন, আদালত তদনুসারে চলিবেন।

প্রথম তফসীল।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

(ক) রাজব্যবস্থা।

বৎসর ও রাজত্ব ও অধ্যায়	নাম	যে পরিমাণ রহিত হইল।
তৃতীয় জর্জের ৩ বৎ সরের ৬৩ অধ্যায়ের আইন।	ভারতবর্ষে ও ইউরোপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিষয় ব্যাপারের উৎকৃষ্টতর কার্য্যাধ্যক্ষতা নিমিত্ত কোন২ নিয়ম সংস্থাপনার্থ আইন।	৬৮ ধারা।

(খ) আইন।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৪০ সা ২৩ আ	পরওয়ানা জারীকরণ বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৫০ সা ৩৪ আ	রাজবৃদ্ধি বিষয়ক	সমুদয়।
৮৫৮ সা ৩ আ	রাজবৃদ্ধি বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
৮৬০ সা ৪৫ আ	দণ্ড বিধি বিষয়ক	২১৪ ধারার উদাহরণগুলি।
৮৬১ সা ৫ আ	পোলীস বিষয়ক	৬ ও ২৪ ধারা। ৩৫ ধারা, প্রথমাবধি "কিন্তু" শব্দ পর্য্যন্ত। ৩৭ অবধি ৪০ পর্য্যন্ত সমুদয় ধারা।
১৮৬২ সা ১৮ আ	সুপ্রীম কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৬৯ সা ২ আ	শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
১৮৭০ সা ২২ আ	সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদানের আইন ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি বর্জ্জাগুল বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
৮৭২ সা ৪ আ	পঞ্জাবের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের ও ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
৮৭২ সা ১০ আ	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক।	যে অংশ রহিত হয় নাই।
৮৭৪ সা ১১ আ	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন বিষয়ক।	সমুদয়।
৮৭৪ সা ১৫ আ	আইনের স্থানীয় ব্যাপ্তি বিষয়ক।	৮৫০ সালের ১৪ আইনের ও ১৮৪৮ সালের ৩ আইনের ও বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের ও ৮২৫ সালের ২০ আইনের, ও মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইনের ও বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২৫ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৫ সা ১০ আ	হাই কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক	১৪৪ ধারা ভিন্ন ও ১৪৬ ধারার সন্ধান সম্পর্কীয় অংশ ভিন্ন সমুদয় আইন।
১৮৭৫ সা ৭ আ	ব্রহ্মদেশীয় আদালত বিষয়ক।	৯৮ ধারার যে অংশ বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই অংশ।
৮৭৫ সা ২০ আ	মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের ৩ আইনের ও ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
৮৭৬ সা ১৮ আ	অযোধ্যার ব্যবস্থা বিষয়ক	ঐ
৮৭৭ সা ৪ আ	প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট বিষয়ক	সমুদয়।
১৮৭৯ সা ২১ আ	অপরাধিদিগকে স্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক	তৃতীয় অধ্যায়।

(গ) ব্যবস্থা।

সাল ও নম্বর	বিষয়	যে পরিমাণ রহিত হইল।
বঙ্গদেশের ৮৮ সা ৩ আ	রাজবন্দি বিষয়ক	যে অংশ রহিত হয় নাই।
বঙ্গদেশের ১৮২৫ সা ২০ আ	কোর্ট মার্শালের বিচারাধিপত্য বিষয়ক।	ঐ
মান্দ্রাজের ৮১৯ সা ২ আ	রাজবন্দি বিষয়ক	ঐ
বোম্বাইয়ের ৮২৭ সা ২৫ আ	ঐ	ঐ
১৮৭২ সা ৩ আ	সাঁওতাল পরগনার বন্দোবস্ত বিষয়ক।	৮১০ সালের ৩৪ আইনের ও ১৮৪৮ সালের ৩ আইনের ও ৮৭২ সালের ১০ আইনের ও বঙ্গদেশের ৮৮ সালের ৩ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
৮৭৪ সা ৯ আ	আরাকানের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ব্যবস্থা বিষয়ক।	১৭৫০ সালের ৩৪ আইনের ও ৮৫৮ সালের ৩ আইনের ও ৮৬৯ সালের ২ আইনের ও ৮৭২ সালের ১০ আইনের ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ও বঙ্গদেশের ১৮৮ সালের ৩ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।
১৮৭৭ সা ২ আ	আত্মীয়ের ব্যবস্থা বিষয়ক	বঙ্গদেশের ১৮৮ সালের ৩ আইনের ও ১৮২৫ সালের ২০ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে।

দ্বিতীয় তফসীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরে অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্ন২ ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐ২ ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার কথা।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সমন ও প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়ক হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ যদি করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে সেই সহায়তা।	সহায়তাকরা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি হইবে না	সহায়তা করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্য হইবে।	সহায়তা করা অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তার ও তেমনি।	সহায়তা করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড	সহায়তা করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সহায়তা হয় সে যদি ব্যক্তির অভিপ্রায়ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	উপবিধি দৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১১২	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায়ক ব্যক্তির অভিপ্রায়মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড	ঐ
১১৩	অপরাধ হইবার সময়ে সহায়ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সহায়তা ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক গুরুতর বিবেচনা করিতে পারিলে সহায়তাকারীর সেই বিধি নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধহেতুক গুরুতর কিম্বা সমান না হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৬	যে অপরাধের জন্যে কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তাপ্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়তার হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেককাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড ঐ কি দুইদণ্ড	ঐ
১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়তার হাজির জামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়।	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণত প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রদত্ত হইতে পারিলে	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তাকারী সেই বিধি, নতুবা নয়	সাহায্য করা অপরাধহেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
	অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে নতুবা নয়	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত শারীরদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্তবার্ত্তা। ঐ অপরাধ করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৬ষ্ঠ অধ্যায়। রাজদ্রোহ অপরাধের বিধি।

১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	সেশন আদালত
১২১ ক	রাজদ্রোহসূচক কোন২ অপরাধ করিবার যত্ন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশবৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ

২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশবৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনরল সাহেবের কি গবর্ণরসাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্যূন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	ঐ
১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, ও কোন২ প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১২৭	১২৫ ও ২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত কয়েদী রাজকীয় কার্য্য কারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট। সেশন আদালত।
১৩০	তদ্রূপ বন্দির পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে লুকাইবার কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনর্ব্বার ধৃত করা বন্ধ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সমান্ত প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
১৩	সেনা কি নৌ কি যুদ্ধ জাহাজ কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে উৎসাহ তাহাইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
১৪	রাজদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৩	উপস্থিত কার্য্য কারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতির কি যুদ্ধাদাবের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি যুদ্ধাদাবের কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৩৬	সেনাপতি কি যুদ্ধাদাবের কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭	নাবিকজাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্যক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	৫০০ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ

১৮	সেনাপতির কি হুকুমদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অন্যায়াচারের কোন ক্রিয়ার সম্বন্ধে তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোশাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কেলাসিষ্ট্রেট।

৮ অষ্টম অধ্যায়।—সাধারণ ব্যক্তিদের শান্তিভঙ্গ নিবারণের বিধি।

১৪৩	বেআইনীমত জমতাতে মিলিত হওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনীমত জমতার সহিত মিলিত হওন।	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৫	বেআইনীমত জমতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জমতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬	হঙ্গামা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গামা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৪৯	বেআইনীমত জমতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে ঐ জমতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারণ্ট ক্রমে কিম্বা ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদনুসারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট কি সমন ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	ঐ	অপরাধের নিয়মে যে দণ্ড সেই দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫০	বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্য কোন লোককে ঠিকা করিয়া রাখেন কি তাহাদের সঙ্গে করার করেন কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্তে। সমন বা ওয়ারেণ্ট যাহা হইতে পারে	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	ঐ জনতার লোক হওয় র দণ্ডের তুল্য ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
৫	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার কাজ হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন কি থাকন	ঐ	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হঙ্গামাপ্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাহার বাধা দেওন	ঐ	ওয়ারেণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৩	হঙ্গামা করার অভিপ্রায়ে অকারণে বাধা জন্মান হঙ্গামা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	হঙ্গামা না হইলে	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৫৪	হঙ্গামা প্রভৃতির সম্বন্ধে ভূমির স্বামির কি দখিল কারের না দেওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সম্পর্কে হঙ্গামা হয় তাহার ঐ হঙ্গামা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায় করিতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড	ঐ

১৫৬	যে স্বামির কি দখিলকারের উপকারার্থে হঙ্গামা হয় তাহার গোমস্তার তাহা নিবারণের আইন সিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৫৭	বজ্জাইশীমত জনতার নিমিত্তে যাহাদিগকে ঠিক করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে আশ্রয় দেওন	ওয়ারাণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৮	বেআইনীমত জমতাতে কি হঙ্গামাতে সাহায্য করিবার জন্যে ঠিকাদার নিযুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৫৯	হাঙ্গামা করণ	ওয়ারাণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

৯ নবম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা কি তৎসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করণার্থে আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬২	দূষণীয় কি বেআইনীমত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারকের লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তি-ক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্বে দুই বার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার সহায়তা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য।
৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক যে মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নেব বিধি রাজকীয় কার্য্য করিবে না মানন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে বাণিজ্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৭১	প্রস্তাবণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোশাক কি চিহ্ন পরিধান করণ কি ধারণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	সমনে কি নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওন গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা নিবারণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে ব্যক্তির স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৪	স্থানবিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইনমত আজ্ঞা অমান্য করণ কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩২ অধ্যায়ের বিধানানুসারে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে না	৭ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালত বিচার্য্য।
	সই মজীল আদালতে উপস্থিত কি অপেক্ষা করিবার আজ্ঞা হইলে	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানানুসারে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রকৃতি করণ-বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রকৃতিকরণ বিষয়ের হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে আদালতে অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানানুসারে সেই আদালতে কিম্বা আদালতে অপরাধ না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করেন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহেন	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮২	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাহাকে মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা প্রস্তুত করিতে পারে কি না।	সমন্সে ও ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বন্ধ করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	যে আদালতে বিচার্য।
৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি ক্রিয়া হইবার ভয়ে প্রকাশ হয় তাহার ক্রিয়া করিয়া রাখ লেন	ওয়ারণ্ট বিনা প্রস্তুত করিতে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	বন্ধ করা যাইতে পারে না	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নিলাম হওন কালে আইনক্রমে ক্রয় করিবার ক্ষমতা ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মানস বিনা ডাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৮৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় পদের কর্ম্ম করণ কালে তাঁহাকে বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হওন, তাহা না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	পুরুষান্তরিত কার্য্য করণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতি নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ সেই অমান্য মনে ন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ
	সেই অমান্যে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদস ক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রভৃতি অস্বীকারের জন্য তাঁহার কিম্বা যে ব্যক্তির তাহাতে ভালবাসা সম্পর্ক থাকে তাঁহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৯০	কোন ব্যক্তি হানিহইতে রক্ষা পাইবার জন্য আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১১ একাদশ অধ্যায়।—মিথ্যা প্রমাণের ও সাক্ষ্যের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।

১৯৩	মোকদ্দমাপ্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	গুরাবন্ত বিনা হত করিবে না	গুরাবন্ত।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	বলা কহা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেট।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রমসহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড করিলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা উক্ত দণ্ড	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি সাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই	ঐ
৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ প্রমাণ দেওনের পরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বলাধ্বত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ বন্ধ করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইনমতে সার্টিফিকেট প্রদান স্বরূপ প্রশ্ন হইয়াছে সেই বৃত্তান্তের বিষয় সার্টিফিকেটে লেখন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	বন্ধ করা যাইতে পারে না।	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের যে দণ্ড সেই	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৯৮	কোন সার্টিফিকেট বৃত্তান্তের অংশে মিথ্যা জানিয়া অসত্য বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দ্দেশ সাক্ষ্য আইনমতে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় তদ্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশনাকে মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২০১	অপরাধিকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সন্ধান দেওন প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	দ্বীপান্তর প্রবণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের জন্যে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার ঐ সম্বাদ পূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৫	কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের কি আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিষয় হাজিরজামিন কি প্রতিভূ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৬	দণ্ড স্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণাক্রমে স্থানান্তর কি গোপন করণ প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন স্বত্ব বিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারণ্টে সমন দিতে হয়	৫ জামিনে খালাস হইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধ করিবার অভিযোগ	ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২১২	অপরাধিকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইল	ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ হইবে কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৩	অপরাধিকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইল	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত
২১৪	অপরাধীর রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দেওয়াইবার নিমিত্ত দান করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৫	অপরাধদ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধিকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৬	অপরাধী কয়েদহইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসর না হইয়া ৭ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যাধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২৭	ব্যক্তিদের দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্য করণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রিকার্ড কি লিপি করণ	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২৯	মোকদ্দমা প্রভৃতিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি ঘোষণা কি নিষ্পত্তি আইনবিরুদ্ধ জানিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই অর্থদণ্ড	ঐ
২৯০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইন বিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্যকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২২১	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে অপরাধিকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ত্রুটি করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২২	আদালতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ। ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের কি সশ্রম পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
	১০ দশবৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারাহইতে পলাইতে দেওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা।	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ প্রথমে সাধারণত ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কিনা।	৭ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্য কোন ব্যক্তির বল পূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সীমাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমত আসেধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১ বৎসর কি তদধিক কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
	প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২২৫ক	সদাচারের প্রতিভূ না দেওন প্রযুক্ত আসেধ হইতে পলায়ন করণ কিম্বা পলাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হওয় বেআইনীমতে প্রত্যাগমন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন	ওয়ারণ্ট বিনা হুকুম করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড। তা বি কিঞ্চিৎ ভোগ হয় থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৬ মাসপর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রম কারাদণ্ড কি ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে ঈশ্বর কি অংসেসরের ন্যায় দেখান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।—মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ওয়ারণ্ট বিনা হুকুম করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	বক্স করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
	মহারাণীর মুদ্রা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তার যে দণ্ড সেই দণ্ড	ঐ
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জানে তাহা নিকটে রাখণ ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪০	মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সীম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৪৩	জাল মুদ্রা প্রাপ্ত কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনে ও যে ধাতুর তৈয়ার করিতে প্রস্তুত করিতে করে তদপেক্ষা টাকশালে হস্তকারী ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ		ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	সেশন আদালত।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বেআইনীমতে বাহির করা লওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ
২৪৬	মুদ্রার ওজন কম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকা উচিত তাহা অন্যায় ক্রমে ন্যূন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকা উচিত হয় তাহা অন্যায়ক্রমে ন্যূন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর জানিয়া জল কে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৫১	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া জল দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৫৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট নিকটে দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৭৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করণ জানিয়া পরে অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশ গুণ অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট। সেশন আদালত।
৫১	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	
২৭৬	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নিকটে রাখা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
২৭৭	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৮	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প বিক্রয় করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৯	গবর্ণমেণ্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮০	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম মতে ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৮১	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প যাহাতে থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা বলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গেল গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
২৮২	গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২৬০	ইষ্টাম্প ব্যবহার হইল ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

ত্রয়োদশ অধ্যায় —ওজন ও পরিমাণসম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির লওয়া যাইবে	জামিন রক্ষা করা যাইতে পারে না	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজপ্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়। সাধারণ লোকদের স্বাস্থ্যের কি নিরাপদের কি সচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির বিরোধজনক অপরাধের বিধি।

২৬৯	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজির লওয়া যাইতে পারে	জামিন রক্ষা করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৭০	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	ঐ
২৭১	বাবাস্তা নিয়ম বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
সা।	অপরাধ	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না।	সমনান্তে প্রথমে ওয়ারেণ্ট না সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বন্ধ করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	যে আদালতের বিচার্য্য।
৭২	মনুষ্যের খাদ্যার্থ কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থ হয় তাহাতে দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করিয়া অন্যথা ব্যবহার করে।	ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	বন্ধ করা যাইতে পারে না	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড কি ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৭৩	ব্যবসায় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের খাদ্যার্থে বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন ঔষধ কি চিকিৎসীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্বকরণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন ঔষধ কি দ্রব্য প্রস্তুত করা ঔষধ ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থ দেওন কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৬	কোন বণিক কি ঔষধ দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য বণিক কি ঔষধীয় দ্রব্যস্বরূপে ঔষধালয়হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৭	সাধারণের ব্যবহারে উদুহর কি জলাশয়ের জল মলিন করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ
২৭৯	বেগে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে জন্তুযোগে কি জনযোগে গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি চালন	ওয়ারেণ্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনকরূপে দ সা হইলে কি অযোগ্যযোগে নৌকাদি চালাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন কি নক্সা দেখান	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৮৩	রাজপথে কি নৌকা পথে শঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ ৲ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসীডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট
২৮৪	বিষাক্ত দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
২৮৫	অগ্নি কি আশুজ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিস্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া দিতে যাইবার অধিকার যাহার তাহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া দিবা পার্শ্বে এ জন্তুকে উপযুক্ত যত্নে না রাখণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিস্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমেই ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারত বর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবেন	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	২০৲ টাকা অর্থদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিষ্ক্রিয় করিবার আজ্ঞা হইলে তাহা নিষ্ক্রিয় না করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯২	শৃঙ্গারবর্ধক ঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ	ঐ	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি দুই দণ্ড	ঐ
২৯৩	শৃঙ্গারবর্ধক ঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শনার্থে নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪	শৃঙ্গারবর্ধক কুৎসিত গীত গান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪ক	শর্ত্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	ঐ	ছয় মাস পর্য্যন্ত অনাতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	শর্ত্তি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড	ঐ

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৯৫	কোন জাতীয় লোকের ধর্ম্মে অবহেলা করণার্থ অভিপ্রায়ে উপাসনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সমাগত লোকদিগের বাধা দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞা ভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য উপাসনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯	ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার প্রতিগোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ষোড়শ অধ্যায়।—মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

৩০২	জ্ঞান কৃত বধ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জ্ঞান কৃত বধ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা। যে কার্য্যদ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	প্রাণনাশ দিব সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে	ঐ	দুই বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্তের কি বিকৃতমনা কি মত্ত কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত পারে কি না	৪ সাধারণত প্রথম যে ওয়ারন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনাপরিশ্রমে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩১০	ঠগ হওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

গর্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশুপরিত্যাগ করণ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।

৩১২	গর্ভপাত করণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারন্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
	গর্ভে জীবসঞ্চার হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৩	গর্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ভপাত করাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৩১৪	গর্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	গর্ব্বিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীব সঞ্চারিত গর্ভ নষ্ট করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতামাতার কি রক্ষকের কেলিয়া যাওন	ওয়ারাণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্ত করণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

পীড়ার কথা।

৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারাণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩২৪	শস্ত্রটক্কর অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রক্ষা করা যাইতে পারে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ প্রথমে ওয়ারেণ্ট না লইয়া সমন দিতে হয়	৫ জামিন লইয়া যাইতে পারে কি না	৬ জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৭ অপরাধের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
৩২৬	শঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে না	সমন	জামিন লওয়া যাইতে পারে না	লওয়া যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একটী প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৭	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কি বে আইনীমত যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ঐ	ওয়ারেণ্ট	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩২৮	পীড়া জন্মান নিমিত্তে অচেতনকারক বিষাক্ত দ্রব্য সেবন করান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩২৯	দ্রব্য কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনীমত যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৩৩৩	রাজকীয় কার্য্য কারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	জামিনে লওয়া যাইবে না	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৩৪	গুরুতর বাধাজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা বাধা হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	জামিনে লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৫	গুরুতর বাধাজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা বাধা হইল তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রক্ষা করা যাইতে পারে	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাতজনক কোন কার্য্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রবৃত্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রবৃত্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের কথা।

৩৩৯	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	জামিনে লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পেশাদার ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারা দণ্ড	ঐ
৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা দণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৪৮	অপরাধী স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলেও আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণ ঘটে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলত্ববপ্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরী করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ঐ	ঐ	জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে	মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

মনুষ্য চুরী ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬০	মনুষ্য চুরী করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারণ্ট	জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেসন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ প্রথমেই সাধারণ ওয়ারেণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ কাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ অপরাধের দণ্ডবিধির ফল নগত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৬৪	বধ করণার্থ মনুষ্য চুরি হরণ করা	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ওয়ারেণ্ট	হাকিম জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়রূপে বন্দী রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ ভোগ কি পুরুষের সঙ্গ অধিকারের সম্বন্ধ স্থাপন প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অন্যের পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরি করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চুরী কি হরণ করণের দণ্ড	ঐ
৩৬৯	শিশুকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরী কি হরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	হাকিম জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে	ঐ	হাকিম জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৭২	ব্যভিচারের জন্য বালিকাকে বিক্রয় করা কি ভাড়া দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে সামিকারকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	যে আইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিগ্রহ করাওন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

বলাৎকারের কথা।

৩৭৫	বলাৎকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।

অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।

৩৭৬	অস্বাভাবিক অভিগমন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত

১৭ অধ্যায়—সম্পত্তির উপর অপরাধের বিধি।—চৌর্য্যের কথা।

৩৭৭	চৌর্য্য	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট।	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৮১	কেরাণী কি চাকর দ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কি ১ম কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮২	চুরী করণার্থে কিম্বা চুরি করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি আটক করিবার কিম্বা প্রাণ নাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও জরিমানা	সেশন আদালত।

অপহরণের কথা।

৩৮৪	অপহরণ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা এ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৮৬	প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৮৭	অপহরণকরণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ		যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড	ঐ
৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড	ঐ

দস্যুতা ও ডাকাইতীর কথা।

৩৯২	দস্যুতা করণ	জামিনে খালাস করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	কাজির জামিন লওয়া যাইবে না	বলা কয় যাইতে পারে না।	বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন ঘরের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সাধারণমতে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	
৩৯৫	ডাকাইতী	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত খুন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ প্রথমে সামান্যত ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসরের অন্যূন কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড	সেশন আদালত।
৩৯৮	যা মারিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতী করণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	ঐ
৪০১	নিয়ত চুরী করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণক যে ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪০২	ডাকাইতী করণ উপলক্ষে কি তদ্ভিন্ন কালের দলের মধ্যে থাকন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপরাধভাবে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণের কথা।

৪০৩	অন্যায়ের দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	মৃত ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকরদ্বারা হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৮	কেরাণী কি চাকরকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বণিক কি বাণিজ্য ব্যবসায়ি কি গোমস্তা প্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারন্ট	জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যত প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ বক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪১২	চোর স্বর্ণ ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া গঠ তাহাকে গ্রহণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না	বক্ষা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণে সহায্য করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

বঞ্চনা করণের কথা।

৪১৭	বঞ্চনা করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হয় কে সেই কাহার তের অনুমতি হইলে বক্ষা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	বক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া রক্ষনা করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২	রক্ষনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

প্রতারণাভাবে ঋণীর প্রস্থান ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

৪২১	উত্তমর্ণদের হবে সম্পত্তির বিভাগ না হয় এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ	ওয়ারণ্ট বিনা স্থগিত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	বলা করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২২	অপরাধির পাওনা অথবা কোন দায়ের টাকা উত্তমর্ণেরা না পায় প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৩	মূল্যের টাকা যাহাতে অযথার্থরূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তর করণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি হস্তান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাওয়া করিবার অধিকার থাকে তাহা শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপকারের কথা।

৪২৬	অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা স্থগিত করিবে না।	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে বলা করা যাইতে পারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা	অপরাধ	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে কি না।	সমান্যত প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	বাধা করা যাইতে পারে কিনা।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	যে আদালত বিচার।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ	ওয়ারেন্ট বিনা গ্রেপ্তার করিবে না	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে বাধা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী বা মিট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৮	টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা বা বিষ কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ওয়ারেন্ট বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারে	ঐ	ঐ	বাধা করা যাইতে পারে না	ঐ	ঐ
৪২৯	হস্তী বা উষ্ট্র কি অশ্ব কি গো প্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির জলহ্রাস করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নদী কি নৌকাদির গমনে প্রবৃত্ত জলপথের হানি করিয়া তাহা দিয়া, নিরাপদে যাওয়া বাধা কি জন্তুযানাদি চালাইবার অসাধ্য কি সাধ্যাত করণ দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪৩২	অপচয় চিত্ত এলা কি বা কীয় নবদমা অব রাং করাইয়া, অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখা যা অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দি লাহা নষ্ট কি স্থানান্তরবাদি করিয়া অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে না	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড, কিম্বা এ দুই দণ্ড	প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩৫	অগ্নির কি শস্য বহ্নি জ্বলিয়া উঠে এমত ক্রমে বা দ্বারা ১০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা কৃষিজাত এলা হইলে ১০ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৩৬	ঘরপুড়ি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শস্য করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত ক্রমে বা দ্বারা অপকার করণ	ঐ	ঐ	হাজত জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৭	তুতকযুক্ত কি ২০ টন লোহাইত্যাদি নৌকাদি নষ্ট কি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন একপ্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৮	অগ্নির কি শস্য করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত ক্রমের দ্বারা পূর্ব্ব দ্বারা কি শিখিত অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চলাব কি চালাইতে ওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

* ১৮৭৮ সালের ১ আইনের ১ ধারা দেখ।

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।						
৪৫৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	সমন	হাজিরজামিন ওয়া যাইতে পারে	রফা করা যাইতেপারে	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০ ৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ওয়ারেন্ট	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০ ৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৪৫৯	আইনের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারেন্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রফা করা যাইতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৬০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণ যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	কোনমাজিষ্ট্রেট।
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫২	পীড়া কষ্ট বা আক্রমণ প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	চুরী করণার্থে হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ বন্ধ করা যাইতে পারে কি না	৭ অপরাধের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযাগ লুক্কায়িত পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	বন্ধ করা যাইতে পারে না	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৯	গুপ্তভাবে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণকালে গুরুতর পীড়া জন্মাইন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৬০	রাত্রিযাগে গৃহভেদ করণ প্রভৃতি দোষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মাইন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬১	বন্ধ বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোনএক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৬২	বন্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বসূচক চিহ্ন বিষয়ক অপরাধের বিধি।

৪৬৩	কৃত্রিম করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	বন্ধ করা যাইতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত।

৪৬১	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা অন্যপ্রভৃতির বেজিষ্টর কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থ কৃত্রিম করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা ভগ্নিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭০	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড	ঐ
	ঐ কৃত্রিমপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে না	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭১	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করা জাহির করিবার মানসে মোহর কি পট্টা প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিমকরণ কিম্বা কোন মোহর কি পট্টা কৃত্রিম জানে সেই মানসে নিকটে রাখন	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবেন	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৬৭ ধারাভিন্ন অন্য ধারামতে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্টা প্রভৃতি করণ কি কৃত্রিম করণ কি তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৩	কোন পত্র কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ বিনা সর্ত্তে ছাড়িতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য
	ঐ জালীল দলীল কি নিদর্শনপত্র বিলি উইল হইলে	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	বিনা সর্ত্তে ছাড়িতে পারে না	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড	সেশন আদালত।
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট জালীল দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট জালীল দলীল ভিন্ন অন্য জালীল দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৭৭	উইল প্রভৃতি প্রস্তাবনা কি রাহনামা কি বিকৃত করণ কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
	ব্যবসংক্রান্ত কি স্বামিত্বের চিহ্ন।						
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানিকরণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	বিনা সর্ত্তে ছাড়িতে পারে না	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ

৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তিবিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞান পূর্ব্বক বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৭	যে বস্তাতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৮	ঐ রূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গের কথা।

ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সামান্য প্রথম ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়	৫ কি জবজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে কি কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটিকরণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৩ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা অয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ
৪৯২	চুক্তি ক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কতক কালের নিমিত্তে চাকরি করণার্থে নিয়োগকর্ত্তার বাসে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা লাভ হইল তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	ঐ

২০ বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	সেশন আদালত।
৪৯৪	স্বামীর কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

৪৯৪	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকট পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৫	বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হয় নাই জানিয়াও প্রতারণা পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ
৪৯৭	পরস্ত্রী গমন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষাকরা যাইতে পারে	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীকে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখণ	ঐ	ঐ	ঐ *	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট। *

২১ ত্রিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

৫০০	অপবাদ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা কৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষাকরা যাইতে পারে	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা	২ অপরাধ	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না	৪ সাধারণত প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না	৬ রক্ষা করা যাইতে পারে কি না	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
	২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।						
৫০৪	শান্তিভঙ্গ করণাভিপ্রায়ে অপমান করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	ওয়ারণ্ট	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঙ্গক অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না	রক্ষা করা যাইতে পারে না	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে	রক্ষা করা যাইতে পারে	ঐ	ঐ
	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়	ঐ	ঐ	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে না	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ না দিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	ঐ
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধ পাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমত বিশ্বাস জন্মাইবা কার্য্য করাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজি-

২	[illegible] অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী করণ				ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট
৫১০	মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	কোন মাজিষ্ট্রেট।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

৫১১	দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের বা কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ	ঐ অপরাধের কিনিতে গুয়ারণ্ট দিন ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে	অপরাধের জন্য সামান্যত সমন কিম্বা গুয়ারণ্ট যাহা না হির হইতে পারে তাহা	অপরাধির কল্পিত অপরাধের জন্যে যাবজ্জীবনকারাদণ্ড হইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে	যে অপরাধের উদ্যোগ সহ তাহার রক্ষা করা যাইতে পারে না বলা হয় যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড	যে অপরাধের উদ্যোগ হয় তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

অন্যান্য আইনাবদ্ধ অপরাধ।

প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	গুয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে	গুয়ারণ্ট	না জামিন লওয়া যাইবে না	বলা করা যাইতে পারে না		এই আইনের ২৯ ধারার বিধান মতে
তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		
তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে	গুয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না	সমন	জামিন লওয়া যাইতে পারে	ঐ		
কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ		

তৃতীয় তফসীল।

সকল মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

১। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬২ ধারা)

(২) ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারণ্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৪ ও ৮৫ ও ৮৭ ধারা)

(৩) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)

(৪) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)

(৫) তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১০০ ও ১০২ ধারা)

(৬) পোলীসের অনুসন্ধান কালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৫ ধারা)

(৭) পোলীসের অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৮ ধারা)

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১)

(৯) সন্দিগ্ধভাবের আগুলাশা দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫৩৮ ধারা)

২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৬ ধারা)

৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তর ও তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)

(৩) শান্তিরক্ষার জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৮ ধারা)

(৪) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১১ ও ১১ ধারা)

(৫) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (৪৬ ও ৪৭ ও ১৪৮ ধারা)

(৬) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা

(৭) ভরণপোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)

৪। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) স্থান বিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৪ ধারা)

(৩) ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা।

(৪) অনিষ্ট কার্য্য পুনরায় না হওনার্থে তদ্রূপ করণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা)

(৫) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা)

(৬) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)

(৭) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)

(৮) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)

(৯) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)

(১০) অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৯৩ ধারা)

(১১) অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া সংশোধন আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৫৯ ধারা)

(১২) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫৩৫ ধারা)

(১৩) আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪৩৯ ধারা)

৫। জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) ভুয়া নালিশের নামে ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা)

(৩) ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৭ ধারা)

(৪) যে ব্যক্তি সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা)
(৫) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬১ ধারা)
(৬) কোনং স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫ ধারা)
(৭) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা উঠাইয়া লইবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)
(৮) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা)
(৯) আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা)
(১) ৫২৫ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা ৫২৬ ধারা দেখ।

চতুর্থ তফসীল।

মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে আজ্ঞাপ্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৪ ধারা) (২) ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে জমিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা) (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা) (৫) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে হাজিরার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (৮৭ ধারা) (৬) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৭) পোলিসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (৯২ ধারা) (৮) নালিশ বিনা মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (৯২ ধারা) (৯) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬১ ধারা) (১০) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা) (১১) চোরা বলিয়া যে সম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫৩৫ ধারা)
	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) ১৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে জমিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা) (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা) (৪) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৫) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৬) মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা (৯০ ধারা)
দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন,	(১) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২) ৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে জমিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৪৪ ধারা) (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৫ ধারা) (৫) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (৯২ ধারা) (৬) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) (৭) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	১৪৫ ধারাতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তরিবারণে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৪৪ ধারা) (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭ ধারা) (৪) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা (৫) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১২৫ ধা
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে২ ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা। (২) ৪৫ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৩) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তরিবারণে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা)। (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭ ধারা) (৫) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)
	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই২ ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) ৪৫ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তরিবারণে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৪ ধারা) (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১ ধারা) (৪) নালিশ গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা। (১৯২ ধারা।)

পঞ্চম তফশীল।

পাঠ বিষয়ক।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুক। যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তোমার প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (বিশেষে উকীলের দ্বারা) অমুক স্থানের মা জষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ত্রুটি ন

১৮ সাল তা-।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২। ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠ।

(৭৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থাননিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে অতএব ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি

(মোহর) (স্বাক্ষর)

(৭৬ ধারা দেখ।)

এই ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপ আমার প্রকাশ্যরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ ও এক জন প্রতিভূ এত টাকার (অথবা দুই জন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামি ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তা- (স্বাক্ষ

৩ ওয়ারণ্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিনী নিবন্ধ পত্র লিখিবার পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্টক্রমে অমুক জিলার (কিম্বা স্থল বিশেষে, অমুক) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে অমুক স্থানবাসি আমি শ্রী অমুক এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিব। তাহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা.

(স্বাক্ষর)

যে অভিযোগে শ্রী অমুককে ধৃত করা গিয়াছে সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসি উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ত্রুটি হইলে, আমি শ্রীশ্রী মতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা.

(স্বাক্ষর)

৪। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম লিখে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার জ্ঞানোদয়মতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম লিখে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)

এনিমিত্ত আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুকস্থানবাসি অমুক অদ্যাবধি এত দিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

৮ সাল তা.

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫। সাক্ষিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে (সাক্ষির নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে।) এই আদালতের উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় এবং উক্ত অমুকের (সাক্ষির নাম লিখে) উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার জ্ঞানোদয়মতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)

এনিমিত্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম লিখে) উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তা.

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৬। ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ।

(৮৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রী অমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, এবং সেই ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে এবং আমার জ্ঞানোদয়মতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা

ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তদুল্লিখিত সময় ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত (অমুক২ ধারা দেখ) সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক রাখিবে এবং এই ওয়ারণ্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

উপস্থিত করাইবার ক্রোকী ওয়ারণ্ট।

(৮৯ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে (অমুক নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), এবং তদনুসারে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার জ্ঞানোদয়মতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এতদিন মধ্যে উপস্থিত হয় এবং অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদানার্থ ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাল্লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও যে প্রকারে এই ওয়ারণ্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশ্যনরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতি সূচক আজ্ঞার পাঠ।

(৮৯ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার ডেপুটী কমিশ্যনর সাহেব সমীপেষু।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), ও তদনুসারে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে ও আমার জ্ঞানোদয়মতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্তে গোপনে আছে)

ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই ও অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব প্রদানার্থ বিস্তর পরিমাণ ভূমি আছে

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক করাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি যাহা কর অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭। ওয়ারণ্টক্রমে প্রথমেই সাক্ষিকে আনিতে হইলে, ঐ ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৯ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও ধারাদি লিখিবে)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক নাম বাসি অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক (সাক্ষির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) উক্ত নালিশ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক না আনাইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময়ে সে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত হইবে না,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুকের (নাম দিবে) উপর এই ওয়ারণ্ট জারী করিবে এবং অমুক মাসের অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতে আনিবে, ও তজ্জন্য আবশ্যক না হইলে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে না কি তাহাকে বলপূর্ব্বক আটক রাখিবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৮। কোন বিশেষ অপরাধের সন্ধান পাওয়া গেলে পর তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(৯৮ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ (কি যেরূপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দিগ্ধ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে (কি যাইবে) তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটী কি স্থান কি তাহার অংশ তলাশ করিতে হইবে তাহার বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে, ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠ লিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৯। গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(৯৯ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (কনষ্টবলের উচ্চপদস্থ পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে) চোরা দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার (কি তাহা বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিম্বা উক্ত ধারানির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে) ব্যবহৃত হয়

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কিম্বা সে) প্রবেশ করিবে ও আবশ্যক হইলে তদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্য স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিবে) সর্ব্বাংশ খানাতলাসী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল কি, স্থল বিশেষে ইষ্টাম্প মোহর কি মুদ্রা) [এবং আবশ্যক হইলে এই২ কথাও যোগ করিবে ও যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থলবিশেষে কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বাধা যায় তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে।—এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পর এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এ ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১০। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৭ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে, এই হেতুক আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

১। সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০ ও ১১১ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে অতএব আমি উক্ত কালপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব। ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২। শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ।

(১৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এইস্থানে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা এজন্য তোমাকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথা গুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর (কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের) এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩। শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১২৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুকস্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসি অমুক এতমাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুইজন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এইপ্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এইস্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (এইস্থলে পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম লিখিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকট সমর্পণ করিবে অথবা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু উক্ত কালমধ্যে সে স্বয়ং ও প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪। সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১২৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে ও তাহার জীবন ধারণের কোন সঙ্গতি নাই (অথবা যে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না)

কিম্বা

অমুকের (নাম বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে প্রসিদ্ধ দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহ ভেদ কারী ইত্যাদি)

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থলবিশেষে গৃহ ভেদ কারী ইত্যাদি),

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থলবিশেষে দুই কি তদধিকজন) প্রতিভূসহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই, ও না করাতে ইতি মধ্যে জামিন না দিলে তাঁহার প্রতি এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে এবং তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নিরিঘ্নে উক্ত জেলে রাখিবে কিন্তু তন্মধ্যে সে উক্ত জামিন দিতে প্রস্তুত হইলে আইনমত বাধ্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবে, ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠনিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১৫ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কারাগারের হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কারাগারক) সমীপেষু।

অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায় ও সে পরে জামিন (কি জামিনদের) সহ নিয়মমতে মুচলকা লিখিয়া দিয়াছে

কিম্বা

অধিকতর কারাদণ্ড হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার বিশিষ্ট কারণ আমাকে দর্শাইয়াছে

কিম্বা

জন সমাজের শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৬। অনিষ্ট জনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ।

[১৩৪ ধারা দেখ]

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এইরূপে (যে রূপে বাধা কি অনিষ্টজনক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহারকারি ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে,

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যে রূপে

তদ্দ্বারা হানি হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের [কি স্বাচ্ছন্দ্যের] হানিজনক ও তাহার কোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শাল গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তি অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণীর (কি কূপের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কালিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকটে ইত্যাদি

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘটীর সময় অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে না কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য অমুক স্থানে (দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়া কিম্বা স্থানের বর্ণনা করিয়া অপেক্ষাকৃত উপযোগী স্থান নির্দ্দেশ করিবে) উঠাইয়া লইয়া যাইবে, কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭। পঞ্চায়ৎ নিয়োগ বিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৩৯ ধারা দেখ)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ কল্পাত্মক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায় এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে এজন্য উক্ত প্রার্থনার বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তি দিগকে (পঞ্চায়তের পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে) পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এক দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৮। পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ।

(৪১ ধারা দেখ)

(অমুক সমীপেষু) নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

আমি এতদ্দ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্ত ক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত এজন্য আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে, নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৯। পঞ্চায়েতের জন্য দাইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৯ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)

৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়েতের জন্য কার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে, ও আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্ট জনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এমন আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবলম্বে উপায় করা আবশ্যক এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্দ্বারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়েতের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২০। অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতির নিষেধ সূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৪ ধারা দেখ)।

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথা গুলি লিখিবে),

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি বিশেষরূপ আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আমার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষ) রাখিতে দিয়া, ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২১। বাধা জন্মাইবার হাঙ্গামা প্রভৃতি নিবারণার্থে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে।)

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া দ্রব্যাদির বর্ণনা করিবে) আছে ও তুমি উক্ত ভূমিতে নদ্দ না কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্যান্য কতগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থল বিশেষ অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় লোক যাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছ ও উক্ত লোক যাত্রায় দাঙ্গা কি হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা।

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোক জনের গমন একদ্বারা নিষেধ করিতেছি ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিলিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২২। বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ববানপক্ষ নির্দ্দেশ করিবার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(৪৬ ধারা দেখ)।

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তি অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপ লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রামদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এইরূপ প্রতীত হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করাযায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল করিবার স্বত্ববান্ এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া আমার মনোযোগ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ণনা দিবে) প্রকৃত পক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিষ্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান এবং ইতি মধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৩। ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১৪৭ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের কালেক্টর সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শন গিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তি অমুক বিষয় (সংক্ষেপ বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্য দলের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বলা ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপনং দাওয়ার বর্ণনাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায় ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিষ্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখিলকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব নির্ণয় সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় কিম্বা দাওয়া স্থির না হয় উহা ক্রোক করিয়া রাখিবে ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৪। স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধ সূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৮ ধারা দেখ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তি অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কে ল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ব সম্পর্কে, বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে উক্ত ভূমি (কি জল) সাধারণের অরূপ ব্যবহার যোগ্য (কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির হইলে তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে) ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা করা যাইতে পারে) উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার দিনমাস মধ্যে (কিম্বা যদি বৎসরের কালবিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে বৎসরের যে কাল বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে") সামান্যত উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়ার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে তিনি (কি তাঁহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান্ তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৫। পুলীস কর্ম্মকারকের সম্মুখে প্রথমস্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(১৭০ ধারা দেখ)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের আরো প্রতিবাদ করিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এতঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইব। ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি ভারতাধীশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

৮ সাল তা.

(স্বাক্ষর)

শ্রী অমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার প্রতিবাদ করিবে এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমরা সংস্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি ও তাহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি ভারতাধীশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা.

(স্বাক্ষর)

২৬। মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(১৭১ ধারা দেখ।)

অমুকের নামে অমুক অপরাধ হয় যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থাননিবাসি শ্রীঅমুক আমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থল বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা.

(স্বাক্ষর)

২৭। গবর্ণমেন্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ।

(২১৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে তিনি অমুককে আগামি সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেন্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে)

৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৮। অভিযোগের পাঠ।

(২২২ ও ২২৩ ও ২২৪ ধারা।)

( )—অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রী অমুক আমি শ্রী অমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ভারতাধীশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ। (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাই কোর্ট লিখিতে হইবে।)

দণ্ড বিধির আইনের ১২১ ধারা।

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগমতে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম।

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

[(ঘ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে।]

(২) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভা স্বরূপে বৈধ ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১২৪ ধারা।

(৩) তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদসম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতনভিন্ন অমুক [নামক] ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬১ ধারা।

(৪) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৪ ধারা।

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের, ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৬ ধারা।

(৬) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি [illegible] ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩২৫ ধারা।

(৭) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯২ ধারা।

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯৫ ধারা।

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলে (কিম্বা স্থল বিশেষে অমুক কর্ম্ম কর নাই) ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬৬ ধারা।

(১০) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে

১৯০ ধারা।

আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ১৯০ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে সেশন আদালতের বিচার্য্য এই কথা ত্যাগ করিয়া 'আমার বিচার্য্য' এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণে "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(২)—অভিযোগের দুই কি ততধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ও ২৪২ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয় আমার এই আদেশ।

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর।)

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই রূপ কথা লেখা যাইতে পারে।

প্রথম। তুমি অমুক স্থানের অমুক সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০২ ও ৩০৪ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই কথা। প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এই কথা।—অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের জন্য লণ্ডন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওনকালে এই কথা কহিয়াছিলে যে '

১৯৩ ধারামতে অনুরূপ অভিযোগ।

' এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে '

ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে বিচার হইলে ' সেশন আদালতের বিচার্য্য এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

২৯। কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৪৬ ও ২৫৯ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদসূচক খ্যাতি দিবে) সম্মুখে

৮ সালের কালেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয়, কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এই২) ধারামতে অমুক অপরাধ সিদ্ধ হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে)

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩০। ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৫১ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি দিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিসমিস করা গিয়াছে ও ডিসমিস করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও তিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে তাহার এত দিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এত কাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে। যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠালিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩১। সাক্ষির সমনের পাঠ।

(৬৮ ও ২৫৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসি অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থান সহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময়ে তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল, ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায়ানুগত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে তোমাকে বল পূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩২। কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৭৯ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম ও পদের খাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের কালেণ্ডরের এক নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের (কি অমুক আইনের) এই কি এই২ ধারাতে অমুক অপরাধ সিদ্ধ হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে।)

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৩। জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ।

(৩২৬ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপেষু।

আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনার ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে ও এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত নক্সা দেওয়া গিয়াছে তদ্ভুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাটক্রমে এক্তল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত ব্যক্তিদিগকে দিবে ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যাহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সর্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে।)

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৪। জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ।

(৩২৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আগামি ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্দ্বারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমন পত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৫। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৩৭৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয়, উক্ত সেশনে কালেণ্ডরের এক নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম

দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এক ধারামতে বলস্বরূপ অপরাধ জনক নরহত্যাপরাধ নিমিত্তরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্ত্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের অপেক্ষা আছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত (সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টসহ উক্ত অমককে (আসামীর নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা কলবতী করণার্থে এই আদালতের অন্যতর ওয়ারণ্ট কি আজ্ঞা না পাও, তাহাকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৬। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৩৮১ ধারা দেখ।)

অমক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুককে (আসামীর নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারণ্ট ক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞানুসারে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণাত্মক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক] তদাজ্ঞাসাধন করিবার নিমিত্ত সময় ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধন দ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৭। দণ্ড পরিবর্ত্তনের পর ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমক মাসের অমক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায় এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাদ্বারা (যে আজ্ঞার নোকল লিপি এতৎ সঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে

এজন্য তোমার (প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) যাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমককে (নাম দিবে) সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে

কিম্বা

সম্বর্ত্তিত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে ' যাবৎ অবধি 'তাবৎ পর্য্যন্ত কথা না লিখিয়া 'হেফাজতে রাখিবে এই কথার পরে এই সকল কথা দিবে ' ও উক্ত আজ্ঞামতে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৮। ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৩৮৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমক সমীপেষু [যে পোলীসের কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারণ্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে]।

৮ সালের অমক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধির নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধির উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থ দণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত

কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) (কিম্বা অভিলম্বে) উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোকীকৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থ দণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৯। কোন২ অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অর্থদণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৯ ধারা দেখ)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক (অপরাধির নাম ও বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে (কি দৃষ্টি গোচরে) ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাকর অপরাধ করিয়াছে,

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) এত টাকা অর্থদণ্ডের ও তাহা না দিলে এত কাল (মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে এবং তুমি উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (অপরাধির নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্দ্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে ও যেরূপ এই ওয়ারন্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪০। যে স্থলে অর্থদণ্ড নাই তদ্রূপ স্থলে উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে কারাবদ্ধ করিবার মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু। অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষিস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া (কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া) ও অপরাধের অভিযোগের তদন্ত কালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে (কি যে যে) প্রশ্ন তাহা প্রতি করা গিয়া নিয়মিত রূপে লেখা যায় অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে, এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং ইতি মধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন তাহাকে উক্ত থানার হাজত ঘরে নির্দ্বিঘ্নে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি জ্ঞাত হইয়া মাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪১। উত্তর দিতে অস্বীকার করাতে কারাবদ্ধ করিবার সেশন জজের ওয়ারন্টের পাঠ।

(৪৮৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (অমুক স্থানের পোলীস থানার পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

অদ্য আমার সম্মুখে যে সেশন আদালতের অধিবেশন হয় তাহাতে বিচারার্থ মোকদ্দমার কার্য্যের এত নং মোকদ্দমায় অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষী থাকাতে উক্ত মোকদ্দমার শ্রবণ সময়ে

তাহাকে যে (কি যে ২) প্রশ্ন করা গিয়া নিয়মিতরূপে দেখা যায়, সে অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর করিতে অস্বীকার করিয়াছে, ও এই অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এত কাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) আটক করিয়া হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজত গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত না হইলে তাহাকে এত দিন উক্ত থানার হাজত ঘরে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও উক্ত দিনের শেষ দিন কিম্বা সম্মতি জানাইবা মাত্র আইন মতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে। যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪২। ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারারুদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।
(৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুকের (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) যে সম্পত্তি আছে তাহাতে সে এই ২ কারণ (কারণ উল্লেখ করিবে) বশত আত্মভরণপোষণাক্ষম আপন স্ত্রীর (নাম দিবে) কি সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে, ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক ২ মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা) দেয় নাই, এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এতকাল সামান্য (কি কঠোর) কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম লিখিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া লইয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে অথবা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৩। ক্রোক ও বিক্রয়দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।
(৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু।

(যে পোলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারণ্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে)

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে, অমুকের (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) যে সম্পত্তি আছে তাহাতে সে এই ২ কারণ (কারণ উল্লেখ করিবে) বশত আত্মভরণপোষণাক্ষম আপন স্ত্রীর (নাম দিবে) (কি সন্তানের) নাম দিবে (ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎ কার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে (কিম্বা অবিলম্বে) উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৪। ৪১২ ধারামতে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

শ্রী অমুক সমীপেষু (এই স্থলে কার্য্যকারকের পদসূচক খ্যাতি লিখিবে)

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব (কিম্বা স্থলবিশেষে মান্দ্রাজের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব কিম্বা বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব) উপযুক্ত ও বিশিষ্ট কারণে উচিত জ্ঞান করিয়া সংকল্প করিয়াছেন যে অমুককে (এইস্থলে বন্দির নাম লিখিবে) অমুক স্থানে (এই স্থলে স্থানের নাম লিখিবে) আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে উক্ত সংকল্পানুসারে এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল (কি গবর্ণর) সাহেবের আজ্ঞানুসারে ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭ অধ্যায়ের বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিবে।

ফোর্ট উইলিয়ম (অথবা অন্য যে স্থানে হয়)

সাল তা.

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল
(কি গবর্ণর) সাহেবের আজ্ঞাক্রমে

ক খ

গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী (কি চীফ সেক্রেটরী)

৪৫। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(৫০৬ ও ৫০৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয় আমার বিরুদ্ধ উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা.

(স্বাক্ষর)

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথম স্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, ও উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, তাহার বিরুদ্ধ অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে আমি (কিম্বা আমরা সংসৃষ্টভাবেকি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও প্রত্যেক) এই বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম, ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তা. (স্বাক্ষর)

৪৬। জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয় তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারেন্টের পাঠ।

(৫১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) (কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কার্য্যকারক) সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারেন্টক্রমে অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে ও তদনন্তর সে জামিন কি জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দিয়াছে,

অথবা

আরো কারাদণ্ড হইতে তাহাকে মুক্ত করণের বিশিষ্ট কারণ আমার নিকট দর্শান গিয়াছে

অথবা

জন সমাজের শঙ্কা না অন্যায্য তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিবেচনা করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাইয়াছি

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারেন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৭। নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই, ও তদ্রূপ ত্রুটিপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ড টাকার) দায়ী হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে, এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার বিবরণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৮। নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকস্থানবাসি অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন হইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই ও উক্ত ত্রুটি প্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে কিম্বা তোমার নিকটে কোন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৯। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থান বাসি শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থান বাসি অমুক (নাম দিবে) এত কাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে ইহাতে ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে ও তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা উহা কেন দিবে না, এত দিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫০। জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।
(৫২৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু

অমুক (নাম বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে, ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং অমুক শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে

তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারণ্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ আমার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫১। যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন লওয়া গিয়াছে, তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিন স্বরূপ আপনাকে নিবদ্ধ করিয়াছে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ত্রুটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর লাওনা হইয়াছে, এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে), যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কি রক্ষকের নিকটে সমর্পণ করিবে, কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে এবং তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের লিখিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার জেম্মাতে গ্রহণ করিবে এবং এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও যে রূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালত ভবন মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫২। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে,

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিবে, কিম্বা উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

(মোহর)

৫৩। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ)।

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি লিখিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল, এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকার মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায়

করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৪। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক (পোলীসের কর্ম্মকারকের নাম ও খাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবেনা ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে কিম্বা তাহাকে ধরা না সমর্পণ করাইবে ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠ লিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৫। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও এক দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোক কৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে, ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৬। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫২৫ ধারা দেখ)

শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মকারকের নাম ও খাতি লিখিবে) ও অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) শ্রীশ্রীমতী রাজরাজেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি

নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না, ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারারুদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক (পোলীস কনষ্টবলের নাম দিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) ধরিয়া উক্ত দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের (কি রক্ষকের) নিকটে সমর্পণ করিবে, কিম্বা তাহাকে ধরাইয়া সমর্পণ করাইবে, ও তুমি উক্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হবে পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সর্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) স্বাক্ষর)

১৮৭৪ সালের ১১ আইন দ্বারা সংশোধিত ১৮৭২ সালের ১০ আইনের যে২ ধারার সহিত পাণ্ডুলিপির যে২ ধারা মিলে, তৎপ্রদর্শক তালিকা।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১ প ১	১ প ১	৬ প প্র ১১	৪ প ১ প্র (ঝ)
২	২	২	(ঞ)
৩	১	১৩	(খ)
২ প	১ ১	১৪	
১	১ ২	১৫	৪ প ১ প্র (ঘ)
৩	৩ ১	১৬	(ঙ)
৪	২	১৭	(ক)
[১]৫, প্র	৪ প, প্র (ঘ)	৮	(গ)
২	২০৫ ১	৯	(ঘ)
৩	৪ ১ প্র (ন) *	১০	(ঙ)
৪	২৮	৪ প ২ প্র ১	৪, প ২, প্র ১
৬		৫	৬
৭	১ প ১	৬	৫
৩	৪১৮ ১	৭	৫
৪ প ১	৪	৮, প ১	৫ ও ২৯ প্র ১
প্র ১		২	২৯ প্র (খ) ও (গ)
২		৯	২৯
৩	৪ প প্র (খ)	১০	১ প ২
৪	(গ)	১	৫
৫		১২	৭ প ১ প্র ১
৬		৩	২
৭	৪ প ১, প্র (ঘ)	১৪	৩
৮	(ঙ)	১৫ প ১	১, প ১
৯		২	৩, ২
১০	৪ প ১, প্র (ক)	১৬	৯ প ১

[১] ১৮৭৪ সালের ১ আইনের ১ ধারা দেখ।

* ১৮৭৪ সালের ১ আইনের ২ ধারা দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।		পাণ্ডুলিপি।	
		৯	প ২
৭		৩১	২
		৯৪,	২
		৯	২
১৮	প ১	৩	৩
		১৯৪	৩
	২'	৩১	৩
		৩৮০	১
১৯		৬	
২০	প ১	৩২	প ১
	২	৩২	প ১
	৩	৩২	প ২
	ব্যাখ্যা	৩৩,	প ১, প্র ১ ও প ২
২১		৩৩ ও ৩৭	প
২২		৩৬	
২৩		৩৭ ও ১৯২	প ২
২৪		৩৬	
২৫		৩৭, ও ১৯২ ও ৩	প ২
২৬		৩৬	
২৭		৩৭, ও ৯২ ও ৩	প ২
২৮		৩৬	
২৯		৩৭	
৩০		৩৬	
৩১			
৩২		৫৫০	
৩৩		৫৫৩	
৩৪		৫৬১	
৩৪	প্র (৯)	৫৪০	প্র (ক)
৩৫		১০	
৩৬		৩০, ৮৪ ও ৩৮০,	প ১
৩৭	প ১	১২	প ১

১৮৭২ সালের ১ আইন।		পাণ্ডুলিপি।	
৩৭,	প ২	৭	প ১ প্র ১ ও প ৩
	৩		
৩৮		৭	প ২
৩৯		৭	প ১ প্র ২ ও প ৩,
৪০	প ১	১০	প ১
	২		২
	৩		৩
৪১		৭	১ প্র ২
৪২,	প ১	১৪	১
	২		২
	৩		৩
৪৩		৩৯	
৪৪,	প	১৯৩	১
	২	২০১	উপ ১ ও ৩
	৩		
	৪	৫৩৯	প ১
৪৫	১	৩৪৬	১
	২		২
	৩		
	৪		
৪৬	প ১ ও ২	৬৪৯	
	৩	৩৪৭	
	উদাহরণ		
৪৭	১	৫৩৯	প ১
	২	৫০৭	২
৪৮		৫৩৯	২
৪৯		২	১
৪৯	উপাধি		
৫০		১৫	প ১

ও ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা দেখ।
ঐ ঐ ৪ ধারা দেখ।

১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা দেখ।
ও ঐ ঐ ৬ ধারা দেখ।
ঐ ঐ ৭ ধারা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৭ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৫১	৫, প ২	৬৭, উদা (ঙ)	১৮২, প ২
৫২	১৬	(চ)	৩
৫৩	১৬	৬৮	৮২, প ১
৫৪	৪১	৬৯	৮১
৫৫	১১	৭০	৫৪২
৫৬	৫০	৭১	৪ প্র (ব)
৫৭	৪ প্র (চ) ৫০২, প ১	৭২ প ১	৪৪৩, ৪৪৪
৫৮	৫ ২ প ১	২	৪৪৩
৫৯[১]	৫০৫	৩	
৬০	৫০৩	৭৩	৪৪৫
৬১	৫০৪	৭৪, প ১	৪৪৩
৬২	৪২২, প্র ১	২	৪৪৩
৬৩, প ১	১৭৮	৭৫, প ১	৪৪৭, প ১
২	১৭৯, প ১	২	২
উপবিধি	উপবিধি	৩	৪৪৮
ব্যাখ্যা		৭৬ প ১	৪৪৪, ৪৪৯
৬৪	৫৩৭, প ১ ও ২	২	৪৫৯
উপবিধি		৭৭	৪৫০
৬৪ ক	৫৩৮	৭৮, প ১	
৬৫	১৮০	২	৪৫১
৬৬	১৮১	৭৯	৪০৮, উপবিধি ২
৬৬, উদা (ক)	৮১, উদা (ক)	৮০	৪১০
(খ)	(খ)	৮১, প ১ প্র ১	৪৫১
(গ)	(গ)	২	৪৫৭
(ঘ)		৮১, প ২	৪৫৮
৬৭	১৮৩		
৬৭, উদা (ক)	১৮৪	৮২	২, প ১ ৫০১
(খ)		৮৩	৪৫৩, প ১ ও ৩
(গ)	১৮২, প ১	৮৪	৪৫৪
(ঘ)		৮৫	৪৫৫, ৫০৫

[১] ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ৮ ধারা দেখ।
ঐ ঐ ৯ ধারা দেখ।
ঐ ১১ আ, ১০ধারাদ্বারা রহিত হইয়াছে।
[২] ১৮৭৪ সালের ১১ আইনের ১১ ধারা দেখ।
[৩] ১৮৭৪ সা ১১ আ, ১২ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৮৬	২ প ১	১০৭	৫৯ প ১ প্র ২ ও প ২
৮৭	৪৬৩	১০৮	৬৪
৮৮	৫৫২	১০৯	১৫১, প ১
৮৯	৪৪	১১০	১৫৬, প ২ ও ৩
৯০	৪৩	১ ১	১ প ২
৯১	৪২	১১২	১২৫
৯১, প্র ১	৭৪, প্র ১	১১৩	৫৬ প ১
প্র প্রথম	প্র পথম	১ ৪ প ১	১৫৮ প ১
প্র দ্বিতীয়	প্র প্রথম	২	১৫৭, প ১
প্র তৃতীয়		৩	
প্র চতুর্থ	৫৪, প্র দ্বিতীয়	১ ৫	৬০
প্র পঞ্চম	প্র তৃতীয়	১৬	৫৮ প ১ উপ ১
প্র ষষ্ঠ	প্র চতুর্থ	১১৭ প ১	৫৮ প ১ উপ ১
প্র সপ্তম	প্র পঞ্চম	২	১৫৯
৯৩	৫৭	১১৮	৬১ ১৬২
৯৫, প্র ১ ও ২	৫৫	৯, প ১ ও ২	১৬৭
প্র ৩		প ৩	১৬৩
৯৫	১৫	১২০	৬৪
৯৬	১৫১	১২১	১৬ ৬৩
৯৭	৫২	২২	১৬৫
৯৮, প ১	১৫৩	২৩, প	১৭১, প ১ ও ২
২		২	১৬৯
৯৯	৪৭	১২৪ প ১	৬১
১০০	৪৮, প ১ প্র ১ ও ২	প ২ ও ৩ ও ৪	১৬৮ প১,৩ ও ৪
০১	৬০	১২৫	১৭০, ও ১৭৪, প ২
১০২, প ১	৫৬	১২৬	১
২		১ ৭ প ১	১৭৪ প ১ ৭১, প ২
১০৩	৫৮	২	১৭৪ প ১
০৪	৩৫১	৩	
১০৫	৫৯ প ১ প্র ১	১২৮, প ১	৫০৭, প ১
১০৬			

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাদুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাদুলিপি।
১২৮, প ২	৫০৬	১৪৩	২০৭, প ১
১২৯	৫০৮	১৪৪, প ১ ও ২	২০১, প ১
৩০, প ১	১৭১, প ২	প ৩	২
২	৩	১৪৫	২০২
৩	৪	১৪৬	২০৩
৪	৫	১৪৭ প ১	২০৪
৫	১৭২ প্র ১	২	৪০৩, ব্যাখ্যা
১৩১ প ১	২	৩	২০৫ ১
২	উপবিধি	১৪৮ প ১	২ ৫
১৩২, প ১	৬০	২	৯১
২	৬৩	১৪৯	২০৫
১৩৩, প ১	১৭৫ প ১	৫০	৯১ ও ২০৫, প ২
২	২	১৫১	২০৬
৩	৩	১৫২	৬৮, প ১
৪	৪	১৫৩	২
১৩৪	১৭৬	১৫৪	৬৯ ৭০
১৩৫	১৭৭, প ১	১৫৫	৭১
১৩৬	৪ প ১ প্র (ঙ)	১৫৬	৯১
১৩৭	৫৬১	১৫৭	১৮৭, প ১
৩৮		১৫৮	৯৪
১৩৯		উপবিধি	৭২
১৪০, প্র (ক)	১৯০ প ১, প্র (খ)	১৫৯, প ১	৭৫, প ১
(খ)	ঐ	২	২
(গ)	১৯১ প ১, প্র (ক)	১৬০ প ১	৭৬, প ১ ও ২
(ঘ)*	(গ)	২	প ৩
৪১, প ১	১৯২, প ১, প্র (ক) ও (খ)	১৬১	৭৭, প ১
২	৯৩	৬২	৭৮
৩		১৬৩	৪৩, ৭৯
৪২ প ১	৯১, প ১ প্র (গ)	১৬৪	৭৭, উপবিধি
২	৯৯ ১৯৬ ও পরবর্ত্তী ধারা গুলি দেখ।	১১৫	৮০
		১৯৬ প ১	

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১৬৬, প ২	৬৫	১৮৪	৬৪
৬৭	৮০	১৮৫	৯৪
১৬৮, প ১	৮৪, প ১ ৮৫, প ১	১৮৬, প ১[1]	৩৪০
২	৮৪ প ১	২	৩৪০
৩	৮৫, প ১	৩	৩ ১
১৬৯	৮৬	৮৭	৩৫২
১৭০, প ১	৮৪ প ২ ৪৫, প ২ ৮৭	১৮৮, প ১	৩৪৮ প ১ ও ২
২	৮৭	২	প ৫
৩	৮৭	৮৯	২০৮
১৭১ প ১	৮৮ প ১	১৯০	২০৯, প ১ ও ২৫৩, প ১
২	২	১৯১, প ১	৩৫৩
৩	৮৮, প ১ প্র (গ)	২	
৪	৮৮ প ৩	১৯২	৫৫১
১৭২, প ১	৮৯ প ১	১৯৩, প ১	৩৪২, প ১
২	২	২	২
৩	৪, প্রথম প্র ও প্র (ঙ) (চ) ও (ছ)	ব্যাখ্যা	৩
৪	৮৯ প ৬	১৯৪ প ১	৩ ৪[1] প ৩ ২
৭৩	৯০	২	৫০৬
১৭৪	১৮৭	ব্যাখ্যা	৩৪৪ ব্যাখ্যা
১৭৫	১৮৮	১৯৫	২৪১ প ১
১৭৬	৮১	ব্যাখ্যা	২১০, প ২ ২১১, ৪০৩ ব্যাখ্যা
১৭৭	৪৬ প ১	৯৬	২১১ প ১
৭৮	২	৯৭	২ ৫
৭৯	৪৭	ব্যাখ্যা	২১৬
৮০	৪৮, প ১, প্র (২)	১৯৮, প ১	২১১, প ১ ২১৪
১৮১	৪৮, উপবিধি	প ২ ও ৩	২ ৯, প ১, প্র ২
৮২	৫০	৪	২ ৯ প ১ প্র ২, ও প ২
৮৩	৮২	৯৯	২১১, প ২
		২০০, প ১	২১২ প ১

[1] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩ ধা দেখ।
[1] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ১৪ ধা, দেখ।

৮২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
২০০, প ২	২১৩, ২১৪
৩	২১২ প ২
২০১	৫৫৯
২০২, প ১[1]	২১৯, প্র ১
২	৫ ২ প ২
২০৩, প ১	২৪২
২ প্র প্রথম	২৪৩
প্র দ্বিতীয়	২০৭
৩	৫৪৮
২০৪, প ১	৫৭৬
২	
২০৫	২৪৮
২০৬, প ১	২৪১
২	২৪৪
২ ৭	২৪৫ প ১
২০৮, প ১	২৪৪ প ১
২	৯৩
৩	২১৮
২০৯ প ১ ও ২	২৫১ প ১
প ৩	২
২১	২৫৯
২১১, প ১ ও ২	২৪৬
প ৩	৩৪৬
২১২	২৪৮
২ ৩	২১২
২১৪	২৫৩, ২৫৭ ৫২ ৩৪৪ ৩৫৩, ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৫ ।
২ ৫	২৫৫ প
২ ৫, ব্যাখ্যা ১	২৭০
২	৪৭৩ ব্যাখ্যা
৩	২৫৮ প ১
২১৬	২১৫

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
২ ৬, ব্যাখ্যা ১	২১৬, প ১
২	২
৩	২৫৫
২ ৭	২৫৬ প ১
২ ৮	২৫৭
২ ৯	৩৪৪, প ১
২২০	২৫৯
ব্যাখ্যা	
২২১	৩৬৭
২২২	২৬১
প্র (১)	প্র (ক)
(২)	(খ)
(৩)	(গ)
(৪) (৫), (৬)	(ঘ)
(৭)	(ঙ)
(৮)	(ছ)
(৯)	(জ)
(১০)	(ঝ)
(১)	(ঞ) (ট[2]
২২৩	২৬২
২২৪	২৬১
২২৫	২৬২ ও প্র (ক) ও (খ)
২ ৬	২৬৩
২২৭	২৬৪
২২৮	২৬৫
২২৯	২৬৬, প ১
২৩০	২
২৩১	১৯৪, প
২৩২	২৬৯
২৩৩ প ১ ও ২	২৭০, প ১

[1] ১৮৭৪ সালের ১৩ আ, ১৫ ধা, দেখ।

[2] ১৮৭৪ সাল, ১১ আ, ১৬ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ১৭ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ১৮ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন	পাণ্ডুলিপি।
২৬০ ব্যাখ্যা	৫৪৭	২৫১, প ১ ও ২	২৯০
২৩৮, প ১ প্র ১	উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে	প ৩	২৯১
২	৪৬০	২৫২	২৯৩
প ২		২৫৩	২৯৪
২৩৫	২৭১	২৫৪	২৮৩
২৩৬	২৭৫, প ২	২৫৫ প ১	২৯৮ ও ৩১০, প ১
২৩৭, প ১ ও ২	২৭২	২	৩০৭ উপবিধি।
প ২	২৫৬ প ২	২৫৬	২৯৯
২৩৮	২৭৩ প ১	২৫৭	৩০০
২৩৯	২৮৫	২৫৮	২৯৫
২৪	২৭৭	২৫৯	২৮৬
২৪১	২৭৬	২৬	২৯৬
২৪২	২৬১	২৬১	৩ ০, প ২
২৪৩ প ১ ও ২	২৭৮ প ১ ও ২	২৬২	৩ ০
প ৩	২৮ প ১	২৬৩ প	৩০১ ও ২
৪	২৭৭ উপবিধি ২	২	৩০৪
	২৮০ প ২	৩	৩০৩
২৪৪, আদাপ্রকরণ	২৭৯, আদাপ্রকরণ। ৩১০	৪	৩০৭
প্র (১)		৫	৩০৮ প ১ ও ২
(২)			৩
(৩)		২৬৪	৩৪৪ প ১
(৪)		২৬৫	২৭৩ উপবিধি।
(৫)		২৬৬	৪০৭ প ১
(৬)	২৭৯ প্র (ক)	২৬৭	৪০৬
	(খ)	২৬৮ প ১	৪৮৬ প ১ ও ২
২৬৫	২৮১	২	প ৩
২৬৬	২৮৭	২৬৯ প ১	৪৩৮, প ১
২৪৭ [1]	২৮৮	২	৪২১, প্র ১
২৪৮	২৮৯	২৭০, প ১	৪০৮, উপবিধি ১
২৪৯	৩৪২, প ১	২	প ১
২৫০			

[1] ১৮৭৪ সাল, ১১ আ, ১৯ ধা দেখ।
ঐ ঐ ২০ ধা, দেখ।

[2] ৩ ১৮৭৪ সাল ১১ আ ২১ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
২৭০ প ৩	৪০৮ উপ ১ ও ৪১০	২৮২, প ২	৪০৪
২৭১ প ১	৪১০	৩	৪২৮ প ২
২	৪১৮ ও ৪২৩ উপ ২	৪	৪২৮, প ৩
২৭১ ক, প ১	৩৭ প ৩	৫	
২		২৮৩, প ১	৫১৮
২৭১ খ	৩৭৮ ৪২৯	২	
২৭২ প ১	৪ ৭	৩	
২, প্র ১	৪ ৭	২৮৪	৪২৩ প্র (খ)
২, প্র ২		২৮৫	৪৩০
৩	৪২৩	২৮৬	৪০৪
২৭৩, প ১	৪১৩	২৮৬ উদাহরণ	
২	৪ ৩ ব্যাখ্যা	২৮৭ প ১	৩৭৪
৩	৬১২	২	৩৪৭, প ৪
২৭৪ প ১	৪১৪	২৮৮	৩৭৬
২	৪ ৫	২৮৯ প ১	৩৭৫ প ১
৩	৪১৬	২	২
ব্যাখ্যা	৪১৫ ব্যাখ্যা	৩	৩
২৭৫	৪ ৯	২৯০	৩৭৭
২৭৬	৫৫৯	২৯১	
২৭৭	৪৮	২৯২	৫৬৪
২৭৮, প ১	৪২১ প ১	২৯৩	৫৬৪
২	২	২৯৪	৪৩৫, প ১
৩	উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে ৪২১ ও ৪২৩ ধারা দেখ।	২৯৫ প ১	২
২৭৯, প্র ১	৪২২, প্র ১	২	
২,	২	২৯৬ প ১	৪৩৮
২৮০	৪২৩	২,	৪১৬, প্র ১
উপবিধি	৪২৩, উপবিধি ১	উপবিধি	৪৩৬ উপবিধি ২
২৮১	৪২৬	২৯৭	৪৩৯
২৮২, প ১	৪২৮, প ১	২৯৭, প ৮	৪২৬, প ১

ও ১৮৭৪ সা, আ ২২ ধা দেখ।
ঐ ঐ ২৩ ধ দেখ।
ও ঐ ঐ ২৪ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ২৫ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ২৬ ধা দেখ।

১৮৭৪ সা ১১ আ, ২৭ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ২৮ ধা, দেখ।
ও ঐ ঐ ২৯ ধা, দেখ।
ঐ ঐ ৩০ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
২৯৭ প ১০	৪৪০	৩১১, প ১	৩৯২
২৯৮	৪৩৭	২	৩৯৩ প ১
২৯৯ প ১	৪২৫, প ১ ৪৪২	৩	৩৯১, প ১
২	৪২৫ প ২ ৪৪২	৩১২ প ১ ও ২	৩৯৪
৩	৪১৩ উপবিধি ২	প ৩	৩৯৩, প ২
৩০০	৫৪৮	৩ ৩	৩৯৫
৩০১ প ১	৩৭৯	৩১৪ প ১	৩৫ প ১
২	৩৮১	২	২
৩০২ প ১	৩৭১	২, উপ ১	২ উপ ১
২		২ উপ ২	২ উপ ১
৩		৩১৫	৩৪৮
৩ ২ ক প ১	৩৮৩	৩ ৬	৩৯৬
২	৩১০	৩১৭	৩৯৭
৩০৩	৮৮৪	উপবিধি	৩৯৮
৩ ৪ প ১	৩৮৯	৩১৮	৩৭৯
২		৩ ৯	
৩০৫	৪০০	৩২০	
৩০৬	৩৮২	৩২১	৩৬৮
৩ ৭ প ১	৩৮৩	৩২২ প ১	৪ ১ প ১
২	৩৮৭	২	৩
৩		৩	৪০২
৪	৩৮৯	৪ প্র ১	৪০১ প ৪
৩০৮ প ১ ২ ও ৩	৫৫৬	প্র ২	
৪	৫৫৭	৩২৩	৫ ৯
৩০৯ প ১		৩২৪	৫৫৬, প ২
১, উপবিধি	৩৩ প ১ উপবিধি ২	৩২৫, প ১	৫২০
২	৩৩, প উপবিধি ১	২	
৩১০	৩৯১, প ১	৩২৬	৫২২
		৩২৭	৫২৩
		৩২৮	৩৫০ প ১

[1] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩১ ধা, দেখ।
[2] ঐ ঐ ৩২ ধা, দেখ।

[3] ১৮৭৪ সা, ১১ অ, ৩৩ ধা, প ১ দেখ।
[4] ঐ ঐ ঐ প ২ দেখ।
[5] ঐ ঐ ৩৫ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৩২৯	৩৫৯ প ১	৩৪৭	৩৩৭
৩৩০, প ১	৫ ৩ প ১	৩৪৮	৩৩৮
২	৫১৩, প ১ ও ৩	৩৪৯	৩৩৯
৩	৫১৪ প ১	৩৫০	
৪	৫১৫	৩৫১	৫৫১
৫	৫ ৬	৩৫২	৯১
৬	৫ ৭	৩৫৩ প ১	৮৮ প ২, প্র (খ)
৩৩১		২	৮৯, প ১
৩৩২	৩৫৪	৩	২
৩৩৩	৩৫৫	৩৫৪	৯০
৩৩৪ প ১	৩৫৬ প ১	৩৫৫	৯১
প ২ ও ৩	২	৫৬	৫৮৪
প ৪	৩	৩৫৭ প ১	২০৯, প ২
৫	৪	২	২১০
৩৩৫	৩৫৭ ও ৩৬১ প ১	৩৫৮	২ ৭ প ১
৩৩৬	৩৫৮	৩৫৯	১ ৭ উপাধিধি ২
৩৩৭	৩৬১	৩৬০	২ ৮
৩৩৮	৩৫৯ ও ৩৬২, প ২	৩৬১	২১৫ প ১ ও ৩
৩৩৯	৩৬০	৩৬২ প ১	(২০৯ প ২ (২৫৩ প ১
৩৪০	৩৬১	২	(২০৯, প ১ (২৫৮, প ১
৩৪১	৩৬৩	৩৬৩	২৯১
৩৪২	৩৬২ প ১	৩৬৪	৪৮৫
৩৪৩	২	৩৬৫	৯৫, প ১
৩৪৪	৩৬৩	৩৬৬	৯৭
৩৪৫	৩৪১, প ৬	৩৬৭	১০৫
৩৪৬, প ১	৩৬৪ প ১	৩৬৮, প ১	৯৭
২	২	২	৯৮
৩	৩	৩৬৯, প্র	৯৭পং২
৪	২	২	৯৬
৫	৪৪৪		

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৩৭০	১০২	৩৯১	৫০৯
৩৭১	১০২	৩৯২	৫১১
৩৭২	১ ২	৩৯৩	৫০৬
৩৭৩, প ১	১০২	৩৯৪	৫১০
২	১০	৩৯৫	৫১২
৩		৩৯৬	৫২৫ প ১, ২ ও ৩
৩৭৪	১ ০	৮৯৭, প ১	৫২৫ প ১
৩৭৫	১০২	২	২ ও ৩
৩৭৬, প ১	১০২	৩	৪
২	১০২	৩৯৮, প ১	৫২৫, প ১—৪
৩	০২	১, উপ	প ৫
৪	১০২	২	৫২৬
৩৭৭	৯৯ (ঘ) ও (ঙ) প্র ছাড়া	৩	৫২৭
৩৭৮, প ১		৩৯৯	৫২৪
২	১০৬	৪০০, প ১	৩২১ প ১
৩৭৯[১]	১৬৬	২	২
৩৮০	১৬	৪০ , প ১	৩২২
৩৮১	১৫৪	২	৩২৩
৩৮২	১০৩ প ১	৪ ১	৩২৪ প ১—৪
৩৮৩	২	১০৩	৩২৫
৩৮৪	২	৪০৪	৩ ৯
৩৮৫	১ ৪	৪ ৫ প্র ১	২৭৯, ৩২০
৩৮৬	৫২	২	২৭৯, প্র (ঘ)
৩৮৭, প ১	৫ , প ১	৩	(ঙ)
২	৫৩৪, প ১	৪	(চ)
৩৮৮	৫০১	৫	২৭৯, ৩২০
৩৮৯ প ১	৫০৭ প ১	৬	২৭৯, প্র (গ)
২	২	৪০৬ প ১, প্র ১	৩২০, প্র ১
৯০	৫০৮	২	(ক
		৩	(খ)

[১] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩৬ ধা, দেখ।

[২] ৮৭৪ সা, ১১ আ, ৩৭ ধা, দেখ।

১৮৭০ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪০১ পা ১ প্র ৪	৩২০, প্র (গ)	৪১৮'	৫২৮, পা ১
৫	(ঘ)	৪১৮ ব্যাখ্যা'	৫২৮, ব্যাখ্যা
৬	(ঙ)	৪ ৯	৫৩১
৭	২৭৯, ৩২০	৪২	৫২৯
৮	৩২ প্র (ছ)	৪২১	৫৫৪ ক
৯	(জ)	৪২২	৫৫৪
১০	(ঝ)	৪২৩	৪৬৪
১	(ঞ)	৪২৪ পা ১	৪৬৯
১২	(ট)	২	৪৬৯
৪০৬, পা ২	২৭৯ ৩২০	৩	৪৬৪
৩	২৭৯ ৩২০	৪২৫ পা ১	৪৬৫, পা ১
৪	৪৬২ উপবিধি	২	২
৪০৭	৩২১	৪২৬	৪৬৬
৪০৮, পা ১	৪৬২ পা ১	৪২৭	৪৬৭
২	২	৪২৮	৪৬৮
৩	৩	৪২৯	৪৭০
৪		৪৩০	৪৭১
৪০৯, পা ১	৩২৮	৪৩১	৪৭২
২	৬ অধ্যায় ১—ক	৪৩২	৪৭৩
৩	ঐ ১	৪৩৩	৪৭৪
৪১০	৩২৭	৪৩৪	৪৭৫
৪ ১	৩২৯	৪৩৫, পা ১	৪৮০
৪ ২	৩৩০	পা ২ ও ৩	৪৮১
৪ ৩	৩৩১	৪৩৬ পা ১	৪৮২ পা ১
৪ ৪	৩৩২	২	২
৪১৫ পা ১	৫৩৪, পা ১	৩	৩৪৭
২	৫৩৬	৪	
৪১৬	৫৩৫, পা ২	৪৩৭	৪৮৪
৪ ৭, পা ১	৫৩৫, পা ১	৪৩৮, পা ১	৪৪৫
২	২	২	৪৪৭, পা ১

৫ ১৮৭৪ সা ১১ আ ৬ ধা দেখ। ১৮৭৪ সা ১১ আ, ৩৯ ধা, দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪৩৯	২২২	৪৫৪, উদা (চ)	২৩৬ উদা (খ)
৪৪০	২২৩	(ণ)	(ঙ)
৪৪১	২২৪	(ত)	(গ)
৪৪২	২৬৫	৪৫৫	২৩৭
৪৪৩ *	২২৬	৪৫৬	২৩৮
৪৪৪	২২৮	৪৫৭	২৩৯ প ১
৪৪৫	২২৮	৪৫৭ উদা (ক)	২৩৯ উদা (ক)
৪৪৬	২২৭	(খ)	
৪৪৭	২২৯	৪৫৮	২৪০
৪৪৮	২৩০	৪৫৯	৪১
৪৪৯	২৩২	৪৬০, প ১	৪০০, প ১
৪৫০	২৩১	২	২
৪৫১[1]	২৩৩	৩	৩
৪৫২	২৩৪	৪	৪
৪৫৩	২৩৫	উদা (ক)	উদা (ক)
৪৫৩ ব্যাখ্যা		(খ)	(খ)
৪৫৪ প ১—৩	২৩৬	(গ)	(গ)
৪৫৪, উদা (ক)	২৩৬ উদা (ক)	(ঘ)	
(খ)	(খ)	(ঙ)	৪০৩ উদা (ঘ)
(গ)	(ঙ)	(চ)	(ঙ)
(ঘ)	(চ)	(ছ)	(চ)
(ঙ)		(জ)	(ছ)
(চ)	২৩৬ উদা (ছ)	৪৬১ প্র ১	৩৬৭, প ২
(ছ)	(জ)	২	৩
(জ)		৪৬২	৩৬৪
(ঝ)		৪৬৩	৩৬৭ প ১
(ঞ)	২৩৬, উদা (ঝ)	৪৬৪, প ১	৩৬৭ প ১ ২ ৩ ৪ ৩৬৯
(ট)		২[2]	৩৭, প ১
(ঠ)	২৩৬, উদা (ঞ)	৩	৩৭২
(ড)	(ঠ)	৪	৩৬৭ প ৫ উপবিধি।

[1] ১৮৭৪ সা, ১১ আ, ৪০ ধা, দেখ।

[2] ১৮৭৪ সা, ১১ আ ৪ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪৬৪ প ৫	
৬	৫৪৮
৭	৫৪৮
৪৬৫	১৯৭
৪৬৬ প ১, ২ ও ৩	১৯৮ প ১
৪	২
৫	৪ শেষ প
৪৬৭	১৯৬, প ১, প্র (ক)
৪৬৮	(খ)
৪৬৯	(গ)
৪৭০ প ১	১৯৬ প ২
২	৩
৪৭০ ব্যাখ্যা	
৪৭১ প ১ ও ২	৪৭৬ প ১
৩	২
৪৭২, প ১	৪৭৭ প ১
২	
৩	৪৭৭ প ২
৪৭৩	৪৮৭ প ১
৪৭৪ প ১ ও ২	৪৭৮
৩	
৪৭০	
৪ ১	৪৭৯
৪ ২	৪৭৮, প ২
৪ ৭৭	৪৭৬
৪৭৮	২০০
৪৭৯	২০০
৪৮০	১২৮
৪৮১	২৯
৪৮২	১৩০
৪৮৩	১৩১, প্র (ক)

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৪৮৪	১৩১
৪৮৫	১৩৩ প্র (গ)
৪৮৬	(ঘ)
৪৮৭	১৩২, ও ১৭৩, প্র (খ)
৪৮৮	১৩৩, প্র ১
৪৮০ অবধি ৪৮৮ পর্য্যন্ত (৩৬অধ্যায়),	২৮অবধি১৩৩ পর্য্যন্ত (৯ অধ্যায়)
৪৮৯ প ১	১০৭ প ১ ২৪ প ১, ২ ও ৩
২	১২১, প ১
৩	
৪	
৪৯০	১০৭, প ১ ১২৪ প ১, ২ ও ৩
৪৯১	১৭৮
ব্যাখ্যা	৭৮, ১১৮
৪৯২	১ ৩
৪৯২, ব্যাখ্যা	১১৪
৪৯৩, প ১, প্র ১	৪৬৫
২	১০৭, প ১ শেষ প্র, ও ১১৯, উপবিধি ২
২	
৪৯৪	৯১
উপবিধি	৩৯, প ১ ১১৫, উপবিধি
৪৯৫	১১৭
৪৯৬	১২০
৪৯৭	১৯, প ১ ১২৪, প ১
৪৯৮, প ১	১৭৮, ১২৪
২	১২৪
৪৯৯, প ১	
২	

১৮৭৪ সা। ১১ আ। ৪১ ধা। দেখ।
ঐ ঐ ৪২ ধা। দেখ।

১৮৭৪ সা। ১১ আ। ৪৩ ধা। দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাদুটিপি।
৪৯৯ প ৩	১২৪, প ১ ও ৪
ব্যাখ্যা	
৫০০	১২৫, প ১, ও ১২৬
৫০১	১২৭
৫০২ প ১	৫২৫ প ১
২	২
৩	৩
৪	৪
৫	১
৬	১১
৭	১০৮ ৫২৫
৫ ৩ প ১	৫২৫, প ১
২	২ ও ৩
৩	৪
৫০৪, প ১	১১০
২	১২১ প
৩	
৪	১১
৫০৫	১১
৫০৬	১১
৫০৭ প ১	১২৪ প ২
২	৩
৫০৮	১২৪ প ৩
৫০৯, প ১	১৩
২	৫১৫
৫১০, প ১	১২৪ প ১
২	৫
৫১১	১২৫, প
৫১২	২
৫১৩	১২৭

৮৭৪ সা. ১১ আ, ৪৪ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাদুটিপি।
৫১৪ প ১	৫২৫ প ১
২	প ২ ও ৩
৩	প ৪
৫১৫ প ১	১৩ ১১২
২	১১০
৩	১১৮ প ২
৪	৫২২
৫ ১	২৩
৫১৭	১ ২
৫ ৮ ও ব্যাখ্যা ১	৪৫ প ১
৫ ৮ ব্যাখ্যা ২	২
৩	৩
৪	৪
৫১৯	৪৪
৫২০	৪৩২ প ৩
৫২১	৩৪
৫২২	৩২
৫২৩ প ১	১৩৬
২	৩৯ ধ (ক)
৩	৪০
৪	৪২
৫	১৩৯ ধ (গ), ও ১৭০
৫২৪ প ১	১ ৯ ধ (খ)
২	
৫২৫ প ১	{১০৭ ও ১০৮ প ১ {১৪১ প ২
২	১৩১ প ৩
৫২৬ প ১	{১০০ প ১ {১৪১, প ১
২	৪১ প ২
৫২৭	১৩৮ প ২

৮৭৪ সালের ১১ আ ৪২ ধা দেখ।

১৮৭২ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৫১৮	৪৩	৫১৫	১ প ২
৫২৯	১, প ২	৫১৬	৪৮৮
৫৩০	১৪৬	৫৩৭	৪৮৯
৫৩১	১৫৭	৫ ৮	৪৯০
৫৩২	১৭৮	৫৩৮	৫৬৮ প ১
৫৩৩	৪৯ প	৫৪০	১ প ২
৫৩৪	৫৩৩	৫৪	প ২

পাণ্ডুলিপির যে২ ধারার সহিত ১৮৭৪ সালের ১ আইনের যে২ ধারা মিলিত তৎ প্রদর্শক বর্ণনাপত্র।

১৮৭৪ সালের ১১ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৪ সালের ১ আইন।	পাণ্ডুলিপি
১	৪ প্র (ক) ও (খ) ২৮ ২ ৫ প ১	২৩ ২৪ প্র ১	
২	৬ প ২ প্র ১	২	৪১৫ ব্যাখ্যা
৩	৮৮০ প ১	২৫	৫৫৯
৪	৭ প ১ প্র২ ও প ৩	২৬	উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে ৪১১ ৪১৩ ধ ও দেখ।
৫	১৬ প ৩		
৬	১৯৩ প ১ ৫৩৯ প ১	২৭	৪২২ প্র ২
৭		২৮	৪২৩
৮	৫৩৫	২৯ প্র ১	৪৩৬ প ১
৯	১৭৯ উপবিধি	২	উপবিধি ২
১০		৩০	৪৩৯
১১	৫৩৮	৩১	৪৩৭
১২	৪১৭ প ২ ৪৪৮	৩২	৩৮৩, ৩৯০
১৩	৩৫০	৩৩	৩৯১, প ২, ৩৭৪
১৪	২১০	৩৪ প্র ১	৪০১ প ১
১৫	২১৯, প্র ১	২	৪
১৬	২৪৫	৩	
১৭	২৬১ প্র (ঝ)	৩৫	৫১৪ প ১ ৫১৫ ৫১৭
১৮	১৯৪ প ১	৩৬	১৬৬ প ৪
১৯	২৮৭	৩৭	৫২৫, প ৫
২০	২৮৯	৩৮	৫২৮, প ১ ও ব্যাখ্যা
২১	৩০২, প ১ ৩০৮	৩৯	৫৬৫ প ২
২২, প্র ১	৪ ৩	৪০	২৩৩ উদাহরণ
২	৪১৮, ৪২৩ উপবিধি ২	৪১	৩৭১ প ১, ৫৪৮
৩	৩৭১ প ৩	৪২	৪, শেষ প
৪		৪৩	৯ অধ্যায়
৫	৩৭৮, ৪২৯	৪৪	৫২৫, প ৪
		৪৫	৩৮, প ১

পাণ্ডুলিপির যে২ ধারার সহিত হাই কোর্ট বিধিরক ১৮৭৫ সালের ১০ আইনের যে২ ধারা মিলে তৎপ্রদর্শক বর্ণনাপত্র।

৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১		৩১	৩৪০
২	২	৩২	২৬৮
৩	৪, ২৭৭	৩৩	২৭৪ ২৭৭, ২৭৭
৪	৩৩৪	৩৪	২৭৩
৫	৩৩৫	৩৫	৪৫১
৬	৫	৩৬	৪৫২
৭	২২৭	৩৭	৪৫৩
৮	২২৭	৩৮	২৭৭
৯	২২৮	৩৯	৩১১
১০	২ ৮	৪০	৩১২
১	২২৯	৪১	৩১২
১২	২৩০	৪২	৩১৩
১৩	২১১ ৫৫৯	৪৩	৩ ৩
১৪	২৭৪ ৪০১	৪৪	৩,৪
৫	২৩২	৪৫	৩১৫
৬	২৩১	৪৬	৩১৮
১৭	২৩৪	৪৭	২৭৮ ২৭৯
৮	২৩৫	৪৮	২৮০
১৯	২৩৬	৪৯	২৭৭
২০	২৩৭	৫০	৩১৬
২১	২৩৮	৫১	৩১৭
২২	২৩১	৫২	
২৩	২৪০	৫৩	২৭৮
২৪	২২৬	৫৪	২৭৯
২৫	৫৪৩	৫৫	২৮০
২৬	২২১	৫৬	২৮০
২৭	৩৩৬	৫৭	২৭৯
২৮	২৭২	৫৮	২৮১
২৯	২৭২	৫৯	২৮৭
৩০	২৭৩	৬০	২৮৮

১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৬১	৩৪২	৯২	৩০১
৬২	২৯০, ২৯১	৯৩	৩০০
৬৩	২৯৩	৯৪	৩০২
৬৪	২৯৪	৯৫	৩০৩
৬৫	২৯৭	৯৬	৩০৩
৬৬	৩৬৪	৯৭	৩০৬
৬৭	২৯৬	৯৮	৩ ৬
৬৮	৩৬৫	৯৯	২৮৪
৬৯	২৯৫	১ ০	৩০৯
৭০	৫৫৮	১০১	৪৩৪
৭১	৫ ৯	০২	২৫১
৭২	৫২	১০৩	৩৮৪
৭৩		০৪	৩৮১ ৩৮৫
৭৪	৫২১	৫	৩৮৬ ৩৮৭
৭৫	২৮৯	১০৬	৫৫৬, ৫৫৭
৭৬	৫ ৩ ৫১৫ ৫১৫ ৫ ৭	০৭	
৭৭	৩৩৮	০৮	৩৯২ ৩৯৪ ৩৯৫
৭৮	৩৩১	১ ৯	৩৫
৭৯		১১০	৩৯৬
৮০	৫৫১	১১১	৩৯৭
৮	৯	১১২	৩৯৯
৮২	৮৮	১ ৩	৩৬৮
৮৩	৯০	১১৪	৩৮২
৮৪	৯১	১১৫	৪২৮
৮৫	৯২	১১৬	৪৫৫
৮৬	৯৫	১১৭	৪০৩
৮৭	৯৭	১ ৮	২২২
৮৮	০৫	১১৯	৫২১
৮৯	১ ৫	১২০	৪৯৫
৯০	২৯৮	১২১	৪৯৬
৯১	৯৯	১২২	১৬৭

১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৫ সালের ১০ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
১২৩	৪৬৮	১৩৯	৫১৪
১২৪	৪৭০	১৪০	৩৭
১২৫	৪৭১	১৪১	১০৭
১২৬	৪৭৩	১৪২	৫৩৩
১২৭	৪৭২	১৪৩	১
১২৮	৪৭৪	১৪৪	
১২৯	৪৭৫	১৪৫	১৯৫
৩০	৩৪১	১৪৬	৩৩৩
১৩১	১৯৭	১৪৭	৫৩৭
৩২	১৯৮	১৪৮	৫০১
৩৩	১৯৬	১৪৯	৫৫০
১৩৪	৯১	১৫০	৩৫২
১৩৫	৪৭৬	১৫১	৩৪৫
১৩৬	৫০৮	১৫২	২৫
১৩৭	৫২৫	৫৩	
১৩৮	৫২৫, ৫২৭		

পাণ্ডুলিপির যে২ ধারার সহিত প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের যে২ ধারা মিলে তৎপ্রদর্শক বর্ণনাপত্র।

১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডু লিপি।
১		৩১	৫৪৮
২		৩২	২০৪
৩	১	৩৩	২০৫
৪		৩৪	৯১, ২০৫
৫	৩৪২, ৫১৮	৩৫	২০৫
৬	৪	৩৬	৯১
৭		৩৭	২০৬
৮	৭ ১৮, ১৯ ২০, ২৫	৩৮	১৯৭
৯	১৮, ২০ ২১	৩৯	৯৮
১০	৩	৪০	৯৯
১১	৩২	৪১	৯৬
১২	৩৩	৪২	৯৬
১৩	৩৫	৪৩	১৯৬
১৪	৫	৪৪	৪৭১
৫	৩৪	৪৫	২০০
১৬	১৬৫	৪৬	১৯৬ ১৯৭ ১৯৮
৭	৫৬২	৪৭	৬৮
১৮	৭৮	৪৮	৬৯
১৯	১৮০	৪৯	৭০
২০	৮১	৫০	৭৩
২১	১৮৩	৫১	৭৪
২২	১৮২	৫২	৯৪
২৩	১৮৬	৫৩	৯১
২৪	৫৪২	৫৪	১০৭
২৫	১৯২	৫৫	১৮৭
২৬		৫৬	৭৫, ৭৭
২৭	২০৫	৫৭	
৮	৯২	৫৮	৭৬
২৯	১২৯	৫৯	৭৭
৩০	২০১	৬০	৮০

১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৬১		৯২	২১৭
৬২	৬৫	৯৩	২১৮
৬৩	৮৩	৯৪	২২২ ২২২
৬৪	৮৪ ৮৫	৯৫	২২৩
৬৫	৮৬ ৮৭	৯৬	২২৪
৬৬		৯৭	৫৬৫
৬৭	৮৮	৯৮	২২৬
৬৮	৮৯	৯৯	২২৮
৬৯	৯০	১০০	২২৮
৭০	৬৩, ৫০৬	১০১	২২৯
৭১	৫০৭	১০২	২৩০
৭২	৫০৯	১০৩	২৩২
৭৩	৫১০	১০৪	২৩১
৭৪	৫০৬	১০৫	২৩৪
৭৫	৫১১	১০৬	২৩৫
৭৬	৫১২	১০৭	২৩৬
৭৭	৫১৫	১০৮	২৩৭
৭৮	৫২৫	১০৯	২৩৮
৭৯	৫২৫	১১০	২৩৯
৮০	৫২৪	১১১	২৪০
৮১	২ ৮	১১২	২৪১
৮২	২০৯	১১৩	৪০৩
৮৩	২০৯, ৩৫৩	১১৪	২৪২, ৩৭০
৮৪	৩৬৪	১১৫	৩৬২
৮৫	৫৫১	১১৬	২৫৫
৮৬	৩৪৪	১১৭	২৪৭ ৫৪৮
৮৭	২১০	১১৮	২৪৮, ২৬০
৮৮	২১১	১১৯	২৪৩
৮৯	২১৩, ২১৪, ২২১	১২০	২৪৪ ২৫৬
৯০	২১১	১২১	২৪৫, ২৫৭
৯১	২১২, ২১৬, ২১৪, ২২০, ২৯১	১২২	২৫৫ ২৪৬
		১২৩	৩৬৪

১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডু লিপি।
১২৪	৯৩ ৩৪৪	১৫৫	৫২৩
১২৫	২৪৯	১৫৬	৩৫০
১২৬	২৪৬, ২৫৯, ৩৭০	১৫৭	৫১৪
১২৭	৩৪৭	১৫৮	৫১৩
১২৮	৩৪৮	১৫৯	৯৭
১২৯	৫০৫	১৬০	৯৯
১৩০	৩৪০	১৬১	১০২
১৩১	৩৪১	১৬২	১০৩
১৩২	৩৫২	১৬৩	১০৩
১৩৩	২৬০ ৩৪৫	১৬৪	০৩
১৩৪	৫৫১	১৬৫	১০৪
১৩৫	৯১	১৬৬	৫২
১৩৬	৯১	১৬৭	৪১১ ৪১২
১৩৭	৮৮, ৮৯	১৬৮	৪১৭, ৪২৭
৩৮	৯০	১৬৯	৪ ৯
১৩৯	৫৫৩	১৭০	৫১৯
১৪০	৯২	১৭১	৪২০
১৪১	৪৮৫	১৭২	৪২১
১৪২	২৪৫	১৭৩	৪২২
১৪৩	২৫৩, ২৫৮	১৭৪	৪২৩
১৪৪	৯৫	১৭৫	৪২৬
১৪৫	৯৭	১৭৬	৪২৮
১৪৬	৯৬	৭৭	৫৪৮
১৪৭	১০৫	১৭৮	৫৪৮
১৪৮	৩৪২	১৭৯	৪২৩
১৪৯	৩৫৩	১৮০	৪০৪
১৫০	৩৩৭	১৮১	৫৩৭
১৫১	৩৩৯	১৮২	৪৪১
১৫২	৫১৯	১৮৩	৩৮৩ ৩৯০
১৫৩	৫২০	১৮৪	৩৮৪
১৫৪	৫২২	১৮৫	৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৫৪৯

১৮৭৭ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।	১৮৭২ সালের ৪ আইন।	পাণ্ডুলিপি।
৮৬	৫৪৬	২১৭	৯১ ১৫
৮৭	৩৯১	২১৮	১৭
১৮৮	৩৯২	২১৯	১২০
৮৯	৩৯৪	২২০	১১৯
৯০	৩৯৩	২২১	১২৪
৯১	৩৯৫	২২২	১ ৩
১৯২	৩৯৬	২২৩	২৪
১৯৩	৩৯৭	২২৪	১১
৯৫	৪৬৪	২২৫	১২৫
১৯৫	৬৭৯	২২৬	১২৭
১৯৬	৪৬৬	২২৭	১২২
৯৭	৪৬৭	২২৮	৫২৫
৯৮	৫৬৮	২২৯	৫২৫
৯৯	৪৭০	২৩	৫২২
২০	৪৭১	২৩১	১০৮ ১১০, ১১১
২০১	৪৭৩	২৩২	১১২
২০২	৫৭২	২৩৩	৫৩৩
২০৩	৪৭৪	২৩৪	৫৮৮
২০৪	৪৭৫	২৩৫	৪৮৯
২০৫	৪৮০	২৩৬	৪৯০
২০৬	২৬৭, ৫৮২	২৩৭	৫৬৮
২০৭	৪৮৪	৩৩৮	১৮৫
২০৮	১০৭	২৪০	৪৩৭
২০৯	১০৭	২৪১	৪৩৩
২১০	১২১	২৪২	২৫১ ৫৬০
২১		২৪৩	৫২৮
২ ২	১১০	২৪৪	৫২৮, ৫৩৪, ৫৩৫
২১১	১১১	২৪৫	৫৫৫
২ ৪	১১১	২৪৬	৪৪
২ ৫	১০৮	২৪৭	৪২
২১১	১ ৩, ১১৪		

অভিপ্রায় ও হেতুর বর্ণনা।

এক্ষণে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক মূলে তিনটী আইন প্রচলিত আছে। ১৮৭২ সালের ১০ আইন, ৮৭৪ সালের ১ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়া মফস্বলে চলিতেছে। হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৭৫ সালের ১০ আইন রাজধানীনগর সমূহে ও এলাহাবাদে ও লাহোরে চলিতেছে, এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটদের সম্বন্ধীয় ১৮৭৭ সালের ৪ আইনও রাজধানী নগর সমূহে চলিতেছে।

এই সমস্ত আইনের অনেক বিধানে একটী অন্যটীর পুনরাবৃত্তি মাত্র ও এক বিষয়সম্বন্ধীয় হইলেও বিনা প্রয়োজনে অনেক বিষয়ে ভিন্ন ভাব বৈলক্ষণ্য আছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পুস্তকের অনাবশ্যক আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে এবং আদালত এক আইনের অর্থ করিতে গিয়া অন্য আইনসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব নিষ্পত্তি দ্বারা চালিত হইতে পারেন না।

এই পাণ্ডুলিপি ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের পরামর্শানুসারে প্রস্তুত করা গিয়াছে। ৮৭২ সালের আইন রদ লইয়া তৎসহ হাই কোর্টবিষয়ক ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটবিষয়ক আইনের সারাংশ সংযোগ করিয়া ও তাহার ভাষাসম্বন্ধে যে বহু সংখ্যক নিষ্পত্তির রিপোর্ট আছে তাহা অন্তর্ভূত করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে ভারতবর্ষকে একটী সম্পূর্ণ আইন দিয়া এতদ্দেশের জন্য একটী সরল ও সমপ্রকৃতিক ব্যবস্থাপ্রণালী স্থির করিবার নীতি যত দূর সম্ভব ফলবতী করা এই পাণ্ডুলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য। পাণ্ডুলিপির মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনার্থে যত দূর প্রয়োজন হইয়াছে তত দূর ব্যতীত ৮৭২ সালের ১ আইনের ভাষা ও বিন্যাস পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এরূপ করিবার বাঞ্ছনীয়তাই বুঝা যাইতেছে।

২। যদিও ৮৭২ সালের ১ আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক অনেক পারিপার্শ্বিক আইন ও ব্যবস্থা বর্ত্তিত করিয়া তাহার সারাংশ গৃহীত হইয়াছিল এখনও অনেকগুলি স্পর্শ করা যায় নাই। এই আইনগুলির সংগ্রহ করা বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির গৌণ উদ্দেশ্য। এই আইনগুলি সংখ্যায় দ্বাদশটী যথা।

আইন।

পরগণানবীশ কাছারী বন্দোবস্ত বিষয়ক ৮৫০ সালের ১৩ আইন
বাজেয়াপ্তি বিষয়ক ৮৫০ সালের ২৪ আইন
বাজেয়াপ্তি বিষয়ক ৮৫৮ সালের ৩ আইন
পোলীসবিষয়ক ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৬ ও ২৪ ধারা ৩৭ অবধি ৪০ পর্য্যন্ত ধারা ও ৩৫ ধারার কিয়দংশ।
হাই কোর্টে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার প্রণালীবিষয়ক ১৮৬৮ সালের ৮ আইন
শাস্তি স্থগিত করিবার ক্ষমতা বিষয়ক আইন (ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাদের প্রতি বর্ত্তিত ক্ষমতা সম্বন্ধীয় ৮৭০ সালের ২৩ আইনের ১ ২ ৪ ধারা।
১৮৭৯ সালের ১৬ আইনের ৩ অধ্যায় (ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে ব্রিটিষ প্রজাদের কৃত অপরাধসম্বন্ধে ব্রিটিষ ভারতবর্ষে অনুসন্ধান-গুণবিষয়ক)

ব্যবস্থা।

বঙ্গদেশের বাজেয়াপ্তি বিষয়ক ৮৫৮ সালের ৩ আইন
বঙ্গদেশের কোর্ট অফ ওয়ার্ডস বিষয়ক ৮৭৫ সালের ১০ আইন,
মান্দ্রাজ বাজেয়াপ্তি বিষয়ক ১৮৭ সালের ২ আইন
বোম্বাই বাজেয়াপ্তি বিষয়ক ৮৭ সালের ১৫ আইন

৩। পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার ফল এই হইবে যে যাহা রহিত করা নাই এরূপ ৩৫ ধারা ব্যতীত আর একটী আইনের পরিবর্ত্তে ৫৬৮ ধারা বিশিষ্ট একটী আইন হইবে।

৪। বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি নয় খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চলিত উপক্রমণিকার বিষয় আছে। দ্বিতীয়খণ্ডে ফৌজদারী কার্য্যালয়ের ও কার্য্যালয়ের সংস্থা ও ক্ষমতার কথা আছে। তৃতীয়খণ্ডে কতকগুলি সাধারণ [illegible] আছে। চতুর্থ খণ্ডে অপরাধ নিবারণের কথা। পঞ্চমে পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহার [illegible] কথা। ষষ্ঠে [illegible] কার্য্যপ্রণালীর, সপ্তমে আপীলের ও অপরের [illegible] বিশেষ [illegible] বা [illegible] নবমে অতিরিক্ত বিধানের কথা।

উপক্রমণিকা।

৫। প্রথমখণ্ডে [illegible] তাহাতে চলিত উপক্রমণিকার বিষয় আছে। ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কোন [illegible] পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, এবং "[illegible] রাজকীয় অভিযোক্তা" "উকীল" "আরোপ" "[illegible]" "স্থান" "ও পোলীস থানা" এই সকল শব্দের

অর্থ করণ সংযোগ করা গিয়াছে। "নালিশ" শব্দের এরূপ অর্থ করা গিয়াছে যে পোলীস কর্ম্মচারি যে রিপোর্ট দেন ও পোলীস কর্ম্মচারীকে যে সংবাদ দেওয়া যায় তাহা উহার মধ্যে পড়েন এবং অনুসন্ধান শব্দের অর্থ এরূপে বাড়াইয়া দেওয়া গিয়াছে যে ১৬০ বা ২০৩ ধারাতে যাহারা স্থানীয় অনুসন্ধান লইতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ক্ষমতা পান তাঁহাদের কার্য্য অনুসন্ধানের অন্তর্গত হইবে। "মর্ত্তব্য অপরাধ" শব্দের অর্থ এরূপে সংশোধন করা গিয়াছে যে দ্বিতীয় তপসীলের সহিত উহার সঙ্গত হইয়াছে।)

হাই কোর্ট শব্দের লক্ষণে একটী প্রবর্ত্তণ যোগ করা গিয়াছে তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী যে দেশে আইনক্রমে ঐ রূপ কোর্ট সংস্থাপিত হয় নাই তথায় এই আইনযুক্ত উক্ত কোর্টের কর্ম্ম করণার্থ কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে দেওয়া হইয়াছে। "বিশেষ আইন" "স্থানীয় আইন" প্রভৃতি যে২ শব্দের অর্থ করণ দণ্ডবিধি আইনে এ ছে উক্ত আইনে সেই২ শব্দের যে২ অর্থ এই আইনে ও তাহাই থাকিবে। ন্যায়কে আবার তদন্ত লওয়া বিচার মাজিষ্ট্রেটের সোকদ্দমা এই২ শব্দের অর্থ করা এই আইনের সংশোধিত আকারে প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া তৎসমুদয় উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

২।—ফৌজদারী আদালত।

৬। ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যবিধানের শাসন ও ক্ষমতাবিষয়ক দ্বিতীয়খণ্ডে দুই অধ্যায় আছে তন্মধ্যে প্রথমটীতে (ক) ফৌজদারী আদালতের শ্রেণীবিভাগ (খ) দেশিক বিভাগ (গ) রাজধানী নগরের বহির্ভূত আদালত যথা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত (ঘ) শান্তিরক্ষার্থ জর্জিস, ও (ঙ) জজ ও মাজিষ্ট্রেট ও শান্তিরক্ষার্থ কমিশনরের স্থগিত ও অবসৃত করণ এই২ বিষয়ের কথা। পোলীস বিষয়ক ৮৬১ সালের ৫ আইনে ৬ ধারার বিধান এবং অন্যান্য ধারায় অবলম্বন করা গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটদের দেওয়ানী পদ্ধতি প্রদর্শনার্থ বিধি প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা (৬ ধারায়) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইহার ফল এই হইবে যে যেখানে বাঞ্ছনীয় হয় ব্যক্তিগত ক্ষমতায় স্থাপিত হইবে। প্রেসিডেন্সী সেশন জজেরা সেশন জজের আদালতে আপীলের বিচারাদি তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহাদের সেই সেশন জজের অধীন বলিয়া (৭৭ ধারায়) নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। এবিষয়ে যে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রতিবিধান হইবে।

জজ ও মাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রত্যেক আদালতে যে প্রকারের অপরাধ গ্রাহ্য হইবে ভিন্ন২ শ্রেণীর আদালতে যে যে দণ্ডের আজ্ঞা হইতে পারিবে ও যে প্রকারে ঐ২ আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদত্ত হইবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই২ কথা আছে। পশ্চাল্লিখিত কতকগুলি ছাড়া এর অন্যান্য আইনের যে পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা প্রায়ই তত্ত্বাত্মক। বিশেষ বা স্থানীয় আইন অনুসারে যে২ অপরাধে সাত বৎসর বা অধিক কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট সেই২ অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে (২৯ ধারা)। উচ্চ২ আদালতে এরূপ গুরুতর অপরাধের বিচার করা উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সদর মাজিষ্ট্রেটের এবং বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণীর সমুদয় মাজিষ্ট্রেটের পোলীস রিপোর্ট অগ্রাহ্যের ক্ষমতা থাকিবে (৩৮ ধারা)। অপরাধের অনুসন্ধানকালে মাজিষ্ট্রেটেরা পোলীসের যে২ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। (৮৬২ সালের ১০ আইনের ৬৬ ধারা দেখ) ৪০ ধারার স্থানান্তরে প্রেরিত কার্য্য কারকের ক্ষমতা। এ ধারার সম্বন্ধে এরূপ শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে যে তাহাতে বুঝা যায় যে এক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কর্ম্মচারিকে যে ক্ষমতা দেন অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে প্রেরিত হইলে সেই ক্ষমতা তাঁহার সঙ্গে২ যায় না।

অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা বিষয়ক ৩৩ ধারার প্রথমে ঐ পাণ্ডুলিপির সহিত এই সময় পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ আইনের যে২ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক হইবে। তাহাতে প্রকাশ থাকিবে যে উক্ত কারাদণ্ড সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

বোম্বাই হাইকোর্টের একটী নিষ্পত্তি অনুসারে এই ধারায় বলা গিয়াছে যে দুর্ব্বলকরণ বিষয়ে পীড়িতের কার্য্য পক্ষে বিপ্রতিপত্তি থাকিলে একজন সিবিল সর্জ্জন যুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা এই দণ্ডের আজ্ঞা বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৩।—সাধারণ বিধান।

৭। তৃতীয় খণ্ডে কতকগুলি সাধারণ বিধান আছে। সেগুলি একত্র না করিয়া পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তি বিধানের উল্লেখ করা গিয়াছে। যে জন্য সেগুলি আইনের গোড়ার দিকে কিম্বা আগে থাকে। সেগুলি পশ্চাল্লিখিত বিষয় সম্পর্কীয় যথা মাজিষ্ট্রেট ও পোলীসকে প্রস্তুত করা কার্য্যের জন্য ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দেওয়া। ধ্বংস ও পলায়ন ও পুনঃ ধ্বংস ও উপস্থিত হইবার ও দলীল আনাইবার পরওয়ানা। অনুপস্থিত অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিধি। এস্থলেও আইনের যে পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা প্রায়ই তত্ত্বাত্মক। কিন্তু ৭৩ ধারায় নির্দ্ধারণ করা সর্ব্ব সাধারণে সাহায্য করিতে বাধ্য রাজকীয় সম্পত্তির ও ভোগদখল ও খাস দখল পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে (৪২ ধারায়) তৎসম্বন্ধে যোগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে। আগুন লাগিয়া বা জল নদী বা সমুদ্রের স্প

স্থির হানি হইতে সম্ভব বলা হইলে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিবে (৮২)। গ্রামের মতন প্রভৃতির রিপোর্ট করিতে হইবার আদেশসূচক ৪৫ ধারার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া উহা যে কয়েদিরা পলায়ন করে ও অপরাধিদের নামে ঘোষণা করা যায় তাহাদের প্রতি এবং (পার্ব্বত্য পথের যে সকল গ্রাম দিয়া ডাকাইতের দল সর্ব্বদা যাতায়াত করে সেই সকল গ্রাম সম্বন্ধে বিধান করিবার উদ্দেশে) যে অপরাধী গ্রাম দিয়া চলিয়া যায় মাত্র তাহা নিও প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে এরূপ করিবার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। বলপূর্ব্বক বাধা দিবার স্থলে ধৃত করিবার আর যে উপায় অবলম্বন করিবার অনুমতি পুলিসের হাবার (৪৬ ধারা), ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহা ধৃত হওন এড়াইবার উদ্যোগের প্রতিও বর্ত্তান গিয়াছে। ধৃত করণার্থে আইন মতে পাহারা কোন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিবার ক্ষমতা (৪৯ ধারায়) দত্ত হইয়াছে যে সকল ব্যক্তি ধৃত করেন স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে তাহারা ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন সাংঘাতিক অস্ত্র থাকিলে তাহা লইতে পারিবেন (৫৩ ধারা)। বন্ধ জাহাজ হইতে পলাতক ব্যক্তিদিগকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিবার ক্ষমতা পোপাসের প্রতি অর্পিত হইয়াছে (৫৪ ধারা) এবং ১৮৬১ সালের ১৫ আইনের ১১ ধারার তুল্য (৬৩ ও ৬৪) ধারা দিয়া আইনমত হেফাজত হইতে পলাতক কিম্বা ছাড়াইয়া লওয়া ব্যক্তিদিগকে পুনর্ব্বার ধরিবার বিধান করা গিয়াছে।

কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বাধা দিলে কিম্বা পলায়নের উদ্যোগ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক তাহা করিবার ক্ষমতা পালীসের প্রতি অর্পণ করণসূচক বর্ত্তমান আইনের ১৭৮ ধারার শব্দের ব্যাপ্তি এত অধিক যে তাহাকে জটিল ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্ত পাণ্ডুলিপিতে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে যে যে হার নামে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগে হয় নাই উক্ত ক্ষমতাক্রমে তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তির প্রাণ নিকাশ করার স্বত্ব জন্মে না। এই স্থলে পাণ্ডুলিপিতে ফ্রান্স লণ্ডের ব্যবস্থা অনুসরণ করা গিয়াছে শ্রীযুত মেন সাহেবের মতে উক্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অধিক তর হিতকর।

৮। বর্ত্তমান আইন (১৮৭২ সালের ১০ আইনের ১৫৩ ধারা) মতে মাজিষ্ট্রেটেরা যে সমন দেন তাহা সমন ভিন্ন পোলীসের কোন কর্ম্মকারকদ্বারা জারী করা যায় পাণ্ডুলিপিতে (৬৮ ধারায়) বিধান করা গিয়াছে যে (স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধি নিয়মাধীনে) আদালতের কোন কর্ম্মচারীদ্বারাও সমন জারী করা যাইবে। যে মাজিষ্ট্রেট সমন দেন তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে তাহা জারী করিবার ও তদ্রূপ জারী হওন প্রমাণ করিবার বিধান করা গিয়াছে (৭৩ ও ৭৪ ধারা।)

৯। ৭৫ ধারায় এই আদেশ আছে যে ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট রাজধানী নগরে কি মফস্বলে যেখানেই দেওয়া যাউক, তাহা মোহরযুক্ত হইবে। ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ৫৬ ধারামতে এরূপ স্থলে মোহর করা আবশ্যক নাই। না জামিন বেঞ্চ হইতে যে ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, তাহাতে বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিতে পারিবেন। যাহা সম্ভবত এখনকার চলিত রীতি তাহা এতৎক্রমে আইনসম্মত হইবে।

১০। যে ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় সে পলাইলে তাহার উপস্থিত হইবার মিয়াদের সূচনা-সম্বন্ধে তদ্বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ১৭১ ধারায় যে বিধান ছিল তৎসম্বন্ধে সন্দেহ ৮৮ ধারায় ভঞ্জন করা গিয়াছে।

১১। অন্যদিকে আবার যে ব্যক্তির পশ্চাৎ সোয়ারি হয় ওয়ারণ্ট বিনা তাহাকে ধরিবার ক্ষমতা রহিত করা গিয়াছে কারণ ভারতবর্ষে উক্ত বিষয় সংক্রান্ত অপ্রচলিত প্রথা অপরিজ্ঞাতই আছে জাহাজ হইতে পলাতক ব্যক্তিদিগকে ধরিবার নিমিত্ত জাহাজের কাপ্তান ও মালিকের প্রতি যে ধারায় ক্ষমতা প্রদত্ত হয় সেই ধারাটী উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনে ইহার যথোচিত বিধান আছে।

১২। কি রূপে ঋণ ও অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে বর্ত্তমান আইনে ইহার কোন বিধান নাই। এই নিমিত্ত ৮৯ ধারায় এই বিষয়ের বিধান করা গিয়াছে এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের উল্লেখ করিয়া প্রাহকের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য ও দায় নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

১৩। কোন ব্যক্তির প্রতি দলীল উপস্থিত করিবার আজ্ঞা মাত্র হইলে তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত এবং উপস্থিত না হইয়া অন্যের দ্বারা উপস্থিত করাইলে, আজ্ঞা পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে (৯২ ধারা)। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪ ধারায়ও এইরূপ বিধান আছে।

১৪। পাণ্ডুলিপি। ৯৯ ধারা বাধা বাঞ্ছনীয় কিনা এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের মতের অপেক্ষায় ঐ ধারা রাখা গিয়াছে। ৯৭ ধারা থাকায় উহা রাখা অনাবশ্যক বোধ হয়।

যে আদালত তলাসী পরওয়ানা দেন, সেই আদালতের বিচার ধীন স্থানের বাহিরে ঐ পরওয়ানা জারী করিয়া যেং দ্রব্য পাওয়া যায় সাক্ষির স্বাক্ষরযুক্ত তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার বিধান (১০৪ ধারায়) করা গিয়াছে। তদাশকালে কখন২ যে সকল অনিয়ম হয় বলিয়া কথিত হয়, সাক্ষির স্বাক্ষর গ্রহণের

প্রয়োজন হওয়াতে তন্নিবারণের একটি উপায় হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন প্রস্তাবের দোষগুণ বিচার প্রার্থনা করা যাইতেছে।

১২। যে সকল ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদিগকে তলাশ করিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদিগকে দিয়া একটি প্রকরণ সন্নিবেশ করা গিয়াছে (১৭১ ধারা)। উক্তরূপ ক্ষমতা প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে রাজধানী নগর ভিন্ন ভারতবর্ষে উচ্চ মাই বলিয়া অনুমিত হয়। রাজধানী নগরে ১৮৭৫ সালের ১০ আইনমতে হাই কোর্ট কেরিয়স কর্পস সদৃশ আজ্ঞা করিয়া থাকেন।

৪।— অপরাধ নিবারণ।

৬। অপরাধের নিবারণ সম্পর্কীয় চতুর্থ খণ্ড অতি লাগনিবন্ধক ষষ্ঠ খণ্ডের পূর্ব্বে থাকাই উচিত এরূপ বিবেচনা হয়। ইহাতে ছয়টী অধ্যায় আছে ভয় ও শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের জামিন দেওয়া বেআইনীমত জনতা ভঙ্গ করা অনিষ্ট জনক বিষয় উঠাইয়া দেওয়া, স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কীয় বিবাদ ও পোলিসের নিবারণার্থক কার্য্য এই ২ কথা আছে।

১৭। শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের জামিন সংক্রান্ত অধ্যায়ে অপরাধনির্ণয় হইলে শান্তিরক্ষার জামিন লইবার ১৭ ধারার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া যে স্থানে কাহারও শরীরের বা সম্পত্তির হানি করিবার ভয় দেখাইয়া অপরাধ ভাবে ভয় দেখাইলে অপরাধ নির্ণয় হয় সেই স্থানের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে। শান্তি ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ভৈরব উপায় অবলম্বন করা যে প্রকারের অপরাধ উহাও সেই প্রকারের অপরাধ সুতরাং জামিন লওয়া সম্বন্ধে একই শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়া উচিত। আপীল হইয়া বা প্রকারান্তরে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে নিবন্ধপত্র ব্যর্থ হইবে। এই সব সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনে কোন কথা নাই।

বর্ত্তমান আইনের ৪০৫ ও ৪০৬ ধারার তুল্য ১১১ ধারায় প্রসিদ্ধ বদমায়েসদের স্থানে বা আশঙ্কা জনক চরিত্রের লোকের স্থানে জামিন চাহিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটকে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল শব্দ উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। ঐ শব্দগুলি অস্পষ্ট এবং উহাতে পোলীসের হাতে যে ক্ষমতা দিয়া যায় তাহার অত্যন্ত অপব্যবহার হইতে পারে বলিয়া আপত্তি হইয়াছে।

যে প্রকারের ও যে শ্রেণীর জামিনের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া গিয়াছে (১৩)। কোন ২ ব্যক্তি যে জামিন হওয়া যায় ইহা ও তাহার নিবারণ হইবে আশা করা যায়। বর্ত্তমান আইনের ৩৯৯ ধারা দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে কেবল টাকার জামিনের বিধান করাই আইনের উদ্দেশ্য কেন না ব্যক্তির সদাচরণের প্রতিভূস্বরূপ ভয় লোক পাওয়াও আইনের উদ্দেশ্য।

যে সম্বাদ পাইয়া মাজিষ্ট্রেট এই অধ্যায়মতে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যতার অনুসন্ধান লইবার (১৮) ধারার কার্য্যাপেক্ষে কোন ব্যক্তি যে নিয়ত অপরাধী এই কথা সাধারণ প্রসিদ্ধি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা ধারার আইনের ৪৯৯ ধারার ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আইনের ২১ ধারার তুল্য কোন বিধান পাণ্ডুলিপিতে নাই। যদি মূল নিবন্ধ পত্রের মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের এরূপ বোধ হয় যে ঐ মিয়াদের অন্ত হইলে নিবন্ধ পত্র লেখককে নির্দ্দোষ ছাড়িয়া দেওয়া যায় না তবে নিবন্ধ পত্র লেখকের প্রতি অন্যায় না হয় এই নিমিত্ত তাহার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইবে।

সদাচরণের জামিন সংক্রান্ত তদন্ত যে প্রকারে সম্পন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে (১৮ ধারা)। এখনকার রীতি এই যে সদাচরণের বোলচালমায় যেরূপ হয় ঐ তদন্ত সেই রূপ হইয়া থাকে পাণ্ডুলিপিমতে ওয়ারণ্টের বোলচালমায় যে রূপ হয় সেই রূপ হইবে। নারাজি না হইলে যে ব্যক্তির প্রতি জামিন দিবার আজ্ঞা হইতে পারিবে সেই ব্যক্তির জামিনেরাই কেবল নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন (১৯ ধারা)। ১৭ ধারায় স্পষ্ট করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে জামিনের প্রার্থনাক্রমে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, জিলার মাজিষ্ট্রেট মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিবন্ধপত্র বহিত করিতে পারিবেন। মহকুমার মাজিষ্ট্রেটদিগকে সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতাও দেওয়া গিয়াছে ১১০ ধারা।

৮ ধারা। বেআইনীমত জনতা ভঙ্গ করণ বিষয়ক (৯) অধ্যায় ভারতবর্ষীয় বলটিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনমতে উপলব্ধি বর্ত্তিয়রদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারীর সেনাদলের সেনাপতিদিগের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

১৯। ১০ অধ্যায়ে ৩৪ ধারার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়া সাধারণের স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর [illegible] ও [illegible] এবং জন সমাজের আবশ্যকীয় ধর্ম্মনিবন্ধন বসায় নিবারণের স্থলের প্রতি বিধান দিয়াছে। শেষোক্ত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দোষগুণের বিচার প্রার্থনা করা যাইতেছে। কোন হিন্দু প্রাচীন নগরে কোন কশাই যদি এরূপে ব্যবসায় চলায় যে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয় সেই রূপ স্থলের নিমিত্ত এই পরিবর্ত্তন অভিপ্রেত।

বর্ত্তমান আইনের ৫১৮ ধারায় যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে যে স্থলে মত্তর প্রতিকার বাঞ্ছনীয় সেই রূপ অত্যাবশ্যক স্থলেই কার্য্য হইবার কল্পনা আছে। মানব জীবনের আক্রান্তের বা নির্ব্বিঘ্নতার আশঙ্কা স্থলে কিম্বা দাঙ্গা বা হাঙ্গামার স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, পাণ্ডুলিপিতে (১৪৫ ধারায়) বিধান আছে যে ১ অধ্যায় মত কোন আজ্ঞা দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না। সময় থাকিলে ৩ অধ্যায়মতে কার্য্য প্রণালী চলিবে।

২০। যে স্থলে স্থাবর অধিকারের স্বত্ব লইয়া বিবাদ হয়, কেবল সেই স্থলের প্রতি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ বিষয়ক ১ অধ্যায় স্পষ্ট বাক্য বর্ত্তান গিয়াছে।

(১৪৯ ধারামতে) স্থানীয় তদন্ত করিতে প্রেরিত ব্যক্তির রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্য স্বরূপ পঠিত হইতে পারে কি না এবিষয়ে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে। হইতে পারে বলিয়া পাণ্ডুলিপিতে এক ধারা মীমাংসা করা গেল।

৫ পোলীসে সংবাদ দেওয়া ও তাহাদের অনুসন্ধানের ক্ষমতা।

২১। পঞ্চম খণ্ড এনাক্রারা ক্রিমিনাল ইহাতে পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার কথা আছে। ইহা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩ অধ্যায়ের ও ঐ আইনের ৩১৯ ও ৩২০ ধারার তুল্য।

২২। ৫ কিম্বা ৭ ৎক্ষণাৎ প্রত্ত করা আবশ্যক নহে। ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৭ ধারায় এই ২ কথা আছে, তাহা এই পাণ্ডুলিপির ১৫৮ ধারা হইতে উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় না যে পোলীসের কর্ম্মকারক প্রথমে কোন ব্যক্তিকে ধরিতে সক্ষম নহেন জ্ঞান করিলে মর্ত্তব্য অপরাধের মোকদ্দমায় কোন অনুসন্ধান লইতে পারিবেন না।

৩। ৬২ ধারায় স্পষ্ট বিধান করা গিয়াছে যে স্বীকার বাক্য কেবল যে মাজিষ্ট্রেট গ্রহণ করিবেন এমন নহে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষার ন্যায় তাহাতে স্বাক্ষর ও সার্টিফিকেটও যাগ করিবেন। স্বীকার বাক্য যে মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও তাহাতে যে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে ইহা দেখাইবার নিমিত্ত স্বীকার বাক্য সম্বন্ধীয় সম্মাত্মক লিপির পাঠে কএকটী শব্দ সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

২৪। কার্য্যে যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তাহা অতিক্রম করিবার উদ্দেশে পোলীস কর্ত্তৃক তলাশবিষয়ক ১৬৬ ও ৬৭ ধারা সংশোধন করা গিয়াছে। ৬৮ ধারাও সংশোধন করা গিয়াছে। একদিকে যতক্ষণ আবশ্যক তদধিক কাল পোলীস থানায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিতে দিবার সম্বন্ধে অত্যন্ত আপত্তি আছে অন্য দিকে আবার অপরাধিদিগকে ধরিবার নিমিত্ত বা সম্পত্তি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সত্বরে জমিনে তাহার উপস্থিত থাকা আবশ্যক হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিতেই হইবে বলিয়া আদেশ করায় সুবিচারের শুভফল বাধা হইতে পারে। উপযুক্ত সতর্কতার নিয়মাধীনে বিশিষ্ট কারণে অপরাধি কর্ত্তৃক ক্ষণকার যত আটক করিয়া রাখিতে দেওয়া যাইবে, কিন্তু সর্ব্বসাকুল্যে পনের দিনের অধিক কাল আটক করিয়া রাখা যাইবে না।

২৫। ১৮৭২ সালের ৪ আইনের ১১ ধারা মতে করণবদের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে অপমৃত্যুর অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটদের প্রাক্তন মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ার্থে মৃত দেহ কবর হইতে উঠাইয়া পরীক্ষা করিবার তদ্রূপ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে (১৭৭ ধারা)।

৬ — অভিযোগের কার্য্যপ্রণালী।

২৬। ষষ্ঠ খণ্ডে আপীল পর্য্যন্ত অভিযোগের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কথা আছে। এই খণ্ড পঞ্চাশটি বিভিন্ন ঘোল অধ্যায়ে বিভক্ত।

১৫। তদন্ত ও বিচার কার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিপত্যের বিধি।
৬। মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।
৭। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।
৮। সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।
৯। অভিযোগের বিধি।
১০। মাজিষ্ট্রেটেরা সেশন জজ যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।
১১। যে মোকদ্দমা [illegible] বাহির হয় মাজিষ্ট্রেট দ্বারা তাহার বিচার হইবার বিধি।
১২। সরাসরী বিচারের বিধি।
১৩। হাই কোর্ট ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।
১৪। তদন্ত ও বিচার [illegible] বিষয়ক সাধারণ বিধি।
১৫। সাক্ষ্য [illegible]।
১৬। নিষ্পত্তি [illegible]।
১৭। দুষ্ট করণার্থে [illegible] আপীল বিষয়ক বিধি।
১৮। অক্ষমতাসাধন [illegible]।

২৯। মত স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

৩০। পূর্ব্ব অপরাধনির্ণয় কি নির্দ্দোষ নিরূপণ বিষয়ক বিধি।

দৃষ্ট হইবে যে, অভিযোগের ঘটনাবলী যে রূপ কালানুক্রমিক পূর্ব্বলিখিত অধ্যায় গুলি, যত দূর হইতে পারে, তদ্রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে।

২৭। (তদন্ত ও বিচারকার্য্যে আদালতের বিচারাধিপতা বিষয়ক) এ অধ্যায়ে প্রথম তদন্তের কি বিচারের স্থানের ও পরে আনুষঙ্গিক কার্য্যাবস্থার আবশ্যক নিয়মের বিধান আছে।

ব্রিটিষ প্রজা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহার দায়িত্ব বিষয়ে এবং পলিটিকাল এজেন্টদের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় প্রমাণ স্বরূপ তাহার গ্রহণ বিষয়ে, ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্তী বিষয়ক (১৮৭৯ সালের ২১) আইনের ৯ ও ১০ ধারায় যথাক্রমে বিধান আছে। ঐ ধারাগুলি এই আইনের এই ভাগে (৮৯ ও ১৯০ ধারায়) উঠাইয়া আনা গিয়াছে। স্পষ্টই বোধ হয় ইহাই উহাদের উপযোগ স্থান।

২৮। মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ সংক্রান্ত বর্ত্তমান আইনের বিধানসমূহে একটী প্রকরণ যোগ করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিলে তিনি তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত তাহা ঐ জিলার অন্য কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকট হস্তান্তর করিয়া দিতে পারিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেটদের আদালতে যে কার্য্য উপস্থিত থাকে আবশ্যক হইলে এখানকার অপেক্ষা অল্প বিস্তরে উঁহারা এই বিধানের বলে সেই কার্য্য বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন।

২৯। ১৯৬ ধারায় আদেশ আছে যে কোনও অপরাধের নালিশ গ্রাহ্য করিবার অনুমতি দেওয়া গেলে, তাহাতে যে স্থানে ও যে ঘটনাসূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অনুমতিদায়ী কর্ত্তৃপক্ষ যে কর্ত্তৃপক্ষের অধীন, সেই কর্ত্তৃপক্ষ অনুমতি রহিত করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান করা গিয়াছে। আর এবিষয়ে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিরাকরণার্থ এরূপ নির্দ্দেশ করা গিয়াছে যে কোন আদালত হইতে সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় এই ধারার দায়া পক্ষে প্রথম উক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালিশ বিষয়ক ১৬ অধ্যায় ১৮৭২ সালের ১০আইনের ১৪৪ অ ধি ৪৭ পর্য্যন্ত ধারার তুল্য কিন্তু তাহাতে এই বিধানটী যোগ করা গিয়াছে যে কোন মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম নহেন সেই নালিশ তাঁহার নিকট লিখিয়া দেওয়া গেলে তিনি উপযুক্ত আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য তাহা ফিরাইয়া দিবেন (২০২ ধারা)।

পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট পরওয়ানা দেওয়া স্থগিত রাখিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন না (২০৩ ধারা)।

৩১। সেশন আদালতের না হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক ৮ অধ্যায়ে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে তিনি অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করণে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা চলনের যে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন (২০৩ ধারা)।

৩২। ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৩৯ অবধি ৪৫৯ পর্য্যন্ত ধারার ১৮৭৫ সালের ৮ আইনে যে সংশোধন হয় তাহা অভিযোগপত্র বিষয়ক ১৯ অধ্যায় সমুদয় ব্রিটিষ ভারতবর্ষের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে এবং চাঁদ হরের মোকদ্দমায় (১১ বোম্বাই রিপোর্ট ২৪ পৃ) ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৫৭ ধারার সম্বন্ধে শ্রীযুত জষ্টিস গুরেষ্ট সাহেব যে কথা বলেন, তদনুসারে পাণ্ডুলিপির ২৩৯ ধারা এরূপ করা গিয়াছে যে কয়েকটী বিশেষ ক্রিয়ার সমষ্টি স্বরূপ অপরাধে আবদ্ধ রাখা গিয়াছে যন্মধ্যে কতক গুলির সংযোগ হইলে একটী ক্ষুদ্রতর সম্পূর্ণ অপরাধ হয়।

বর্ত্তমান আইনের ৪১৪ ধারার তুল্য অভিযোগ সংযোগ সংক্রান্ত ২৩৬ ধারা হইতে দণ্ডের পরিমাণ বিষয়ক সমুদয় বিধান উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। উহা মূল ধারার অন্তর্গত কার্য্যবিধানের অনুগত নহে এবং উহার উপযুক্ত স্থান দণ্ড বিধি আইন। উহা হইতে লইয়া সংশোধন করা গিয়াছে।

কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে যে স্থলে সেই ব্যক্তি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দেন যাহাতে উহা ক্ষুদ্রতর অপরাধ হইয়া পড়ে সেই স্থলের নিমিত্ত ২৩৯ ধারায় বিধান করা গিয়াছে। তাহা হইলে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

৩৩। সমনের মোকদ্দমার বিচার বিষয়ক ২২ অধ্যায়ের তুচ্ছ ও কষ্টদায়ি নালিশ সংক্রান্ত ২৫১ ধারায় একটী প্রকরণ যোগ করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে পরে সেই বিষয় সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমায় ক্ষতিপূরণ দিবার আজ্ঞা করিবার সময়ে আদালত এই ধারামতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ যত টাকা দেওয়া বা আদায় করা যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

৩৪। ১৮ অধ্যায়ের নামে গুয়ারণ্টের মোকদ্দমার বিচার বিষয়ক ২১ অধ্যায়েও একটী প্রকরণ যোগ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে তিনি অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া মোকদ্দমা চলনের যে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন (২৪৪ ধারা)। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদকালে অভিযোগের সাক্ষিদিগকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া তাহাদের কূট পরীক্ষা করিতে পারিবেন ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২১৮ ধারায় এই যে বিধান ছিল তাহা স্পষ্ট বাক্যে আদালতে কিম্বা আদালতের সীমাসরহদ্দের মধ্যে উপস্থিত সাক্ষিদের প্রতিই আবদ্ধ করা গিয়াছে (২৫৭ ধারা)। অভিযোগের সাক্ষিগণ আদালত হইতে চলিয়া গেলে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকাইবার ক্ষমতা কষ্ট দিবার ও বিলম্ব করিবার উদ্দেশে অনেক সময়ে অপব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া লক্ষিত হয়।

৩৫। সরাসরীমতে বিচার বিষয়ক ২২ অধ্যায়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি এইরূপ অনুমতি দেওয়া গিয়াছে যে যে বেঞ্চের প্রতি দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে সরাসরীমতে যে অপ

রাধের বিচার করিতে পারেন সেই অপরাধের সহায়তা ও উদ্যোগ করণাপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদিগকে দিতে পারিবেন। ৫০ টাকার অনধিক মূল্যের চোরা দ্রব্য রাখা, এবং ৫০ টাকার অনধিক মূল্যের চোরা দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিতে বা বিক্রয় দি করিতে সাহায্য করা অপরাধ সরাসরীমতে বিচার্য অপরাধের মধ্যে যোগ করা গিয়াছে। উক্ত টাকার অধিক মূল্যের চোরা দ্রব্য হইলে ঐ দ্রব্য গ্রহণাপরাধের সরাসরীমতে বিচার্য হইবে না।

৩৬। জুরি ও তাহাদের মীমাংসা বিষয়ক বিশেষ বিধি রক্ষা করিয়া ২৩ অধ্যায়ে হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের নিমিত্ত একটী সাধারণ কার্য্যপ্রণালীর বিধান করা গিয়াছে।

অভিযোগের প্রমাণ না থাকিলে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিবার ক্ষমতা সেশন আদালতকেও দেওয়া গিয়াছে (২৭৪ ধারা)।

গুলিবাটীদ্বারা কিরূপ জুরিদিগকে মনোনীত করা যাইবে এবিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে (২৭৭ ধারা)।

কএক জনের নামে অভিযোগ হইলে যদি তন্মধ্যে কেহ প্রমাণ দিতে চাহে বলে অভিযোক্তা উত্তর দিতে পারিবেন (২৯৩ ধারা)।

অপরাধ যে স্থানে করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় সেই স্থান দেখিবার নিমিত্ত জুরর কি আসেসরদিগকে লইয়া যাওয়া গেলে, তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিবার আনিবার নিয়ম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন আদালতকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে (২৯৪ ধারা)।

সেশন জজ নির্দ্দোষ করণের মীমাংসায় সম্মত না হইয়া হাই কোর্টে রোকড় অর্পণ করিলে তাঁহার প্রতি আদেশ হইয়াছে (৩০৮ ধারা)। যে তিনি যে অপরাধ করা গিয়াছে বিবেচনা করেন তাহা লিখিবেন এবং হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন কিম্বা যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত করা যায় তৎক্রমে জুরি যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্ত অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন। ইহাই ৭২ সালের ১০ আইনের ২৬৩ ধারার একদ্বিবয়ক প্রকরণের অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

৩৭। তদন্ত ও বিচার কার্য্য বিষয়ক সাধারণ বিধি সংক্রান্ত ২৪ অধ্যায়ে সাক্ষীদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা যায় এরূপ অনেক কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে নিরপরাধীকে সহায়কে ক্ষমা করণের প্রস্তাব করিবার যে ক্ষমতাক্রমে এক্ষণে কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমায় কার্য্য হয় সমুদয় ও মাজিষ্ট্রেটের মোকদ্দমার সেই ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে (৩৩৭)। অনেক কর্ত্তৃপক্ষ এ গুরুতর পরিবর্ত্তনের সপক্ষ। ইহার উচিত্য সম্বন্ধে আমার মত পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩৮। আইনমতে যে অপরাধের রক্ষা হইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। দণ্ডবিধির আইনের ২১৪ ধারার যে লঙ্ঘিত কথার এক বিষয়ের ব্যবস্থা আছে তাহা অতি অস্পষ্ট, এবং ঐ ধারার যে উদাহরণগুলি সংযুক্ত হইয়াছে তাহাতে ঐ ভ্রমের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপিতে ঐ উদাহরণগুলি বর্জ্জিত করা গিয়াছে এবং ৩৫ ধারায় স্পষ্ট বাক্যে বলা গিয়াছে যে নির্দ্দিষ্ট কতক গুলি অপরাধের রক্ষা করা যাইবে অন্য কোন অপরাধের নহে। ঐ নির্দ্দিষ্ট অপরাধ গুলি এই —

পীড়া জন্মান (দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ৩৩৪ ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারা)।

অন্যায়মতে অবরোধ বা বদ্ধ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৩৪১ ও ৩৪২ ধারা)।

আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৩৫১ ও ৩৫৮ ধারা)।

বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান (দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৪ ধারা)।

অপকার কোন সামান্য ব্যক্তির ক্ষতি বা হানি করা গেলে (দণ্ডবিধির আইনের ৪২৬ ও ৪২৭ ধারা)।

অপরাধভাবে অন্যায়কারে প্রবেশ ও গৃহে অনধিকারে প্রবেশ (দণ্ডবিধির আইনের ৪৪৭ ও ৪৪৮ ধারা)।

অপরাধভাবে চাকরীর চুক্তিভঙ্গ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৪৯০ ৪৯১ ও ৪৯২ ধারা)।

পতিব্রতা স্ত্রীগমন ও অন্যের স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লওন প্রভৃতি (দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারা)।

অপবাদ করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০০ ধারা)।

অপরাধজনক বিষয় মুদ্রিত বা খোদিত করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০১ ধারা)।

যাহাতে অপরাধজনক বিষয় আছে এমত মুদ্রিত বা খোদিত বস্তু বিক্রয় করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০২ ধারা)।

শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে অপমান করণ (দণ্ডবিধির আইনের ৫০৪ ধারা)।

যে স্থলে অপরাধ বিশেষে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে সেই স্থল ছাড়া অপরাধভাবে ভয় দেখান (দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারা)।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ৩ ইঞ্চ ৩২৪ ৩৩৪ ও ৪১৭ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান ও বঞ্চনা করণ অপরাধ হইলে যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান গিয়াছে বা স্থল বিশেষে যাহাকে বঞ্চনা করা গিয়াছে সে ব্যক্তি আদালতের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ অপরাধের রক্ষা করিতে পারিবেন।

এই পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিলে এরূপ একটী ক্ষুদ্র আইন বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক হইবে, যাহাতে নির্দ্দেশ থাকিবে যে দণ্ডবিধির আইনের ২১৩ ধারার লঙ্ঘিত কথার পরিবর্ত্তে এই কথা দিতে হইবে।—

লঙ্ঘিত কথা। যে স্থলে আইনমতে অপরাধের রক্ষা করা যাইতে পারে সেই স্থলের প্রতি ২১৩ ও ২১৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে না।

৩৯। নিষ্পত্তি বিষয়ক ২৬ অধ্যায়ের ৩১৯ ধারায় অনুমতি দেওয়া গিয়াছে যে মফঃস্বল আদালতের নিষ্পত্তি অধ্যক্ষতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের মাতৃ ভাষায় লেখা যাইতে পারিবে।

৪০। ২৮ অধ্যায় আজ্ঞাসাধন বিষয়ক।—বর্ত্তমান আইনের ৩১৩ ধারার তুল্য ৩৯৫ ধারায় বিধান করা গিয়াছে যে কশাঘাতের পরিবর্ত্তে যে কারাদণ্ড দেওয়া যায় তাহা তিন মাসের অধিক হইবে না। কিন্তু অন্যদিকে আবার, অপরাধির মোট যত কারাদণ্ড হয় তাহা আইনমতে তাঁহার যে পরিমাণ কারাদণ্ড হইতে পারে। আদালত যে পরিমাণ কারাদণ্ড করিতে পারেন তদধিক হইবে না এই উপবিধিটী রহিত করা গিয়াছে এবং এইরূপে কারাদণ্ড করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দোষ গুণের বিচার প্রার্থনা করা যাইতেছে।

৪১। এই অধ্যায়ে ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩৯ ও ৩২০ ধারার তুল্য কোন ধারা নাই। এরূপ না থাকার কারণ এই যে ঐ ২ ধারার বিষয় ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় নহে, বরং তাহা বন্দিদের সম্বন্ধীয় ১৮৭১ সালের আইনের অন্তর্গত এবং এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইবার সহিত এক কালে একটি ক্ষুদ্র আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব আছে, তাহাতে বন্দিদের সম্বন্ধীয় আইনের ৩৩ ধারার পরিবর্ত্তে ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৩১৯ ও ৩২০ ধারার তুল্য একটী ধারা দেওয়া যাইবে।

৪২। ২৯ অধ্যায় দণ্ড স্থগিত ও ক্ষমা ও পরিবর্ত্তন করণবিষয়ক।—দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার প্রার্থনা হইলে, যে আদালতে অপরাধ নির্ণয় হয় সেই আদালতের আধিপত্যকারী জেলার প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ করিতে পারেন যে বিচারে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হয় ও প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিবার উচিত, সম্বন্ধীয় যে বৃত্তান্ত তাঁকে তিনি তাহার বিবরণ লিখিয়া পাঠান (৪০১ ধারা)।

গবর্ণমেণ্টের দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা এপ্রকারে ব্যক্ত করা গিয়াছে যে কঠোর কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে (৪০২ ধারা)।

৭।—আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন।

৪৩। সপ্তমখণ্ডে আপীল ও অর্পণ ও হাই কোর্টের সংশোধন ক্ষমতা বিষয়ক কথা আছে।

৪৪। ৩১ অধ্যায়ে (৪০৫ ধারায়) ক্রোককৃত সম্পত্তি পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে।

৪৫। ৩৬ ধারায় বিধান করা গিয়াছে যে ৩৪ ধারামতে প্রদত্ত বর্দ্ধিত ক্ষমতানুসারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কার্য্য করিলে, তিনি যদি দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণার্থে সেশন আদালতে না অর্পণ করিয়া থাকেন তাঁহার নিষ্পত্তির উপর উক্ত আদালতে আপীল হইবে ও যদি তত্র প অর্পণ করিয়া থাকেন তবে হাই কোর্টে আপীল হইবে। ইহাতে উক্তরূপ আপীলগুলি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের উপর আপীলের ন্যায় হইল। উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখিবার কারণ দেখা যায় না।

৪৬। মান্দ্রাজ হাই কোর্টের একটী নিষ্পত্তি অনুসারে (ই, লা, রি, ১ মান্দ্রাজ ৫৪ পৃ) ৪২৩ ধারায় বলা গিয়াছে যে, দণ্ডের আজ্ঞার উপর আপীল হইয়া আপীল আদালত তদনুযায়ি দণ্ড বর্দ্ধিত করিলে, অন্য প্রকারের দণ্ড দিতে পারিবেন।

৪৭। নির্দ্দোষ নির্ণয়ের উপর আপীল হইলে ৪২৭ ধারায় স্পষ্টরূপ হাই কোর্টের প্রতি ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে উক্ত কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে আনিবার আজ্ঞা দিতে ও তাঁহার লর্ণয়া কার্য্য হইবার অপেক্ষায় তাহাকে কারাগারে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার নিকটে জামিন লইতে পারিবেন। এই ক্ষমতা না থাকাতে কোন ২ মোকদ্দমায় এরূপ ঘটিয়াছে যে, অপরাধী আপীলের ফল হইবে এই আশঙ্কায় পলায়ন করিয়াছে সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল ব্যর্থ হইয়াছে।

৪৮। বোম্বাই হাই কোর্টের একটী নিষ্পত্তি (ই, লা, রি, ২ বোম্বাই ৫৬৪ পৃ) দেখিয়া একটী ধারায় (৪৩১) বিধান করা গিয়াছে যে যাহাদের প্রতি সদাচরণের জামিন দিবার আদেশ হয় কিম্বা যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হয়, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহাদের কৃত আপীল উঠিয়া যায় ও অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে নির্দ্দোষ নির্ণয়ের উপর আপীল উঠিয়া যায়। আপীল উঠিয়া গেলেও দণ্ডিত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সদ্বিচার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে ৪৩৯ ধারাক্রমে প্রদত্ত সংশোধনের ক্ষমতামতে হাই কোর্ট দণ্ডের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

৪৯। ৩২ অধ্যায়ে এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটদিগকে অধস্তন আদালতের নথী তলব করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে (৪৩৫ ধারা)। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা যে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন এই বিধান তাহারই অনুযায়ী।

৫০। অধস্তন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অন্যায় মুক্ত ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেশন আদালতের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ বিবেচনা হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেন সমর্পণ করা যায় না তাহাকে ইহার কারণ দেখাইবার সুযোগ না দিয়া সমর্পণ করা বিধেয় নহে (১ ও কে ৯৮)। ১৩১ ধারায় এই ভাবেরই বিধান করা গিয়াছে।

৫১। যখন সেশন আদালত বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব দণ্ড আনুষ্ঠানিক কার্য্যপরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহার যে ফল হয় হাই কোর্টের আজ্ঞার নিমিত্ত রিপোর্ট করিয়া সে আজ্ঞা অন্যথা করিতে অনুরোধ করেন তখন ঐ সেশন আদালত বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি অবরুদ্ধ থাকিলে জামিন বা তাঁহার নিবন্ধ পত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫২। (১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৩৯ ধারার তুল্য) ৪৯৭ ধারা এরূপে লিখিত হইয়াছে যে তৎক্রমে হাই কোর্ট সংশোধনের ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে গিয়া অন্যায় নির্দ্দোষকরণে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

১৮৭২ সালের ১০ আইন যাঁহারা প্রণয়ন করেন, এই পরিবর্ত্তন তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

৫৩। হাই কোর্ট সংশোধক ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিবার সুযোগ তাহাকে না দিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোন আজ্ঞা করিবেন না (৪৪০ ধারা)।

৮।—বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্য।

৫৪। বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক অষ্টম খণ্ড পশ্চাল্লিখিত বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা আছে—ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য, ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তির আদালতের আবজ্ঞা ও বিচার কার্য্যসম্পর্কীয় অন্যান্য অপরাধ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ রাজবন্দী বাবিবস কর্পস ডাকাপথ আনুষ্ঠানিক কার্য্য।

৫৫। ৩৩ অধ্যায়।—বর্ত্তমান আইনে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাসম্বন্ধে হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের কার্য্যপ্রণালী মধ্যে যে বিভেদ আছে ও যাহা থাকা আবশ্যক বোধ হয় না ৪৪১ ধারায় তাহা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে। বিশেষত বিধান করা গিয়াছে যে কি সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আবশ্যক অন্যাংশ জুরর কি আসেসর আমেরিক দেশীয় ও ইউরোপীয় হইতে পারিবে। বর্ত্তমান আইনে (৭৮ ধারায়) সেশন আদালতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার বিচার জুরির দ্বারা হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ২৩৪ ধারার বিধান আছে যে কোন ইউরোপ বা আমেরিকাদেশীয় ব্যক্তি ব্রিটিশ প্রজা না হইলে তাহার ঐ রূপে বিচার হইবার সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। শেষোক্ত বিধান পাণ্ডুলিপিতে গৃহীত হয় নাই।

৫৬। ৩৪ অধ্যায়।—ক্ষিপ্তমনা বলিয়া যে ব্যক্তিকে নির্দোষ করা যায় তাহাকে হেফাজত হইতে মুক্ত করিবার কিম্বা আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ করিবার যে ক্ষমতা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৬৩ ও ৪৩৪ ধারামতে দেওয়া যায় বিচার কালে ক্ষিপ্তমনা দৃষ্ট হইলে যাহাদিগকে হেফাজতে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি সেই ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া পাণ্ডুলিপির ৪৭৪ ও ৪৭৫ ধারাক্রমে বর্ত্তান গিয়াছে।

৫৭। ৩৫ অধ্যায়।—এই অধ্যায় (৪৭৬ ৪৭৮ ৪৭৯, ৪৮০ ও ৪৮২ ধারা) স্পষ্ট বাক্যে রাজস্বসংক্রান্ত আদালত সমূহের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে।

৪৭৭ ধারা এইরূপে লিখিত হইয়াছে যে সেশন আদালতের সম্মুখে কোন ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে উক্ত আদালত তাহার নামে অভিযোগ পত্র লিখিতে পারিবেন, অভিপ্রায় না থাকিলে ও বর্ত্তমান আইনের ৪৭২ ধারায় উক্ত আদালতের ঐ ক্ষমতা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে সব রেজিষ্ট্রারেরা ৪৮০ ধারার মর্ম্মানুযায়ী "দেওয়ানী আদালত" বলিয়া গণ্য হইবেন (৪৮৩ ধারা)। সব-রেজিষ্ট্রারের পদমর্য্যাদা ও যোগ্যতা ভিন্ন২ প্রদেশে ভিন্ন২ রূপ, কিন্তু এই দেশের কোন২ বিভাগে তাঁহারা এইরূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার যোগ্য বলিয়া বিশ্বাস আছে।

কোন রাজধানী নগরের ছোট আদালতে অবজ্ঞাহেতুক অপরাধ নির্দ্ধারিত হইলে, হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে, ৪৮৬ ধারায় বিধান আছে।

১৮৭২ সালের আইনের ৪৭৩ ধারায় যে আদালতের ক্ষমতার অবজ্ঞা হয় এই২ যে কথা আছে তাহার অর্থ বুঝিতে যে কষ্ট হয়, তাহা এড়াইবার নিমিত্ত ৪৮৭ ধারা নূতন করিয়া লেখা গিয়াছে।

৯।— অতিরিক্ত বিধান।

৫৮। আইনে কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধীয় যে সাধারণ বিধি আছে তদতিরিক্ত কতকগুলি বিধান নবম খণ্ডে আছে। ইহাতে প্রথমত রাজকীয় আনুষ্ঠানিক হাজির জামিন সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়ার কমিশান ও সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি আছে। তদনন্তর ইহাতে শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের ও উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র প্রভৃতি যে সকল সম্বন্ধে কোন অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া কার্য্যকরণ ফৌজদারী মোকদ্দমার হস্তান্তরীকরণ অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও কোন২ বিবিধ প্রকারের বিষয় এইরূপ নানা বিষয়ের সম্পর্কীয় বিধান আছে।

৫৯। ৩৯ অধ্যায় রাজকীয় অভিযোক্তা বিষয়ক।—সেশন আদালতে মোকদ্দমা অর্পণ করা গেলে জাস্টিস্ ডিষ্ট্রিক্ট মুনিসিপেলিটেরা নিম্ন দেওয়ানী না হয় এরূপ পোলীস কর্ম্মচারিকে রাজকীয় অভিযোক্তা স্বরূপ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। অনেক কর্ত্তৃপক্ষের মতে ঐ কর্ম্ম হইতে পোলীসের লোকদিগকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। উপরিলিখিত নিয়মাধীনে সাক্ষিদিগকে ভয় দেখাইবার বা অর্থপ্রাপ্তি দিবার আশঙ্কা থাকিবে না।

৬০। ৫৬৫ ধারামতে আডবোকেট জেনরল সাহেবের কিম্বা জাস্টিস্ কৌন্সলসাহেবের কিম্বা গবর্ণমেণ্ট সলিসিটরসাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের আর অভিযোগ চালাইবার নিমিত্ত অনুমতি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

৬১। ৪০অধ্যায় হাজির জামিন বিষয়ক।— এই অধ্যায় পোলীস কর্ম্মচারিদের প্রতি যে২ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা স্পষ্টবাক্যে কেবল পোলীস থানার অধ্যক্ষদের মধ্যে আবদ্ধ রাখা গিয়াছে।

৬২। ৪১অধ্যায় সাক্ষিদের সাক্ষ্য লইবার কমিশান বিষয়ক।—সাক্ষ্য লইবার কমিশান সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আইন চারি প্রকারে সংশোধন করা গিয়াছে। সাক্ষী দেশীয় কোন রাজাধিকারের মধ্যে বাস করিলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ পোলিটিকেল এজেণ্ট বা অন্য কর্ম্মচারির প্রতি কমিশান দিবার ক্ষমতা পদত্ত হইয়াছে (৫১৩ ধারা)। ৪০৫ ধারায় আদেশ আছে যে যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশান দেন, সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত প্রশ্নগুলি

প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিবেন। অধস্তন কোন মাজিষ্ট্রেট কমিশন দিতে চাহিলে তিনি এখনকার ন্যায় সেশন আদালতের নিকট প্রার্থনা না করিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন (৫৬ ধারা)। যে কার্য্য জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরই করা সুবিধা সেই কার্য্যের ভার হইতে এইরূপে সেশন আদালত মুক্ত হইবেন। আর কমিশন না মতে কার্য্য হইয়া তাহা ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত যুক্তি যুক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিবার ক্ষমতা স্পষ্ট বাক্যেই দেওয়া হইয়াছে (৫১৮ ধারা)।

৬৩। ৪২ অধ্যায় সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিশেষ বিধি বিষয়ক। ৩ও বিধির আইনের ১৯৯ ধারার দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি পঞ্চম কি ষষ্ঠ কি সপ্তম কি অষ্টম কি নবম কি দশম বর্জ্জিত কথামতে প্রতিবাদ করিতে গিয়া কোনং অবস্থার সত্ত্বা প্রমাণ করিবার স্থলে বিপরীত দৃষ্ট না হইলে সরলভাব অনুমান করা যাইবে পাণ্ডুলিপির ৫২১ ধারায় এইরূপ বিধান করা গিয়াছে। ইহাই এক্ষণে রাজধানী নগরের ব্যবস্থা (১৮৬২ সালের ১৮ আইনের ২৭ ধারা) এবং ইহা সকল সদে বর্ত্তাইলে উপকারের সম্ভাবনা।

৬৪। ৪৪ অধ্যায় সম্পত্তি লইয়া যে কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ক।—সংপ্রতি বোম্বাই কোর্ট যে বিধি করিয়াছেন, তদনুসারে ৫২৮ধারায় নির্দ্দেশ করা গিয়াছে যে, হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত সম্পত্তি লইয়া কার্য্য করিবার আজ্ঞা দিলে এবং উক্ত সম্পত্তি পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে আপন কর্ম্মচারি দ্বারা তাহা দিবার সুবিধা হইতে না পারিলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত সমর্পণকারি মাজিষ্ট্রেটদ্বারা আজ্ঞা কার্য্যবতী হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৬৫। যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার ৫২৮ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যাবৎ আপীল করিবার নিয়ম গত না হয় অথবা উপযুক্ত সময়ে আপীল উপস্থিত করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল ডিসমিস না হয় তাবৎ ঐ আজ্ঞামত বাধ্য করা যাইবে না।

৬৬। কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তি চোরা দ্রব্য খরিদ করিয়া আইনমত অধিকারিকে ফিরাইয়া দিলে, যে চোরের অপরাধ নির্ণয়ন্তর তাহার নিকট যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা হইতে মূল্য দিবার বিধান করা গিয়াছে (৫৩০ ধারা এই বিধান মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৩০ও৩১ বৎসরের ৩১অধ্যায়ের আইনের ১০ ধারার অনুযায়ী।

৬৭। দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে যে অশ্লীল পুস্তক কি অপবাদের বিষয় সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহা বিনষ্ট করিবার বিধান ৫৩২ ধারায় আছে। উক্ত আইনের ২৭২ অবধি ২৭৫ পর্য্যন্ত ধারামতে যে মিশ্রিত কি অনিষ্টজনক খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় ইহাতে তাহা বিনষ্ট করিবারও বিধান আছে।

৬৮। ৪৭ অধ্যায় ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক।—(ই লা রি ১ কলিকাতা ২২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) সার বার্নেস পীকক সাহেবের নির্দ্দিষ্ট অনুসারে ৫৩৭ ধারায় বিধান করা গিয়াছে যে হাই কোর্টে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার প্রার্থনা হইলে, তাহা প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে, ও আফিডেবিট বা প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

৬৯। ৪৬ অধ্যায় অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক।—মাজিষ্ট্রেটের উপযুক্তরূপ ক্ষমতা ছিল না কেবল এই কারণে যে২ আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ করা যাইবে না তদ্বিষয়ের ফলে ২৩ অধ্যায়মত ক্ষমা করিবার প্রস্তাব এবং ৫৩৫ বা ৫৩৬ ধারামত সম্পত্তি বিক্রয় ভোগ করা গিয়াছে।

৭০। ৪৭ অধ্যায় বিবিধ বিষয়ক।—কারাবদ্ধ করিবার বা হাজতে রাখিবার স্থান অবধারিত করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে দেওয়া গিয়াছে (৫৫০ ধারা। এই আইনমতে কৃত আজ্ঞার বলে অর্থদণ্ডের টাকা ছাড়া অন্য যে টাকা দেয় হয় তাহা অর্থদণ্ডের মত আদায় করা যাইতে পারিবে [৫৫৮ ধারা]। অপহৃত স্ত্রীলোক দিগকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিবার যে ক্ষমতা এক্ষণে কেবল রাজধানী নগর সমূহে আছে, তাহা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবদের প্রতি বর্ত্তান গিয়াছে [৫৬২ ধারা]। অধস্তন আদালতের নথিপত্রে পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে [৫৬৪ ধারা]। আর বিবিধ বিষয় ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য কালে কিরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে এতদর্থে হাই কোর্ট এই আইনসঙ্গত যে বিধি প্রণয়ন করিয়া থাকেন আদালত তদনুসারে চলিবেন [৫৬৬ ধারা] ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ভুল চলন প্রকরণ এই পাণ্ডুলিপিতে নাই যদিও সংগৃহীত আইন সমূহের প্রকোষ্ঠেতে] যথা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ১০৯ ধারায় ১৮৭৫ সালের ১০ আইনের ৩৭ ধারায় ও ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ১২ ধারায়] তদ্রূপ বিধান আছে। দণ্ডবিধির আইন সংশোধনার্থ পূর্ব্বোল্লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এ বিষয়ের বিধান করা যাইবে।

তফসীল।

৭১। দ্বিতীয় ও পঞ্চম তফসীল যথাক্রমে ১৮৭২ সালের ১০ আইনের চতুর্থ ও দ্বিতীয় তফসীলের তুল্য। কেবল সদর আদালতের নাম প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উপযোগী করিতে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করা গিয়াছে। পঞ্চম তফসীলে এক্ষণে অনুমান ৫৬ খান পাঠ আছে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও পঞ্জাবে কার্য্য এই সকল পাঠের পরীক্ষা হইয়াছে।

যে২ অপরাধে পোলীস কোরকে বিনা ধৃত করিতে পারে না ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান অপরাধ তন্মধ্যে ধরা গিয়াছে। হঠাৎ ক্রোধজনক কর্ম্ম করাতে ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পীড়া জন্মান যায় যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করে তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও পীড়া জন্মাইবার অভিপ্রায় না থাকিলে, ঐ পীড়া জন্মান সম্বন্ধেও ঐরূপ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

পীড়ার অভিযোগসম্বন্ধে বর্ত্তমান আইন অনুসারে পোলীসের যে বহুব্যয়ক অনুসন্ধান সম্ভবা অবশ্যক হয় তাহাতে গুরুতর কর্ম্মে পোলীসদলের মনোযোগ থাকে না ও সাধারণতঃ অল্পই উপকার হয় এইরূপ কথিত হয়। পরন্তু গমন অপরাধ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য করা গিয়াছে

দণ্ডবিধির আইনের ৪৩৫ ধারা সংশোধন করিবার যে প্রস্তাব আছে, তদনুসারে হানি করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নিদ্বারা অপকার করণ সংক্রান্ত প্রকরণ পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। গোলাজাত শস্যে আগুন লাগাইয়া দেওয়া অপরাধ নিবারণ করিবার নিমিত্ত এই পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে। এই অপরাধ এই দেশের কোনং প্রদেশে প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এইরূপে একজন কৃষকের সমস্ত শস্য বিনষ্ট হইতে পারে কিন্তু ইহার মূল্য ১০০৲ টাকার কম হইলে [অনেক সময়ে এইরূপই হয়] ঐ কৃষক মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারণ্ট না পাইলে অপরাধিকে ধৃত করিবার নিমিত্ত পোলীসের সাহায্য পাইতে পারে না।

১৮৭২। সালের ১০ আইনে ২১ ও তৎপরবর্ত্তি ধারাগুলিতে যেং ক্ষমতার কর্দ্দ ছিল তাহা পাণ্ডুলিপির তৃতীয় ও চতুর্থ তফসীল ভুক্ত করা গিয়াছে।

৭২। এই পাণ্ডুলিপি ১৮৭৯ সালের ১২ ও ১৯ আপ্রিল তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়, এবং এই প্রার্থনা সহ ভিন্ন২ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান যায় যে নির্দ্ধারিত স্থানীয় বাধ্যবাধকদের দ্বারা ইহা পরীক্ষিত হয়। এইরূপ করা হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফল তুলেজী কম্মাধ্যক্ষ প্রবীণ পুস্তকে আছে। এই সমালোচনা রাশির প্রতি এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পর যেং মোকদ্দমার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা গিয়াছে এবং ইহা সত্য সত্যই বলা যাইতে পারে যে এই পাণ্ডুলিপি ইহার বর্ত্তমান আকারে ব্যক্তি বিশেষের বা কার্য্য বিভাগ বিশেষের রচনা নয় বরং ভারতবর্ষীয় সমস্ত জজ মাজিষ্ট্রেটদের রচনা। এই দ্বিতীয় বার সংশোধন কালে উঠ ইহা দেওয়া ভিন্ন যে সকল পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে তাহা ইটালিক অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। যাহা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত ধারাগুলিই প্রধান। অনেক বড় বড় কর্ত্তৃপক্ষের মতানুসারে ঐ ধারাগুলি ভারতবর্ষের অনুপযোগী বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৭৩। এই আইন ১৮৮৩ সাল ১ জানুয়ারি মাসের পূর্ব্বে প্রচলিত হইবে না এইরূপ প্রস্তাব আছে। তাহা হইলে বর্ত্তমান আইন যে তারিখে প্রচলিত হয়, তদবধি দশবৎসর অতীত হইবে। শ্রীযুত সার ফিটজেম্স ষ্টিফেন সাহেবের মতে এই আইন যে সময়ে নূতন করিয়া বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ইহাতে তাহার পর পাঁচ বৎসর যাইবে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বিচারকার্য্য সম্পর্কীয় তাঁহার প্রসিদ্ধ মন্তব্যলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন আমি বলি যে প্রয়োজনীয় প্রত্যেক আইন সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরে অনুন একবার করিয়া এই প্রক্রিয়া পুনরবলম্বিত হওয়া উচিত।

৭৪। করদরাজ ইউরোপীয় ব্রিটিষ বেটুবাগণ ও তুর্ক্কি জাতি সম্পর্কীয় আইনের বিশেষ বিধান বাদ দিয়া শ্রীযুত কর্ণেল সাহেব ও শ্রীযুত কল বিন সাহেব ও শ্রীযুত কিংজ পার্ট্রিক সাহেব ও আমি যতদূর পারিয়াছি এই পাণ্ডুলিপিটী ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক সম্পূর্ণ আইন করিয়াছি। ইহার বিধানগুলি স্পষ্ট ও কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করা গিয়াছে এবং তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ সমুদয় যোগ্য ব্যক্তির নিকটে আগ্রহসহকারে প্রার্থনা করা যাইতেছে যে ইদৃশ বৃহৎ ও জটিল গ্রন্থে তাঁহারা সতর্কতাসহকারে বারম্বার সংশোধন করা গেলেও নিঃসন্দেহ যে সকল ভ্রম কি ত্রুটি দেখিতে পাইবেন তৎসমুদয় যেন দেখাইয়া দেন।

কলিকাতা
১৮৮১ সাল ২৫ ফেব্রুয়ারি।

উইটলী ষ্টোক্স।

Numb 2191 ২১৯১

[REGISTERED NO 80]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 26, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

CONTENTS

	Page
PART I —Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	Nil
PART II —Resolutions Orders and Notifications of the Lieut Governor of Bengal	679—696
PART III —Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV —Bills of the Legislative Council of India	161—169
PART V —Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI —Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII —Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil
PART VIII —Advertisements	609—616

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	নাই।
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৬৭৯—৬৯৬
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি	১৬১—১৬৯
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—ইস্তিহার প্রভৃতি	৬০৯—৬১৬

PART II

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3031A.

GENERAL —*The 24th June* 1881 —Baboo Sree Nath Chatterjee, Sub-Deputy Collector, Hajeepore Mozufferpore, is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

The 12th July 1881 —Baboo Poorno Chunder Chatterjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore, is transferred to Rungpore, and is posted to the sudder station of that district

The 13th July 1881 —Mr H F J Kean c s , has been allowed by the Right Hon'ble the Secretary of State for India an extension of leave for three months on medical certificate

The orders of the 18th ultimo, appointing Baboo Anund Chunder Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge to have charge of the Patuakholly division of that district, are cancelled

Baboo Chunder Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly, is transferred to the district of Backergunge, and is appointed to have charge of the Patua kholly division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Chundra Seeker Banerjee or until further orders

In supersession of the orders of the 18th ultimo, Moulvi Syed Obeedoollah Deputy Magistrate and Deputy Collector Khoolna Jessore, is transferred to the Noakholly district, and posted to the sudder station of that district

Mr H P Peterson, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Chittagong is vested with powers under Section 85 of the Land Registration Act VII (B C) of 1876 to hear appeals against orders of Sub Deputy Collectors

Baboo Romesh Chundra Das acted as a Sub Deputy Collector of the Second Grade for Land Registration work in the district of Chittagong from the 18th March to the 9th May 1881

The 15th July 1881 —The orders of the 10th May 1881 granting to Baboo Prosonno Coomar Dutt, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly leave for two months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code are cancelled

Mr F H B Skinne, c s has been granted by Her Majesty s Secretary of State for India an extension of leave for three months on medical certificate

Mr C N Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of leave for twenty one months without pay

The 16th July 1881 —Baboo Opendro Chunder Mazoomdar temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector is posted to the sudder station of the Rungpore district, from the date on which he is relieved of his present special appointment under the Court of Wards in that district

Baboo Opendro Chunder Mazoomdar, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Rungpore is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo

Baboo Jadub Chunder Gossami, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is posted temporarily to the Balasore district, from the date on which he is relieved of his present special duty

Mr H W Gordon, Officiating District and Sessions Judge of Mozufferpore, is allowed leave for three months under Sections 72—2 and 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo

Mr J Posford, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Chumparun, is appointed to act as District and Sessions Judge of Mozufferpore, during the absence, on leave of Mr H W Gordon, or until further orders

The 18th July 1881 —Mr H F J T Maguire, Assistant Magistrate and Collector, in charge of the Begooserai division of the Monghyr district, is allowed leave for two months and twenty seven days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the afternoon of the 28th instant

[*Government Gazette*, 26*th July* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৩০০১A নম্বর।

সাধারণ।— ১৮৮১ সাল ২২ জুন।— মজফরপুরের অন্তর্গত হাজিপুরের সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।— দিনাজপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গপুরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এচ, এফ, জে, ক্লীক, সি, এস, সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে বাকরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আনন্দচন্দ্র সেনের নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ১৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত বাকরগঞ্জ জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

গত মাসের ১৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। যশোহরের অন্তর্গত খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ অবীদুল্লা নওয়াখালী জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, পি, পিটারসন সাহেব সব ডেপুটী কালেক্টরদের আজ্ঞার উপর আপীল শুনিতে ভূমি রেজিষ্টরী বিষয়ক ১৮৭১ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৮৫ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রমেশচন্দ্র দাস ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ১৮ তারিখ অবধি মে মাসের ৯ তারিখ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম জিলায় ভূমি রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক কার্য্যের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮১সাল ১৫ জুলাই।— নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার দত্তকে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী মেঞ্জুর বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১০ মের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এফ এচ, সি, ক্লাইন, সি এস, সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকেটক্রমে আর তিন মাসের ছুটী দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, এস, বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনা বেতনে আর একুশ মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৬ জুলাই।—কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কোর্ট ওয়ার্ডের অধীন স্বীয় বিশেষ কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি রঙ্গপুর জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রঙ্গপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী স্বীয় বিশেষ কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে বালেশ্বর জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

মজফরপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ ডবলিউ, গর্ডন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২—২ ও ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ১৩ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, গর্ডন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ভাগলপুরের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে পোস্কর্ড সাহেব মজফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত বেগুসরাই মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ এফ, জে, টি, মাণ্ডার সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ২৮ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি দুই মাস সাতাইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ জুলাই।]

Mr T L L Jenkins, Assistant Magistrate and Collector, Durbhunga is appointed to have charge of the Begooserai division of the Monghyr district during the absence on leave, of Mr H F J T Maguire, or until further orders

Mr A W B Power, Deputy Commissioner of Lohardugga, is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Mr R M Waller Deputy Commissioner of Darjeeling on leave, is appointed to act as Deputy Commissioner of Lohardugga, during the absence, on leave, of Mr A W B Power or until further orders

The 19th July 1881 —Baboo Komul Narain Chuckerbutty who was appointed, under the orders of the 7th instant as a temporary Sub Deputy Collector in the Burdwan Division is posted to the Jehanabad division of the Hooghly district

Mr H Beverley Additional Judge and Additional Sessions Judge of the 24 Pergunnahs and Hooghly is appointed under Clause 6 Section 3 Act X of 1870 to perform the functions of a Judge under that Act within the local limits of the Hooghly district

Baboo Behary Lal Ghosal is appointed to act as a Sub Deputy Collector, during the absence, on leave of Baboo Siva Prosonno Sen or until further orders, and is posted to the Contai division of the Midnapore district

Mr K J Badshah Assistant Magistrate and Collector Goalundo Furreedpore, is transferred to Dacca and is posted to the sudder station of that district

POLICE —*The 12th July* 1881 —Baboo Surup Chunder Das Inspector of Police is promoted from the Second to the First Grade, with effect from the 1st June 1881, *vice* Baboo Dinobundhoo Sen, retired

The undermentioned Inspectors of Police are promoted from the Third to the Second Grade with effect from the dates mentioned opposite their names —

Baboo Ram Chunder Roy, with effect from the 1st September 1880, *vice* Baboo Shib Kishore Roy retired

Baboo Koylash Chunder Gangooly with effect from the 27th October 1880 *vice* Baboo Mohima Chunder Ghose retired

Bahadoor Hosein with effect from the 22nd December 1880 *vice* Azir Khan deceased

Mr G Cleveland with effect from the 12th January 1881, *vice* Baboo Koonjo Lal deceased

Baboo Jogeshur Mookerjee, with effect from the 14th April 1881 *vice* Moulvi Jaffar Ali Khan, transferred

Moulvi Zamin Ali Chowdry, with effect from the 1st June 1881, *vice* Baboo Surup Chunder Das, promoted

Mr J Masters, Officiating District Superintendent of Police, Gya is appointed to act as District Superintendent of Police, Moorshedabad during the absence on leave of Mr H M Reily or until further orders

This cancels the orders of the 27th ultimo appointing Mr J F Needham, Assistant Superintendent of Police, City Patna, to act as District Superintendent of Police Moorshedabad, and Mr G B Havelock Assistant Superintendent of Police, Patna to have charge of the Police of City Patna

The 13th July 1881 —Mr H Dawson, District Superintendent of Police Purneah, is appointed to act until further orders in the Fourth Grade of District Superintendents of Police with effect from the 1st ultimo *vice* Mr G H French

Mr G R K Moares District Superintendent of Police, Backergunge is appointed to act, until further orders, in the Fourth Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 8th ultimo *vice* Mr H N Harris

The 15th July 1881 —Mr E A Chichester Assistant Superintendent of Police, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of leave for six months on medical certificate

The 18th July 1881 —Mr J Monro, Inspector General of Police, is allowed leave for two months and nineteen days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 13th proximo or from such subsequent date as he may avail himself of it

[*Government Gazette*, 26*th July* 1881]

শ্রীযুত এচ, এম, জে, টি মাণ্ডার সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বারডলার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর শ্রীযুত টি, এল এল, জোনকিন্স সাহেব যুদ্ধের জিলার অন্তর্গত বেগুসরাই মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুত এ, ডবলিউ বি পৌয়র সাহেব যে কারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ছুটি মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ ডবলিউ বি, পৌয়র সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত দার্জিলিঙ্গের ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুত আর এম ওয়ালর সাহেব লোহারডগার ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—এই মাসের ৭ তারিখের আজ্ঞাক্রমে বর্দ্ধমান খণ্ডে নিম্নকালীন মত ডেপুটী কালেকটরের পদে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমায় অবস্থাপিত হইলেন।

৪ পরগনা ও হুগলীর আডিশ্যানল জজ ও আডিশ্যানল সেশন জজ শ্রীযুত এচ বেবরলী সাহেব ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণ মতে হুগলী জিলার স্থান সীমার মধ্যে জজের ক্ষমতা-ক্রমে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত বাবু শিবপ্রসন্ন সেনের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল ঘোষাল সব-ডেপুটী কালেকটরের পদে নিযুক্ত হইয়া মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমায় অবস্থাপিত হইলেন।

কবীরপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত কে জে, ব্যাডেশা সাহেব ঢাকায় প্রেরিত হওয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু সেন, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু স্বরূপচন্দ্র দাস ১৮৮১ সালের ১ জুন অবধি দ্বিতীয় শ্রেণী-হইতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

পোলীসের নিম্নলিখিত ইনিস্পেক্টরেরা আপনং নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শিবকিশোর রায় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায় ১৮৮০ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি।

শ্রীযুত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৮০ সালের ২৭ অকটোবর অবধি।

আকিজ খাঁর মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত বাহাদুর হুসেন ১৮৮০ সালের ২২ ডিসেম্বর অবধি।

কৃষ্ণলাল বাবুর মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুত জি ফ্লীবলাণ্ড সাহেব ১৮৮১ সালের ১৭ জানুয়ারি অবধি।

শ্রীযুত মৌলবী জাফরআলি খাঁ স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীযুত বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৮৮১ সালের ৪ আপ্রিল অবধি।

শ্রীযুত বাবু স্বরূপচন্দ্র দাসের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে শ্রীযুত মৌলবী জমির আলি চৌধুরী ৮৮ সালের জুন অবধি।

শ্রীযুত এচ, এম রাসলী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত কে মার্টিন সাহেব মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুরশিদাবাদের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মকরণার্থে শঙ্কর পাটনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এল লিচাম সাহেবের এবং শঙ্কর পাটনার পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতার গ্রহণার্থে শ্রীযুত জি বি হারবলক সাহেবের নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ২৭ তারিখের আজ্ঞা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

৮৮ সাল ১৩ জুলাই।—শ্রীযুত জি, এচ ফ্রেঞ্চ সাহেবের পরিবর্ত্তে পুরনিয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ ডাসন সাহেব গত মাসের ১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ এম, হার্বিস সাহেবের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি, আর, কে, মিচাস সাহেব, গত মাসের ৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৫ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষের শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ এ চিচেষ্টর সাহেবকে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটক্রমে আর ছয় মাসের ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৮ জুলাই।—পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুত জে, মর রো সাহেব আগামি মাসের ১৩ তারিখ অবধি অথ। তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস উনিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

Colonel W R Gordon, Deputy Inspector General of Police, is appointed to act as Inspector General of Police, during the absence, on leave, of Mr J Monro, or until further orders

Colonel W T Fagan District Superintendent of Police, Sarun, is appointed to act as a Deputy Inspector General of Police during the absence, on deputation, of Colonel W R Gordon, or until further orders

The services of Mr J F Rivett Carnac Assistant Superintendent of Police, Midnapore, on leave are placed at the disposal of the Government of India in the Home Department

The 19th July 1881 —Baboo Nobo Kristo Ghose Assistant Superintendent of Police, Palamow Lohardugga is transferred to Patuakhally in the district of Backergunge

Registration —*The 18th July* 1881 —Baboo Mohesh Chunder Bose Special Sub Registrar of Burrisal is allowed leave for one month and six days, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Baboo Prun Kissen Chatterjee is appointed to act as Special Sub Registrar of Burrisal during the absence on leave of Baboo Mohesh Chunder Bose or until further orders

Education —*The 15th July* 1881 —Mr William Dutt M A Head Master of the Commilla Government School is appointed to be Secretary to the District School Committee of Commilla *vice* Baboo Durga Das Dutt, transferred

The 16th July 1881 —Mr J A Martin Professor, Kishnaghur College is allowed leave for one month and seven days under Section 72—1 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st May last

The 19th July 1881 —Mr M G DuS Prothero B A Professor Presidency College is transferred to the Kishnaghur College with effect from the 21st June last

Opium —*The 12th July* 1881 —Mr H O Donnell is appointed to act until further orders as an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency *vice* Mr H Hastings

The 18th July 1881 —Mr H G C Clarke Assistant Sub Deputy Opium Agent Behar Agency is appointed to act as Sub Deputy Opium Agent of Patna during the absence on deputation of Mr A H Turnbull or until further orders

Medical —*The 14th July* 1881 —Surgeon C H Joubert Second Resident Surgeon Presidency General Hospital acted as First Resident Surgeon of that Hospital, in addition to his own duties from the 4th April last to the date on which he was relieved by Dr F C Nicholson

The 15th July 1881 —Assistant Surgeon Gopal Chunder Chatterjee, attached to the Durbhunga Dispensary was in medical charge of the Civil Station of Durbhunga, from the 16th May to the 5th June 1881

The 16th July 1881 —Assistant Surgeon Amrito Lal Das in charge of the Charitable Dispensary at Mymensingh is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Assistant Surgeon Jogendro Nath Mitra a Supernumerary at the Presidency is allowed leave for two years under Section 16 Chapter II of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Assistant Surgeon Aghore Nath Banerjee, a Supernumerary attached to the Presidency General Hospital is allowed leave for three weeks under Section 126 6 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 6th ultimo

The following gentlemen are appointed to be Members of the Committee for the Management of the Charitable Dispensary in Baloorghat in the district of Purneah —

The Moonsif of Patnoottallah

The Sub Inspector of Schools, Southern Division

The 19th July 1881 —Surgeon H W Hill who reported his return from furlough on the 18th instant is appointed to act until further orders, as Civil Surgeon of Manbhoom

Municipal —*The 12th July* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Bishnupore Municipality, in the district of Bankoora —

Ram Sadoy Mookerjee	Ram Chandra Mohapattra
Rameswar Sen	Koylash Chandra Ghose

[*Government Gazette 26th July* 1881]

শ্রীযুক্ত জে মন্‌রো সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডেপুটী ইনিস্পেক্টর জেনরল কর্ণেল শ্রীযুক্ত ডবলিউ আর. গর্ডন সাহেব, পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে কর্ণেল শ্রীযুক্ত ডবলিউ আর গর্ডন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত ডবলিউ টি ফেগান সাহেব পোলীসের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনেরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত মেদিনীপুরের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জে. টি রিবেট কার্পাক সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—লোহারডগার অন্তর্গত পালামৌয়ের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালীতে প্রেরিত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—বরিশালের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস ছয় দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বসুর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বরিশালের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস দত্ত স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে কমিশ্নার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জালধর দত্ত এম এ কমিশনার জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৬ জুলাই।—কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জে নার্টিন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে গত মে মাসের ১ তারিখ অবধি এক মাস সাত দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এম জি ডুনপ্রথরো সাহেব বি এ গত জুন মাসের ২১ তারিখ অবধি কৃষ্ণনগর কালেজে প্রেরিত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—শ্রীযুক্ত এচ হেষ্টীংস সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত এচ গুডলেস সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাণারস এজেণ্টীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এ এচ ইবিল সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বিহার এ রাঁচীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ জি, সি ক্লার্ক সাহেব পাটনার আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৪ জুলাই।—প্রেসিডেন্সী জেনরল হাস্পাতালের দ্বিতীয় রেসিডেণ্ট সর্জ্জন সর্জ্জন শ্রীযুক্ত সি এচ কৌবর্ট সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত গত আপ্রিল মাসের ৪ তারিখ অবধি অর্থাৎ ডাক্তর শ্রীযুক্ত নিকলসন সাহেবের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি উক্ত হাস্পাতালের প্রথম রেসিডেণ্ট সর্জ্জনের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৫ জুলাই।—ভারতবর্ষীয় ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮১ সালের মে মাসের ১৬ তারিখ অবধি জুন মাসের ৪ তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

১৮৮ সাল ১৬ জুলাই।—মসমনসিংহের দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাস যে তারিখে অ শাং প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজধানীতে অতিরিক্ত সর্জ্জন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র যে তারিখে ছুটীগ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধি ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে ছয় বৎসরের ছুটী পাইলেন।

প্রেসিডেন্সী জেনরল হাস্পাতালে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ২৬—৬ ধারামতে গত মাসের ৫ তারিখ অবধি তিন সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরনিয়া জিলার অন্তর্গত বালুরঘাটস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পল্লীতলার মুনসেফ।

দক্ষিণ খাণ্ডব স্কুলসমূহের সব ইনস্পেক্টর।

১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—সর্জ্জন শ্রীযুক্ত এচ ডবলিউ হিল সাহেব, নিয়মিত ছুটীহইতে এই মাসের ৮ তারিখে প্রত্যাগমন করিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মানভূমের সিবিল সর্জ্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপাল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্নারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত রামসদয় মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মহাপাত্র।
,, রামেশ্বর সেন।	,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

The 13th July 1881 —Mr P J Neuville, District Engineer, is appointed to be a Commissioner of the Monghyr Municipality

The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of the South Barrackpore Municipality, of Baboo Chandra Kumar Mottra to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The 15th July 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of th Hazaribagh Municipality of Mr A H Collins Assistant Magistrate and Collector to be their Vice Chairman

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Mr M L Mitra	Baboo Hari Churn Mitra
, A H Gantzer	Moonshi Golab Chand
Rai Jodu Nath Mookerjee	Baboo Jugger Nath Mistri
Mr B Frizoni	, Sheownarain Sett

The following gentlemen are also appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Mr F Wilcox	Captain Stuart late Bengal Pilot Service
The Officer Commanding in Cantonments	Baboo Bhawani Churn Mitra Pleader
Mr Max Leibert, Tea Planter	Sheik Hossein Bux Contractor

Baboo Annoda Pershad Dey, Medical Practitioner

Baboo Preonath Banerjee is re appointed to be a Commissioner of the North Dum Dum Municipality

The 16th July 1881 —Mr H W Hughes is appointed to be a Commissioner of the Comilla Municipality in the district of Tipperah

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Behar Municipality in the district of Patna

Baboo Luchmi Chand	Shah Nazerool Hossein
Choonu Lall	Mahomed Sugad

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the Behar Municipality —

Baboo Prumber Nath Mitter, Assistant Surgeon	Shah Makbool Hossein
Moulvi Abdool Azeez	Ekbal Hossein
Ali Ahmed	Mir Leakat Hossein
Shah Ata Hossein	Sheik Ahmed Ali
	Baboo Deokrishna Bhat *alias* Mohes Bhat

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Behar Municipality of Moulvi Nasseruddin Ahmed to be their Vice Chairman

ROAD CESS —*The 13th July* 1881 —Baboo Khetra Paul Sing Roy is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee of Serampore *vice* Baboo Guru Doyal Sing Roy resigned

The 19th July 1881 —Baboo Uma Churun Banerjea Deputy Magistrate and Deputy Collector is appointed to be Vice Chairman of the District Road Cess Committee of Dinagepore, *vice* Mr J F Needham transferred

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st July 1881 —Under the powers vested in him by Section 158 Act IX (B C) of 1880 the Lieutenant Governor sanctions the formation of a Branch Road Cess Committee for carrying out the purposes of the said Act within the limits of the sub division of Bhuddruck, in the district of Balasore

(*Government Gazette, 26th July* 1881)

১৮৮১ সাল ৩ জুলাই।— ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত পি জি নিউবিগিন সাহেব মুঙ্গের মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

দক্ষিণ বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্রকে ১৮৮১।৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ১৫ জুলাই।—হাজীগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ এচ লিঙ্গ সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এম এল মিত্র।	শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ মিত্র।
" এ, এচ পামকর সাহেব।	মুন্সী গোপাল চাঁদ।
" রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।	" বাবু জগন্নাথ মিত্র।
" বি ফ্লোরেন্সি সাহেব।	" বাবু শিবনারায়ণ সেট।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ উইনকক্স সাহেব।	বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব আডভোকেট জেনেরালের কার্য্যের কার্য্যকারক শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব।
সেনানীবেশের কর্ত্তৃপক্ষ।	উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মিত্র।
চা কর শ্রীযুক্ত মাক্সলাইবর্ট সাহেব।	কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত সেখ হুসেন খাঁ।

চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ দে।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর দমদমা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ জুলাই।—শ্রীযুক্ত এচ ডনলিট হিউস সাহেব ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লা মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পাটনা জিলার অন্তর্গত বিহার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচাঁদ বাবু।	শ্রীযুক্ত সাহ মাহেক্কল হুসেন।
চুনিলাল বাবু।	মহম্মদ বাগাম।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বিহার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়ম্বদনাথ মিত্র।	শ্রীযুক্ত শাহ মকবুল হুসেন।
শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল আজীজ।	একবাল হুসেন।
আলি আহাম্মদ।	মির শিরাজুদ্দিন হুসেন।
" শাহ আজা হুসেন।	সেখ আহাম্মদ আলি।
	বাবু দেবকৃষ্ণ ভাট ও মহেশ ভাট।

বিহার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুক্ত মৌলবী নসীরুদ্দীন আহাম্মদকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক ১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রপাল সিংহ রায় জীরামপুরের শাখাপথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—শ্রীযুক্ত জে এফ নিটস সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুর জিলার পাকিব কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেন্দ্র এ ক্রোফ্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ জুলাই।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি ১৮৮ সালের ৫ আইনের ১৪৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত জম্বুক নদীর সীমার মধ্যে উক্ত আইনের কার্য্যপক্ষে শাখা পথকর কমিটী স্থাপনের অনুমতি দিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২১ জুলাই]

The following gentlemen are appointed to form the Branch Committee —

The Sub divisional Officer Chairman, *ex officio*
Rai Nemai Charu Bose Bahadoor Landholder,
Baboo Motheor Mohun Parhi, " } Members
" Gobind Bullub Rai, "
Moulvi Mulla Muhammad Mazhar ul Haq "

H M Kisch,
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 5th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Kishnagur Municipality for the erection of kitchens for the use of the Municipal constables attached to the Goari section house in the town of Kishnagur village Hat Goari, Pergunnah Ukhra Zilla Nuddea, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less two cottahs and fourteen chittaks is required The land is bounded on the North by Brojo Nath Pal Chaudhuri's jamaye land on the East by Jiban Ghose's jamaye land, on the South by Police section houses and on the West by the Gola Putti Street

The declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M Kisch,
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 8th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor that land is required to be taken up by Government at the expense of the South Dum Dum Municipality for public purposes viz for a municipal outpost and pound in the village of Belgatchia Panchannogram, Zillah 24 Pergunnahs it is hereby declared that for the above purposes a piece of land measuring more or less four superficial cottahs of standard measurement is required The land is bounded on the North by the high road leading from Calcutta to Jessore on the east by the existing pound house on the South by the garden of Dino Ghose and on the West by the homestead land of Shister Dhur Kurmokar.

This declaration is made, under the provisions of Section 6 Act X of 1870, to all whom it may concern

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 12th July 1880 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose viz for improving Nobin Sircar's Lane, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land No 18 Nobin Sircar's Lane measuring more or less three chittacks and one square foot is required The land is bounded on the North by No 18, Nobin Sircar's Lane and on the East South and West by Nobin Sircar's Lane A plan and specification of the land are filed in the office of the Commissioners for the town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M Kisch,
Offg Secy to the Govt of Bengal

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা খাকা কমিটী হইবেন।

মন্ত্রণার কর্ত্তৃপক্ষ, শ্রীল শ্রীযুক্ত সভাপতি।
ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত রায় নিমাইচরণ বসু বাহাদুর,
" শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন পর্দ্দি।
" বাবু গোবিন্দবল্লভ রায়
" মৌলবী মুন্সী মহম্মদ মজহর উল হক } সেবুর।

এচ, এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নদীয়া জিলার অন্তর্গত উখরা পরগণার ঘাট গোয়াড়ি গ্রামে কৃষ্ণনগর নগরের গোয়াড়ি সেকশন সংক্রান্ত মুনিসিপল কনষ্টাবলদের ব্যবহারের নিমিত্ত পাকশালা প্রস্তুত করণার্থে কৃষ্ণনগর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ৴১৸৶ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ব্রজনাথ পাল চৌধুরীর জমাই জমি পূর্ব্ব সীমা জীবন ঘোষের জমাই জমি দক্ষিণ সীমা পোলীস সেকশন হৌস ও পশ্চিম সীমা গোপালগঞ্জ ষ্ট্রীট।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত পঞ্চানগ্রামের বেলগাছিয়া গ্রামে মুনিসিপল কাছারি ও খোঁয়াড় করিবার জন্যে দক্ষিণ দমদমা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক চারি কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা কলিকাতা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত বড় রাস্তা, পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান খোয়াড় ঘর, দক্ষিণ সীমা দীন ঘোষের বাগান ও পশ্চিম সীমা স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্তের বাস্তু ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৭ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ নবীন সরকারের লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতার মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নবীন সরকারের লেনের ন্যূনাধিক ৴১০ ছটাক এক বর্গ ফুট পরিমিত ১৮ নং ভূমি খণ্ডের প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নবীন সরকারের লেনের ১৮ নং বাটী, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা নবীন সরকারের লেন। উক্ত ভূমির নক্সা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

DECLARATION

The 12th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose viz for improving Warris Bagan Lane it is hereby declared that for the above purpose pieces of land Nos 1 2 4 5 9 and 11 Warris Bagan Lane and No 9, Zig Zag Lane measuring more or less 6 (six) cottahs 14 (fourteen) chittacks and 11 (eleven) square feet are required The following are the boundaries of the lands —

Portion marked A in the plan bounded on the North and West by Warris Bagan Lane, South by Dumbaree Lane East by portion of No 5 Warris Bagan Lane

Portion marked B in the plan bounded on the North and East by Warris Bagan Lane South by latrine belonging to the Corporation West by portion of No 4 Warris Bagan Lane,

Portion marked C in the plan bounded on the North West and South by Warris Bagan lane East by portion of Nos 9 and 11 Warris Bagan Lane

Portion marked D in the plan bounded on the North partly by Zig Zag Lane, and partly by Warris Bagan Lane South and East by Warris Bagan Lane, West by No 9 Zig Zag Lane and Nos 1 and 2 Warris Bagan Lane

Plans and specifications of the lands are filed in the Office of the Commissioners for the town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 9th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for removing the Azimgunge Post Office in Town Azimgunge zilla Moorshedabad it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less six cottahs two chittacks of standard measurement bounded on the North by Ram Dattas and Chhatra Kahar s house on the East by the Proprietor s land and the river Bhagirathee on the South by the Proprietor s land, and on the West by the Bakalputi Ghât Lane is required within the Town of Azimgunge

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 19th July 1881 —Whereas a notification was published in the *Calcutta Gazette* of the 20th April 1881 declaring the intention of the Lieutenant Governor to extend the provisions of Act V (B C) of 1880 the Bengal Vaccination Act to the Hooghly and Chinsurah Municipality in the district of Hooghly and whereas no objection to such extension has been made within six weeks of such publication the Lieutenant Governor is now pleased in the exercise of the power conferred on him by Clause 1 of Section 1 of the said Act, to direct that the proposed extension shall take effect from the 1st September 1881

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 18th July 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Calcutta Tramways Company Limited, for a public purpose viz for a depot and stables for the use of the Company, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less eight bigahs one cottah and eight chittacks situated in the district of the 24 Per

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ওয়ারিস বাগান লেনের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অধ্যক্ষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক হইলে শ্রীযুক্ত লাণ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করাতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ওয়ারিস বাগান লেনে ১৩ ২ ও ৪ ও ৫ ও ৯ ও ১১ নং এবং ভিগ্যাগ লেনে ৯ নং ভূমি খণ্ডের অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১৬৮ ছটাক ১১ বর্গ ফুট পরিমিতে উক্ত কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই ২১—

নক্‌শায় A চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম সীমা ওয়ারিস বাগান লেন দক্ষিণ সীমা এমানবাড়ী লেন পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেনের ৫ নং খণ্ডের কিয়দংশ।

নক্‌শায় B চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেন দক্ষিণ সীমা নয়বাসিত সমাজের লাইব্রেরী পশ্চিম সীমা ওয়ারিস বাগান লেনের ১ নং খণ্ডের কিয়দংশ।

নক্‌শায় C চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ওয়ারিস বাগান লেন পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেনের ৯ ও ১১ নং খণ্ডের কিয়দংশ।

নক্‌শায় D চিহ্নিত খণ্ডের উত্তর সীমা অ খণ্ড ত্রিগ্যাগ লেন ও অংশক ওয়ারিস বাগান লেন দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা ওয়ারিস বাগান লেন পশ্চিম সীমা জনৈক গ ে লের ৯ নং এবং ওয়ারিস বাগান লেনের ১ ও ২ নং।

উক্ত ভূমির নক্‌শা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগতার্থে ৮১ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধান মতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এক্টিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জাঙ্গিপুর নগরে আজিমগঞ্জের ডাকঘর অন্য স্থানে করিবার জন্যে রাজকীয় অধ্যক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক হইলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করাতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত আজিমগঞ্জ নগরে কঠিমতে ন্যূনাধিক ৩ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা [illegible] পূর্ব্ব সীমা জমীদারের জমী ও ভাগিরথী নদী দক্ষিণ সীমা জমীদারের জমী ও পশ্চিম সীমা বকালি পাড়ি ঘাট লেন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগতার্থে ৮১০ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এ মার্কেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—জ্ঞানী জিলার অন্তর্গত [illegible] মুনিসিপালিটীতে বঙ্গদেশে [illegible] টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের [illegible] আইনের বিধান প্রচলিত করা বিষয়ে শ্রীযুক্ত [illegible] গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায়সূচক যে বিজ্ঞাপন ১৮৮১ সালের ৬ আপ্রিলের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা প্রকাশ করণের সময়াবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি উপস্থিত না হওয়াতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের [illegible] প্রকরণ [illegible] ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ৮৮১ সালের ১ অক্টোবরের অবধি সেই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপন [illegible] হইবার আজ্ঞা করিলেন।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এক্টিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কলিকাতা সীমা [illegible] নিব ব্যবহারার্থে ডেপোর ও আস্তাবলের নিমিত্তে উক্ত কম্পানীর অধ্যক্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক হইলে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করাতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত কলিকাতা পরগনার [illegible] পঞ্চান্ন গ্রাম ও মৌজা ভবানীপুরের বৃহৎ বন্ধ খণ্ডের A উপখণ্ডের ১২ নং [illegible]

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই]

[illegible] pergunnah Calcutta, Debi Punchannogram mouzah Bhowanipore, grand division VI sub division A holding No 53 at the junction of the Russapaglah and Lower Circular Roads is required The land is bounded on the North by the Lower Circular Road, on the East by the Russapaglah Road on the South by a ditch and bustee lands and on the West by bustee lands and a pathway

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3032 A

The 13th July 1881 – Babu Paramatho Ganguly a Government pensioner is appointed to be an Honorary Magistrate for the Sirajganj Bench in the district of Nuddea and invested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 16th July 1881 —Babu Opendro Chunder Mozoomdar temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector who has, under separate orders of this date been posted to Rangpore is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Babu Jadub Chunder Ghosal Deputy Magistrate and Deputy Collector Balasore is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

The 18th July 1881 —Babu Umacharan Banerjee temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Cooch Behar Tenaments is invested with the powers of a Magistrate of the Second Class and with those of a Moonsiff in that sub division

The 19th July 1881 —Mr E Inglis Assistant Magistrate and Collector Hooghly is invested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Babu Shiva Shunker Sahay Tewari Sudder Moonsiff of Gya is invested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes throughout the local limits of the Sudder Moonsiffee of the district of Gya for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50

Babu Uma Charan Dutt First Moonsiff of Barasat in the district of the 24 Pergunnahs is invested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes throughout the local limits of the Barasat Moonsiffee for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 18th July 1881 —Under Section 16 of the Bengal Civil Courts Act VI of 1871 the Lieutenant Governor directs that until further orders the Court of the Additional Judge of Hooghly shall be held at Howrah

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT —BENGAL

The 13th July 1881

No 186 —Leave —Mr A M Salmon Assistant Engineer First Grade and District Engineer under the Road Cess Committee Patna is granted privilege leave for three months under Section 7 of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it

[*Consolidated Gazette, 26th July* 1881]

ও লাগাব জংকু লার রোডের ন যোগ স্থানে স্থানাদিক ৮/১॥ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। ঐ ভূমির উত্তরসীমা লোয়ার সংকাশন রোড, পূর্ব্ব সীমা বসাপাগলা রোড, দক্ষিণ সীমা গর্ত্ত ও বসতী জমী ও পশ্চিম সীমা বসতী জমী ও পথ।

উক্ত জমিতে যাঁহার সম্পর্ক থাকে তাহাদের বরাবর ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধি মতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩ ৩২৯ নম্বর।

১৮৮১ সাল ৩ জুলাই।—গবর্ণমেণ্ট টর পেনশনার ডোপ শ্রীযুক্ত বাবু পরমাথ গঙ্গোপাধ্যায় মলীতা জিলার অন্তর্গত শান্তিপুর হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১১ জুলাই।—অদ্যকার তারিখের স্বতন্ত্র আজ্ঞাক্রমে রঙ্গপুর জিলার অবস্থিত কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঢাকেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নাদরচন্দ্র গোস্বামী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত গড্ডার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত মহকুমায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ও মুনসেফের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ জুলাই।—জুরীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত টি ই বিশ সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

গয়ার প্রথম সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু শিবশঙ্কর সরকার গয়া জিলার সদর মুনসেফীর স্থান সীমার সর্ব্বত্র ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারাসতের প্রথম সদর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ রক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত মুনসেফীর স্থান সীমার সর্ব্বত্র ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরেস এ, ক্রেকেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত ৮৭ সালের ৬ আইনের ১৬ ধারা তে এই আজ্ঞা করিলেন যে যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হুগলীর আডিশনল জজ আদালত হাওড়ায় অধিষ্ঠিত হইবে।

ফরেস এ ক্রেকেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮ সাল ৩ জুলাই।

১৮৬ নম্বর।—ছুটী।—প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রও পাটনার পথকর কমিটীর অধীন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ এম লাসনন সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিভিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।)

No 187 —*Posting* —With reference to Government of India Notification No 178 dated 15th May 1881 Baboo Khetter Nath Chatterjee, Executive Engineer, Second Grade reported his arrival at Calcutta on the afternoon of the 13th July 1881, and is posted to the Burdwan Division

The 18th July 1881

No 188 —*Notification* —With reference to Notification No 175 of the 7th instant Mr J Barton, Executive Engineer Third Grade joined the office of the Superintending Engineer Sone Circle on the afternoon of the 11th July 1881

No 189 —*Transfer* —Mr F T Faulkner Assistant Engineer Second Grade, is transferred in the interests of the public service from the First to the Second Calcutta Division which he joined on the forenoon of the 30th June 1881

No 190 —*Notifications* —Mr A R Macdonald Assistant Engineer Second Grade Northern Bengal State Railway resumed duties on the afternoon of the 7th instant of the three months language leave granted him in Notification No 152 of the 21st June 1881

No 191 —With reference to Notification No 41 dated the 12th March 1881 Captain A C Biggs Wither Executive Engineer, First Grade joined the Julpigoree Division on the forenoon of the 18th March last

No 192 —Notifications Nos 219 and 35 of the 28th March and 18th April 1881 respectively granting 30 days privilege leave to Mr G M Drury Traffic Superintendent Northern Bengal State Railway and appointing Mr G S Leonard to act for him respectively are hereby cancelled

No 193 —*Leave* —Mr J A Campbell, Executive Engineer Fourth Grade temporary rank Darjeeling Division is granted three months privilege leave under Chapter V Section 73 of the Civil Leave Code and Public Works Code II 11 27, in continuation of the three months leave to study the native languages which was granted to him in the marginally noted orders

No 2 dated 8th Jan 1881

LOCAL COMMUNICATION

No 197 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for a district road to be known as the "Bullah Ghât and Doomraon Road" the said road being bounded on the North by the Ganges at Bullah Ghât and on the South by the East Indian Railway at Doomraon and passing through land situate in, and appertaining to villages Bhojepore Majhwari Dhanrjoypur Chandpah Sonbursa Poiladeh Pudree Vanuckpura Soonderpur Suheer Alungpore, pergunnah Bhojepore in the district of Shahabad and being 10½ miles in length it is hereby declared that for the aforesaid purpose a strip of land containing an area of 35 acres 2 roods 26 poles more or less is required within the aforesaid villages

This declaration is made under the provisions of Section 6 Act X of 1870 to all whom it may concern

No 198 —*Declaration under Section 6 of Act X of* 1870 *of the Government of India* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor that land is required to be taken by Government at the expense of the Chittagong Road Cess Committee for a public purpose viz for the construction of the first section of the Juldi Road from Shadhanpoor to Poucharry in zillah Chittagong it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 14 miles in length and 52 feet in average breadth for road containing 271 beeghas 13 cottahs 10 dhoors and for temporary occupation for three years for excavation more or less 14 miles in length and 52 feet in average breadth containing 248 beeghas 10 cottahs 15½ dhoors passing through villages Shadhanpoor Goonagari Kokedundi Palagram Kalipur, Boilchori, Cheechooria Perung Juldi Shitkope, Chumbal and Napora in Burkhah thana is required

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL *Major* R E,
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette, 26th July* 1881]

১৮৮১ সাল ১৪ জুলাই।

১৮৭ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের ৩ মের ৭৮ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮১ সালের ১৩ জুলাইর অপরাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া বহুমান খণ্ডে আস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।

১৮৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—এই মাসের ৫ তারিখের ৭৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর এক সেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত জে, বারন সাহেব ১৮৮১ সালের ১১ জুলাইর অপরাহ্নে সোণচক্রের সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

১৮৯ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ই টি, ডনকনর সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে কলিকাতার প্রথম খণ্ড হইতে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেরিত হইয়া ১৮৮১ সালের ৩০ জুনের পূর্ব্বাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৯০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেওলবের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ, আর, মাকুডোনাল্ড সাহেব ১৮৮১ সালের ২১ জুনের ১৫৮ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পান তাহা এই মাসের ৭ তারিখের অপরাহ্নে গ্রহণ করিলেন।

৯১।—১৮৮১ সালের ১২ মার্চের ৪১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র কাপ্তান শ্রীযুক্ত এ জি সি লিণ্ডেইদর সাহেব গত মার্চ মাসের ১৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে জলপাইগুড়ি খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৯৫ নম্বর।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি এম, ডুডি সাহেবকে উনচল্লিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী দেওন বিষয়ক ও তাহার কর্ম্ম করণার্থ শ্রীযুক্ত জি এন, লেমার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করণ বিষয়ক ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ ও ১৮ আপ্রিলের ক্রমান্বয়ে ২১৯ ও ৩৫ নং বিজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৯৬ নম্বর।—ছুটী।—দার্জ্জিলিঙ্গ খণ্ডের চতুর্থ শ্রেণীর কিয়ৎকালিন একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত জে এ, কাম্বেল সাহেব, পার্শ্বলিখিত আজ্ঞাক্রমে এদেশীয় আবহাওয়া কারণার্থে যে তিন মাসের ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে এবং পব্লিক ওর্কস বিধি পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১১ পরিচ্ছেদের ২৭ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সালের ৯ আপ্রিলের ২২ নং।

স্থানীয় বন্ধ বাদি বিষয়ক।

১৯৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ 'বলিয়া ঘাট ও ডুমরাওন পথ নামে প্রদেশীয় পথ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে পশ্চাৎ লিখিত গ্রামে ন্যূনাধিক ৩২ একর ২ রুড ২১ পোল এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত পথের উত্তর সীমা বলিয়াঘাটে গঙ্গা নদী দক্ষিণ সীমা ডুমরাওনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে। উক্ত পথ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত জোজপুর পরগনার জোজপুর ও মজওয়ারি ধনঞ্জয়পুর ও চাঁদপালি ও সোনর্ঘা ও পরলাডিহ ও পত্রি ও জালকপুরা ও সুন্দরপুর ও সহী যার ও আর্গমপুর গ্রামস্থ ও তৎসামিল ভূমি দিয়া যায়। উক্তপথ ১০৷৷ মাইল দীর্ঘ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

১৯৮ নম্বর।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামত বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সাধনপুর অবধি পুচরি পর্য্যন্ত জলধি পথের প্রথম ভাগ প্রস্তুত করণার্থে চট্টগ্রামের পথকর কমিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ পথের নিমিত্তে ন্যূনাধিক ৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৫৩ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ২৭১।৷৩ কাঠা ১ ধুর পরিমিত এবং মাটি কাটিবার জন্যে তিনবৎসরের নিমিত্ত ১৪ মাইল দীর্ঘ ও গড়ে ৪২ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ২৮৪৷৷০ কাঠা ১৫৷৷ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি বাঁশখালি থানার সামিল সাধনপুর ও গুণাখাড়ি ও কোকদণ্ডি ও পালাগ্রাম ও কালীপুর ও বয়লচোরি ও চেচুরিয়া ও পেরুঙ্গ ও জলধি ও শিলকোপ ও চম্পল ও আগোরা গ্রামের মধ্য দিয়া যায়।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই, এল, মীল, মেজর এম এস সি,
পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২১ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

[তৃতীয়বার প্রকাশিত।]

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৮৮১ সালের ৪ মার্চ তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত হইয়া সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়।—

১৮৮১ সালের ৬ নম্বর।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

নির্ঘণ্ট।

হেতুবাদ।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা।

১। সংক্ষেপ নাম।
ব্যাপ্তি।
আরম্ভ।

২। যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

৩। অর্থ করণের ধারা।

৪। কোন২ অ্যাডমিরলটি কোর্টের প্রতি যে২ ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।
ফৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই ক্ষমতাগুলিতে কার্য্য হইবার কথা।

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫। এই অধ্যায় কোন২ জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৬। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সংবাদ জানাইতে হইবার কথা।

৭। অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৮। দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন অন্যান্য আদালতের কথা।

৯। কাপ্তান, মালিম, ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে, তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

১০। অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

১১। অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর শুনিবার কথা।

১২। সাক্ষ্য ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধান সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।
কাউন্সেলরের কথা।

১৩। সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১৪। বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।
প্রমাণ দিবার জন্য ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার কথা।
জবানবন্দীর কথা।

১৫। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

১৬। ইংলণ্ডের আইনমত সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

ধারা।

ঐ সার্টিফিকেটের পরিবর্ত্তে স্থানীয় সর্টিফিকেট দিতে পারিবার কথা।

১৭। কোন২ সার্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কি রহিত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

এই আইনমত অনুসন্ধান হইলে পর।

অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লওনের পর।

কোন অপরাধ নির্ণয় করা গেলে।

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

১৮। কাপ্তান প্রভৃতির সার্টিফিকেটদিতে হইবার কথা।

১৯। অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

২০। বাণিজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

২১ রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা অমান্য করিবার ক্ষমতার কথা।

নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

২২। এই অধ্যায় ১৮৪৯ সালের ১ আইনের অংশ বলিয়া পঠিত হইবার কথা।

২৩। নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

২৪। বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

২৫। জাহাজীর দ্রব্যের যে কল্প খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

২৬। খালাসীকে জাহাজে লইলে তদ্বিষয়ের বিধান।

২৭। ব্রিটিষ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকদের কথা।

২৮। ১৮৭৫ সালের ১২ আইনে যাহা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

৬ অধ্যায়।

বিবিধ বিষয়ক বিধি।

২৯। মোকদ্দমা উপস্থিত করণার্থ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরির নাম বলিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

৩০। কাপ্তানের পরীক্ষাদির বিষয়ের যে২ বিধান আছে তাহা কোন২ জাহাজের প্রতি না খাটিবার কথা।

৩১। ১৮৪১ সালের ১০ আইনের ২, ১৫, ৭ ও ২৩ ধারা সংশোধন করিবার কথা।

সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

জাহাজ সম্পর্কীয় দুর্ঘটনার ও কাপ্তান, মালিম ও ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুসন্ধান সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা বিহিত,

বেতুবাহ।

এবং পশ্চাল্লিখিত অন্যান্য প্রকারে সওদাগরী জাহাজের নিয়ম ও কর্তৃত্ব করণের বিধান করাও বিহিত অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।

১ অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

১ ধারা। এই আইন 'ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন' নামে খ্যাত হইতে পারিবে

সংক্ষেপ নাম।

এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বর্ত্তিবে,

ব্যাপ্তি

এবং ইহা অ লিখে বলবৎ হইবে।

আরম্ভ।

২ ধারা। ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৮ সালের আইন ৫ ৬ (যেসং নাবিকদের ও অ প্রেন্টিসদের প্রাপ্য বেতন ও তাঁহাদের জন্যে খরচ করা টাকা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আদায় করিবার বিধান করণার্থ ও ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন ও ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন সংশোধন করণার্থ) ১৮৭৮ সালের ১৩ আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

যেং আইন রহিত হইল তাহার কথা।

কিন্তু উক্ত উভয় বা কোন আইনক্রমে যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য আরব্ধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত ক্ষমতা অর্পিত অনুসন্ধান গৃহীত সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত বন্দোবস্ত কৃত ও ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয় যথাক্রমে এ আইনমতে আরব্ধ নিযুক্ত, অর্পিত, গৃহীত রহিত বা স্থগিত কৃত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অর্থকরণ ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে

জাহাজ শব্দের অর্থ।

দাঁড়বৈঠা টানা বা গিয়া যে কোন প্রকারের যান জল পথে ব্যবহৃত হয়, তাহাই 'জাহাজ' শব্দে গণ্য।

কাপ্তান

আড়বাটী বা হাইরের মাষ্টর ভিন্ন যে কোন ব্যক্তির হস্তে যখন কোন জাহাজের অধ্যক্ষতা বা কর্ত্তৃত্বভার থাকে, 'কাপ্তান' শব্দে তখন সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

৪ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে যেং আদালতের সমুদ্রপথেকৃত অপরাধের বিচারা ধিপত্য থাকে, সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইনের ২৪০ ধারামতে কিম্বা (সওদাগরী জাহাজ সংক্রান্ত আইন সংশোধনের) ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৮০ ধারামতে সেইং আদালতের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা তাহার ব্যাঘাত হইবে না।

কোনং আড়বিচারের কোর্টের প্রতি যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার কথা।

ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যদি সমুদ্রে কৃত অপরাধের বিচার করণার্থে কোন আদালতের আধিপত্য না থাকে, তবে সেই বন্দরে কৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে উচ্চতম আদালতের সাধারণ ক্ষমতা থাকে সেই আদালত শেষোক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে পারিবেন।

কৌজদারী উচ্চতম আদালতের দ্বারা সেই বন্দরে কার্য্য করিবার কথা।

---

২ অধ্যায়।

জাহাজ সম্বন্ধে দুর্ঘটনা ঘটিলে এবং কাপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

৫ ধারা। যে কোন জাহাজ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অধিকারগত হয় বা তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে কিম্বা ভিন্ন দেশীয় কোন রাজার বা রাজা বিশেষের জাহাজ হয় তৎপ্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

এই অধ্যায়ে কোন জাহাজের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা।

৬ ধারা। নিম্নলিখিত কোন স্থলে, অর্থাৎ

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে দুর্ঘটনার সম্বাদ জানাইতে হইবার কথা।

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে কোন জাহাজ মারা পড়িলে, বা পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেক্কায় উঠিলে কিম্বা কোন প্রকার হইলে

(খ) কিম্বা উক্ত সমুদ্রতীরে কি তাহার নিকটে জাহাজে কোন প্রকারের দুর্ঘটনা হওয়াতে প্রাণের হানি হইলে,

(গ) কিম্বা উক্ত সমুদ্র তীরে কি তাহার নিকটে এক জাহাজের দ্বারা অন্য জাহাজ মারা পড়িলে কি তাহার ভারি হানি হইলে,

(ঘ) কিম্বা অন্য কোন স্থানে জাহাজ মারা পড়িলে কি পরিত্যাগ করা গেলে বা ডেক্কায় উঠিলে বা তাহার হানি হইলে, কিম্বা ঐ জাহাজে কিম্বা জাহাজের কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, এবং তাহার উপযুক্ত সাক্ষী ব্রিটিষ ভারতবর্ষে কোন স্থানে উপস্থিত হইলে বা পাওয়া গেলে

(ঙ) কিম্বা কোন জাহাজ মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইলে, যে অবস্থায় ঐ জাহাজ সমুদ্রে যায় বা ঐ জাহাজের কথা শেষ শুনা যায়, ব্রিটিষ ভারতবর্ষে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে,

কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐ ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাইবা মাত্র লিখিয়া ঐ সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন

(ক) (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত স্থলে কাপ্তান কি অধ্যক্ষ কি মাস্তুল মাস্টর সাহেব, কিম্বা জাহাজ যৎকালে মারা পড়িল কি ত্যাগ করা গেল কি ডেক্কায় উঠিল কি তাহার হানি কি দুর্ঘটনা হইল তৎকালে অন্য যে ব্যক্তির জিম্মায় ছিল সেই ব্যক্তি, কিম্বা দুইখান জাহাজ হইলে যে জাহাজের জিম্মায় থাকে তিনি, এবং

(ঘ) প্রকরণের লিখিত স্থল হইলে যেখানে জাহাজ মারা যায় বা পরিত্যক্ত হয় বা ডেক্কায় উঠে বা তাহার হানি হয় বা দুর্ঘটনা ঘটে সেই স্থান হইতে ঐ জাহাজ বরাবর ব্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন স্থানে গেলে, ঐ জাহাজের কাপ্তান, যে সময়ে ঐ স্থানে জাহাজ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে

যে মাজিষ্ট্রেট অতি নিকটে থাকেন তাঁহাকে কিম্বা কোন বন্দরে পঁহুছিলে, পূর্ব্বোক্তমতে যে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন তাঁহাকে অগৌণেই ঐ জাহাজ দ্বারা পড়ার কি পরিত্যাগ হওয়ার কি ডেক্কায় উঠিবার কিম্বা তাহার হানি হওয়ার কি দুর্ঘটনা ঘটিবার সংবাদ দিবেন।

এই ধারা তে যে ব্যক্তি সম্বাদ দিতে আবদ্ধ হন, তিনি ইচ্ছা করিয়া ঐ সম্বাদ না দিলে, তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও সেই দণ্ড না দিলে তাঁহার তিন মাসের অনধিক কাল সাধারণ কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৭ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন স্থলে ৬ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) বা (ঙ) প্রকরণের লিখিত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ জাহাজে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বা বিহিত জ্ঞান করিলে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ দেওয়া গেলে বা না গেলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রতি ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে ও অনুসন্ধান লইবার স্থান ও নির্ণয় করিতে পারিবেন কুই জনের অনুন ও চারিজনের অনধিক ব্যক্তি লইয়া ঐ আদালত হইবে।

অনুসন্ধান লইবার জন্যে বিশেষ আদালত নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

অনুসন্ধান যে স্থানে লওয়া যায় সেই স্থানে কি তাহার নিকটে যিনি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন তিনি আদালতের একজন ও সমুদ্র ব্যাপারে অভিজ্ঞ অন্য ব্যক্তি একজন হইবেন। আর এক কি দুই জন নিযুক্ত হইলে, তাহারাও সমুদ্র ব্যাপারে কিম্বা বাণিজ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক হইবেন।

৮ ধারা। সমুদ্রে যে অপরাধ করা যায় ভারতবর্ষের মধ্যে সেই অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের প্রতি, এবং ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে২ বন্দরে তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন আদালত না থাকে সেই২ বন্দরে কৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করণার্থে সাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট উচ্চতম আদালতের প্রতি এ সকলে এই অনুমতি দেওয়া গেল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ পাইলে ৭ ধারার উল্লিখিত অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের কথা।

৯ ধারা। যদি কোন আদালত ৭ বা ৮ ধারামতে অনুসন্ধান লন, তবে প্রচলিত কোন আইনমতে বণিক্য বিষয়ক বোর্ডের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সর্টিফিকেটধারী কোন কপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে ঐ অনুসন্ধানক্রমে অযোগ্যতা বা অসদাচরণের অভিযোগ উপস্থিত হইলে, কিম্বা তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি হেতুক পূর্ব্বোক্ত রূপ মরা যাওয়া বা পরিত্যাগ বা জেজার উঠা বা হানি বা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে উক্ত আদালত ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইতে পারিবেন।

কপ্তান মালিম ও ইঞ্জিনীয়রের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইলে তাহার অনুসন্ধান লইবার ক্ষমতার কথা।

যে স্থলে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখা যায় যে অনুসন্ধানক্রমে উক্তরূপ কোন কপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ অযোগ্যতার বা অসদাচরণের বা অন্যায় কার্য্যের বা ত্রুটির অভিযোগ উপস্থিত হইবে, সেই স্থলে উক্ত আদালত সাধ্য হইলে উক্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে, রিপোর্টক্রমে ঐ অনুসন্ধান লইবার আদেশ হয় তাহাকে সেই রিপোর্টের নকল দেওয়াইবেন।

১০ ধারা। ৭ বা ৮ ধারামত অনুসন্ধান ভিন্ন প্রকারান্তরে কোন কপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের নামে অযোগ্যতার কি অসদাচরণের অভিযোগ করার হেতু আছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে যে স্থানে পক্ষদের ও সাক্ষিদের উপস্থিত হওয়া সুবিধা সেই স্থানের বা তন্নিকটস্থ ৮ ধারার লিখিত কোন আদালতে ঐ গবর্ণমেণ্ট ঐ হেতুর বর্ণনাপত্র পাঠাইয়া উক্ত আদালতের প্রতি ঐ অভিযোগের অনুসন্ধান লইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অযোগ্যতার বা অসদাচরণের অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত যে বর্ণনাপত্র পাঠান, আদালত অনুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঐ অভিযুক্ত কপ্তান, মালিম বা ইঞ্জিনিয়রকে সেই বর্ণনাপত্রের নকল দেওয়াইবেন।

১১ ধারা। কপ্তান বা মালিম বা ইঞ্জিনিয়রের বিরুদ্ধে এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান করণার্থ ঐ আদালত উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সমন করিয়া নিজে কি অন্যের দ্বারা প্রতিবাদ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তর শুনিবার কথা।

১২ ধারা। এই অধ্যায় মত অনুসন্ধানের কার্য্য করিবার জন্যে সাক্ষিদিগকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করান ও তাহাদের জবানবন্দী লওন ও দলীল উপস্থিত করান ও কার্য্য তাদৃশ কার্য্যের বিচার করণ সম্পর্কে সন্ধানকারী আদালতের নিম্নলিখিতরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা,

সাক্ষ্য ও অনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিচার সম্বন্ধে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(ক) উক্ত আদালত বিশেষ আদালত হইলে, যে স্থানে অনুসন্ধান লওয়া যায় সেই স্থানে সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত প্রধান আদালত যে২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

(খ) উক্ত আদালত আডমিরালটী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত আদালত কিম্বা সাধারণ ফৌজদারী বিচারাধিপত্যপ্রাপ্ত প্রধান আদালত হইলে, ঐ আডমিরালটী বা স্থল বিশেষে, ফৌজদারী বিচারাধিপত্য প্রাপ্ত ঐ আদালত যে২ ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন সেই২ ক্ষমতা।

জাহাজ সম্পর্কীয় লীলা ব্যাপারে অন্যান্য কোন ব্যক্তি আসেসরের কর্ম্ম করিতে সম্মত হইলে বিশেষ আদালত ছাড়া অনুসন্ধানকারী কোন আদালত বিহিত বিবেচনা করিলে ঐ অনুসন্ধানের কার্য্যার্থে তাঁহাকে আসেসর করিতে পারিবেন।

আসেসরের কথা।

সেই ব্যক্তি অনুসন্ধান লওন সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আপনার মত লিখিয়া জানাইবেন। ঐ লিপি খানি দোকদমার নথীর মধ্যে থাকিবে। কিন্তু এই আইনক্রমে কিম্বা প্রচলিত অন্য আইনক্রমে আদালতের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার আদালতের হাতে থাকিবে।

১৩ ধারা। কোন আদালত এই আইনমতে অনুসন্ধান লওন সময়ে প্রমাণ পাইবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলে, তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য কোন কর্ম্মচারীকে জাহাজে উঠিতে অনুমতি দিতে পারিবেন (কিন্তু এই বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা প্রবল মানিবেন)।

সাক্ষিদিগকে ধরিয়া আনিবার ও জাহাজে উঠিবার ও জাহাজ আটক রাখিবার ক্ষমতার কথা।

কোন কর্ম্মকারক উক্ত প্রকার জাহাজে উঠিতে অনুমতি পাইলে, বলপূর্ব্বক উঠিবার জন্যে পোলীসের কি কষ্টমের কোন কার্য্যকারকের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য যুক্তিমতে যতকাল আবশ্যক ততকাল ঐ জাহাজ রুদ্ধ করিয়া আটক রাখিতে পারিবেন, ও উক্ত প্রত্যেক জন কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৮৬ ধারানুসারে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া জ্ঞান হইবে।

এই ধারার বলে কোন ব্যক্তিকে চল্লিশ ঘণ্টার অধিক কাল আটক রাখিতে হইবে না।

১৪ ধারা। ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রচলিত আছে, কোন ব্যক্তি এমত কোন আইনমতে দণ্ডের যোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছে, এই আইনমতে অনুসন্ধান লওন সময়ে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালত অনুসন্ধান লইতেছেন, তাই কোর্ট সমক্ষের এই আইনের সঙ্গত যে২ বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন সেই আদালত সেই২ বিধি প্রবল মানিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করাইতে কিম্বা উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার জন্য তাঁহাকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাঁহার স্থানে হাজিরজামিন লইতে পারিবেন, ও সেই বিচার কালে প্রমাণ দিবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিতে পারিবেন, ও এই ধারার কার্য্য পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

প্রমাণ দিবার জন্যে ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

ও যে বিষয় লইয়া সোকদ্দমা হয় সোকদ্দমার সেই বিচার করণসময়ে সেই বিষয়ে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে এই আইনমতে যে আদালত অনুসন্ধান লন সেই আদালতের সম্মুখে ঐ সাক্ষী পূর্ব্বে সেই বিষয়ের যে জবানবন্দী দেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা কিম্বা আদালতের বিচারপতি দ্বারা সেই জবানবন্দী যথার্থ বলিয়া সম্বৎসর করা গেলে,

(ক) যে আদালতে বিচার চলিতেছে সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ সাক্ষিকে পাওয়া যায় না এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় এই বিষয়ের প্রমাণ হইলে, ঐ জবানবন্দী গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঐ জবানবন্দী দেওয়া যায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালতের বিচারপতি এই মর্ম্মের সর্টিফিকেট লিখিয়া দিলে ইহার বিপরীত প্রমাণ না করা গেলে সর্টিফিকেটই ঐ কথার প্রচুর প্রমাণ হইবে।

৫ ধারা। আদালত এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রমাণ সমেত তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠাইবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আদালতের রিপোর্ট করিবার কথা।

১৮৫৪ সাল অবধি ৮৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে যে স্থানে বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে আদালতের রিপোর্ট পাঠান আবশ্যক সেই২ স্থলে উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত রিপোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে পাঠান গেলে এই ধারার আজ্ঞা উপযুক্তরূপে পালন করা হইবে।

---

৩ অধ্যায়।

সর্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার ও নূতন সর্টিফিকেট দিবার বিধি।

৬ ধারা। ১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে তৎক্রমে এই আইনের ৭ ৮ ৯ ও ১০ ধারামত অনুসন্ধান যে আদালত লন সেই আদালতের প্রতি উক্ত কোন সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমত সর্টিফিকেট কিম্বা যে সকল সর্টিফিকেটের প্রতি ১৮৬১ সালের (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনমতে উক্ত কোন আইনের বিধান বর্ত্তে সেই সকল সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিবার যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এই আইনের কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

ইংলণ্ডের আইনমতে সর্টিফিকেট রহিত ও স্থগিত করিবার ক্ষমতা না রহিবার কথা।

উক্তরূপ কোন আদালত ঐ রূপ কোন সর্টিফিকেট রহিত বা স্থগিত করিলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট করিবার সময়ে উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিতে পারিবেন যে পরীক্ষা না করিয়া ঐ সর্টিফিকেট রহিত করিলে ঐ সর্টিফিকেট কাপ্তানের সর্টিফিকেট হইল, কিম্বা নব্য বা মার্লিমের সর্টিফিকেট এবং ঐ সর্টিফিকেট মার্লিমের বা ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট হইলে মার্লিমের বা স্থল বিশেষ ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট দেন এবং উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচিত বিবেচনা করিলে এ বিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরাধ্যক্ষ সভার পণ্ডিত যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎকালে ঐ সর্টিফিকেট নিজ ক্ষমতাপন্ন হইলে পরীক্ষা না করিয়া উক্ত আইনমতে ঐ সর্টিফিকেট দিতে পারিবেন। ১৮৬৯ সালের ৬ ধারা (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের কর্ম্ম পাকেনা হইলে উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেওয়া গেল যেরূপ ফলবৎ হইত সেইরূপ ফলবৎ হইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সর্টিফিকেট স্থগিত বা রহিত করিবার ক্ষমতা থাকার কথা।

১৭ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কাপ্তান কি মার্লিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবকে যোগ্য তার কি পূর্ব্বে কর্ম্ম করার যে সর্টিফিকেট দেন এবং যাহার প্রতি ১৮৬৯ সালের (ঔপনিবেশিক) সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান বর্ত্তে না সে বা অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত রূপে সেই সর্টিফিকেট স্থগিত রাখিতে কিম্বা রহিত করিতে পারিবেন অর্থাৎ

(ক) এই আইনমতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কিম্বা মার্লিম কি ইঞ্জিনিয়র সাহেবের অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা জাহাজ নাবা পড়ে কিম্বা ডেমার উঠে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করিতে হয় কিম্বা জাহাজের জান গুরুতর হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হয় আদালত এই মর্ম্মের রিপোর্ট করিলে কিম্বা ঐ কাপ্তান কি মার্লিম কি ইঞ্জিনিয়র অপরাধ কিম্বা মত্ততা কি নিষ্ঠুরতা কি অন্য অসদাচারবিষয়ক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী বলিয়া রিপোর্ট করিলে

অন্যান্য আইনমতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর।

(খ) ১৮৪৪ সাল অবধি ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক যে সকল আইন হইয়াছে সেই সকল আইনমতে কোন অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর কিম্বা ব্রিটিষ অধিকারান্তর্গত কোন দেশে কাপ্তান কি মার্লিম কি ইঞ্জিনিয়রদের মধ্যে কোন ভারি অসদাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান কিম্বা জাহাজের বা জাহাজ সংক্রান্ত অন্য দুর্ঘটনার অনুসন্ধান লওনার্থে যৎকালে যে আদালত বা বন্দরাধ্যক্ষ সভার যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেই আদালত কর্ত্তৃক অনুসন্ধান লওয়া গেলে পর ঐ কাপ্তান কি মার্লিম কি ইঞ্জিনিয়র অপরাধ কিম্বা মত্ততা কি নিষ্ঠুরতা কি অন্য অসদাচারবিষয়ক কোন গুরুতর কর্ম্মের অপরাধী কিম্বা তাহার অন্যায্য কর্ম্ম কি ত্রুটির দ্বারা কোন জাহাজ নাবা পড়িয়াছে কিম্বা ডেমার উঠিয়াছে কিম্বা তাহা পরিত্যাগ করা গিয়াছে কিম্বা জাহাজের ভারি হানি কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রাণের হানি হইয়াছে এ আদালত এই মর্ম্মে রিপোর্ট করিলে

(গ) যে অপরাধ ত্রিভুবন ভারতবর্ষের মধ্যে করা গেলে

কোন অপরাধ বিষয়ক।

মাজিষ্ট্রেটের বিচার লইয়া দেওয়া যায় না কিম্বা যৎসরে করা গেলে যেসকল প্রকার এবং অপরাধে যে নির্ণয় হইয়াছিল ইহা দেখান যাইতে পারিবে

(ঘ) কাপ্তানের বেলা কোন আডমিরলটী কোর্টের বিচার সওয়াগরী জাহাজনিবরণ ১৮৫৪ সালের আইনে কিম্বা তৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের বিধানক্রমে সংস্থাপিত জাতীয় আদালতের আজ্ঞাক্রমে ও স্থান প্রাপ্য অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গেলে।

অন্য ব্যক্তি তাঁহার উপর নিযুক্ত হইলে।

পরন্তু যে ব্যক্তি সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হন অনুসন্ধান সকল কার্য্যের আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকে ৯ ধারার বিচার স্থল বিশেষে ১১ ধারার কারণেমতে রিপোর্ট করা গেলে। পত্রের নকল দেওয়া গিয়াছে জানা। গবর্ণমেণ্ট ইহা অন্যায়মতে না জানিলে যে স্থানে কোন কাপ্তানের বা মালিমের বা ইঞ্জিনিয়রের নামে অভিযোগের অনুসন্ধান লওয়া গিয়াছে সেই স্থলে এই ধারার (ক) প্রকরণমতে কোন সার্টিফিকেট স্থগিত রাখা কি রহিত করা যাইবে না।

১০ ধারা। ১১ ধারামতে কোন কাপ্তান কি মালিমের কি ইঞ্জিনিয়রের সর্টিফিকেট স্থিত করা কি স্থগিত রাখা গেলে তিনি ডিপুটি মাষ্টরকে কিম্বা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সর্টিফিকেট রক্ষিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তির হাতে ঐ সার্টিফিকেট দিতে আজ্ঞা করেন তাঁহাকে দিবেন না দিলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

কাপ্তান প্রভৃতির সর্টিফিকেট দিতে হইবার কথা।

৯ ধারা। কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়র স্থানীয় যে গবর্ণমেণ্টের স্থানে সর্টিফিকেট পান তদ্ভিন্ন কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ৭ ধারামতে ঐ সার্টিফিকেট রক্ষিত কর কি স্থগিত রাখা গেলে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেট রক্ষিত করিলেন কি স্থগিত রাখিলেন সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সার্টিফিকেট দেন সেই গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের রিপোর্ট করিবেন ও সার্টিফিকেট রহিত কি স্থগিত করণের কথা জানাইবেন।

অন্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিবার কথা।

১০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৭ ধারামতে কাপ্তান কি মালিম কি ইঞ্জিনিয়রের সার্টিফিকেট রক্ষিত করিলে কি স্থগিত রাখিলে সেই রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার কথা ৯ ধারামতে তাঁহার রিপোর্ট করিবেন।

রাজ্য বিষয়ক বোর্ডে রিপোর্ট করিবার কথা।

১১ ধারা। স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্ট ১৭ ধারামতে রহিত করিবার কি স্থগিত রাখিবার আজ্ঞা করিলে পর যে কোন সময়ে সেই আজ্ঞা অন্যথা করিতে পারেন কিম্বা এই রূপে যে ব্যক্তির সর্টিফিকেট রহিত করিয়াছেন তাঁহাকে পুনঃ কিম্বা স্থগিত রাখিয়া নূতন সর্টিফিকেট দিতে আজ্ঞা করিবেন।

রহিত কি স্থগিত করণের আজ্ঞা অন্যথা করিবার ক্ষমতার কথা।

নূতন সর্টিফিকেট দিবার ক্ষমতার কথা।

উক্তরূপে যে সর্টিফিকেট দেওয়া যায় তাহা ৮৯ সালের উক্ত (ঐ নেদেরলিক) সওয়াগরী জহাজবিষয়ক আইনের কার্য্যাদির জন্য স্থলে পরীক্ষা করিয়া দিলে যেরূপ কলবৎ হইত সেইরূপ কলবৎ হইবে।

১৮৫৯ সালের ১ আইনমতে লিখিত বাণিজ্যে নিযুক্ত কোন জাহাজের যোগ্যতার সর্টিফিকেট এই ধারার তাৎপর্য্যে বিদেশগমনার্থে কোন জাহাজের ঐ আইনমত যোগ্যতার সর্টিফিকেট অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর সর্টিফিকেট বলিয়া গণ্য হইবে।

এই ধারামতে ক্রিয়া অন্যথা করা গেলে কিম্বা নূতন সর্টিফিকেট দেওয়া গেলে সাধ্যমত ত্বরা। বাণিজ্যবিষয়ক বোর্ডে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবে।

---

৪ অধ্যায়।

নাবিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তের কথা।

এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১ আইনের সহিত পঠিত হইবে ও তাহার অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

১২ ধারা। এই অধ্যায় ১৮৫৯ সালের ১ আইনের সহিত পঠিত হইবার কথা।

নাবিকদের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবদের বন্দোবস্ত করিতে হইবার কথা।

১৩ ধারা। বেঙ্গল কিম্বা বাণিজ্য বাণিজ্যে নিযুক্ত যে জাহাজে তিন শত টনের অধিক না ধরে এমত জাহাজ ছাড়া অন্য সকল জাহাজের কাপ্তান ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন বন্দরকটকে যে নাবিকদিগকে তাহাদের মহাজন বলিয়া সমুদ্রে লইয়া যান তাঁহাদের প্রত্যেক জনের সঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিতমতে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বন্দোবস্তলিখিবার পাঠ ও তাহার মর্ম্মের কথা।

৪ ধারা। মন্ত্রিসভাবিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব যে পাঠ অনুমোদন করেন উক্ত প্রত্যেক বন্দোবস্ত সেই পাঠে লেখা যাইবে ও প্রথম স্বাক্ষর করিবার সময়ে তাহাতে তারিখ লেখা যাইবে। ইহা ও কোন নাবিকের দস্তখৎ করিবার পূর্ব্বে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে। ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম বলিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা লেখা যাইবে যথা

(ক) প্রস্তাবিত যাত্রার বা কর্ম্মের ভাব ও যাত্রার যত দিন লাগিবে ও কর্ম্মের যত দিন প্রবল থাকিবে সাধ্যমতে এই কথা প্রকাশ থাকিবে অথবা যাত্রার যত দিনের অধিক না লাগিবে কিম্বা কর্ম্মের যত দিনের অধিক প্রবল না থাকিবে ও জগতের যে স্থানে কি যে খণ্ডে যাত্রা করা হইবে কিম্বা যে স্থানের কি খণ্ডের পক্ষে কর্ম্ম না খাটিবে তাহা।

(খ) যে প্রকারের যত জন বাছা লওয়া যাইবে ও তাহাদের মধ্যে যত জন খালাসীর কর্ম্ম করিবে।

(গ) প্রত্যেক জন নাবিকের যে সময়ে জাহাজে যাইতে বা আসা আরম্ভ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক জন নাবিকের যেরূপ কর্ম্ম করিতে হইবে।

(ঙ) প্রত্যেক জন নাবিক যত দিন পাইবেন।

(চ) প্রত্যেক জন নাবিককে জাহাজীয় যত দ্রব্য দেওয়া যাইবে ও তাহার সংখ্যা।

(ছ) ও জাহাজে যে প্রকারের আচরণ করিতে হইবে ও অনুপযুক্ত আচরণ হইলে জরিমানার ও আহার কমাইয়া দেওয়া কিম্বা বৈধ অন্য দণ্ডের যে বিধান উপযুক্ত বলিয়া মাত্র সভাবিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর

সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হয় ও নাবিকেরা মানিতে স্বীকার করেন, সেই বিধান ঐ বন্দোবস্তপত্রে দেখা যাইবে।

ও সেই বন্দোবস্তপত্র এমন করিয়া লেখা যাইবে যেন কাপ্তান সাহেবের ও একং জন নাবিকের মধ্যে যে ন আগাম পাইবার ও গরমবস্ত্র পাইবার যে নিয়ম সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক প্রচলিত কোন আইনের বিধানের অসঙ্গত না হয় এমত নিয়মও করা যাইতে পারে ও অন্য যে নিয়ম আইনের বিপরীত না হয় তাহা যেন ঐ পত্রের মধ্যে লেখা যাইতে পারে।

২৫ ধারা। খালাসীদের বা এদেশীয় অন্য নাবিকদের সহিত যে বন্দোবস্ত হইলে ঐরূপ প্রত্যেক জন নাবিককে আইনীয় মত মূল্য দেওয়া যাইবে বলিয়া বন্দোবস্ত হয় তাহার কর্ম স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত উপযুক্ত পদস্থ ব্যক্তির জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়ে২ যে কর্ম ধার্য্য ও প্রকাশ করেন তদপেক্ষা কম মাত্রায় হইবে না।

খালাসীর মূল্যের যে কর্ম খালাসী দিগকে দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

কোন কাপ্তান কোন খালাসীর বা এদেশীয় অন্য কোন নাবিকের সহিত উক্তরূপে ধার্য্যকৃত ও প্রকাশিত কর্ম অপেক্ষা কম মাত্রায় আপনীয় জাহাজের কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার দুইশতটাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

২৬ ধারা। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যএমত কোন বন্দর কোন খালাসীর কি এদেশীয় অন্য নাবিকের কর্ম করিবার বিষয়ে ফুরাইলে এমত বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট কথার অতিরিক্ত ঐ ব্যক্তি যে বন্দরে জাহাজে উঠিলেন কিম্বা অন্য যে বন্দরে যাইতে সম্মত হন সেই বন্দর বা নগরে জাহাজ যাইতে উদ্যত আছে তাঁহাকে ঐ জাহাজে উপযুক্ত কর্ম্ম করাইয়া দিবার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বন্দরে বিনা খরচে দিবার জন্য যে নিয়মে সম্মত হন এমত নিয়মে পঁহুছাইয়া দিবার করারও ঐ বন্দোবস্তপত্রে লেখা থাকিবে, উক্তরূপ প্রত্যেক করারে জাহাজের মালিকের কিম্বা তাহার পক্ষে কাপ্তানের দস্তখৎ করিতে হইবে।

খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক ছাড়া একমাত্র নাবিককে করার করিয়া লন তবে সেই নাবিক সেই প্রকারের লিখিত বন্দোবস্তপত্রে দস্তখৎ করিতে পারিবেন এবং আইনমত যে বন্দোবস্তপত্র করা যায় তাহাতে তাঁহার দস্তখৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় ব্রিটিশ ভারতবর্ষ দেশীয় যে লোককে জাহাজের মল্লাহ্ন বলা বলিয়া ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন বন্দর হইতে সমুদ্রে ইহা যাত্রা যাবে নাবিকশব্দে নির্দ্দিষ্ট গণ্য।

২৭ ধারা। গ্রেট ব্রটন ও ঐরলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কিম্বা ব্রিটিশ অধিকারের অন্যদেশ কোন দেশের কোন জাহাজের মল্লাহ্নের সঙ্গে কাপ্তান সাহেবের কোন বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

ব্রিটিশ কি উপনিবেশের জাহাজের বন্দোবস্ত লিখিবার পাঠ।

নাবিকেও জাহাজে যে স্থানের হয় কিম্বা মল্লাহ্নের সঙ্গে যে স্থানে করার করা গেল, ঐ বন্দোবস্তপত্রে সেই স্থানের আইনমতে উপযুক্ত পাঠানুসারে লেখা থাকিলে যদি সেই কাপ্তান সাহেব ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে

৫ অধ্যায়।

বন্দর পরিদর্শকদের কথা।

২৮ ধারা। ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন নং ১০ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাগুলি দিতে হইবে যথা

১৮৭৫ সালের ১২ আইনে ধারা যোগ করিতে হইবে তাহার কথা।

৮ ক ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ের এই আইনের নিয়মানুসারে কোন বন্দরে বন্দর পরিদর্শক নামক একজন কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে ও তাঁহাকে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন

বন্দর পরিদর্শক নিয়োগ করণের ও তাঁহার ক্ষমতার কথা।

"উক্তরূপ যে প্রত্যেক নাবিককে নিযুক্ত করা যায় তিনি যে বন্দরের নিমিত্ত নিযুক্ত হন সেই বন্দরের সীমার মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন যথা

(ক) তিনি যে কোন সময়ে কোন জাহাজে প্রবেশ করিয়া তথা ও তাহার প্রত্যেক অংশ এবং ঐ জাহাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারার্থ যে আহারীয় দ্রব্য ও জল দেওয়া হয় তাহা এবং নাবিকদের জন্য যে ঔষধ ও সরঞ্জাম ও স্থান থাকে তাহা দেখিতে পারিবেন

(খ) তিনি ঐ জাহাজের সকল বা কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসকস্বরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

(গ) ঐ জাহাজের ব্যক্তি বর্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অবস্থার তদন্ত লইবার নিমিত্ত তিনি যে লোক বা অন্য কোন বহী বা কাগজের দর্শন আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিতে ও সেই আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন,

(ঘ) তিনি উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐরূপ সকল বা কোন ব্যক্তিকে তলব করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন জিজ্ঞাস্য উচিত বোধ করেন তৎসম্বন্ধে উত্তর দিবার আদেশ করিতে পারিবেন

(ঙ) তিনি উক্তরূপ যে ব্যক্তির পরীক্ষা করেন সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে তাহার সত্যতার প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১৮ খ ধারা। কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে পর উক্ত বন্দর পরিদর্শক ঐ জাহাজে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান লইবেন যে ঐ জাহাজের কোন খালাসী বা দেশীয় অন্য নাবিক কাপ্তানের বা মল্লাহের কাহারও নামে নালিশ করিতে চাহে কি না।

বন্দর পরিদর্শকের যা বিশেষ তত্ত্ব লইবার কথা।

উক্তরূপ কোন নালিশ করিতে ইচ্ছা করিলে বন্দর পরিদর্শক ঐ নালিশ শুনিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহার সম্মতি নিমিত্ত পরাঙ্মুখে ১৮ ক ধারার লিখিত যে কোন ক্ষমতাবলে কার্য্য করিতে পারিবেন।

এ মোকদ্দমাতে বন্দরপরি দর্শকের নিকট যে কোন নালিশ হইবে শিপ [illegible] নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং

নালিশ হইলে শিপ [illegible] নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং

তিনি শিপিং মাষ্টারের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট পাঠাইবেন।

---

৬ অধ্যায়।

বিবিধ নিয়মের বিষয়।

১৯৮ ধারা। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ৮৫৯ সালের আইনের ১১৩ ধারা মতে ও ৬ দফাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ৮৮৫ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা মতে হওয়া [illegible] অথচ জানাইতে পারে তাহার [illegible] ধারামতে ত্রুটি [illegible] অন্য কোন [illegible] কোন জাহাজের প্রতি [illegible] কোন কাপ্তান কি স্বামির কি অন্য ব্যক্তির স্থানে আদায় হইতে পারে। যদি [illegible] ঐ জাহাজ [illegible] যে ব্যক্তি [illegible] উপযুক্ত জ্ঞান করেন [illegible] জাহাজপত্র প্রকাশ করিয়া [illegible] কি নিকাশ [illegible] সওদাগরী জাহাজ [illegible] ১৮৫৯ সালের [illegible] ধারা [illegible] ঐ [illegible] ও খরচের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবে।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি তদনুসারে উক্ত কোন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন [illegible] বীমা সম্বন্ধীয় বিষয়ক ৮৭১ সালের আইনের ৪৭ ধারার ৭ প্রকরণের তাৎপর্য্যানুসারে ঐ ব্যক্তিকে রাজকীয় পদভুক্ত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারি [illegible] মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করিবার কথা।

এই ধারাতে সকল মোকদ্দমা ও মোকদ্দমা ঘটিত কার্য্য ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মন্ত্রিসমাজস্থিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেবের নামঘটিত উপস্থিত করিয়া চালাইতে হইবে।

৩৩ ধারা। কোন জাহাজ ১৮৫১ সালের ১৩ আইনের [illegible] ও [illegible] দ্রব্য লইয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা বন্দরের ও আরব সমুদ্রাঞ্চল দেশের মধ্যে যাতায়াত করিলে যদি সেই জাহাজ কেবল ভারত লোকের খালাসী করা আসিয়া থাকে অন্য গঠিত অন্য দেশীয় সাহেব খালাসি থাকেন তবে সেই জাহাজের প্রতি ৮৭৯ সালের উক্ত ১৯ আইনের ৯ অবধি ১৩ পর্য্যন্ত ধারা খাটিবে না।

কাপ্তানের পরীক্ষার বিষয় যে বিধান আছে তাহা কোন জাহাজের প্রতি খাটিবার কথা।

৩৪ ধারা। ৮৭১ সালের উক্ত ৩ আইনের উক্ত ২ ১৫ ও ৩৩ ধারার নানা রাজধানীর আডবোকেট জেনরল কি [illegible] শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে সলাম জানাইলে

১৮৫১ সালের ১ আইনের [illegible] ধারা [illegible] বিধান করিবার কথা।

'পূর্ব্বোক্ত সন্ধানের' পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে পূর্ব্বোক্ত সন্ধানমতে এই কথা যে স্থানে আছে তাহার পরিবর্ত্তে এই কথা নিবেশ করিবে কোন প্রসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নিবেদিত হইলে।

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলিপি পরে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৮০ সালের আইন হইয়াছে সেই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটী ৮৮০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে রিপোর্ট করেন তাহার ৮ প্রকরণ নিম্নলিখিতরূপ ছিল

৮। আমার মূল পাণ্ডুলিপির ৭ ৪৮ অধ্যায় উপস্থিত নিবারণ কারণ আমরা বিবেচনা করি যে ঐ দুই অধ্যায়ে যেং বিষয়ের [illegible] একটি পাণ্ডুলিপির অনেকের উপযোগী হইবে যাহাতে ১৮৭৫ সালের ৪ আইন ও [illegible] ১৮৭৮ সালের ১৩ আইনের ধারা এনিয়ম গৃহীত হইবে।

৯। যে দুইটি অধ্যায় উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহাতে যে প্রকারের কথা ছিল তাহা ঐ পাণ্ডুলিপি সংযুক্ত ১৮৭৯ সালের ২৯ অধ্যায় [illegible] অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণে নিম্নলিখিত কএক প্রকরণ দৃষ্টে জানা যাইবে।

'১১। বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের কথা যোগ করণ দ্বারা ৭ অধ্যায় বন্দর পরিদর্শক নামক এক জন কার্য্যকারক নিয়োগ করিবার বিধান করা গিয়াছে। এই কার্য্যকারক স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব এক্ষণে যে কর্ম্ম করেন (ও [illegible] যাহা [illegible] পাণ্ডুলিপিতে তাহার প্রতি আইনমত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে) তদ্ভিন্ন [illegible] জাহাজ উপস্থিত হইলে সওদাগরের মধ্যে কোন ব্যক্তি কাপ্তানের বা মহাজনের জন্য [illegible] নামে যে নালিশ করে তাহার তদন্ত লইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয় [illegible] গেজেট। ৮৮১। ২৬ জুলাই।]

জাহাজে কর্ম্ম করিবার সময় খালাসীদের ও প্রাচ্যদেশীয় অন্য নাবিকদের রক্ষার্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ইচ্ছানুসারে শেষোক্ত বিধানটি সন্নিবেশ করা গিয়াছে।

২২। ৮ অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইনের দুইটি সংশোধন করা গিয়াছে। যে স্থল সম্বন্ধে এক্ষণে কোন বিধান নাই সেই২ স্থলে অনুসন্ধানার্থে সামুদ্রিক আদালত বসাইবার ক্ষমতা দিবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা গিয়াছে। স্থানীয় সামুদ্রিক কর্ত্তৃপক্ষ দিগের অনুরোধক্রমে এই পরিবর্ত্তনটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা সংপ্রতি সংশোধিত ইংলণ্ডের ব্যবস্থার বিধানের অনুযায়ী। অন্য সংশোধন দ্বারে আহারীয় দ্রব্যের কর্দ্দ ধারা করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কোন খালাসী বা দেশীয় নাবিকের সহিত ৫ কর্দ্দ অপেক্ষা কম দ্রব্য দিবার চুক্তি করিলে কাপ্তানের দণ্ড হইবে উক্ত নাবিকদিগের রক্ষণার্থ এইরূপ বিধান করা প্রয়োজনীয় দৃষ্ট হইয়াছে।

৩। উপরিউক্ত সিলেক্ট কমিটীর পরামর্শ ক্রমে পরিবর্ত্ত করিবার উদ্দেশে তদ্বিষয়ক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা গিয়াছে।

কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে ১৮৭৫ সালের ও ১৮৭৮ সালের আইনের বিধান গুলি সংগ্রহ করিয়া সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের পাণ্ডুলিপির পরিবর্ত্তে বিষয় সহযোগে পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র এমন নহে, ইহাতে আর কিছু আছে।

রাজকীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইনের বিধান নাবিকাধিকার বিষয়ক বোর্ডের যে সার্টিফিকেটের প্রতি ব্যক্তি সেই সার্টিফিকেট স্থগিত ও রহিত করিবার বিষয়ে ১৮৭৫ ও ১৮৭৮ সালের আইনের স্থানের বিধান আছে রাজকীয় আইনের বিধানের সহিত তাহাদের আইনের বিধান মিলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হয় যে পার্লিয়ামেণ্ট সাহার বিধান করিয়াছেন এরূপ কএকটি বিষয়ে আমাদের আইনের বিধান আছে এটি বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের আইন যে স্থলে ঠিক প্রতিলিপি নহে আইনের সিদ্ধতা সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে তাহার কথা থাকুক এক্ষণে বিষয়ে দুই প্রকারের বিধান থাকায় কার্য্যের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই নিমিত্ত এই পাণ্ডুলিপি দ্বারা যেং আইন রহিত করা গেল সেই২ আইনের বিধান পুনর্ব্বার বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে রাজকীয় আইনে যে সকল বিষয়ের বিধান নাই এবং যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে স্পষ্টই জানা যায় সেই সকল বিষয়েই পাণ্ডুলিপির বিধান আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান আইনের কোন২ বিধান পরিত্যাগ করিতে ও কোন২ বিধান সংশোধন করিতে হইয়াছে।

৪। এই পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সুযোগে ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ২৬ ধারা সংশোধন করিয়া বিধান করা গিয়াছে যে ব্রিটিশভারতবর্ষে যে বন্দর নহে সেই বন্দরে কোন খালাসীর কর্ম্মের বিষয়ে ফরাসিস, জার্ম্মানের সহিত তাহার যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে তাহাকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ফেরত পাঠাইবার করার নিয়ত থাকিবে এবং যে বন্দর সম্ভবত ব্রিটিশ ভারতবর্ষে নয় এরূপ অন্য যে বন্দরের বন্দোবস্ত হয় সেই বন্দরে যে জাহাজ যাইতেছে সেই জাহাজে কর্ম্ম করিয়া দিবার করার করিলেই হইবে না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচ্যদেশীয় নাবিকাধিকারের দেশীয় নাবিকদের নিয়োগ বৃদ্ধি সম্বন্ধে এবং ইউরোপীয় বন্দরে দুরবস্থায় পতিত আশিয়ানিবাসী নাবিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্য কারণ না হইলেও অর্থনীতি ও শাস্ত্রগত হেতুবশত গবর্ণমেণ্টের এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত যাহাতে যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষীয় নাবিকদিগকে লইয়া যায় তাহাদের খরচে ঐ নাবিকেরা এতদ্দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারে।

৫। ১৮৫৯ সালের ১৮ আইনমতে যে আডকাটিদের শাস্তি হয় তাহাদের বিচার করণার্থ আদালতে প্রতি ১৮৭৫ সালের ৪ আইনের ৩১ ধারাক্রমে কোন২ ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই পাণ্ডুলিপি হইতে ঐ ধারা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে কারণ প্রথমোক্ত আইন সংশোধনার্থ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ের বিধান হওয়া উচিত।

১৮৮১ সাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি।

হইটলা ষ্টোকস।

ডি ফিজ্জ পাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M. A., B. L. *Bengali Translator.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 26, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইস্তিহার প্রভৃতি।

জেলা রঙ্গপুর।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১২৮০। ৮১ ইং লাগায়ের কিস্তি কেরুওয়ারি মে ১২৮৭ সালের লাগায়ের কিস্তি কানগুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া বাহা বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১। ২২ আগষ্ট মো সন ১২৮৮ সনের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ৮৮১। ৭ জুলাই।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল।	তৌজি নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
মধ্যুবাবি কর্ম্মা ধার্য্যকর মহাল।	৬৬৭	পরগনে আলগাও।	চন্দ্রশিখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় ও রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী ও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও বসুমতী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ম্মাধ্যক্ষ লক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কোঙর শ্যামকিশোর রায় কর্ম্মাময়ী চৌধুরাণী।	৩৯৮ ৮/১২	১৭৮৸৶	এই তালুকের ৪ বছরের লিখিত মালীকগণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর এক হিস্যা এই তালুকের কুল ৵১ মধ্যে বর্ত্তী বাকির সদর জমা ৩৭৮।৶৬৭ পাই হয়। ১৮৫৯ সাং র ১১ আইনের ১ ধারামতে বিশেষ নম্বরে লিখিতাছে ও কা

সেনা রাজস্ব দাখিল না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় হওয়ার ও যা বাকি থাকিল প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এক অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য নিস্ত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল খরিদারনীলামি পণের অবশিষ্ট টাকা যথাক্রমে দাখিল না করায় ১ ৫৯। ১১। ২৩ ধারামতে পুনর্ব্বার নিলাম হইবে।

C F MADRATH *Offg Collector*

জিলা বীরভূম

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল কারি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিম্নশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮১ সাল তারিখ ১১ জুন ৪।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বাবরক নি ক শ্যাম সুন্দরপুর	বাকী রাজস্ব ৩১৮৶	৺ খেলাচন্দ্র দে দের ষ্টেটের এডমিনিষ্ট্রেটর কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও হরিচরণ দেবাবিধি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১৩৸/	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG,
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী,
১ জুলাই। ৮১।

[*Government Gazette, 26th July* 1881]

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানাযাইতেছে ১৮৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ই রেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ১২৮৮ বাং ২৭ শ্রাবণ বোজ শুক্রবার জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে বেচা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর মহাল	নাম থানা মৌজা তালুক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বার্ষিক সেস।	বাকীর পরিমাণ। খাজানা।	সেস।	মোট।	মন্তব্য।
২৬	থানে বাজু। মৌং বিনাওয়াজা। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং	মহম্মদ আলী মৌং	৯৩৮৲	১১৬৸৶	৯ ৮৲	১১৬৸৶	১৬৸৶	স্থগিত মুকাবিলা হইবে।
৭১	থানে বাজু। মৌং উমখালী। তাং বৈদ্যনাথ মুন্সী	বৈদ্যনাথচরণ দাস	১ ১৭৲ রোডকর ৮৴ ১০৸৶	১৬ ।।৴৬	১৯৯৭৲ রোডকর ১ ৶ ১৯৯৸৶	১ ৮।৶	২১১১৸৴	ঐ
৮৮	থানে বাজু। মৌং রাজার কুল। তাং সেরখন্ত কা	শ্রীমতী দেওয়ান বিবি গং	১১ ।।৬	১৫৮।৴		১৭৯।	১৭৯।	ঐ
১৭৭	থানে বাজু। মৌং ৫। কখালী। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ কাং।	শ্রীমতী আজিজা বানু গং	৫ ৬৭৴	৪৭৸৶৬	১৬৯৯৴	১৫।৴	২ ১৭	ঐ
২০৫	থানে রাজু। মৌং চাকমার কুল তাং আমানতআলী চৌ থানে চকরিয়া।	শ্রীমতী লাডলি বিবি চৌধুরিয়া।	৫৪৯৲		৫৪৯৲		৫৪৯	ঐ
২৩৫	মৌং লক্ষ্মীপুর। তাং মোহম্মদলাল স্কুল থানে চকরিয়া।	মোহম্মদলাল স্কুল	৮৫৭৸০	১৯ ১৩	৮ ৮৸	৬৬।৴৬	৩ ৫৴৬	ঐ
২৭৪	মৌং কেওলা ম দিক কুড়। তাং বিবি ইস্রাক থানে চকরিয়া।	নাগর আলী	৭৫৭।।৶	৯৬।৶	২৮৪।।৶	৩১৶	৩১৬৸৴	ঐ
২৮৬	মৌং বারবাকীয়া। তাং বিবি ইস্রাক থানে কটীকছড়ি।	দেওয়ান আলী চৌং	৬৮৭।।৴৩	২৯৫৸৶	২৫৭।।৴৩	৯৬।৴	৩৫৭৸৶৩	ঐ
৩ ৮	মৌং খুরুল। তাং আনন্দআলী চৌধুরী।	আমজদ আলী চৌধুরি।	৬২ ৲		৬২৮৸৶৬		৬২৮৸৶৬	ঐ
৪৯০	থানে রাজু। মৌং খুরুলা। তাং শ্রীমতী নবরেণু বানু	আ চাঁদ আলী	৭ ২৲ রোডকর ৶ ৭১২৴০	১ ৮৶	৭ ২ রোডকর ৶ ৭১২৴	১ ৭৶	৭২২৸৶	ঐ
১৪৯০	থানে চকরিয়া মৌং পেকুয়া। ই শেখ কদরআলী	শেখ কদর আলী।	১১১ ৲ রোডকর ১২৲ ১১৭৯৲	১০২।৶৬	৮ ২ রোডকর ১২ ৮৮৪	২৭৶	১৫৬৭৶	ঐ

A MANSON Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৯ জুলাই।]

জিলা বাঁকুড়াগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাঁকুড়াগঞ্জের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞানুসারে বাকী রাজস্ব ঐ সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের দায়ে প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আষাঢ় যোং ১২৮৮ সনের ৮ আষাঢ় রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিম্নবর্ণিত বিক্রয় হইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	উপকিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৫৫৩৩ নং	সদর হরুকী কালিকাপুর দেবপুর আর বাদ হরিপ্রসাদ রায় পোদক দেহ সদর সাহেব খাস তালুক।	এজমালি দিং ।।৶৹ আনী মালিক শ্রীজিয়তী ভারতে বন্দী।	১১১৯৫ ।।৷৷	হাল খাজানা ১১১৯।।৷৷ বকয়া ১৪১৭ ।।৶২ ২৬০৯৶৹	এই মহালের জিলাব পৃথক বকয়া ।/ আনী অংশের নিলামের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে নিলাম যে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর পরিমাণ ডাক মা বকয়াতে ১৮৫১ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে যে সে আমা হাল এজমাল হইয়া নিলাম বন্ধ রেখ ইতি।
			জিলাব পৃথক বকয়া দিং ।/ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরাণী ও নবকিশোর চক্রবর্ত্তী।	৫৪৩৸৶১	বাকী হাল ১২৮৭ সনের দিং কালকরের ৪৬৬৶১ বকয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪৩৸৶১ ১৩৫২।৷৷	
				১৭৩৮৸৶৮	৬১৫৮৸৶১	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জিলা মজফ্ফরপুর।

ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা মজফ্ফরপুরের মধ্যবর্ত্তি মিস্রের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ই ২৩শে সনের ১৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ৩ জুলাই।

সদর তৌজী	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	সদর মুজফ্ফরপুর জিলায় মধ্যবর্ত্তি মাঝারণ চৌমহল মুজফ্ফরপুর।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র বসু	৬৩৭/১১	১১৮৸৶৬

E V WESTMACOTT
Offg Collector

[*Government Gazette*, 2 *6th July* 1881]

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয় যব ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল জারী বাকী রাজস্বের নামে প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

বকাসের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার তাকিদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দোবস্তী মহাল।				
৩৪৬৮ নং	পাচগাছিয়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ভবদাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১৬৪৸৶৬	৬	
	ঐ				
৮৫২১ নং	তেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর খাজনা	১ ১৭৴৩		
		চৌকীদারী	১১ ৷৶		
		৫ ভিক্ষ	১৮১১		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় ১৯৯ ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা	৩ ৵৭॥		
		চৌকীদারী	৫১৸৴		
		রোডকর	॥৴৪॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে			
		বাকী টাকা ১৪৭ বাদ ১৯৯ ॥ আনার সদর জমা খাজানা	৩ ৸৭॥		
		চৌকীদারী	৫১৸৴	১৮৸৬	এই অংশের বাকীবকেয়া নিলাম হইবে।
		রোড কর	॥৴৪॥	৷৮	
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই			

R. Corse II Offg Collr

জেলা কটক।

ইস্তাহার নামা বাকীদারি কালেক্টরি মহাল প্রদেশ জেলা কটক।

সমস্ত লোকদিগের জ্ঞাতকারণ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইংরেজি সন ১৮৫৯ সাল ১ আইনের ৬ ধারা ও সন ১৮৬৮ সাল ৭ আইনের ৩ ধারানুসারে কটক জেলার নিম্নে লিখিত মহাল সকল আগামীতে কিস্তী জানুয়ারি সন ১৮৮১ সাল মোতাবেক সন ১২৮৮ সালে অতীপন্নী বাকী সরকারের পাওনা আদায়কারণ সন ১৮৮১ সাল আগস্ট মাহার ৫ তারিখ মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল ভাদ্র বাকীর ৬ বিধ সোমবার দিবসে একেলার কালেক্টরি কাছারি তে নিলামে হইয়া থাইবেক এবং নিলামের ক্রয় হইবেক। ৯ তারিখ মাহ জুলাই সন ১৮৮১ সাল।

দ্বিতীয় শ্রেণী মেয়াদী বন্দোবস্ত জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

নং ৫৮৯ তৌজি বজুরি মহাল কিসমত তালুকে সত্যভামাপুর পং পদ্মপুর লিখিত মালিক রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও ভাগীরথি মাইতি ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও নন্দধর দাস ও রঙ্গাধর দাস ও পীর মহম্মদ ও ফকিরমহম্মদ সদর জমা ৩৫২৸৶৯

নং ১২৫৩ তাজি কি ৪/৫৸১২৸১২ গণ্ডা তালুকে জাহানারা বিবি পং করমুল লিখিত মালিক চৌধুরী রাধামাধব সামন্তরা মহাপাত্র স্বয়ং ও মাহাজেন দিয়া সিং পহরাজ ও ব্রজসুন্দর পাট সোশী লালগোপাল ও চৌধুরী শ্যামসুন্দর রায়গুরু ও সূর্য্যনারায়ণ দেই ও শ্রী চন্দ্রদাস ও বিনোদবেহারী দাস ও অনাদি দাস ও বংশীধর দাস ও অচ্যুতানন্দ ও আনন্দচন্দ্র দাস ও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ও গোপাল পতি ও নিবোধ দীক্ষিত ও চক্রধর পতি ও শিবপতি ও বলিপতি ও শ্রীনিবাস ভূঁয়া ও কালীশাব বসু ও সুরেন্দ্রমন ও চৌধুরী রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও নন্দধর দাস ও রাজাধর দাস নিলমণি দাস ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও সূর্য্যনারায়ণ দাস ও উমাপ্রসাদ বসু ও শ্যামচরণ মল ও শ্যামচরণ মাইতি ও সুদর্শন ভূয়া ও চক্রধর ভূঁয়া কল্ভের বেহেরা সাধুচরণ মাইতি ও হাড়ি সাহু সদর জমা মং ১০০৭৸৶৫। একহাজার সাত টাকা তিন আনা পাঁচ পাই একপুরা।

জেলা কটক ৯ তারিখ
মাহ সন ১৮৮১ সাল।

C. Grant, Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

NOTICE is hereby given under Section 6 Act XI of 1859, that the undermentioned estate in the district of Furreedpore will be put up to public and unreserved sale at the Collectors Office of that district on the 9th August 1881 corresponding with 14th Bhadra 1288 B S for arrears of revenue and other demands which, by the Regulations and Act in force are directed to be realized in the same manner as arrears of revenue due on 30th January 1881

Number	Name	Number	Government	Amount of [illegible]
			Rs	Rs
882	[illegible]	[illegible]	4881	1817

FURREEDPORE COLLECTORATE *the 16th July* 1881 J E B JEFFERY *Offg Collector*

ফিলা ফরীদপুর।

এক্তার নামা কালেক্টরী কালেকটরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারায় জানান যাইতেছে ৮৫৯। আইনের ধারার বিধানমতে জিলা ফরীদপুরের মধ্যবর্ত্তী নীচের লিখিত মহাল ৮৮ সনের ৯ আগষ্ট মোতাবেক ২৮৮ সনের ৪ ভাদ্র সোমবার এজিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারি বাটীতে ডাকের প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে। তারিখ ৯ জুলাই।

প্রথম শ্রেণীর প্রজাবুকীর জমাবাকী হওয়ার মহালে।

ক্রমিক নম্বর।	মহালের নাম ও পত্তনদার কমলাকের নাম।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।
৬১	নং পরগনা [illegible] মুরাদী [illegible] জমাবন্দের [illegible] অংশীদার [illegible] নিমিত্তের [illegible] বাকী [illegible] নির্দ্ধারিত [illegible] ১৮৮১ সনের [illegible] জানুয়ারির বাকী [illegible] ১৮৮ সনের ১১ আশ্বিনের [illegible] খাজানার [illegible] মুহুরী [illegible] চৌধুরী [illegible] নিলামের [illegible]	সদর জমা। ৪৭৮৬ ক্রোড় জমা। ৭৮ ৪৮ ৪	বাকীর পরিমাণ। ইং কিস্তি জানুয়ারি সাল বুধ ১৮৮১ খাজানা ১৭১১ ক্রোড় জমা ২৪ ১৮১৭

J E B JEFFERY *Offg Collector*

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত [illegible] যে ইংরেজী [illegible] জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার [illegible] নদীর [illegible] প্রতি বৎসর [illegible] বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা [illegible] সনের [illegible] ১১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া [illegible] সনের [illegible] তারিখে [illegible] বাণিজ্য [illegible] লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহ মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা [illegible] করিতে পারে।

C C STEVENS
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[*Government Gazette 26th July* 1881]

The Hymns of the Rig Veda, in the Samhita and Pada Text, by Professor F. Max Müller, M. A. in two Volumes. *Price Rs. 21, packing and postage Rs. 1 1.*

**** The Rig Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only, yet as soon as editions, translations, grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come, when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country.—Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT. GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত অবনাশক সিনবোর্ড।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি পাউণ্ড টীন ৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ১৫৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তার ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়।

উপরের লিখিত মূল্য বাদে প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ৸০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸৵ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal by C. D. Field, M.A., Barrister-at-Law of the Inner Temple, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Session Judge, and Bengal Member of the Rent Commission.

Price Rs. 3 per copy.

Orders accompanied by certificates and remittances for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Printing Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট্‌ল ও ইংলণ্ডীয় অন্তঃপুরের সিবিল সার্ভিসে নিযুক্ত জজের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশনের মেম্বর ইনর টেম্পলের ব্যারিষ্টার এম এ ও ফিল্ড সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একখানি পুস্তকের মূল্য ৩ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকাউণ্টাণ্টের নিকট একখানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা বোতক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengal Government Gazette FROM 1st JANUARY 187.

Payable in advance.

For one year without postage	Rs. 10	1	0
Ditto with postage	1	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসের তারিখ অবধি বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	৯৲
ডাকমাশুল শুদ্ধ	১০৲

যাহারা টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইবেন তাহারা প্রতি এক আনা মূল্যের জন্য ৵০ আনা তাহাদের টিকিট ডিস্কাউণ্ট দিবার জন্য পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৬ জুলাই।]

NOTICE

IN continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied, unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c, inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE.—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটে দেওয়া যাইবে না, ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনলাত্রাভিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয়ের কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তাহাদিগকে নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
অন্যান্য ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পঙ্‌ক্তি	৵

[*Government Gazette, 26th July* 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন আর্নল্ড সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1134—710—26 7 81

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট।

বুধবার ১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

সম্পত্তি হস্তান্তর করণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি

পত্রাদির নির্ঘণ্ট।

রাজস্ব কৃষি ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্য বিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের নিকট উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৬ সালের ৮ অক্টোবরের ৭২২ এ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৩৪নং কাগজপত্র।]

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একটিং প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৭ মার্চের ৪৬ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৩৫ নং কাগজ পত্র।]

মান্যবর শ্রীযুত এচ এস কমিন্স সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩১ মার্চের পত্র [৩৬নং কাগজপত্র।]

কলিকাতার হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩৫ মার্চের ৪৬৮নং পত্র [৩৭ নং কাগজ পত্র।]

হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেবের বিভাগের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৮ আপ্রিলের ১ নং পত্র [৩৮ নং কাগজ পত্র।]

মান্যবর শ্রীযুত ই জি এচ পি, বৈরাল সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১১ আপ্রিলের পত্র [৩৯ নং কাগজ পত্র।]

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২১ আপ্রিলে ১৯৪৭ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪০ নং কাগজ পত্র]

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৮ আপ্রিলের ২৩৪৮ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪১ নং কাগজ পত্র]

পাঞ্জাবের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১ মের ১৭ ৫ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪২ নং কাগজ পত্র।]

হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট সাহেবের বিভাগের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৩ এপ্রিলের ৪ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪৩ নং কাগজ পত্র।]

মধ্যপ্রদেশের একটিং কমিশনরের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৫ মের ১ ৮৬৩ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪৪ নং কাগজপত্র।]

মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিশনরের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৯ মের ২ ৪৪৯৮ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪৫ নং কাগজপত্র।]

হায়দরাবাদের একটিং ফ্রথম আসিষ্টাণ্ট রেসিডেণ্ট সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১০ মের ২ P নং পত্র [৪৬ নং কাগজপত্র।]

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১০ মের ৩৬৭ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪৭ নং কাগজপত্র।]

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৯ সালের ২১ মের ১৬ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৪৮ নং কাগজ পত্র।

উত্তর পশ্চিম [illegible] হাই কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতের ১৮৭৯ সালের ২৯ মের স্মারক লিপি [৪৯ নং কাগজপত্র।]

আজমীর মেরবারার প্রধান কমিশনর সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৯ মের ৪০০ নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্রাদি [৫০ নং কাগজপত্র]

আসামের [illegible] কমিশনরের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ১৯ আপ্রিলের ৬৪৮ নং পত্র ও [illegible] [৫১ নং কাগজপত্র।]

[illegible] সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২০ জুনের ২৫৫C নং পত্র ও তৎসম্বন্ধিত পত্র [illegible] কাগজ [illegible]

মান্দ্রাজ [illegible] একটিং প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ৬ জুনের ১৯১০ নং পত্র ও [illegible] কাগজপত্র।]

বোম্বাই [illegible] একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৫ জুনের ৪৭৬০ নং পত্র ও তৎ [illegible] নং কাগজপত্র।]

মাদ্রাজ [illegible] সেট কর্ম শ্রীযুত অব [illegible] হুকুমাবী রাজের ১৮৭৯ সালের ২৮ জুনের পত্র [৫৪ নং [illegible]

কলি [illegible] কর্ত্তার শ্রীযুত জে ক্রাফর্ড সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৭ জুনের ১১২৩ নং [illegible] [illegible]।]

মান্দ্রাজ [illegible] প্রধান সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২ জুলাইর ১২৪৮ নং পত্র ও তৎ [illegible] কাগজপত্র।]

উত্তর [illegible] প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২৬ অক্টোবর [illegible] পত্রাদি [৫৬ নং কাগজপত্র।]

[illegible] পাঞ্জাবের একটিং সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৭৯ সালের ২ [illegible] মের ৪৮৬৯ [illegible] পত্রাদি [৫৭ নং কাগজপত্র।]

মান্দ্রাজ [illegible] কেন সাহেবের ১৮৮০ সালের ৮ জিসেম্বরের মন্তব্য লিপি।

নিম্নস্বাক্ষরকারী মেম্বর আমাদের হস্তে অর্পিত হয়। আমরা সবিনয়ে ব্যক্ত করিতেছি যে ১৮৭৯ সালের ইণ্ডিয়ান লা কমিশানের রিপোর্ট নিয়মিত-রূপে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের যে অংশ উক্ত পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত আমরা সেই অংশ ও এতৎ সংযুক্ত কর্দ্দের নির্দ্দিষ্ট কাগজপত্র সাবধানে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, এবং ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৮০ সালের ৭ অক্টোবরের ৩৭ নং (ব্যবস্থাপনবিষয়ক) বিজ্ঞাপনীর প্রকাশিত তদীয় ইচ্ছানুসারে আমরা এক্ষণে আমাদের এই তৃতীয় রিপোর্ট উপস্থিত করিতেছি।

লা কমিশানেরা পাণ্ডুলিপি যেরূপে রচিত করিয়াছেন তাহাতে সাধারণত আমাদের সম্মতি আছে এবং উহাদের স্থির কৃত যে পাণ্ডুলিপি ১৮৮০ সালের ১৭ ও ২৪ জানুয়ারি তারিখের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয় আমরা এই রিপোর্ট তাহারই উল্লেখ করিব।

---

১ অধ্যায়

উপক্রমণিকা।

যে সকল দ্রব্য কেবল মৃত্তিকার উপর থাকে, "মৃত্তিকা সংলগ্ন" শব্দের লক্ষণ আমরা তৎপ্রতি অপ্রযুক্ত করিয়াছি, এবং আমরা 'সংবাদ' শব্দের লক্ষণ সংশোধন করিয়া স্পষ্টতঃ এরূপ স্থলে প্রয়োগ করিয়াছি যে স্থলে যে রেজিষ্টরে তলাশ করা উচিত ছিল কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাতে তলাশ করে না।

[illegible] ১।—পক্ষদের কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

[illegible] যোগ্য নহে ও কাহারা হস্তান্তর করিতে পারে, এই কথা নির্দ্দেশ করিবার পর, এই অধ্যায়ে [illegible] সম্পত্তি হস্তান্তর করণের নিয়মাবলী প্রকাশ করা গিয়াছে। এই সকল নিয়ম বস্তুতঃ

ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের নিয়মাবলীর সমূহ, এবং দেশাচার ও ব্যক্তিগত আইন হইতে যে সকল স্বত্ব ও দায় উদ্ভূত হয় তৎসমুদয় ২ ধারায় (ক) প্রকরণ দ্বারা বহু ব্যাখ্যারূপে সংরক্ষিত হইয়াছে।

যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধীয় ৬ ধারা আমরা এইরূপে সংশোধন করিয়াছি —অর্থাৎ আমরা প্রথম প্রকরণে "ধারা" শব্দের পরিবর্তে "আইন" শব্দ দিয়াছি। ইহার ফল এই হইবে যে হস্তান্তর কালে যাহার উৎপত্তি হয় নাই তাহার প্রতি বিবাহস্থলে বা প্রকারান্তরে সম্পত্তি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে হিন্দুরা কৈঁরোলীয়দের সমান অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। দানের সময়ে গ্রহীতা জীবিত থাকিলে যদিও ইহা হিন্দু বিবেচনা ব্যবস্থাশাস্ত্রের সাধারণ বিধি বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি উক্তরূপ সম্পত্তি নিরূপণ এতদ্দেশীয় রীতির অনুযায়ী।

দ্বিতীয়তঃ আমরা (ক) প্রকরণটি এইরূপে নূতন করিয়া লিখিয়াছি।

(ক) স্বামী উত্তরাধিকারির বিবাদিকারী হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং স্বত্ব কিম্বা কোন জাতি বা কুটুম্বের মৃত্যু হইলে স্থানীয় উইলক্রমে কোন ব্যক্তির ত্রুটিবশতঃ পাইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন সম্ভাবিত স্বত্বমাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। কোন হিন্দু স্ত্রীলোকের অধিকারে যে সম্পত্তি থাকে, হিন্দু উক্ত অধিকারির দ্বারা পত্নী প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় সেই সম্পত্তির বর্ত্তমান স্বামী বা সম্বন্ধ স্থিতির অন্য কাহাকে ও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ আমরা (গ) প্রকরণটি এইরূপ করিয়াছি।"

"(গ) স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব প্রবল উত্তরাধিকার স্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।" চতুর্থতঃ অবৈধমতে সম্পত্তির হানি করা গেলে, তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমা করিবার স্বত্বের প্রতি আমরা (ঙ) প্রকরণ করিয়াছি।

স্ত্রীলোকেরা সধবা থাকিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বা তাহার উপর দায় করাইতে পারিবে না এই নিয়মে স্ত্রীলোকদিগকে বা তাহাদের উপকারার্থ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা আমাদের বিবেচনায় এখনকার ন্যায় হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ ব্যতিরিক্ত স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেই থাকা উচিত, এবং আমরা এই বিবেচনানুসারে ১০ ধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে এক সম্প্রদায়ের মুসলমান ব্যবস্থা পুস্তক দেখিয়া জানা যায় যে তাঁহারা চিরকালের নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ও তাঁহার সন্তানে সন্তানে সম্পত্তি নিরূপণের অনুমতি দেন।

কিন্তু কার্য্যতঃ এইরূপ সম্পত্তি নিরূপণ চলিত নাই, এবং এরূপ করা গেলেও এক্ষণে আইন হইতে সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। এই নিমিত্ত আমরা বিবেচনা করি যে এইরূপ চিরকালীন বন্দোবস্ত নিষেধক ১৪ ধারা অপরিবর্ত্তিতই থাকিতে পারে।

আমরা ৩১ ও ৩৪ ধারা সংক্ষেপ ও সরল করিয়াছি। হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কোন কার্য্য সম্পাদন করিবেন এই নিয়মের এবং উক্তরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে তদ্রূপ নিয়মের বিধান ঐ ধারার ক্রমান্বয়ে রাখা হইয়াছে।

স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে হিন্দুর ভরণপোষণ পাইবার স্বত্ব সম্বন্ধীয় ৪০ ধারায় যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় এ কথা বলা যাইতে পারে না এবং ইহা প্রতিবাদ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে।

এই নিমিত্ত আমরা ৪০ ধারার প্রথম প্রকরণ এইরূপে নূতন করিয়া লিখিয়াছি।

৪০ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির ভরণ পোষণ পাইবার কিম্বা সাংসারিক উন্নতির বা বিবাহের বিধানার্থ টাকা পাইবার স্বত্ব থাকিলে, এবং উক্ত স্বত্ব ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা যদি উক্ত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন কিম্বা যদি বিনা মূল্যে হস্তান্তর করা যায়, তবে ঐ গ্রহীতার বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারিবে, কিন্তু মূল্য দিয়া ও উক্ত স্বত্বের কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হন তাঁহার বিরুদ্ধে বা তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারে না।

৪০ ধারার অবশিষ্টাংশ যদিও ইংলণ্ডীয় মোকদ্দমা দেখিয়া লিখিত, তথাপি আমাদের মতে ভারতবর্ষে এ বুদ্ধি ন্যায়বিচারের সাধারণ সূত্রমূলক এবং এবিধিত অপরিবর্ত্তিত থাকিবার যোগ্য।

৪১ ধারা এরূপে সংশোধন করা গিয়াছে যে স্পষ্টতঃই বেনামিদার ইহার কার্য্যাচরণের মধ্যে পড়ে।

হস্তান্তর কার্য্য বহিত করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা মূল্য লইয়া যে স্থলে হস্তান্তর করেন সেই স্থলেই কেবল আমরা ৪২ ধারা খাটাইয়াছি।

এক মহাজনবিশেষ হস্তান্তর করণবিষয়ক ৪৪ ধারায় আমরা একটি প্রকরণ যোগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি যে, অবিভক্ত পরিবারের বাসগৃহের কোন অংশের হস্তান্তর ক্রমে গৃহীতা যে সম্পর্কীয় ব্যক্তি হইলে, গৃহের একত্র বসবাস পাইবার বা তাহার অন্যরূপ সাধারণ বা আংশিক ভোগ করিবার স্বত্ব যে তাঁহার হইবে এই ধারার কোন অর্থাক্রমে এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না।

প্রবন্ধনাক্রমে হস্তান্তর করিবার স্থলেই আমরা ৫৩ ধারা খাটাইয়াছি। প্রবন্ধনাক্রমে সম্পত্তি দত্ত সম্বন্ধে এক যে বিধান আছে তাহা ও ব্যবস্থাগত পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহার ফল কি হইবে সহজে বুঝা যায় না।

---

৩ অধ্যায়।—স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক বিধি।

স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর করণ প্রণালী প্রকাশ্য হস্তান্তর করণ প্রণালী করিবার [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সাহেবের সহিত আমাদের ঐকমত্য আছে এবং [illegible] করি [illegible] যতদূর ভাল বোধ হইয়াছিল [illegible] এই দিকে আরো কিছুদূর যাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। যথা, আমরা [illegible] করি যে তাবি উত্তরাধি [illegible] অন্য অতীন্দ্রিয় পদার্থ হইলে, যদিও উহার মূল্য ১০০ টাকা অপেক্ষা কম হয় তথাপি কেবল [illegible] করা নিরক্ষপত্রক্রমে উহার হস্তান্তর হওয়া উচিত এবং এক [illegible] আমরা [illegible] পরিবর্ত্তিত করিয়াছি।

বিক্রেতার কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে যাহাকে সম্পত্তি বিক্রয় করা না গেলে, বিক্রয়ের কালিথে সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে তিনি তৎসমুদয় শোধ করিতে না, ও যাবৎ সমুদয় ক্রয়ের টাকা দেওয়া না হয়, তা ২ তিনি অধিকারবিষয়ক দলীল দিতে বাধ্য হইতে না। আমরা আরো বিবেচনা করি যে পাণ্ডুলিপিতে [illegible] জিনিষে ব্যক্ত করা যাইতে পারে এবং ইহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে যে ভাবান্তরের নিয়ম না থাকিলে, বিক্রেতা এইরূপ চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে যে তিনি যে স্বার্থ হস্তান্তর করিতে প্রবৃত্ত হন সেই স্বার্থ চলিত রহিয়াছে ও তাঁহার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে কিন্তু তিনি [illegible] বিক্রয় করিলে আমরা বর্ত্তমান রীতির অনুসরণ করিব এবং কেবল এই কথা ব্যক্ত করিব যে তিনি এইরূপ চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে যে বন্ধকী সম্পত্তি দায়গ্রস্ত হয় তিনি এমন কোন কার্য্য করেন নাই যাহা উহা হস্তান্তর করিতে তাঁহার কোন বাধা নাই। এতদনুসারে আমরা ৫৫ ধারার (ক) প্রকরণের ৭, ৮ ও ৯ দফা পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

যাবজ্জীবনভোগী পূর্ব্বাধিকারির বাস্তবিক বা আশঙ্কিত মৃত্যু প্রভৃতি বিক্রেতার অজ্ঞাতে যে বৃত্তান্ত বলে তাঁহার সম্পত্তিগত স্বার্থ নষ্ট হয় ক্রেতার তাহা বিক্রেতা বলিয়া প্রকাশ করিবার যে বিধি (গ) প্রকরণের (১) দফায় নিরূপিত হইয়াছে একজন প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আক্ট ৬৯ পৃষ্ঠায় উপর ও হার্বির মোকদ্দমায় ১ বল ও বি ২৪১ পৃষ্ঠায় এলাউ ও লড ন্যাথাকের মোকদ্দমায় ও জীবৎকালের বিষয় বিক্রয় উপলক্ষে ২ মুরর ও আর ৩৯৮ পৃষ্ঠায় জোন্স ও কীনের মোকদ্দমায় যে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, উক্ত বিধি ঠিক তদনুযায়ী বলিয়া আমাদের বোধ হয়। যাহা হউক এই প্রকরণে আমরা কিঞ্চিৎ ভাষাগত পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

ক্রেতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা সেই প্রকরণটী উঠাইয়া দিয়াছি যাহাতে তাঁহার প্রতি আদেশ ছিল যে ক্রয়ের টাকা দিবার পূর্ব্বে স্বামিত্ব হস্তান্তরিত হইবে না তিনি টাকা না দিলে বা দিবার প্রস্তাব না করিলে বিক্রীত সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করিয়া দিবেন। এরূপ স্থলে ঐ সম্পত্তির উপর বিক্রেতার যে স্বত্ব থাকে, তাহাই আমাদের বিবেচনায় যথেষ্ট।

ক্রেতার স্বত্ব সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে তিনি ক্রয়ের টাকা অগ্রিম দিলে বিক্রেতার বিরুদ্ধে যে স্বত্ব থাকে তাহা টাকা দিবার কথা জানিয়া যাহারা বিক্রেতার অধীন দায়গ্রস্তার হয় তাহাদের সকলের বিরুদ্ধে প্রবল হইবে। আমরা এতদনুসারে ধারা পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় থাকিলে ও তন্মধ্যে একটি বিক্রীত হইলে, ক্রেতা ঐ দায়ের কথা জানিত কি না জানিত এই কথার উপর অন্য সম্পত্তি হইতে দায় শোধ হইবার বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার স্বত্ব নির্ভর রাখে না। এ নিমিত্ত আমরা সংবাদ জানা সম্বন্ধীয় কথাগুলি ৫৬ ধারা হইতে উঠাইয়া দিয়াছি।

---

৪ অধ্যায়।—বন্ধক বিষয়ক বিধি।

আমরা বিবেচনা করি যে সামান্য বন্ধকের লক্ষণে "আনুষঙ্গিক প্রতিভূ স্বরূপ রাখে" এই কথায় গোলযোগ ঘটিবার সম্ভবনা। আমরা আরো বিবেচনা করি যে অধিকার সহকৃত হইলে "কট কবালার বন্ধক" হইতে পারে এবং উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধকের "লক্ষণ কিম্বা অর্পণ করিতে সম্মত হয়" ও "বাস্তবিক" এই কথাগুলি অনাবশ্যক বোধ হয়। এই নিমিত্ত আমরা এই লক্ষণগুলি নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন করিয়াছি।

সামান্য বন্ধক।

"যে স্থলে বন্ধক দাতা বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি সমর্পণ না করিয়া বন্ধকী ঋণ শোধ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন ও স্পষ্টতঃ বা ভারত এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে যদি তিনি চুক্তি মতে ঋণ শোধ করিতে না পারেন তবে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া যত দূর আবশ্যক হয়, বিক্রয়োৎপন্ন টাকা বন্ধকীঋণ শোধ নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন, সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে সামান্য বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে সামান্য বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।"

কট কবালার বন্ধক।

যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতা নিম্নলিখিত কোন নিয়মে বন্ধকী সম্পত্তি প্রকাশ্য বিক্রয় করেন, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করা না গেলে ঐ বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে, কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবেন সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে কট কবালার বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে কট কবালার বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।"

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক।

"বন্ধক দাতা বন্ধক গ্রহীতার অধিকার ও সম্পত্তি সর্পণ করিয়া তাহাকে বন্ধকী ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি স্বীয় অধিকারে রাখিয়া ঐ সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব লইতে ও বন্ধকী ঋণের সুদের পরিবর্ত্তে বা ঐ ঋণ শোধার্থে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ করিতে অনুমতি দিলে সেই ব্যাপারটিকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক ও বন্ধকগ্রহীতাকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।"

মা কমিশনরদের সহিত আমরা এ বিষয়ে একমত যে রেজিষ্টারী করা আবশ্যক হইলে কেবল যে প্রবঞ্চনার সংযমন ও অন্বেষণের সুবিধা হইবে এমন নহে, ইহাতে অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধীয় কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন উঠিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের মত এই যে, আসল যে টাকার প্রতিভূ প্রদত্ত হয় তাহা ১০ টাকার কম হইলে বন্ধকপত্র রেজিষ্টারী করিবার প্রয়োজন নাই, এবং এই বিবেচনায় আমরা পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তিত করিয়াছি।

এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমাদের সহযোগী শ্রীযুত ষ্টোকুস সাহেবের ভিন্ন মত কারণ তিনি বিবেচনা করেন যে সমুদয় দায়ই রেজিষ্টরে দর্শিত হওয়া উচিত। যাহারা অনেক টাকা লইয়া বন্ধক দেয় তাহাদের অপেক্ষা যাহারা অল্পটাকায় সম্পত্তি বন্ধক দেয় তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা করা আবশ্যক এ টিং সমান্য বিধি, এবং আইনের কার্য্য চলন সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন শীঘ্রই হইবে তাহাতে অতি সামান্য বিষয় হইলেও রেজিষ্টরী করিবার প্রয়োজন জন্য কোন কষ্ট হইবে না।

আমাদের অধিকাংশের মত এই যে কলিকাতার মান্দ্রাজে, বোম্বাইয়ে, রেঙ্গুনে ও করাচীতে অস্থাবর-সংক্রান্ত দলীল গচ্ছিত রাখিয়া যে ন্যায়সুগত বন্ধক দেওয়া যায় তাহা সিদ্ধ থাকিবে। এই রূপ প্রতিভূ দিয়া টাকা তুলিবার রীতি এই সকল নগরে বহুকালে প্রচলিত আছে এবং ইহা বিচলিত করিবার চেষ্টা করিলে অনেক অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। এস্থলেও আবার নিম্নলিখিত হেতুতে ষ্টোকুস সাহেবের ভিন্ন মত —(ক) উক্তরূপ বন্ধক রেজিষ্টরী আইনের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ (খ) উহাতে ইষ্টাম্পের মাশুল ফাঁকি দেওয়া হয়, (গ) উহা দ্বারাই সম্পত্তি হস্তান্তর করণের প্রণালী যতদূর সম্ভব প্রকাশ্য হস্তান্তরকরণ প্রণালী করিবার বিধির বিরুদ্ধ (ঘ) যে টাকার প্রতিভূ দেওয়া যায় তাহা ১০ বা তদধিক হইলে, ঐ বন্ধক লিখিত দলীলের আদেশসূচক ৫৮ ধারার সাধারণ বিধির বিরুদ্ধ হইবে।

আমরা শ্রীযুত কর্ষ্টিস ওয়েষ্ট সাহেবের সহিত বিবেচনা করি যে আসল টাকা শোধ করিবার অবধারিত সময় অতীত হইলে, কিম্বা ঐরূপ সময় ধার্য্য না হইয়া থাকিলে উক্ত টাকা দিবার বা দিবার প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বন্ধক গ্রহীতা যুক্তিযুক্ত নোটিস পাইবার অধিকারী হইবেন এই মর্ম্মের বিধান থাকিলে, বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব নির্দ্দেশসূচক ৪৯ ধারার কোন কথাক্রমে ঐ বিধান অসিদ্ধ হইবে না। তদ্রূপ যে স্থলে বন্ধকগ্রহীতা উক্তরূপ নোটিস পাইবার অধিকারী হইবেন বলিয়া চুক্তি থাকে সেই স্থলে আমাদের বিবেচনায় ৮২ বা ৮৩ ধারার কোন কথাক্রমে তিনি সুদ পাইবার স্বত্বে বঞ্চিত হইবেন না।

বন্ধক গ্রহীতার প্রতি বিক্রয় করিবার স্বত্ব অর্পিত হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবে কি না এই বিবাদস্থলীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে (৬৮ ধারায়) মা কমিশনরেরা যে মীমাংসার প্রস্তাব করিয়াছেন আমরা তাহাতে সম্মত আছি, এবং এবিষয়ে হাই কোর্ট বা প্রিবী কৌন্সিল কোন আজ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভাবনা না থাকায়, যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থাপন কার্য্য দ্বারা এবিষয়ের ব্যবস্থা করা আমরা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি।

বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয় করিলে, তাঁহার প্রতিভূ পরিত্যাগ সম্বন্ধীয় ৯৮ ধারার পরিবর্ত্তে, আমরা নিম্নলিখিত ধারাটি দিয়াছি,—

"৯৮ ধারা। বন্ধকক্রমে উত্থিত হউক বা না হউক কোন দাওয়া শোধ নিমিত্ত ডিক্রীজারীক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিলে তিনি ৬৬ ধারামতে নোটিস উপস্থিত না করিয়া প্রকারান্তরে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করাইতে পারিবেন না।"

এই অধ্যায়ের বিধানমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত বিধি প্রণয়নকরিবার ক্ষমতা আমাদের বিবেচনায় হাই কোর্টের থাকা উচিত।

---

৫ অধ্যায়।—পাট্টা বিষয়ক বিধি।

বাটী ও বাগান ও খনি পাট্টা করিয়া দিবার বেশী আমাদের মতে এই অধ্যায় কাজে লাগিবে। মা কমিশনরদের সহিত এবিষয়ে আমাদের ঐকমত্য আছে যে এই অধ্যায় স্বত্ব জমীদার ও রায়তে সম্বন্ধ সম্পর্কে খাটিবে না, এবং আমরা বিবেচনা করি যে ৫ ধারার (এক্ষণকার ১১৬ ধারায়) এই অধ্যায়ের বিধান কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত পাট্টার প্রতি বজায়ইবার যে ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অর্পিত হইয়াছে তদনুসারে কেবল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেবের অনুমতি পাইলেই কার্য্য করিতে হইবে এবং আবশ্যক বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার তারিখ অবধি ছয়মাস গত না হইলে সফলবৎ হইবে না।

প্রজার [illegible] স্থানান্তর করণীয়তা সম্বন্ধীয় ১০৬ ধারার (খ) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বিধিসম্বন্ধে কেহ২ আপত্তি করিয়াছেন যে ইহা এদেশে বর্ত্তমান প্রচলিত আইন অনুযায়ী নহে। কিন্তু চুক্তি বা দেশাচার না থাকিলেই ইহার কার্য্য হইবে এবং কার্য্য ও ইহা কৃষিজীবি ক্রান্ত প্রজাদের প্রতি বর্ত্তিবে না। অধিকন্তু এবিষয়ে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা কি হইবে নিশ্চয় করা [illegible] বলা অসম্ভব। এই নিমিত্ত উপদেশ প্রাপ্তির আশয়ে আদালতসমূহ [illegible] ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন। সম্পত্তির গুরুতর হানি না করিয়া স্থানান্তর করা যাইতে পারিলে [illegible] প্রজা স্থাবর সম্পত্তি সংলগ্ন সমুদয় দ্রব্য স্থানান্তর করিতে পারে, এবং যে স্থলে বাণিজ্য বা শিল্পকার্য্যের নিমিত্ত শোভাসম্পাদনার্থ আসবাব জন্য ও গার্হস্থ্য ব্যবহার বা সুবিধা নিমিত্ত সংলগ্ন দ্রব্য লাগান গিয়াছে সেই স্থলে [illegible] ব্যবস্থার কঠোরতাও শিথিল করা হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে বিবাদীয় প্রকরণ [illegible] ও [illegible] ব্যবস্থার বিশেষ যুক্তিমত শুদ্ধ প্রতিরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

---

৬ অধ্যায়।—দানবিষয়ক বিধি।

[illegible] কমিশনরদের সহিত এবিষয়ে আমাদের একমতা আছে যে স্থাবর সম্পত্তি যে মূল্যের [illegible] হউক না [illegible] দান করিতে হইলে রেজিষ্টরী করিতে হইবে। এই সকল দান সামান্যতঃ লিখিত নিদর্শনপত্রক্রমে হইয়া থাকে এবং রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার (ক) প্রকরণ মতে এই সকল নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরী করাতেই হইবে। সুতরাং এইস্থলে [illegible] আইন পরিবর্ত্তন করিবার যে প্রস্তাব আছে তাহা প্রায় নামমাত্র পরিবর্ত্তন।

যাহারা উইলের সাক্ষী তাহাদের প্রতি চরমদান সম্বন্ধীয় ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের বিধিমূলক যে প্রকরণ ২১ ধারায় (এখনকার ১২২ ধারায়) ছিল তাহা আমরা উঠাইয়া ফেলিয়াছি। যে স্থলে দাতা আপন অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য দিতে পারে না, দাতার জীবৎকালে সংঘটিত এরূপ ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনায় ঐ প্রকরণের প্রয়োগ হইতে পারে না।

দাতা গরাজী দিতে বাধ্য নহেন এই কথার নির্দ্দেশসূচক (২০) ধারাও আমরা উঠাইয়া ফেলিয়াছি। এদেশে যাহা কেহ বলিবে না তাহার অস্বীকারসূচক এরূপ ধারা আমাদের অধিকাংশের অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সহযোগী শ্রীযুক্ত ষ্টোক্স সাহেবের ইচ্ছা যে যুক্তিমতে আদালতে যে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে তাহার প্রতিবিধানার্থে এই ধারাটী রাখেন। ২ বর্ষে ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

আমরা ১ [illegible] ৩৮ ৭ [illegible] ৪৯ ৫১, ৫৪ ৮০ ৮ ৯০, ৯১ ৯৯ ৩১, ১০৬ ১২৬ ও ১৩৩ ধারার ভাষাগত ও অন্যান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি।

পাণ্ডুলিপি এক্ষণে যেরূপ স্থির হইল তাহাতে বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রশস্তীকরণ ও বিস্তৃত সংগ্রহ হইল, আমাদের বোধ হয়। কিন্তু এবিষয়ে কমিশনরদের সহিত আমাদের একমতা আছে যে ভারতবর্ষের সিমত বিধিবদ্ধ মূল [illegible] আইন বা ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক সময়ের প্রীতি ভিন্ন অন্য শরণ না পাকিয়া যখন অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সুবিধা [illegible] পরিণত হইবে, তখন বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপির বিক্রয়, বন্ধক, পাট্টা ও বিনিময় বিষয়ক অধ্যায়ের [illegible] বোধ হয় চুক্তি বিষয়ক আইনের বিধির সহিত নিকট সম্বন্ধে স্থাপিত হইবে। যাবৎ উক্ত কাল না আইসে ও [illegible] বিষয়ক আইনে যাহা ভুক্ত হয় নাই জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পত্তির হস্তান্তর করণ নিয়ামক এরূপ সাধারণ বিধি যে আইনে আছে সেই আইনের মধ্যে উক্ত অধ্যায়টির যোগ্য স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

এই সকল বিধি বর্ত্তমান সংশোধিতাকারে যে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিবে অথবা বর্ত্তমান আদালতের বিচারপতিদের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ বা তাহা স্থান ভ্রষ্ট করিবে আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। এনিমিত্ত আমাদের পরামর্শ এই যে এই পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হউক। পূর্ব্বকার ইণ্ডিয়ান ল কমিশনরদের দ্বারা ইহা সংশোধন করিয়া প্রথমে এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়। শ্রীযুক্ত সার এ [illegible] সাহেব ইহা সংশোধন করিয়া ৮৭৭ সালের জুন মাসে শ্রীযুক্ত গ [illegible] সাহেব [illegible] উপস্থিত করেন। ইহা [illegible] পাইবার নিমিত্ত ও প্রকাশ করণার্থ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট পাঠান গিয়াছে। এ [illegible] সিলেক্ট কমিটী ইহার উপর দুইবার রিপোর্ট করিয়াছেন, একবার [illegible] ৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ও আর একবার ৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তৎপরে গত ইণ্ডিয়ান ল কমিশন ইহা সংশোধন করেন। এক্ষণে আবার আমাদের দ্বারা ইহা সংশোধিত হইল। এনিমিত্ত ক্রয় বিক্রয়ের নিদর্শনপত্র সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপির সম্বন্ধে যেরূপ এই পাণ্ডুলিপির সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা [illegible] করিতে [illegible] অভিজ্ঞতা বিনা এক্ষণে আর ইহার উৎকর্ষ সাধন করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের পরামর্শ এই যে ইহা এই রিপোর্টের সহিত ইণ্ডিয়া গেজেটে পুনর্ব্বার প্রকাশ করা যাউক, এবং [illegible] সাহেবের আজ্ঞানুসারে এই পাণ্ডুলিপি বিলাতে তাঁহার নিকটে পাঠাইতে স্থানীয় [illegible] অনুবাদ করিতে হইবে।

আমাদের মান্যবর সহযোগী শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব ও [illegible] সাহেব আমাদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারাতে এই রিপোর্ট [illegible] করিলেন না।

১৮৮ সাল [illegible]।

হুইটলী ষ্টোক্স।
কে পিট কেনেডী।
থ, ড লিউ কলবিন।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগ।

৫নম্বর।

সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

হেতুবাদ।

১ প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

ধারা

১। সংক্ষেপ নাম।

ব্যাপ্তি।

যে সময় অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

২। যে২ আইন রহিত হইবে।

কোন২ আইন ও অনুষঙ্গ ও স্বত্ব ও দায় প্রভৃতি প্রবল থাকিবার কথা।

৩। অর্থ করণের ধারা।

৪। চুক্তি সংক্রান্ত বিধানগুলি ১৮৭২ সালের ৯ আইনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

পক্ষদের কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

(ক) অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৫। হস্তান্তর করণ শব্দের অর্থ।

৬। যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৭। যাঁহারা হস্তান্তর করিতে সক্ষম তাঁহাদের কথা।

৮। হস্তান্তর করণের ফলের কথা।

৯। বাচনিক হস্তান্তর করণের কথা।

১০। হস্তান্তর করণের বাধাজনক নিয়মের কথা।

১১। অস্থিরার্থের বিরুদ্ধ নিয়মের কথা।

১২। দেউলিয়া হইলে বা হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিলে স্বার্থ নষ্ট হইবার নিয়মের কথা।

৩। হস্তান্তর করিবার সময়ে যাহার জন্ম হয় নাই এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে পূর্ব্ব হস্তান্তর করণের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

১৪। চিরস্থায়িত্ব নিষেধক বিধি।

৫। যে শ্রেণীর কোন২ ব্যক্তি ৩ ও ৪ ধারার বিধানের অধীন সেই শ্রেণীকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

১৬। পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইলে যে হস্তান্তর কলবৎ হইবে তাহার কথা।

৭। সাধারণের উপকারার্থ চিরস্থায়ের নিমিত্ত হস্তান্তর করিবার কথা।

১৮। জন্ম করিবার আদেশের কথা।

১৯। নির্দ্দিষ্ট স্বার্থের কথা।

২০। যে ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে তাহার উপকারার্থে হস্তান্তর করণের কথা।

ধারা।

২১। ঘটনাধীন স্বার্থের কথা।

২২। কোন শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যক্তিরা বিশেষ বয়ঃ প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৩। অনিশ্চিত বিশেষ ঘটনাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

২৪। অনির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহার জীবিত থাকিবে তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৫। নিয়ম অধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

২৬। অগ্রে নিয়ম পালন করিবার কথা।

২৭। পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ নিষ্ফল হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে স্থাবর করিয়া দেওয়া যাইবে, এই নিয়মে এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৮। বিশেষ ঘটনা ঘটিবার বা না ঘটিবার নিয়মাধীনে পরে হস্তান্তর করণের কথা।

২৯। পরবর্ত্তী নিয়ম পালনের কথা।

৩০। পরবর্ত্তী বিনিয়োগের অসিদ্ধতা হেতুক পূর্ব্ব বিনিয়োগের বিফলতা হইবার কথা।

৩১। অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে বা না ঘটিলে হস্তান্তর করণ ফলবৎ না থাকিবার নিয়মের কথা।

৩২। ঐ নিয়ম সিদ্ধ না হইবার কথা।

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা তৎপূর্ব্বে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবার নিয়মের কথা।

৩৪। কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৫। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

মনোনীত গ্রহণ বিষয়ক বিধি।

৩৬। যে স্থলে মনোনীত করণ আবশ্যক তাহার কথা।

বর্জন বিষয়ক বিধি।

৩৭। অধিকারির স্বার্থ শেষ হইলে নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে দত্ত টাকা বিতরণ করিবার কথা।

সম্পত্তি সংক্রান্ত কল্পনা যোগকরণ বিষয়ক বিধি।

৩৮। হস্তান্তর। চতুর্থ সংজ্ঞক ব্যক্তির অনুকূলে উৎপন্ন স্বত্ব যে কার্য্য সাধন হইবার কথা।

খ।—স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৩৯। অ স্থাবরিশেষ বাটীর হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা হইবার কি যে হস্তান্তর করণ তাহার কথা।

৪০। তৃতীয় ব্যক্তি ভরণপোষণ পাইবার অধিকারী হইলে ভূমি হস্তান্তর করিবার কথা।

তৃতীয় ব্যক্তির ভূমি ভোগ সঙ্কোচ করিবার সত্ত্ব থাকিলে

কিম্বা স্বার্থের স্বাচ্ছন্দ্য সাধনের না হয় এরূপ উপকারের জন্য ভূমি অর্পণ করিলে, ভূমি হস্তান্তর করিবার কথা।

৪১। প্রত্যক্ষ স্বামীর দ্বারা হস্তান্তর হইবার কথা।

৪২। হস্তান্তর করণ অন্যায় করিবার কথা। প্রত্যক্ষ ব্যক্তির হস্তান্তর করিবার কথা।

দ্বারা।
৪৩। যে ব্যক্তি পরে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে স্বার্থ প্রাপ্ত হন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া সেই ব্যক্তির হস্তান্তর করণের কথা।
৪৪। একজন সহস্বামির হস্তান্তর করণের কথা।
৪৫। মূল্য লইয়া একযোগে হস্তান্তর করণ, দিবার কথা।
৪৬। যাহাদের স্বত্বের স্বার্থ থাকে মূল্য লইয়া তাঁহাদের হস্তান্তর করিবার কথা।
৪৭। সাধারণ সম্পত্তিগত অংশ সহাধিকারিদের হস্তান্তর করিবার কথা।
৪৮। হস্তান্তরক্রমে স্বত্ব অপ্রগণ্যভাব কথা।
৪৯। বিশ্বাসপত্রমতে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বত্বের কথা।
৫০। দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারিকে সরল মনে বাধা না দিবার কথা।
৫১। দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারিরা সরল মনে উৎকর্ষ সাধন করিলে তাহার কথা।
৫২। সম্পত্তি সম্বন্ধে মোকদ্দমা চলিবার সময়ে তাহা হস্তান্তর করিবার কথা।
৫৩। প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক হস্তান্তর করণের কথা।

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বিষয়ক বিধি।

৫৪। "বিক্রয়" শব্দের অর্থ।
বিক্রয় যেরূপে করিতে হইবে তাহার কথা।
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তির কথা।
৫৫। ক্রেতার ও বিক্রেতার স্বত্বের ও দায়ের কথা।
৫৬। দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় থাকিলে এক সম্পত্তি বিক্রয় হয় কথা।

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক ও দায় বিষয়ক বিধি।

৫৭। বন্ধক বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতা, এই শব্দের অর্থের কথা।
সামান্য বন্ধকের কথা।
কট কবালার স্বত্বের কথা।
উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক বিষয়ক কথা।
হস্তলগ্নীয় বন্ধকের কথা।
৫৮। নিবন্ধপত্রক্রমে বন্ধক হইবার কথা।
বন্ধক দাতার স্বত্ব ও দায় বিষয়ক কথা।
৫৯। বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বের কথা।
বন্ধকী সম্পত্তির বিশেষ উদ্ধার করিবার কথা।
৬০। দুই সম্পত্তির স্বতন্ত্র বন্ধক দেওয়া গেলে তাহার মধ্যে এক সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্বের কথা।
৬১। উপস্বত্ব ভোগ হিত বন্ধক করিলে বন্ধক দাতার অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কথা।
৬২। বন্ধকী সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবার কথা।
হস্তান্তরিত স্বামিত্ব বলে প্রাপ্ত বৃদ্ধি ভাগের কথা।
৬৩। বন্ধকপত্রটি নূতন করিয়া লিখিবার কথা।
৬৪। বন্ধক দাতার পালক চুক্তির কথা।
৬৫। বন্ধকদাতার অধিকারে থাকিবার সময়ে অপচয়ের কথা।
বন্ধক গ্রহীতার স্বত্বের ও দায়ের কথা।
৬৬। সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত বা বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের কথা।
৬৭। বন্ধকী ঋণের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের কথা।
৬৮। বিক্রয় করিবার ক্ষমতা অসিদ্ধ হইবার কথা।
৬৯। বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি বিষয়ক কথা।
৭০। বন্ধকী পাট্টাই সম্পত্তি নূতন করিয়া লইবার কথা।
৭১। সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার ভোগে থাকিলে তুষি বিষয়ক কথা।
৭২। রাজস্বের নিমিত্ত বিক্রয় হইলে উৎপন্ন টাকার উপর দাবীর কথা।
৭৩। পরবর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতার পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার অংশ শোধ করিবার স্বত্বের কথা।
৭৪। মধ্যবর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বন্ধক গ্রহীতার বিরুদ্ধ স্বত্বের কথা।
৭৫। সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার ভোগে থাকিলে তাঁহার দায়ের কথা।
বন্ধক গ্রহীতার ত্রুটি প্রযুক্ত ক্ষতি হইবার কথা।
৭৬। সুদের পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত টাকার কথা।
অগ্রগণ্যতার কথা।
৭৭। পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার পক্ষে গণ্য হইবার কথা।
৭৮। ঊর্দ্ধসংখ্যা বাকি থাকিলে, অনিশ্চিত টাকার প্রতিভূস্বরূপ বন্ধকের কথা।
৭৯। সংযোগ কার্য্য রহিত হইবার কথা।

সন্নিধানে করণের ও হারবহারিমতে দিবার বিধি।

৮০। বন্ধকী সম্পত্তির সন্নিধানে করণের কথা।
৮১। বন্ধকী ঋণশোধার্থে হারবহারি মতে দিবার কথা।
আদালতে আমানত করণ বিষয়ক বিধি।
৮২। বন্ধকের বাবদ দেয় টাকা আদালতে আমানত করিতে পারিবার কথা।
বন্ধকদাতা যে টাকা আমানত করেন তৎপ্রতি স্বত্বের কথা।
৮৩। সুদ বন্ধ হইবার কথা।
উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণের ও বিক্রয় ও উদ্ধার করণের মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।
৮৪। সম্পত্তি ও উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ ও বিক্রয় করণার্থ ও উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমার পক্ষগণের কথা।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণ ও বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।

৮৫। উদ্ধারকরণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমায় ডিক্রীর কথা।
৮৬। প্রাপ্য টাকা দেওয়া গেলে পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।
উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।
মিয়াদ বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।
৮৭। বিক্রয় করিবার ডিক্রীর কথা।
বন্ধক গ্রহীতার অনুরোধে বিক্রয়ের আজ্ঞা করণের কথা।
বন্ধকদাতার অনুরোধে উদ্ধার করণের স্বত্বরহিত করণার্থ মোকদ্দমায় বিক্রয়ার্থ ডিক্রী করিবার ক্ষমতার কথা।
৮৮। প্রতিবাদী যেই প্রাপ্য টাকা দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।
বিক্রয়ের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

ধারা।
৯৯। বন্ধকক্রমে বাকী আদায়ের কথা।
সম্পত্তি উদ্ধার সম্বন্ধ বিষয়ক বিধি।
৯০। উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা দায়ের উপস্থিত করিবার ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ক কথা।
৯১। উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমায় ডিক্রীর কথা।
৯২। উদ্ধার হইলে অধিকার করা বিষয়ক কথা।
টাকা না দিলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত হইবার কি বিক্রয়ের কথা।
সময় বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।
৯৩। ডিক্রীর পর বন্ধক গ্রহীতার খরচার কথা।
৯৪। কএকজন সহবন্ধকদাতাদের মধ্যে যিনি সম্পত্তি উদ্ধার করেন তাঁহার দাওয়ার কথা।
যে সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকিবে তাহা বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।
৯৫। সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকিলে তাহা বিক্রয় করনের কথা।
বিভিন্ন প্রকৃতিক বন্ধকে বিধি।
৯৬। বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।
৯৭। ৫৬ ধারার (খ) (গ) (ঘ) ও (ঙ) প্রকরণে যে বন্ধকের বলা যাই তাহার কথা।
বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোকরণ বিষয়ক বিধি।
৯৮। বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।
দায়ের বিধি।
৯৯। দায়ের কথা।
১০০। দায় লোপ হইবার কথা।
নোটিস ও প্রস্তাব বিষয়ক বিধি।
১০১। কর্ম্মকারকের উপর নোটিস জারী বা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিবার কথা।
১০২। যে ব্যক্তি চুক্তি করিতে অক্ষম তাহার উপর বা তদ্ভাবা নোটিস জারী করণ প্রভৃতির কথা।
১০৩। বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা বিষয়ক বিধি।

১০৪। পাট্টা শব্দের অর্থ।
পাট্টাদাতা পাট্টাদার, পণ ও খাজানা শব্দের কথা।
১০৫। নিয়মপত্রের কি দেশাচারের অভাবে কোন২ পাট্টার মিয়াদের কথা।
পাট্টা রহিত করিবার নোটিসের কথা।
১০৬। পাট্টা যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।
১০৭। পাট্টাদাতার ও পাট্টাদারের স্বত্বের ও দায়ের কথা।
১০৮। পাট্টাদাতার স্থানে যিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন তাঁহার স্বত্বের কথা।
১০৯। মিয়াদ যে দিনাবধি চলিবে সেইদিন ধরিতে না হইবার কথা।
এক বৎসর মিয়াদের কথা।
পাট্টা স্বেচ্ছাবশতে রহিত হইবার কথা।
১১০। পাট্টার মিয়াদ রহিত করণ বিষয়ক কথা।
১১১। দণ্ড অমান্য করণের কথা।
ধারা।
১১২। উঠিয়া যাইবার নোটিস অমান্য করণের কথা।
১১৩। খাজানা না দিবার দণ্ডহইতে মুক্তির কথা।
১১৪। পেটাও পাট্টা সম্বন্ধে পাট্টা ত্যাগ কি দণ্ডের ফলের কথা।
১১৫। পাট্টার অধিক কাল থাকিবার ফলের কথা।
১১৬। কৃষিকার্য্যের পাট্টা মুক্ত থাকিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিনিময় বিষয়ক বিধি।

১১৭। বিনিময় শব্দের অর্থের কথা।
১১৮। বিনিময়ে যে দ্রব্য দেওয়া গেল তাহা দাতার স্থানে হরণ করা গেলে তাহার স্বত্বের কথা।
১১৯। উভয় পক্ষের স্বত্বের ও দায়ের কথা।
১২০। মুদ্রা বিনিময়ের কথা।

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দান বিষয়ক বিধি।

১২১। "দান" শব্দের অর্থ।
গ্রহণ যে সময় করিতে হইবে তাহার কথা।
১২২। হস্তান্তর কার্য্য যেরূপে সম্পাদন করিতে হইবে তাহার কথা।
২৩। বর্ত্তমান ও ভাবী সম্পত্তির দানের কথা।
১২৪। কএক জনকে দান করা গেলে ও তন্মধ্যে এক জন গ্রহণ না করিলে, তদ্বিষয়ক কথা।
১২৫। যে স্থলে দান স্থগিত রাখা বা রহিত করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।
১২৬। ভারযুক্ত দানের কথা।
অযোগ্য ব্যক্তিকে ভারযুক্ত দান করিবার কথা।
২৭। সমস্তসম্পত্তির গ্রহীতার কথা।
১২৮। মৃত্যুহেতুক দান ও মুসলমান ব্যবস্থা সংরক্ষণের কথা।

৮ অষ্টম অধ্যায়।

মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

১২৯। মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়ার কথা।
১৩০। ঋণ হস্তান্তর করিবার কথা।
১৩১। নোটিস লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।
১৩২। খাতকের সেই হস্তান্তর কার্য্য সফল করিতে হইবার কথা।
১৩৩। খাতকের ঋণ শোধের ক্ষমতার গরান্টীর কথা।
১৩৪। যাহার বিরুদ্ধ দাওয়া বিক্রীত হয়, তাঁহারা মুক্ত হইবার কথা।
১৩৫। বিচারালয় সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের অক্ষমতার কথা।
১৩৬। ঋণ হস্তান্তর করিলে গ্রহীতার দায়ের কথা।
১৩৭। বন্দকী ঋণের কথা।
১৩৮। ক্রেয়বিক্রয়ের নিদর্শনপত্র বর্জ্জিত হইবার কথা।
তফসীল।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

৫ নম্বর।

পক্ষদের কার্য্যদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক ব্যবস্থা সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ। পক্ষদের কার্য্যদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ব্যবস্থার কোনং অংশ নির্দ্ধারণ ও সংশোধন করা বিহিত। এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা যাইতেছে।—

১ প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সংক্ষেপ নাম। ১ ধারা। এই আইন ' সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন' নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপ্তি। এই আইন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে বর্ত্তিবে

যে সময় অবধি প্রচলিত হইবে। ও ১৮৮২ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে।

যেং আইন রহিত করিবে তাহার কথা। ২ ধারা। উক্ত দিবসাবধি এই আইন সংযুক্ত প্রথম তফসীলের নির্দ্দিষ্ট সকল আইন ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর উল্লেখ হইয়াছে, তত দূর রহিত করা যা'বে। কিন্তু এই আইনের কোন কথা দ্বারা

কোনং আইন ও অনুষ্ঠান ও স্বত্ব ও দায় প্রভৃতি প্রবল থাকিবার কথা। (ক) এতৎক্রমে যে আইন স্পষ্ট রহিত করা যায় নাই তাহার কোন বিধানের ও

(খ) চুক্তি ঘটিত বা সম্পত্তির স্থিতি সংক্রান্ত যে নিয়ম বা অনুষ্ঠান এই আইনের বিধানের সহিত অসঙ্গত নয় ও প্রচলিত আইন সম্মত হয় তাহার ও

(গ) এই আইনসঙ্গত দেশাচার বা ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হইতে যে স্বত্বের বা দায়ের উৎপত্তি হয় তাহার কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে আইনমত যে কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহার কিম্বা সেই স্বত্ব কি দায় সম্পর্কীয় কোন প্রতিকারের ও

(ঘ) আইনের কার্য্যক্রমে কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের ডিক্রী বা আজ্ঞাক্রমে যে হস্তান্তর করণ ঘটে, তাহার, যে বিঘ্ন হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

অর্থকরণের ধারা। ৩ ধারা। এই আইনে বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা অন্যান্তর বোধ না হইলে,

অন্য লোকদিগকে বঞ্চিত করিয়া কোন দ্রব্য অধিকার ও ব্যবহার করিতে এক বা একাধিক ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে ঐ দ্রব্যের "স্বামিত্ব" বলিতে সেই স্বত্ব বুঝায়।

স্বামিত্ব। ঐ স্বামিত্ব হয় নির্ব্বাধ, নয় গৌণ। যে দ্রব্যের স্বামিত্ব হইতে পারে, তাহাকে "সম্পত্তি" বলে।

নিবন্ধ পত্র। উইল ভিন্ন যে লিখনপত্রের মর্ম্মানুসারে কি কলানুসারে স্থাবর সম্পত্তিগত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি স্বার্থ বর্ত্তমানে কি ভাবিকালে সৃষ্ট কি হস্তান্তরিত হয় কি একান্তরে প্রয়োগ করা যায়, 'নিবন্ধপত্র' শব্দে এমত কোন লিখনপত্র বুঝিতে হইবে।

রেজিষ্টরী। দলিল রেজষ্টরী করণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে রেজিষ্টরী করা যায়, ' রেজিষ্টরী" শব্দে তাহাই বুঝিতে হইবে।

'ভূসংলগ্ন'। 'ভূসংলগ্ন' শব্দে

(ক) তক্ত ও গুল্মাদির ন্যায় ভূমিতে মূলবদ্ধ বা

(খ) ভিত্তির বা গৃহাদির ন্যায় ভূমিতে গ্রথিত বা

(গ) অঙ্গুল গ্রথিত বস্তু স্থায়িরূপে ভোগ করিবার উদ্দেশে তাহাতে সংলগ্ন, বুঝিতে হইবে।

সংবাদ। কোন ব্যক্তি যে বৃত্তান্ত প্রকৃত প্রস্তাবে জানেন কিম্বা তাঁহার যে অনুসন্ধান বা তলাশ লওয়া উচিত ছিল ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত না থাকিলে বা গুরুতর ত্রুটি না করিলে জানিতে পারিতেন কিম্বা ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ২২৯ ধারার লিখিত অবস্থায় যে বৃত্তান্তের সংবাদ তাঁহার কর্ম্মকারককে দেওয়া যায় বা ঐ কর্ম্মকারক প্রাপ্ত হন, সেই ব্যক্তি সেই বৃত্তান্তের "সংবাদ" পাইয়াছেন বলা যায়।

চুক্তি সংক্রান্ত বিধান গুলি ১৮৭২ সালের ৯ আইনের অংশ বলিয়া গণ্য হইবার কথা। ৪ ধারা। এই আইনের চুক্তিসংক্রান্ত অধ্যায় ও ধারা গুলি ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের অংশ বলিয়া গৃহীত হইবে।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

পক্ষদের কার্য্য দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

(ক) অস্থাবর বা স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

হস্তান্তর করণ শব্দের অর্থ। ৫ ধারা। যে কার্য্য দ্বারা জীবিত এক ব্যক্তি অন্যের প্রতি কথবা আপনার ও অন্যের প্রতি বর্ত্তমানে বা ভাবী কালে সম্পত্তির স্বামিত্ব বা তদন্তর্গত কোন স্বার্থ অর্পণ করে, নিম্নলিখিত ধারা সমূহে ' হস্তান্তর করণ' শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে ও ' হস্তান্তর করা' বলিতে উক্ত কার্য্য সাধন করা বুঝাইবে।

যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহার কথা। ৬ ধারা। এই আইনে কিম্বা প্রচলিত অন্য কোন আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে, যে কোন প্রকারের সম্পত্তির স্বামিত্ব হস্তান্তর করা যাইতে পারে।

(ক) ভাবী উত্তরাধিকারির ক্রিয়ারিকারী হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা কোন জাতি বা কুটুম্বের মৃত্যু হইলে তদীয় উইলক্রমে কোন ব্যক্তির ত্রয়াদি পাইবার সম্ভাবিত স্বত্ব কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন সম্ভাবিত স্বত্বমাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না। কোন হিন্দু স্ত্রীলোকের অধিকারে যে সম্পত্তি থাকে, হিন্দু উত্তরাধিকারির তাহা পরে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবিত স্বত্ব যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় সেই সম্পত্তির বর্ত্তমান বা ভাবী স্বামী বা সহধর্ম্মী ভিন্ন অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

(খ) অনুবর্ত্তী নিয়ম ভঙ্গ হইলে পুনঃ প্রবেশ করিবার স্বত্বমাত্র তৎসংসৃষ্ট সম্পত্তির স্বামী ভিন্ন অন্য কাহাকেও হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

(গ) স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব প্রবল উত্তরাধিকার স্বত্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ঘ) সম্পত্তিগত যে স্বার্থ কেবল স্বামিরই ভোগের নিমিত্ত আছে তাহা তিনি হস্তান্তর করিতে পারেন না।

(ঙ) প্রবঞ্চনা বা অবৈধরূপে হানি করা গেলে, তন্নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা করিবার স্বত্ব মাত্র হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(চ) কোন রাজকীয় পদ হস্তান্তর করা যাইতে পারে না, এবং কোন রাজকীয় কর্ম্মচারির বেতন প্রাপ্য হইবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(ছ) গবর্ণমেণ্টের সামরিক ও দেওয়ানী পেনশন ভোগী ব্যক্তিদের বৃত্তি ও রাজনীতিঘটিত পেনশন হস্তান্তর করা যাইতে পারে না।

(জ) (১) যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যায় তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলে কিম্বা (২) অবৈধ কার্য্য নিমিত্ত কিম্বা (৩) যে ব্যক্তি আইনমতে হস্তান্তর ক্রমে গ্রহীতা হইতে পারে না তাহার অনুকূলে হস্তান্তর করণ হইতে পারে না।

৭ ধারা। কোন ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম ও স্বতন্ত্র ক্রীয় সম্পত্তির অধিকারী হইলে, অথবা আপনার নাম এরূপ হস্তান্তর করণীয় সম্পত্তি লইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে, ঐ সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে এবং নিয়ম বিনা বা নিয়মাধীনে প্রচলিত আইনে যে অবস্থায় যে পরিমাণে ও যে প্রকারে হস্তান্তর করিবার অনুমতি ও নির্দ্দেশ আছে সেই অবস্থায় সেই পরিমাণে ও সেই প্রকারে হস্তান্তর করিতে সক্ষম হইবেন।

(যাহারা হস্তান্তর করিতে সক্ষম তাহাদের কথা।)

৮ ধারা। ভিন্ন অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত না থাকিলে অথবা অবশ্যই না বুঝাইলে, যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় হস্তান্তরকারী তদন্তর্গত যে সমুদয় স্বার্থ ও আইন ঘটিত অনুষঙ্গ হস্তান্তর করিতে সক্ষম, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় অর্পণ করা যাইবে।

(হস্তান্তরকারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথা।)

এই অনুষঙ্গের মধ্যে এই বিষয় ধরা যাইবে উক্ত সম্পত্তি ভূমি হইলে, তৎসংলগ্ন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্ব ও হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা ও উপস্বত্ব প্রাপ্য হয় তাহা ও ভূমিসংলগ্ন সকল দ্রব্য।

উক্ত সম্পত্তি ভূমিতে সংলগ্ন বন হইলে, সেই বনের সেই অংশ লয়া বা লওয়া যাইতে পারে তাহা।

এবং উক্ত সম্পত্তি বাটী হইলে তৎসংলগ্ন স্বাচ্ছন্দ্য ভোগস্বত্ব ও হস্তান্তর করিবার পর যে খাজানা পাওনা হয় তাহা ও কুলুপ চাবি বন্ধকী দ্রব্য জানালা এবং চিরকাল ব্যবহার হইবার নিমিত্ত ঐ গৃহের সহিত যাহা কিছু সংযোগ করা যায় তাহা।

এবং উক্ত সম্পত্তি ঋণ বা নালিশযোগ্য অন্য দাবীর দাওয়া হইলে, তাহার লিখনপত্র, কিন্তু হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে যে সুদ বাকী পড়িয়া থাকে তাহা নহে।

এবং উক্ত সম্পত্তি টাকা বা কারোৎপাদনকারী অন্য সম্পত্তি হইলে, স্বামিত্ব হস্তান্তরিত হইলে পর যে সুদ বা উপস্বত্ব পাওনা হয় তাহা।

(বাহ্যিক হস্তান্তর করণের কথা।)

৯ ধারা। যে স্থলে আইনমতে লিখিয়া দিবার স্পষ্ট আদেশ না থাকে, সেই স্থলে না লিখিয়া হস্তান্তর করণ হইতে পারে।

(হস্তান্তর করণের বাধা জনক নিয়মের কথা।)

১০ ধারা। হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা বা তাঁহার অধীন দাওয়াদার হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় স্বীয় স্বার্থ কোনরূপে লঙ্ঘিত না বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এরূপ নিয়ম বা নিবন্ধনের অধীনে হস্তান্তর হইলে যেস্থলে পাট্টাদাতার কিম্বা তাঁহার অধীন দাওয়াদার কুলের উপকারার্থ এই নিয়ম করা যায় সেইস্থল ছাড়া অন্যত্র উক্ত নিয়ম বা নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে কিন্তু যিনি হিন্দু বা মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নহেন এরূপ স্ত্রীলোকের বা তাঁহার উপকারার্থে সম্পত্তি এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে যে সধবা থাকিতে তিনি ঐ সম্পত্তি বা তদন্তর্গত স্বীয় উপকারজনক স্বার্থ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না বা তাহার উপর দায় বর্ত্তাইতে পারিবেন না।

(স্বার্থবিশেষ বিরুদ্ধ নিয়মের কথা।)

১১ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে যদি কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন স্বার্থ নিরুপদ্রবরূপে সৃষ্ট করা যায়, কিন্তু হস্তান্তর করণের দলিলের মধ্যে এরূপ আদেশ থাকে যে ঐ স্বার্থ বিশেষ কোন প্রকারে প্রয়োগ বা ভোগ করিতে হইবে তবে ঐ আদেশ না থাকিলে যে রূপ হইত সেই রূপে ঐ ব্যক্তি ঐ স্বার্থ প্রাপ্ত হইতে ও তাহা লইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

একখণ্ড স্থাবর সম্পত্তি উপকারজনকরূপে ভোগ করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির আর এক খণ্ডের ভোগ সঙ্কুচিত করিবার কিম্বা ঐ সম্পত্তি বিশেষ কোন প্রকারে ভোগ করিতে বাধা করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার যে কোন বিঘ্ন হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৭ ধারা। যদি এই নিয়মের বা নিবন্ধনের অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় যে ঐ সম্পত্তিগত স্বার্থ যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় বা যাহার উপকারার্থে রক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি দেওলিয়া হইলে বা ঐ স্বার্থ হস্তান্তর বা বিক্রয়াদি করিতে চেষ্টা করিলে সেই স্বার্থ নষ্ট হইবে, তবে ঐ নিয়ম বা নিবন্ধন ব্যর্থ হইবে।

দেউলিয়া হইলে বা হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করিলে স্বার্থনষ্ট হইবার নিয়মের কথা।

পাট্টাদাতার বা তাঁহার অধীন দাতাদাবদের উপকারার্থে পাট্টায় যে কোন নিয়ম থাকে এই ধারার কোন কথা তৎপ্রতি বর্ত্তিবে না।

১৩ ধারা। হস্তান্তর করিবার সময়ে যাহার জন্ম হয় নাই, সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে সেই হস্তান্তর কার্য্যদ্বারা সৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্বার্থের অধীনে যে স্বার্থ সৃষ্ট করা যায় তাহা সম্পত্তির হস্তান্তরকরার অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থব্যাপী না হইলে ফলবৎ হইবে না।

হস্তান্তর করিবার সময়ে যাহার জন্ম হয়বাই এমন কোন ব্যক্তির উপকারার্থে পূর্ব্ব হস্তান্তর করণের বিরুদ্ধাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

উদাহরণ।

আবদুল কোন সম্পত্তির স্বামী হইয়া এই নিয়মে তাহা বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেন যে তিনি আবদুল ও তাঁহার অভিপ্রেত স্ত্রীর জীব কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের জন্য ও তাঁহাদের মধ্যে উভয়জীবির মৃত্যু হইলে ঐ অভিপ্রেত বিবাহজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ পুত্রের জন্য ও ঐ পুত্রের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় পুত্রের জন্য ঐ সম্পত্তি ন্যাসস্বত্ব রাখিবেন। ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপকারার্থে যে স্বার্থ সৃষ্ট হয় তাহা ফলবৎ হয় না, কারণ ঐ স্বার্থ আবদুলের সম্পত্তির অবশিষ্ট সমুদয় স্বার্থব্যাপী নহে।

১৪ ধারা। হস্তান্তর করিবার সময়ে যে এক বা একাধিক ব্যক্তি জীবিত থাকেন তাঁহাদের জীবৎকাল এবং সেই কালের অবসান হইবার সময়ে জীবিত যে ব্যক্তি প্রাপ্তব্যবহার হইলে সৃষ্ট স্বার্থ প্রাপ্ত হইবেন তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার কাল গত হইবার পর যে স্বার্থ ফলবৎ হইবে, কোন হস্তান্তর করণক্রমে এরূপ স্বার্থ সৃষ্টি করা যাইতে পারিবে না।

চিরস্থায়িত্ব নিষেধক বিধি।

১৫ ধারা। যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এক শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপকারার্থে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয় এবং ১৩ ও ৪ ধারার কোন বিধিমতে ঐ শ্রেণীর কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে ঐ স্বার্থের লোপ হয় তবে ঐ সমস্ত শ্রেণীর সম্বন্ধে উক্ত স্বার্থের লোপ হইবে।

যে শ্রেণীর কোনও ব্যক্তি ১৩ ও ১৪ ধারার বিধানের অধীন সেই শ্রেণীকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

১৬ ধারা। ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারার কোন বিধিক্রমে কোন স্বার্থের লোপ হইলে, সেই কার্য্যক্রমে সৃষ্ট যে স্বার্থ উক্ত পূর্ব্ব স্বার্থের লোপ হইলে বা হইবার পর ফলবৎ হইবার আজ্ঞায় থাকে সেই স্বার্থেরও লোপ হইবে।

পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ হইলে সে হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে তাহার কথা।

১৭ ধারা। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, নির্ব্বিঘ্নতা বা মানব জাতির হিতজনক অন্য কোন বিষয় বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে সাধারণের উপকারার্থ যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় তৎপ্রতি ১৪ ও ১৫ ও ৬ ধারার অধিকারসংক্রান্ত বিধান বর্ত্তিবে না।

সাধারণের উপকারার্থ চিরস্থায়িত্ব হস্তান্তর করিবার কথা।

৮ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিয়মমধ্যে এরূপ আদেশ থাকে যে তদুৎপন্ন উপস্বত্ব জমা করিয়া রাখিতে হইবে সেই স্থলে ঐ আদেশ ব্যর্থ হইবে, এবং জমা করিবার আদেশ না থাকিলে যেরূপে হইত সেইরূপে ঐ সম্পত্তি লইয়া কার্য্য হইতে পারিবে।

জমা করিবার আদেশ ব্যর্থ কথা।

বর্দ্ধিত কথা।— স্থাবর সম্পত্তি হইলে কিম্বা হস্তান্তর করিবার তারিখ অবধি জমা করিবার আদেশ হইলে, হস্তান্তর করিবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে সেই সম্পত্তি হইতে যে উপস্বত্ব উৎপন্ন হয় কেবল তাহার সম্বন্ধে সেই আদেশ বলবৎ হইবে, এবং সেই বৎসর শেষ হইলে যে কালের নিমিত্ত জমা করিবার আদেশ করা গেল সেই সমুদয় কাল অতীত হইবার ন্যায় ঐ সম্পত্তি ও উপস্বত্ব লইয়া কার্য্য হইবে।

১৯ ধারা। স্বার্থ কোন সময়ে ফলবৎ হইবে ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া, অথবা উহা তৎক্ষণাৎ অথবা যে ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে সেই ঘটনা ঘটিলে ফলবৎ হইবে বাক্যে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির অনুকূলে যদি স্বার্থ সৃষ্টি করা যায়, তবে হস্তান্তর করণের নিয়ম মধ্যে বিপরীত অভিপ্রায় সৃষ্ট না হইলে উক্ত স্বার্থকে নির্দ্ধারিত স্বার্থ বলে।

নির্দ্ধারিত স্বার্থের কথা।

সফল পাইবার পূর্ব্বে হস্তান্তরকরণে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে কোন নির্দ্ধারিত স্বার্থ বিলুপ্ত হয় না।

ব্যাখ্যা।—যে বিধানক্রমে ভোগের কাল বিলম্বে ঘটে, যে যৎক্রমে সেই সম্পত্তিগত পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বা অনির্দ্দিষ্ট রক্ষিত হয় বা যৎক্রমে সম্পত্তিসমুৎপন্ন উপস্বত্ব ভোগ কাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত জমা করিয়া রাখিবার আদেশ থাকে এইরূপ কোন বিধান থাকিলে, অথবা বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে এইরূপ বিধান থাকিলে কেবল তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না যে স্বার্থ নির্দ্ধারিত না করিবার অভিপ্রায় ছিল।

২০ ধারা। যে ব্যক্তি তৎকালে বিদ্যমান না থাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে সেই ব্যক্তির উপকারার্থে কোন স্বার্থ সৃষ্ট করা গেলে, যদি হস্তান্তর করণের নিয়ম মধ্যে বিপরীত ভাব দৃষ্ট না হয় তবে ঐ ব্যক্তি জন্মিয়া মাত্র স্বার্থ ভোগে অধিকারী না হইলেও অল্পকালেই নির্দ্ধারিত স্বার্থ প্রাপ্ত হন।

যে ব্যক্তি বিদ্যমান না থাকে তাহার উপকারার্থে হস্তান্তর করণের কথা।

অতিরিক্ত সময় দিতে হইবে। কিন্তু উক্ত কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, যদি নিয়মপালন না হওয়াতে যাহার স্বার্থ থাকে এরূপ কোন ব্যক্তির প্রবঞ্চনাক্রমে ঐ কার্য্য সম্পাদন কলঙ্কিত হইয়া উঠে বা অলক্ষ্য কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐ নিয়ম পালন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

মনোনীত করণবিষয়ক বিধি।

৩৬ ধারা। যে ব্যক্তির যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার যে স্থলে মনোনীত করণ আবশ্যক তাহার স্বত্ব নাই সেই ব্যক্তি সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহিলে এবং সেই কার্য্যক্রমে ঐ সম্পত্তির স্বামির কোন উপকার সাধন করিলে, ঐ স্বামী মনোনীত করিয়া হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিবেন, না হয় তাহাতে অসম্মত হইবেন। শেষোক্ত স্থলে ঐ রূপে যে উপকার সাধিত হয় তিনি তাহা পরিত্যাগ করিবেন এবং ঐ পরিত্যক্ত উপকার সম্বন্ধে কোনরূপ বিনিয়োগ না ঘটিলে যেরূপ হইত সেইরূপে উহা হস্তান্তর কর্ত্তার ও তদীয় স্থলাভিষিক্তের প্রতি ফিরিয়া বর্ত্তিবে।

তথাপি যে স্থলে বিনামূল্যে হস্তান্তর করা যায় ও উক্ত মনোনীত করণের পূর্ব্বে হস্তান্তর কর্ত্তার মৃত্যু হয় কিম্বা তিনি প্রকারান্তরে নূতন হস্তান্তর করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন,

এবং যে সকল স্থলে মূল্য লইয়া হস্তান্তর করা যায়, সেই বা সেই সকল স্থলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে যে সম্পত্তি দিবার চেষ্টা হয় তাহার মূল্য না টাকা সেই বঞ্চিত গ্রহীতাকে দিবার দায় ঐ উপকারে সংলগ্ন থাকিবে।

উদাহরণ।

ফুলজানপুরে ইজারা সম্পত্তি ও তাহার মূল্য ৮ ৲ টাকা। আমক নামপত্রক্রমে উহা বল মিকে হস্তান্তর করিয়া দিতে চাহেন, এবং সেই পত্রক্রমেই চন্দ্রকে ১০৲ টাকা দেন। চন্দ্র ইজারা ও ঐ মনোনীত করিলেন। তিনি ১০ টাকার নামে বঞ্চিত হইবেন।

ঐ উদাহরণে স্থলে যদি উক্ত মনোনীত করিবার পূর্ব্বে আমকের মৃত্যু হয় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বলরামকে ঐ ১ টাকার ৮ টাকা দিবেন।

হস্তান্তর কর্ত্তা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিতে চাহেন, তিনি আপনাকে সেই সম্পত্তির স্বামী বলিয়া বিশ্বাস করুন বা না করুন উভয় স্থলেই এই ধারার প্রথম প্রকরণের বিধি বর্ত্তিবে।

কোন কার্য্যক্রমে যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার দর্শে না কিন্তু পরোক্ষে উপকার দর্শে সেই ব্যক্তির মনোনীত করিবার প্রয়োজন নাই।

যে ব্যক্তি এক পদোপলক্ষে কোন কার্য্যমত উপকার গ্রহণ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি অন্য পদোপলক্ষে তাহাতে অসম্মত হইতে পারে।

শেষ বিধি চতুষ্টয়ের বর্জ্জিত কথা।

হস্তান্তরকর্ত্তা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহেন সেই সম্পত্তির বিনিময়ে সম্পত্তি স্বামির বিশেষ কোন উপকার করিবার কথা ব্যক্ত থাকিলে ঐ স্বামী সম্পত্তির দাওয়া করিলে ঐ বিশেষ উপকার পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তৎকার্য্যক্রমে তাহার অন্য যে উপকার হয় তিনি তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন।

যে ব্যক্তির উপকার সাধন করা যায় সেই ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিলে তিনি হস্তান্তর কার্য্য দৃঢ় করিতে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে তিনি মনোনীত করিবার কি স্বত্ব লাভ করিয়া কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে বিষয় বিশেষ বুঝিয়া বিচারপূর্ব্বক মনোনীত করেন তাহা জানেন অথবা সেই বিষয়বিশেষের অনুসন্ধান করিবার স্বত্ব ত্যাগ করেন।

যে ব্যক্তির উপকার সাধন করা যায় সেই ব্যক্তি অসম্মতিসূচক কোন কার্য্য না করিয়া দুই বৎসর কাল ঐ উপকার ভোগ করিলে, বিপরীত প্রমাণাভাবে উক্ত রূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। যে ঐ ব্যক্তি বিশেষ কোন কার্য্য না করিলে যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চাহে সেই সম্পত্তির স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা হইত তাহাদিগকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করা যদ্দ্বারা অসাধ্য হয় ঐ ব্যক্তি এরূপ কোন কার্য্য করিলে উক্তরূপ জ্ঞান বা স্বত্বত্যাগ অনুমান করা যাইতে পারিবে।

উদাহরণ।

চন্দ্রের বাগানে স্বত্ব আছে আলম বলরামকে এইরূপ একটি মহাল হস্তান্তর করিয়া দেন ও চন্দ্রকে একটি পাতা-ক্রিয় করণার্থ খাঁন দেন। চন্দ্র খাঁন মহাল লইয়া তাহার করণা ভুলাইয়া দেলেন। সেই কার্য্য দ্বারা তিনি বলরামকে মহাল হস্তান্তর করিয়া দেওয়া দৃঢ় করিলেন।

যদি হস্তান্তর করণের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে তিনি হস্তান্তরকর্ত্তাকে বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে ঐ হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিব না বা তাহাতে অসম্মত দিবার অভিপ্রায় না জানান, তবে উক্ত হস্তান্তরকর্ত্তা বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ ঐ সময় অতীত হইলে তাঁহাকে মনোনীত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং তিনি ঐ আদেশ পাইবার পর যুক্তি সঙ্গত সময় মধ্যে ঐ আদেশ পালন না করিলে তিনি হস্তান্তর করণ দৃঢ় করিতে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

অক্ষমতার স্থলে যাবৎ উক্ত অক্ষমতা শেষ না হয় বা যাবৎ কোন উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ মনোনীত না করেন তাবৎ মনোনীত করণ স্থগিত থাকিবে।

বণ্টন বিষয়ক বিধি।

৩৭ ধারা। বিপরীত ভাব চুক্তি না থাকিলে সমুদয় অধিকারির স্বার্থশেষ হইলে নিয়মিত কালান্তরে মত টাকা বণ্টন করিবার কথা।

অধিকারির স্বার্থশেষ হইলে নিয়মিত কালান্তরে মত টাকা বণ্টন করিবার কথা।

যাবতীয় ব্যয়, খাজানা, খাজিফ বৃত্তি পেনশন ডিভিডেণ্ড ও উপস্বত্ব ভাবের নিয়মিত কালান্তরে মত অন্য টাকা, ঐ টাকা পাইবার অধিকারী ব্যক্তির স্বার্থ হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তরকর্ত্তা ও হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা এই উভয়ের সম্বন্ধে, দিন দিন পাওনা হয় বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, এবং তদনুসারে বণ্টন করা যাইতে পারিবে কিন্তু টাকা দিবার যে দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে সেই২ দিন দেয় হইবে।

সম্পত্তি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জ্ঞাপকরণ বিষয়ক বিধি।

৩৮ ধারা। হস্তান্তর করণ হেতুক সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া একাধিক দেশে ভোগ করা গেলে এবং তন্নিমিত্ত ঐ সমস্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন কর্ত্তব্যজনিত উপকার এক স্বামী হইতে সম্পত্তির একাংশাদির প্রতি বর্ত্তিলে

হস্তান্তর করণ হেতুক কর্ত্তব্য জ্ঞাপকরণ বিষয়ক বিধি।

তদনুযায়ী কর্ম্ম, যে দিনের মধ্যে বিপরীত ভাবের চুক্তি

না থাকিলে ঐ সম্পত্তিতে যাঁহাদের যে অংশ থাকে তাহার মূল্যানুসারে প্রত্যেক অংশীর সম্বন্ধে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু এরূপস্থলে আর থাকে যে ঐ কর্ম্ম বিভাগ করা যাইতে পারে এবং বিভাগকরণ দ্বারা কর্ত্তব্য ভাব প্রকৃত পক্ষে বর্দ্ধিত না হয়। পরন্তু এক কর্ম্ম বিভাগ করা যাইতে না পারিলে কিম্বা বিভাগ করণ দ্বারা কর্ত্তব্যভার প্রকৃত পক্ষে বর্দ্ধিত হইলে, ঐ স্বামিরা একত্রে যাঁহার নাম নির্দ্দেশ করেন তাঁহার সব মূল্যে এরূপ একজনের উপকারার্থে ঐ কর্ম্ম সম্পাদন করা হইবে।

কিন্তু যে ব্যক্তির উপর কর্ত্তব্যভার থাকে তিনি ঐরূপ কর্ম্মবিভাগের যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা পাইলে এই ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কর্ত্তব্য পালন করিতে যদি ত্রুটি করেন তজ্জন্য দায়ী হইবেন না।

উদাহরণ

(ক) কোন গ্রামের যে ভূমি ঈশানকে এই নিয়মে পট্টা করিয়া দেওয়া গিয়াছে যে তিনি নগদ খাজানাস্বরূপ ৩০ টাকা ও একটি মোটা বেল দিবেন সেই ভূমি জানকী বলরাম চন্দ্র ও দিনমাথের নিকট বিক্রয় করিলেন। বলরাম কয়ের টাকার অর্দ্ধেক এবং চন্দ্র ও দিনমাথ প্রত্যেকে চতুর্থাংশ দিবেন। ঈশান ইহার সংবাদ পাইলে বলরামকে ১৫ টাকা এবং চন্দ্র ও দিনমাথকে ৭॥ টাকা করিয়া দিবেন এবং বলরাম চন্দ্র ও দিনমাথ একত্রে যে আদেশ করেন তদনুসারে বেলটী দিবেন।

(খ) ঐ গ্রামের প্রত্যেক বাটীর লোকের প্রতিবৎসর গ্রাম মিবারণার্থে বাঁধে দশ দিন বাটনী যোগাইতে হয়। ঈশান পট্টার শত্রু হইয়া অনুচিত এই কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছিল। বলরাম চন্দ্র ও দিনমাথ আপনারা ও নিমিত্ত প্রত্যেক স্বতন্ত্র ঈশানকে দশ দিনের কর্ম্ম সম্পাদনার্থ অংশ করেন। বলরাম চন্দ্র ও দিনমাথ একত্র হইয়া যে আজ্ঞা করেন তদনুসারে ঈশান সরলসাকুল্যে দশদিনের অধিক কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইবেন।

ধারা।—স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৯ ধারা। স্বভাবতঃ যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় সেই অবস্থা ঘটিলেই স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরাদি করিতে যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকে সেই ব্যক্তি ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া মূল্য লইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে, যদি হস্তান্তরক্রমে প্রাপ্ত ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যুক্তিমত যত্ন করিয়া সরলমনে কার্য্য করিয়া থাকেন তবে একপক্ষে হস্তান্তরকর্ত্তা ও অপর পক্ষে হস্তান্তরক্রমে প্রহীত ও হস্তান্তরকার্য্যে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি থাকিলে তাঁহারা এই উভয়পক্ষের সম্বন্ধে ঐ অবস্থা ঘটিয়াছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অবস্থা বিশেষ ঘটিলেই হস্তান্তর করিতে ক্ষমতা পর ব্যক্তি যে হস্তান্তর করেন তাহার কথা।

উদাহরণ।

অমরনাথ স্ত্রী এক হিন্দু বিধবা স্বামী পুত্রাদির উত্তরাধিকারী রাখিয়া পরলোকগমন করিলে ঐ বিধবা আপনার ভোগকৃত সম্পত্তির অন্তর্গত একটি ক্ষেত্র বলরামের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হন, ইহা না করিবার উদ্দেশে ঐ কার্য্য করেন নাই। যুক্তিমত অনুসন্ধান লইয়া বলরাম ক্ষেত্রের প্রতীত হয়ে যে ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব ব্যতীত এবং উপযুক্ত ভরণপোষণ হয় না এ ও ক্ষেত্র বিক্রয় করা আবশ্যক, এবং সরলমনে কার্য্য করিয়া তিনি সেই ক্ষেত্র ক্রয় করেন একপক্ষে বলরাম ও অপরপক্ষে অমরনাথ পত্নীর উত্তরাধিকারিগণ এই উভয়পক্ষের সম্বন্ধে বিক্রয়ের আবশ্যকতা ছিল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৫০ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তৃতীয় ব্যক্তির ভরণপোষণ পাইবার কিম্বা স্ত্রী সাধিক উন্নতির বা বিবাহের বিদ্যার্থ টাকা পাইবার স্বত্ব থাকিলে এবং উক্ত স্বত্ব ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করা গেলে হস্তান্তরক্রমে প্রহীত যদি উক্ত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন কিম্বা যদি বিনা মূল্যে হস্তান্তর করা যায় তবে ঐ প্রহীতার বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারিবে কিন্তু মূল্য দিয়া ও উক্ত স্বত্বের কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তরক্রমে প্রহীতা হন, তাঁহার বিরুদ্ধে বা তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব প্রবল করা যাইবে না।

তৃতীয় ব্যক্তি ভরণপোষণ পাইবার আদি কারণ হইলে ভূমি হস্তান্তর করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ নামক একজন হিন্দু বিধবা স্ত্রী ভাতৃষ্পুত্র যুক্ত স্বামির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়াতে তাঁহার স্বামীর ভরণপোষণ পাইবার যে দাওয়া আছে সেই দাওয়া-রোধ করণার্থ তিনি রামাকে সুলতানপুর হস্তান্তর করিয়া দিয়া তাঁহার সহিত এই নিয়ম করেন যে রামা সুলতানপুর হইতে বেদখল হইলে আনন্দের দখলে নির্দ্দিষ্ট জমা যে কতক গ্রাম থাকে তন্মধ্যে রামা যে গ্রাম মনোনীত করেন তথায় অংশ তাঁহাকে তুল্য পরিমাণের ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিবেন। আনন্দ নির্দ্দিষ্ট গ্রামগুলি চন্দ্রের নিকট বিক্রয় করেন। চন্দ্রও নিয়ম রক্ষার কথা না জানিয়া সরলমনে ক্রয় করেন। রামা সুলতানপুর হইতে বেদখল হইলেন। চন্দ্রকে যে গ্রাম হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তাহার উপর রামার কোন দাওয়া নাই।

(খ) অম্বা বিধবা বারাণসী রাজ্যে তাঁহার মৃত স্বামির যে অংশ ছিল তাহা হইতে তিনি ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী। ঐ অংশ উক্ত স্বামির ভ্রাতা বলরামে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলরাম চন্দ্রের নিকট বারাণসী বিক্রয় করিলেন। চন্দ্র জানিতে যে অম্বার দাওয়া পরিশোধার্থে অন্য কোন সম্পত্তি নাই। চন্দ্রের হস্তগত বারাণসী হইতে অম্বা ভরণপোষণ পাইবার দাওয়া করিতে পারে।

যে স্থলে আপন স্থাবর সম্পত্তি অধিকতর উপকারক হইবার ভোগ করিবার নিমিত্ত তৃতীয় কোন ব্যক্তির, অন্যের স্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ ছাড়া, শেষোক্ত সম্পত্তির ভোগ সঙ্কোচ করিবার বা বিশেষ কোন প্রকারে তাহা ভোগ করিতে বাধা করিবার স্বত্ব থাকে, কিম্বা

তৃতীয় ব্যক্তির ভূমির ভোগ সঙ্কোচ করিবার স্বত্ব থাকিলে।

চুক্তি সম্ভূত কিম্বা স্বাবর সম্পত্তির স্বামিত্ব সংযুক্ত যে কর্ত্তব্য উদ্ভূত স্বার্থে বা স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্বে পরিণত হয় কিম্বা যে স্থলে তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেই কর্ত্তব্যের উপকার পাইবার অধিকারী হন,

সেই স্থলে যে হস্তান্তরক্রমে প্রহীতা উক্ত স্বত্বের বা কর্ত্তব্যের কথা জানেন বা বিনা মূল্যে ঐ সম্পত্তি পান, তাঁহার বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব বা কর্ত্তব্য প্রবল করা যাইতে পারিবে

২১ ধারা। অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলেই কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে, ফলবৎ হইবে বলিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ সম্পত্তিতে ঘটনাধীন স্বার্থ প্রাপ্ত হয়। প্রথমোক্ত স্থলে উক্ত ঘটনা ঘটিলে ও শেষোক্ত স্থলে উক্ত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইলে, উক্ত স্বার্থ নির্দ্ধারিত স্বার্থ হয়।

ঘটনাধীন স্বার্থের কথা।

ব্যাখ্যা।— যে স্থলে হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তি বিশেষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সম্পত্তিগত কোন স্বার্থের অধিকারী হন, এবং হস্তান্তরকর্ত্তা তাঁহাকে ঐ বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ স্বার্থসমুৎপন্ন উপস্বত্বও নির্দ্দিষ্ট রূপে দেন, কিম্বা তাঁহার উপকারার্থ সেই উপস্বত্ব বা তাহার প্রয়োজনীয় অংশ প্রয়োগ করিবার আদেশ করেন, সেই স্থলে ঐ স্বার্থ ঘটনাধীন বলিয়া গণ্য হয় না।

২২ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে ব্যক্তিরা বিশেষ বয়ঃ প্রাপ্ত হয় কেবল তাহাদের অনুকূলে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয় সেই স্থলে উক্ত শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তি ঐ বয়স প্রাপ্ত হয় নাই ঐ স্বার্থ তৎ প্রতি বর্ত্তে না।

কোন শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যক্তিরা বিশেষ বয়ঃ প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

২৩ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই নিয়ম করা যায় যে অনিশ্চিত বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিলে ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে এবং ঐ ঘটনা ঘটিবার সময়ের কোন উল্লেখ না থাকে, সেই স্থলে মধ্যবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ শেষ হইবার সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ঐ ঘটনা না ঘটিলে উক্ত স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে।

অনিশ্চিত বিশেষ ঘটনাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

২৪ ধারা। যে সময় সূক্ষ্মরূপে নিরূপিত হয় নাই এরূপ কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে তাহাদের প্রতি যে স্থলে ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ বর্ত্তিবে সেই স্থলে, হস্তান্তর করিবার নিয়ম মতে বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ না পাইলে মধ্যবর্ত্তী বা পূর্ব্ববর্ত্তী স্বার্থ শেষ হইবার সময়ে ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকে ঐ স্বার্থ তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে।

অনিশ্চিত কোন সময়ে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহাদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

উদাহরণ।

● আনন্দ বলরামের জীবৎকালপর্য্যন্ত বলরামকে ও তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্র ও দিনমণিকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেয়। চন্দ্র ও দিনমণি তাহা সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইতে পারিবেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে যিনি উত্তরজীবী হন তিনি ঐ সম্পত্তি পাইবেন। বলরামের জীবৎকালে চন্দ্রের মৃত্যু হয়। দিনমণি বলরামের উত্তরজীবী হন। বলরামের মৃত্যু হইলে সম্পত্তি দিনমণিকে আশ্রয় করিবে।

২৫ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তরক্রমে নিয়মাধীনে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা গেলে যদি ঐ নিয়ম পালন অসম্ভব হয়, বা আইনমতে নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা প্রতিকারের হয়, যে উহা করিতে দিলে আইনের কোন বিধান নিষ্ফল হয় কিম্বা যদি ঐ নিয়ম পালন করিতে গেলে, প্রতারণা বা অন্য কোন ব্যক্তির শরীর বা সম্পত্তির কোন হানি হয় অথবা যদি আদালত উহা নীতিবিরুদ্ধ বা রাজনীতি বিরুদ্ধ বিবেচনা করেন তবে ঐ স্বার্থের লোপ হইবে।

নিয়মাধীনে হস্তান্তর করণের কথা।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ঘণ্টায় পঞ্চাশ ক্রোশ গমনে একশত মাইল চলিবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ইজারা দেয়। ঐ ইজারা অসিদ্ধ।

(খ) বলরাম আনন্দের কন্যা চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিবে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ৫০০৲ টাকা দেয়। হস্তান্তর করণের সময়ে চন্দ্রমণির মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

(গ) বলরাম চন্দ্রকে নরহত্যা করে এই নিয়মে আনন্দ বলরামকে ৫০৲ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেয়। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

(ঘ) চন্দ্রমণি আনন্দ স্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তাহার পিতৃব্য আনন্দ তাহাকে এই নিয়মে ৫০০০৲ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেয়। ঐ হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ।

২৬ ধারা। অগ্রে কোন নিয়ম পালন না করিলে কোন ব্যক্তি সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইবে না সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথার মধ্যে এরূপ আদেশ থাকিলে সেই নিয়ম সাবেক পালন করা গেলে তাহা পালন করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

অগ্রে নিয়ম পালন করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রের দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিবে আনন্দ এই নিয়মে বলরামকে ৫০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। ঈশানের মৃত্যু হয়। বলরাম চন্দ্রের ও দীননাথের সম্মতি লইয়া বিবাহ করে। বলরাম উক্ত নিয়ম পালন করিয়াছে।

(খ) বলরাম চন্দ্রের দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি লইয়া বিবাহ করিবে আনন্দ এই নিয়মে বলরামকে ৫০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। বলরাম চন্দ্রের দীননাথের ও ঈশানের সম্মতি না লইয়া বিবাহ করে কিন্তু বিবাহের পর তাঁহাদের সম্মতি প্রাপ্ত হয়। বলরাম উক্ত নিয়ম পালন করে নাই।

২৭ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এক ব্যক্তির অনুকূলে কোন স্বার্থ সৃষ্ট হয়, এবং সেই কার্য্য দ্বারাই হস্তান্তর করণমত পূর্ব্ব স্বার্থ ফলবৎ হইতে না পারিলে অন্য ব্যক্তির অনুকূলে পরে সেই স্বার্থের বিনিয়োগ হয় সেই স্থলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ নিষ্ফল হইলে পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে, যদিও পূর্ব্ব বিনিয়োগ যেরূপে নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা বলিয়া হস্তান্তরকর্ত্তা মনে করিয়াছিলেন তাহা সেইরূপ নিষ্ফল না হয়।

পূর্ব্ব হস্তান্তর করণ নিষ্ফল হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে পুনঃহস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইবে এই নিয়মে এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

কিন্তু যে স্থলে হস্তান্তর কার্য্যের উভয় পক্ষের অভিপ্রায় এইরূপ থাকে যে পূর্ব্ব বিনিয়োগ বিশেষ কোন প্রকারে নিষ্ফল হইলেই পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে, সেই স্থলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ সেই প্রকারে নিষ্ফল না হইলে পরবর্ত্তী বিনিয়োগ ফলবৎ হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের মৃত্যুর পর তিন মাস মধ্যে বলরাম বিশেষ একখানি পাট্টা লিখিয়া দিলে বলরামকে না লিখিয়া দিলে চন্দ্রকে আনন্দ ৫০ টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। আনন্দের জীবৎকালে বলরামের মৃত্যু হয়। চন্দ্রের প্রতি হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে।

(খ) আনন্দ এই নিয়মে তাঁহার স্ত্রীকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন যে যদি আপনার জীবৎকালে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয় ঐ হস্তান্তরিত সম্পত্তি বলরামকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। একস্থলে এরূপ অবস্থায় আনন্দ ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় যে ঐ স্ত্রী যে আগে মরিয়াছে ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব। বলরামের প্রতি হস্তান্তরক ণ ফলবৎ হইবে না।

বিশেষ ঘটনা ঘটিবার বা না ঘটিবার নিয়মাধীনে পরে হস্তান্তর করণের কথা।

২৮ ধারা। সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন স্বার্থ সৃষ্ট করিয়া তাহা এ রূপ নিয়মের অধীন করা যাইতে পারে যে অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে। প্রত্যেক স্থলে এইরূপ বিনিয়োগ ১৮, ১২, ২, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৭ ধারার অন্তর্গত বিধির অধীন হইবে।

পরবর্ত্তী নিয়ম পালনের কথা।

২৯ ধারা। পূর্ব্ব ধারার উল্লিখিত প্রকারের পরবর্ত্তী বিনিয়োগ, নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পালিত না হইলে, ফলবৎ হইতে পারে না।

উদাহরণ।

আনন্দ বলরামকে এই নিয়মে টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বা বিবাহ করিলে তাঁহাকে ঐ টাকা দেওয়া যাইবে। ইহার সহিত এই উপনিয়ম থাকে যে বলরাম নাবালগ অবস্থায় মরিলে কিম্বা চল্লিশ বৎসর বয়সে সম্পত্তি নিয়ম বিবাহ করিল। নিয়মাধীনের প্রতি হস্তান্তর করণ ফলবৎ হইবে।

পরবর্ত্তি বিনিয়োগের অনিশ্চিতা হেতুক পূর্ব্ব বিনিয়োগের বিঘ্ন না হইবার কথা।

৩০ ধারা। পরবর্ত্তী বিনিয়োগ যদি সিদ্ধ না হয় তাহাতে পূর্ব্ব বিনিয়োগের কোন বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ নিজ জীবৎকাল পর্য্যন্ত বলরামকে ও বলরাম তাহার স্বামিকে পরিত্যাগ না করিয়া গেলে চন্দ্রকে কোন টাকা হস্তান্তর করিয়া দেন। কোন নিয়ম পরিবেশন করিলে যেরূপে হইত বলরাম ও চন্দ্রকে যাবজ্জীবন ঐ টাকার জন্য অধিকারিণী হইবেন।

অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে বা না ঘটিলে হস্তান্তর করণ ফলবৎ না থাকিবার নিয়মের কথা।

৩১ ধারা। ১২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই নিয়ম যোগে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যাইতে পারে যে অনিশ্চিত এমন বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কিম্বা অনিশ্চিত কোন বিশেষ ঘটনা না ঘটিলে, ঐ স্বার্থ ফলবৎ থাকিবে না।

উদাহরণ।

(ক) বলরামের জীবৎকালপর্য্যন্ত আনন্দ তাঁহাকে কোনটাকা বা জমী এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম নির্দ্দিষ্ট কোন কাষ্ঠ কাটিলে হস্তান্তর ফলবৎ থাকিবে না। বলরাম ঐ কাষ্ঠ কাটেন। তিনি ঐ ইজারা জমীতে আপনার যাবজ্জীবন স্বত্ব হারাইবেন।

(খ) আনন্দ বলরামকে কোন ইজারার জমী এই নিয়মে হস্তান্তর করিয়া দেন যে বলরাম হস্তান্তর করণের তারিখের পর তিন বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে না গেলে ঐ ইজারার জমীতে তাঁহার স্বার্থ থাকিবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বলরাম ইংলণ্ডে গেলেন না। ঐ ইজারার জমীতে তাঁহার আর স্বার্থ থাকিবে না।

ঐ নিয়ম অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৩২ ধারা। কোন স্বার্থ ফলবৎ থাকিবে না এই নিয়ম যাহাতে সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ করিতে হইলে, ইহা আবশ্যক যে তন্নির্দ্দিষ্ট ঘটনা আইনমতে কোন স্বার্থ সৃষ্টির নিয়ম হইতে পারে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা তৎপূর্ব্বে হস্তান্তরক্রমে এই স্বার্থ প্রাপক কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবার নিয়মের কথা।

৩৩ ধারা। যদি সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই রূপ নিয়মের অধীনে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যায় যে ঐ স্বার্থ প্রাপক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে বা তৎপূর্ব্বে কোন কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন না করা গেলে, হস্তান্তর কর্ত্তা যদি ঐ স্বার্থ সৃষ্টি করিবার সময়েই আপনার বা অন্য কোন ব্যক্তির অনুকূলে তাহার পরবর্ত্তী কোন বিনিয়োগ করেন, তবে ঐ সময়ের মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন না করা গেলে, কিম্বা পূর্ব্ব বিনিয়োগক্রমে উপকৃত ব্যক্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব করিয়া তুলিলে পূর্ব্ব বিনিয়োগ আর ফলবৎ থাকিবে না। কিন্তু যে স্থলে হস্তান্তরকর্ত্তা ঐ স্বার্থের উক্তরূপ কোন পরবর্ত্তী বিনিয়োগ করেন নাই সেই স্থলে সময় নিয়মের প্রধান অঙ্গ হইলে হস্তান্তরকর্ত্তার ইচ্ছাক্রমে ঐ স্বার্থ সম্বন্ধে হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে কিন্তু সময় চুক্তির প্রধান অঙ্গ না হইলে ঐ রূপে উক্ত হস্তান্তর করণ অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না।

উক্ত অভিপ্রায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইলে, পূর্ব্ববিনিয়োগমতে ঐ স্বার্থের বাস্তবিক ভোগ হইয়াছে বলিয়া উক্ত নিয়মের কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না।

কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৪ ধারা। যে স্থলে সম্পত্তি হস্তান্তর করণক্রমে এই রূপ নিয়মের অধীনে কোন স্বার্থ সৃষ্টি করা যায় যে, ঐ স্বার্থ প্রাপক ব্যক্তি কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, কিন্তু ঐ কার্য্য সম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকে সেই স্থলে ঐ ব্যক্তি উক্ত নিয়ম পালন চিরকালের নিমিত্ত বা অসম্ভব কালপর্য্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিলে ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পাদনের নিয়মাধীনে হস্তান্তর করিবার কথা।

৩৫ ধারা। হস্তান্তর করণক্রমে সৃষ্ট কোন স্বার্থ ভোগ করিবার পূর্ব্বে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে, কিম্বা যে নিয়ম পালন না করিলে ঐ স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে, সেই নিয়ম পালনস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তির কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় এবং ঐ কার্য্যসম্পাদনের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে তবে ঐ নিয়ম পালন না হইলে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যাহার লাভ হইবার সম্ভাবনা তাহার প্রবঞ্চনা হেতুক নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে ঐ কার্য্য সম্পাদন না হইলে উক্ত প্রবঞ্চনাজনিত বিলম্বের কাল পূরণার্থ যতরূপ আবশ্যক হয় তাহার বিরুদ্ধে ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তদ্রূপ

কিছু মূল্য দিয়া ও ঐ স্বত্বের বা কর্ত্তব্য ব্যয় কথা না জানিয়া যিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন, তাঁহার বিরুদ্ধে ও তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ স্বত্ব বা কর্ত্তব্য প্রবল করা যাইতে পারিবে না।

উদাহরণ।

আমন্দ বলরামের নিকট মূলধনপূর্ব্ব বিক্রয় করিবে বলিয়া চুক্তি করে। ঐ চুক্তি প্রবল থাকিতে সে চন্দ্রের নিকট তাহা বিক্রয় করে। চন্দ্র যে চুক্তির কথা জানিত। বলরাম যে পরিমাণে আনন্দের বরাবরে ঐ চুক্তি প্রবল করিতে পারিবেন চন্দ্রের বিরুদ্ধেও সেই পরিমাণ পারিবেন।

৪১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তিতে যাঁহাদের স্বার্থ আছে স্পষ্টত বা ভাবত তাঁহাদের সম্মতিক্রমে কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির প্রত্যক্ষ স্বামিস্বরূপ থাকিয়া মূল্য লইয়া যদি তাহা হস্তান্তর করেন তবে হস্তান্তরকর্ত্তার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না বলিয়া ঐ হস্তান্তরকরণ অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে হস্তান্তর গ্রহীতা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যুক্তিযুক্ত যত্ন করিয়া হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা সরলমনে কার্য্য করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ স্বামির দ্বারা হস্তান্তর হইবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) গ্রাম্য কৃষির দুই সহাধিকারির মধ্যে আনন্দ নামক একজন স্বীয় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যান ও তাহার সম্মতিক্রমে বলরামনামে অন্য সহাধিকারির নামে রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ত্তা দাখিল ঐ কৃষি রেজেষ্টরী করেন। দশবৎসর পরে বলরাম ঐ কৃষির কিয়দংশ চন্দ্রের নিকট বিক্রয় করেন। বলরামের ঐ কৃষি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত চন্দ্র যুক্তিযুক্ত যত্ন করিয়া সরলমনে কার্য্য করেন। আনন্দ ঐ বিক্রয় অন্যথা করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ কৃষিক্রয় করিয়া আপনাকেই কর্ত্তা করিয়া বা অন্যের উদ্দেশে তাহা আপনার চাকরের নামে হস্তান্তর করাইয়াছেন এবং রাজস্বসংক্রান্ত রেজিষ্টরে তাহা বলরামের নামে লেখা যায়। বলরাম ঐ কৃষির রেজিষ্টরী কর্ত্তা দাখিল ও তাহার রাজস্ব দিয়া থাকেন ইহা জানিয়া চন্দ্র ঐ কৃষি বলরামের নামে ক্রয় করে। আনন্দ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না।

৪২ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন স্থাবর সম্পত্তির কোন হস্তান্তর করণ অন্যথা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, মূল্য লইয়া যদি ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন ও যদি ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য হইবার নিয়মাধীনে ঐ হস্তান্তর করণ বা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার অনুকূলে উক্ত ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ না পরিমাণে পূর্ব্বহস্তান্তরকরণ অন্যথা করা হয়।

হস্তান্তর করণ অন্যথা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তান্তর করিবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ রামহরিকে বলিয়া দিয়া বলরাম উহা যে প্রকারে ব্যবহার করে তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মতে উহার মূল্য করিবার সম্ভাবনা হইলে যোগাযুক্তি অন্যথা করিবার ক্ষমতা রাখেন। পরে উহার ঐ প্রকার ব্যবহার হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দ উহা হরিকে তাহা দেন বলরাম উহা যে প্রকারে ব্যবহার করে তাহাতে উহার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা ছিল কি না উক্ত সর্ব্বসাধারণের একদিবসের মতাধীনে একদ্বারাবলরামের যোগাযুক্তি পত্র অন্যথাকরা উচিত,

৪৩ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিক্রমে প্রকাশ করেন যে তিনি কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে ক্ষমতাপন্ন ও মূল্য লইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া বসেন তবে যৎকালে ঐ হস্তান্তর করণ বিষয়ক চুক্তি বলবৎ থাকে তৎকালমধ্যে হস্তান্তরকর্ত্তা ঐ সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ প্রাপ্ত হইলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতার স্বেচ্ছাক্রমে ঐ হস্তান্তর করণ ঐ স্বার্থ সম্বন্ধে প্রবল হইবে।

যে ব্যক্তি পরে বক্তব্য বিষয় সম্পত্তিতে স্বার্থ প্রাপ্তহন ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া সেই ব্যক্তির হস্তান্তর করণের কথা।

উক্তরূপ স্বেচ্ছা থাকিবার সংবাদ পাইয়া মূল্য দিয়া সরল মনে যাহারা হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন এই ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহাদের স্বত্বের কোন বিঘ্ন হইবে না।

উদাহরণ।

আনন্দ নামক একজন বিধবা তাঁহার পিতা হইতে পৃথক হইয়া চন্দ্রের নিকট ক, খ, ও গ নামক তিনটি ক্ষেত্র বিক্রয় করেন। ইহার মধ্যে গ আনন্দের জন্মী মধ্যে, উহা বাটীওয়ারা হইবার সময়ে বলরাম রাখিয়া দিলেন। কিন্তু বলরামের মৃত্যু হইলে আনন্দ উত্তরাধিকারী স্বরূপ গ ক্ষেত্রটি প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্র বিক্রয়ের চুক্তি অন্যথা না করায় গ ক্ষেত্র তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত আনন্দের প্রতি আদেশ করিতে পারেন।

৪৪ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির দুই বা তদধিক সহ-স্বামিদের মধ্যে একজন যদি তদর্থে ক্ষমতাপন্ন হইয়া ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার যে অংশ বা স্বার্থ থাকে তাহা হস্তান্তর করেন তবে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে ঐ হস্তান্তর করণ বলবৎ করিবার জন্য যত দূর আবশ্যক হয়, ঐ সম্পত্তি একত্রে দখল করিবার বা সাধারণ বা আংশিকভাবে ভোগ করিবার ও তাহা বাটওয়ারা করাইবার যে স্বত্ব হস্তান্তরকর্ত্তার থাকে তাহা ঐ হস্তান্তরিত অংশ বা স্বার্থ সম্বন্ধে হস্তান্তরকরণ সময়ে যে২ নিয়ম ও দায় থাকে তদধীনে প্রাপ্ত হইবেন।

একজন সহাধিকারির হস্তান্তর করণের কথা।

কোন অবিভক্ত পরিবারের বাসগৃহের কোন অংশ যিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহণ করেন, তিনি নিজ সম্পর্কীয় লোক হইলে ঐ গৃহ যে একত্র দখল করিতে বা অন্যরূপে সাধারণ ভাবে বা আংশিক ভাবে ভোগ করিতে পারে বলে এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ ভাব হইবে না।

৪৫ ধারা। যে স্থলে মূল্য লইয়া দুই বা তদধিক ব্যক্তিকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় এবং তাঁহাদের সাধারণ তহবীল হইতে মূল্য প্রদত্ত হয়, সেই স্থলে বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে ঐ তহবীলে তাঁহাদের যাঁহার যে স্বার্থ থাকে যত দূর হইতে পারে তিনি সম্পত্তি ও সেই স্বার্থের অধিকারী হইবেন; এবং মূল্য তাঁহাদের স্বতন্ত্র তহবীল হইতে দেওয়া গেলে যে বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকে, তবে ঐ মূল্যের যিনি যে অংশ দেন তিনি ঐ সম্পত্তির সেই অংশের ও স্বার্থের অধিকারী হইবেন।

যে স্থলে মূল্য লইয়া একযোগে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

ঐ তহবীলে যাঁহার যে স্বার্থ থাকে, কিম্বা মূল্যের যে অংশ যিনি দেন, তদ্বিষয়ের প্রমাণ না থাকিলে উক্তরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে সমান স্বার্থ আছে বলিয়া অনুমান হইবে।

উদাহরণ।

একজন হিন্দু সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকগত হন। আনন্দ ও বলরাম তাঁহার পুত্র এবং চন্দ্র তাঁহার পৌত্র। চন্দ্রের পিতা দিনমণি পূর্ব্বে মৃত হইয়াছে। বাটওয়ারা হইবার পূর্ব্বে আনন্দ ও বলরাম পৃথক হয় এবং একত্র হয়। চন্দ্রের স্বার্থ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে চন্দ্রের অংশ তিন ভাগের এক ভাগ। দিনমণির স্বতন্ত্র সম্পত্তিও সেই মূল্য। কোন কারণ বশতঃ আনন্দ বলরাম ও চন্দ্রের সমস্ত তহবীল খরচ হইয়া যায়। ঐ দুইজনের অর্দ্ধেক আনন্দ ও বলরাম একসঙ্গে পাইবেন এবং চন্দ্র অপর অর্দ্ধেক স্বতন্ত্র সম্পত্তি স্বরূপ পাইবেন।

৪৬ ধারা। সম্পত্তিতে যাহাদের স্বতন্ত্র স্বার্থ থাকে মূল্য লইয়া তাঁহাদের হস্তান্তর করিবার কথা।

যাহাদের স্বতন্ত্র স্বার্থ থাকে মূল্য লইয়া তাঁহারা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবেন, যদি বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকে তবে হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে হস্তান্তর কর্ত্তাদের সমান মূল্যের স্বার্থ থাকিলে তাঁহারা মূল্যের সমান অংশ পাইবার অধিকারী, এবং সম্পত্তিতে তাঁহাদের অসমান মূল্যের স্বার্থ থাকিলে তাঁহারা আপনার স্বার্থের মূল্যের অনুযায়ী অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) কুলতাবপুর যৌথ অংশের আনন্দের আট আনা ও বলরামের ও চন্দ্রের চারি আনা করিয়া অংশ থাকে। তাহারা ঐ যৌথার দুই আনা অংশ নিবিষয়ে লালপুর যৌথার চারি আনা অংশ লইলেন। বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকাতে আনন্দ লালপুরের দুই আনা অংশ এবং বলরাম ও চন্দ্র প্রত্যেকে ঐ যৌথার এক এক আনা অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(খ) যৌথ আয়ের যা তহবিল সম্পত্তির অধিকারিণী আছে। তাহারা উক্ত বিবাদী সংসার চন্দ্র ঐ যৌথার ৲ টাকায় বিক্রয় করে। আর বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে ৲ টাকা ও তাহার উক্ত বিক্রয় স্বার্থের মূল্য ৲ টাকা বলিয়া বিবেচিত হয়। ঐ ৲ টাকা হইতে আনন্দ ৲ টাকা পাইবার এবং বলরাম ও চন্দ্র ৲ টাকা পাইবার অধিকারী।

৪৭ ধারা। হস্তান্তরকর্ত্তাদের বিশেষ কোন অংশের বা অংশগুলির উপর বন্ধক বা অন্য কোন দায় হইতে রক্ষা নির্দ্দেশ না করিয়া তাহারা সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে এক জন সহস্বামী ঐ সম্পত্তিতে কোন অংশ হস্তান্তর করিলে হস্তান্তরকর্ত্তাদের মধ্যে সমান অংশ থাকিলে হস্তান্তর কেবল ঐ সকল অংশের উপর সমানরূপে এবং অসমান অংশ থাকিলে অংশের পরিমাণ অনুসারে ফলবৎ হইবে।

উদাহরণ।

যৌথ কুলতাবপুরের আট আনা অংশের স্বামী অমল এবং চারি আনা অংশের স্বামী বলরাম ও চন্দ্র তাহাদের যৌথের অংশ হইতে হস্তান্তর করা গেল ইহা নির্দ্দেশ না করিয়া দিনমণিকে ঐ যৌথার দুই আনা অংশ হস্তান্তর করিয়া দেন। ঐ হস্তান্তর কেবল অমলের অংশের আনন্দের অংশ হইতে এক আনা এবং বলরামের ও চন্দ্রের অংশ হইতে আধ আনা করিয়া লওয়া যাইবে।

৪৮ ধারা। একত্র স্বামিত্ব সম্পত্তিতে বা তাহার উপরে কোন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব সৃষ্টি করিলে এবং ঐ সকল স্বত্ব একত্র থাকিতে না পারিলে অথবা একত্র পূর্ণ পরিমাণ অনুযায়ী কার্য্য হইতে না পারিলে উত্তর কালে সৃষ্ট প্রত্যেক স্বত্ব পূর্ব্ববর্ত্তী হস্তান্তরকর্ত্তার প্রতীতার দ্বারা কার্য্য হয় এরূপ বিশেষ চুক্তি বা নিয়ম না থাকিলে, পূর্ব্ব সৃষ্ট স্বত্বের নিয়মানুসারে হইবে।

৪৯ ধারা। যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি মূল্য লইয়া হস্তান্তর করা যায় এবং হস্তান্তর করণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বা তাহার কোন অংশের অগ্নি-জনিত ক্ষতি বা হানির নিমিত্ত কোন পক্ষকে উক্তরূপ ক্ষতি বা হানি হইলে হস্তান্তরকর্ত্তার প্রতীতা বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে হস্তান্তর কর্ত্তা ঐ নিমিত্ত ক্রয়ে বাস্তবিক যে টাকা পান তাহা বিনা ঐ টাকার যে অংশ আছে তাহা উক্ত সম্পত্তির পুনঃ সংস্থান করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

বিনা পক্ষকে হস্তান্তর ক্রমে প্রতীতার স্বত্বের কথা।

৫০ ধারা। কোন ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে সরল মনে স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করেন তাঁহাকে সরল মনে কোন খাজানা বা উপস্বত্ব লাভ বা ভোগে দিয়া থাকেন যদিও কাপরে দৃষ্ট হয় যে তাঁহার কোন টাকা বা দ্রব্যাদি দেওয়া যায় তাঁহার উক্ত খাজানা বা উপস্বত্ব পাইবার স্বত্ব ছিল না থাকি ঐ ব্যক্তির উপর ঐ খাজানা বা উপস্বত্ব দিবার দায় বর্ত্তিবে না।

দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারিকে সরলমনে খাজানা দিবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ একটি ক্ষেত্র [illegible] টাকা খাজানায় বলরামকে ইজারা দিয়া পরে [illegible] চন্দ্রকে [illegible] দেন। বলরাম হস্তান্তর করণের সংবাদ না পাইয়া সরলমনে আনন্দকে খাজানা দেন। উক্তরূপে যে খাজানা দেওয়া যায় বলরামের উপর তাহার দায় বর্ত্তিবে না।

৫১ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর ক্রমে প্রতীতা উহাতে অপরের কিছু উপস্বত্ব আছে সরলমনে এরূপ বিশ্বাস করিয়া ঐ সম্পত্তির কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিলে অথবা উৎকৃষ্টতর অধিকার বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি উহাকে উহা হইতে উচ্ছেদ করে, তবে ঐ হস্তান্তরকর্ত্তা প্রতীতা বা তাহার স্বার্থানুগত প্রতিনিধি উচ্ছেদকারী ব্যক্তিকে ঐ উৎকর্ষসাধনের মূল্য নিরূপণ করিয়া প্রতীতাকে দিবার বা তদর্থে সুনিশ্চিত করিয়া দিবার ইচ্ছা করিবে, অথবা উৎকর্ষসাধন ব্যয় মূল্য ব্যতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির বাজার দরে উক্ত সম্পত্তিতে স্বীয় স্বার্থ হস্তান্তর ক্রমে প্রতীতার নিকট বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

দোষযুক্ত স্বত্বক্রমে ভোগাধিকারিণী সরল মনে উৎকর্ষসাধন করিলে তাহার কথা।

ঐ উৎকর্ষসাধন উপলক্ষে যত টাকা প্রস্তুত বা সুরক্ষিত হয় তাহা উভয় সময়ের মূল্যানুসারে নিরূপিত হইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত অধ্যায় হস্তান্তরক্রমে প্রতীতাকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করা গেলে, যদি তিনি ঐ সম্পত্তির উপর শস্যারোপণ বা রোপণ করিয়া থাকেন ও শস্য জন্মিয়া থাকে, তবে তিনি ঐ শস্য পাইবার অধিকারী ও তাহা কাটিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় অবাধে যাতায়াত করিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। ব্রিটিশভারতের যে কোন স্থানে ও কিম্বা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অধিভুক্ত স্থানে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত, কোন অ্যাদালতে তৎকালে এরূপ বিবাদযুক্ত মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিতেছে যাহাতে স্থাবর সম্পত্তি ঘটিত কোন স্বত্ব লইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও বিশেষ রূপে বিবাদ হইতেছে তৎকালে ঐ মোকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কোন পক্ষ মোদ্দমায় ডিক্রী বা আজ্ঞা হয় তদনুযায়ী অন্য কোন পক্ষের স্বত্বের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বা তাহা লইয়া প্রকারান্তরে কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু আদালতের অনুমতিক্রমে ও আদালত যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন সেই নিয়মে ঐ রূপ করিতে পারিবেন।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে মোকদ্দমা চলিবার সময় তাহা হস্তান্তর করিবার কথা।

৫৩ ধারা। মূল্য দিয়া পূর্ব্বে বা পরে যাহারা হস্তান্তর ক্রমে প্রবীণ হয় তাঁহাদিগকে কিম্বা সহস্বামিদিগকে কিম্বা ঐ সম্পত্তিতে ক্রমে রূপ স্বার্থ বিশিষ্ট অন্য ব্যক্তি দিগকে প্রবঞ্চনা করিবার কিম্বা হস্তান্তরকর্ত্তার মহাজনদিগকে বার্থ করিবার বা বিলম্বে ফেলিবার অভিপ্রায়ে স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক হস্তান্তর করা যায় তাহা উক্তরূপ যে ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা বা ব্যর্থ করা যায় বা বিলম্বে ফেলা যায় তাহার ইচ্ছা মতে অনাথা করা যাইতে পারিবে।

প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক হস্তান্তর করণের কথা।

যে স্থলে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ক্রমে উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা বা ব্যর্থ করা বা বিলম্বে ফেলা হয় এবং বিনা মূল্যে বা নিতান্ত অল্পোপযুক্ত মূল্যে হস্তান্তর করা যায় সে স্থলে পূর্ব্বে কোন অভিপ্রায়ে হস্তান্তর করা গিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারিবে।

মূল্য দিয়া যিনি হস্তান্তর ক্রয় গ্রহীতা হন এই ধারায় কোন কথাক্রমে তাঁহার স্বত্বের বিঘ্ন হইবে না।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় বিষয়ক বিধি

৫৪ ধারা। প্রদত্ত বা অঙ্গীকৃত অথবা কিয়ৎপরিমাণে প্রদত্ত ও কিয়ৎ বিলম্বে অঙ্গীকৃত মূল্যের বিনিময়ে স্বামিত্ব হস্তান্তর করণকে "বিক্রয়" বলে।

বিক্রয় শব্দের অর্থ।

একশত টাকা ও তদধিক মূল্যের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে, কিম্বা তাহার উত্তরাধিকার কিম্বা অন্য অতীন্দ্রিয় স্বত্ব হইলে উক্তরূপ হস্তান্তরকরণ কেবল রেজিষ্টরী করা লিখিতপত্রদ্বারা হইতে পারে।

যেরূপে বিক্রয় করা যায় তাহার কথা।

একশত টাকার কম মূল্যের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি হইলে উক্ত হস্তান্তর করা বস্তুতঃ করা লিখিতপত্র দ্বারা কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা হইতে পারে।

বিক্রেতা ক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশবর্ত্তি ব্যক্তিকে সম্পত্তির দখল দিলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তির সমর্পণ ঘটে।

উভয় পক্ষের মধ্যে যে২ নিয়ম স্থিরীকৃত হয় সেই২ নিয়মে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে এইরূপ চুক্তিকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তি বলে।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তির কথা।

কেবল এতদ্দ্বারা ঐ সম্পত্তিতে বা তাহার উপর কোন স্বার্থ বা দায় বর্ত্তে না।

৫৫ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতার ও বিক্রেতার নিম্নলিখিত বিধিক, কিম্বা তন্মধ্যে যে২ বিধি বিক্রীত সম্পত্তির প্রতি খাটে সেই২ বিধির নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব প্রাপ্ত হন ও তাঁহাদের প্রতি সেই২ বিধির নির্দ্দিষ্ট দায় বর্ত্তে।

ক্রেতার ও বিক্রেতার স্বত্বের ও দায়ের কথা।

(ক) বিক্রেতার এই২ কার্য্য করিতে হইবে

(১) বিক্রেতা যে জ্ঞাত ও ক্রেতার অজ্ঞাত যে দোষ ক্রেতা সামান্য সতর্কতা দ্বারা জানিতে পারিতেন না ক্রেতার নিকটে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতার তৎসম্পত্তির সেই দোষ প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) ঐ সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বিক্রেতার নিকটে বা অধিকারে থাকে তাহা ক্রেতার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যে তদীয় প্রার্থনা ক্রমে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

(৩) ক্রেতা ঐ সম্পত্তি কিম্বা তদগত অধিকার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যে সকল প্রশ্ন করেন বিক্রেতার স্বীয় জ্ঞানানুসারে তাহার উত্তর দিতে হইবে।

(৪) মূল্যের টাকার যত দেনা থাকে ক্রেতা তাহা দিলে কি দিতে চাহিলে বিক্রেতার স্বাক্ষর করিবার জন্যে উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত লিখিতপত্র তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করা গেলে বিক্রেতার তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং ঐ সম্পত্তি যদি বন্ধকী থাকে বা তাহার অংশ হইলে তৌজীর আবশ্যক পরিবর্ত্তন নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে।

(৫) যাহার সাক্ষাৎ বিবেচনা আছে এরূপ সম্পত্তিস্বামী ঐ সম্পত্তির ও তৎসংক্রান্ত দলীলের যরূপ ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির তারিখ অবধি সম্পত্তি সমর্পণের তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রেতার ঐ সম্পত্তির ও তৎসংক্রান্ত অধিকার সূচক যে দলীল তাঁহার হস্তে থাকে তাহার সেইরূপ যত্ন লইতে হইবে।

(৬) সম্পত্তির ভাব বিবেচনায় যেরূপ দখল দেওয়া সম্ভব হয় আদেশ পাইলে ক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশবর্ত্তি ব্যক্তিকে বিক্রেতার সে রূপ দখল দিতে হইবে।

(খ) বিক্রেতার তারিখ পর্য্যন্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল খাজনা প্রাপ্ত ও খাজানা দেনা পড়ে এবং ঐ তারিখে সম্পত্তির দায় ঘটিত সুদ দেয় হয় বিক্রেতার তাহা দিতে হইবে এবং যে স্থলে সম্পত্তি দখলযুক্ত থাকিয়া বিক্রীত হওনের স্থলে তৎকালে সম্পত্তির উপর যে সকল কর থাকে তাহা হইতে বিক্রেতার ঐ সম্পত্তি মুক্ত করিতে হইবে।

(৮) এবং বিক্রেতা এইরূপ চুক্তি করিলেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে যে তিনি ক্রেতাকে যে স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দেন তাহা প্রবল আছে ও তাঁহার সেই স্বার্থ হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে।

কিন্তু ন্যাসধারিস্বরূপ কোন ব্যক্তির দ্বারা বিক্রয় হইলে সম্পত্তি যাহাতে দায়গ্রস্ত হয় কিম্বা যদ্দ্বারা বিক্রেতা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন না এমত কোন কার্য্য করেন আর ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার এমত চুক্তি হইল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৯) ক্রয়ের সমুদয় টাকা বিক্রেতাকে দেওয়া গেলে সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বিক্রেতার নিকটে বা তাঁহার অধিকারে থাকে ক্রেতাকে তৎ সমুদয়ও বিক্রেতার দিতে হইবে।

পরন্তু (১) ঐ দলীলে যে সম্পত্তির উল্লেখ আছে বিক্রেতা সেই সম্পত্তির কোন অংশ স্বীয় অধিকারে রাখিলে, তাঁহার ঐ সকল দলীল স্বহস্তে রাখিবার স্বত্ব আছে ও (২) ঐ দলীলের উল্লিখিত সমুদয় সম্পত্তি ভিন্ন২ ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা গেলে যিনি ঐ সম্পত্তির অধিক মূল্যের অংশ ক্রয় করেন তাঁহারই ঐ সকল দলীল রাখিবার স্বত্ব থাকিবে। কিন্তু ক্রেতা কিম্বা স্থলবিশেষে অন্য ক্রেতাদের মধ্যে কোন এক জন কিম্বা তাঁহার অধীন কোন দাওয়াদার যুক্তিমতে ঐ দলীল দেখিবার ও প্রয়োজনমত যথার্থ নকল পাইবার প্রার্থনা করিলে পূর্ব্বোক্ত (১) নং স্থলে বিক্রেতা ও (২) নং স্থলে অধিক মূল্যের অংশের ক্রেতা প্রার্থকের খরচে সেই দলীল দেখাইতে ও তাহার যতখানির নকল প্রার্থনা হয় তত খানির যথার্থ নকল দিতে বদ্ধ থাকিবেন। ইতিমধ্যে অগ্নি দ্বারা বা অন্য অনিবার্য্য বিপত্তির দ্বারা ঐ দলীলের হানি না হইলে ঐ বিক্রেতার বা স্থলবিশেষে ঐ সম্পত্তির অধিক মূল্যের অংশের ক্রেতার ঐ২ দলীল বাহির কি বিকৃতি না করিয়া নিরাপদে রাখিতে হইবে।

(খ) বিক্রেতার এই২ অধিকার থাকিবে,

(১) যাবৎ সম্পত্তির স্বামিত্ব ক্রেতার প্রতি না বর্ত্তে বিক্রেতা তাহার খাজানা ও উপস্বত্বের অধিকারী থাকিবেন।

(২) ক্রয়ের সমুদয় টাকা দিবার পূর্ব্বে ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে ঐ ক্রয়ের টাকার জন্যে কিম্বা তাহার যে অংশ প্রদত্ত হয় নাই তজ্জন্যে ও সেই টাকার কি সেই অংশের সুদের জন্যে ঐ সম্পত্তির উপর বিক্রেতার দাওয়া থাকিবে।

(গ) ক্রেতার এই২ কার্য্য করিতে হইবে,

(১) ক্রেতার জ্ঞাত বিক্রেতার স্বার্থের প্রকৃতি ও পরিমাণ সূচক যে বৃত্তান্ত ক্রেতা বিক্রেতার অজ্ঞাত বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন ও যদ্দ্বারা উক্ত স্বার্থের মূল্য হ্রাস হয় বিক্রেতার নিকট স্থাবর সম্পত্তি ক্রেতার সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) হস্তান্তর কার্য্য সমাপ্ত করিবার সময়ে ও স্থানে ক্রেতার বিক্রেতাকে বা তাঁহার আদেশমত ব্যক্তিকে ক্রয়ের টাকা দিতে বা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে, কিন্তু দায়যুক্ত করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইলে হস্তান্তর করণের তারিখে ঐ সম্পত্তির উপর যে সকল দায় থাকে, তাহার টাকা ক্রেতা ক্রয়ের টাকা হইতে রাখিতে পারিবেন এবং ঐ রূপেযে টাকা বাকি হয় তাহা পাইবার অধিকার যাঁহাদের থাকে তাঁহাদিগকে দিবেন।

(৩) ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে, উক্ত সম্পত্তির নাশ, হানি বা মূল্যহ্রাস নিবন্ধন যে ক্ষতি হয় তাহা বিক্রেতার কৃত না হইলে ক্রেতার বহন করিতে হইবে।

(৪) ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ হয় তাহাতে ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে যে রাজকীয় দাওয়া বা খাজানা দেনা হয় তাহা, এবং যে সকল দায় যুক্ত হইয়া সম্পত্তি বিক্রীত হয় তৎসমুদয়ের আসল টাকা ও পরে ঐ টাকার যে সুদ পাওনা হয় তাহা ক্রেতার দিতে হইবে।

(ঘ) ক্রেতার এই২ অধিকার হইবে।

১। ক্রেতার প্রতি সম্পত্তির স্বামিত্ব বর্ত্তিলে, ক্রেতা উক্ত সম্পত্তির উন্নতি সাধনের বা মূল্য বৃদ্ধির লাভ ও তদুৎপন্ন খাজানা ও উপস্বত্ব পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) ক্রেতা সম্পত্তি সমর্পণ গ্রাহ্য করিতে অনুচিত মতে অস্বীকার করিয়া না থাকিলে ঐ সমর্পণের অপেক্ষায় উপযুক্ত মতে ক্রয়ের যে টাকা দেন তজ্জন্য ও সেই টাকার উপর সুদের জন্য, ঐ সম্পত্তিতে বিক্রেতার যতদূর স্বার্থ থাকে ততদূর বিক্রেতার ও টাকা দিবার মোকদ্দমা প্রাপ্ত তদধীন দাওয়াদারদের বিপক্ষে ঐ সম্পত্তির উপর ক্রেতার দাওয়া থাকিবে এবং ক্রেতা ঐ সমর্পণ গ্রাহ্য করিতে উচিতমতে অস্বীকার করিলে তিনি বারম্বার টাকা দিয়া থাকিলে তজ্জন্য চুক্তির নির্দ্দিষ্টমতে কার্য্যসাধন করাইবার নিমিত্ত কিম্বা তাহা ব্যর্থ করিবার ডিক্রী পাইবার নিমিত্ত নালিশ উপস্থিত করাগিয়া বা বলে মোকদ্দমা খরচার জন্য ঐ সম্পত্তির উপর ক্রেতার দাওয়া থাকিবে।

এই ধারার (ক) প্রকরণের (১) দফায় এবং (গ) প্রকরণের (১) দফায় যে২ কথা প্রকাশ করিবার উল্লেখ আছে সেই২ কথা প্রকাশ করিবার ত্রুটি প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া গণ্য হইবে।

দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় থাকিলে এক সম্পত্তি বিক্রয়ের কথা।

৪৬ ধারা। দুই সম্পত্তির উপর একই সাধারণ দায় বর্ত্তিল যদি তন্মধ্যে একটি সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় তবে তারোলবের চুক্তি না থাকিলে সেই দায়ের শোধ অন্য সম্পত্তি হইতে যত দূর হইতে পারে তত দূর যেন হয়, বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার এমত স্বত্ব থাকিবে।

---

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক ও দায় বিষয়ক বিধি।

বন্ধক বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতা এবং শব্দের অর্থের কথা।

৫৭ ধারা। (ক) যে টাকা ঋণ স্বরূপ অগ্রিম দেওয়া যায় বা দেওয়া যাইবে তাহার কিম্বা বর্ত্তমান কি ভাবি ঋণের শোধ কি অঙ্গীকারের পালন সুনিশ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ স্থাবর সম্পত্তিগত কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে সেই হস্তান্তরকার্য্যকে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক বলা যায়।

হস্তান্তরকারী ব্যক্তিকে বন্ধকদাতা, ও যাহার প্রতি হস্তান্তর করা যায় তাঁহাকে বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়। যে আসল টাকার ও সুদের শোধ তৎকালে সুনিশ্চিত করা যায় তাহা বন্ধকী ঋণ, যে স্বার্থ হস্তান্তর করা যায় তাহা বন্ধকী সম্পত্তি ও নিবন্ধপত্র থাকিলে যে নিবন্ধপত্রদ্বারা সেই হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করা যায় তাহা বন্ধকীপত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

সামান্য বন্ধকের কথা।

(খ) যে স্থলে বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি সমর্পণ না করিয়া বন্ধকী ঋণ শোধ করিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন ও স্পষ্টত বা ভাবত এইরূপ অঙ্গীকার করেন যে যাবদ্দিন চুক্তি মতে ঋণ শোধ করিতে না পারেন, তাবৎ বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা যত দূর আবশ্যক হয়, বিক্রয়োৎপন্ন টাকা বন্ধকী ঋণ শোধ নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে সাধারণ বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে সামান্য বন্ধকগ্রহীতা বলা যায়।

কট করাণার বন্ধকের কথা।

(গ) যে স্থলে বন্ধকগ্রহীতা নিম্নলিখিত কোন নিয়মে বন্ধকী সম্পত্তি প্রকাশ্য বিক্রয় করেন, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করা না গেলে ঐ বিক্রয় চূড়ান্ত হইবে কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ঐ বিক্রয় ব্যর্থ হইবে কিম্বা ঐ রূপে ঋণ শোধ করা গেলে ক্রেতা বিক্রেতাকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিবেন, সেই স্থলে এই ব্যাপারটিকে কট করাণার বন্ধক ও বন্ধক গ্রহীতাকে কট করাণার বন্ধক গ্রহীতা বলা যায়।

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক বিষয়ক কথা।

(ঘ) বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে বন্ধকী ঋণ শোধ না করা পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি নীয় অধিকারে রাখিয়া ঐ সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব লইতে ও বন্ধকী ঋণের সুদের পরিবর্ত্তে বা ঐ ঋণ শোধার্থে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব প্রয়োগ করিতে অনুমতি দিলে সেই ব্যাপারটিকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক ও বন্ধকগ্রহীতাকে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধকগ্রহীতা বলা যায়।

ইংলণ্ডীয় বন্ধকের কথা।

(ঙ) যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতা নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিবার অঙ্গীকার আপনাকে বদ্ধ করিয়া বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তি একেবারে হস্তান্তর করিয়া দেন, কিন্তু এইরূপ নিয়ম থাকে যে অঙ্গীকার মতে নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী ঋণ শোধ করিলে বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন, সেই স্থলে যে ব্যাপার হয় তাহা ইংলণ্ডীয় বন্ধক নামে বলা যায়।

নিবন্ধপত্র ক্রমে বন্ধক হইবার কথা।

৫৮ ধারা। যে আসল টাকা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহা এক শত টাকার অধিক না হইলে বন্ধক দাতার ও অন্যূন দুই জন সাক্ষির স্বাক্ষরিত রেজেষ্টরী করা নিবন্ধপত্র না থাকিলে বন্ধক হইতে পারিবে না।

যে আসল টাকা সুনিশ্চিত করা যায়, তাহা এক শত টাকার অধিক হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে স্বাক্ষরিত নিবন্ধপত্র দ্বারা বা সম্পত্তি সমর্পণ দ্বারা বন্ধকদান কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিবে।

স্বীয় সম্পত্তির প্রতিভূ সৃষ্টি করিবার অধিকারে তাহার অধিকার সংক্রান্ত দলীল মহাশয়কে বা তাঁহার কর্ম্মকারককে দিয়া কলিকাতা মাদ্রাজ বোম্বাই রঙ্গুন নগরে যে বন্ধক সম্পন্ন হয়, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহা যে অসিদ্ধ হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

বন্ধকদাতার স্বত্ব ও ন্যায় বিষয়ক কথা।

বন্ধকদাতার সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বের কথা।

৫৯ ধারা। আসল টাকা যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময়ের পর বন্ধকদাতা কিম্বা এক দিক বন্ধকদাতা থাকিলে তদ্ব্যতীত কেহ উপযুক্ত সময়ে ও স্থলে বন্ধকী ঋণ শোধ করিয়া না করিতে প্রস্তাব করিয়া বন্ধক গ্রহীতার প্রতি আপনার হস্তে (ক) নিবন্ধপত্র অর্পণ করিবার ও (খ) বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি থাকিলে ঐ সম্পত্তির অধিকার বন্ধকদাতাকে অর্পণ করিবার এবং বন্ধকদাতার খরচে তাঁহাকে বা তাঁহার আদেশ মত ব্যক্তিকে বন্ধকী সম্পত্তি পুনঃ হস্তান্তর করিয়া দিবার কিম্বা নীয় অধিকারের কি অন্য স্বার্থের কারিক যে স্বত্ব বন্ধকগ্রহীতাকে দেওয়া যায় তাহা লুপ্ত করিতে ও মর্ম্মের স্বীকারপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিবার ও রেজিষ্টরী করা নিবন্ধপত্র ক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকিলে ঐ স্বীকারপত্র রেজিষ্টরী করিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে এই ধারামতে যে স্বত্ব প্রদত্ত হয় তাহা পক্ষদ্বয় কার্য্যক্রমে বা আদালতের আজ্ঞাক্রমে বিলুপ্ত হয় নাই।

এই প্রকরণে, যাহা প্রদত্ত হইল, তাহা উদ্ধার করিবার স্বত্ব ক্রমে অধিকার হয় এবং এই স্বত্ব প্রবল করিবার মোকদ্দমাকে উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা বলে।

বন্ধকীসম্পত্তির ফিরন্ত দান উদ্ধার করিবার কথা।

যদি আসল টাকা শোধ করিবার অবধারিত সময় অতীত হইয়া দেওয়া হয় কিম্বা উক্তরূপ কোন সময় অবধারিত না থাকে তবে ঐ টাকা দিবার দিনে চাহিবার পূর্ব্বে বন্ধকগ্রহীতা যুক্তিমত নোটিস পাইবার অধিকারী হইবেন এই মর্ম্মের কোন বিধান না থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহা অসিদ্ধ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

কোন বন্ধক গ্রহীতা কিম্বা একাধিক বন্ধকগ্রহীতা থাকিলে তাঁহারা সকলের সম্পত্তির এক অংশে কোন বন্ধকদাতার যে স্বার্থ আছে তাহা যে স্থলে অল্প অল্প এবং স্থলভির বন্ধকী সম্পত্তির এবং না যায় যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তিনি বন্ধক ক্রমে যত টাকা দেন বা তাহার অংশের টাকা দিয়া যে আপনার সেই অংশ পরাত্র উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

৬০ ধারা। দুই কি তদধিক সম্পত্তির স্বামী যদি স্বতন্ত্র নিবন্ধপত্র করিয়া ঐ২ সম্পত্তির উপর স্বতন্ত্র বন্ধকের দায় বর্ত্তান, কবে বিপরীত ভাবের চুক্তি না থাকিলে এক মাত্র বন্ধক গ্রহীতার সম্পর্কে বন্ধক রাখা গেলেও ঐ প্রত্যেক বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া স্বতন্ত্র কার্য্য হইতে পারিবে।

দুই সম্পত্তি স্বতন্ত্র বন্ধক রাখা গেলে তাহা মধ্যে এক সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্বের কথা।

উদাহরণ।

দয়াপুর ও যোগপুর মৌজার স্বামী আনন্দ বসরামের স্থানে ১০০ টাকা লইয়া তাহার নিকট দয়াপুর মৌজা বন্ধক রাখেন, পরে আর ১০০ টাকা লইয়া যোগপুর মৌজাও বন্ধক রাখেন কিন্তু দয়াপুরের উপর দাবী রাখাইয়া দিবার কোন নিয়ম করেন না। আনন্দ বন্ধকদাতাকে কেবল দয়াপুর উদ্ধার করিবার স্বত্ব যোগপুরের উপস্থিত করিতে পারিবেন।

৬১ ধারা। উপস্বত্ব ভোগসহিত বন্ধক হইলে।

উপস্বত্ব ভোগসহিত বন্ধক হইলে বন্ধকদাতার অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কথা।

(ক) যে স্থলে সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে বন্ধকী ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার ক্ষমতা বন্ধক গ্রহীতাকে দেওয়া গিয়াছে সেই স্থলে ঐ ঋণ পরিশোধ করা গেলে ও।

(খ) যে স্থলে বন্ধক গ্রহীতাকে উক্ত খাজানা ও উপস্বত্ব হইতে কেবল বন্ধকী ঋণ সুদ লইবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই স্থলে বন্ধকী ঋণ শোধ করিবার কোন মিয়াদ থাকিলে সেই মিয়াদ গত হইলে ও বন্ধক দাতা বন্ধকের টাকা বন্ধক গ্রহীতাকে দিলে কি দিতে চাহিলে কিম্বা পশ্চাল্লিখিতমতে আদালতে আমানত করিলে

বন্ধকদাতা সম্পত্তির অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

৬২ ধারা। বন্ধক থাকিবার সময় যদি বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধকদাতা সম্পত্তি উদ্ধার করিলে উক্ত বৃদ্ধি তাহার পাইবারও অধিকারী হইবেন।

বন্ধকী সম্পত্তি বৃদ্ধি হইবার কথা।

বন্ধক গ্রহীতার খরচে যদি ঐ বৃদ্ধিতাংশ সৃষ্ট হয় এবং মূল সম্পত্তির কোনরূপ হানি না হয় ঐ বৃদ্ধিতাংশের স্বতন্ত্র অধিকার বা ভোগ হইতে পারে তবে বন্ধকদাতা ঐ বৃদ্ধিতাংশ লইতে চাহিলে তাহা লাভ করিতে যে খরচ হয় সেই খরচ দিবেন। উক্তরূপ স্বতন্ত্র অধিকার বা ভোগ সম্ভব না হইলে ঐ বৃদ্ধিতাংশ উক্ত সম্পত্তির সহিত সমর্পণ করিতে হইবে কিন্তু বন্ধকদাতার সম্মতিক্রমে ঐ অংশ গৃহীত হইয়া থাকিলে বন্ধকদাতা তাহার ন্যায্য খরচ দিতে দায়ী হইবেন। ঐ খরচ আসল টাকার উপর চলিয়া যাইবে ও তাহার সুদ সেই রূপ হারে দিতে হইবে।

বন্ধকদাতার অধিকারে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার কথা।

শেষোক্ত স্থলে যদি বৃদ্ধিতাংশ হইতে কোন উপস্বত্ব জন্মে তাহা বন্ধকদাতার নাম জমা করা যাইবে।

উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক হইলে ও বন্ধকগ্রহীতার খরচে বৃদ্ধিতাংশ সৃষ্ট হইয়া থাকিলে যদি ভাবান্তরের চুক্তি না থাকে, তবে বৃদ্ধিতাংশ হইতে কোন উপস্বত্ব আসিলে তাহা যে টাকা খরচ হয় তাহার সুদ দিতে হইলে সেই সুদের হিসাবে কাটান দিতে হইবে।

উদাহরণ।

আনন্দ এক ক্ষেত্র বসরামের কাছে বন্ধক রাখিলেন তদুপরি বৃক্ষ সহবাসের সম্পত্তি। উক্ত ক্ষেত্র বসরাম অধিকার করিলেন ও তথাকীয় কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ করিলেন। আনন্দ ক্ষেত্র উদ্ধার করিলেন। তিনি খরচ দিলে বৃক্ষগুলি পাইবার অধিকারী।

৬৩ ধারা। কএক বৎসরের মিয়াদী পাট্টা লইয়া বন্ধকী সম্পত্তি হইলে, বন্ধকগ্রহীতা যদি পাট্টা নূতন করিয়া লন তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে নূতন পাট্টা দ্বারা যে উপকার জন্মে বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিলে সেই উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

বন্ধকী পাট্টা নূতন করিয়া লইবার কথা।

৬৪ ধারা। ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার সহিত এই চুক্তি করিয়াছেন এমত জ্ঞান করা যাইবে।

বন্ধক দাতার গোপন চুক্তির কথা।

(ক) বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে যে স্বার্থ হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা প্রবল আছে ও বন্ধকদাতা তাহা অর্পণ করিতে সক্ষম।

(খ) বন্ধকদাতা উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সমর্থন করিবেন কিম্বা বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি থাকিলে ঐ স্বত্ব সমর্থন করণার্থে বন্ধকগ্রহীতাকে সক্ষম করিবেন।

(গ) বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে বন্ধকী সম্পত্তি না থাকিলে, বন্ধকদাতা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল রাজকীয় প্রাপ্য দেনা হয় তাহা দিবেন।

(ঘ) বন্ধকী সম্পত্তি এক বৎসরের মিয়াদী পাট্টাই ভূমি হইলে বন্ধকীপত্র সম্পাদনের সময় সর্ব্বত্র ঐ পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া গিয়াছে ও তদুল্লিখিত নিয়ম পালন হইয়াছে ও পাট্টাদার যে সকল চুক্তি ক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করা গিয়াছে, এবং প্রতিভূ যত দিন প্রবল থাকে ও বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে না থাকে বন্ধকদাতা তত দিন ঐ পাট্টার কিম্বা নূতন পাট্টা লওয়া গেলে নূতন পাট্টার নির্দ্ধারিত খাজনা দিবেন, ও তদুল্লিখিত নিয়ম পালন করিবেন, ও পাট্টাদার যে সকল চুক্তি ক্রমে বদ্ধ আছেন তাহা পালন করিবেন এবং উক্ত খাজানা না দেওয়াতে ও উক্ত নিয়ম পালন না হওয়াতে ও চুক্তি মত কার্য্য না হওয়াতে যে সকল ক্ষতি ঘটে তৎপক্ষে বন্ধক গ্রহীতাকে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

(ঙ) সম্পত্তির উপর যে বন্ধকীদায় বর্ত্তান থাকে, তাহা স্থিত হয় বা তৎপরবর্ত্তী দায় হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক দায় ঘটিত মূল সময়ের যে রূপে যখন দেনা পড়ে তাহা দিবেন এবং যথা কালে উক্তরূপ প্রত্যেক দায় ঘটিত আসল টাকা শোধ করিবেন

(গ) বা (ঘ) প্রকরণের কথা যতদূর ভবিষ্যৎ কালের খাজানা শোধের সহিত সম্পর্ক রাখে উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধকের প্রতি বর্ত্তে না।

৬৫ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধক দাতার অধিকারে থাকিলে তিনি যদি সম্পত্তির অবস্থা মন্দ হইতে দেন, তজ্জন্য তিনি বন্ধক গ্রহীতার নিকটে দায়ী নহেন, কিন্তু তিনি এমন কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না যদ্দ্বারা সম্পত্তির বিনাশ সাধন বা স্থায়ী

বন্ধকদাতার অধিকারে থাকিবার সময়ে অপচয়ের কথা।

অপকার ঘটে, বিশেষতঃ যদি প্রতিভূ বলিয়া ঐ সম্পত্তি অপ্রচুর হয় অথবা উক্ত কার্য্যদ্বারা অপ্রচুর হইয়া উঠে।

ব্যাখ্যা।—বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বন্ধক বাবৎ পাওনা টাকা অপেক্ষা তৃতীয়াংশ পরিমাণে অধিক না হইলে, কিম্বা গৃহাদি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পরিমাণে অধিক না হইলে, ঐ প্রতিভূ এই ধারার অর্থ অনুসারে অপ্রচুর হয়।

বন্ধক গ্রহীতার স্বত্বের ও দায়ের কথা।

৬৬ ধারা। অন্যান্যরূপের চুক্তি না থাকিলে, বন্ধকী ঋণ দেনা পড়িলে পর ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের তিথী হইবার পূর্ব্বে পরিচ্ছিন্নিতমতে বন্ধকী ঋণ শোধ হইবার বা আদালত করিবার পূর্ব্বে বন্ধক গ্রহীতা আদালত হইতে বন্ধকদাতা সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব একেবারে হারান কিম্বা সম্পত্তি বিক্রয় করা যায়, এরূপ আজ্ঞা লইতে পারিবেন।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত বা বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের কথা।

বন্ধকদাতা বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব একেবারে হারান এরূপ আজ্ঞা পাইবার মোকদ্দমাকে সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা বলে।

পরন্তু (ক) সামান্য বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা কিম্বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক গ্রহীতা উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার কি সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মোকদ্দমা কিম্বা কটকবালার বন্ধকগ্রহীতা সম্পত্তি বিক্রয়ের মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) যে বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার ন্যায়সঙ্গত ও আইনমত স্বত্বাধিকারী বলিয়া তাহার স্বত্ব ভোগ করেন ও সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন তিনি সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন কিম্বা

(গ) রেলওয়ে খাল প্রভৃতি যে বিষয়ের অবস্থিতিতে সাধারণের স্বার্থ থাকে সেই বিষয়ের বন্ধক গ্রহীতা ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার কি সম্পত্তি বিক্রয় করিবার মোকদ্দমা যে উপস্থিত করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঘ) বন্ধকী ঋণের অংশমাত্রে যে ব্যক্তির স্বার্থ থাকে তিনি বন্ধকী সম্পত্তির তত্তুল্য অংশমাত্র বিষয়ে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন, এই ধারার কোন কথাকে এমন জ্ঞান হইবে না। কিন্তু শেষোক্ত স্থলে বন্ধকদাতার সম্মতিক্রমে বন্ধক গ্রহীতার বন্ধক পত্র মত অংশের স্বার্থ স্বতন্ত্র করিয়া থাকিলে, এই নিয়ম খাটিবে না।

বন্ধকী ঋণের নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের কথা।

৬৭ ধারা। কেবল পশ্চাল্লিখিত স্থলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতার নামে বন্ধকী ঋণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন

(ক) বন্ধকদাতা ঐ ঋণ শোধ করিতে আপনাকে বদ্ধ রাখিলে,

(খ) বন্ধকদাতার অবৈধ কার্য্য কি ত্রুটি ব্যতীত বন্ধক গ্রহীতা সম্পূর্ণরূপ বা কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিভূশূন্য হইলে, কিম্বা

(গ) বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ব বাধ হইলেও বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার প্রতি সম্পত্তির অধিকার না দিলে, কিম্বা বন্ধক দাতার কি অন্য ব্যক্তির নিকট কষ্ট না পাইয়া তাঁহার সেই অধিকারে ভোগের বিঘ্ন না করিলে। যদি বন্ধকদাতার বা বন্ধক গ্রহীতার অবৈধ কার্য্য বা ত্রুটি ভিন্ন অন্য কোন কারণে বন্ধকী সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপ বা কিয়ৎ পরিমাণে বিনষ্ট হয় কিম্বা ৬৫ ধারার লক্ষণমত প্রতিভূ অপ্রচুর হয় তবে বন্ধক গ্রহীতা যুক্তমত সময় মধ্যে স্বীয় ঋণের জন্য প্রচুর প্রতিভূ দিতে এই বলিয়া বন্ধকদাতার প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন এবং বন্ধকদাতা তাহা না দিলে, বন্ধকী ঋণের দায় তাঁহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

বিক্রয় করিবার ক্ষমতা অসিদ্ধ হইবার কথা।

৬৮ ধারা। (ক) আদৌ যে আসল টাকার প্রতিভূ গ্রহীত হয় তাহা ৫০৲ টাকা বা তদধিক না হইলে, কিম্বা

(খ) ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটারী সাহেব বন্ধক গ্রহীত না হইলে কিম্বা

(গ) বন্ধকী সম্পত্তি কলিকাতা কি মান্দ্রাজ কি বম্বাই কি করাচী কি রেঙ্গুন নগরের অন্তর্গত না থাকিলে,

বন্ধকীপত্রক্রমে বন্ধক গ্রহীতার কি তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির প্রতি বন্ধকী সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় করিবার কি বিক্রয় করিতে অনুমতি দিবার ক্ষমতা প্রদান করা গেলে, তাহা অসিদ্ধ।

৮৬৬ সালের ৫৮ আইনের ৬৬ ধারা এই ধারার সঙ্গে যতদূর অসঙ্গত হয় ততদূর রহিত করা গেল।

বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি বিষয়ক কথা।

৬৯ ধারা। বন্ধক দিবার তারিখের পর যদি বন্ধকী সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় তবে ভাবান্তরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধক গ্রহীতা আসল টাকার প্রতিভূ স্বরূপে ঐ বর্দ্ধিত অংশও পাইবার অধিকারী হইবেন।

উদাহরণ।

(ক) আসল বলবানের নিকট নদীর ধারের একক্ষেত্র বন্ধক রাখেন। চরা পড়িয়া ঐ ক্ষেত্রের বৃদ্ধি হয় আসল টাকার প্রতিভূস্বরূপ ঐ চরাও উসুল বলবানের অধিকারে থাকিবে।

(খ) আসল বলবানের নিকট বাটীনির্ম্মাণের উপযুক্ত এক খণ্ড ভূমি বন্ধক রাখা সেই ভূমিখণ্ডে গৃহ নির্ম্মাণ করেন। আসল টাকার প্রতিভূস্বরূপ যেমন ঐ ভূমিখণ্ডের উপর তেমনি ঐ গৃহের উপর বলবানের অধিকার আছে।

বন্ধকী পাট্টাই সম্পত্তি নূতন করিয়া লইবার কথা।

৭০ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি কএক বৎসরের নিয়মী পাট্টাই সম্পত্তি হইলে, ও বন্ধকদাতা পাট্টা নূতন করিয়া লইলে যদি ভাবান্তরের চুক্তি না থাকে, তবে বন্ধকগ্রহীতা প্রতিভূস্বরূপে নূতন পাট্টাগত স্বত্বের অধিকারী হইবেন।

সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার ভোগে থাকিলে উচিত কথা।

৭১ ধারা। বন্ধক থাকিবার সময়ে যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকীসম্পত্তি অধিকার করিয়া লন, তবে নিম্ন লিখিত কার্য্য করিবেন অর্থাৎ

(ক) সম্পত্তির উপযুক্তমতে কার্য্যোপযোগিতা করণের ও খাজানা ও উপস্বত্ব আদায়ের জন্যে, ও

(খ) সম্পত্তির বিনাশ কি ক্ষতি কি বিক্রয় না হইলে তাহা রক্ষা করণের জন্যে, ও

(গ) বন্ধক দাতার সম্পত্তিগত অধিকারের পোষকতার জন্য ও

(ঘ) বন্ধক দাতার বিপক্ষে আপনার স্বত্ব প্রবল করণের জন্যে ও

(ঙ) বন্ধকী সম্পত্তি পাট্টা ক্রমে ভোগ হইয়া পাট্টা নূতন করিয়া লওয়া যাইতে পারিলে ঐ পাট্টা নূতন করিয়া লইবার জন্যে যত টাকা খরচ করা আবশ্যক তত খরচ করিয়া তাবাবরের চুক্তি না থাকিলে বন্ধক খরচ সুদ যে হারে চলে সেই হারে সুদ ধরিয়া সেই খরচের সঙ্গে ঐ খরচ করা টাকা সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন এবং তদ্রূপ কোন হারে যদি না থাকে বৎসর শতকরা নয় টাকার হিসাবে ঐ টাকার উপর সুদ চলিবে।

সম্পত্তির ভাব বিবেচনার বলে চলিত হারানুসারে তাহার বিক্রয় লওয়া যাইতে পারে তাবাবরের চুক্তি না থাকিলে তিনি ঐ সম্পত্তি ক তাহার কোন অংশ অগ্নিজন্য হানি কি ক্ষতিহইতে রক্ষা পাইবার বিমা পত্র লইয়া তাহা প্রবল রাখিতে পারিবেন ও তজ্জন্য যে প্রিমিয়ম (অর্থাৎ টাকা) দিয়া থাকেন তাহার উপর বন্ধকী ঋণের তুল্য হারে সুদ ধরিয়া উক্ত ঋণের সঙ্গে ঐ টাকাও সংযোগ করিবেন।

৭২ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তির বাকী রাজস্ব কিম্বা জাল দিতে ত্রুটি হওয়াতে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বিক্রয় হইতে টাকা পাওয়া যাইতে উক্ত বাকী রাজস্ব ক খাজানা দেওয়া গেলে পর উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহার উপর বন্ধকদাতার পাওনা যাহা বন্ধকগ্রহীতার দাবী থাকে। কিন্তু উক্ত ত্রুটি প্রযুক্ত বিক্রয় হইলে এই নিয়ম খাটিবে না।

রাজস্বের নিমিত্ত বিক্রয় হইলে উপর দাবীর কথা।

৭৩ ধারা। অব্যবহিত পরবর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতার পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার ঋণ শোধ করিবার স্বত্বের কথা।

দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী অন্য বন্ধকগ্রহীতা তৎপূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার ঐ বন্ধক হেতুক প্রাপ্য টাকা কি কিছু উপস্থিত করিতে পারিবে।

ঐ বন্ধক গ্রহীতা সেই উপস্থিত টাকা গ্রহণ করিতে ও আপনার প্রাপ্য ঐ টাকার রসীদ [illegible] ও দলীল [illegible] করিতে [illegible] যে আইন বলবৎ থাকে তদনুসারে নিবন্ধ গ্রহীতা দ্বারা দিলেন তিনি যে ব্যক্তিকে ঐ টাকা দিলেন ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে বন্ধকগ্রহীতাস্বরূপ তাঁহার সকল স্বত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

৭৪ ধারা। দ্বিতীয় বা তৎপরবর্ত্তী কোন বন্ধক গ্রহীতা সম্পত্তির উদ্ধার উদ্ধারের দাবী করেন বা বিক্রয় সম্বন্ধে আপনার পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার ও বা গ্রহীতা দের বিরুদ্ধে স্বীয় বন্ধক দাতার স্বত্ব পাইবেন ও আপনার পশ্চাৎ বন্ধক গ্রহীতা থাকিলে আপনার বন্ধক দাতার বিরুদ্ধে তাহার যেরূপ স্বত্ব থাকে তাহাদের বিরুদ্ধেও সেইরূপ স্বত্ব পাইবেন।

মধ্যবর্ত্তী বন্ধকগ্রহীতার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বন্ধক গ্রহীতার বিরুদ্ধ স্বত্বের কথা।

৭৫ ধারা। বন্ধক থাকিবার সময় যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকীসম্পত্তি অধিকার করিয়া লন তবে তাঁহার এই২ কার্য্য করিতে হইবে।—

সম্পত্তি বন্ধকগ্রহীতার ভোগ থাকিলে তাঁহার দায়ের কথা।

(ক) সাধারণ কার্য্যচিন্তক ব্যক্তি যেরূপে নিজ সম্পত্তির জন্য ক্ষতা করেন তিনি সেই প্রকারে ঐ সম্পত্তির কর্ম্মাধ্যক্ষতা করিবেন।

(খ) ঐ সম্পত্তির খাজানা ও তাহাহইতে অন্য যে উপস্বত্ব উৎপন্ন হয় তাহা আদায় করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা করিবেন।

(গ) তাবাবরের চুক্তি না থাকিলে তিনি যত দিন ঐ সম্পত্তি ভোগ করেন তত দিন সেই সম্পত্তির আয়হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও তৎসম্পর্কে রাজকীয় আর পর জন্য যে সকল টাকা দেয় হয় তাহা এবং যে বাকী খাজানা দিতে ত্রুটি হইলে ঐ সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইতে পারে তাহা দিবেন।

(ঘ) তাবাবরের চুক্তি না থাকিলে সম্পত্তির খাজানা ও উপস্বত্বহইতে (গ) প্রকরণের উল্লিখিত দেয় টাকা ও আসল টাকা। সুদ দিয়া উক্ত খাজানা ও উপস্বত্বের যে টাকা বাঁচে তাহা হইতে যদি পারা যায় ঐ সম্পত্তির আবশ্যক সংস্কার করিবেন।

(ঙ) তিনি এমন কোন কার্য্য করিতে না যাহাতে সম্পত্তির বিনাশসাধন বা হানি হইতে পারে।

(চ) তিনি সমুদয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ অগ্নিজন্য হানি কি ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বিমাপত্র লইয়া থাকিলে ও তদ্রূপ হানি কি ক্ষতি হইলে সেই বিমাপত্রক্রমে যে টাকা পান তাহা কিম্বা তন্মধ্যে যত টাকা আবশ্যক তত লইয়া সম্পত্তির পুনঃ সংস্কার করিয়া হিসাব জানাইয়া দিবেন।

(ছ) বন্ধকগ্রহীতা সেই পরিপালনের জন্য যত টাকা পান ও খরচ করেন তাহার স্পষ্ট ও পূর্ণ ও ঠিক হিসাব রাখিবেন ও বন্ধক থাকিবার কোন সময়ে বন্ধকদাতা চাহিলে তাঁহাকে [illegible] ও তাহা [illegible] (এমা। [illegible]) দ্বারা প্রতিপোষিত হয় তাহার যথার্থ নকল দিবেন।

(জ) বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যত টাকা পান কিম্বা অন্য উক্ত সম্পত্তি দখল করিলে যত দখল করিবার উপযুক্ত খাজানা হয় তাহা হইতে (গ), ও (ঘ) (ঙ) প্রকরণের খাজানা খরচ ও ঐ খরচের সুদ বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তাঁহার নামে খরচ লেখা যাইবে ও বন্ধকক্রমে তাঁহার বন্ধকী টাকার উপর সুদ পাওনা থাকিলে সমুদয় যত পাওনা হয় তাহার লঘুকরণ ও সেই সুদের অতিরিক্ত গত থাকে তাহা বন্ধকী ঋণের এক অংশের লঘুকরণ বা শোধ বলিয়া গণ্য করিবেন যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা বন্ধকদাতাকে দিতে হইবে।

(ঝ) ঋণের কারণ যে পরিমাণে যত টাকা পাওনা থাকে তাহা বন্ধকদাতা দিতে চাহিলে কিম্বা পশ্চাদ্বর্ত্তি বিধানক্রমে আদালত করিলে এই ধারার জন্য প্রকরণে বিপরীত বিধান স্বত্বেও দিতে চাহিবার তারিখ অবধি, কিম্বা স্থলবিশেষে অতি পূর্ব্বে যে সময়ে তিনি আদালত হইতে উক্ত টাকা লইতে পারিতেন সেই সময় অবধি বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যত টাকা পান তাহার হিসাব বন্ধকগ্রহীতাকে দিতে হইবে।

বন্ধকগ্রহীতার ত্রুটি প্রযুক্ত ক্ষতি হইবার কথা।

এই ধারাঅনুসারে বন্ধকগ্রহীতার যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তিনি তন্মধ্যে কোন ত্রুটি পালন করিতে ত্রুটি করিলে উক্ত ত্রুটি প্রযুক্ত যদি কোন ক্ষতি হয়, এই অধ্যায় ক্রমে ডিক্রী অনুসারে হিসাব লইবার সময়ে উক্ত ক্ষতি তাঁহার উপর পড়িবে।

৭৯ ধারা। বন্ধকীসম্পত্তি যত দিন বন্ধক গ্রহীতার অধিকারে থাকে, ততদিন বন্ধকী সম্পত্তি হইতে তাঁহার যত আয় হয় তিনি আসল টাকার সুদের পরিবর্ত্তে কিম্বা উক্ত সুদের ও আসল টাকার নির্দ্দিষ্ট অংশের পরিবর্ত্তে যেমন সেই আয় গ্রহণ করুন বন্ধক গ্রহীতার ও বন্ধকদাতার মধ্যে এই মর্ম্মের চুক্তি থাকিলে, ৭৮ ধারার (খ) ও (ঘ) ও (ছ) ও (জ) প্রকরণের কোন কথা সেই স্থলে খাটিবে না।

সুদের পরিবর্ত্তে লাভ উঠাবার কথা।

অগ্রগণ্যতার কথা।

৭৭ ধারা। পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতার প্রতিবন্ধকতা বা অন্য কোন কারণ বা ব্যক্তির তাচ্ছল্য হেতুক অন্য ব্যক্তি সেই বন্ধকী সম্পত্তি লইয়া ঋণ দিবার প্রবৃত্তি পাইলে ঐ পূর্ব্ব বন্ধক গ্রহীতা দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার পশ্চাদ্গামী হইবেন।

পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার পশ্চাদ্গামী হইবার কথা।

৭৮ ধারা। ভবিষ্যৎ ঋণ আদায়ের বা নিয়ম পালনের বা চলিত হিসাবমত বাকী টাকা আদায়ের প্রতিভূস্বরূপ বন্ধক দেওয়া গেলে ও যত টাকার প্রতিভূ হয় সেই ঊর্দ্ধ সংখ্যা বাকি থাকিলে যদি সেই সম্পত্তি পশ্চাৎ বন্ধক রাখা যায় তবে পূর্ব্ব বন্ধকের কথা কানিয়া সেই কার্য্য করা গেলে কিম্বা পূর্ব্ব বন্ধকের নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করা গেলে উক্ত ঊর্দ্ধ সংখ্যার অধিক যত টাকা ঋণ দেওয়া যায় বা খরচ বলিয়া লেখা যায় পশ্চাৎ বন্ধকের কথা অবগত হইয়া তাহা দেওয়া বা লেখা গেলেও ঐ পশ্চাৎ বন্ধক পূর্ব্ব বন্ধকের পশ্চাৎ গণ্য হইবে।

ঊর্দ্ধসংখ্যা বজায় থাকিলে অধিকাংশ টাকার প্রতিভূস্বরূপ বন্ধকের কথা।

উদাহরণ।

যদি কোন ব্যক্তি কুটীবালদের সঙ্গে আমাদের যে হিসাবরূপে ১০০ টাকা বাকী এই হিসাব বাকির প্রতিভূ বলিয়া তাহার নিকট স্থলত বন্ধক রাখেন। পরে ১০০ টাকার প্রতিভূ বলিয়া তাহার নিকট ঐ স্থলতাবন্ধক রাখেন ও ব্রাহ্মণ কোম্পানিকে সেই বিষয় জ্ঞাত করেন। দ্বিতীয় বন্ধক নিবার সময়ে আমাদের আর কি কোম্পানির ১০০ টাকার অধিক পাওনা ছিল না তাহার পর কি কোন কর্ম্মে টাকা দিয়া শেষে তাঁহার আর ১০০ টাকার অধিক পাওনা হইল। ঐ কি কোন সেই ১০০ টাকা পর্য্যন্ত তাহার অগ্রগণ্য হইবার সম্ভবনা।

৭৯ ধারা। কোন বন্ধক গ্রহীতা মধ্যবর্ত্তি বন্ধকের কথা অবগত হইয়া বা না হইয়াও পূর্ব্ব বন্ধকী ঋণ শোধ করিলেও আপনার গৃহীত আসল বন্ধকের পক্ষে অগ্রগণ্যতা প্রাপ্ত হইবেন না ৭৮ ধারার নিয়মের ফলাফল। বন্ধক গ্রহীতা মধ্যবর্ত্তি বন্ধকের কথা অবগত হইয়া বা না হইয়াও বন্ধকদাতাকে পশ্চাৎ ঋণ দিলে তিনি ঐ পশ্চাৎ দত্ত ঋণের বন্ধক উপলক্ষে কোন অগ্রগণ্যতাপ্রাপ্ত হইবেন না।

সংযোগ কার্য্য রহিত হইবার কথা।

একাধিক বন্ধকের ও হারদাস্তীমতে দিবার বিধি।

৮০ ধারা। যদি দুই সম্পত্তির স্বামী এই ব্যক্তির নিকট ঐ দুই সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া অন্য ব্যক্তির সেই পূর্ব্ব বন্ধকের সংবাদ জানা না থাকিতে সেই অন্য ব্যক্তির নিকট উক্ত দুই সম্পত্তির এক সম্পত্তি বন্ধক রাখেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে চুক্তি না থাকিলে দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার নিকট সম্পত্তি বটন দস্তুর যাহা যতদূর হইতে পারে ততদূর ঐ সম্পত্তি হইতে প্রথম বন্ধক গ্রহীতার ঋণ শোধ করেন। যদি দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার অধিকার থাকিতে কিন্তু তাহাতে প্রথম বন্ধক গ্রহীতার কিম্বা মূল্য বিনুপ উপলক্ষে উক্ত কোন এক সম্পত্তির উপর অন্য যে ব্যক্তি স্বার্থ প্রাপ্ত হন তাঁহার স্বত্বের যেন হানি না হয়।

দুই বন্ধকীসম্পত্তি যদি বাটী করিয়া দিবার কথা।

৮১ ধারা। এক কি কএক জন স্বামির নিকট কোন সম্পত্তি যদি একত্র পরে ক্রমে বন্ধক রাখা যায়, তবে তদ্বিষয়ের চুক্তি না থাকিলে উক্ত প্রত্যেক সম্পত্তির উপর বন্ধক দিবার সময়ে অন্য কোন দায় থাকিলে সেই সম্পত্তির মূল্য হইতে ঐ দায়ের টাকা বাদ দিলে পর ঐ বন্ধকীকৃত উক্ত সকল সম্পত্তি হইতে হারদাস্তীমতে শোধক পাইবে।

একই আমির দুই সম্পত্তির মধ্যে যদি এক ঋণহেতুক এক সম্পত্তি বন্ধক রাখা যায় ও পশ্চাৎ অন্য ঋণহেতুক, দুই সম্পত্তি বন্ধক রাখা যায় ও পূর্ব্বের পশ্চাৎ ঋণ শোধ হইয়া থাকে তবে তদ্বিষয়ের চুক্তি না থাকিলে যে সম্পত্তি হইতে পূর্ব্ব ঋণ দেওয়া গেল তাহার মূল্য হইতে ঐ ঋণের টাকা বাদ দিলে পর উক্ত দুই সম্পত্তি হইতে হারদাস্তীমতে দ্বিতীয় ঋণের টাকা দেওয়া যাইবে।

৮২ ধারামতে যে সম্পত্তির উপর দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার দাওয়া থাকে তাহার প্রতিশোধ পাবার কোন কথা খাটে না।

আদালতে আমানত করণ বিষয়ক বিধি।

বন্ধকের বাবৎ দেনা টাকা আদালতে আমানত করিতে পারিবার কথা।

৮২ ধারা। আসল টাকা দেনা পড়িলে পর ও বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে কোন সময়ে বন্ধকের বাবৎ যত টাকা তৎকালে বাকী থাকে বন্ধকদাতা কিম্বা উক্ত মোকদ্দমা করিবার স্বত্ববান অন্য কোন ব্যক্তি যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিতেন সেই আদালতে বন্ধক গ্রহীতার নামে জমা দিয়া ঐ টাকা আমানত করিতে পারিবেন।

বন্ধকদাতা যে টাকা আমানত করিতে অভিলাষের কথা।

তাহা হইলে আদালত বন্ধক গ্রহীতার নামে ঐ টাকা আমানত হওয়ার নোটিস লেখাইয়া দিবেন ও বন্ধক গ্রহীতা সেই আদালতে বন্ধক ক্রমে তাঁহার যত টাকা পাওনা আছে তাহা লিখিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে ঐ টাকা পোষার্থ আমানতী টাকা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া এবং বন্ধকীপত্র আপনার অধিকারে বা ক্ষমতাধীনে থাকিলে তাহা উক্ত আদালতে অর্পণ করিয়া আইন মতে আবেদনপত্রে সত্যপাঠ লিখিবার যে বিধান আছে তদনুসারে সত্যপাঠ যুক্ত দরখাস্ত লিখা উক্ত গণিত টাকা পাইবার প্রার্থনা করিয়া ঐ টাকা লইতে পারিবেন, এবং অর্পিত বন্ধকী পত্র বন্ধকদাতাকে বা উক্তরূপ অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

সুদ বন্ধ হইবার কথা।

৮৩ ধারা। বন্ধকক্রমে যত টাকা বাকী থাকে বন্ধকদাতা বা উক্তরূপ অন্য ব্যক্তি ৮২ ধারামতে সই সমুদয় টাকা দিতে চাহিলে বা আদালতে আমানত করিলে সেই

টাকা দিতে চাহিবার তারিখ অবধি কিম্বা স্থলবিশেষে বন্ধকগ্রহীতা যাহাতে আদালত হইতে ঐ টাকা লইতে পারেন বন্ধকদাতা বা ঐ উক্তরূপ অন্য ব্যক্তি এরূপ সমুদয় কার্য্য করিলেপর আসল টাকার সুদ বন্ধ হইবে।

যে স্থলে এরূপ চুক্তি থাকে যে বন্ধক ঋণ শোধ করিবার বা শোধকরণের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বন্ধকগ্রহীতাকে বুঝিয়া সোঝিয়া দিতে হইবে সেই স্থলে এই ধারার বা ৮২ ধারার কোন কথা ক্রমে বন্ধকগ্রহীতার যে সুদ পাইবার স্বত্ব লোপ হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণার্থ বা বিক্রয় করণার্থ বা উদ্ধার করণার্থ ও মোকদ্দমা বিষয়ক বিধি।

৮৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ১২৯ ধারা প্রবল না হিয়া, বন্ধকভুক্ত সম্পত্তিতে যে সকল ব্যক্তির স্বার্থ থাকে এই ধারাগত ঐ বন্ধক সংক্রান্ত মোকদ্দমায় তাঁহাদিগকে মোকদ্দমার পক্ষ বলিয়া সংযোগ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ শুনিলে আবশ্যক যে বাদী ঐ স্বার্থের কথা জানেন।

সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণ বা বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমার পক্ষগণের কথা।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণ বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।

৮৪ ধারা। সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমায় বাদী জিতিলে আদালত ডিক্রী করিয়া এই আজ্ঞা করিবেন,—পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট তারিখে বন্ধকক্রমে আসলটাকা ও সুদ ও মোকদ্দমার খরচ। বলিয়া বাদির যত টাকা প্রাপ্য হয় ইহার হিসাব লওয়া যায় কিম্বা ঐ ডিক্রীর তারিখে যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া জানাইবেন। ও

উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমায় ডিক্রীর কথা।

সেই টাকা প্রাপ্য বলিয়া যে তারিখে আদালতে নির্দ্দেশ করা যায় সেই তারিখ অবধি আদালত ছয় মাসের মধ্যে যে দিন নির্দ্ধার্য্য করেন প্রতিবাদী সেই দিনে বাদিকে কিম্বা আদালতে সেই প্রাপ্য টাকা দিলে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল বাদির নিকট বা অধিকারে থাকে তিনি প্রতিবাদিকে কিম্বা তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তিকে সেইং দলীল দিবেন ও বাদী কিম্বা তাঁহারা অথবা দাওয়াদার কোন ব্যক্তি কিম্বা বাদী অন্য হইতে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া দাওয়া রাখিলে তিনি যাঁহাদের অধীনে দাওয়া রাখেন তাঁহারা যে সকল দাবি স্বীকার করেন তাহা ব্যক্তিত প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তি দিবেন, ও আবশ্যক হইলে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন।

টাকা উক্ত প্রকারে না দেওয়া গেলে, বাদী আদালতের নিকট এইরূপ আজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে প্রতিবাদির ও তাঁহার অধীন দাওয়াদারগণের বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব একেবারে রহিত হয়। তাহা হইলে আদালত ঐরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও আবশ্যক হইলে বাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইতে পারিবেন।

উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করণের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

পরন্তু বিশিষ্ট কারণ দর্শান গেলে আদালত ও কোর্ট নিয়ম উচিত বোধ করিলে যেরূপ নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই রূপ নিয়মে সময়ের ঐ টাকা দিবার দিয়াদ বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

দিয়াদ বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

এই ধারার দ্বিতীয় প্রকরণান্ত আজ্ঞা করা গেলে বন্ধকক্রমে যে ঋণের প্রতিভূ থাকে তাহা শেষ হইয়া গেল বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের চতুর্থ তফসীলের ১২৯ নং পাঠে "শেষ ডিক্রী" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "চূড়ান্ত" ডিক্রী এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

৮৫ ধারা। বিক্রয় করণার্থ মোকদ্দমা হইলে যদি বাদী জয়ী হন আদালত ও ধারার প্রথম ও দ্বিতীয়প্রকরণের লিখিত মর্ম্মের ডিক্রী করিবেন ও প্রতিবাদী ঐ প্রকরণের লিখিতমতে টাকা দিলে, বন্ধকী সম্পত্তি কি তাহার যথোচিত অংশ যেন বিক্রয় করা যায় ও বিক্রয়ের খরচ বাদে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আদালতে দেওয়া যায় ও উক্ত প্রকারে বাদির যত টাকা পাওনা বলিয়া সুস্থ হয় তাহা হইতে সেই টাকা যেন দেওয়া যায় ও উদ্বৃত্ত থাকিলে যেন প্রতিবাদিকে কিম্বা ঐ টাকা লইবার স্বত্ব যাঁহার অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া যায় আদালত এই আজ্ঞা করিবেন।

বিক্রয় করিবার ডিক্রীর কথা।

বন্ধক গ্রহীতার স্বত্ব রোধ বিক্রয়ের আজ্ঞা করণের কথা।

উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণের মোকদ্দমায় বাদী জয়ী হইলে আদালত তাঁহার প্রার্থনা মতে উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করিবার ডিক্রীর পরিবর্ত্তে উক্ত প্রকারের ডিক্রী করিতে পারিবেন।

বন্ধকদাতার অনুরোধে উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থ মোকদ্দমায় বিক্রয়ার্থ ডিক্রী করিবার ক্ষমতার কথা।

যদি বন্ধকগ্রহীতা সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণের বা বিক্রয় করণের প্রার্থনা না করিয়া কেবল সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণের প্রার্থনা করেন তবে বিক্রয় হইলে বন্ধকগ্রহীতার হানি হইবে না আদালতের এমত বিবেচনা হইলে এবং বন্ধকক্রমে প্রতিবাদির তৎকালে যত বাকী দেনা থাকে প্রতিবাদী আদালতের বিবেচনামতে তাহা সম্পূর্ণরূপে ও ছুরায় শোধ করার উপযুক্ত প্রতিভূ দিলে, আদালত প্রতিবাদির অনুরোধে উক্ত প্রকারের ডিক্রী করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদী সেই প্রাপ্য টাকা দিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৮৬ ধারা। ৮৫ ধারাধৃত শেষ মোকদ্দমায় প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্তরূপ যে দিন ধার্য্য হয় সেই দিন বাদিকে বা আদালতে বন্ধকক্রমে পাওনা টাকা এবং বাদিকে খরচা দিবার আজ্ঞা হইলে ঐ খরচা ও ৯০ ধারার উল্লিখিত পশ্চাৎ-

ছেন খরচ দিলে পর, আবশ্যক হইলে তাঁহাকে বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়ান যাইবে। কিন্তু টাকা উক্ত প্রকারে দেওয়া না গেলে বাদী কিম্বা স্থলবিশেষে প্রতিবাদী ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় হইবার চূড়ান্ত আজ্ঞা আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আদালত ঐ সম্পত্তি কিম্বা তার যথোচিত অংশ বিক্রয় হইবার ও বিক্রয়োৎপন্ন টাকা লইয়া ৮৭ ধারার উল্লিখিতমতে কার্য্য হইবার আজ্ঞা করিবেন। তাহা করিলে প্রতিবাদির ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব ও প্রতিভূ উভয়ই লুপ্ত হইবে।

বিক্রয়ের চূড়ান্ত আজ্ঞার কথা।

৮৯ ধারা। তৎকালে বন্ধককর্ম্মে যত টাকা প্রাপ্য হয় খরচ বাদে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা হইতে যদি তাহা শোধ করিতে না কুলায় ও অবশিষ্ট টাকা বিক্রীত সম্পত্তি হইতে না হইয়া আর মতে প্রতিবা হয় স্থানে একত্রাস্তরে আদায় করা যাইতে পারে তবে আদালত নিষিদ্ধ বোধ করিলে সেই মোকদ্দমায় টাকার ডিক্রীতে যেরূপে হইতে পারে সেইরূপে কিম্বা বন্ধক প্রদাতা আইনমত অন্য যে কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন সেই প্রণালীমতে অবশিষ্ট টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

বন্ধককর্ম্মে বাকী আদায়ের কথা।

সম্পত্তি উদ্ধার করণ বিষয়ক বিধি।

৯০ ধারা। বন্ধকদাতাভিন্ন নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিতে বা উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন,—

উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা কাহার উপস্থিত করিবার ক্ষমতা থাকে তদ্বিষয়ক কথা।

(ক) যে স্বার্থ উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয় তাহার বন্ধক গ্রহীতাভিন্ন অন্য যে ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ বা তদুপরি দায় থাকে।

(খ) সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্বে যে ব্যক্তির স্বার্থ কিম্বা সেই স্বত্বের উপর যে ব্যক্তির দায় থাকে।

(গ) বন্ধকী ঋণ কি তাহার কোন অংশ শোধ করিবার প্রতিভূ।

(ঘ) অপ্রাপ্তবয়স্ক বন্ধকদাতার পক্ষে তাঁহার সম্পত্তির অভিভাবক।

(ঙ) জিম্মেদার কি অন্য বন্ধকদাতার পক্ষে তৎসংক্রান্ত কমিটী কি আইনমত অন্য সম্পত্তিরক্ষক।

(চ) বন্ধকদাতার ডিক্রীমত মহাজন ডিক্রীজারীর আজ্ঞা পাইলে তিনি।

(ছ) বন্ধকদাতার মহাজন তাঁহার মহলের ঋণাধ্যক্ষতা করণের মোকদ্দমায় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ডিক্রী পাইলে তিনি।

উদ্ধার করণার্থ মোকদ্দমা বাদী ডিক্রীর কথা।

৯১ ধারা। বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারকরণার্থ মোকদ্দমা বাদী ডিক্রিলে, আদালত ডিক্রী করিয়া এই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন যে পশ্চাৎ লিখিত তারিখে বন্ধকী ঋণের ও মোকদ্দমার খরচা দিবার আজ্ঞা হইয়া থাকিলে তাহার নিমিত্ত প্রতিবাদির যত টাকা পাওনা থাকে তাহার হিসাব লওয়া যায়, কিম্বা ঐ ডিক্রীর তারিখে যত টাকা তদ্রূপে প্রাপ্য হয় ইহা নির্দ্দেশ করিবেন।

খ, তদ্রূপ প্রাপ্য টাকা আদালত নির্দ্দেশ করিবার তারিখ অবধি আদালত ছয় মাসের মধ্যে যে দিন ধার্য্য করেন বাদী সেই দিনে প্রতিবাদিকে কিম্বা আদালতে তদ্রূপ প্রাপ্য টাকা দিলে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে সকল দলীল প্রতিবাদির নিকট কি তাঁহার অধিকারে থাকে তিনি বাদিকে কি তাঁহার নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে যেন সেই সকল দলীল দেন ও বন্ধকহইতে মুক্ত করিয়া ও প্রতিবাদী কি তাহার অধীন কোন দাওয়াদার কিম্বা প্রতিবাদী অন্যের স্থানে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, তিনি যাঁহাদের অধীনে দাওয়াদার হন তাঁহার যে সকল দায় সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ব্যতীত যেন পুনর্ব্বার হস্তান্তর করিয়া বাদিকে বন্ধকী সেই সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন ও আবশ্যক হইলে বাদিকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন। কিন্তু

উদ্ধার হইলে অধিকার করণ বিষয়ক কথা।

আদালত যে দিন ধার্য্য করেন ঐ টাকা সেই দিনে কি তৎপূর্ব্বে দেওয়া না গেলে যদি সামান্য বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক না হয়, ঐ দিন ঐ সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সকল স্বত্ব চূড়ান্তরূপে রহিত হইবে কিম্বা যদি কটকবসার বন্ধক না হয়, ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইবে।

টাকা না দিলে উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত হইবার কি বিক্রয়ের কথা।

৯২ ধারা। উক্ত টাকা ও ৯৩ ধারার উল্লিখিত তৎপশ্চাৎ খরচা দেওয়া গেলে পর আবশ্যক হইলে বাদিকে বন্ধকী সম্পত্তির অধিকার দেওয়া যাইবে।

ঐ টাকা তদ্রূপে না দেওয়া গেলে যদি সামান্য বা উপস্বত্ব ভোগ সহিত বন্ধক না হয় প্রতিবাদী আদালতে বাদির ও তদধীন দাওয়াদার সকলের ঐ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব সম্যকরূপে রহিত হইবার কিম্বা কটকবসার বন্ধক না হইলে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রীত হইবার আজ্ঞার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি উদ্ধার করিবার স্বত্ব রহিত করিবার আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে আদালত বাদির ও তদধীন দাওয়াদারগণের ঐ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সকল স্বত্ব সম্যক্‌রূপে রহিত হইবার আজ্ঞা করিবেন ও আবশ্যক হইলে প্রতিবাদিকে ঐ সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইবেন।

বিক্রয়ের আজ্ঞার প্রার্থনা হইলে, আদালত আজ্ঞা করিবেন যে উক্ত সম্পত্তি কিম্বা তাহার যথোচিত অংশ বিক্রীত হয় এবং বিক্রয়ের উৎপন্ন বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া আদালতে প্রদত্ত হয় ও প্রতিবাদির পাওনা শোধ করিতে প্রযোজিত হয় এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বাদিকে কিম্বা প্রদত্তের স্বত্বদান অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

এই ধারা ক্রমে আজ্ঞা করা গেলে বাদির উদ্ধার করিবার স্বত্ব ও প্রতিভূ উভয়ই আজ্ঞা সংস্পৃষ্ট সম্পত্তিসম্বন্ধে লুপ্ত হইবে।

সময় বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

পরন্তু বিশিষ্ট কারণ দর্শান গেলে আদালত কোন নিয়ম করা উচিত বোধ করিলে সেই নিয়মে ৯১ ধারাক্রমে অবধারিত প্রাপ্য টাকা দিবার তারিখ সময়ের পিছাইয়া দিতে পারিবেন।

বন্ধক গ্রহীতার খরচার কথা।

৯৩ ধারা। এই অধ্যায়মতে সম্পত্তি উদ্ধার বা আদালতের দ্বারা বিক্রয় করা গেলে বন্ধকগ্রহীতাকে যত টাকা দিতে হইবে, ইহা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করণ সময়ে যদি বন্ধকগ্রহীতার আচরণহেতু তাঁহার খরচা পাইবার স্বত্ব অগ্রাহ্য না হইয়া থাকে

তবে সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত হইবে বা উদ্ধার বা বিক্রয় করণের ডিক্রীর পরে টাকা না দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত তাঁহার মোকদ্দমার উপযুক্ত যত খরচ লাগে আদালত বন্ধকী স্বত্বের সঙ্গে তাহা সংযোগ করিয়া দিবেন।

কএকজন বন্ধকদাতার মধ্যে একজন বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিলে তাহার অধিকার লইবে না সহবন্ধকদাতাদের প্রত্যেকের ঐ সম্পত্তিগত অংশের উপর সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া আদালতে লইবার ন্যায্য খরচের অংশ নিমিত্ত টাকার দায়ী থাকিবে।

৯৪ ধারা। কএকজন বন্ধকদাতার মধ্যে একজন বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করেন তাঁহার বাকী দায় কথা।

যে সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব বন্ধক করা হয় থাকিবে তাহা বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধি।

৯৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে আজ্ঞা হয় সেই সম্পত্তি উপর যদি তৎপূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকে তবে আদালত সেই পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার সম্মত লইয়া ও ঐ বিক্রীত সম্পত্তিতে পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতার যে স্বার্থ ছিল বিক্রয়োৎপন্ন টাকাতেও তাঁহার প্রতি সেই স্বার্থ প্রমাণ করিয়া পূর্ব্ব বন্ধকের দায় ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সম্পত্তির উপর পূর্ব্ব বন্ধকের দায় থাকিলে তাহা বিক্রয় করণের কথা।

৯৬ ধারা। ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা আদালতে আনা যাইবে ও এই প্রকারে তাহার প্রয়োগ হইবে —

প্রথম বিক্রয় করণের নিমিত্ত সকল খরচ ও বিক্রয় করণের উদ্যোগে উপযুক্ত যে খরচ হয় তাহার শোধ হইবে।

বিক্রয়োৎপন্ন টাকা প্রয়োগের কথা।

দ্বিতীয় যদি পূর্ব্ব কোন বন্ধকের দায় ব্যতীত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া থাকে, তবে ঐ বন্ধককরণে যত প্রাপ্য থাকে তাহা শোধ করা যাইবে।

তৃতীয় যে বন্ধকহেতু বিক্রয়ের আজ্ঞা হইল তদ্ধেতু যত সুদ প্রাপ্য থাকে ঐ সুদ ও যে মোকদ্দমায় বিক্রয় করণের আজ্ঞাসূচক ডিক্রী হইল সেই মোকদ্দমার খরচ শোধ হইবে।

চতুর্থ উক্ত বন্ধকহেতুক মূল অংশের যত টাকা প্রাপ্য হয় তাহা শোধ করা যাইবে ও

পঞ্চম, উদ্বৃত্ত থাকিলে বিক্রীত সম্পত্তিতে যে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থের প্রমাণ করেন তাঁহাকে দেওয়া যাইবে কিম্বা তদ্রূপ একের অধিক ব্যক্তি থাকিলে ঐ সম্পত্তিতে তাঁহাদের প্রত্যেক জনের স্বার্থানুসারে কি তাঁহাদের সাধারণ বুঝিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া যাইবে।

বিক্রয় প্রকৃতিক বন্ধ করা বিধি।

৯৭ ধারা। যে বন্ধক সাদামা বন্ধক বা কিঞ্চিৎপাত বন্ধক ও উপস্বত্ব দেওয়া সহিত বন্ধক বা কলতীন বন্ধক নহে কিম্বা প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের বন্ধক বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বন্ধক নহে এই রূপ বন্ধক হইলে বন্ধকী পত্রে যে চুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় সেই চুক্তিক্রমে এবং যে স্থলের প্রতি উক্ত চুক্তি বর্ত্তে না সেই স্থলে ন্যায়াচারক্রমে উভয় পক্ষের স্বত্ব ও দায় নির্দ্ধারিত হইবে।

৪৬ ধারার (খ) (গ) (ঘ) ও (ঙ) প্রকরণে যে বন্ধকের বর্ণনা নাই তাহার কথা।

বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

৯৮ ধারা। বন্ধকক্রমে উচিত হইল বা না হইল কোন দাওয়ার শোধ নিমিত্ত ডিক্রীদারীক্রমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক করিলে তিনি ৬৬ ধারামতে মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়া প্রকারান্তরে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

দায়ের বিধি।

৯৯ ধারা। পক্ষদের কর্ম্ম না থাকিলে বিধানক্রমে বন্ধকের কথা।

এক ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি অন্য ব্যক্তির নিকট টাকা দিবার প্রতিভূস্বরূপ রাখা গেলে যদি ঐ ব্যাপার বন্ধক পরিণত না হয় ঐ সম্পত্তির উপর শেষোক্ত ব্যক্তির দায় আছে এমত বলা যায় ও পূর্ব্ব পরিণত যে কোন বিধান বন্ধকদাতার প্রতি বর্ত্তে তাহা যতদূর হইতে পারে ঐ সম্পত্তির স্বামীর প্রতি বর্ত্তিবে ও ৮০ ও ৮১ ধারার বিধান ও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করণ মোকদ্দমা উপস্থিতকারী বন্ধকগ্রহীতার প্রতি পূর্ব্বলিখিত যে সকল বিধান বর্ত্তে তাহা দায়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি যতদূর সম্ভব বর্ত্তিবে।

নিয়মিতরূপে নালিশের দায় নির্ব্বাহের দায় নিমিত্ত নাস্ত সম্পত্তির উপর না থাকা যে দায় বর্ত্তান, এই ধারার কোন বিধি তাহার প্রতি খাটিবে না।

দায় লোপ হইবার কথা।

১০০ ধারা। কোন ব্যক্তি যে স্থাবর সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধ অন্য দায়ীর জামীন হন সেই স্থাবর সম্পত্তিতে তিনি নিগূঢ় রূপে স্বত্ববান থাকিলে যদি হইল উক্ত দায়বদ্ধ দায়ী প্রবল থাকিবে তিনি স্পষ্ট রাখে কি উক্ত ভাবে নির্দ্দেশ না করে কিম্বা উক্তরূপ প্রবল থাকা তাঁহার পক্ষে হিতকর না হইলে সেই দায় বা দায়ী লুপ্ত হইবে।

নোটিস ও প্রস্তাব বিষয়ক বিধি।

১০১ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তির উপর নোটিস জারী করিতে কিম্বা যাহার নিকট টাকা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে তিনি বন্ধকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ যে জিলায় থাকে সেই জিলায় বাস না করিলে তাঁহার আমমোক্তারনামা প্রাপ্ত কিম্বা প্রকারান্তরে নোটিস বা প্রস্তাব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ম্মকারকের উপর নোটিস জারী করা কিম্বা ঐ কর্ম্মকারকের নিকট প্রস্তাব করা গেলেই তাহা উপযুক্তরূপে করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

নোটিস জারী করণের কথা।

যে ব্যক্তি বন্ধক বা কর্ম্মকারকের উপর ঐ নোটিস জারী করিতে হইবে তাঁহাকে উক্ত নোটিস পাওয়া না গেলে কিম্বা নোটিস জারী করিবার আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিলে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার মোকদ্দমা যে আদালতে আনা যাইবে সেই আদালতে প্রার্থনা করিতে পারিবেন, এবং ঐ নোটিস যে প্রকারে জারী করা যাইবে উক্ত আদালত তদ্বিষয়ের আদেশ করিবেন এবং উক্ত আদেশ অনুসারে কোন নোটিস জারী করা গেলে তাহা উপযুক্তরূপে করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

যে ব্যক্তির বা কর্ম্মকারকের নিকট প্রস্তাব করিতে হইবে তাঁহাকে উক্ত জিনিষ পাওয়া না গেলে কিম্বা যে ব্যক্তি প্রস্তাব করিতে চাহেন তিনি তাঁহাকে না জানিলে, শেষোক্ত ব্যক্তি যে টাকা দিবার প্রস্তাব করিবার চেষ্টা হয় পূর্ব্বোক্ত আদালতে তাহা আমানত করিতে পারিবেন, এবং ঐ রূপে আমানত করা গেলে ঐ টাকা দিবার প্রস্তাবের তুল্য সফল হইবে।

যে ব্যক্তি চুক্তি করিতে অক্ষম তাহার উপর বা তদ্দ্বারা নোটিস জারী করণ প্রভৃতির কথা।

৪২ ধারা। যে ব্যক্তি চুক্তি করিতে অক্ষম হয়েন, এই অধ্যায়ের বিধানমতে তাঁহার উপর বা তদ্দ্বারা নোটিস জারী করিতে হইলে, কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত তাঁহার করিতে বা গ্রাহ্য করিতে বা আদালত হইতে গ্রহণ করিতে হইলে ঐ বা ঐ সম্পত্তির যিনি আইনতঃ রক্ষক হন তিনি উক্ত নোটিস জারী কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত করিতে বা গ্রাহ্য করিতে বা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু উক্তরূপ সম্পত্তিরক্ষক না থাকিলে যদি উক্ত ব্যক্তির স্বার্থ সাধনার্থ এই অধ্যায়ের বিধান মতে নোটিস জারী করা কিম্বা প্রস্তাব বা আমানত করা প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় বোধ হয় তবে উক্ত উদ্দেশের নিমিত্ত যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে সেই আদালতে মোকদ্দমাকালীন অভিভাবক নিযুক্ত করণের প্রার্থনা করা যাইতে পারিবে। ঐ অভিভাবক উক্ত নোটিস জারী করিবেন বা লইবেন উক্ত প্রস্তাব করিবেন বা গ্রাহ্য করিবেন উক্ত আমানত করিবেন। বা আদালত হইতে গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে যাহা করিতে পারিতেন বা তাঁহার যাহা করা উচিত হইত সেই সকল আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পাদন করিবেন। উক্ত প্রার্থনাপত্রের প্রতি ও তাহার পক্ষের প্রতি ও তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত অভিভাবকের প্রতি যত দূর সম্ভব সেই মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩১ অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবে।

বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

১০৩ ধারা। কার্য্যকারক এই অধ্যায়ের বিধান সকল কার্য্যে করিবার নিমিত্ত সময়ে২ ঐ আইন সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা বিষয়ক বিধি।

পাট্টা শব্দের অর্থ।

১০৪ ধারা। প্রদত্ত বা অঙ্গীকৃত মূল্য বা উপঢৌকন কিম্বা টাকা বা সোনার অলঙ্কার বা বর্ত্তি বা মূল্যবান কোন কোন দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে বা বিশেষ২ সময়ে স্থায়ী রূপে গ্রহীতার হস্তান্তরকর্ত্তাকে দিতে হইবে বলিয়া স্পষ্টতঃ বা তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বা নির্ব্বাহের নিমিত্ত স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করিবার স্বত্ব হস্তান্তর করা গেলে এবং হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ঐ২ নিয়মে হস্তান্তর গ্রাহ্য করিলে ঐ হস্তান্তর বলিয়া উক্ত সম্পত্তির পাট্টা হইল।

পাট্টাদাতা পাট্টার পণ ও খাজনা শব্দের অর্থ।

হস্তান্তরকর্ত্তাকে পাট্টাদাতা হস্তান্তরগ্রহীতাকে পাট্টাদার মূল্যকে পণ এবং যে টাকা, অংশ কর্ম্ম বা অন্য দ্রব্য ঐ রূপে দিতে হইবে তাহাকে খাজনা বলে।

নিয়মপত্রের কি দেশাচারের অভাবে কোন২ পাট্টার মিয়াদের কথা।

১০৫ ধারা। যদি তাবাস্তরের চুক্তি পত্র কিম্বা স্থানীয় ব্যবস্থা বা দেশাচার না থাকে তবে কৃষিকরণের বা শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করণের জন্যে সম্পত্তির যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা বৎসর২ চলিবে ও পাট্টাদাতার কি পাট্টাদারের পক্ষ হইতে ছয় মাসের নোটিস দিয়া তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে সেই ছয় মাসের শেষ যেন ভূমি ভোগের বৎসরের শেষের সঙ্গে মিলে। ও অন্য কোন কার্য্যের জন্যে সম্পত্তির যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা মাসে২ চলিবে ও পাট্টাদাতার কি পাট্টাদারের পক্ষ হইতে পঞ্চদশ দিন থাকিতে নোটিস দিয়া তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে সেই পঞ্চদশ দিনের শেষ যেন সম্পত্তি ভোগের বোল মাসের শেষের সঙ্গে মিলে।

পাট্টা রহিত করিবার নোটিসের কথা।

যে পক্ষ এই ধারামতে নোটিস দেন তিনি কিম্বা তৎপক্ষে অন্য ব্যক্তি ঐ নোটিস লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে তদ্দ্বারা যে ব্যক্তিকে বদ্ধ করিবার কল্পনা থাকে তাহাকে দেওয়া যাইবে বা দিবার প্রস্তাব হইবে কিম্বা সম্পত্তির কোন প্রকাশ্য স্থানে তাহা লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

পাট্টা যে প্রকারে করিতে হইবে তাহার কথা।

১০৬ ধারা। স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা বৎসরের বা এক বৎসরের অধিককালের নিমিত্ত চলিলে বা বার্ষিক খাজানার নিমিত্ত দেওয়া গেলে লেখ্যস্বীকৃত করা লিখিত পত্রক্রমে ঐ পাট্টা লিখিয়া দিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তির অন্য সকল পাট্টা লিখিত পত্রক্রমে বা বাচনিক নিয়ম ক্রমে হইতে পারে।

পাট্টাদাতার ও পাট্টাদারের স্বত্বের ও দায়ের কথা।

৩৭ ধারা। বিপরীত ভাবের চুক্তিপত্র বা দেশাচার না থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদাতা ও পাট্টাদার পরস্পর বিপক্ষে নিম্নলিখিত বিধির উল্লিখিত স্বত্ব ও দায়, কিম্বা তদ্ভিন্ন যে স্বত্ব ও দায় পাট্টাই সম্পত্তির প্রকৃতি হইতে তাহা প্রাপ্ত হয়

ক।—পাট্টাদাতার স্বত্ব ও দায় বিষয়ক বিধি।

(ক) স্থাবর সম্পত্তির অভিপ্রেত ব্যবহার সম্বন্ধে পাট্টাদাতার জ্ঞাত কিম্বা পাট্টাদারের অজ্ঞাত যে দোষ পাট্টাদার সামান্য যত্নে না জানিতে পারেন স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাদাতার সেই দোষ পাট্টাদারের নিকটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) পাট্টাদারের অনুরোধ করিলে পাট্টাদাতার ঐ পাট্টাই সম্পত্তিতে পাট্টাদারের অধিকার করা দিতে হইবে।

(গ) পাট্টার লিখিত নিয়মের মধ্যে পাট্টাদার পাট্টার নির্দ্দিষ্ট খাজনা না দিতে দিন দিতে থাকেন ও আপনার চুক্তিমতে গত দিন কর্ম্ম করেন তত দিন বা না পারা যায় সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন পাট্টাদার পাট্টাদারের সহিত এমত চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান হয়

(ঘ) পাট্টাদারের স্থানে খাজানা বাকী পড়িলে পাট্টাদাতা ঐ বাকী খাজানার জন্য নালিশ না করিয়া যে সম্পত্তি সম্বন্ধে খাজানা পাওনা থাকে সেই সম্পত্তির

মধ্যে বা উপরে যে মাল পাওয়া যায় তাহা বা উক্ত সম্পত্তি উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করিবার কোন স্থানীয় আইন চলিত থাকিলে সেই আইন নিয়মানুসারে ঐ খাজানা আদায় করিতে পারিবে।

খ।—পাট্টাদারের স্বত্ব ও ভার বিষয়ক বিধি।

(ঙ) যদি পাট্টা বলবৎ থাকিবার সময় পাট্টাই সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় বৈধবৃত্তি সম্বন্ধে যে কালে যে আইন প্রচলিত থাকে তাহার নিয়মানুসারে উক্ত বর্দ্ধিত পাট্টাই সম্পত্তির অন্তর্গত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(চ) অগ্নি কি ঝড় কি বন্যা কিম্বা সৈন্য কি জলদস্যু কি অন্য প্রবল শক্তির বেগ দ্বারা যদি পাট্টাই সম্পত্তির কোন প্রয়োজনীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় কিম্বা যে কার্য্যের নিমিত্ত পাট্টা দেওয়া যায় বাস্তবিক চিরকালের নিমিত্ত সেই কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে পাট্টাদারের স্বেচ্ছাক্রমে পাট্টাবর্ত্ত হইবে।

কিন্তু যদি পাট্টাদারের অন্যায় কার্য্য বা ত্রুটি দ্বারা ঐ অপকার হইয়া থাকে তবে তিনি এই বিধানের জন্য উপকার পাইবার স্বত্ববান নহেন।

(ছ) পাট্টাদাতার পাট্টাই সম্পত্তি বিষয়ক যে সেবা মত কর্ত্তব্য নোটিস পাইলে পর যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তাহা করিতে উপেক্ষা করিলে পাট্টাদার আপনি তাহা করিয়া খাজানা ঐ ও সুদসমেত সেই সমস্তমতী খরচ কিম্বা লইতে কিম্বা অন্য প্রকারে পাট্টাদাতার স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

(জ) পাট্টাদাতার যে টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা না দেওয়া গেলে যদি পাট্টাদারের স্থানে বা পাট্টাই সম্পত্তি হইতে তাহা আদায় করিয়া লওয়া যায় পারে তবে তিনি ঐ টাকা দিতে উপেক্ষা করিলে পাট্টাদার আপনি তাহা দিয়া খাজানা হইতে সুদ সমেত কাটিয়া লইতে কিম্বা অন্য প্রকারে পাট্টাদাতার স্থানে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

(ঝ) পাট্টাদার যে সকল বৃক্ষ রোপণ করেন ঐ পাট্টাই সম্পত্তি পরিত্যাগ করিবার বাকি যে কালের মধ্যে কোন সময়ে সেই সকল বৃক্ষ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু পাট্টাই সম্পত্তি তিনি যে অবস্থায় প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন।

(ঞ) পাট্টাদারের দোষভিন্ন কোন কারণে অনির্দ্দিষ্ট মিয়াদের পাট্টা ফুরাইলে, ঐ পাট্টাদারের রোপণ করা বা বোনা যে জঙ্গল ঐ পাট্টা রহিত হইবার প্রচলিত ঋতুতে পাট্টাই ভূমিতে থাকে, তিনি কিম্বা তাঁহার বৈধ অলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই ফসল পাইবার ও তাহা কাটিয়া লইবার নিমিত্ত ভূমি ও যাতায়াত করিবার স্বত্ববান।

(ট) সম্পত্তি পাট্টাদারের যে কার্য্য থাকে তাহার সমুদয় কি কোন অংশ ঐ পাট্টাদার সম্যক প্রকারে বা বন্ধকক্রমে বা দায়গ্রস্তক্রমে হস্তান্তর করিতে স্বত্ববান ও হস্তান্তরক্রমে সেই স্বার্থের বা অংশের গ্রহীতা তাহা পুনরায় হস্তান্তর করিতে পারিবেন। পাট্টা সংক্রান্ত যে দায় আছে পাট্টাদার হস্তান্তর করণ প্রযুক্তই তাহার কোন দায় হইতে মুক্ত হইবেন না।

হস্তান্তর করণের অযোগ্য দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজাকে কি যে মহালের রাজস্ব দিতে ত্রুটি হইয়াছে তাহার ইজারদারকে কি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধীন ইষ্টেটের পাট্টাদারকে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত প্রজা, কি ইজারদার কি পাট্টাদারস্বরূপ আপনার স্বার্থ অন্যের প্রতি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা যে দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

(ঠ) পাট্টাদাতার স্বার্থের প্রকৃত কি পরিমাণসূচক যে বৃত্তান্ত পাট্টাদারের জ্ঞাত কিন্তু পাট্টাদাতার অজ্ঞাত এবং যাহাতে উক্ত স্বার্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং সম্পত্তির পাট্টাদারের সেই বৃত্তান্ত পাট্টাদাতার নিকটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(ড) নির্দ্দিষ্ট সময় ও স্থানে পাট্টাদাতাকে কিম্বা তাঁহার এতদ্বিষয়ক কর্ম্মকারককে পাট্টাদারের পণ বা খাজানা দিতে কিম্বা দিবার প্রস্তাব করিতে হইবে।

(ঢ) পাট্টাদারের আবশ্যক যে সম্পত্তির অবস্থায় তাঁহার অধিকারে দেওয়া যায় সেই অবস্থায় তাহা রাখেন ও পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের বা অনিবার্য্য শক্তির দ্বারা সম্পত্তির যে রূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা না করিয়া সেই অবস্থায় সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন এবং মিয়াদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত যে কোন সময়ে পাট্টাদাতা কি তাঁহার কর্ম্মকারককে পাট্টাই সম্পত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অবস্থা দেখিতে ও অবস্থার কোন দোষ দেখিলে তদ্বিষয়ের নোটিস দিতে কি রাখিয়া যাইতে দেন এবং পাট্টাদার বা তাঁহার চাকর বা কর্ম্মচারিদের কোন কার্য্য বা ত্রুটি হেতু ঐ দোষ জন্মিয়া থাকিলে উক্ত নোটিস দিলে কি রাখিয়া গেলে পর তিন মাসের মধ্যে উক্ত দোষ সংশোধন করেন।

(ণ) পাট্টাদারকে যে সম্পত্তি পাট্টা করিয়া দেওয়া গেল অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ লইবার বাধাযুক্ত হইয়াছে অথবা অন্য ব্যক্তি পাট্টাই সম্পত্তির কোন স্থানে অতিক্রম করিতেছে কিম্বা ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে পাট্টাদাতার কোন স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতেছে এই মর্ম্মের সন্ধান জানিতে পারিলে পাট্টাদার যুক্তিসঙ্গত যত্ন করিয়া পাট্টাদাতাকে সেই কথার নোটিস দিবেন।

(ত) পাট্টাদার জ্ঞানবান লোক স্বামির ন্যায় পাট্টাই সম্পত্তির ও তদুৎপন্ন দ্রব্য থাকিলে তাহার ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু যে অভিপ্রায়ে পাট্টা দেওয়া যায় তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে উক্ত সম্পত্তির ব্যবহার করিতে পারিবেন না বা অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না কিম্বা যাহাতুলী কাষ্ঠের বৃক্ষ ছেদন করিতে কি ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা তাহার হানি করিতে কিম্বা পাট্টা দিবার সময়ে যে খনি খোলা ছিল না সেই খনি খুড়িতে কি যাহাতে সম্পত্তির বিনাশ সাধন কি চিরকালের জন্য হয় এরূপ কার্য্য করিতে পারিবেন না।

(থ) পাট্টাদার পাট্টাদাতার অনুমতি না পাইলে, কেবল কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভিন্ন অন্য কোন কারণে কোন স্থায়ি বিষয় গাঁথাইবেন না।

(দ) পাট্টার মিয়াদ ফুরাইলে, পাট্টাদারের পাট্টাদাতাকে পাট্টাই সম্পত্তির অধিকার দেওয়াইয়া দিতে হইবে।

১৭৮ ধারা। পাট্টাদাতা ঐ পাট্টাই সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ কিম্বা তন্মধ্যে আপনার কোন স্বার্থ হস্তান্তর করিয়া দিলে, হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা ভাবানুযায়ী চুক্তি না থাকিলে যত দিন ঐ সম্পত্তির কর্ত্তা তাহার হস্তান্তরিত অংশের স্বামি থাকেন তত দিন তৎসম্পর্কে পাট্টাদাতার সকল স্বত্ব প্রাপ্ত হইবেন ও পাট্টার ইচ্ছা করিলে পাট্টাদাতার সকল দায়েও দায়ী হইবেন। কিন্তু পাট্টার ব্যবাপাট্টাদাতার উপর যে সকলদায় বর্ত্তান যায়, ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন এই মাত্র বলিয়া পাট্টাদাতা তন্মধ্যের কোন দায় হইতে মুক্ত হইবেন না কিন্তু পাট্টার ইচ্ছা করিলে হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে আপনার নিকট দায়ী বলিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

পাট্টাদাতার স্থানে তিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতা হন তাঁহার স্বত্বের কথা।

পরন্তু হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে যে খাজানা বাকী পড়ে উক্ত গ্রহীতা তাহা পাইবার অধিকারী নহেন ও তদ্রূপ হস্তান্তর যে করা গিয়াছে এমত জ্ঞান করিবার কারণ না থাকিতে যদি পাট্টাদার পাট্টাদাতাকে খাজানা দিয়া থাকেন তবে তিনি হস্তান্তরক্রমে গ্রহীতাকে আবার সেই খাজানা দিবার দায়ী নহেন।

পাট্টাদাতা পাট্টাই সম্পত্তির অংশমাত্র হস্তান্তর করিয়া দিলে ঐ হস্তান্তরীত অংশের নিমিত্তে পাট্টার নিদ্ধারিত পরের বা খাজনার যে অংশ দেয় হয় তিনি তাহা ৩৮ ধারার বিধানের নিয়মানুসারে নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১৭৯ ধারা। পাট্টার নির্দ্ধারিত মিয়াদ নির্দ্ধারিত দিনাবধি প্রচলিত হইবে বলিয়া বাক্ত থাকিলে ঐ মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে সেই দিন ধরিতে হইবে না। মিয়াদ আরম্ভ হইবার কোন দিন নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে পাট্টা করিবার সময়াবধি সেই মিয়াদ চলিবে।

মিয়াদ যে দিনাবধি চলিবে সেই দিন গণিতে না হইবার কথা।

যদি এক কি কএক বৎসর মিয়াদ চলে তবে প্রকারান্তরের স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে ঐ মিয়াদ যে দিনাবধি চলে পাট্টা সেই বা সেই২ বৎসরের অবসানের পর দিনের সম্পূর্ণ দিনও প্রবল থাকিবে।

এক বৎসর মিয়াদের কথা।

উক্ত রূপে যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় তাহা অতীত হইবার পূর্ব্বে স্বেচ্ছামতে রহিত হইতে পারিবার কথা ব্যক্ত থাকিলে ও কাহার স্বেচ্ছামতে তাহা রহিত হইতে পারিবে পাট্টায় ইহার উল্লেখ না থাকিলে পাট্টাদারের স্বেচ্ছামতে সেই মিয়াদ রহিত হইতে পারিবে পাট্টাদাতার স্বেচ্ছামতে নয়।

পাট্টার মিয়াদ রহিত হওন বিষয়ক কথা।

১৮০ ধারা। পাট্টা এই২ প্রকারে রহিত হইতে পারিবে,

(ক) পাট্টার নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে

(খ) যে স্থলে উক্ত মিয়াদের মধ্যে কোন ঘটনা সাপেক্ষ হয় ঐ ঘটনা ঘটিলে,

(গ) পাট্টাই সম্পত্তিতে পাট্টাদাতার যে স্বার্থ থাকে তাহা কিম্বা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে তাহা কোন ঘটনা ঘটিলে যদি রহিত হয় তবে ঐ ঘটনা ঘটিলে

(ঘ) সমুদয় পাট্টাই সম্পত্তি পাট্টাদাতার ও পাট্টাদারের স্বত্ব একই সময়ে একই ব্যক্তিতে একই ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিলে,

(ঙ) স্পষ্ট কথা দ্বারা ত্যাগ করা গেলে অর্থাৎ পরস্পর সম্মতিক্রমে পাট্টাদার স্বীয় পাট্টা স্বাণ পাট্টাদাতাকে সমর্পণ করিলে

(চ) ভাবত ত্যাগ করা গেলে

(ছ) দণ্ডক্রমে অর্থাৎ (১) পাট্টার কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে পাট্টাদাতা সম্পত্তি পুনর্গ্রহণ করিবেন কিম্বা পাট্টা ব্যর্থ হইবে এইধর্ম্মের স্পষ্ট নিয়ম থাকিলে ও পাট্টাদার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, কিম্বা (২) পাট্টাদার তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে অধিকার তুলিলে, কিম্বা অপর্ণি অধিকারের দাওয়া করিয়া আপনার পাট্টাদারী পদ ত্যাগ করিলে এবং উভয় স্থলে পাট্টাদাতা কি তাঁহার স্বত্ব গ্রহীতা পাট্টা রহিত করিবার অভিপ্রায় সূচক কোন কার্য্য করিলে

(জ) এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নিয়মমতে পাট্টা রহিত করিবার কি সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার কি উঠিয়া যাইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে ঐ নোটিসের মিয়াদ গত হইলে।

(চ) প্রকরণ ৭ উদাহরণ।

আমরা পাট্টাদার পাট্টাদাতার কাছে পাট্টাই সম্পত্তির বতন ও তালুকের উপর বসবাস চাষ চলিতে থাকিলেই ফলবৎ হইবে। ইহাতে তাবৎ পূর্ব্ব পাট্টা ত্যাগ করা হইল সুতরাং পূর্ব্ব পাট্টা রহিত হইবে।

১৮১ ধারা। ১৭৮ ধারার (ছ) প্রকরণানুসারে দণ্ডক্রমে পাট্টা রহিত হইলে পর যে খাজানা দেনা পড়ে তাহা গ্রহণ করা গেলে কিম্বা ঐ খাজানার নিমিত্তে ক্রোক করা গেলে কিম্বা পাট্টাদাতার অন্য যে কার্য্য দ্বারা পাট্টা প্রবল থাকিবার ন্যায় কার্য্য হইবার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এমত কার্য্য করা গেলে সেই দণ্ড অন্যথা করা হয়।

দণ্ড অন্যথা করণের কথা।

কিন্তু দণ্ড যে হইয়াছে ইহা পাট্টাদাতার জ্ঞান চাই আর দণ্ডক্রমে পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পরে খাজানা গ্রহণ করা গেলে উক্ত গ্রহণ দ্বারা দণ্ড অন্যথা করা হইবে না।

১৮২ ধারা। ১৮১ ধারার (জ) প্রকরণমতে পাট্টাদাতা নোটিস দিলে পর পাট্টাদাতার কোন কার্য্য দ্বারা পাট্টা প্রবল থাকিবার ন্যায় কার্য্য হইবার অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এমত কার্য্য করা গেলে যাহাকে নোটিস দেওয়া যায় সম্পত্তি কি তাবৎ তাঁহার সম্মতিক্রমে, উক্ত নোটিস অন্যথা করা হয়।

উঠিয়া যাইবার নোটিস অন্যথা করণের কথা।

উদাহরণ।

(ক) পাট্টাদাতা আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে পাট্টাই সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার নোটিস দেন। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইয়া গেলে। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইবার পর ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যে খাজানা দেয় হয় বলরাম দিতে চাহেন ও আনন্দ গ্রহণ করেন। উক্ত নোটিস অমান্য করা হইল।

(খ) পাট্টাদাতা আনন্দ বলরাম পাট্টাদারকে পাট্টাই সম্পত্তি হইতে উঠিয়া যাইবার নোটিস দেন। নোটিসের মিয়াদ ফুরাইয়া যায় ও সম্পত্তি বলরামের অধিকারে থাকে। আনন্দ বলরামকে পাট্টাদারকে দ্বিতীয় নোটিস দেন। ইহাতে প্রথম নোটিস অমান্য করা হইল।

১৩ ধারা। খাজানা না দেওয়া প্রযুক্ত দণ্ডস্বরূপ স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা রহিত করা গেলে ও পাট্টাদার পাট্টার ঘরে উঠাইয়া দিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে যদি মোকদ্দমা শ্রবণ সময়ে পাট্টার বাকী খাজানা ও তাহার উপর সুদ ও মোকদ্দমার সম্পূর্ণ খরচা পাট্টাদাতাকে দেওয়া দিতে চাহেন কিম্বা আদালত যাহা প্রচুর বোধ করেন তাহার নিকটে সেই টাকা দিবার এবং জামীন দেন তাহা হইলে আদালত পাট্টাদারকে উঠাইয়া দিবার ডিক্রী না করিয়া ঐ দণ্ড হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ পাট্টা রহিত হইবার যোগ্য না হইবার মত পাট্টাদার ঐ পাট্টাই সম্পত্তি ভোগ করিবেন।

খাজানা না দিবার দণ্ড হইতে মুক্তির কথা।

১১৪ ধারা। স্পষ্টই কি ভাবে কোন স্থাবর সম্পত্তির পেটা-পাট্টা সম্বন্ধে পাট্টা ত্যাগ কি দণ্ডের কথা।

পাট্টা ত্যাগ করিলে পাট্টাদার খাজানার পরিমাণ ছাড়া প্রায়ই মূল পাট্টার নিয়ম ও স্বত্ব অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তির কি তদংশে পূর্ব্বে যে পেটাও পাট্টা দিয়াছিলেন তাহার কোন নিয়ম হইবে না। কিন্তু নূতন পাট্টা লইবার অভিপ্রায়ে পাট্টা ত্যাগ করা না গেলে পেটাও পাট্টাদার যে খাজানা দিতেন যে নিয়ম পালন করিতে আবদ্ধ পাট্টাদার সেই খাজানা লইতে ও সেই নিয়ম পালন করিতে পারিবেন।

উক্ত পাট্টা দণ্ড হইলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পেটাও পাট্টা ত্যাগ হইবে। কিন্তু পেটাও পাট্টাদারদিগকে প্রত্যুপকার পাট্টাদাতা হইতে। দণ্ডের যোগাড় করা যাইবে এই নিয়ম থাকিবে না।

১৫ ধারা। কোন সম্পত্তির পাট্টার কি পেটাও পাট্টার অধিকাল থাকিবার কথা।

পাট্টাদার পাট্টার বিচার হওয়ার পর ও ঐ সম্পত্তির অধিকার করিতে থাকিলে ও পাট্টাদার কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারী ঐ পাট্টাদারের বা পেটাও পাট্টাদারের নিকট খাজানা গ্রহণ করিয়া থাকিলে, কিম্বা অন্য প্রকারে তাঁহার অধিকার থাকিবার বিষয়ে সম্মতি জানাইলে ও প্রকারান্তরের স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে যে কালের নিমিত্ত ঐ সম্পত্তির পাট্টা দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন ১০৬ ধারার নিয়মে ঐ পাট্টা বৎসর২ কিম্বা মাস২ ধরিয়া চলিবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে ঘর ভাড়া দেন বলরাম মাসে ১০ টাকা ভাড়া লইয়া চন্দ্রকে ঐ ঘর ভাড়া দেন। পাঁচ বৎসর গত হইলেও চন্দ্র ঘরে থাকিয়া আনন্দকে ভাড়া দিয়া থাকেন চন্দ্রের পাট্টা মাসে২ যেন নূতন চলিতেছে।

(খ)। আনন্দ চন্দ্রের যাবজ্জীবন বলরামকে কোন মৌজা ইজারা দেন চন্দ্র মরিলেও বলরাম আনন্দের সম্মত ক্রমে ঐ মৌজা ভোগ করিতে থাকেন বলরামের পাট্টা বৎসর২ নূতন চলিতেছে।

১১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই অধ্যায়ের কোন বা সমুদয় বা কোন বিধান স্থানীয় কোন আইন চলিত থাকিলে তাহার বিধানের সহিত বা তদন্যথা যত দূর বিভিন্ন গেল বলিয়া প্রকাশ করেন তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলে কৃষিকার্য্যের পাট্টার প্রতি এই অধ্যায়ের বিধান বর্ত্তিবে না।

কৃষিকার্য্যের পাট্টা মুক্ত থাকিবার কথা।

উক্ত জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করাণের তারিখ অবধি ছয় মাস গত না হইলে ঐ জ্ঞাপনপত্র বলবৎ হইবে না।

---

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিনিময় বিষয়ক বিধি।

১১৭ ধারা। দুইপক্ষ পরস্পর এক দ্রব্যের স্বামিত্বের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্যের স্বামিত্ব দিতে চুক্তি করিলে ও তন্মধ্যে কোন দ্রব্য মুদ্রা না হইলে কিম্বা উভয়ই কেবল মুদ্রা হইলে ঐ ব্যাপারকে বিনিময় বলে।

বিনিময় শব্দের অর্থের কথা।

বিনিময় কার্য্য সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কেবল সেই প্রণালী মতে হস্তান্তর করিতে হইবে।

৮ ধারা। এক পক্ষ বিনিময়ে দ্বারা পাইবেন জন্য বিনিময়ে যে দ্রব্য দেওয়া গেল তাহার স্বামিত্ব দোষ থাকা প্রযুক্ত সেই দ্রব্য বা তাহার বিনিময় হইতে বঞ্চিত হইলে যদি তাহাদের চুক্তি না থাকে তিনি নিজ চক্ষুঃমতে হানিপূরণ পাইবার নিমিত্ত আপনি যে দ্রব্য দিলেন তাহা ফিরিয়া পাইবার যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন।

এক পক্ষ বিনিময়ে দ্বারা পাইলেন জন্য বিনিময়ে যে দ্রব্য দেওয়া গেল তাহার স্বামিত্ব না পাইলে তাহার বিনিময় বলে ও তাহার মতের কথা।

১১৯ ধারা। এই অধ্যায়ে যে স্থলের অন্যরূপ বিধান হইল সেই স্থলভিন্ন যে ব্যক্তি যাহা দেন তৎসম্পর্কে তাঁহার বিক্রেতার তুল্য স্বত্ব ও দায় থাকে, ও যিনি যাহা লন তৎসম্পর্কে তাহার ক্রেতার তুল্য স্বত্ব ও দায় থাকে।

উভয় পক্ষের স্বত্বের ও দায়ের কথা।

১২০ ধারা। মুদ্রার বিনিময় হইলে যে ব্যক্তি যে মুদ্রা দেন, দেওয়াতেই তিনি সেই মুদ্রার নির্দ্দোষিতার প্রতিভূ হন।

মুদ্রা বিনিময়ের কথা।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দানবিষয়ক বিধি।

১২১ ধারা। ইচ্ছাপূর্ব্বক ও বিনা মূল্যে দাতা নামে অভিহিত এক ব্যক্তি গ্রহীতা নামে অভিহিত অন্য এক ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট কোন বর্ত্তমান অস্থাবর বা সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দিলে, এবং গ্রহীতাকর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে তাহা গ্রহণ করা গেলে ঐ হস্তান্তর ব্যাপারকে 'দান' বলা যায়।

দান, শব্দের অর্থ।

দাতার জীবৎকালে ও তিনি দানকরণক্ষম থাকিতে গ্রহণ যে সময়ে করিতে হইবে, তাহার কথা।

দাতার জীবৎকালে ও তিনি দানকরণক্ষম থাকিতে উক্তরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে দান ব্যর্থ হয়।

১২২ ধারা। স্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে রেজিষ্টরী করা নিবন্ধপত্র দ্বারা হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। ঐ নিবন্ধপত্র দাতা কর্ত্তৃক বা তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহাতে অন্যূন দুইজন সাক্ষির স্বাক্ষর থাকিবে।

হস্তান্তর কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিতে হইবে তাহার কথা।

অস্থাবর সম্পত্তি দান করিতে হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে রেজিষ্টরী করা স্বাক্ষরিত উক্তিভিন্ন নিদর্শনপত্রদ্বারা কিম্বা সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া হস্তান্তর কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিবে।

বিক্রীত মাল যেরূপে সমর্পণ করা যায় সেইরূপে উক্তরূপ সমর্পণ করা যাইতে পারিবে।

২৩ ধারা। বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় সম্পত্তি দান করা গেলে শেষোক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে।

বর্ত্তমান ও ভাবী সম্পত্তির দানের কথা।

১২৪ ধারা। কোন বিভাজ্য দ্রব্য দুই কিম্বা তদধিক গ্রহীতাকে দান করা গেলে ও তন্মধ্যে একজন দান গ্রহণ না করিলে তিনি গ্রহণ করিলে যে স্বার্থ পাইতেন সেই স্বার্থ সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে।

কএক জনকে দান করা গেলে ও তন্মধ্যে একজন গ্রহণ না করিলে দ্বিতীয় জনের কথা।

১২৫ ধারা। যাহা দাতার ইচ্ছা সাপেক্ষ নহে এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনা ঘটিলে দান স্থগিত রাখিতে বা রহিত করিতে হইবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে এরূপ নিয়ম করিতে পারেন কিন্তু দাতার ইচ্ছা হইলেই দান সম্পূর্ণ বা অংশত রহিত করা যাইতে পারিবে উভয় পক্ষ এরূপ নিয়ম করিলে, ঐ দান সম্পূর্ণরূপে বা স্থল বিশেষে অংশত ব্যর্থ হইবে।

যে স্থলে দান স্থগিত রাখা বা রহিত করা যাইতে পারিবে। তাহার লেখা।

মূল্যের অভাব বা তাহা দিবার ত্রুটির স্থল ভিন্ন যে স্থলে চুক্তি হইলে তাহা অমান্য করা যাইতে পারিত সেই স্থলে দানও রহিত করা যাইতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত রূপে না হইলে দান রহিত করা যাইতে পারিবে না।

মোটিস না পাইয়া মূল্য দিয়া যাহারা হস্তান্তরক্রমে গ্রহণ করেন এবং যাহার কোন কার্য্যক্রমে তাঁহাদের স্বত্বের যে কোন বিঘ্ন হইবে, এরূপ দান করিতে হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আবদুল রহমান একটি ক্ষেত্র দিয়া বদরুদ্দীনের প্রতি এই স্বত্ব রক্ষা করেন যে আবদুলের পূর্ব্বে বদরুদ্দীন সন্তান সন্ততি রাখিলে আবদুল ঐ ক্ষেত্র পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন। কোন সন্তান সন্ততি না রাখিয়া আবদুলের জীবৎকালে বদরুদ্দীনের মৃত্যু হইল। এ স্থলে ঐ ক্ষেত্র পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(খ) আবদুল রহমানকে একলক্ষ টাকা দিয়া বদরুদ্দীনের সমভিব্যবহারে আবদুলের এই স্বত্ব রক্ষা করেন যে তিনি ইচ্ছামতে ঐ একলক্ষ টাকাহইতে ৯০ টাকা পুনর্গ্রহণ করিতে পারিবেন। ৯০ টাকা সম্বন্ধে দান নিষ্ক থাকিবে কিন্তু ১০০ টাকা সম্বন্ধে দান ব্যর্থ হইবে, ও শেষ বাকি টাকা আবদুলেরই থাকিবে।

১২৬ ধারা। যদি একই হস্তান্তরক্রমে একই ব্যক্তিকে কএকটি দ্রব্য দান করা যায় এবং তন্মধ্যে একটি দ্রব্য ভারযুক্ত থাকে ও অন্য গুলি তদ্রূপ না হয় তবে ঐ দান সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিলে গ্রহীতা ঐ দানের কিছুই পাইতে পারেন না।

ভারযুক্ত দানের কথা।

যদি দুই বা তদধিক ভিন্ন স্বতন্ত্র হস্তান্তরে একই ব্যক্তিকে কএকটি দ্রব্য দান করা যায় তবে তন্মধ্যে একটি উপকারজনক ও অন্যগুলি অপকারজনক হইলেও ঐ ব্যক্তি প্রথমটি গ্রহণ ও অন্য গুলি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

যে গ্রহীতা চুক্তি করিতে অক্ষম তিনি কর্ত্তব্য ভার যুক্ত কোন সম্পত্তি গ্রহণ করিলে ঐ গ্রহণ দ্বারা বদ্ধ হইবেন না। কিন্তু চুক্তি করিতে সক্ষম হইলে ও কর্ত্তব্য জ্ঞাত হইলে পর তিনি যদি ঐ সম্পত্তি রাখেন তবে তিনি উক্তরূপে বদ্ধ হন।

অযোগ্য ব্যক্তিকে ভারযুক্ত দান করিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) চিত্রপুরের স্ত্রীবুদ্ধিশীল লাইটহাউস কোম্পানিতে ও জগৎপুরের সঙ্কটালয় লাইট হাউস কোম্পানিতে আনন্দের শ্যার আছে। জগৎপুরের শ্যার সম্বন্ধে শীঘ্র ডাকিয়া বিক্রি চাহিয়া সম্ভাবনা আছে। দুই লাইট হাউস কোম্পানিতে আনন্দের যত শ্যার আছে তিনি তাহা বলরামকে দান করিলেন। বলরাম জগৎপুরের শ্যার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। সেই চিত্রপুরের শ্যার পাইতে পারে না।

(খ) আনন্দ কয়েক বৎসরের মিয়াদি পাট্টাক্রমে একটি বাটী ভাড়া লইয়া যে ভাড়া দিতে স্বীকার করেন তাহা তিনি ও তাঁহার প্রতিনিধিরা ঐ মিয়াদকালের নিমিত্ত দিতে বদ্ধ কিন্তু ঐ বাটীতে প্রজা রাখিলে তত ভাড়া পাওয়া যায় না। আনন্দ বলরামকে ঐ পাট্টা ও তিন ও স্বতন্ত্ররূপে কিয়ৎপরিমাণ টাকা দান করেন। বলরাম পাট্টা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। অস্বীকার করাতে তাঁহার টাকা পাইবার অধিকার নষ্ট হইবে না।

১২৭ ধারা। দাতার সমস্ত সম্পত্তি দান করা গেলে যে পরিমাণের সম্পত্তি থাকে সেই পরিমাণ পর্য্যন্ত ১২৬ ধারার নিয়মের নিয়মাধীনে দাতার দানকালীন সমুদয় ঋণের জন্য গ্রহীতা স্বয়ং দায়ী হইবেন।

সমস্ত সম্পত্তির গ্রহীতার কথা।

১২৮ ধারা। মৃত্যুর কল্পনা করিয়া যে অস্থাবর সম্পত্তি দান করা যায় এই অধ্যায়ের কোন কথা তৎসম্বন্ধে খাটিবে না, এবং মুসলমানদের ব্যবস্থাক্রমে যে কোন বিধি থাকে এই অধ্যায়ের কোন কথাক্রমে তাহার বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

মৃত্যুযোজক দান ও মুসলমান ব্যবস্থা সংরক্ষণের কথা।

---

৮ অষ্টম অধ্যায়।

মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

২৯ ধারা। দেওয়ানী আদালতে কোন দাওয়া উপস্থিত পাইবার হেতু বলিয়া গণ্য হইলে তাহা প্রবল কারণের নিমিত্ত বাস্তবিক মোকদ্দমা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক কিম্বা কারণের উদ্ভব হউক বা না হউক, ঐ দাওয়াকে মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া বলে।

মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়ার কথা।

৩০ ধারা। খাতক কিম্বা সম্পত্তি যাহার প্রতি বর্ত্তে তিনি কোন ঋণ কি অস্থাবর সম্পত্তিগত কোন অধিকার বর্ত্তে হস্তান্তর করিবার একপক্ষ না হইলে তাঁহাকে স্পষ্ট নোটিস না দেওয়া গেলে, তাঁহার বিপক্ষে ঐ হস্তান্তরকরণ প্রবল হইবে না, এবং ঐ খাতক কি উক্ত অন্য ব্যক্তি ঐ হস্তান্তর করণ কার্য্যের একপক্ষ না হইয়া ও তদ্বিষয়ের স্পষ্ট নোটিস না পাইয়া আপনার ঋণ লইয়া কি সম্পত্তি লইয়া যে কার্য্য করেন, তাহা ঐ হস্তান্তর করণের বিপক্ষে সিদ্ধ হইবে।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের টাকা ধারেন, বলরাম চন্দ্রের প্রতি ঐ ঋণ হস্তান্তর করেন। পরে বলরাম আনন্দের স্থানে ঐ টাকা দাওয়া করিলে আনন্দ ঐ ঋণ অন্যের প্রতি হস্তান্তরিত হইবার নোটিস না পাইয়া বলরামকে টাকা দেন। ঐ কার্য্য সিদ্ধ ও চন্দ্র ঐ ঋণ আদায়ের জন্য আনন্দের স্থানে নালিশ করিতে পারিবেন না।

(খ) আনন্দ বলরামের স্থানে স্বর্ণকারের নিকট গহনা গচ্ছিত রাখিয়া চন্দ্রের নিকট তাহার রসীদ করিয়া দেন। পরে আনন্দ নিমচাঁদের নিকট ঐ গহনার হস্তান্তরপত্র লিখিয়া দিলেন। বলরাম চন্দ্রের পক্ষে ঐ গহনার রসীদপত্রের নোটিস না পাইলে নিমচাঁদ তাঁহার নিকট ঐ হস্তান্তরপত্র আনিয়া ঐ গহনা লইয়া যায়। নিমচাঁদকে গহনা দেওয়া বলরামের ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। নিমচাঁদের বিপক্ষে চন্দ্রের প্রতিকার নাই।

১৩১ ধারা। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক নোটিস লিখিয়া দেওয়া যাইলে ও তাহাতে যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য হস্তান্তরকরেন তাঁহার, কিম্বা এতৎকার্য্যাপেক্ষে তাঁহার নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে।

নোটিস লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে হইবার কথা।

১৩২ ধারা। খাতক কিম্বা যে ব্যক্তির প্রতি সম্পত্তি বর্ত্তে তিনি উক্তরূপ নোটিস পাইলে ঐ হস্তান্তর কার্য্য সফল করিবেন। কিন্তু যদি খাতক ভিন্নাধিকার দেশে বাস করেন কিম্বা সম্পত্তি ভিন্ন দেশের অন্তর্গত থাকে ও যাহার অনুকূলে সেই হস্তান্তরকার্য্য করা যায় ঐ দেশের আইন অনুসারে যদি তাঁহার স্বত্ব সম্পূর্ণ না হয় তবে সফল করিবেন না।

খাতকের সেই হস্তান্তর কার্য্য সফল করিতে হইবার কথা।

৩৩ ধারা। যে স্থলে ঋণের হস্তান্তর কর্ত্তা খাতকের ঋণশোধন ক্ষমতা গরাণ্টী করেন তাহান্তরের চুক্তি না থাকিলে সেই স্থলে খাতকের হস্তান্তর কালীন ঋণশোধন ক্ষমতা সম্বন্ধেই এবং পণ্য উপলক্ষে হস্তান্তর করা গেলে ঐ পণ্যের পরিমাণ বা মূল্য পর্য্যন্ত ঐ গরাণ্টী খাটে।

খাতকের ঋণ শোধন ক্ষমতার গরাণ্টীর কথা।

১৩৪ ধারা। যে কদ্দমাযোগ্য দাওয়া বিক্রীত হইলে ক্রেতাকে মূল্য ও বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক খরচ ও ক্রেতা যে তারিখে মূল্য দেন সেই তারিখ অবধি ঐ মূল্যের সুদ দিলে যাহার বিরুদ্ধে ঐ দাওয়া থাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

দাওয়া বিক্রীত হইলে যাহার বিরুদ্ধে দাওয়া থাকে তাঁহার মুক্ত হইবার কথা।

(ক) বিক্রীত দাওয়া সহ উত্তরাধিকারির বা সহ-স্বামির নিকট বিক্রয় করা গেলে

(খ) মহাজনের যাহা পাওনা থাকে তাহা শোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট বিক্রয় করা গেলে,

(গ) উক্ত মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়ার নিয়মাধীন কোন সম্পত্তির অধিকারির নিকট বিক্রয় করা গেলে

(ঘ) দাওয়া সপ্রমাণ করিয়া কোন উপযুক্ত আদালত রায় দিলে কিম্বা দাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া তাহা রায়ের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিলে,

এই ধারার পূর্ব্বাংশের কোন কথা খাটিবে না।

৩৫ ধারা। কোন বিচারপতি উকীল কেরাণী বেতনিক বা বিচারালয় সংক্রান্ত অন্য কোন কর্ম্মচারী যে আদালতে কর্ম্ম করেন সেই আদালতের বিচারাধিপত্যাধীন কোন মোকদ্দমাযোগ্য দাওয়া ক্রয় করিতে পারিবেন না।

বিচারালয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদের অক্রয়কার কথা।

১৩৬ ধারা। ঋণ কি দায় যে ব্যক্তির প্রতি হস্তান্তর করা যায় হস্তান্তরকারির প্রতি হস্তান্তরকরণের তারিখে যে সকল দায় বর্ত্তিত তিনি সেই সকল দায় স্বীকার করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন।

ঋণ হস্তান্তর করিলে গ্রহীতার দায়ের কথা।

উদাহরণ।

কোন প্রকাশ্য কোম্পানি হইতে প্রতারণা করিয়া আমাদের নামে ডিবেঞ্চর (অর্থাৎ ঋণদায়পত্র) দেওয়া যায়। আমাদের বন্ধু যেহেতু ঐ ঋণদায়পত্র বিক্রয় করিয়া তাঁহার প্রাপ্য হস্তান্তর করা যেন কিছু বলরাম ঐ প্রতারণার কথা জানিতেন না। বন্ধু যেহেতু ঐ ঋণ দায়পত্র অনিষ্ট।

১৩৭ ধারা। বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎঋণের প্রতিভূ স্বরূপে যে ঋণ হস্তান্তরিত করা যায় মূল ঋণ হস্তান্তরকারী কি গ্রহীতা আদায় করিলে তাহা প্রথমত উক্ত আদায়ের খরচা দিতে ও দ্বিতীয়ত যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহা শোধ দিতে প্রয়োগ করিতে হইবে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হস্তান্তরকারির হইবে।

বন্ধকী ঋণের কথা।

৩৮ ধারা। ১৩৭ ধারার বিধান স্থল ছাড়া ক্রয়ের বিক্রয় নিদর্শনপত্রের প্রতি এই অধ্যায়ের কোন কথা খাটে না।

ক্রয়বিক্রয় নিদর্শনপত্র বর্জ্জিত হইবার কথা।

তফসীল।

(ক) রাজবিধি।

সাল ও অধ্যায়।	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৩৮ সালের ১৭ আইনের ১ অধ্যায়	ব্যবহার বিষয়ক	সমুদয়
ঐ সালের ও সেরিফ ও বহরের আইনের ১৬অধ্যায়।	প্রজ্ঞপ্ত বন্ধক বিষয়ক।	না।

(খ) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
১৮৪২ সালের ২৯ আ	বন্ধন ও মুক্তিপত্র বিষয়ক।	সমুদয়
১৮৫৪ সা ৩১ আ	ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম বিষয়ক।	১৭ ধারা।
১৮৫৫ সা ১১ আ	ওয়ারিসান ও উত্তরাধিকার বিষয়ক।	১ ধারা ও আদালত ও জেলুরাদের এবং কথা ওয়ারিসানের বিষয়ের ও ও রাশি সাহেবদাদের বসীয়া নিরূপণ করা।
১৮৬৬ সা ৭ আ	কারিগরদীগের ন্যায় ধারি বিষয়ক	৩১ ধারা।
১৮৭২ সা ৪ আ	পঞ্জাবের আইন বিষয়ক।	১৭ ৮ সালের বঙ্গদেশীয় ১ আইনের ও ১৮ ৬ সালের ১৭ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর।
১৮৭৫ সা ২ আ	মধ্যপ্রদেশের আইন বিষয়ক।	১৭৯৮ সালের বঙ্গদেশীয় ১ আইনের ও ১৮৬১ সালের ৭ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর।
১৮৭৬ সা ১৮ আ	অযোধ্যা দেশের আইন বিষয়ক	১৮ ৬ সালের বঙ্গদেশীয় ১৭ আইনের সহিত যত দূর সম্পর্ক থাকে তত দূর।
১৮৭৭ সা ১ আ	বিশেষ উপকার বিষয়ক।	৩৫ ও ৩৬ ধারা ভিন্ন সমুদয়।

(গ) আইন।

সাল ও নম্বর।	বিষয়।	যত দূর রহিত হইল।
বঙ্গদেশীয় ১৭৯৮ সা ১ আ	কটকবাসী বিষয়ক	সমুদয় আইন।
বঙ্গদেশীয় ১৮৬৬ সা ১৭ আ	উদ্ধারকরণ বিষয়ক	সমুদয় আইন।
বোম্বাইয়ের ১৮৭৭ সা ৫ আ	ভোগাধিকার প্রাপ্তবয়স্ক গ্রহীতা বিষয়ক।	১২ ধা।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAY, M. A., B. L.

Legislative Secretary.

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুত এডউইন য বল্ লুইস সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1162—740—87 7 81

Numb 2192 ২১৯২ [REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

BOTTERBAKH PUBLIC LIBRARY

TUESDAY, AUGUST 2 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

CONTENTS

	Page
Part I —Resolutions Order and Notifications of the Government of India	Nil
Part II —Resolutions Order and Notifications of the Lieut Governor of Bengal	589—619
Part III —Acts of the Legislative Council of India	Nil
Part IV —Bills of the Legislative Council of India	Nil
Part V —Acts of the Bengal Council	87—88
Part VI —Bills of the Bengal Council	Nil
Part VII —Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	91—99
Part VIII —Advertisements	517—536

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড —ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ ও বিজ্ঞাপন	নাই।
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৫৮৯—৬১৯
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৮৭—৮৮
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	৯১—৯৯
অষ্টম খণ্ড।—বিজ্ঞাপন প্রকাশ	৫১৭—৫৩৬

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

NOTIFICATION

The 25th July 1881.—The following programme of His Honor the Lieutenant Governor's approaching tour is published for general information.—

Darjeeling	Date of departure	8th August
Rungpore	" arrival	9th "
	" departure	Do "
Dhubri	" arrival	Do "
	" departure	11th "
Dacca	" arrival	12th or 13th "
	" departure	15th or 16th "
Backergunge	" arrival	Ditto "
	" departure	17th or 18th "
Khoolna	" arrival	18th or 19th "
	" departure	20th or 21st "
Canning	" arrival	22nd or 23rd "
	" departure	Ditto "
Calcutta	" arrival	23rd or 24th "

HORACE A. COCKERELL,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 3121A.

GENERAL.—*The 19th July* 1881.—The Civil Surgeon of Monghyr is appointed under Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act), to be certifying Surgeon for the whole of that district.

The 22nd July 1881.—Mr. C. J. O'Donnell, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Jessore is allowed leave for one month under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from any date, not earlier than the 24th proximo, on which he may avail himself of it.

Baboo Bhoorub Nath Palit, Deputy Magistrate and Deputy Collector Rungpore is allowed leave for one month under Section 127, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Mr. A. C. Mackertich, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved.

Mr. R. R. Pope, Assistant Magistrate and Collector, Chittagong is transferred temporarily to the Chittagong Hill Tracts and is posted to the Sudder Station of that district.

The 23rd July 1881.—Mr. R. M. Waller Officiating Deputy Commissioner of Lohardugga on leave, is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of Deputy Commissioners, with effect from the afternoon of the 12th instant, *vice* Mr. W. B. Oldham.

Major C. H. Garbett, Deputy Commissioner of Singbhoom, is appointed to act in the Second Grade of Deputy Commissioners with effect from the afternoon of the 12th instant, during the absence on leave, of Mr. R. M. Waller or until further orders.

Mr. L. R. Forbes Officiating Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts, is appointed to act until further orders in the Third Grade of Deputy Commissioners, with effect from the afternoon of the 12th instant *vice* Major C. H. Garbett, promoted.

The 24th July 1881.—Mr. E. E. Lewis, Commissioner of the Chittagong Division, is allowed leave for two months and twenty six days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 23rd proximo.

Mr. J. Ware Edgar, C.S.I., Officiating Magistrate and Collector of Chumparun, is appointed to act as Commissioner of the Chittagong Division, during the absence, on leave, of Mr. E. E. Lewis or until further orders.

Mr. H. M. Tobin, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Sewan, Sarun is appointed to act temporarily as Magistrate and Collector of Chumparun, *vice* Mr. J. Ware Edgar, C.S.I.

[*Government Gazette, 2nd August* 1881.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৪ জুলাই।—বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা ক্রমে গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

৮	আগষ্ট তারিখে	দার্জিলিঙ্গ হইতে যাত্রা করিবেন।
৯	,,	রংপুর পঁহুছিবেন।
ঐ	,,	রংপুর হইতে যাত্রা করিবেন।
ঐ	,,	ধুবড়ি পঁহুছিবেন।
১১	,,	ধুবড়ি হইতে যাত্রা করিবেন।
১২ বা ১৩	,,	ঢাকায় পঁহুছিবেন।
১৫ বা ৬	,,	ঢাকা হইতে যাত্রা করিবেন।
ঐ	,,	বাকরগঞ্জে পঁহুছিবেন।
১৭ বা ৮	,,	বাকরগঞ্জ হইতে যাত্রা করিবেন।
৮ বা ৯	,,	খুলনায় পঁহুছিবেন।
২০ বা ২১	,,	খুলনা হইতে যাত্রা করিবেন।
২২ বা ২৩	,,	কালিঙ্গে পঁহুছিবেন।
ঐ	,,	কালিঙ্গ হইতে যাত্রা করিবেন।
২৩ বা ২৪	,,	কলিকাতায় পঁহুছিবেন।

হরেন্স এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

৩১২১Δ নম্বর।

সাধারণ।— ১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—মুঙ্গেরের সিবিল চিকিৎসক উক্ত জিলার সর্ব্বত্র ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারামতে সর্টিফিকেট দিবার পদের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২২ জুলাই।— যশোহরের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি জে, ওডে সেল সাহেব আগামি মাসের ২৪ তারিখ অবধি যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধি পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবনাথ পালিত যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ২৭ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ সি মাকার্টিক সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চট্টগ্রামের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর আর পোপ সাহেব বিরহকালের নিমিত্ত চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর লোক মে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।— শ্রীযুক্ত ডবলিউ বি, ওলডহাম সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত আর, এম ওয়াসন সাহেব এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী কমিশনরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত আর এম ওয়াসন সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সিংহভূমের ডেপুটী কমিশনর মেজর শ্রীযুক্ত সি এচ, গার্ব্বেট সাহেব এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ডেপুটী কমিশনরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মেজর শ্রীযুক্ত সি, এচ, গার্ব্বেট সাহেবের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের একটিং ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত এল আর, কর্ব্বল সাহেব, এই মাসের ১২ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ডেপুটী কমিশনরদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৪ জুলাই।—চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনর শ্রীযুক্ত ই, ই, লোইস সাহেব, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি সালের ২৩ তারিখ অবধি দুই মাস ছাব্বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত ই, ই, লোইস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চাম্পারণের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে ওয়ার এডগার সাহেব, সি, এস আই, চট্টগ্রাম খণ্ডের কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, ওয়ার এডগার সি এস, আই, সাহেবের পরিবর্ত্তে সারণের অন্তর্গত সেওয়ানের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, এম, টরিন্স সাহেব বিরহকালের নিমিত্তে চাম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

The 25th July 1881 —Mr A C Tute, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector of Dacca, is allowed leave for twenty one days, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

The 26th July 1881 —Baboo Sarada Prosad Sarkar Deputy Magistrate and Deputy Collector Fenny River Division Noakholly on leave is transferred to Moorshedabad and is posted to the Sudder Station of that district

Moonshee Dedar Bux temporary Sub Deputy Collector Jajpore Cuttack is allowed leave for two months under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Nityanund Chowdhry is appointed to act as Sub Deputy Collector of Jajpore in the district of Cuttack during the absence on leave of Moonshee Dedar Bux or until further orders

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector on furlough, is posted to the Sudder Station of the 24 Pergunnahs

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs having joined his appointment on the afternoon of the 20th instant the unexpired portion of the furlough granted to him under the orders of the 22nd ultimo is cancelled

Moulvi Hussmut Hossein is appointed to act as Sub Deputy Collector of Hajeepore, in the district of Mozufferpore during the absence on leave of Baboo Sree Nath Chatterjee or until further orders

Mr F W Collin Assistant Magistrate and Collector, is posted to the Sudder Station of the 24 Pergunnahs

Mr C F Manson Deputy Magistrate and Deputy Collector in charge of the Damin Forest in the Sonthal Pergunnahs is posted to the Sudder Station of that district

Mr T D Moran, temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Doomka, Sonthal Pergunnahs is appointed to have charge of the Damin Forests in that district

Mr F L Piffard Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Sonthal Pergunnahs is posted temporarily to Deoghur

Baboo Sreenath Gupta Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Maldah, is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

This cancels the orders of the 8th instant transferring Baboo Sreenath Gupta to the district of Balasore and vesting him with the powers of a Magistrate of the First Class

ZOOLOGICAL GARDENS —*The 25th July* 1881 —Mr F Schuller is appointed temporarily to be a member of the Committee of Management of the Zoological Gardens at Alipore vice Mr L Schwendler

POLICE —*The 19th July* 1881 —Mr V W Bertelsen Assistant Superintendent of Police reported his departure from India on furlough on the 23rd June 1881

The 20th July 1881 —Mr D J Poole Assistant Superintendent of Police Purneah, is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the afternoon of the 1st instant

The 22nd July 1881 —Colonel W Gordon, District Superintendent of Police Howrah is allowed leave for two months and twenty days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Mr H N Harris District Superintendent of Police Rungpore, is appointed to act as District Superintendent of Police Howrah, during the absence, on leave of Colonel W Gordon or until further orders

Mr R P Guise Assistant Superintendent of Police, Shahabad, is appointed to act as District Superintendent of Police Rungpore, during the absence, on deputation of Mr H N Harris or until further orders

The 26th July 1881 —The services of Mr R A D Bignell Assistant Superintendent of Police are placed at the disposal of the Government of India in the Foreign Department

Mr W D Abercrombie, Officiating Assistant Superintendent of Police, Gya is transferred to Shahabad

[*Government Gazette 2nd August* 1881]

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—ঢাকার একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ সি, ট্রাট সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারা মতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—নওয়াখালীর অন্তর্গত বেগমগঞ্জ মহকুমার ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসাদ সরকার, মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

কটকের অন্তর্গত বাজপুরের কিয়ৎকালীন সব- ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মুন্সী দেদারবক্স যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ১১৩ ধারা মতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

"শ্রীযুক্ত মুন্সী দেদার বক্সের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ ঘোষ, বি, এ, কটক জিলার অন্তর্গত বাজপুরের সব- ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

নিয়মিত ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২৪ পরগনার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এই মাসের ২০ তারিখের অপরাহ্নে আপন কর্ম্ম গ্রহণ করাতে গত মাসের ২২ তারিখের আজ্ঞামতে যে নিয়মিত ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত মৌলবী হসনৎ হুসেন মজফরপুর জিলার অন্তর্গত হাজিপুরের সব ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই ডবলিউ, কলিন সাহেব ২৪ পরগনার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দামিন রামের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী-কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, এফ মাক্সান সাহেব উক্ত জেলার সদরমোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত টি ডি মোরান সাহেব উক্ত জিলার অন্তর্গত দামিন রামের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সাঁওতাল পরগনার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, ই, পিকার্ড সাহেব কিয়ৎকালের নিমিত্তে দেবগড়ে অবস্থাপিত হইলেন।

মালদহের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ৩ মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ গুপ্তকে বালেশ্বর জিলায় প্রেরণ ও তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাদান বিষয়ক এই মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—শ্রীযুক্ত এন, সেলডনর সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত এফ, গিলবর সাহেব আলিপুরস্থ পশুপক্ষ্যাদি প্রদর্শনার্থ উদ্যান বিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে কিয়ৎকালের জন্যে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসী বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বি, ডবলিউ, বর্টেলসেন সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের ২৩ জুনে ভারতবর্ষহইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

১৮৮১ সাল ২০ জুলাই।—পুরনিয়ার পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডি, জে, পুল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১ তারিখের অপরাহ্ন অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২২ জুলাই।—হাবড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত ডবলিউ, গর্ডন সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুক্ত ডবলিউ গর্ডন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রঙ্গপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ, এন, হারিস সাহেব হাবড়ার পুলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজ কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ, এন, হারিস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাবনার পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত আর, এফ, গাইস সাহেব রঙ্গপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত আর, এ, ডি, বিগসেল সাহেব কন্সিল্ ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

পরে পোলীসের একটিং আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ডি, আবরক্রম্বি সাহেব পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

EDUCATION —*The 19th July* 1881 —Baboo Baburam Chatterjee, M A, is appointed temporarily to act as a Lecturer in Mathematics in the Presidency College, with effect from the 1st instant

The 20th July 1881 —Baboo Juggut Doorlub Byack Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Deoghur Sonthal Pergunnahs is appointed to be a member of the Sub-divisional School Committee of Deoghur *vice* Baboo Chunder Narain Goopta on leave

MEDICAL —*The 21st July* 1881 —Assistant Surgeon Amrita Lal Dass attached to the Mymensing Dispensary was in medical charge of the Civil Station of that district from the 27th February to the 10th March 1881

Assistant Surgeon Jogendro Nath Ghose, attached to the Motihari Dispensary, was in medical charge of the Civil Station of Chumparun from the 15th to the 27th April 1881

The 23rd July 1881 —Assistant Surgeon Poorna Chunder Banerjee attached to the Emambarah Hospital, Hooghly was in medical charge of the Civil Station of that district from the 16th May to the 14th June 1881

Assistant Surgeon Abhaya Kumar Sen a Supernumerary at the Presidency is appointed temporarily to have medical charge of the Civil Station of Noakholly *vice* Mr T Lyons

The 26th July 1881 —Surgeon Major M Knox is appointed to have medical charge of the Dinapore Lock Hospital in addition to his other duties with effect from the 1st May last, *vice* Surgeon Major E Wilkes, on leave

FORESTS —*The 22nd July* 1881 —Mr W Johnston Officiating Assistant Conservator of Forests of the First Grade is confirmed in that grade with effect from the 9th May 1881

ECONOMIC MUSEUM —*The 23rd July* 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the local Economic Museum Committee, Dacca —

Mr I I Platts *vice* Mr W H Westland
Baboo Kristo Chunder Roy, *vice* Baboo Deno Nath Sen
" Okhoy Coomar Sen *vice* Baboo Radhica Mohun Roy

MUNICIPAL —*The 22nd July* 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the South Suburban Municipality, of Rai Jadub Chunder Ghose Bahadoor to be their Vice Chairman for 1881 82

Baboo Kadar Nath Banerjee is appointed to be a Commissioner of the South Barrackpore Municipality in the district of the 24 Pergunnahs

The 20th July 1881 —Syad Mozuffer Ali is appointed to be a Commissioner of the Lalbagh Municipality in the district of Moorshedabad, *vice* Syad Nadair Hossein

ROAD CESS —*The 20th July* 1881 —Baboo Ram Taruk Mookerjee, Inspector of Police Cutwa Burdwan is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee of Cutwa

The 20th July 1881 —Baboo Shyamadhub Roy Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Hooghly, is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of that district

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal.

NOTIFICATION

The 23rd July 1881 —Mr A C Mackertich Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong Hill Tracts having passed the Examination in the Lushai language in accordance with the rules laid down in Appendix V to the Departmental Examination Rules of the 18th November 1879 is authorised to draw the prescribed reward of Rs 1,000

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal.

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৯ জুলাই।—শ্রীযুক্ত বাবু বাদুরাম চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, এই মাসের ১ তারিখ অবধি কিয়ৎ কালের নিমিত্তে প্রেসিডেন্সি কালেজে অঙ্কবিদ্যার উপদেশকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত হুগলী নওয়াতে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেবগড়ের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অগদ্বন্ধু ভদ্র বসাক দেবগড় মফস্বলের স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২১ জুলাই।—ময়মনসিংহের ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাস ৮৮১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অবধি ৩০ মার্চ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

মতিহারির ঔষধালয়ে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ অবধি ২৭ তারিখ পর্য্যন্ত চাম্পারণের সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—হুগলীর এমামবারা হাস্পাতালে নিযুক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮১ সালের ১৬ মে অবধি ১৫ জুন পর্য্যন্ত উক্ত জিলার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত টি, লিয়ন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার সেন কিয়ৎকালের নিমিত্তে নওয়াখালির সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—সর্জন-মেজর শ্রীযুক্ত ই, উইলকিন্স সাহেব হুগলী নওয়াতে সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত এম, নক্স সাহেবের আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত গত মে মাসের ১ তারিখ অবধি দানাপুর লাক হাস্পাতালের চিকিৎসাকার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বনবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২২ জুলাই।—প্রথম শ্রেণীর একটি আসিষ্টাণ্ট বনরক্ষক শ্রীযুক্ত ডবলিউ জনসন সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৯ তারিখ অবধি সেই শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ইকনমিক মিউসিয়ম বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকার স্থানীয় ইকনমিক মিউসিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এচ, গুয়েদরঅল সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত এফ, টি পাটন সাহেব।
,, বাবু দীননাথ সেনের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
,, বাবু রাধিকামোহন রায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২২ জুলাই।—দক্ষিণ শাহাবাদের মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুক্ত রায় মানবচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত নাঙ্গল বারা চপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৫ জুলাই।—শ্রীযুক্ত সৈয়দ নাসিরহুসেনের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত সৈয়দ মজফরআলি মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত লালবাগ মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার পোলীসের ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামতারক মুখোপাধ্যায় কাটোয়ার শাখাপথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—হুগলীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় উক্ত জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ, কফেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৩ জুলাই।—চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, সি, মাকার্টিক সাহেব, কার্য্যবিভাগ সংক্রান্ত পরীক্ষা বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১৮ নবেম্বরের বিধির ২ পরিশিষ্টের লিখিত বিধি অনুসারে লুসাই ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়াতে নির্দ্দিষ্ট ১০০০৲ টাকা পুরস্কার গ্রহণের অনুমতি পাইলেন।

হরেস এ, কফেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

NOTIFICATION

The 26th July 1881 —Under the powers vested in him by Section 1 of Act V (B C) of 1880, The Bengal Vaccination Act, the Lieutenant-Governor hereby declares his intention to extend the provisions of the said Act to the Municipality of Pubna.

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 26th July 1881 —In continuation of the notification dated the 12th July 1881, published in the *Calcutta Gazette* of the 13th idem (Part I, page 714), and in further modification of the schedule published with the notification of this Government, dated the 18th August 1879, in the *Calcutta Gazette* of the 20th August 1879 (Part I, page 841), the Lieutenant-Governor is pleased to direct, in accordance with the provisions of Section 56, Act XII of 1875 (the Indian Ports Act), that the rate of port dues payable on vessels entering the Port of Calcutta in ballast be reduced from three annas to two annas and three pies per ton with effect from the 1st October 1881

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 26th July 1881 —In modification of the Marine Notification dated the 9th July 1879, which was published at Part I, page 715 of the *Calcutta Gazette* of the 16th July 1879, specifying the boundaries of the Port of Chittagong, the Lieutenant Governor has been pleased to order that the south west boundary shall in future be as follows —

To the south west —A line drawn across the river Kharnafooles from the boundary pillar at the mouth of the Masah Khallee to the boundary pillar on the opposite bank at the northernmost point of Lurkea Char

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No. 3122A

The 19th July 1881 —Mr Raj Kisson Sen, Barrister at Law Moonsif of Monghyr is promoted to the Second Grade of Moonsifs, *vice* Baboo Dinobundhoo Roy

The 25th July 1881 —Baboo Jagut Bundhoo Dutt, Moonsif of Chittagong, is appointed to be a Moonsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at the Sudder Station of that district, *vice* Baboo Doorga Churn Sen

Baboo Doorga Churn Sen, Moonsif of Burrisal, in the district of Backergunge, is appointed to be a Moonsif in the district of Chittagong, and to be ordinarily stationed at the Sudder Station of that district *vice* Baboo Jagut Bundhoo Dutt

The 26th July 1881 —Mr H H Risley, Assistant Commissioner, Hazareebagh, is vested with the powers of a Subordinate Judge

Mr H P Peterson, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector in charge of the Goalundo division of the Furreedpore district, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Nattore Bench, in the district of Rajshahye, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Mohim Chunder Roy L M S, Medical Practitioner

Moulvi Fuzlar Rahuman Khan

Baboo Kamal Chunder Mozoomdar, Head Master, Nattore Anglo Persian School

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোবিন্দে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আ ইনের ১ ধারাকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি উক্ত আইনের বিধান পাবনা মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৩ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৭১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ১২ তারিখের বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে এবং ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসের ২০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৮৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এই গবর্ণমেন্টের ১৮৭৯ সালের ৮ আগষ্টের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে প্রকাশিত তফসীল আরো পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ভারতবর্ষীয় বন্দর বিষয়ক ১৮৭৫ সালের ১২ আইনের ৫৬ ধারার বিধানমতে এই আদেশ করিলেন যে নিম্নে বোঝাই করিয়া যে সকল জাহাজ কলিকাতা বন্দরে প্রবেশ করে তাহাদের বন্দরীয় মাশুলের হার ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখ অবধি ৶ আনা হইতে কমিয়া ৵৫ দুই আনা এক পয়সা হইবে।

এ মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—১৮৭৯ সালের ১৬ জুলাইর কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৭১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চট্টগ্রাম বন্দরের সীমা নির্দ্দেশ বিষয়ক সমুদ্র সম্পর্কীয় ১৮৭৯ সালের ৯ জুলাইর বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ইহার পর নিম্নলিখিত দক্ষিণ পশ্চিম সীমা হইবার আদেশ করিলেন।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকে।—মহিষখালির মোহানার সীমা নিরূপক স্তম্ভ হইতে অপর পারে লক্ষীয়া চরের অতি উত্তর বিশেষ স্থানে সীমা নিরূপক স্তম্ভ পর্য্যন্ত কর্ণফুলি নদীর উপর দিয়া যে রেখা টানা যায় তাহা।

এ মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

৩১২৯ A নম্বর।

৮৮ সাল ১৯ জুলাই।—শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু রায়ের পরিবর্ত্তে মুন্সেফের মুনসেফ বারিষ্টার আট ল শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ সেন মুনসেফদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।—শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ সেনের পরিবর্ত্তে চট্টগ্রামের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু দত্ত বাকরগঞ্জ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত উক্ত জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু দত্তের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশালের মুনসেফ, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ সেন চট্টগ্রাম জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত উক্ত জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই। হাজারিবাগের আসিষ্টান্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত এচ, এচ বিসলি সাহেব, সব ডিভিজনেট জজের ক্ষমতা পাইলেন।

ফরীদপুর জিলার অবৈতনিক মোহালের মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, পি পিটরসন সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথচন্দ্র রায়, এল, এম, এস।
শ্রীযুক্ত মৌলবী কজলার রহমান খাঁ।
নাটোরের আংগ্লো পারসী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কমলচন্দ্র মজুমদার।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট]

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS.—*The 21st July* 1881.—Baboo Brijo Mohun Pershad, First Moonsif of Durbhunga, is allowed leave for fourteen days, under Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from the 2nd August 1881.

The 23rd July 1881.—Baboo Premchand Pal, Moonsif of Julpigoree, is allowed leave for fifteen days, under Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it.

HORACE A. COCKERELL,
Secy. to the Govt. of Bengal.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.—BENGAL.

The 21st July 1881.

No. 199.—*Leave.*—Mr. E. Behrmann, Assistant Engineer, First Grade, who is under transfer to Bengal, is granted privilege leave for two months and sixteen days, under Section 166 of the Civil Leave Code.

The 25th July 1881.

No. 200.—*Notification.*—With reference to Notification No. 46 of the 25th April last, Mr. L. W. P. Foster, Executive Engineer, Third Grade, Eastern Sone Division, returned to duty on the afternoon of the 15th instant.

No. 201.—*Transfer.*—Mr. L. W. P. Foster, Executive Engineer, Third Grade, is transferred in the interests of the public service from the Eastern Sone to the Buxar Division, and will be in charge of the latter division during the absence on deputation of Mr. R. B. Buckley, or until further orders.

No. 202.—*Leave.*—Mr. W. deW. Peel, Executive Engineer, Fourth Grade, Northern Bengal State Railway, is granted three months' special leave, under Government of India Public Works Department Resolution Nos. 079-80 of 6th February 1880, with effect from 1st August 1881, or such date as he may avail himself of it.

No. 203.—*Notification.*—With reference to Notification No. 56 of the 2nd May last, Mr. W. B. Cowther, Assistant Engineer, Second Grade, East Calcutta Division, returned to duty on the forenoon of the 18th July 1881.

RAILWAY.

The 25th July 1881.

No. 204.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for brick field of East Indian Railway in the village of Saggurbungah, pergunnah Silampore, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 3 acres 1 rood and 22 perches, or 10 beighas 4 cottahs and 15 chittacks of standard measurement, bounded on the north by Trovluckho Nath Chuckerbutty and others' jote land, south by railway line, east by chowkidari chakran land, and west by the land required to be taken up for East Indian Railway along with this plot, is required within the aforesaid village of Saggurbungah.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern.

No. 205.—*Declaration.*—Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz., for a brick field of East Indian Railway in the village of Saggurbhanga, pergunnah Silampore, zillah Burdwan, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less, 12 bergahs 16 cottahs of standard measurement, bounded on the north by

মুনসেফদের ছুটী।— ১৮৮১ সাল ২১ জুলাই।— ঘারভঙ্গার প্রথম মুনসেফ শ্রীযুত বাবু ত্রজমোহন প্রসাদ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ২ তারিখ অবধি চৌদ্দ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।—জলপাইগুড়ির মুনসেফ শ্রীযুত বাবু প্রেমচান পাল যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেল এ, ফ্রেজর
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ২১ জুলাই।

৯৯ নম্বর।—ছুটী।— বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তমান প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই বেহর্ম্মস্ সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৬ ধারামতে দুই মাস ষোল দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।

২০০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—গত আশ্বিন মাসের ২৫ তারিখের ৪৬ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে পূর্ব্ব বোধ খণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই ডবলিউ পি ফষ্টর সাহেব এই মাসের ৫ তারিখের অপরাহ্নে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

২০১ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত আর, বি বকলে সাহেবের অনুপস্থিতি কালে যখন যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ই ডবলিউ পি ফষ্টর সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে পূর্ব্ববোধ খণ্ড হইতে বঙ্গার খণ্ডে প্রেরিত হইয়া শেষোক্ত খণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবেন।

২০২ নম্বর।— ছুটী।— বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণীর একজেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ ডি ডবলিউ পীল সাহেব ১৮৮১ সালের ১ আগষ্ট অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারির ৩৭৯ ৮০ নং নিদ্ধারণমতে তিন মাসের বিশেষ ছুটী পাইলেন।

২০৩ নম্বর।— বিজ্ঞাপন।— গত মে মাসের ২ তারিখের ৪১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে কলিকাতার প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডবলিউ বি গবর সাহেব ১৮৮১ সালের ৮ জুলাইর পূর্ব্বাহ্নে কর্ম্মে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।

২০৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সিলামপুর পরগনার সাগরবক্ষ গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইষ্টেশনের নিমিত্তে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সাগরবক্ষ গ্রামে কষ্টিয়তে ন্যূনাধিক ৩ একর ১ রুড ২১ পোল অর্থাৎ ১ /৫৬৬ টাকা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির খোত জমি, দক্ষিণ সীমা রেল পথ, পূর্ব্ব সীমা চৌকীদারী চাকরান জমি, ও পশ্চিম সীমা এই ভূমি খণ্ডের সঙ্গে ২ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২০৫ নম্বর —বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত সিলামপুর পরগনার সাগরবক্ষ গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইষ্টেশনের নিমিত্তে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সাগরবক্ষ গ্রামে কষ্টিয়তে ন্যূনাধিক ১২৬১ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।—উক্ত ভূমির উত্তর সীমা জীবন মণ্ডলের

Jeebon Mundle's jote land south by the railway line, east by the plot of land belonging to Government and held by Bengal Coal Company on lease, and west by Jeebon Mundle's jote land is required within the aforesaid village of Saggurbhanga

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 206 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the extension of the Kowrea and Dhurla Tramway line in the 3rd section from 2nd mile post to Fatehgachha Ghât on the river Dhurla, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring 2 400 feet in length and 100 feet in width and containing an area of 16 beegahs 13 cottahs 5 chittacks 15 square feet more or less, is required in the district of Rungpore

The said strip of land is for the most part situated in the mouzah of Arazi Bhogdangah Nowabosh pergunnah Bhetarbund

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all to whom it may concern

The 26th July 1881

No 208 —*Leaves* —With reference to Notification No 167 of 27th December last, Mr S C Roberts Deputy Revenue Superintendent, Second Grade Orissa Canals has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of four months' special leave without pay

No 209 —Privilege leave for two months and thirteen days is granted to Mr G M, Drury Traffic Superintendent Northern Bengal State Railway with effect from 9th August 1881, or such subsequent date as he may avail himself of it

No 210 —*Notification* —Mr G S Leonard Assistant Traffic Superintendent is appointed to officiate as Traffic Superintendent Northern Bengal State Railway during the absence of Mr Drury, on privilege leave or until further orders

CIVIL BUILDINGS

No 211 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for the Cuttack Telegraph Office in mouzah Shahanazpore, pergunnah Bahkrabad &c in the town of Cuttack, it is hereby declared that for the above purpose, a piece of land measuring more or less 4 acres 1 rood 32 poles and 181 square feet of standard measurement bounded on the north by the City Protective Embankment, east by the Commissioner's Office, and south and west by the public roads, is required within the aforesaid town of Cuttack

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major*, M S C
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

যোত জমি দক্ষিণ সীমা রেল পথ পূর্ব্ব সীমা গবর্ণমেন্টের যে ভূমি খণ্ড বেঙ্গল কোল কোম্পানি পাট্টা করিয়া লইয়াছেন তাহা, ও পশ্চিম সীমা জীবন মণ্ডলের জমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারায় বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২০৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় মাইল নিরূপক স্তম্ভ হইতে ধরলা নদীর তটে পাঁচগাঁ স্থানে যাইবার জন্য কোলিয়া ও ধরলা ট্রামওয়ে পথ বৃদ্ধি করিবারজন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ করাতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে রঙ্গপুর জিলায় ২৪০০ ফুট দীর্ঘ ও ১০০ ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূন ৩।৩৩/ ইটাক ১৫ বর্গ ফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমির অধিকাংশ ভেতরবন্দ পরগনার আরোলি জোগদাঙ্গা লওয়াবাস মৌজায় স্থিত।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮৮ সাল ২৬ জুলাই।

২০৮ নম্বর।—ছুটী।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর স্টেট সেক্রেটরী সাহেব গত ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখের ১৬১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে উড়িষ্যা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্বের ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এস সি বটলস সাহেবকে বিনা বেতনে আর চারি মাসের বিশেষ ছুটী দিয়াছেন।

২০৯ নম্বর।—বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি এম ডুবি সাহেব ১৮৮১ সালের ৯ আগষ্ট অবধি অথবা তাঁহার পর যে তারিখ ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাস কাল বিনা অনুগ্রহের ছুটী পাইবেন।

২১০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুক্ত ডুবি সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় আসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি এস লেনার্ড সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ে ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

২১১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কটক নগরের অন্তর্গত বাখরাবাদ প্রভৃতি পরগণার শ হাসিমাজপুর মৌজায় কটকের টেলিগ্রাফ আফিস করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কটক নগরে কর্ষিতে স্থানাধিক ৪ একর ১রুড ৩২ পোল ১৮১ বর্গফুট পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নগর রক্ষার্থ বাঁধ পূর্ব্ব সীমা কর্ষিশালয়ের আফিস দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা সরকারি পথ।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি, এফ, ই এস, নীল মেজর এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

পঞ্চম খণ্ড

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থাপক কার্য্য বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইন ১৮৮১ সালের ৩০ মার্চ তারিখে উক্ত মান্যবর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা ১৮৮১ সালের ৪ জুলাই তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদিত হইয়া সাধারণের অবগতি নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮১ সালের ৫ আইন।

কলিকাতার ও তাহার শাখানগরে সমাধি বোর্ড নিয়োগ করিবার বিধান করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

কলিকাতার ও তাহার শাখানগরে গবর্ণমেণ্টের যে সকল সমাধিস্থান আছে তাহার সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষতা ব্যবস্থা ও কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর বিধান করা বাঞ্ছনীয় অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

আইনের সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ।

১ ধারা। এই আইন "কলিকাতার সমাধি বোর্ড বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমোদনসহ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে সেই তারিখ অবধি প্রবল হইবে।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সমাধি বোর্ড নিয়োগ করিতে পারিবার কথা।

২ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া কলিকাতা ও শাখানগরের নিমিত্ত সমাধি বোর্ড নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বোর্ডের সংগঠনের কথা।

৩ ধারা। বোর্ডে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন,

কলিকাতা সমবায়িত সমাজের সভাপতি।

কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক সাহেব।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিযুক্ত পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের একজন কার্য্যকারক।

কলিকাতার সেণ্টজান গিরিজার প্রধান চাপলেন।

পশ্চিম বঙ্গপ্রদেশের আর্চ বিশপ ও বাইকার আপস্টলিক সাহেবের মনোনীত রোমীয় খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের একজন পাদরি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মনোনীত একজন প্রটেষ্টাণ্ট মসুকমুকর্ম্মিষ্ট ধর্ম্মোপদেশক।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মনোনীত তিন জনের অনূন ও ছয় জনের অনধিক অন্য মেম্বর।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যে কোন ব্যক্তিকে ঐ বোর্ডের মেম্বরের পদে মনোনীত করেন তাঁহাকে উক্ত মেম্বরস্বরূপ তদায় কর্ম্মভার হইতে সময়েং মুক্ত করিতে পারিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক সভাপতি মনোনীত হইবার কথা।

৪ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক বোর্ডের সভাপতি মনোনীত হইবেন।

৫ ধারা। নৈমিক সমাধিস্থান ব্যতীত কী কাছা নগরে ও তাহার শাখানগরে অবস্থিত গবর্ণমেণ্টের সমুদয় হাবত গুলি উচিত বোধ হয় ততগুলি সমাধিস্থান বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্ত বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে সংস্থাপন করিতে পারিবেন। তাহা করিলে উক্ত সমাধিস্থানের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষতা ব্যবস্থা ও কর্তৃত্বভার এই আইনের নিয়মাধীনে উক্ত বোর্ডের প্রতি অর্পিত হইবে ও তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বোর্ডের অধীনে গবর্ণমেণ্টের সমাধিস্থান স্থাপন করিতে পারিবার কথা।

৬ ধারা। উক্ত সমাধিস্থান ব্যবহারার্থ ও তথায় স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণার্থ যে কী ও অন্য টাকা প্রদত্ত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ তাঁহাদের হস্তে যে টাকা অর্পণ করেন, বোর্ড তৎসমুদয় গ্রহণ করিবা তাহা হইতে কার্য্যাধ্যক্ষতা সংক্রান্ত সকল খরচ খরচা দিবেন এবং শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব যেরূপ আদেশ করেন তদ্রূপ পাঠে ও সেই প্রকারে ৫২সর একবার বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট উক্ত ব্যয়ের হিসাব পাঠাইবেন।

বোর্ডের কী ও অর্পিত টাকা গ্রহণ করিয়া হিসাব দিবার কথা।

৭ ধারা। এই আইনের কার্য্য সাধনে সহায়তা নিমিত্ত যেরূপ আবশ্যক ও উপযুক্ত জ্ঞান করেন বোর্ড সময়ে২ তদ্রূপ ওকবলিয়ন, কেরাণী অধস্তন কর্ম্মচারী ও চাকর নিযোগ করিতে পারিবেন, এবং সময়ে২ উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে অপসৃত করিয়া তাঁহার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বোর্ডের অধীন লেবেরা নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। নিম্নলিখিত কোন কার্য্যের নিমিত্ত আবশ্যক বোধ হইলে বোর্ড বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এই আইনের অভিপ্রায় সম্মত বিধি সময়ে২ প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে সময়ে বোর্ডের অধিবেশন হইবে ও ঐ অধিবেশনে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহার বিধান করিবার নিমিত্ত,

(খ) আপনাদের কর্তৃত্বাধীন সমাধিস্থানে বর্ত্তমান স্মরণস্তম্ভ রক্ষা, সংস্কার বা অপসারণের বিধান এবং নূতন স্মরণস্তম্ভের আহরণ ও নির্ম্মাণের বিধান করিবার নিমিত্ত,

(গ) উক্তরূপ কোন সমাধিস্থানে সমাধিকার্য্য সম্বন্ধে যে কী, খরচ বা অন্য কিছু দেয় থাকে তাহা যে প্রকারে আদায় করিতে হইবে ও তাহা লইয়া যে প্রকারে ব্যয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ের বিধান করিবার নিমিত্ত,

(ঘ) সমাধিস্থানে যে সকল কার্য্য হইবে তাহা যে প্রকারে ও যে সকল ব্যক্তিদের দ্বারা হইবে, ইহা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত

(ঙ) প্রকারান্তরে এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত।

বোর্ড সময়ের পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উক্তরূপে প্রণীত কোন বিধি রূপান্তরিত, পরিবর্ত্তিত বা রহিত করিতে পারিবেন। উক্তরূপ সমুদয় বিধি ও তাহার রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন বা রহিত করণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

৯ ধারা। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্বীয় বিবেচনামতে উক্তরূপ কোন সমাধিস্থান যে কোন সময়ে উক্ত বোর্ডের কর্তৃত্বের ও কার্য্যাধ্যক্ষতার বাহির করিয়া লইতে পারিবেন।

সমাধিস্থান বোর্ডের কর্তৃত্বের বাহির করিয়া লইতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। কোন খ্রীষ্টীয় সমাধিস্থানের স্বামিরা, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার অনুমোদিত নিয়ম ও শর্ত্তে ঐ সমাধিস্থান সমাধি বোর্ডের কার্য্যাধ্যক্ষতা, ব্যবস্থা ও কর্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ সমাধিস্থান লইয়া এই আইনের বিধানাধীন গবর্ণমেণ্টের সমাধিস্থানের ন্যায় সর্ব্বোতোভাবে কার্য্য করা যাইবে।

ব্যক্তি বিশেষের সমাধিস্থান বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিবার বিধানের কথা।

সি, এচ, ব্রাইলী
ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগে, বঙ্গদেশের
গবর্ণমেণ্টের একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYA, M. A. AND B. L.,
Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল, ২ আগষ্ট।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর।

দেওয়ানী।

৬ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ১৩ মে।

টাকা দিবার ও লইবার বিধির ৫৩ পৃষ্ঠার তুল্য দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৮৩ পৃষ্ঠার ৮ নং পাঠের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ স্থলে

"(৪ নং পাঠ)" এই কথার পরিবর্ত্তে, "(১৬ নং পাঠ)" এই কথা দিতে হইবে।

দেওয়ানী।

৭ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ১৩ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩ অধ্যায়ের ১৬২ পৃষ্ঠায় যে (দেওয়ানী) ১ নং বার্ষিক বর্ণনাপত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় খণ্ডে ফুট নোটস্বরূপ নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, —

"মন্তব্য।— নিম্নলিখিত পাঠের আবশ্যক বিবরণও দিতে হইবে (৩)।

যে শ্রেণীর বিচারপতি।		ইউরোপীয়।	দেশীয়।	মন্তব্য।
যে সকল কার্য্যকারক প্রথমস্থলীয় ও আপীলী উভয় প্রকার বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন।	জিলার জজ অতিরিক্ত জজ সবর্ডিনেট জজ			
যে সকল কার্য্যকারক কেবল প্রথমস্থলীয় বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করেন।	ছোট আদালতের জজ মুন্সেফ			

(৩) ১৮৮১ সালের ১৩ মের ৭ নম্বর বিধিতে লিখিত হইয়াছে।

দেওয়ানী।

৮ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১১ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১৬০ পৃষ্ঠাস্থ সাময়িক বর্ণনাপত্রের পাঠের তালিকার "ত্রৈমাসিক" শীর্ষকের মধ্যে বিবিধ বিষয়ক আপীলের ৯২ নং পাঠের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে, —

৯২ ক	১৮৮১ সালের ৫ আইনমতে প্রবেট ও মনোনয়নপত্র।	জিলার জজ	হাই কোর্ট

২। দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ১৫৫ পৃষ্ঠার পর ১৫৫ ক পৃষ্ঠাস্বরূপ নিম্নলিখিত পৃষ্ঠা যোগ করিতে হইবে, —

ই চিহ্নিত ত্রৈমাসিক বর্ণনাপত্র।

১৮৮১ সালের ৫ আইনমতে উইল সহিত প্রবেট বা মনোনয়নপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র ও উইল না থাকিলে মনোনয়নপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র।

১৮৮ সালের ত্রৈমাসে জিলার জজ সাহেবের আদালতে।

কে শ্রেণীর মোকদ্দমা।	পূর্ব্ব ত্রৈমাসে বাকীর মোকদ্দমা।	বর্ত্তমান ত্রৈমাসে উপস্থিত।	২ ও ৩ কলম যোগ।	এই ত্রৈমাসে নথি নিষ্পত্তি হইয়াছে।	মাসের অন্তে।							মন্তব্য।
					৪ মাসের উপর।	৩ মাসের উপর।	২ মাসের উপর।	১ মাসের উপর।	১ মাসের উপর।	এক মাসের উপর।	মোট নথি মাসের অন্তে। (৪ কলম হি ১১ পর্য্যন্ত যোগ মোট)।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
উইল সহিত প্রবেট বা মনোনয়নপত্র পাইবার প্রার্থনা পত্র। — বিবাদী / নির্ব্বিবাদ												
উইল না থাকিলে মনোনয়নপত্র পাইবার প্রার্থনাপত্র।												

মন্তব্য।—যদি কোন জিলায় আবশ্যক হয় কোন২ জিলার জিলার জজ সাহেবদিগকে কর্ম্মভার হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৬ আইনমতে জিলার প্রতিনিধি কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে হইবে। (১৮৮১ সালের ১৬ মের ৮ নং সরকুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট) এই বর্ণনাপত্র হইতে হাই কোর্ট এই বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী।

৯ নম্বর সরকুলর অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৮ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৪ অধ্যায়ের ২৩৫ পৃষ্ঠার ১০ ধারার (৩) প্রকরণের পর ও (৫) প্রকরণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কথাগুলি দিতে হইবে —

"মন্তব্য।—যে কোন পেয়াদা লিখিতে পড়িতে পারে তিন বৎসরের অনুমোদিত চাকরী কাল পূর্ণ হইলেই তাহাকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিতে হইবে না, পেয়াদাদের কিরদংশমাত্র, অর্থাৎ অবস্থাভেদে তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধেক, প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবে। তিন বৎসর অনুমোদিত চাকরী করিবার পর না হইলে তাহারা উক্ত শ্রেণীতে গৃহীত হইবার যোগ্য হইবে না। [১৮৭৫ সালের ৪ ডিসেম্বরের ১৪ নং সরকুলর অর্ডর।]"

Raj Krishna Mukhopadhya, M A and B L, *Bengali Translator*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলার।

১৮৮১ সাল জানুয়ারি মাস।

শ্রীযুত বকলাণ্ড সাহেব ও ডাল্পিয়র সাহেব।

৩ নম্বর।

রেবিনিউ বোর্ডের অধীন রাজস্ব বিষয়ক কার্য্যালয়ে যে সকল ইংরাজী চিঠিপত্র থাকে ও যে সকল কাগজপত্র সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় রাখা হয়, তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিবার ও বিনষ্ট করিবার বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার নিম্নলিখিত আদেশ সাধারণের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল, এবং ইহা বোর্ডের বিধিপুস্তকের মুদ্রিত সংস্করণে ১১ অধ্যায়ের ৪ ক পরিচ্ছেদরূপে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

৪ক পরিচ্ছেদ।—রেবিনিউবোর্ডের অধীন রাজস্ববিষয়ক কার্য্যালয়ে যে সকল ইংরাজী চিঠিপত্র থাকে ও যে সকল কাগজপত্র সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় রাখা হয় তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিবার ও বিনষ্ট করিবার বা প্রকারান্তরে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার আদেশ।

১। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে রেবিনিউ কালেক্টরদের আফিসের জন্য এবং কালেক্টরের অধীন সমুদয় কর্ম্মচারির আফিসের জন্য নিম্নলিখিত বিধি প্রচার করা গেল। কমিশনর সাহেবেরা আপনার আফিসের কাগজপত্র লইয়া কার্য্য করিবার বেলা এই বিধির মর্ম্মানুসারে চলিবেন, এবং এতদনুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক অনাবশ্যক কাগজপত্র বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিবেন।

২। দেশীয় ভাষায় লিখিত কাগজপত্র যে বিষয়ে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয় ইংরাজী কাগজপত্রেরই বিষয়ে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে। যে সকল কাগজ চিরকালের নিমিত্ত রক্ষা করিতে হইবে, তাহা A শ্রেণীতে সেই সকল কাগজ থাকিবে। যাহা বৎসর পরে যে সকল কাগজ বিনষ্ট করিতে হইবে, B শ্রেণীতে সেই সকল কাগজ থাকিবে। যে সকল কাগজ দুই বৎসরের অধিক কাল রাখিবার প্রয়োজন নাই C শ্রেণীতে সেই সকল কাগজ থাকিবে। যাবৎ লেখা লেখী শেষ না হয়, তাবৎ কোন পত্র A কি B কি C শ্রেণীর মধ্যে রাখা উচিত ইহা সকল সময়ে বিচার করিয়া স্থির করা যায় না, এতন্নিমিত্ত চূড়ান্ত আজ্ঞা পাওয়া প্রযুক্ত বা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রেরিত হওয়া প্রযুক্ত লেখালেখী শেষ হইয়াছে বলিয়া যাবৎ বোধ না হয় তাবৎ কোন ফাইলের কাগজপত্র শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে না। যে কার্য্যকারকের জবাবদিহি করিতে হইবে, তিনি কোন কাগজ B বা C চিহ্নিত না করিলে, তাহা বিনষ্ট করা যাইবে না। প্রত্যেক বিষয়ের চিঠিপত্র হইতে C চিহ্নিত পত্রগুলি C চিহ্নিত হইবামাত্র অন্য পত্রাদি হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র এক প্যাকেটে বাঁধিয়া রাখিলে পরিণামে অনেক কষ্ট হইতে বাঁচা যায়। কিন্তু যাবৎ C চিহ্নিত পত্রগুলি বিনষ্ট করিবার সময় উপস্থিত না হয় তাবৎ উক্ত প্যাকেটে ঐ বিষয়ের চিঠিপত্রের A ও B চিহ্নিত প্যাকেটের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

৩। ইংরাজী কাগজপত্রগুলি এই বিধিমতে বিবেচনাসহকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, ইহা দেখিবার নিমিত্ত কালেক্টরীর প্রধান কেরাণী মুখ্যতঃ দায়ী হইবেন। সন্দেহস্থলে প্রধান কেরাণী কালেক্টর সাহেবের হুকুম লইবেন।

৪। ভবিষ্যতে যে কাগজ দেখিবার প্রয়োজন হইতে পারে তাহা বিনষ্ট করিয়া ফেলা নিবারণার্থ সর্ব্বদা বিশেষ বিবেচনা, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক। এনিমিত্ত কালেক্টর সাহেবদের সাবধিক তত্ত্বাবধানের উপর অনেকটা নির্ভর করিবে। সমুদয় জিলায় সকল স্থলে কোন বিধিই খাটিতে পারে না এবং এক্ষণে যে শ্রেণী বন্ধনের বিধান হইল কেহ স্থাপন বিবেচনা না খাটাইয়া অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় নাই। যে কাগজপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তাহা বিনষ্ট না করিয়া রক্ষা করিলে, উক্ত বিবেচনা অনুসারে সাধারণতঃ সুন্দররূপে কার্য্য করা হইবে।

৫। ইংরাজী কাগজপত্র বিনষ্ট করিতে হইলে, কার্য্যকারকেরা যে বিস্তারিত শ্রেণীবন্ধন অনুসারে চলিবেন, এতৎসংযুক্ত তিনটি কর্দ্দে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল কাগজ প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনীয় চিরকালের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবার, এবং যে সাধারণ অকার্য্যক ও অনাবশ্যক চিঠিপত্রে স্থানীয় আফিসের নথী রাখিবার সেল্‌ক ও আলমারী এক্ষণে বোঝাই থাকে নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে তাহা বিনষ্ট করিয়া, বিধান করা এই শ্রেণীবন্ধনের উদ্দেশ্য। ইহা দৃষ্ট হইবে যে A শ্রেণীর মধ্যে কেবল "প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র" ধরা যায়। যে সকল কাগজের চিরকালীন মূল্য নাই ফাইল হইতে কালেক্টর সাহেবকে তাহা বাদ দিয়া ফেলিতে সমর্থ করা এইরূপ শ্রেণীবন্ধনের উদ্দেশ্য। উদাহরণ বন্দোবস্ত ও জরীপ কার্য্যের সেরেস্তা সংক্রান্ত চিঠিপত্র চিরকাল রাখিবার প্রয়োজন নাই, যদিও উহা দুই বৎসরের অধিককাল রাখা ভাল। এরূপ বিষয়ে কালেক্টর সাহেব স্বীয় বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

৬। পূর্ব্বকার চিঠিপত্র পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া থাকিলে, তাহা কোন কারণেই বিনষ্ট করিতে হইবে না।

৭। A শ্রেণীর কাগজপত্র বিনা আপত্তিতে যে সময়ের মধ্যে বিনষ্ট করা যাইতে পারে তাহাধার্য্য করা নির্ব্বিঘ্ন নহে বলিয়া যদিও এই সকল ফর্দ্দ অনুসারে ঐ কাগজপত্র চিরকালের নিমিত্ত রাখিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি অত্যধিক কাগজ জমা হওয়া নিবারণার্থ যে রাশীকৃত ও ক্রমবর্দ্ধনশীল পুরাতন কাগজের বাস্তবিক চিরকালীন প্রয়োজন বা শাসন সংক্রান্ত গৌরব না থাকে মোহাফেজখানা তাহার ভার হইতে নিয়মিত কালান্তরে মুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। বোর্ড মোহাফেজখানার অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট পাইয়া পুনর্দ্দৃষ্টি কার্য্য আর পাঁচ বৎসর স্থগিত রাখিতে অনুমতি না দিলে একজন আসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটী কালেক্টরের পাঁচ বৎসরান্তর ঐরূপ পুনর্দ্দৃষ্টি করিবে এবং কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কমিশ্যনর সাহেবের ও বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। তাঁহাদের অনুমতিক্রমে অনাবশ্যক কাগজপত্র বিনষ্ট করিতে হইবে।

৮। প্রতিবৎসর আগষ্ট মাসে ইংরাজী চিঠিপত্র বিনষ্ট করিতে হইবে। কোন প্রকারের বা শ্রেণীর কোন দলীল বা পত্র কালক্রমে বা কীট লাগিয়া সম্পূর্ণরূপে অপাঠ্য বা অব্যবহার্য্য হইয়াছে কালেক্টর সাহেব স্বয়ং দেখিয়া এইরূপ নির্ণয় করিলে, উহা কমিশ্যনর সাহেবের অনুমতিক্রমে যে কোন সময়ে বিনষ্ট করা যাইতে পারে এবং উহার স্থানে কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত উক্ত বৃত্তান্তের মর্ম্মাত্মক লিপি রাখিতে হইবে।

৯। যে ইংরাজি চিঠি পত্র বিনষ্ট করা যায়, তাহার মর্ম্মাত্মকলিপি সর্ব্বদা লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৪ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট ইংরাজী চিঠি পত্র ও অন্যান্য ইংরাজী কাগজপত্র নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে।

A শ্রেণী।

এই সকল কাগজপত্র চিহ্ন না দিয়া চিরকালের নিমিত্ত রাখিতে হইবে।

এইং বিষয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র

বন্দোবস্ত।
জরীপ।
পতিত ভূমি।
বাঁধ।
জল সেচন।
পয়ঃ প্রণালী।
খাস মহাল।
রাজস্বত সম্পত্তি।
দানার্থ সম্পত্তি।
বাটওয়ারা।
সম্পত্তি উদ্ধার করণ।
হস্তান্তর করণ।
রাজস্ব ক্ষমা ও কম করণ।
কষ্টম।
আফীম।
লবণ।
আবকারী।
সার্ব্বাকৃত টাক্স।
ইষ্টাম্প।
সাধেরাজ রাজেআপ্ত।
সামান্য ও বিশেষ রেজিষ্টরী।
মালিকানা।
দেওয়ানী মোকদ্দমা।
চাকরাণ জমী।
নীলাম।
খাজানা বৃদ্ধি।
কালেক্টর সাহেবের কার্য্যাধ্যক্ষতাধীন রাজাধু পালিত ব্যক্তিদের বা অন্যান্য ব্যক্তি বিশেষের মহাল।
ভূমির উৎকর্ষ সাধন।
সীমা।
বিচারাধিপত্য।
ভূমি রেজিষ্টরী করণ।
ভূমি গ্রহণ।
পথ ও পূর্ত্তকার্য্য করণ।
স্থিতি নীতি।
বন সংরক্ষণ।
বন্যা।
দুর্ভিক্ষ।
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উপাধি।
পোলশ্যাম।
চিরকালীন স্বার্থ ঘটিত প্রশ্ন থাকিলে আপীল।

সমুদয় বার্ষিক রিপোর্ট ও রিটর্ণ।

গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ বোর্ড, রাজকীয় মোকদ্দমার প্রয়োজক সাহেব, ও আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেব প্রভৃতির সমুদয় সরকুলার।

বিধি ও সাধারণ আদেশ জানাইবার সমুদয় পত্র।

কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিঠিপত্র।

পুস্তকাকারে বাঁধা সমস্ত পুরাতন চিঠিপত্র।

আইন, ব্যবস্থা ও গেজেট সমেত সমুদয় ছাপা রিপোর্ট ও রেকার্ড।

সমুদয় মানচিত্র ও অরীপা কাগজপত্র।

বিনষ্ট কাগজপত্রের সমুদয় ফর্দ্দ।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

B শ্রেণী।

এই সকল কাগজপত্র B চিহ্নিত করিয়া বার বৎসর পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে।

এই২ বিষয় সংক্রান্ত চিঠিপত্র—

A শ্রেণীর লিখিত কোন বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্প প্রয়োজনীয় হওয়াতে যাহা বার বৎসরের অধিক রাখিবার প্রয়োজন নাই বুঝা যায়।

ভাড়।

ইকনমিক মিউজিয়ম।

ভাগারী দাদন।

ডিক্রীজারী।

ইষ্টাম্প ফী ফিরিয়া পাওয়া।

আইন ও পাণ্ডুলিপি বিষয়ক মত।

চিরকালীন স্বার্থ ঘটিত কোন প্রশ্ন না থাকিলে আপীল।

কাগজ কলম প্রভৃতি।

হিসাবের বিষয়।

বন্দোবস্ত।

তহবীল তসরুফ।

পুরুকার্য্য ও অট্টালিকা।

কাগজপত্র দান।

কর্ম্মচারিদের প্রতিভূ।

ধমাদি পড়িয়া পাওয়া।

আমলাদের নিয়োগ ও কর্ম্মচ্যুতি।

ছুটী, নিয়োগ ও ভারার্পণ।

কালেক্টর সাহেবের বিবেচনামতে বিবিধ প্রকারের অন্য যে চিঠিপত্র ধরিতে হইবে।

সমুদয় ত্রৈমাসিক ও বাণ্মাসিক রিটর্ণ ও রিপোর্ট।

রিটর্ণের উপর যে সকল নির্দ্ধারণ হয়।

রোজনামচা।

পরিবর্ত্তনের মর্ম্মাত্মক লিপি ও আজ্ঞা।

C শ্রেণী।

এই সকল কাগজ C চিহ্নিত করিয়া দুই বৎসরের পর বিনষ্ট করিতে হইবে।

সমুদয় মাসিক রিটর্ণ।

সমুদয় সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক রিটর্ণ।

সমুদয় স্মারক লিপি মর্ম্মাত্মক লিপি ও A ও B শ্রেণীর তদ্রূপ অনাবশ্যক ছোট পত্রাদি।

ডাকে ও নগরে চিঠি পাঠাইবার বহী।

জিলার রিটর্ণভুক্ত মহকুমার ও অন্য অধীন কর্ম্মচারিদের সমুদয় রিটর্ণ।

নিম্ন আমলাদের নবখাস্ত পাঠ ও কাগজ কলমাদির প্রার্থনাপত্র।

আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের আপত্তিপত্র ও তাহার নৈকিয়ৎ।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ২৩৮ পৃষ্ঠায় ১১ অধ্যায়ের ১ পরিচ্ছেদের ১২ ধারামতে অধিক স্বার্থঘটিত যে সকল পত্র বিবিধ প্রকারের কাগজপত্রের মধ্যে রাখিতে হয় তাহা সামান্যতঃ এই শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সি টি বকলাণ্ড সাহেব।

---

৪ নম্বর।

১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৩৫ ধারামতে বোর্ড নিম্ন বঙ্গ প্রদেশে চরস আমদানী সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই বিধি বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১ বালামের ১৫ অধ্যায়ে ১৭ A পরিচ্ছেদরূপে যোগ করিতে হইবে।

২। বোর্ডের আবকারী বিধির প্রথম পরিচ্ছেদের ১ ধারার ৬ পংক্তিতে "ভাঙ্গ" শব্দের পর 'চরস' এই কথা লিখিতে হইবে, এবং ঐ পরিচ্ছেদের ১৩ ধারার প্রথম পংক্তি হইতে ও ১৭ পরিচ্ছেদের ১ ধারা হইতে ও উক্ত বালামের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় ২৭ নং পাঠের শিরোভাগ হইতে 'চরস' শব্দটি ও উক্ত পাঠের ফুট নোট হইতে চরস চিহ্ন এই কথা উঠাইয়া লিখিতে হইবে।

৭ A পরিচ্ছেদ।— চরসের আমদানী বিধান করণার্থ বিধি।

১। আমদানীকারক যে জিলায় চরস বিক্রয় করিবেন, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র বিনা কোন ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ বা নেপাল বা অন্য স্থানহইতে বঙ্গদেশে চরস আমদানী করিতে পারিবেন না। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের A ক্রোড়পত্রের ৫৫ নং পাঠে ঐ ছাড় পত্র দেওয়া যাইবে।

২। যে জিলা হইতে ছাড়পত্র দেওয়া যায় চরস সেই জিলার পঁহুছিলে পরীক্ষা নিমিত্ত ও ছাড়পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত আবকারী ডেপুটী কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে।

৩। সের প্রতি ৮৲ টাকা হিসাবে মাসুল ধরা যাইবে, ছাড়পত্র লইবার সময়ে ইহার অর্দ্ধেক দিতে হইবে। যে জিলায় বিক্রয় করা যাইবে সেই জিলায় উক্ত মাদক দ্রব্য পঁহুছিলে পর আবকারী ডেপুটী কালেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে মাসুলের অপরার্দ্ধ দেওয়া যাইবে। ছাড়পত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চরস না পঁহুছিলে আমদানীকারক সময় বাড়াইয়া লইবার নিমিত্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিবেন, নতুবা যত চরসের জন্য ছাড়পত্র লওয়া হয় তাহার তত চরসের পূর্ণ মাসুল তুল্য অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।)

৪। নিম্নলিখিত কোন অপরাধ হইলে, সমস্ত চালান বন্ধ হইবে ও আমদানীকারক আবকারী আইনের অন্যান্য দণ্ডের অধীন হইবেন,—

(১)—যে কালেক্টরী হইতে ছাড়পত্র দেওয়া হয় সেই কালেক্টরীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে চালানের কোন অংশ বিক্রয় করা গেলে।

(২)—ছাড়পত্রে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া লেখা যায়, তাহার অধিক বা কম পরিমাণ দ্রব্য নিকটে থাকিলে যদি প্রভেদ হওনার কারণ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা ও পূর্ণ মাসুল দেওয়া না হয়।

৫। যিনি চরস আমদানী করেন তিনি মত্ত পাস ও মত্ত খরচ করেন নিম্নলিখিত পাঠে তাহার হিসাব রাখিবেন। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের সহিত কারবার করিতে হইলেই তাঁহার এই পাঠ ব্যবহার করিতে হইবে। যে ব্যক্তিগণের নিকট উক্ত দ্রব্য বিক্রয়াদি করিতে চাহিলে, তাঁহার A ক্রোড়পত্রের ৪৯ নং পাঠে খুচরা বিক্রয়ের স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইতে হইবে। বোর্ডের সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞামতে নীলামের নিয়ম বা অবধারিত লাইসেন্স ফীর নিয়মক্রমে এ লাইসেন্স দেওয়া যাইবে।

মত্ত আমদানী হয়।			মত্ত বিক্রয় হয়।			
লাইবার তারিখ।	মত পাওয়া যায়।	ছাড়পত্রের নম্বর ও তারিখ।	বিক্রয়ের তারিখ।	যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির নিকট বিক্রয় করা যায়, তাহার নাম ও ঠিকানা।	মত বিক্রয় করা যায়।	প্রত্যেক বিক্রয়ের পর মত মৌজুদ থাকে।
	মণ সের				মণ সের	মণ সের

৬। যে জিলায় ঐ মাদক দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে সেই জিলার ডেপুটী কালেক্টর পরীক্ষা করত উপরোলিখিত ৩ ও ৪ প্রকরণের বিধানমতে পূর্ণ মাসুল আদায় করিয়া লইলে পর, আমদানীকারক যে জিলায় চরস আমদানী করেন সেই জিলায় আবকারী কর্ত্তৃপক্ষদের আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ বিনা কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির নিকট আপন মৌজুদ চরসের যে কোন পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ স্থলে খুচরা বিক্রয়ের দোকানে চালান হওনার সময়ে ঐ দ্রব্যের রক্ষণার্থ উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়িকে তাঁহার আপন স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র দিতে হইবে। অন্য কোন জিলার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির নিকট চরস বিক্রয় করিতে চাহিলে ঐ অন্য জিলার চালানকালে ঐ দ্রব্য রক্ষণার্থ কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র পাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রার্থনা করিতে হইবে। যে কালেক্টর সাহেব উক্তরূপ ছাড়পত্র দেন উহা যে জিলায় নিমিত্ত দেওয়া যায় তিনি সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে উহা দিবার সংবাদ দিয়া যত চরসের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া যায় তাহাও যে আমদানীকারকের স্থানে চরস গৃহীত হইল তাহার ও যে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়িকে চরস হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল তাহার নাম ও ঠিকানা জানাইবেন। উক্তরূপ ছাড়পত্র বিনা মাসুলে দেওয়া যাইবে।

৪৯ নং পাঠ।

(৭ A পরিচ্ছেদের ১ ধারা দেখ)

চরস আমদানী করণের ছাড়পত্রের পাঠ।

জিলার নাম

ছাড়পত্রের রেজিষ্টরী করা নম্বর

যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তাহার নাম

দিবার তারিখ

ছাড়পত্রে যত চরস লেখা গেল

যত মাসুল আদায় হইল

ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার তারিখ

(স্বাক্ষর) শ্রী

আবকারীর কর্ত্তৃপক্ষ।

মন্তব্য।—যে কর্ত্তৃপক্ষ ছাড়পত্র দিলেন তাঁহার নিকট এই ভাগ থাকিবে।

চরস যে জিলায় আমদানী করিতে হইবে সেই জিলার নাম

ছাড়পত্রের রেজিষ্টরী করা নম্বর

যে ব্যক্তিকে দেওয়া গেল তাহার নাম

দিবার তারিখ

ছাড়পত্রে যত পাউনাড চরস লেখা গেল। মণ সের

৮ সালের মাসের তারিখ পর্য্যন্ত এই ছাড়পত্র চলিবে। উক্ত তারিখে ছাড়া নিম্ন স্বাক্ষরকারির সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।

যে স্থান হইতে এই দ্রব্য আমদানী করিতে হইবে তাহার নাম

যে পথদিয়া চালান হইবে

নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট উল্লিখিত তারিখে ছাড়পত্র ফিরাইয়া দিবার ত্রুটি হইলে ছাড়পত্রে যত চরস লেখা থাকে তাহার দ্বিগুণ মাসুল ছাড়পত্রধারির দিতে হইবে।

(স্বাক্ষর) শ্রী

আবকারীর কর্ত্তৃপক্ষ।

মন্তব্য।—বহী হইতে এই ভাগ ছিঁড়িয়া চরস আমদানীকারককে দেওয়া যাইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

১৬ নং পাঠ।

[১৬ A পরিচ্ছেদের ৫ ধারা দেখ]

চরস খুচরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স পত্র।

মন্তব্য।—ইহার অনুপত্র লাইসেন্স ধারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া কালেক্টরের আফিসে রাখা যাইবে।	জিলা　　*
	৮১ নং রেজিষ্টরি লাইসেন্স পত্রের নম্বর
	বিক্রেতার নাম
	দোকান যে স্থানে আছে

জিলার অন্তর্গত　　পরগনার　　গ্রাম বাসি শ্রী

১৮৮　　সালের　　মাসের　　তারিখ অবধি মার্চ মাসের ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত

স্থানে এতদ্দ্বারা চরস খুচরা বিক্রয় করিবার দোকান খুলিতে কালেক্টর সাহেবের স্থানে অনুমতি পাইয়াছেন, ইহা সকলে জ্ঞাত হউন।

এই লাইসেন্সপত্র যত দিন বলবৎ থাকিবে তত দিন লাইসেন্সপত্রধারির প্রতি নিম্নলিখিত সকল নিয়ম উপযুক্তমতে ও বিশ্বস্তরূপে পালন করিয়া কার্য্য করিবার আদেশ করা গেল।

১। তিনি নিম্নলিখিত কিস্তিমতে গবর্ণমেণ্টে　　টাকা টাঁক দিবেন।

২। তিনি যে দোকানের নিমিত্ত লাইসেন্স পত্র পাইলেন কেবল সেই দোকানে চরস বিক্রয় করিবেন এবং স্বতন্ত্র লাইসেন্সপত্র বিনা অন্য স্থানে বিক্রয় করিবেন না, কিম্বা দ্বিতীয় দোকান করিবেন না।

৩। তিনি কোন ব্যক্তির নিকট এক কাঁচের তোলার অধিক চরস বিক্রয় করিবেন না।

৪। তিনি চরসের মূল্যের পরিবর্ত্তে পরিমেয় কোন বস্ত্রাদি বা অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না।

৫। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দোকান খুলিবেন না ও সেই দোকানে বিক্রয় করিবেন না অমুক সময়ের পর দোকান খোলা রাখিবেন না বা তথায় বিক্রয় করিবেন না' ও রাত্রিতে সেই দোকানে কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিবেন না।

৬। তিনি প্রসিদ্ধ অসদাচারি ব্যক্তিদিগকে দোকানে আসিতে দিবেন না ও দোকানে দ্যূত ক্রীড়া ও অনিয়মিত ব্যবহার করিতে বারণ করিবেন। যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি সে দোকানে আইসে নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীস কর্ম্মচারির নিকট সংবাদ দিবেন।

৭। তিনি আপন দোকানের প্রবেশস্থানে সাইনবোর্ড সর্ব্বদা টাঙ্গাইয়া রাখিবেন, তাহাতে দেশীয় ভাষায় এইং কথা খোদা থাকিবে।

"চরস বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত"

(বিক্রেতার নাম।)

৮। তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে আপন দোকানে ভাড়া বা আপন লাইসেন্স পত্র দিবেন না।

৯। তিনি কেবল লাইসেন্সপত্রপ্রাপ্ত চরস আমদানীকারকের স্থানে চরস লইবেন অথবা বঙ্গদেশে চরস আমদানী করিবার বিধি অনুসারে আপনি আমদানী করাইবেন। তিনি অন্য জিলার লাইসেন্স পত্র প্রাপ্ত চরস আমদানীকারকের স্থানে চরস লইলে সেই অন্য জিলার কালেক্টর সাহেবের দত্ত ছাড়পত্রক্রমে তাহা বর্জ্জিত হইবে। যে জিলায় তাঁহার দোকানের লাইসেন্সপত্র লইয়াছেন সেই জিলার আমদানীকারকের স্থানে চরস লইলে ঐ আমদানীকারকের স্বাক্ষর যুক্ত ছাড়পত্র ক্রমে তিনি আপন দোকানে সেই চরস লইয়া যাইতে পারিবেন।

১০। তিনি নিম্নলিখিত পাঠে চরস গ্রহণের ও বিক্রয় করণের দৈনিক হিসাব রাখিবেন। দিবাবসানে বাকী কাটিতে হইবে।

যত গ্রহণ করা গেল।				যত বিক্রয় করা গেল।			দৈনিক বাকী।
তারিখ	কোথাহইতে পাওয়া গেল।	যত পাওয়া গেল।	ছাড়পত্রের নম্বর ও তারিখ।	তারিখ	কাহার নিকট বিক্রয় করা গেল।	কত বিক্রয় করা গেল।	
		মণ, সের ছ।				মণ সের ছ।	*

১১। ছেড কনষ্টেবল বা চাপরাসীর উচ্চ পদস্থ আর কোন কর্ম্মচারী তাঁহার লাইসেন্স পত্র বা হিসাব দেখিতে চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাহা দেখাইবেন ও আবশ্যকীয় যে কোন শ্রেণীর কর্ম্মচারী হউন দিবাভাগে বা রাত্রির কোন সময়ে তাঁহাকে দোকানে প্রবেশ করিতে বাধা দিবেন না।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

২। উপরোক্ত নিয়মের মধ্যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইলে এই লাইসেন্সপত্রধারির লাইসেন্সপত্র কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারিবে ও ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫৯ ও ৬০ ও ৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট মতে তাঁহার দণ্ড হইতে পারিবে।

কালেক্টরী কাছারী।
১৮ সাল তাং

শ্রী
কালেক্টর।

---

৫ নম্বর।

১৮৭৯—৮০ সালের বোর্ডের আবকারী কার্য্য সংক্রান্ত রিপোর্টের উপর ১৮৮০ সালের ১৭ নবেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আবকারী কর্ম্মচারিদের অবগতি নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল —

৬—"১৮৭৬ ৭৭ সালের রিপোর্ট বিষয়ক নিদ্ধারণে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বলেন যে খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্সের ফীর হার কোন ২ জিলায় অত্যন্তরূপ কম বলিয়া বোধ হয়। ইহা দেখিয়া সন্তোষ জন্মিতেছে যে তদবধি সাধারণত হার বৃদ্ধি হইয়াছে। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যথা,

নিম্নতম ফী	১৮৭৬ ৭৭ সালে কত জিলায়	১৮৮০-৮১ সালে কত জিলায়	১৮৭৯ ৮০ সালে কত জিলায়
৪৮ টাকা ও তাহা অ	৩৪	৩১	১৭
৯৬ টাকা ও তদধিক	৬	৮	২০

'ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এদেশে ও অন্য দেশে চিরকাল যেরূপ হইয়া আসিয়াছে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সহকারে সুরা পাইবার আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, এবং উহা বিক্রয় করিবার স্বত্ব পাইবার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা হওয়ায় সাধারণের প্রয়োজন বৃদ্ধি সহকারে রাজস্ববৃদ্ধি হইতেছে। স্থানীয় কর্ম্মচারি সমূহের রিপোর্ট বাহির ভাটি প্রণালীর অত্যন্ত অনুকূল। বর্দ্ধমানের কমিশনর সাহেব বলেন, ঐ খণ্ডের জিলার কর্ত্তৃপক্ষ সমূহের সর্ব্ববাদি সম্মত মত এই যে উক্ত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে, ঐ প্রণালীর গুণে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়েও, বেআইনী মতে মদ চোরান কমিয়াছে এবং উহাতে লাভনামি বৃদ্ধি করে নাই। ভাটি খানার শরাব অপেক্ষা কলকাতার এক দ্রাক্ষিকর বলিয়া লোকে বাহির ভাটিতে প্রস্তুত শরাব অধিক ভাল বাসে, এইরূপ কথিত হয়। রাজশাহী ও কুচবিহারের কমিশনর সাহেব রিপোর্ট করেন যে বাহির ভাটি প্রণালী যেখানে অবলম্বিত হইয়াছে সেইখানে বেআইনীমতে মদচোরান বন্ধ হইয়াছে। উড়িষ্যার কমিশনর সাহেব বলেন 'প্রকৃত পক্ষে মাতলামি যে বৃদ্ধি পাইয়াছে স্বাধীন পরিদর্শন দ্বারা এপর্য্যন্ত ইহা কোন রূপে দৃষ্ট হয় নাই'। সদর ভাটিখানা প্রণালীক্রমে মত্ত সুরা কাটিত তদপেক্ষা অধিক সুরা কাটিয়াছে কি না ইহার নির্ণয় পক্ষে এপর্য্যন্ত প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই, পাটনার কমিশনর সাহেব এইরূপ বিবেচনা করেন কিন্তু তিনি রিপোর্ট করেন (এবং এ বিষয়ে রাজশাহী ও কুচবিহারের কমিশনর সাহেবের সহিত তাঁহার ঐক্যমত আছে) যে বাহির ভাটির শরাব কিয়ৎ পরিমাণে অনিষ্টকর মাদকতা গুণের স্থান অধিকার করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কেবল ভাগলপুরের কমিশনর সাহেব রিপোর্ট করেন যে মাতলামি বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু বোর্ড বলেন যে তিনি ইহার কোন প্রমাণ দেন নাই এবং জিলার কর্ত্তৃপক্ষ দ্বয় মধ্যে কেবল যিনি এবিষয়ে মত ব্যক্ত করিয়া ছেন তিনি তিরহুতের পক্ষপাতী। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় যে এই খণ্ডের পাঁচ জিলার মধ্যে একমাত্র যে সাঁওতাল পরগনা জিলার সদর ভাটিখানা প্রণালী বলবৎ আছে সেই জিলায় যদিও মাসুলের হার পরিবর্ত্তিত হয় নাই তথাপি মাসুল প্রদানাক্ষম মত গ্যালন কাটে তাহা ১৮৭৮ ৭৯ সালে ৪৭ ৭৫০ গ্যালন থাকিলেও বর্দ্ধিত হইয়া ১৮৭৯ ৮০ সালে ৫৯ ২২১ গ্যালন হয়। সেই সঙ্গে লাইসেন্সের সংখ্যার একমাত্র বৃদ্ধি হইলেও, লাইসেন্স ফীর টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ ৮৩ হইতে ২০, ৭২০ টাকা হয়। দোকানের সংখ্যা কমাইয়া ৯৬ হইতে ৮১ করা গেলেও তাড়ির লাইসেন্সের ফীতে অনুমান ৩ ৫১০ টা ১ (অর্থাৎ শত করা ৬৫ টাকা) বৃদ্ধি হয়। অধিক পরিমাণ কাটতি ও দোকানের নির্দ্দিষ্ট প্রতি বাণিজ্য দেখিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বিবেচনা করেন যে সুবিধা সহকারে এই জিলায় সুরার মাসুলের হার কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু শরাব পাইবার সুবিধা বৃদ্ধি না হইলেও মাসুলযুক্ত শরাবের কাটতি বৃদ্ধি হওয় ও সেই সঙ্গে সুরা ও তাড়ি উভয়েরই লাইসেন্সের ফীর টাকাবৃদ্ধি হওয়া লোকের ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবি ফল, এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। যেং জিলায় উভয় প্রণালী বলবৎ আছে সেইং জিলার তুলনা করা সহজ নহে কিন্তু এতদ্ব্যতীত নিতান্ত অর্থশূন্য নহে যে পাটনায় সদর ভাটিখানা সংক্রান্ত দোকানের সংখ্যা কম করা ও বাহির ভাটির সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলেও যদিও মাসুলের হার সমান ছিল, তথাপি ভাটিখানার মত মদের নিমিত্ত মাসুল দেওয়া যায়, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬৯, ৯৩৭ গ্যালন হইতে ৪৩৫, ৮৫১ গ্যালন হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সদর ভাটিখানা প্রণালীর নিয়মাধীন স্থানে সুরা পাইবার আগ্রহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ঐ আগ্রহ বাহিরভাটি প্রণালীদ্বারা কোনরূপে বর্দ্ধিত হয় নাই, এবং উহা লোকের খরচ করিবার ক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক বলিতে হইবে। এই সকল বৃত্তান্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের বোধ হয় যে, বাহিরভাটি প্রণালী নিবন্ধন রাজস্বের বৃদ্ধি হইয়াছে সুতরাং প্রজাবর্গের যাহা হইয় না ঐ প্রণালীতে মদ পাইবার তদ্রূপ আগ্রহ জন্মাইয়াছে,

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।

এপ্রকার নির্দ্দেশ করিবার সময় হয় নাই। বাহিরভাটি প্রণালীতে সুলভ মদ লোকের অনিষ্টকারী বলিয়া যাহারা উক্ত প্রণালীর দোষ দেন, তাঁহারা এ কথা ও এই কথাটি ভুলিয়া যান যে, মদ সুলভ হইলেও কম দোষ এবং বস্তুতঃ এক টাকার প্রকৃতপক্ষে যত সুরাসার বয় করা যাইতে পারে তাহা সদর ভাটিখানা প্রণালী অপেক্ষা বাহিরভাটি প্রণালীতে অধিক নহে। চলিত বন্দোবস্তে অনেক রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে কিন্তু বস্ত্রাদি পুলিসের সন্দেহ মনের সহিত এবং গত ভাল শস্য হওয়াতে দেশের যত পার্থিব উন্নতি হইবে, ঐ রাজস্ব তত অধিক বৃদ্ধি দৃষ্ট হইবে, ইহাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের সন্দেহ নাই। লোকসংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেশীয় মদ হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত কম বলিয়া বোধ হয়। উক্ত প্রত্যেক ১০০ জন লোকের উপর পাটনাধরণে ৭৭ টাকা মাত্র, ভাগলপুরে ৬৬ টাকা মাত্র, ছাপরাজিলায় উহা ৬৭ টাকা মাত্র ও মজঃফরপুরে ২৭ টাকা মাত্র। অতএব টাকায় দোকান ইজারা দেওয়াতেই প্রবৃত্ত বিপদ হইবে অত্যন্ত আবশ্যক যে, তাহা না করিয়া দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না দেন এবং এস্থিয়ার জিলার কর্তৃপক্ষেরা সাবধান হন। ঐ রূপ হইলে তাহারা, সরকার মূল্য নির্ণয় যত্ন করিতে পারিবার অন্য থাকে সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তাঁহারা সাধারণ হইয়া দোকানের ভাড়া নির্ব্বাচন করেন এবং যাহারা সাইটেক্স নীলাম ডাকে তাহাদের মধ্যে অনেকে প্রতি নাগিতা বৃদ্ধি করেন তবে অবধারিত মাসুলের নিয়মে যেরূপ হইয়াছে সাধারণের কষ্টের অভিলাষ ও শাস্তি বৃদ্ধি সহকারে গবর্ণমেণ্টে যে রাজস্ব প্রদত্ত হয় ও সাধারণের উপর যে ঘৃণা হয় তাহা বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। প্রজাদের মধ্যে মাতলামি বৃদ্ধি যথাসাধ্য নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, রাজস্বের লোভে তাহা তুচ্ছ করা না হয় ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা শ্রীযুত লার্ড আশলী হডসন সাহেব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং তিনি এবিষয়ের বিশেষ ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা পূর্ব্বেই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপার যতদূর দেখিতে পারিয়াছেন বাহির ভাটি এর পীড়ে এমন কিছু নাই যাহাতে এইরূপ ফল হইবেই হইবে এবং দোকানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিলে ও প্রত্যেক দোকানের উপর যুক্তি মতে উচ্চ প্রাথমিক মূল্য ধরিয়া দিলে দোষ নিবারণ, কারণের বলে প্রয়োজন বৃদ্ধি অনুসারে মূল্যের বৃদ্ধি হয় তাহার কোন কাটতি নিমিত্ত করার্থ যত্ন হইবে না। ইহার কোন হেতু দেখা যায় না। সদর-ভাটিখানা প্রণালী বড় নগরের ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অবস্থার উপযোগী মাত্র। ইহাতে যেরূপ অন্যায়ের ও পাপের চুরি নিবারণ ও বিলাস অনেকাংশে কম পড়িয়াছে সেই তাহা হইতে সেরূপ হইয়া উঠে না, এবং ইহার ফল এই হয় যে, বাহিরের হানি হয় ও লোক নিকৃষ্ট ও অবৈধ মদ যোগাড় করিয়া লয়।

২। [illegible] আবশ্যক যে অত্যন্ত আবশ্যক যে অত্যন্ত প্রকারে দোকানের অন্যায়বৃদ্ধি হইতে না দেন এবিষয়ে জিলার কর্তৃপক্ষেরা সাবধান হন। এরূপ হইতে দিলে সুরার মূল্য কমিয়া যায় ও উহা পাইবার অনাবশ্যক সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়। —উপরোক্ত [illegible] প্রতি জিলার কর্তৃপক্ষের ও খণ্ডের কমিশনর সাহেবদের শেষ মোকদ্দমা আবশ্যক বলা যাইতে ছে।

৩। [illegible] আবকারী বিভাগ ১২ পরিচ্ছেদে। যে খাতায় যে বিধান আছে [illegible] আজ্ঞা দ্বারা তাহাই দৃঢ়ীকৃত ও বিস্তারিত হইয়াছে [illegible] এইরূপ —

'মাতলামির বৃদ্ধি না হয় ও মদ বিক্রয়ের অন্য স্থান স্থাপন না করা যায় এই কারণে মাসে ৮৲ টাকার কম হারে টাকা দিলে নূতন দোকান খুলিতে হইবে না। ইহার পরে যদি বোধ হয় যে দোকান অল্প ভাড়া দিয়া পাইতে না পাইয়াছে তাহা যে স্থানে স্থাপন [illegible] ভাবগতিক বুঝিয়া একবার সুযোগ পাইলেই সেই দোকানের সংখ্যা কম করিবার চেষ্টা করা উচিত।

৪। বোর্ড এক্ষণে পার্শ্বলিখিত স্থানে চাড়া মাসে ৮৲ টাকার কম চাঙ্গের হারে কোন বাহির ভাটি স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিতে চাহেন। পর বৎসরের নিমিত্ত আবকারী দোকানের বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিবার সময়ে কালেক্টর সাহেবেরা বাহির ভাটির সংখ্যা কমাইবার ও এরূপ বিধান করিবার চেষ্টা করিবেন যে মফঃস্বলে ৩০০০ অধিবাসির প্রতি একাধিক বাহিরভাটি না থাকে কিন্তু যে বৃহৎ নগরে ও গঞ্জে লোকসংখ্যা অধিক সেখানে এই বিধি খাটিবে না।

১। পলিটিকাল এজেন্টের নীচে অধিকৃত দোকান।
২। কটক।
৩। পুরী।
৪। বালেশ্বর।
৫। দেশীয় লোকদের ভয় বাহিরের মধ্যে স্থিত পুলিসের দোকান।

RAI KRISHNA MUKHOPADHYAYA M A AND B L, *Bengali Translator*.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 2ND 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই২ জিলাতে ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মূল্য

৮০ ছোলার সেরের হিসাবে

জিলা	গম			যব।			ছাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কড় ও মাশকড়।			ছোলা ও মোরাঙ্গ।			রাহীয়া বাড়ওয়া। মকীয়া।		
	এই সন্তাহের হিসেব	পূর্ব সন্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সন্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব সন্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সন্তাহের হিসেব	এই সন্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব সন্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সন্তাহের হিসেব	এই সন্তাহের হিসেব	পূর্ব সন্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সন্তাহের হিসেব	এই সন্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব সন্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সন্তাহের হিসেব	এই সন্তাহের হিসেব	পূর্ব সন্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সন্তাহের হিসেব	এই সন্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব সন্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সন্তাহের হিসেব
বঙ্গদেশ																					
ময়মনসিংহ জিলা।	সের	সে	সে	সের	সে	সের	সে	সের	সের	সের	সে	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
ঢাকা	।৪।।	।৫	।৫৸	৸	১/	।৮	।।৫।।	।।৬।	।৯	।।৮৸	।।৭।	।৬।।									
ত্রিপুরা	।৫	।৬	।৫	।৭	।৮	।৭	।।৯	।।৪	।৮।।	৸৸	৸১।	।।১									
বাকরগঞ্জ	।৯	।৯	।৬				।।৯	।।৯	।৯	।।৮	।৮।।	।৯									
নিদীপুর	।৫	।৫	।৫				।।৭	।।৭	।৫	৸০	৸	।।১									
ফরিদপুর	।৫	।৫	।৯				।	।৮	৸	।।১	।।	।৫									
বগুড়া	।৫।।	।৫।	।৫				।৯	।৯	।১।।	।।১।	২।।	।৯									
রাজশাহীর জিলা।																					
দিনাজপুর *																					
রংপুর							৸৯।৶	।	৯	।।	।।	।৪।									
মালদহ	।৯৸/	।৯৸/	।৯	৸২			।৯৸/	।৭।	।৩।/৫	।২৸৶	।।২৸৶	।৫।৶									
বগুড়া	।৯	।৯	।২।।				।।	।।	।৪৸	।।৯	।।৯	।। ।।									
রাজশাহী	।।	।।	।।				।৯	।৯	।৪	।।৯	।।৯	।৮।।									
রঙ্গপুর	।।।	।৩।।	।৩।।	।।৬।।	।।৪	।৯	।।২৸/	।।৫	।৬৸	।।৮৸/	৸৪	।।৭।									
জলপাইগুড়ি	।।২।।	।।২।।	।।	১/২	১/৫		।।৯ ।	।।৯	।২ ৫	।।৭৶	৸	।৬।।									
কুচবিহার	।৮	।৮	।৮				।৪	।৫	।৩৸৶	।।২।।	।।২।।	।৮									
বগুড়া	।৮	।।৯।।	।৫				।।২।।	।।৪	।৮	৸৩৸	৸৩।	।। ।									
পাবনা	।।৫	।।৪	।।১				।৭।।	।৬।।	। ।।	৸৩।।	৸৩।।	।।২									
ঢাকা জিলা	।৮	।৮	।৮	।৮	।৮	।৮	৫	।৪	।৪	।২	।৯	।৯				৫	।৯	।৯	।৮		
ফরিদপুর	।	। ।।	।৮।৶				।৯	।৯	৩।/	।।২।।	।।২	।৯									

* বিটিশ গাজেটে ছাড়া হয় নাই।

ক। বঙ্গদেশের মধ্য এইং।—গম ।৯ সের অবধি ।৬।। সের পর্য্যন্ত যব ৸ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত ছাল চাউল ।। সের অবধি ।।১ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৬ সের অবধি ।।৬।। সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৫ সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানিকাষ্ঠ ৩/ মণ অবধি ৪/ পর্য্যন্ত, ও লবণ সের।

খ। ঐ ঐ।—গম ।৫ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত যব ।। সের অবধি ৸৯ সের পর্য্যন্ত ছাল চাউল ।।২ সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৪ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত কড়ো ৸ সের অবধি ৸৮ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।৪ সের অবধি ।। সের পর্য্য ৸ জ্বালানিকাষ্ঠ ৫/ মণ অবধি ১৸/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵।। সের অবধি ।২ সের পর্য্য ১।

গ। ঐ ঐ।—গম ।৬।। সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত ছাল চাউল ।।১ সের অবধি ৸৩ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৮ সের অবধি ৸৪ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।৫ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ অবধি ৫/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৯ সের অবধি। ।। সের পর্য্যন্ত।

ঘ। ঐ ঐ।—গম ।২ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত যব ।। সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছাল চাউল ।৫ সের অবধি ।।৫ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ।।১ সের অবধি ।।৯ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।৬ অবধি ।।৮।। সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ৩/ মণ অবধি ৫/ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৵৯ অবধি ৮। ।। সের পর্য্যন্ত।

ঙ। ঐ ঐ।—গম ।৯ সের যব ।১ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছাল চাউল ৵৯ সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৭।। সের অবধি ।৯।। পর্য্যন্ত, ছোলা ।২। সের অবধি ।।২৸সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ২/৫সের অবধি ২।৫ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৯ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত (খিদিরপুরে) হাজরা ।।২৸ সের।

চ। ঐ ঐ।—গম ।৯।। সের অবধি ।।৫ সের পর্য্যন্ত, যব ।।৬ সের অবধি ১।৫ মণ পর্য্যন্ত ছাল চাউল ৵৮ সের অবধি ।৩ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৯ সের অবধি ।।৯ সের পর্য্যন্ত অড়হর (কুইয়ার) ।৮ সের, ছোলা ।।১ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ৩/ মণ অবধি ৫/ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের অবধি।৫ সের পর্য্যন্ত।

[illegible] ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ মুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকার সঙ্গে পাওয়া যায়। | মাসিক গড়মজুরী।

অন্যেরা।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ।			বলদ কৃষাণ ও মজুর।			মহীন।			রাজমিস্ত্রি ও ছুতার বা বাটম।			জিলা।
এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎ. সের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গতবৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	
																					বঙ্গদেশ।
																					পশ্চিমবিভাগ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সে	মণ	মণ	মণ	সের	সের	ন	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
			।৩৬	।৩	।৬।।	২/	২/	২/	১০	।।	।।	৮	৮	৮	৬ ৭	৬	৬	১ ১৮	১০ ১৬	১ ১৫	বর্দ্ধমান।
১/	১/	৬	।।	।।০	।৬।। ১৬	৭/	৭/	৬/	/১৯	/১৯	/১৯	৪ ৭।।	৪ ।। ৫ ০	৬৬	৬ ৬	৪ ৫	৫ ৭	৫ ১	৭।।	৭ ১৯	বীরভূম।
			।।৪	।।৫	৮	৪।।	৪।।	৪।।	/১৯	/১৯	/৮ ।।	৪	৪	৫	৫	৫	৬	৭ ।।	৭।।	১০	বীরভূম।
			৮	৮	।৩	৪	৪/	৪/	/১৯	/১৯	/১৯	১/১।।	৭	৭	৬	৫	৬	৭।। ১	৭।। ১০	৭।। ১	মেদিনীপুর
			।।	।।	।৬	৩/	৩/	২।।	/১৯	/১৯	১	৬		৭।।				১ ২৫		৭।। ১২৸/	হুগলী।
			।৩ ।।	।।১।।	৭৭	২	২/	২/	।।	।।	।।	৬৭	৬৭	৬৭	৬।।	৬।।	৬।।	১১	১১	১৬	হাবড়া।
																					পশ্চিমাঞ্চলের জিলা।
												৯।।	৯	১০	৭	৭	৭	২	২	১২	কলিকাতা।
			৪৬।।	।৩	।	২।।	২।।	২।৮	/১৯।৮	/১৯	।	৬	৬	৬	৬	৬	৬	১৬	১৬	১৬	২৪ পরগণা।
			।।৯	।।৯	।।			৩/	।	।৮	/ ।।/	৬	৭।।	৬	৬	৭।।	৬	১ ১২	১৫	৭। ১২	নদীয়া।
			।৫	।।৪	।৬।।	২৸	২৸	২৸	/৮	/৮	/৮	৭।।	৭।।	৭২	৬ ৬	৬	৬	১ ১৫	১৫	১ ১৫	যশোহর।
			৬৯	।৬২	।৩	৩/	৩/	৩/	/১৯ । /১৯	/১৯ ।	/৮ । /১৯	৪।। ৬	৪।। ৫	৪।। ৫	৪-৭	৪-৭	৪ ৫	৪ ১৬	৭ ১৫	৭ ১৫	মুরশিদাবাদ
			।।	।৮	।৯	৪।।	৪/	৪/	/৮।।	/৮।।	/৮।	৭।।	৬ ৭	৬ ৭।।	৫ ৭	৫ ৭	৫ ৭	৮ ১৫	৭ ১৫	৭।। ১২	দিনাজপুর।
			।৬ ৯৫	।।৮ ২	।।৬	৬।	৬।	৩/	/১৯	/১৯৸	/১৯	৪-৫	৪ ৫	৫ ৭।।	৫ ৬	৫।। ৬	৫।। ৬	১ ১৯	১ ১৯	১১ ১৫	রাজশাহী।
			।৮	।৮	/১৯	৩/	৩/	৩/	/৮৮	/৮৸	৮৸	৭।	৭।।	৭।।	৬	৬	৬	২- ১৫	১২ ১৬	১২ ১৫	রঙ্গপুর।
			।৯।।	।৭	।৮	৬।।৭।।	।।৭।।	৬। ৭।	/১৯	/১৯৸	/৮	৪ ৬	৬	৬	৬	৬	৬	১ ১৬	১২ ১৬	১২ ১৫	বগুড়া।
			।।	।।২	।।২	৪/	৩/	৩/	/১৯	/১৯	/১৯	৭	৭।।	৭।।	৬	৬	৬	১ ১৬	২ ১৬	১২ ১৫	পাবনা।
১৩	।৭	।৩	/৮	/৯	/৯।।	৪/	৪	৪/	/৫	/৫	/৯		৭	৭	৮	৮	৮	১৬ ১৯	১৫ ১৬	১৫ ১৭	দক্ষিণসিরাজ।
			।৩।	৩।/	।	৬।।৪	৬।।৪	।।৪	/৮	/৮	/৮	৭।	৭।।	৬	৮	৮	৭	২ ৩	২ ৩৮	১৫	রঙ্গপাইকুড়ি

ঢ। বঙ্গদেশের এই ২। —গম /৮ সের, জাল চাউল /৯ সের অবধি। ৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৫ সের অবধি ৮৮ সের পর্য্যন্ত ছোলা /৮ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। সের অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৮ সের অবধি /৮।। সের পর্য্যন্ত।

ণ। ঐ ঐ ।—গম ।৬ সের অবধি ।।৬ সের পর্য্যন্ত যব ।।৯ সের অবধি ১।৮ সের পর্য্যন্ত, জাল চাউল ।৫ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৫ সের অবধি ।।৯ সের পর্য্যন্ত মসুরী (কেবল অজিমগঞ্জে) ১/ মণ ছোলা ।। সের অবধি ৮৮ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২৸ সের অবধি ৬।। মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৯ সের, অবধি /৯ সের পর্য্যন্ত।

ত। রাজশাহীর এই ২। —গম ।৫ সের জাল চাউল ।।২ সের সামান্য চাউল ৮৮ সের ছোলা ।৬ সের কাঁসা ৭ কাষ্ঠ ৩/ মণ ও লবণ /৮ সের।

থ। মালদহের এই ।—গম ।৬ সের জাল চাউল ।২ সের সামান্য চাউল ৭ সের, ছোলা ।।১৸ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ৪/ মণ লবণ /৯ সের

দ। বগুড়ের এই ২। —গম ।৬ সের অবধি ৪৮ সের পর্য্যন্ত যব (কেবল বাগমারে পাওয়া যায়) ।। সের জাল চাউল ।৮ সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৪ সের অবধি ৮৮ সের পর্য্যন্ত ঘাসীপ্রভৃতি (কুলথ দল) ১/ মণ ছোলা ।৫ সের অবধি ।৫ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ১/ অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৮ সের অবধি /৯।। সের পর্য্যন্ত।

ধ। পাবনার এই ২। —গম ।।১ সের জাল চাউল /৯ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৬৸ সের, ছোলা ।৫ সের ও লবণ /৯।। সের।

ন। দক্ষিণসিরাজ এই ২। —জাল চাউল /৯ সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৩ সের ছোলা ৮ সের অবধি ।৫ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ৪/ মণ ও লবণ (কেবল ঝাড়ি রঙ্গে) /৫ সের অবধি /৯।। সের পর্য্যন্ত ঘাসী প্রভৃতি ।২ সের অবধি ।৩ সের।

প। ঐ ঐ ।—জাল চাউল ১৯।/ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৬ সের অর ।।৯।। সের পর্য্যন্ত ছোলা /৮ সের অবধি।৯।/ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১।।৫ সের অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ /৯৸ সের অবধি /৮ সের পর্য্যন্ত।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

নম্বর	জিলা	ধান			যব			ভাল চাউল			সামান্য চাউল			বন্ধু ও বাজরা			গোধূম ও জোয়ার			রাগী বা মাড়ুয়া ও কাঁগনী		
		এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর
	পূর্ব্ববঙ্গ জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৭	ঢাকা	ম ॥৪॥	॥৫।	॥৬	১/	১/	৸৹	॥৫	॥৵॥	॥৹	৸২।	৸২	॥২			॥৬						
১৮	ফরীদপুর	॥১	॥২	॥৹।	৸২	৸৹	৸১	৵	৵৬।	৵৬॥	॥৭	॥৬॥	॥৬॥									
১৯	বাকরগঞ্জ	ম						॥	॥২	॥৵।	৸	৸	॥ ॥									
২০	ময়মনসিংহ	॥৹	॥১॥	॥৬				॥৪	॥৪	॥৹	॥৭	॥৮	॥৬									
২১	চট্টগ্রাম	॥২	২।	॥২।				॥	॥৭	॥৭	॥৪	॥৫	॥২									
২২	নোয়াখালী	ম						॥৬	॥৫	॥৹	॥৯	॥৯	॥৭									
২৩	ত্রিপুরা	॥৪	॥৪	॥৪				॥৬	॥৬	॥	৸৭	৸৮	॥৭									
২৪	চট্টগ্রামের অধীনস্থ পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	ম	॥২	॥২	৵৮			॥৬	৸২	॥২	৸৮	১/	॥২				—					
	বেহার																					
২৫	পাটনা	॥২	॥২	॥২	১/	৸/	৸	॥৫	॥৫	॥৵/	॥২	॥২	॥৮									
২৬	গয়া	॥৹	॥১	॥	৸৭	৸৮	৸৹	॥২॥	॥৬	৵৯	॥১॥	॥১ ॥২	॥৮									
২৭	শাহাবাদ	॥৭-৮	॥ ॥১	॥৮৬	৸৹	৸৫	৸৹	॥৮ ॥৭	॥২	॥১	॥১ ॥৩	॥২	॥৬			॥৪			॥৪			॥৬
২৮	ভাগলপুর	ম ॥৹	॥১	॥	১॥৹	১॥৹	৸৮	॥১	॥৬	॥১॥	॥৹	॥৹	॥৫							১/	১/	॥৭
২৯	মুঙ্গের	॥১	॥৪	॥	১/	১/	৸	॥১	॥১	॥১	॥২	॥৹	॥৬									
৩০	নয়াগ	॥৮	॥৯	॥৭॥	৸৬	১/১	৸৭	॥ ॥	॥ ॥	৵৯	॥২	॥৯॥	॥৭		৭		৸৮	৵২	৸২	৸৯	৸২	॥৪
৩১	চম্পারণ	॥৸	॥৪	॥২	১/৯	১॥৹	৸৪	॥২	॥২	॥২	॥১	॥১	॥৬॥									
৩২	মুজফ্ফরপুর	॥৯৸৶	॥৯৸৶	॥৯৸৶	১/২	৸ ৸	৸১॥	॥৪॥৶	॥৪॥৶	॥ ॥	॥৯৸৶	॥৯৸৶	॥৯৸৶									
৩৩	ভাগলপুর	॥৬৶	॥৭॥৶	॥৭॥৶	৸২৸	৸১/	৸৫।	॥৭॥৶	॥৮৸৶	॥৬৶	॥৯॥/	॥ ৶	॥৭॥৶									

ক। অঞ্চলের হর এইরূপ।—ভাল চাউল ॥৬ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ॥৫ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ২/ মণ অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ (কেবল বিহারে) ৵৮ সের গম ॥২ সের ও যব ১/৫ সের, ও ছোলা ॥৹ সের।

খ। ঐ ঐ।—ভাল চাউল ॥২ সের অবধি ॥৪ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ॥৯ অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছোলা ॥৬ অবধি ॥৫ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের অবধি ৵৯॥ সের পর্য্যন্ত গম (গোয়ালন্দে) ॥৹ সের ও যব ৸৬ সের জ্বালানি কাষ্ঠ (গোপালগঞ্জে) ৸/ মণ।

গ। ঐ ঐ।—গম (শিবোলপুরে) ১॥ মণ ভাল চাউল ॥ সের অবধি ৸৹৸/ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ॥৪ সের অবধি ৸৭ সের পর্য্যন্ত ॥৬ ॥ সের অবধি ॥১ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২/ মণ অবধি ৫/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের (জোলায়) বাজরা ১॥৫ সের জোয়ার ১॥৫ সের।

ঘ। ঐ ঐ।—গম ॥৹ সের অবধি ॥৭ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ॥৹ সের অবধি ৸৮ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ॥৬ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছোলা ॥ সের অবধি ॥৮ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ অবধি ৵৯৸ সের পর্য্যন্ত।

ঙ। ঐ ঐ।—সামান্য চাউল ॥৬ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত, ও লবণ (কর্ম্মনাশাতে) ৵৮ সের, ভালচাউল ॥২ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ৫॥৬ সের।

চ। ঐ ঐ।—ভাল চাউল ॥২ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ॥৮ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৬। সের অবধি ৵৮ সের পর্য্যন্ত।

ছ। ঐ ঐ।—গম ॥৬ সের অবধি ॥৭॥ সের পর্য্যন্ত, যব ১/২ সের অবধি ১॥৹ মণ পর্য্যন্ত ভালচাউল (আরেজাবাদে) ॥৭। সের সামান্য চাউল ॥১॥ সের অবধি ॥৬ সের পর্য্যন্ত রাগীপ্রভৃতি (খরদহে) ১॥৹ মণ ছোলা ৸২ সের অবধি ১/৬ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ৫॥৹ মণ অবধি ৪॥৹ মণ পর্য্যন্ত, লবণ ৵৮ সের অবধি ৵৯। সের পর্য্যন্ত।

[*Gasettee, 2nd August* 1881.]

অড়হর।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ।			বলদানকুরবান ও মজুর।			মরীচ।			রাজমিস্ত্রি ও ছুতার বা কামার।			জিলা।
এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	এই সপ্তাহের রিটর্ন।	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ন।	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ন	
																					পূর্ণাদকের জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
			।।০	।৮৸	।৯	১/৬	২।৬	২।১।।	।০	৯৸	/৯।।	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৮ ২	৮ ২	৮ ২৸	ঢাকা।
			।২	।২	।১	৩/			/৯৸	/৯৸	/৯	৯।৶		৭।।০			৬৲	৭।। ১২		১৯ ১৫	ফরীদপুর।
			।৭	।৯।।	।৩।।	২।।	২।।	২।।	/৮।।	/৮।।	/৮।।	৭।।	৭।।	৭।।	৬৲	৬৲	৬৲	৮ ১৫	৮ ১৫	৮-১৫	বাকরগঞ্জ।
			।৭।।	।৮৫	।৪				/৯।	/৯।	/৯	৫ ১	৬ ৭।।	৬।। ৭।।	৪ ১	৬৲	৬৲	১ ৩	১ ২৫	১২ ০	ময়মনসিংহ।
			।৬	।৬	।৬।	২/	২/	৩/	/৬।।	৬।।	।	৭।। ৯।৶	৭।। ৯।৶	৭।। ১১।।	৬ ৯।৶	৬ ৭	৬ ৭।।	৭।। ৮৸	৯ ১	৭।। ৯।।	চট্টগ্রাম।
			।৬	।৬	/৮				/৭	/৬	/৮	৭ ৮	৭ ৮	৭ ৮	৫ ৭	৫ ৭	৫ ৭	৭ ১৩	৭ ১৫	৭ ১৫	ঢাকাধারী।
			।৬	।৮	।৩।				/৯।।	/৯।।	/৯	৬ ৯	৬ ৯	৬ ৯	৫	৫ ৭	৫ ৭	৭ ১৬	৭ ৬	৭ ১৬	ত্রিপুরা।
						৮/	৮/	৮/	/৯।৶	/৯।৶	/ ৶	১ ৭		৭।।							চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ।
			।।।	।।।	/৯				/৮	/৮	/৮	৭।।	৭	৭	৬	৬	৬	১২	২	১২	ত্রিপুরা পার্ব্বত্য প্রদেশ।
																					বেহার।
১/	১/	৸	৸৫	৸৫	।।৯		৩/	২/৮	/৯	/৯।	/৯।/	৪	৬ ৪	৬ ৪	৪ ৫	৪ ৫	৪ ৫	৫।।৶ ৭।।	৫ ৬৶ ৭।।	৫।।৶ ৭।।	গাইবা।
		।।৪	৸২	৸২	।।৪।।	৩।।	৪/	৪/	/৯	/৯	/৯	২।।	৩২।।	৩২৸	৪ ৫	৪ ৫	৪	৭ ৮	৫।। ৬	৫।। ৬	গয়া।
৸৫	৸৬		৸২	৸৩	৸২	।।৯	৩/	৩/	২।।	/৯	/৯।।	৪৲	৩ ৪	৪৲	৫ ৬	৫ ৬	৫ ৬	৬ ১২	৬ ১২	৬ ১২	পাটনা।
/	১/	৸	।।৯	।।৮	।২।।৪।।	।৪।।	৪/	/৯	/৯	/৮	৩।। ৪	৩।। ৪	৩।৶	৩ ৪	৩-৫	৩ ৫	৫। ১	৫।। ১	৫।৮-৭৸		ছারভঙ্গা।
১/৪	১/৫	।।৭।।	৸২	৸২	।২	৩।।	৩।।	৩/	৮।।	৮।।	৮।।	৩ ৪	২ ৩	৩ ৪	৩ ৫	৩ ৫	৩ ৫	৫ ৮	৪ ৬	৪ ৬	রঙ্গপুর।
৸৭	৸৯	৸	৸	৸১।।	।।৫	৪/	৪/	৪/	৮।।	৮।।	/৯	৬ ৩৸	৩ ৩৸	৩ ৸	৪ ৯	৪ ৯	৪ ৯	৯	৬ ৭	৬ ৭	নাটোর।
১।৬	১।	।।২	৸৫	৸৫	।৬				/৭৸	৮	৮	৪৲	৩৲	২৸/	৪৲	৪৲	৪৲	৮৲	৬৲	৬।।	রাজশাহী।
৸১৸	১/২	।৬৸	৸১৸	৸৩ /	।।৬।	৩।।১	৩।।৬	২/৫	/৮।	/৮।৶	/৮।৶	৩৸	৩৸	৩৲	৪৲	৪৲	৪৲	৮৲	৫।। ৭।।	৫।।৶ ৭।।	বুড়িগঙ্গা।
১১/৪-।৶	/ ৪ ।৶		৸১।।/	।।৮৸	।।৮।৶	৩/১।	৩৸ ৸৶	৩/ ।	/৯।৶	/৯।৶	/৯।/	৪ ৫	৩ ৪	৩ ৪	৪ ৫	৪ ৫	৪ ৫	৬ ১	৬ ১	৬ ১	ভাগলপুর।

ক। মধুবনিতে দর এই, ।—গম ।।৪ সের যব ১।।০ সের ছোলা চাউল ।।২ সের সামান্য চাউল ।৮ সের মাকড়া ১। সের অড়হর ১।। সের ছোলা ।।৩ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ৫/ মণ ও লবণ /৯ সের।

খ। মক্ক মহলের দর এই, ।—গম ।।১ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত যব ৸ ।। সের অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত ছোলা চাউল ।২ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৮ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ১/ মণ অবধি ১।। মণ পর্য্যন্ত অড়হর ৸২। সের অবধি ১।৶ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ।।৪ সের অবধি ১।০ মণ পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। মণ অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ /৮ সের অবধি /৯। সের পর্য্যন্ত।

গ। ঐ ঐ ।—গম ।।৪ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত, যব ১/ মণ অবধি ১।। সের পর্য্যন্ত ছোলা চাউল ।২ সের অবধি ।/ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।১।। সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত অড়হর ১।০ সের অবধি ১।।৪ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৪ সের অবধি ১। সের পর্য্যন্ত ও লবণ /৭। সের অবধি /৯।। সের পর্য্যন্ত।

ঘ। অমৃতসর দর এই, ।—গম ।।১ সের যব ১/ মণ ছোলা চাউল ।২ সের সামান্য চাউল ।।২ সের জোয়ার ১/ মণ মাড়োয়া ১/৫ সের অড়হর ৸৫ সের ছোলা ৸২ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৩।।০ মণ ও লবণ /৯ সের।

ঙ। মক্ক মহলের দর এই, ।—গম ।৮ সের অবধি ।।৭।। সের পর্য্যন্ত, যব ৸৫ সের অবধি ১।০ সের পর্য্যন্ত ছোলা চাউল ।।১ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।২ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ১।০ মণ অড়হর (বাঁকার) ৸৫ সের ছোলা ।।৫ সের, জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ ও লবণ ৸৮ সের।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

নং।	জিলা।	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			ঝড়ু ও মাইজা			ছোলা ও জোয়ার।			রাগী বা মারুয়া অথবা ও চীনা।		
		এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ
	বেহার।																					
৪	পুরণিয়া	সের ৸১ ৸৴	সের ॥৹	সের ৸৴	সের ১৴	সের ১৴	সের ৸৹	সের ॥১	সের ॥২	সের ॥৹	সের ॥৮	সের ৸৹	সের ॥৮	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৫	ভাগলপুর	॥৹	॥১	॥৮				॥১	॥৹	॥২	॥৮	॥৪	॥৯									
৬	সাঁওতাল পরগণা।	॥৸	॥৫	॥৯				॥৫	॥৪	॥৬	॥৸॥	॥৸॥	॥৯									
	উড়িষ্যা।																					
৭	কটক	৸৷৶	৸৷৶	৸৷৶	॥			৸৴৶	৸৷৶	॥৷	॥৸৷৴	॥৸৷৴	॥৸							৸৷৶	৸৷৶	॥৷৹
৮	পুরী	॥৹	॥৸৴	৴৯				॥৹৷৴	॥৹৷৴	॥৹	॥৸৸	॥৮	॥৹									
৯	বালেশ্বর	॥৹	॥৹	॥৹				৸২	৸২	॥৹	১৴	১৴	॥৹৷৴									
	ছোট নাগপুর। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একটী।																					
৪০	রাঙ্গাটীবাঁধ	২৸ ॥ ২৩	॥৹	॥৮			॥৪	॥২	॥২	॥৩	॥৩	॥৹	॥৹							১৴৮	১৴৮	১৴
৪১	লোধারডগা	॥৯	॥৯	॥৩	॥৮	॥৮	॥৬	॥৹	॥৹	॥৹	॥৪	॥৪	॥৪							১৴৹	১৴৪	৸
৪২	সিংভূম	॥৪	॥৪	॥২	১৴	১৴	৸	৸২	৸২	৸২	৸৬	৸৬	১৴৹				১৴৹	১৴	৸৹	১॥৪	১॥৪	১
৪৩	মানভূম	২৸ ৸৹	৸৮	৸৹	১৴	১৴	॥৪	॥৹	॥৹	৸৬	৸৹	৸৹	॥৮									

* মফঃ সদরে সামান্য চাউল টাকায় ॥৬ ৹ সের অবধি ৸৷৶ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

২১। মফঃসলের বাজার এই।—গম ।২ সের অবধি ॥৭ সের পর্য্যন্ত, যব ১৴ মণ, ভাল চাউল ।৬ সের অবধি ॥৮ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল সের অবধি ৸১ সের পর্য্যন্ত ও ছোলা ।৮ সের অবধি ॥৪ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাঠ ১॥৪ সের অবধি ৩৴ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৮ সের।

২২। ঐ ঐ।—গম ॥৹ সের। যব ৸৫ সের অবধি ৸৮ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চা ॥৹ সের অবধি ॥৬ সের পর্য্যন্ত, রাগীপ্রভৃতি ৸৫ সের অবধি ১॥৹ সের পর্য্যন্ত, জনেরা ৸২ সের, জব ১৴ মণ, পর্য্যন্ত, ছোলা ॥৭ সের, অবধি ॥৮ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাঠ ৪৴ মণ অবধি ৮৴ মণ পর্য্য লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৮॥ সের পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।
* ১৮৮১ সাল ২৩ জুলাই।

[*Government Gazette*, 2nd August 1881.]

জিলা।	গম।			যব।			জনার কুরাণ ও মকুর।			ধান।			ছাতিয়ি ও কুরার বা কাবার।		
	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ
বেলাড়।															
পুরুলিয়া।	৪৸	৪৸	৪৸	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৩৶	৩৶	৩৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
বালদবা।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
শীতকাল। পঞ্চাদ।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
বেড়িয়া।															
ঝাড়গ্রাম।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
পুরী।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
বালেশ্বর।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
ছোট নাগপুর। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।															
বাঙ্গালীবাঘ।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
সোনারঙ্গা।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
সিংহভূম।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶
মানভূম।	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶	৷৷৷৶

* বন্ধুরীর রিটার্ণ পত্র পাওয়া যায় নাই।

২০। বালভদ্রগড়ের দর এই।—গম ৷৷৷৶ সের যব ৸৶ সের ভাল চাউল ৷৷৷৶ সের সাধারণ চাউল ৷৷৷৶ সের মরুয়া ১/৮ সের, ছোলা ৷ ৸ সের, লবণ ৴৷৷ সের।

২১। যব সলের দর এই।—গম ৷৷৷৶ সের অবধি ৷৷৷৶ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৷৷৷৶ সের অবধি ৸৶ সের পর্য্যন্ত, সাধারণ চাউল ৷৷৷৶ সের অবধি ৸৶ সের পর্য্যন্ত, কাঁকেরা ১৸৶ সের অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৷৷৶ সের অবধি ৷৷৷৶ সের পর্য্যন্ত, জানাধি কাষ্ঠ ৪/ মণ অবধি ২০/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৷৷ সের অবধি ৷৷৷৶ সের পর্য্যন্ত।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

নম্বর	নগর।	[illegible]			নগর।			জাল চাউল।			আমাদা চাউল।			বন্দুক বারুদ।		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা *															
২	চট্টগ্রাম	১।	১৸	২৲				৪৲	৩৸৶	৩॥০	১৶	১।	১৸৶			
৩	ঢাকা	২।৶	১॥৴	২।৶	৸৶	৸৶	১৶	১॥০	১॥৶	১৸৶	১৴	৶	১॥৴			৩॥
৪	নারায়ণগঞ্জ							১।	১।৶	১৸৶	৶	১।৴	১৸			
৫	চট্টগ্রাম							২॥	২।০	২।	১।৶	১॥	১৸৴			
৬	নাটোর	১৸৴	১৸৴	১৸৴	১৲	১৲	১।৴০	২।০	২॥৶	৩৲	১৸৴	১৸৴	৪৶৯			
৭	বরিশাল	২॥	২॥	২॥				১।০	১।	১॥	১৲	৲	১॥৶			
৮	পুরী										১।৶৯	১।৶	২॥			
৯	বর্ডক	১৸৶	১॥৴	৩॥৶				২৲	১৸৶	৩॥৶	১।৶	১॥৶	২।৴			

* বিটর্ণ পত্র পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,
১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।

[Government Gazette, 2nd August 1881]

হই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্য দ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ থেকে বিক্রয়ের বাজার দর।

দরের দর।																		
চোলম ও খোরাক।			ছাতী বা মাড়ুয়া ও চীনা।			অরহর।			চোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			লবণ।			বন্দর।
এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
																		বলিয়াদী *।
									২।।	২৸০	২।।৵				৪।	৪৵	৪।/	শেরাজগঞ্জ।
									১৸৶	২৲	২৲৬	।/০	।৶	।৶	৩৸৶	৪৲	৪৸০	ঢাকা।
									২৶	২৲	২।।	।।০	।।০	।।	৪৶	৪৲	৪।০	আরাবনগঞ্জ
											-							হবিগঞ্জ।
						১৲	১৲	১।/৩	১৵৭	১/৯	১।৶০	।/৩	।/৩	।৶১	৪।০	৪/১	৪।৶০	সাইথা।
			-						৸৲	৸৲	৫৲	।/	।/	।/৩	৪।৶	৪।৶	৪।৶	বাদেশবর
																		পুরী
-			২৲	২৲	।২।৶				১।।	১।।৶	১৸৶	।।	।।	।।	৩।।	৩।।	৩।০	মাইক।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ, এম, কিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১ ২ জানুয়ারী।]

জেলা রঙ্গপুর ।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার ।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সন ১২৮০ । ৮১ ইং সালাবের কিস্তি ফেব্রুওয়ারি মো ১২৮৭ সালের সালাবের কিস্তি ফাল্গুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১ । ২২ আগষ্ট মো সন ২৮৮ সনের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ । ১০ জুলাই ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল ।	তৌজির নম্বর ।	নাম মহাল ও পরগনা	মালীকের নাম ।	সদর জমা ।	বাকির পরিমাণ ।	মন্তব্য ।
ইন্দুমুরাদি জমা দাখিল হওয়া মহাল ।	৬৬৭	পরগনে আলিগাঙ ।	মন্ত্রশিখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় কর্ত্তাজনকী চৌধুরাণী ও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও ব্রজময়ী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তাদ্বয় পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কেবল শ্যামকিশোর রায় জমাদারী চৌধুরাণী ।	৪৯৮১৭/১৪	১৭৬৬৬/৯॥	এই তাহুকের ৪ মহলের লিখিত মালীক খণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর এক বিস্যা এই তাহুকের ২৫৬ /১০৬৭॥ হারী মজার সদর জমা ৪৭৮॥৬৬৭ পাই যাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে বিশেষ ১ নম্বরে লিখিতাছে তাহার

সেনা রাজস্ব দাখিল না করাবি কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় বহাল তাহা বাদ থাকিল প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য বিগত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল খরিদারনীলামি পণের অবশিষ্ট টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১৮৫৯ । ১১ । ২৩ ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে ।

C F MAGRATH, *Offg Collector*

জিলা বীরভূম ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃশেষে বিক্রয় হইবে । ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই ।

তফসীল ।

মহালের শ্রেণী ।	তৌজির নম্বর ।	পরগনা ও মহালের নাম ।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক ।	নাম মালিক ।	সদর জমা ।	মন্তব্য ।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বাহবল নিং শ্যাম সুন্দরপুর	বাকী রাজস্ব ৩১৬৶	৺ শেষচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এডমিনিষ্ট্রেটর কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মতিউল সেখাদিগে বিষ্ণুচন্দ্র দত্ত ।	২১১৩৬/	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে ।

JOSEPH ARMSTRONG
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী
১ জুলাই । ১৮৮১ ।

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ইংরেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পাবলিক ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ১২৮৮ সাং ২৭ শ্রাবণ রোজ শুক্রবার জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর মহাল।	নাম থানা মৌজা তালুক।	নাম মালিক।	নম্বর জমা।	বার্ষিক সেস।	বাকীর পরিমাণ। খাজানা।	সেস।	মোট।	মন্তব্য।
২৬	থানে রাজু। মৌং বিলওয়াজা। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ সাং	সদরুদ্দ আলী চৌং	৯৩৮৲	১২৮৸৶	৯৩৮৲	১২৮৸৶	১০৬৬৸৶	সম্পূর্ণ তালুকা বিক্রয় হইবে।
৭৬	থানে রাজু। মৌং উমখালী। তাং জৈনদ্দিন মুন্সী	চৈতন্যচরণ দাস	১২২৭৲ রোডকর ৮৶	১৬৮।৶৬	১২২৭৲ রোডকর ১১৶	১৬৮।৶৬	২১১১৸৶৬	ঐ
১০৮	থানে রাজু। মৌং রাজার কুল। তাং সেখমস্ত খাঁ	শ্রীমতী জেত রাম বিবি গং	১৯০৫৶ ১১০১।৷৬	১৫৮।/	১৯৪৩৶৹	১৭৯।৹	১৭৯।০	ঐ
১৭০	থানে রাজু। মৌং সে কখালী। তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য নাথ সাং।	শ্রীমতী আম্বিকা বাবু গং	৫০৬৸/	৪৫৸৶৬	১৮৯৸/	১৫।/	২০৫৶	ঐ
২১৫	থানে রাজু। মৌং চাকমার কুল তাং আমামআলী চৌং	শ্রীমতী লাউ বিবি চৌধুরিয়া	৫৪৯৲		৫৪৯৲	৹	৫৪৯	ঐ
২৫৫	থানে চকরিয়া। মৌং লক্ষ্যাচর। তাং মোহনলাল মুহুরি	মোহনলাল মুল	৮৫০৭	১৯৯৲৬	৩ ৮৭০	৬৬।/৬	৩৬৫/৬	ঐ
২৭৪	থানে চকরিয়া। মৌং কেওলা বাণিক কর। তাং বিবি ইস্রাক	বাগদ আলী	৭৫৭।।৶	৯৬।৶	২৮৪।।৶	৩২৶	৩১৬৸/	ঐ
২৮৬	থানে চকরিয়া। মৌং বাবরাকীয়া। তাং বিবি ইস্রাক	দেওয়ান আলী চৌং	৬৮৭।/৩	২৭৪৸/	২২ ।।/৩	৯৬।/	৩৫৪ ৭৸৪	ঐ
৩২৮	থানে চকরিয়া। মৌং হুজরা। তাং আমজদআলী মৌলবী।	আমজদ আলী মৌলবি।	৬২৫৭	৹	৬২৮৸৶৯	০	৬২৮৸৶৬	ঐ
৪৯৩	থানে রাজু। মৌং কুরলা। তাং শ্রীমতী নবমের বাবু	আহাদ আলী	৭১২৭ রোডকর ৴	১ ৮৶	৭১২ রোডকর ৴৹	১ ৭৶	৭২২৸৶	ঐ
১৪৬০	থানে চকরিয়া মৌং পেকুয়া। ইং সেখ অকরআলী	সেখ অকর আলী।	৭১২৴ ১১১ ৭ রোডকর ১২৭ ১১৭৯৭	১০৯।৶৬	৭১২৴ ৮৭২ রোডকর ১২ ৮৮৪	৭২৸৶	৯৫৬৸৶	ঐ

A. Manson Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল মাসি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আগষ্ট মোং ১২৮৮ সনের ৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৪৪৩৫ নং	সং রঘুনাথ তালিকাপুর দেবপুর আবাদ হরিপ্রসাদ রায় পোদক দেহ সহা সাহের গুলক তালুক।	একদালি হিং ।।৶০ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী আহমদ খাঁ।	১১৯৫ ।।৶	মাল খালসা ১১৯৫।।৶ বকয়া ১৪১ ।।৶২	এই মহালের হিসাব পৃথক হওয়া ।/ আনী অংশের মিয়াদের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে মিয়াদে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর পরিশোধ ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে মোল আনা ও মাল একদাল হইয়া নিলাম হইয়া থাকে ইতি।
			হিসাব পৃথক হওয়া হিং ।/ আনী মালিক জগদীশচন্দ্র চৌধুরাণী ও অন্য ত্রিলাল চক্রবর্ত্তী।	৫৪০।৶৭	বাকী মাল ১২৮৭ সনের হিং কালক্রমের ৪৪৬/১০ বকয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪০।৶৭	
					১৩৪২৲৪	
				১৭৮৬৲৮৶৮	৩৩৫৮৶৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জিলা নওয়াখালী।

ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ইংরেজি সনের ১৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ১৩ জুলাই।

সদর তৌজী।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	সং সুলতান কিসমত মনিহ্ মাহা হল রেনম সুলতান।	নিলাম বহির ঈশানচন্দ্র মল্লি	৬৪৭/১২	১১৮৬৸৮

E V WESTMACOTT
Offg Collector

[*Government Gazette*, 2nd *August* 1881]

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয় হওয়ার ইস্তাহার কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১২৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল জারী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হওনের বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার বা লটের নাম।	সদর জমার তারিখ।	বাকীর পরিমাণ।	টৈকিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দোবস্তী মহাল।				
১৪৬৮ নং	পাচপাড়িয়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ভবদাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১১২৭৸৶৬	৩	
১৫১ নং	ঐ বেলিলীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর—			
		খাজানা	১ ১৭/৩		
		চৌকীদারী	১১৪ ৸/		
		রোডকর	১৸১১		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় একম ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা	০ ৸৶৭॥		
		চৌকীদারী	৪৬৸/		
		রোডকর	॥/৪॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে			
		বাকী রাজনারায়ণ রায় একম ॥ আনার সদর জমা খাজানা	০ ৭৸/৭॥		
		চৌকীদারী	৪৬৸/	২৮৸৬	
		রোডকর	॥/৪॥	৮৭	এই অংশের বাকীরজন্য নিলাম হইবেক।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই			

R. Corbett Offg. Collector

জেলা কটক।

ইস্তাহার দাবী বাকীদারি কালেক্টরী মহাল প্রবেশ জেলা কটক।

সমস্ত লোকদিগের জ্ঞাতার্থ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইংরেজি সন ১৮৫৯ সাল ১ আইনের ৬ ধারা ও সন ১৮৬৮ সাল ৭ আইনের ৩ ধারা অনুসারে কটক জেলার নীচের লিখিত মহাল সকল লাগায়েত কিস্তী কার্তুয়ারি সন ১৮৮১ সাল দোতা ১৮ সন ১২৮৮ সাল আটগণী ৫ কী সরকারের পাওনা আদায়করণ সন ১৮৮১ সাল আগষ্ট মাহে ৫ তারিখ মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল ভাদ্র মাহের ১ তারিখ সোমবারদিবসে একেলার কালেক্টরি কাছারি [illegible] নিলামে বিক্রয় যাইবেক এবং নিলামের ক্রয় হইবেক। ৯ তারিখ মাহ জুলাই সন ১৮৮১ সাল।

দ্বিতীয় শ্রেণী মেয়াদী বন্দোবস্ত জন্য ধারা কর্ত্তা মহাল।

সং ৫৯৯ তৌজি হজুরি মাহাল কিসমত চৌবুকে সত্যভাবপুর পং পদ্মপুর লিখিত মালিক হরনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও [illegible] দাস ও [illegible] দাস ও মন্দনধর দাস ও বৃন্দাবন দাস ও [illegible] মহম্মদ ও কর্ত্তিকমহম্মদ সদর জমা [illegible] ৫২১৸/৯

সং ৭৫৩ তৌজি [illegible] ১/৫ ১২৸ ১ গণ্ডা তালুকে জাইগীর [illegible] কবুল লিখিত [illegible] চৌধুরী রাধাগোবিন্দ সামন্তরায় মহাপাত্র স্বয়ং ও মাহাকেত্র দিবা সিং পড়িহার ও ব্রজসুন্দর পাই [illegible] বলরাম ও চৌধুরী শ্যামসুন্দর রায়গুরু ও [illegible] ও চন্দ্রদাস ও বিশ্বনাথ [illegible] দাস ও অমানি দাস ও [illegible] দাস ও [illegible] ও আনন্দচন্দ্র দাস ও [illegible] ঘোষ ও গোপালপতি ও বিশ্বেশ্বর দীক্ষিত ও চক্রধর পতি ও শিব [illegible] ও [illegible] ও [illegible] নবীন জুয়া ও কাশীনাথ [illegible] ও চৌধুরী রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও মন্দনধর দাস ও [illegible] দাস [illegible] ও [illegible] দাস ও [illegible] দাস ও উমাপ্রসাদ [illegible] ও শ্যামচরণ মল ও শ্যামচরণ মাইতি ও সুদর্শন [illegible] ও চক্রধর জুয়া কালন্দর [illegible] মাইতি ও [illegible] সদর জমা সং ১০০৭৸৶৫। একরারের মাহ টাকা তিন আনা পাঁচ পাই একপুরা।

জেলা কটক ৯ তা বুধ
মেহি সন ১৮৮১ সাল।

R. Corbett Offg. Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আ ষ্ট।]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সালের ১৪ ভাদ্র সোমবার ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে কিম্বা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে বন্ধ করা যাইবে। ইতি ১৮৮১। ১৩ জুলাই।

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সমস্ত জমা।	বাকী।
	পরগণে উনঙ্গ।			
১৩৭	দিয়া ৵ আধা জমিদারী দোন আধা মহলে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি দিয়া ।/ আধা ২ দস্তী ৬৪ তিল।	ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা কানুনগো	৬২২।৶	৬১৬৴
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১১।১ অংশ।	রানী রুক্মিণী দেব্যা	৬৯৬৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৵১১৸২ দস্তী।	রানী গৌরসুন্দরী দেব্যা	৩৫৩॥	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৫।=১৬ তিল।	কালীকিশোর সিংহ	১৬৴	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৴২।।২ অংশ।	রাজা হরচন্দ্র সিংহ	১১৯৸৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।৸৸ – ২ দস্তী।	রানী রজনী দাসী	৪০২।।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১১।১ অংশ।	রাজা মথুরানাথ সিংহ	৬৯৬৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১।১ দস্তী।	রানী ব্রজসুন্দরী দেব্যা	৬।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।৸।=১ দস্তী।	বিশ্বেশ্বরী দেব্যা	৫২।৴	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৭।= ক্রান্তী।	ব্রজকিশোরী দেব্যা	৪৬৴	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৪।৸ দস্তী।	রামশঙ্কর কানুনগো	২৯৶	•
	পরগণে সেরপুরা।			
১৪৪	জমীদারী দিয়া ৴১৫ গণ্ডা	শিবদয়াল তেওয়ারী গয়রহ	২৬৪৩॥০	৯২।
	পরগণে আলাপ সিংহ।			
৪১৪৪	চরদরি কুঁইয়া ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি দিয়া ৵১ ৸— ক্রান্তী।	বসুসুন্দরী দেব্যা চৌধুরানী	২৬২।৵৮	২।।৶
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৪ = ক্রান্তী।	ঈশান চন্দ্র আচার্য্য	১৪।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।/৬।।= ক্রান্তী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৩৯৫৶৪	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।/১১।।= ক্রান্তী।	জগত কিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪১৩।।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৩।— ক্রান্তী।	কেদার কিশোর আচার্য্য	৪৯।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৩।— ক্রান্তী।	বিমলা দেব্যা	৪৯৶	•
	দ্বিতীয় জেলীর মহাল।			
	পরগণে আলাপ সিং।			
৪৯৬৫	চর কেরেলখাঁ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে এজমালি দিয়া ৵৬।—॥ তিল।	কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী গয়রহ	৪১৪৸	১৩৯॥০
ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।২= ক্রান্তী	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬৩৫।।৶	১৫৯॥৶

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
৪১৬৫	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ৬।/ = কাঠি।	মানবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৫১॥/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ।১। কাঠা।	জাতকিশোর আচার্য্য	৬১৮৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ১৩।— কাঠী।	প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য	১০৩/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ১৩।— কাঠি।	দীননাথী দেব্যা	১০৩/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ১৩। কাঠি।	অচ্যুতনারায়ণ আচার্য্য	১০৩/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ৪=১ ছিল।	জগতমণী দেব।	৮৪৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ৪=১	হরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ৪=১	যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ১৮—॥	শ্যামচন্দ্র আচার্য্য	৭৬৭/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ১৩।— কাঠী।	বসুন্দরী দেব্যা	১০৩/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ৩।— কাঠী।	কেদারকিশোর আচার্য্য	২৫৬/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বিদ্যা ৩।— কাঠি। পরগণে হরবন্দ সিংহ।	বিমলা দেব্যা	২৫৬/	
৪৭৮৪	বিল মনসী পরগণে আসাদ সিংহ।	শীতলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৪৪৫৲	৪৶
৬১২৯	ভাং চর চিরে চর সংক্রান্ত বাবাদুর পুর	বদনমণী দেব্যা সরকার	৫২১৲	১১৮৶

N S ALEXANDER,
Collector

জিলা ২৪ পরগনা।

এস্তেহার।সাদা কাছারি কালেক্টরি জেলা ২৪ পরগনা এই যে,

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালাতের সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন কিস্তির বাকি বাবত ইংরাজী সন ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৮৮ সাল ৪ ভাদ্র মঙ্গলবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা শুকর নিলাম ধরা যাইবে ইংরাজী সন ১৮৮১ সাল তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল তারিখ ৬ শ্রাবণ।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্যুত্তারি জমা বাকী হওয়া মহাল।

১৭৪ নং পরগনে মাইহাটী দিগর মৌজে গঙ্গাকরপুর ওগয়রহ লিখিত মালিক মেহার মহম্মদ খাঁ চৌধুরি ওগয়রহ সদর জমা ১৫৫০৲ ৪

রেওয়াকশ ১৫।৶৯

১০৬৯ নং পরগনে মাগুরা হাট কালিগঞ্জ ওরফে হাট চেতলা লিখিত মালিক উপেন্দ্রনাথ সরকার ওগয়রহ সদর জমা ৩৫০০৲

রে ডক্কশ ৩৫৲

২০১৯ নং পরগনে দাঁড়িয়া কি দাঁড়িয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক বর্ণময়ী দাসী ওগয়রহ সদর জমা ৪৭৩২২/৬। টাকার মধ্যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৵১।=/১৮৶ আনা রকম স্বতন্ত্র জিলার হওয়া বাদে অ শিষ্ট এজমালিতে বর্ণময়ী দাসী ওগয়রহের নামে ৶ ৮।—৶ ৸৶ আনার কাত সদর জমা ৮৬৪৫৬/১৬ টাকা তাহার সন ১২৮৮ সালের লাং জৈ ক কি ক্ত সন ১৮৮১ সালের লাং ২৮ জুন পর্য্যন্ত আদায় বাদে ৫১৶২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

D R LYALL, *Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২ আগষ্ট।]

জেলা নদীয়া।

বাকি খাজানার জন্য পত্তনি পত্তনির পাঠ কালেক্টরি কাছারি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার চৌহদ্দির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮১ সালের ৮ জুন তারিখেই প্রাপ্য বাকি মালগুজারির এই ২ জন না দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আইন অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টরি সদর কাছারিতে বিক্রয় বিল ও সদরে প্রকাশ্য নিলামে করা যাইবেক।—

চৌহদ্দির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৫৪২	ডিহি [illegible] পাড়া পং [illegible]	বর্দ্ধমান [illegible] শুভাবপ্রাপ্ত জা [illegible] উমেশচন্দ্র [illegible] অন্নদাকিঙ্কর ও [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] প্রসন্ন সেন [illegible] স্টেট [illegible] পালিত [illegible] [illegible] চৌধুরী [illegible] চৌধুরী [illegible] চৌধুরী [illegible] চৌধুরী [illegible] রায় চৌধুরী, ও পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	[illegible] পোলিশ ৩৫।।৪	৩ [illegible]	৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে /১২ আনা [illegible] বার্ষিক [illegible]-।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগের নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ৬৶০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে /২ আনা বকয়া [illegible] বার্ষিক [illegible]।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অবরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিগের নামে লেখে ঐ অংশে ২।।৸ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৯৮	ডিহি [illegible] পং উখড়া	মুন্সী [illegible] [illegible] বিবি আতে [illegible] বিবি আফিজন্নেছা বিবি, [illegible] বিবি [illegible] বিবি [illegible] বিবি [illegible] বিবি [illegible] বিবি [illegible] বিবি ও আদিনাথ [illegible]।	৩৫৭৸৴১ পোলিশ ৫৩।১	১১।৶৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৬৯	গোড়ডাঙ্গা [illegible] টাঙ্গা ও রাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৩৮৶০ বোড়ফড় ৭।৶০	২।।৶৭	৮৫৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে পৃথক হওয়া অংশের [illegible]

[illegible] মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] আরডি হেন্ডর্সন সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় [illegible] জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা। প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] মহেন্দ্রনাথ [illegible] মুখোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible]

NOTICE is hereby given, under Section 6, Act XI of 1859, that the undermentioned estate in the district of Furreedpore will be put up to public and unreserved sale at the Collector's Office of that district on the 29th August 1881 corresponding with 14th Bhadra 1288 B S, for arrears of revenue and other demands which by the Regulations and Acts in force are directed to be realized in the same manner as arrears of revenue due on 28th January 1881

Number on the tenji	Name of estate and pergunnah	Name of recorded proprietor	Government revenue	Amount of arrears
			Rs	Rs
360	Char Bhadrasan pergunnah Char Mukundia	Shamsher Sikdar Moodhu Sudan Chowdhry and others	4 8 14	1 817

FURREEDPORE COLLECTORATE, *the 16th July* 1881　　J E B JEFFERY *Offg Collector,*

জিলা ফরীদপুর ।

এস্তাহার মামা কাছারী কালেকটরী জিলা ফরীদপুর ।

এতদ্দ্বারায় জানান যাইতেছে ১৮৫৯ । ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা ফরীদপুরের মধ্যবর্ত্তী নীচের লিখিত মহাল ১৮৮১ সনের ৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সনের ১৪ ভাদ্র সোমবার এজিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি ১৮৮১ । তারিখ ৯ জুলাই ।

প্রথম শ্রেণী ও এস্তমুরারি জমাধার্য্য হওয়ার মহাল ।

তৌজির নম্বর ।	মহালের নাম ও পরগনা ও মালীকের নাম ।	সদর জমা ।	বাকীর পরিমাণ ।
৩৬৯ নং	লরগমে চর মুরশীয়া অন্তর্গত চর ভদ্রাসন দিয়া মতজের অংশীদার অটলচন্দ্র ভূঁইয়া ও গোবিন্দ্র শীকদার দিগরের দিয়া ॥ আমীন ১৮৮১ সনের সাং জানুয়ারি বাকী খাজানা মাল নিলামে কেহ না ডাকায় ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে বক্রী ॥ আমীন অংশীদার মহম্মদ চৌধুরী প্রভৃতির নামে মুটিল জারীহওয়া স্বত্বে তাহারা নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে সমুদয় বাকী দাখিল করিয়া ক্রয় না করায় সম্পূর্ণ মহাল নিলামের বিষয় ।	সদর জমা । ৪৭৮৬ রোড কর । ৪৮ ৪৮ ৪	বাং কিস্তি জানুয়ারি সাং মুখ ১৮৮১ খাজানা ১৭৭৮ রোড কর ৩৪ ১৮১৯

J E B JEFFERY *Offg Collector*

বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত বার্ষিক ধনকীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি ।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট । ১৮৮১ । ২ আগষ্ট ।]

The Hymns of the Rig Veda, in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Muller M A in two Volumes *Price Rs 25 ; packing and postage Re 1 12*

* * The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a familiar like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

PRINTED AT THE GOVT PRINTING No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত অবসাদক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিকাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি সদর মূল্যে একবালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা, প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A LL D of the Inner Temple Barrister at Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আইন ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশানের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি ডি, ফিল্ড, এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengal Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

*Payable in advance **

For one year without postage	Rs	10	0	0
Ditto with postage	,	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount

---

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	১৲
ডাকমাশুল সুদ্ধ ঐ	১২।০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইয়া গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খানি ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[*Government Gazette, 2nd August* 1881]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c, inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA,
Asst Secy to the Govt of Bengal.

The 19th February 1878

Note—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half "	10
Casual advertisements—4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাভিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তদ্বিষিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /১ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

বিজ্ঞপ্তি।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করিলে	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০০
কখনং ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঙ্ক্তি	৪

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৭ আগষ্ট।]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1180—740—8 81

Numb 2193 ২১৯৩

(REGISTERED NO 30)

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 9, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

CONTENTS

	Page
PART I —Resolutions Orders and Notifications of the Government of India	109—110
PART II —Resolutions Orders and Notifications of the Lieut Governor of Bengal	711—720
PART III —Acts of the Legislative Council of India	17—18
PART IV —Bills of the Legislative Council of India	Nil
PART V —Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI —Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII —Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil
PART VIII —Advertisements	537—603

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	১০৯—১১০
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৭১১—৭২০
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	১৭—১৮
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—ইশ্তিহার প্রভৃতি	৫৩৭—৬০৩

PART I

Resolutions Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

DEPARTMENT OF HOME, REVENUE, AND AGRICULTURE

NOTIFICATION —GENERAL

Simla the 26th July 1881

No 27.—In supersession of the Notification issued from the Home, Revenue, and Agricultural Department No 66 dated the 26th February 1881 it is notified that Mr C L Tupper, Officiating Under Secretary to the Government of India in that Department, was granted privilege leave for thirty days, with effect from the 28th February last

C L TUPPER,
Offg Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla the 25th July 1881

No 250 —Mr C J Cole Assistant Engineer Second Grade is transferred from the establishment under the Director General of Railways to that under the Government of Bengal in the Railway Branch

ALEX FRASER, *Major Genl* R E
Secy to the Gov of India

হোম, রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।—সাধারণ।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৬ জুলাই

২৭ নম্বর।—হোম রাজস্ব ও কৃষি সংক্রান্ত কার্য্য বিভাগের ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬ তারিখের ৬৬ নম্বর জ্ঞাপনপত্র রহিত করিয়া এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে। উক্ত কার্য্য বিভাগে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত সি এল টপার সাহেব গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অনুমতির ছুটী প্রাপ্ত হন।

সি, এল টপার
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটরী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ২৫ জুলাই।

২৫০ নম্বর।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত সি জে, কোল সাহেব রেলওয়ে ডিরেক্টর জেনরলের শিরিস্তা হইতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে শাখায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আলেক, ফ্রেসর, মেজর-জেনরল, আর ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 9, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট ।

PART II.

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

No 3204A

GENERAL —*The 27th July* 1881 —Mr J A Hopkins reported his departure from India on furlough on the 23rd April 1881

The 28th July 1881 —Baboo Jodu Nath Sircar, Sub Deputy Collector, Gya, is transferred to Sarun, and is posted to the Gopalgunge division of that district

Baboo Pooruo Chunder Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector, Manbhoom, on leave, is transferred to Cuttack and is posted to the Sudder Station of that district

Mr G E Maniaty, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Tajpore, Durbhunga, is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th proximo

Mr H Holmwood, Assistant Magistrate and Collector, Patna, is transferred to Durbhunga, and is appointed to have charge of the Tajpore division of that district, during the absence, on leave of Mr G E Maniaty, or until further orders

The 29th July 1881 —Baboo Kali Nath Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, on leave, is transferred to Gya, and is posted to the Sudder Station of that district

Baboo Deno Nath Addy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is transferred to Durbhunga, and is posted to the Sudder Station of that district.

Baboo Nobin Chunder Das, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dinagepore is transferred to Shahabad, and is posted to the Sudder Station of that district

The 30th July 1881 —Baboo Mohendro Nath Seal, temporary Sub-Deputy Collector Tipperah, is allowed leave for one month, under Section 16 Chapter II of the Civil Leave Code, with effect from the 11th July 1881

Mr R H Pawsey, Magistrate and Collector, Cuttack on leave, is appointed to act, until further orders in the First Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 19th instant *vice* Mr C T Metcalfe, c s r

Mr R Porch Magistrate and Collector Maldah, is appointed to act in the First Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 19th instant, during the absence, on leave, of Mr R H Pawsey, or until further orders

Mr P Nolan, Officiating Magistrate and Collector, Shahabad is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 19th instant *vice* Mr R Porch

Mr H G Sharp, Officiating Magistrate and Collector Bogra, is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 20th instant, *vice*, Mr J O Veasey, on leave

Baboo Raj Gopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted temporarily to the Sudder Station of the Lohardugga district

The order of the 19th instant, transferring Mr K J Badshah, Assistant Magistrate and Collector, Goalundo Furreedpore, to the Sudder Station of the Dacca district is cancelled

Mr H P Peterson Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector of Chittagong is transferred to Monghyr and is appointed to have charge of the Begooserai division of that district during the absence on leave, of Mr H F J T Maguire, or until further orders

The 1st August 1881 —Mr H Mosley, Officiating Magistrate and Collector, Moorshedabad, is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 20th instant

Mr F H Barrow Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Shahabad, is appointed to act as Magistrate and Collector of Moorshedabad, during the absence, on leave of Mr H Mosley, or until further orders

The order of the 18th ultimo, appointing Mr T L L Jenkins, Assistant Magistrate and Collector of Durbhunga, to have charge of the Begooserai division of the Monghyr distr

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

৩২০৫ A নম্বর।

আগারিয়া।—১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—শ্রীযুত জে এ, হপকিন্স সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে ভারতবর্ষ হইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—গয়ার সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সরকার সারণে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমায় অবস্থাপিত হইলেন।

ভাগলপুরের ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কটকে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

দ্বারভঙ্গার অন্তর্গত তাজপুরের একটিং জাইন্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুত জি ই, মার্শিন্ট্রী সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ৬ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জি, ই, মার্শিন্ট্রী সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ কলবউক সাহেব দ্বারভঙ্গায় প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত তাজপুর মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—ভাগলপুরের ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বসু গয়ায় প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শাহাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ সাহা দ্বারভঙ্গায় প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

দিনাজপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র দাস শাহাবাদে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—ত্রিপুরার কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে ১৮৮২ সালের জুলাই মাসের ১১ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, টি বেটকাফ, সি এস আই সাহেবের পরিবর্ত্তে কটকের ছুটীপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর, এচ পার্সী সাহেব এই মাসের ১৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আর এচ পার্সী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মালদহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর পোর্চ সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আর, পোর্চ সাহেবের পরিবর্ত্তে শাহাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত পি লোলান সাহেব এই মাসের ৯ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত শ্রীযুত জে সি, বিনী সাহেবের পরিবর্ত্তে বগুড়ার একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, জি শার্প সাহেব এই মাসের ২০ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত লোহারডগা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

ফরীদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত কে, কে, বাদশাহকে ঢাকার সদর মোকামে প্রেরণ করণ বিষয়ক এই মাসের ১৯ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

শ্রীযুত এচ, এক, জে টী মাণ্ডের সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চট্টগ্রামের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এচ, পি পিটার্সন সাহেব মুঙ্গেরে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত বেগুসরাই মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—মুরশিদাবাদের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ মসী সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ২০ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ, মসী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ এচ বরো সাহেব মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্যকরিতে নিযুক্ত হইলেন।

দ্বারভঙ্গার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জি এল, এল মেকফিল্ড সাহেবের মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত বেগুসরাই মহকুমার ভার গ্রহণার্থ নিয়োগ বিষয়ক গত মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

Mr K G Gupta, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Kendraparah, Cuttack is allowed leave for two months and fifteen days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Jadub Chunder Gossami Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is transferred to Cuttack, and is appointed to have charge of the Kendraparah division of that district, during the absence, on leave, of Mr K G Gupta, or until further orders

Baboo Shoshee Bhooshun Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, having resumed charge of his duties on the afternoon of the 2nd ultimo, the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 22nd March last is cancelled

Baboo Brojo Nath Bhuttacharjee, Temporary Sub Deputy Collector in the Presidency Division is posted to Jessore

Baboo Hurry Mohun Dutt Temporary Sub Deputy Collector in the Presidency Division, is posted to Moorshedabad

The 2nd August 1881 —Baboo Hem Chunder Mitter Temporary Sub Deputy Collector, Bongong Nuddea is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade

Mr R R Pope Assistant Magistrate and Collector, Chittagong was on privilege leave from the 1st to the 7th July 1881

Mr H W Barber, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong is vested with the powers of a Collector under Act VII (B C) of 1868 and Act VII (B C) of 1880

Moulvie Mahamed Sohan Hyder, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Chittagong is vested with the powers of a Collector under Act VII (B C) of 1868 and Act VII (B C) of 1880

Mr F F Pargiter Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Alipore 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 for the purpose of acquiring land required for public purposes in Calcutta

Baboo Bhagwan Chunder Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, employed on the Dearah Survey, is vested with the powers of a Collector under Regulation VII of 1822, for the Settlement of Dearah lands in the districts of Dacca Furreedpore Backergunge, and Mymensingh in the Dacca Division, and in the districts of Tipperah and Noakholly in the Chittagong Division

Mr G A Grierson, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Patna, acted as Magistrate and Collector of that district from the afternoon of the 18th to the afternoon of the 25th July 1881

Baboo Doorgagati Banerjee, Personal Assistant to the Commissioner of the Patna Division, is allowed leave for one month and fifteen days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or any subsequent date on which he may avail himself of it

Baboo Annada Prosad Das is appointed temporarily to act as a Special Deputy Collector for the purpose of completing the partition of Talook Mahomed Estate in the District of Mymensingh

The services of Baboo Annada Prosad Das are placed at the disposal of the Board of Revenue

The following promotions and confirmations are made in the Subordinate Executive Service —

Promoted to the First Grade

Baboo Isser Chunder Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, *vice* Mr C W Wilmot retired

Confirmed in the Second Grade

Moulvie Dulleeluddin Ahmed, Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24-Pergunnahs, *vice* Baboo Isser Chunder Mitter

Promoted temporarily to the Second Grade

Baboo Juggo Mohun Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cuttack, *vice* Moulvie Dulleeluddin Ahmed

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

কটকের অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়ার একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত কে জি গুপ্ত যে তারিখে অন্যের প্রতি আপন কার্য্যের ভার অর্পণ করেন তদবধি নিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধি পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত কে জি গুপ্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র গোস্বামী কটকে প্রেরিত হইয়া ঐ জিলার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দত্ত গত মাসের ২ তারিখের অপরাহ্নে আপন কর্ম্মভার পুনর্গ্রহণ করত গত মার্চ মাসের ২২ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটীপাস তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

প্রেসিডেন্সী খণ্ডে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য যশোহরে অবস্থাপিত হইলেন।

প্রেসিডেন্সী খণ্ডে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দত্ত মুরশিদাবাদে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—নদীয়ার অন্তর্গত বনগ্রামের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র কিয়ৎ কালের নিমিত্তে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর, আর পোপ সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১ অবধি ৭ তারিখ পর্য্যন্ত অনুগ্রহের ছুটী লইয়া ছিলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এচ ডবলিউ বার্ব সাহেব ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন ও ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন মত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ গোলাম কাইসর ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন ও ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন মত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত আলিপুরের একটিং জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এফ, ই পার্গিটার সাহেব কলিকাতার রাজ কার্য্যের নিমিত্তে ভূমিগ্রহণার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

দিনাজপুর জরীপীকার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র সেন ঢাকা খণ্ডের অন্তর্গত ঢাকা ও ফরীদপুর ও বাকরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জিলায় এবং চট্টগ্রাম খণ্ডের অন্তর্গত ত্রিপুরা ও নওয়াখালী জিলার দিয়ারা ভূমির বন্দোবস্ত করণার্থে ১৮২২ সালের ৭ আইনমত কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

পাটনার একটি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি এ গ্রিয়ার্সন সাহেব জুলাই মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্ন অবধি ২৫ তারিখের অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর স্বরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন।

পাটনা খণ্ডের কমিশনর সাহেবের স্বকীয় অসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিলকার্য্য কারকদের ছুটীবিষয়ক বা বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি একমাস পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত তালুক মহাদের ইষ্টেটের বাটোয়ারা-কার্য্য শেষ করিবার নিমিত্ত কিয়ৎ কালের জন্য বিশেষ ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ দাস রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

সবর্ডিনেট এক্সেকিটিব সর্বিসে নিম্নলিখিত পদবৃদ্ধি ও পদে স্থায়িরূপে নিয়োগ করা গেলঃ—

শ্রীযুক্ত সি ডবলিউ উইলসন সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাতে তৎপরিবর্ত্তে চব্বিশ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র

প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের পরিবর্ত্তে চব্বিশ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী মলীলুদ্দীন আহাম্মদ,

দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মৌলবী মলীলুদ্দীন আহাম্মদের পরিবর্ত্তে কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জগমোহন রায়,

কিয়ৎকালের নিমিত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

Confirmed in the Third Grade

Baboo Jadub Chunder Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, *vice* Moulvie Dulleeluddin Ahmed

Promoted temporarily to the Third Grade

Baboo Bemola Churn Bhuttacharjee Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly, *vice* Baboo Juggo Mohun Roy

Confirmed in the Fourth Grade

Baboo Tarinny Churn Mitter, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mohesheeka, Howrah, *vice* Baboo Jadub Chunder Ghose

Promoted temporarily to the Fourth Grade

Baboo Chunder Seekur Banerjee Deputy Magistrate and Deputy Collector, Patna kholly Backergunge on leave, *vice* Baboo Bemola Churn Bhuttacharjee

Confirmed in the Fifth Grade

Baboo Juggobundhoo Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Noakholly, *vice* Baboo Tarinny Churn Mitter

Promoted temporarily to the Fifth Grade

Baboo Nobin Krishna Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty under the Court of Wards in Moorshedabad, *vice* Baboo Chunder Seekur Banerjee

Baboo Troyluckonath Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, Moonsheegunge, Dacca, *vice* Baboo Hurri Chaitanya Ghose on deputation

Baboo Rajendronath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, *vice* Baboo Nobin Krishna Banerjee on special duty

Confirmed in the Sixth Grade

Baboo Soorjo Coomar Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jehanabad Hooghly, *vice* Baboo Juggobundhoo Sen

Promoted temporarily to the Sixth Grade

Baboo Khetter Mohun Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly *vice* Baboo Troyluckhonath Sen

Baboo Gossai Das Dutt Deputy Magistrate and Deputy Collector Kissengunge Purneah, *vice* Baboo Rajendranath Roy

Baboo Poorno Chunder Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Cuttack, *vice* Baboo Brojo Mohun Roy, on deputation

Confirmed in the Seventh Grade

Baboo Hurrish Chunder Banerjee Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector on special duty under the Public Works Department *vice* Baboo Soorjo Coomar Sen

The following Officiating Deputy Magistrates and Deputy Collectors are appointed temporarily to the Seventh Grade

Mr J T Babonau Rungpore

Moulvie Shere Ali on special duty in the Sonthal Pergunnahs

Baboo Radha Madhub Bose Furreedpore

Rajendro Nath Ghose Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Rajshahye and Cooch Behar Division

Baboo Mohendro Chunder Mozoomdar on special duty in Mymensingh

" Nobin Krishna Banerjee, Furreedpore

" Annoda Prosad Sen on special duty in the 24 Pergunnahs

Radha Kant Banerjee on special duty in Jessore

Moulvie Fuzlul Karim Monghyr

Baboo Pran Kumar Doss Mymensingh

" Jugbut Doorlub Bysack Deoghur, Sonthal Pergunnahs

" Jugbut Chunder Shome Baraset, 24 Pergunnahs, *vice* Baboo Hurrish Chunder Banerjee, on special duty

Baboo Gobind Chunder Bysack, Brahmunberiah, Tipperah, *vice* Baboo Mohendro Chunder Mozoomdar on special duty

Baboo Sree Nath Gupta Maldah, on leave, *vice* Baboo Annoda Prosad Sen, on special duty

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

শ্রীযুত মৌলবী খলীলুল্লাহ আহাম্মদের পরিবর্ত্তে সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ

তৃতীয় শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগমোহন রায়ের পরিবর্ত্তে হুগলির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য,

কিয়ৎকালের নিমিত্তে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তে হাবড়ার অন্তর্গত মহিশরেখা'র ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র

চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালীর ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,

কিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্রের পরিবর্ত্তে মজঃফরপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু সেন,

পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে মুরশিদাবাদের কোর্টঅফ ওয়ার্ডসের অধীনে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

রাজকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু হরি চৈতন্য ঘোষের পরিবর্ত্তে ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেন ও

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়

কিয়ৎকালের নিমিত্তে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু সেনের পরিবর্ত্তে হুগলীর অন্তর্গত আরামবাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার সেন

ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সেনের পরিবর্ত্তে হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও

শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ রায়ের পরিবর্ত্তে পুরুলিয়ার অন্তর্গত কুরুগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গৌরাইদাস দত্ত ও

রাজকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রেরিত শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন রায়ের পরিবর্ত্তে কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়

কিয়ৎকালের নিমিত্তে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার সেনের পরিবর্ত্তে পরলিক ওর্ক ডিপার্টমেণ্টের অধীনে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা কিয়ৎকালের নিমিত্ত সপ্তম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের শ্রীযুত জে টী, বরন সাহেব।
সাঁওতাল পরগণায় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত মৌলবী শেবকাদী।
ফরীদপুরের শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বসু।
রাজশাহী ও কুচবিহার অঞ্চলের কমিশনর সাহেবের অধীন একটিং আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ময়মনসিংহে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু যদুনন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।
ফরীদপুরের শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
চব্বিশ পরগণায় বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু অন্নদা প্রসাদ সেন।
যশোহরে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
বুন্দেলের শ্রীযুত মৌলবী ফজলুল করীম।
ময়মনসিংহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকুমার দাস।
সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেবগড়ের শ্রীযুত বাবু জগদুলভ বসাক।
বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাসতের শ্রীযুত বাবু জগচ্চন্দ্র সেন।
বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু যদুনন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার শ্রীযুত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসাক।
বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু অন্নদা প্রসাদ সেনের পরিবর্ত্তে মাল দহের ছুটী প্রাপ্ত শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

Baboo Kali Sunker Sen, on special duty in Noakholly, *vice* Baboo Radha Kant Banerjee, on special duty

Baboo Poorno Chunder Mitter Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Midnapore *vice* Baboo Kali Sunker Sen on special duty

POLICE —*The 27th July* 1881 —Mr R H G Irvine reported his departure from India, on furlough on the 28th June 1881

The 30th July 1881 —Mr D J Poole Assistant Superintendent of Police Purneah, is allowed leave for ten days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the orders of the 20th instant

The 2nd August 1881 —Lieutenant Colonel C T Hitchins District Superintendent of Police Cuttack, is allowed leave for fifteen days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th July 1881

Mr H L C Paget Officiating Assistant Superintendent of Police, Pooree, is transferred to the District of Cuttack

Mr J F Needham Assistant Superintendent of Police in charge of the Police of City Patna, is appointed to act as District Superintendent of Police Sarun, during the absence, on deputation of Colonel W F Fagan or until further orders

Mr G B Havelock Assistant Superintendent of Police Patna, is appointed to have charge of the Police of City Patna in addition to his own duties during the absence, on deputation of Mr J F Needham or until further orders

Baboo Gopal Harri Mullick Officiating Assistant Superintendent of Police, Jessore, is appointed to be an Assistant Superintendent of Police of the Second Grade

Baboo Gopal Harri Mullick is also appointed to act until further orders in the First Grade of Assistant Superintendents of Police with effect from the 1st ultimo

EDUCATION —*The 28th July* 1881 —Mr A Macdonell Professor Dacca College is allowed leave for three months under Section 51 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 18th instant

Baboo Brom Kesh Chuckerbutty, Lecturer in Physical Science Sibpore Engineering College is appointed to act as Lecturer in Mathematics and Physics in the Dacca College, during the absence on leave of Mr A Macdonell or until further orders

The 30th July 1881 —Mr W T Webb M A Professor Presidency College is appointed temporarily to the Third Class of the Bengal Educational Service from the 21st August to the 22nd December 1880 the date preceding that on which he was confirmed in that class

OPIUM —*The 27th July* 1881 —The Right Honble the Secretary of State for India has granted to Mr W Masters Sub Deputy Opium Agent an extension of leave for three months on medical certificate

Mr F I D Innes an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

MEDICAL —*The 29th July* 1881 —The orders of the 7th instant appointing Surgeon Major A S Lethbridge Inspector General of Jails to act in addition to his own duties as Sanitary Commissioner for Bengal during the absence, on leave of Dr R Lidderdale, are cancelled

Assistant Surgeon Bibhuti Bhusan Chatterjee Supernumerary at Dacca is allowed leave for three months under Section 18 Chapter II of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

The 1st August 1881 —Assistant Surgeon Ram Kali Goopta Teacher of Anatomy and Surgery Temple Medical School Patna was in medical charge of the Civil Station of Patna the Patna Lunatic Asylum and the Meteorological Observatory at Bankipore, from the 1st to the 19th May last He was also in charge of the Temple Medical School from the 1st to the 4th idem

[*Government Gazette 9th August* 1881]

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে নওয়াখালীতে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর সেন।

বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর সেনের পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্র।

পোলীসসংক্রান্ত। ১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—শ্রীযুত আর এচ জি আবিল সাহেব নিয়মিত ছুটী লইয়া ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৮ তারিখে ভারতবর্ষহইতে গমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

১৮৮ সাল ৩০ জুলাই।—পুরনিয়ার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডি জে, পুল সাহেব এই মাসের ২০ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।— কটকের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি টি হিচীনস সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ৩ পক্ষের দিনের ছুটী পাইলেন।

পুরী পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এফ, ই সি পোজট সাহেব কটক জিলায় প্রেরিত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে কর্ণেল শ্রীযুত ডব্লিউ টী কেগান সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার শহরের পোলীসের অধ্যক্ষতাভারপ্রাপ্ত পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এফ মীডহাম সাহেব সাবের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত জে এফ মীডহাম সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পাটনার পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জি বি হাবলক সাহেব স্বীয় কর্ম্মাতিরিক্ত পাটনা শহরের পোলীসের অধ্যক্ষতাভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু গোপালহরি মল্লিক পোলীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু গোপালহরি মল্লিক গত মাসের ১ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাসংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত এ মাকডনেল সাহেব এই মাসের ৮ তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৫১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ মাকডনেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের উপদেশক শ্রীযুত বাবু ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ঢাকা কলেজে অঙ্ক শাস্ত্র ও পদার্থ বিদ্যার উপদেশকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত ডবলিউ টি ওয়েন সাহেব এম এ ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসের ২১ তারিখ অবধি ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখ পর্য্যন্ত কিয়ৎকালের নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। শেষোক্ত তারিখের পর তারিখে তিনি উক্ত শ্রেণীতে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আফীম সংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিবর শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ পীটর্স সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকেট ক্রমে তিন মাসের অতিরিক্ত ছুটী দিয়াছেন।

সদারন এজেন্সীতে নিযুক্ত আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত টি, ই ডি ইনীস সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—এই মাসের ৭ তারিখের যে আজ্ঞাক্রমে ডাক্তর শ্রীযুত আর, লিডব ডেল সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে জেল সমূহের ইনিস্পেক্টরজেনরল সর্জন মেজর শ্রীযুত এ, এস লেথব্রিজ সাহেব স্বীয় কর্ম্মাতিরিক্ত বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক কমিশনরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন তাহা রহিত করা গেল।

ঢাকার অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিষয়ক বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—পাটনাস্থ টেম্পল মেডিকাল স্কুলের যাবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্র চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত রামকালী গুপ্ত গত মে মাসের ১ তারিখ অবধি ১৯ তারিখ পর্য্যন্ত পাটনার সিবিল মোকামের চিকিৎসা কার্য্যের, পাটনাস্থ বিক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীর ও বাঁকিপুরস্থ বায়ু তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণিকার অধ্যক্ষতার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি আরো ঐ মাসের ২০ তারিখ অবধি ৪ তারিখ পর্য্যন্ত টেম্পল মেডিকাল স্কুলের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৯ আগষ্ট।]

ECONOMIC MUSEUM —*The 1st August* 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the local Economic Museum Committee, Pubna :—

Baboo Ashootosh Goopta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Amarnath Bhattacharjee

" Dwarka Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, *vice* Baboo Kasi Kinker Sen

" Giridhari Bose, Deputy Inspector of Schools *vice* Baboo Peary Mohun Banerjee

" Jeebun Kristo Chatterjee, Offg Subordinate Judge, *vice* Baboo Taran Chunder Sirkar

" Shumbhoo Chunder Nag Moonsif, *vice* Baboo Mohendra Nath Mitter

" Doorga Nath Bagchee Pleader *vice* Baboo Shib Prosad Neogy, deceased

" Grish Chunder Roy Pleader *vice* Ammuddin Chowdry

" Protab Chunder Roy Pleader, *vice* Mr J B Savi

" Sosee Bhoosun Sen, Head master, *vice* Mr C B Clarke

The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the local Economic Museum Committee of Serajgunge in Pubna —

Mr A W MacDonell, Superintendent Serajgunge Jute Company, Limited

" C G Ridge, Merchant

Baboo Nidhoo Lall Haldar, Assistant Surgeon

" Prosonno Chunder Chuckerbutty Pleader

" Gobind Chunder Bose Mooktear

MUNICIPAL —*The 26th July* 1881 —Mr H Beck, District Engineer, Pooree is appointed to be a Commissioner of the Municipality of Pooree

Baboo Nundo Lal Neogi is appointed to be a Commissioner of the North Barrackpore Municipality, *vice* Mr D McL Morrison

The 27th July 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Chandura Municipality, in the district of the 24 Pergunnahs of Baboo Ashutosh Rai to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Chandura Municipality in the district of the 24-Pergunnahs —

Baboo Jogendra Nath Rai Landholder
" Jadu Nath Sircar Landholder
" Trailokhya Nath Mosser Gantidar
Baboo Kesub Chandra Chuckrabutty Landholder
Kasi Kanundi Medical Practitioner

Mr G Hennessy Manager of the Sahibgunge Indigo Factory, is appointed to be a Commissioner of the station of Sahibgunge

Baboo Gyan Chandra Bhattacharji is appointed to be a Commissioner of the Rajpore Municipality in the district of the 24 Pergunnahs

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Baboo Mohendra Nath Rai Chowdri
Baboo Jogodishur Bhuttacharji
Baboo Saroda Pershad Mukerji

The 29th July 1881 —Mr R Sim is appointed to be a Commissioner of the Narainganje Municipality in the District of Dacca

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Sewan Municipality of Munshi Gungadeo Narain, Pleader, to be their Vice Chairman, *vice* Assistant Surgeon Heera Lal Dutta, resigned

The 30th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Serampore Municipality —

Mr D Gantzer, Pensioner
" A Cooke Manager, Calcutta Jute Mill, Rishra.
" F Finlay, Manager, Hastings Jute Mill, Rishra

The 1st August 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Bhagulpore Municipality of Baboo Gopal Chunder Sircar to be their Vice Chairman, *vice* Mr L C Abbott, transferred

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

একনমিকমিউনিসিপল সংক্রান্ত।—১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা পাবনার স্থানীয় একনমিক মিউনিসিপল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন —

শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকিঙ্কর সেনের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায়।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গিরিধারী বসু।

শ্রীযুক্ত বাবু তারণচন্দ্র সরকারের পরিবর্ত্তে একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিবর্ত্তে মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র নাগ।

বাবু শিবপ্রসাদ নিয়োগীর মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ বাগচী।

শ্রীযুক্ত আজিমুদ্দীন চৌধুরীর পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায়।

শ্রীযুক্ত জে ডি, সাবী সাহেবের পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়।

শ্রীযুক্ত সি বি ক্লার্ক সাহেবের পরিবর্ত্তে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ সেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা পাবনার অন্তর্গত সেরাজগঞ্জের স্থানীয় একনমিক মিউনিসিপল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন —

সেরাজগঞ্জ জুট কোম্পানী লিমিটেডের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এ ডবলিউ মাকডনেল সাহেব

সওদাগর শ্রীযুক্ত সি, জি ব্রিজ সাহেব।

আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু নিধুলাল হালদার।

উকীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু।

মুনিসিপাল সম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ২৬ জুলাই।—পুরীর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এচ, বেক সাহেব পুরী মুনিসিপালটীর কমিশনর স্বরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ডি মাকল মরীসন সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু মদনলাল নিয়োগী উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই — চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত চাঁচুড়িয়া মুনিসিপালটীর কমিশনরের ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ রায়কে তাঁহাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত চাঁচুড়িয়া মুনিসিপালটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন —

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়। | ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি
" " যদুনাথ সরকার। | চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কাজীকমন্দী।
নীতিদাস " " ঈশ্বরলোকনাথ মিত্র

সাহেবগঞ্জের নীলকুঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জি হেনেসী সাহেব সাহেবগঞ্জ মোকামের কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য্য চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত রাজপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা উক্ত মুনসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন —

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। | শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্য।
শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—শ্রীযুক্ত আর, সিম সাহেব, ঢাকা জিলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত পদত্যাগ করাতে তৎপরিবর্ত্তে সেওয়ান মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা উকীল শ্রীযুক্ত মুনশী গঙ্গাদেবনারায়ণকে তাঁহাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা শ্রীরামপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পেনশনভোগি শ্রীযুক্ত ডি, গানসার সাহেব।

রিসড্যান্স কলিকাতা মুটমিলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এ কুক সাহেব।

" হেষ্টিংস " " " এচ, ফিনলে সাহেব।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত এল, সি, আবট সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে আগলপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকারকে তাঁহাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

ROAD CESS —*The 27th July* 1881 —Mr C Murray, Tea Planter, is appointed to be a Member of the District Road Cess Committee of Hazareebagh, *vice* Moonshi Bishen Prosad deceased

The 28th July 1881 —The following gentlemen are appointed to be Members of the Branch Road Cess Committee of Chandpore in the district of Tipperah —

The Sub Divisional Officer of Chandpore, Chairman
Baboo Prosonno Coomar Mozumdar Sub Inspector of Schools Vice Chairman
" Ram Churn Dutt Government Pensioner and Talukdar
" Durga Churn Ghosh Talukdar
Kali Prosunna Roy do
Chunder Kissor Ghosh Pleader
Ram Doyal Das Talukdar and Pleader
" Kalimohun Sen Sub Inspector of Police
Mohesh Chunder Das Head Clerk and Sheristadar
Tarini Churn Singha Mookhtear
Jogobundhu Guha Taluldar and Mookhtear
Kasha Chandra Chatterjee, Mookhtear
Nuna Kissor Mozumder Howladar
Ram Kumar Roy Taluldar
Munshi Azizullah Mookhtear
Temizuddin Khan Talukdar
Mahommed Marah Patwari Howladar
Zamir Mahommed Patwari Ryot and Howladar
Nur Mahommed Mozumder Ryot
The Sub Divisional Police Inspector for the time being
The Executive Engineer of the Chittagong Division *ex officio*

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —Under the provisions of Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) the Lieutenant Governor is pleased to appoint Surgeon Major S C Mackenzie M D Superintendent of the Campbell Medical School and Hospital Sealdah to be certifying Surgeon for so much of the town of Calcutta as lies to the south of Canning Street

Under the provisions of Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) the Lieutenant Governor is pleased to appoint Dr H W Jones M D M R C S London, Resident Medical Officer of the Mayo Native Hospital, Calcutta to be certifying Surgeon for so much of the town of Calcutta as lies to the north of Canning Street

A MACKENZIE
Secretary to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th July 1881 —Under the power vested in him by Section 54 Act V (B C) of 1866 entitled an Act to make better provision for the regulation of hackney carriages and palankeens in the town and suburbs of Calcutta the Lieutenant Governor hereby extends from the 1st April 1882 the provisions of that Act to the Municipality of Rampore Beauleah in the district of Rajshahye

2 Under Section 2 of the Act it is further notified that the Vice Chairman of the Municipality for the time being shall be the registering officer under the Act, but every act matter, or thing done by him under the Act shall be subject to the order disposition, and control of the Magistrate of the district for the time being

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

পথকর কমিশনর।—১৮৮১ সালের ২৭ জুলাই। মুনশী বিষ্ণুপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত সি হরে সাহেব হাজীগঞ্জ জিলার পথকর কমিশনর মহাশয়ের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সালের ২৮ জুলাই।—নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুরের শাখা পথকর কমিশনর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চাঁদপুর মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ সভাপতি।
স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার প্রতিনিধি সভাপতি।
গবর্ণমেণ্টের পেনশানভোগী ও তালুকদার শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ দত্ত।
তালুকদার ,, দুর্গাচরণ ঘোষ।
ঐ ,, বাণীপ্রসন্ন রায়।
উকীল ,, চন্দ্রকান্ত দাস দত্ত।
তালুকদার ও উকীল ,, জয়নারায়ণ দাস।
পোলীসের সব ইন্সপেক্টর ,, কালীমোহন সেন।
প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত ও শিক্ষকদের ,, নগেন্দ্রচন্দ্র দাস।
মোক্তার ,, গৌরীচরণ সিংহ।
তালুকদার ও মোক্তার ,, জগদ্বন্ধু গুহ।
ঐ ঐ ,, শশীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হাওলাদার ,, নবকিশোর জমাদার।
তালুকদার ,, রামকুমার বাগ।
মোক্তার ,, মুনশী আফিজউল্লা।
তালুকদার ,, ওয়াজেদউদ্দীন খাঁ।
হাওলাদার ,, মহম্মদ ওয়ারিস পাটোয়ারী।
কায়স্থ ও হাওলাদার ,, জহীর হোসেন পাটোয়ারী।
কায়স্থ ,, মুসমহম্মদ মোজ।

যিনি যে সময়ে মহকুমার পোলীসের ইনস্পেক্টর থাকেন।
চট্টগ্রাম খণ্ডের এ সর্কিটের ইঞ্জিনিয়র সাহেব স্বীয় সম্মোদনে

করেন এ নক্সেন
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষীয় কারখানাবিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানক্রমে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব শিয়ালদহস্থ মেডিকেল কলেজ ও হাস্পাতালের অধ্যক্ষ মেজর শ্রীযুক্ত এস সি, মার্কস্কি এম ডি সাহেবকে কলিকাতা নগরের [illegible] কারখানা ও দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত তাহার নিমিত্তে সর্টিফিকেটের সর্জ্জন পদে নিযুক্ত করিলেন।

ভারতবর্ষীয় কারখানাবিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানক্রমে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতাস্থ মেডিকেল হাস্পাতালের রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ান ডাক্তর শ্রীযুক্ত এচ ডবলিউ জোন্স এম ডি ও লণ্ডনের এম আর সি এস সাহেবকে কলিকাতা নগরের মেজর শ্রীযুক্ত [illegible] উত্তর ভাগে অবস্থিত তাহার নিমিত্তে সর্টিফিকেটের সর্জ্জন পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ মার্কস্কি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ জুলাই।—কলিকাতা নগরের ও পথ সমূহের চকড়া গাড়ীর ও পাল্কীর উৎকৃষ্টতর বিধান করিবার ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৫৪ ধারাক্রমে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তৎক্রমে তিনি ১৮৮২ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি উক্ত আইনের বিধান রাজশাহী জিলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়া মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিলেন।

১। উক্ত আইনের ২ ধারাক্রমে ইহাও প্রকাশ করা যাইতেছে যে তিনি যে সময়ে উক্ত মুনিসিপালিটীর প্রতিনিধি সভা কি কমিশনর তিনিই ঐ আইনের রেজিষ্টরী সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ হইবেন কিন্তু ঐ আইনক্রমে তাঁহার কৃত প্রত্যেক কার্য্য বিষয় ও ব্যাপার তিনি যে সময়ে জিলার মাজিষ্ট্রেট থাকেন তাঁহার আদেশ ব্যবস্থা ও সমাধীন হইবে।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১ ৯ আগষ্ট।]

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —The undermentioned Assistant Surgeons of the Third Grade having passed the prescribed examination are promoted to the Second Grade —

	Names	Date of promotion
Assistant Surgeon	Mohendro Lall Bose	2nd May 1881
Ditto	Chunder Coomar Gupto	Ditto
Ditto	Madu Suddun Gupta	Ditto
Ditto	Jogendro Nath Ghosh	Ditto

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 30th July 1881 —It is hereby notified that the Lieutenant Governor has been pleased to extend the provisions of Section 46 Act IX (B C) of 1880 which permit the record of separate accounts of cesses payable by registered holders of revenue free estates to all the districts of Bengal in which the Cess Act is in force except Chittagong, Midnapore and the districts of the Orissa Division

This order is passed subject to such rules and conditions as the Board of Revenue may prescribe under the second clause of the said section

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th July 1881 —An estimate amounting to Rs 60 000 for taking down removing and re erecting the Jetty Import Sheds Nos 3 and 4 having been submitted by the Vice Chairman to the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta with his communication No 970 dated the 23rd June 188 the Lieutenant Governor sanctions the expenditure under Section 35 of Act V (B C) of 1870

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 28th July 1881 —Baboo Norendro Chunder Roy is appointed under Sections 4 and 5 Act VI (B C) of 1880 to be a Drainage Commissioner in the place of Baboo Annoda Proshad Koondoo Chowdhury resigned for the purpose of carrying out the provisions of the Act in the district of Howrah in connection with schemes approved generally by the Lieutenant Governor and known as the Howrah Rajapore, and Amptah drainage schemes

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT.

No 1205 A

The 28th July 1881 —Baboo Poorno Chunder Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Cuttack is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

The 29th July 1881 —Mr W H Thomson Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Mr H Cox Assistant Magistrate and Collector Rajshahye is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 30th July 1881 —Baboo Raj Gopal Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

[*Government Gazette 9th August* 1881]

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সর্জনেরা নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।—

নাম	পদবৃদ্ধির তারিখ।
আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল বসু	১৮৮১ সাল ২ মে।
ঐ ,, চন্দ্রকুমার গুপ্ত	ঐ
ঐ ,, মধুসূদন গুপ্ত	ঐ
ঐ ,, যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বাহাদুর মহাশয়ের যে অধিক রীদিগের নাম রেজিষ্টরী করা হইয়াছে তাঁহাদের দেয় কর সম্পর্কে স্বতন্ত্র হিসাব লিখিবার অনুমতিসূচক ১৮৮ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ৪৬ ধারার বিধান চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা খণ্ডের অন্তর্গত জিলা সমূহ ভিন্ন বঙ্গদেশের যে সকল জিলায় করসংক্রান্ত ঐ আইন প্রচলিত আছে তাহার সর্ব্বত্র প্রচলিত করিলেন।

উক্ত ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে রেবিনিউ বোর্ড যে বিধি ও নিয়ম নির্দ্দেশ করেন তাহা প্রবল মানিয়া এই আজ্ঞা করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশ্যনরদের প্রতিনিধি সভাপতি তাঁহার ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখের ৯৭০ নম্বর পত্রের সহিত ৩ ও ৪ নম্বর জেটীর মাল আমদানী করিবার সেড ভাঙ্গিবার ও স্থানান্তর ও পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্তে ৬০ ০০০৲ টাকা ব্যয়ের অনুমানপত্র প্রেরণ করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৫ ধারা মতে উক্ত ব্যয় হইবার অনুমতি দিলেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ গুপ্ত চৌধুরী পদ ত্যাগ করাতে তাঁহার স্থানে শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৬ আইনের ৪ ও ৫ ধারামতে ঐ আইনের বিধান হাবড়া জিলায় কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্তে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক সাধারণত অনুমোদিত ও হাবড়া ও রাজাপুর ও আমতার জল প্রণালী ঘটিত কার্য্য নামে খাত প্রস্তাবিত কার্য্য সম্পর্কে জল-প্রণালী সংক্রান্ত কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এ, ম্যাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩২০৫ নম্বর।

১৮৮১ সাল ২৮ জুলাই।—কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—ভাগলপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ এচ, ডামলন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন।

রাজশাহীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ কক্স সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজগোপাল রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

The 1st August 1881 —Baboo Brojo Behary Shome Moonsif of Ghattal in the district of Midnapore is appointed to be a Moonsif in the district of the 24 Pergunnahs and to be ordinarily stationed at Diamond Harbour

Baboo Brojo Nath Roy is appointed to act as a Moonsif in the district of Midnapore and to be ordinarily stationed at Ghattal *vice* Baboo Brojo Behary Shome

The 2nd August 1881 —Baboo Kartic Chunder Paul Officiating Moonsif of Bishenpore in the District of Bancorah is appointed temporarily to act as a Moonsif in the District of Midnapore and will be ordinarily stationed at Nemal *vice* Baboo Shosee Bhusan Chowdry or until further orders

Baboo Kartic Chunder Paul is vested under Section 29 of the Bengal Civil Courts Act VI of 1871 with the powers of a Small Cause Court Judge for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 50

Baboo Gobind Chunder Bysack Deputy Magistrate and Deputy Collector, Brahmunbenah Tipperah is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 27th July* 1881 — Baboo Dwarka Nath Bhuttacharjee Moonsif of Serajgunge in the District of Pubna is allowed leave of absence for one day *i e* 28th March 1881 under Section 4 Supplement I of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of 8th November 1880

The 29th July 1881 —Baboo Bacharam Mookerjee Moonsif of Barripore in the District of the 24 Pergunnahs is allowed leave of absence for four months under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the orders of the 10th May last

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

ERRATUM

The 27th July 1881 —In the notification dated the 15th June 1881 published in Part I page 636 of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem vesting certain Moonsifs with the powers of a Judge of a Court of Small Causes within the local limits of their respective Moonsifees for the trial of suits cognizable by such a court up to the amount of Rs 50 for—

Name of	Moonsifee	District
Poorna Chunder Roy	North Putteah	Chittagong
Read—		
Poorna Chunder Roy	South Putteah	Ditto

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

The 1st August 1881

No 212 —*Leave* —In continuation of notification No 173 of the 4th July 1881 Mr S Finney Assistant Engineer First Grade Northern Bengal State Railway, is granted a further extension of 25 days privilege leave granted him in notification No 106 of the 30th May 1881

No 213 —*Notification* —With reference to notification No 187 of the 14th July 1881 Baboo Khetter Nath Chatterjee Executive Engineer Second Grade, joined the Burdwan Division on the afternoon of the 18th idem

No 214 - *Reversion* —Mr A Monies Executive Engineer Fourth Grade, temporary rank Eastern Sone Division to revert to Assistant Engineer First Grade, with effect from the 19th July 1881

Government Gazette, 9th August 1881]

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—মেদনীপুর জিলার অন্তর্গত ঘাটালের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবিহারী সোম চব্বিশ পরগনা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত কলাপাছীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবিহারী সোমের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ রায় মেদনীপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত ঘাটালে অবস্থাপিত হইবেন।

১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চৌধুরীর পরিবর্ত্তে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের একটিং মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র পাল বিয়-কালের নিমিত্তে মেদিনীপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত সেমালে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র পাল বঙ্গদেশীয় দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ৬ আইনের ২১ ধারামতে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে উক্ত আদালতের জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসাক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।— ১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৮০ সালের নবেম্বর মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর ই চিহ্নিত পরিশিষ্ট বিধির ৪ ধারামতে একদিন অর্থাৎ ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখে ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারুইপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু খেচারাম মুখোপাধ্যায় গত মে মাসের ৩০ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীবিষয়ক বিধিপুস্তকের ৪ অধ্যায়ের ১৩৩ ধারামতে চারি মাসে ছুটী পাইছেন।

হরেস এ কক্রেন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

অশুদ্ধ শোধন।

১৮৮১ সাল ২৭ জুলাই।—কএক জনমুনসেফে তাঁহাদের স্ব২ মুনসেফীস্থান সীমার মধ্যে ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন এবিষয়ে ১৮৮১ সালের জুন মাসের ১৫ তারিখের যে জ্ঞাপনপত্র ঐ মাসের ২৮ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গজেটের ২য় খণ্ডের ৬১১—৬১৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় তাহাতে

মুনসেফের নাম।	মুনসেফী।	জিলা
শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়	উত্তর পটীয়া	চট্টগ্রাম।
	ইহার পরিবর্ত্তে	
শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায়	দক্ষিণ পটীয়া	ঐ

পাঠ করিতে হইবে।

হরেস এ, কক্রেন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।

২১২ নম্বর।—ছুটী।—১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ৪ তারিখের ১৭৩ নম্বর জ্ঞাপন পত্রানুক্রমে বঙ্গদেশের উত্তর নিকস্থ স্টেটরেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এস কীণী সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৩০ তারিখের ১০৬ নম্বর জ্ঞাপনপত্রক্রমে দত্ত ছুটীর অতিরিক্ত ২৫ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

২১৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।— ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখের ৮১ নম্বর জ্ঞাপন পত্রোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর একসিকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে বর্দ্ধমান খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

২১৪ নম্বর।—পদে প্রত্যাগমন।—পূর্ব্ব শোণ খণ্ডের কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ, মনীস সাহেব ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১৯ তারিখ অবধি প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের পদে প্রত্যাগমন করিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

No 215 —*Leave* —Major General C T Stewart R E, Superintending Engineer First Class Western Circle, is granted privilege leave for two months under Chapter V, Section 73 of the Civil Leave Code, with effect from the 25th instant, or such date as he may avail himself of it

LOCAL COMMUNICATIONS

The 2nd August 1881

No 221 —*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 250 of the 25th July 1881 Mr C J Cole Assistant Engineer Second Grade is posted to the Northern Bengal State Railway

No 222 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for Akware drainage cut from the Akware distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring above 2 500 feet in length, varying from 12 to 16 feet in width situated in mouzah Akwari pergunnah Nonore, and containing an area of 2 0 11½ more or less is required in the district of Shahabad

The declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major* R E,
Asst Secy to the Govt of Bengal P W Dept

২১৫ নম্বর।—ছুটী।—পশ্চিম চক্রের প্রথম শ্রেণীর সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র মেজর ৫ নরল শ্রীযুত সি, টি, ষ্টুয়ার্ট সাহেব আর, ই, সিবিল কার্য্য করকদের ছুটী বিষয়ক বিধি পুস্তক ৫।৫ অধ্যায়ের ৭৩ ধারামতে এই মাসের ২৫ তারিখ অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি দুই মাস অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

স্থানীয় ধর্ম্মাদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

২২১ নম্বর।—অবস্থাপনের কথা।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পবলিক ৱর্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাইর ২৫০ নম্বর জ্ঞাপন পত্রোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত সি, জে কোল সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকস্থ ষ্টেটরেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

২২২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয়কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ আকোয়ারীর জল বিতরণার্থ মা নদীতে জল নির্গমনের আকোয়ারী নালা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি গ্রহণ করা প্রয়োজন বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার সোনর পরগনার অন্তর্গত আকোয়ারী মৌজায় দীর্ঘে ২০০০ ফুটের অধিক ও প্রস্থে ১২ হইতে ২৬ ফুট অর্থাৎ ন্যূনাধিক একর ১ ¼ পোল পরিমিত এক খণ্ডভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

জি এফ, ই, এল নীল মেজর এম এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

তৃতীয় খণ্ড।

ও বঙ্গবাসী বাবর [illegible] প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।*

ব্যবস্থাপন [illegible] বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের প্রতি নিম্নলিখিত আইন ১৮৮১ সালের ৪ মার্চ তারিখে মন্ত্রিবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের [illegible] নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইল।

১৮৮১ সালের ১৬ আইন।

গমনাগমনের পথে বাধা অপসৃত বা বিনষ্ট করণার্থ এবং উক্তরূপ বাধা সৃষ্টি নিবারণার্থ [illegible] কর্ত্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিবার আইন।

ত্রিটিষ ভারতবর্ষের বন্দরে [illegible] জাহাজে গমনাগমন পথে বাধা অপসৃত বা বিনষ্ট করণার্থ এবং উক্তরূপ বাধাসৃষ্টি নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত। অতএব নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

হেতুবাদ।

১ ধারা। এই আইন "গমনাগমনের পথে বাধা সংক্রান্ত ১৮ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে, এবং [illegible] অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

সংক্ষেপ নাম। আরম্ভ।

কিন্তু শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন জাহাজের প্রতি কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বা ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব যে জাহাজ ভাড়া করেন তাহার প্রতি এই আইনের কোন কথা বর্ত্তিবে না।

২ ধারা। ত্রিটিষ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যাত্রীর [illegible] কোন জাহাজ ডুবিয়া চড়ায় উঠিলে বা পরিত্যক্ত হইলে [illegible] বা বিনষ্ট করণার্থ কালীন গবর্ণমেণ্টের [illegible] কর্ম্মচারিগণের কর্ম্ম।

[illegible] জন্য [illegible] বা [illegible] হইতে ত্রিটিষ [illegible] বর্ত্তেন যে এদেশে ঐ বন্দর থাকে সেই প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি বিবেচনা করেন যে ঐ [illegible] জাহাজের গমনাগমন [illegible] বাধা বা বিপত্তি হইবে বা হইবার সম্ভাবনা,

(ক) তবে ঐ দ্রব্য বা উহার কোন অংশ স্থানান্তর করিতে পারিবেন কিম্বা

(খ) যদি ঐ দ্রব্য এপ্রকারের হয় বা এরূপ ভাবে থাকে যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে তাহা স্থানান্তর করিবার যোগ্য না হয় তবে উহা বা উহার কোন অংশ বিনষ্ট করিতে পারিবেন।

৩ ধারা। ২ ধারামতে কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত করা বা বিনষ্ট করিতে যে খরচ পড়ে গবর্ণমেণ্ট তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন কিনা।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট সমুদয় খরচার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যত টাকা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় ঐ দ্রব্য স্থানান্তর কিম্বা বিনষ্ট করিবার খরচ বলিয়া [illegible] টাকা পাইতে পারিবেন।

উক্তরূপ যে কোন দ্রব্য স্থানান্তর করা যায় তাহা [illegible] এই ধারামত পাওনা টাকা [illegible] কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে যে স্থানে ঐ দ্রব্য থাকে সেই স্থানে [illegible] প্রধান জিলার বা প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবাদী পক্ষদের কোন পক্ষ। তৎসম্বন্ধে প্রার্থনা করিলে

উক্তরূপ লইয়া বিবাদ হইলে তদ্বিষয়ের কথা।

ঐ মাজিষ্ট্রেট তাহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে।

স্থানান্তরকরণ সংবাদ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবার কথা।

৪ ধারা। ২ ধারাতে যে দ্রব্য স্থানান্তর করা গেল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য যে স্থানে রাখা এবং যে সময়ে যে স্থানে তাহা স্থানান্তর করা যায় তাহা লিখিয়া স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিবেন।

স্থানান্তরকৃত দ্রব্য কোন২ স্থলে বিক্রীত হইতে পারিবার কথা।

৫ ধারা। উক্ত আপনপত্র প্রকাশ করিবার পর কেহ ঐ দ্রব্যের দাওয়া না করিলে কিম্বা দাওয়াদার উক্ত খরচ ৫ মাসের টাকা এবং তৎসম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য অন্য যে খরচা দিতে হয় তাহা না দিলে

মাসুল না উপযুক্ত না দিলে

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য নীলামে ধরিয়া ঐ দ্রব্য আশুপ্রাণীন হইতে কিম্বা এবং আশুক্ষয়শীল না হইলে, পূর্ব্বোক্ত আপনপত্র প্রকাশ করিবার পর ছয় মাসের অনুন্যূন কোন সময়ে বিক্রয় করিতে পারিবেন।

বিক্রয়ের টাকা বিক্রয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কথা।

৬ ধারা। উক্ত বিক্রয়ের উৎপন্ন টাকা আদায় করণে পূর্ব্বোক্তরূপ খরচ ও খরচার প্রাপ্য টাকা বিক্রয়ের খরচা সুদ [illegible] লইয়া যাইবার পর অবশিষ্ট কিছু থাকিলে তাহা [illegible] দ্রব্যের স্বামীকে দেওয়া যাইবে অথবা উক্ত। কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দাওয়া না করে আমানত করিয়া রাখা যাইবে এবং পরে কোন ব্যক্তি তাহাতে আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিলে বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

কিন্তু বিক্রয়ের তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ ব্যক্তির দাওয়া করা চাই

জাহাজ শব্দের অর্থ।

৭ ধারা। এ আইনের কার্য্য পক্ষে জাহাজ শব্দে কোন জাহাজের বস্তু রসদ সরঞ্জাম, মাল দ্রব্যসামগ্রী বা নিজ স্বরূপ বা তাহার অংশ স্বরূপ প্রত্যেক বস্তু ও দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহ বুঝাইবে এবং কোন জাহাজ বা তাহার মালী স্বামীকে হইতে কিম্বা কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে টাকা উৎপন্ন হয় সেই টাকা সাহায্য তহবীল বলিয়া গণ্য হইবে।

গমনাগমনের পথে বাধা আপন নিয়মিত ও নিষিদ্ধ করণার্থ বিধি করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যাইবার পথে বসা করিবার খুঁটা স্থাপন কিম্বা নিলন, জঞ্জাল বা অন্য যে কোন দ্রব্য হইতে ছিপি বা চড়া জন্মিবার সম্ভাবনা তাহা ফেলা বা নিক্ষেপ করা বিধা জন, যে কার্য্য করিলে তাঁহার মতে জাহাজাদির গমনাগমনে ব্যাঘাত বা হানি হইবার সম্ভাবনা সেই কার্য্য নিয়মিত ও নিষিদ্ধ করণার্থ মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইস্তিহার গেজেটে আপনপত্র প্রকাশ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

উক্ত বিধি লঙ্ঘন করিলে দণ্ডের কথা।

৯ ধারা। ৮ ধারামতে প্রণীত বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেহ কোন কার্য্য বা ত্রুটি করিলে তাঁহাকে যে জিলায় বা রাজধানী নগরে পাওয়া যায় অথবা উক্ত অপরাধ নিমিত্ত তাঁহার বিচার হইতে পারিবে এবং তাঁহার ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০০ পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হইবে।

এই আইনমতে কার্য্য করা গেলে কোন২ স্থলে বাধিপূর্ব্বের টাকা দিতে হইবার কথা।

১০ ধারা। বহুকালীন প্রথা বলিয়া বা প্রকারান্তরে কোন গমনাগমনের পথে বাধা রক্ষা বা সৃষ্টি করা বৈধ হইয়া থাকিলে যদি এ ধারামতে উক্ত বাধা স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট করা যায় বা ৮ ধারামতে উহার সৃষ্টি নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করা যায় তবে যে ব্যক্তির উক্তরূপ বাধা রক্ষা বা সৃষ্টি করিবার স্বত্ব থাকে, উক্তরূপে স্থানান্তরিত বিনষ্ট নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করাতে তাহার যে হানি হয় তন্নিমিত্ত তিনি তাহা উভয়ের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের কাছে ন্যায্যমত হানিপূরণ পাইবার অধিকারী হইবেন।

উক্ত হানিপূরণ পাইবার স্বত্ব বা তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজপথের নির্ম্মিত প্রয়োজনীয় ভূমি ঘটিত উক্তরূপ বিবাদ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইন অনুসারে নিষ্পত্তি হইবে প্রকারান্তরে নহে এবং উক্ত আইনের পক্ষে পক্ষে গমনাগমনের যে পথ হইতে বাধা স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট হয় বা যেপথে ঐ বাধার সৃষ্টি নিয়মিত বা নিষিদ্ধ হয় তাহা যে বন্দরে যাইবার পথ সেই বন্দর যে রাজধানী নগর বা জিলায় থাকে উক্ত পথ সেই রাজধানী নগরের বা জিলার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কোন২ কার্য্য এই আইনমতে করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবার কথা।

১১ ধারা। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন বন্দরে যাইবার পথের কোন বাধা স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট করা হইয়া বা কোন বাধা সৃষ্টি নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করা হইয়া থাকিলে, উক্তরূপ স্থানান্তরিত বা বিনষ্ট বা নিয়মিত বা নিষিদ্ধ করণ এই আইনমতে সাধিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের অন্য ক্ষমতা সংরক্ষণের কথা।

১২ ধারা। এতদর্থে গবর্ণমেণ্টের অন্য যে কোন ক্ষমতা থাকে এই আইনের কোন কথায় সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার বাধা হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

ডি ফিটজপাট্রিক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA M A AND B L.
Bengali Translator

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 9 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার সমূহ।

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহাল গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ১৮৮১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জিলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল স্থির নির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের শর্ত্ত কি প্রথম আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সে সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি আনার এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস রবিবার দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা থাকে সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথমবারীয় বিক্রয়বেলায় পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহাল নের নম্বর।	জিলার রকীব নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	জমির পরিমাণ।			সদর জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
			একর।	রোড।	পোল।	নির্দ্ধারিত রাজস্ব।		
৩১৪	৪৫৪৬	জাং রঘুনাথ মজুমদার পংতেলি বাড়ী	২	১	১৮	৩৲	৭৲	১২৮৮ সালের ১ আশ্বিন হইতে বিক্রয়ের ফল হইবেক।

ফরিদপুর কালেক্টরি।

J E B Jeffery Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮০। ৯ আগষ্ট।]

জেলা রঙ্গপুর।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮০। ৮১ ইং সালাবেদ কিস্তি ফেব্রুওয়ারি মোং ১২৮৭ সালের সালাবেদ কিস্তি ফালগুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১। ২২ আগষ্ট মোং সন ১২৮৮ সালের ৭ ভাদ্র সোমবার অত্র কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ১০ জুলাই।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যে প্রকারের মহাল।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
ইস্তমুরারি কর্ম্মা কার্য্যকরা মহাল।	৬৯৭	পরগনে আলিগাঞ্জ।	চন্দ্রশেখর রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় করাজলক্ষী চৌধুরাণী ও ব্রজকিশোরী চৌধুরাণী ও ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কর্ম্মাধ্যক্ষ পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও কোঁয়র শ্যামকিশোর রায় কর্ম্মাময়ী চৌধুরাণী।	৫৯৮১৸৶১৪	১৭৮৸৶৯।	এই তাহুকের ২ মহলের লিখিত মালীক গণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর হক বিলা এই তাহুকের হকের /১ ৸৶৷৷ বাকী মাহার সদর জমা ৫৭৮।৷৶৯৸ পাই হারা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারানুসারে বিশেষ ১ নম্বরে লিখিতাছে তাহার

সেস রাজস্ব দাখিল না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় হওয়ায় তাহা বাদ থাকিল।

প্রকাশ থাকে যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য বিগত ৯ জুন তারিখে নিলাম হইয়াছিল করিবার নীলামি পণের অর্ধ শত টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১৮৫৯। ১১। ২৩ ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে।

C F MAGRATH, *Offg Collector*

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন, দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিঃবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহলের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগনা ও মহলের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বাহাদুর সিংহ শ্যাম সুন্দরপুর	বাকী রাজস্ব ৫১৸৶	৺ শেখচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এক্সিকিউটরিক্স কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও নাবালক মেজাবিবি বিষ্ণুচন্দ্র ঘোষ।	২১১০৸৶	সমুদয় জমা নিলাম হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী।
১১ জুলাই। ১৮৮১।

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

জিলা চট্টগ্রাম ।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম ।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নের লিখিত তালুকাদি ১৮৮১ ইংরেজীর ২৫ মে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া রাজস্ব ও রোড সেস ও পরবর্ত্তি ওয়ার্ক সেস আদায়ের নিমিত্তে ১৮৮১ ইং ১০ আগষ্ট মোং ২৬৮ বাং ২৭ শ্রাবণ এরাজ জেলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা গুজরে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং ২৯ জুন ।

মহল নওয়াবাদ

নম্বর কমাল ।	নাম খানা মৌজা তালুক ।	নাম মালিক ।	নগদ জমা ।	বার্ষিক সেস ।	বাকীর পরিমাণ । খাজানা ।	সেস ।	মোট ।	মন্তব্য
২৬	খানে রাজু । মৌং বিশ্বরাংজা । তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য খাস কাং	মহরুক আলী চৌং	১০৬৲	১২৮৸৶	১০৬৲	১২৮৸৶	১০৬৬৸৶	সম্পূর্ণ তালুকা নিলাম হইবে ।
৭১	খানে রাজু । মৌং উমখালী । তাং জৈনদ্দিন মুন্সী	চৈতন্যচরণ দাস	১৯২৲৭৲ রোডকর ৮৶	১৬৮।৷৶৬	১৯২৲৭৲ রোডকর ১১৶	১৬৮।৷৶৬	২১১১৸৶৬	ঐ
১৫৮	খানে রাজু । মৌং রাজার কুল । তাং সেরমল খাঁ খানে রাজু ।	শ্রীমতী সেও রাম বিবি গং	১২০৫৶ ১১ ১।৷৬	১৫৮।৴	১২৪৩৶ ০	১৭৯।০	১৭৯।০	ঐ
১৭০	মৌং লোকখালী । তাং গৌরীশঙ্কর বৈদ্য খাস কাং ।	শ্রীমতী আম্বিকা বাবু গং	৫০৬৭৶	৪৫৪৸৶৬	১৬৯৭৶	১৪।৴	২০৫৶	ঐ
২১৫	খানে রাজু । মৌং ঢাকমার কুল তাং আমানজ্জালী চৌং খানে চকরিয়া ।	শ্রীমতী লাউ বিবি চৌধু রিন ।	৫৪৯৲	০	৫৪৯৲	০	৫৪৯	ঐ
২৩৫	মৌং লক্ষ্যাচর । তাং মোহম্মদ মুকুল খানে চকরিয়া ।	মোহম্মদ মুকুল	৮৫০৭৲	১৯২৲৬	৩১৬৭০	৬০।৴৬	৩৫৫।৬	ঐ
২৭৪	মৌং কেওলা মানিক চর । তাং বিবি ইস্লাক খানে চকরিয়া ।	মাগন আলী	৭৫৭।৷৶	৯৬।৶	২৮৪।৷৶	৩২৶	৩১৬৸৴	ঐ
২৮৬	মৌং বাবরাকীয়া । তাং বিবি ইস্লাক খানে কলীকছবি ।	সেওরাম আলী চৌং	৬৮৭।৴৩ ০	২১৪৸৴	২৫৭।৷৴৩	১৮।৴	৩৫৫৭৩	ঐ
৩১৮	মৌং কুরুজ । তাং আবদুল্লালী মৌলবী ।	আমজদ আলী মৌলবি ।	৬২৩৲	০	৬২৮৸৶৬	০	৬২৮৸৶৬	ঐ
৪৯৩	খানে রাজু । মৌং কুরুল্যা । তাং শ্রীমতী নবমের বাবু	আহাদ আলী	৭১২৲ রোডকর ৴	১০৮৶	৭১২ রোডকর ৴০	১০৮৶	৭২২৸৶	ঐ
১৪৬০	খানে চকরিয়া মৌং পেকুয়া । ই শেখ বক্কর আলী ।	শেখ বক্কর আলী ।	৭১২৴০ ১১৬৭৲ রোডকর ১২৲ ১১৭৯৲	১০৯।৷৶৬	৭১২৴ ৮৭২ রোডকর ১২ ৮৮৪	৭২৮৶	৯৫৬৸৶	ঐ

A. Mahoon, Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ । ৯ আগষ্ট ।]

জিলা বাখরগঞ্জ।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৩ আগষ্ট মোং ১২৮৮ সন ৮ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৪৫৩৫ নং	পং রত্নদী কালিকাপুর দেবপুর আবাদ হরিপ্রসাদ রায় পোদক মেহেন্দী সাহের ওগত তালুক।	এজমালি কিং ।।৶ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী তারিণী খরী।	১১৯৫ ।।৷৷	হাল খাজানা ১১৯৫।।৷ বকয়া ১৪১৮।।৶৯	এই মহালের হিসাব পৃথক হওয়া ।৴ আনী অংশের বিলাতের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে বিলা মে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর ও হিসাব ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে যোল আনা ম হাল এজমাল হইয়া বিলাত হইল ইতি।
			হিসাব পৃথক হওয়া কিং ।৴ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরানী ও অন্য ত্রিলাল চক্রবর্ত্তী।	৫৪০।৶৭	বাকী হাল ১২৮৭ সনের কিং কালক্রমের ৪৪৬/১ বকয়া ১২৮৫ সনের ৫২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৫৪০।৶৭	
					১ ৫২৷৪	
				১৭৩৮।৶৮	৩৬৫৮।৶৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জিলা মজঃফরপুর।

ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা মজঃফরপুরের মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ই রেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মোতাবক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ৩ জুলাই।

মহল তৌজী।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং ভূমীপ জিলমত মজিদ বাবা রূপ চৌধুরী ভূ পীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র বক্সি	৬০৭/১১	১১৮৬৷৶

E V WESTMACOTT
Offg Collector

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দায়ী বাকী রাজস্বের দায়ে প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার বা লাটের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দোবস্তী মহাল।				
৩৪৯৮ নং	পাচপাহিড়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ভবনাথপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১৬৩৸৶৬	৬	
	ঐ				
৫৫২ নং	তেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর—			
		খাজানা	১০ ১৸/৩		
		চৌকীদারী	১১০ ।৶		
		রোডকর	১৶১১		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা	৫০০৸৶৩॥		
		চৌকীদারী	৫৬৸৶		
		রোডকর	॥/৫॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে			
		বাকী রাজনারায়ণ রায় রকম ॥ আনার সদর জমা খাজানা	৫ ৩৸৶৩॥		
		চৌকীদারী	৫৬৸/০	২৮।৶৬	
		রোড কর	॥/৫॥	৷৮	এই অংশের বাকীরজন্য নিলাম হইবেক।

R. Cornish *Offg Collector*

জেলা কটক।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরি মধ্যম প্রদেশ জেলা কটক।

সমস্ত লোকদিগের জ্ঞাতকারণ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইংরেজি সন ১৮৫৯ সাল ১১ আইনের ৬ ধারা ও সন ১৮৬৮ সাল ৭ আইনের ৩ ধারানুসারে কটক জেলার নীচের লিখিত মহাল সকল লাগায়েত কিস্তী জানুয়ারি সন ১৮৮১ সাল মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল আট্‌পণী বাকী সরকারের পাওনা আদায়করণ সন ১৮৮১ সাল আগস্ট মাহার ১৫ তারিখ মোতাবক সন ১২৮৮ সাল ভাদ্র মাহার ১ তারিখ সোমবারদিবসে এজেলার কালেক্টরি কাছারি তে নিলামে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক। ৯ তারিখ মাহ জুলাই সন ১৮৮১ সাল।

দ্বিতীয় শ্রেণী মেয়াদী বন্দোবস্ত জমাধারী করুয়া মহাল।

নং ৫৮৯ তৌজি হজুরি মহাল কিসমত তালুকে সত্যভামাপুর প পদ্মপুর লিখিত মালিক রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও ভাগ্যহরি মাইতি ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও মন্দরধর দাস ও রাজাধর দাস ও পীর মহম্মদ ও ফকিরমহম্মদ সদর জমা ৸৹ ৫২৸৶৯

নং ১২৫৩ তৌজি কি ৪/৫ ৸ ২৶১২ গণ্ডা তালুকে জাইগীরা বাদ পং করমুল লিখিত মালিক চৌধুরী রাধামাধব সামন্তরা মহাপাত্র স্বয়ং ও মাহাফেজ দিবা সিং পহরাজ ও ব্রজসুন্দর পাট যোশী নাবলগাল ও চৌধুরী শ্যামসুন্দর রাএগুরু ও সূর্য্যমণী দেই ও শ্রী চন্দ্রদাস ও বিনোদবেহারি দাস ও অনাদি দাস ও বংশীধর দাস ও অচ্যুতানন্দ ও আনন্দচন্দ্র দাস ও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ ও গোপালপতি ও বিশোন দীক্ষিত ও চক্রধর পতি ও শিবপতি ও বলিপতি ও শ্রীনিবাস ভূয়া ও কাশীনাথ বসু ও সুন্দরিমন ও চৌধুরী রঘুনাথ দাস ও রাধামোহন দাস ও মন্দরধর দাস ও রাজাধর দাস নিলমণি দাস ও ইন্দ্রমণি দাস ও চিন্তামণি দাস ও সূর্য্যমণি দাস ও উমাপ্রসাদ বসু ও শ্যামচরণ মল ও শ্যামচরণ মাইতি ও সুদর্শন ভূয়া ও চক্রধর ভূয়া কল্পতরু বেহরা সাহুরেণ মাইতি ও ভাজি সাহু সদর জমা ৸৹ ১০০৭৶৫। একহাজার সাত টাকা তিন আনা পঞ্চপাই একপুয়া।

জেলা কটক ৯ তারিখ
মেই সন ১৮৮১ সাল।

C. Grant *Offg Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত তালুক সকল ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাবিয়া চলিত আইন এবং আক্ট ৮ অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা কার্য্য নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সালের ১৪ ভাদ্র সোমবার ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৮১। ৩ জুলাই।

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
	পরগণে ঈশা।			
১৩৭	বি ৩।৶ আধা পনি ।৴ ঘোল আনা রকমে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি দিয়া ।/ কাণা ২ দস্তী ৬৪ জিল।	ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা ভাদুড়ী	৬২২।৶	৬১৬/
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১১।১ অংশ।	রাণী কল্যাণী দেব্যা	৩৯৬৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৵১৬৸২ দস্তী।	রাণী গৌরসুন্দরী দেব্যা	৩৫০।	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৫ =১৬ জিল।	কালীকিশোর সিংহ	৯৬/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৵৪।।২ অংশ।	রাজা হরচন্দ্র সিংহ	১০১৯৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।৸ – ২ দস্তী।	রাণী ব্রজাণী দাস্যা	৫ ২। ৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১১।১ অংশ।	রাজা মথুরাকান্ত সিংহ	৬৯৬৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১।১ দস্তী।	রাণী ব্রজমণী দেব্যা	৬।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৮।=১ দস্তী।	বিশ্বেশ্বরী দেব্যা	৫২।/	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৭।= কাণী।	ব্রজকিশোরী দেব্যা	৪৬/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৪।।২ দস্তী।	যাদবচন্দ্র ভাদুড়ী	২৯৶	•
	পরগণে নেত্রপুরা।			
১৪৪	জমীদারী দিয়া /১৫ গণ্ডা	শিবদয়াল দে ওয়াকী গরবহ	২৬৪৩।।	৯২।
	পরগণে আলাপ। শি ২।			
৫১৪৪	চন্দ্রমণি কুইয়া ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি দিয়া ৫১ = কাণী।	হরসুন্দরী দেব্যা চৌধুরাণী	২৬২।৶৮	২।।৶
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৪ = কাণী।	ঈশান চন্দ্র আচার্য্য	১৫।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।/৬।।— কাণী।	রাজা কার্য্যকর আচার্য্য চৌধুরী	৬৯০৶৪	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।/১১। — কাণী।	জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪১ ।।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৬। — কাণী।	কেদার কিশোর আচার্য্য	৪৯।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৬। — কাণী।	বিমলা দেব্যা	৪৯ ৶	
৫	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল। পরগণে আলাপ সিং।			
৪৯১৫	চর জেরেলখাঁ। ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি দিয়া ৩৬।— । জিল।	কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী গরবহ	৫১৪৸	১ ৯।।
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।২= কাণী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬৩৫।।৶	২০।।৶

[*Government Gazette, 9th August 1881*]

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
৪১৬৫	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৬।= কাঠি	মানকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৫১॥৴	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ।১। কড়া।	জগৎকিশোর আচার্য্য	৯২৮৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৩।— কাঠী।	প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য ...	১৩৩৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৫।— কাঠি।	দীননাথী দেব্যা	১৩৩৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৩। কাঠি।	অমৃতনারায়ণ আচার্য্য	১৩৩৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৪=১ তিল।	জগতমণী দেব্যা	৩৪॥৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৪=১	হরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪॥৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৪=১	যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪॥৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৯৸—।।	ঈশানচন্দ্র আচার্য্য	৭৬৸৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ১৩। কাঠী।	হরসুন্দরী দেব্যা	১ ৩৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৩।— কাঠী।	কেদারকিশোর আচার্য্য	২৫৸৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ দিয়া ৩।— কাঠি।	বিমলা দেব্যা	২৫৸৶	
৪ ৮৫	পরগণে মহম্মদ সিংহ। বিলচলঙ্গী পরগণে আলাপ সিংহ।	শীতলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৫৫৪৲	৫।৶
৬১২৯	তাং চর চিয়ার চর নংক্রাক্ত রাধাপুর পুর	কমলমণী দেব্যা সরকার	৫২১৲	১১৸৶

N S ALEXANDER
Collector

জিলা ২৪ পরগনা।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা ২৪ পরগনা এই যে,

সন ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালাতের সন ১৮৮১ সালের ১৮ জুন কিস্তির বাকি বাবত ইংরাজী সন ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৮৮ সাল ৫ ভাদ্র মঙ্গলবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা ওজর নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজী সন ১৮৮১ সাল তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল তারিখ ৬ শ্রাবণ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা বাকী হওয়া মহাল।

১৭৪ নং পরগনে মাইহাটী নিগর মৌজে গঙ্গাবপুর ওগয়রহ লিখিত মালিক সেহার মহম্মদ খাঁ চৌধুরি ওগয়রহ সদর জমা ৫৪০৲ ৪

রেজাফৎ ১৫।৶৯

১০৬৯ নং পরগনে খাণ্ডরা হাট ক লিগঞ্জ ওরফে হাট চেঙলা লিখিত মালিক উপেন্দ্রনাথ সরকার ওগয়রহ সদর জমা ৩৫০৲

রোজফত ৩৫৲

২৩৭৯ নং পরগনে দাতিয়া কি দাতিয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক বর্ণময়ী দাসী ওগয়রহ সদর জমা ৪৭৩২।/৬। টাকার মধ্যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৬৴ ।=/১৮৶ আনা রকম স্বতন্ত্র জিলার হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে বর্ণময়ি দাসী ওগয়রহের নামে ৶১৮।—/ ৸৶ আনার কাত সদর জমা ৮৬৪৫৬/১৸ টাকা তাহার সন ১২৮৮ সালের লাং জৈষ্ঠ কিস্ত সন ১৮৮১ সালের লাং ২৮ জুন পর্য্যন্ত আদায় বাদে ৫১৶২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

D R LYALL, *Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জন্যে পত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার তৌজির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮১ সালের ৮ই জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারির এবং অন্যান্য সাওয়াল যাহা চলিত আইন ও আক্টে অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে।—

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	লিখিত খাতকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৪২	ডিহি রামুন পাড়া পং উখড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয় ও তারপ্রাপ্ত জাং উমেশ্বর যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও বামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণি দাসী অন্নদাপ্রসাদ সেন মানেজার স্টেট রাজানুপালিত মন্মথ রায়, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নাবালগান নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অমরেন্দ্রনাথরায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী, মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২।।৯ পোলিস ৩৪।।৪	৩০৷৶৬	১৮১৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৴১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫-।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ১৮৶০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে ৴১২ আনা রকম যাহার বার্ষিক ৫৩৫।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দি নামে লেখে ঐ অংশে ১২।।৬ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৯৮৮	ডিহি মর্দ্দনপুর পং উখড়া	মুন্সী হাফীজদ্দিন তমিজন নেছা বিবি আমত হজরা বিবি আজিজন্নেছা বিবি জাহেরন্নেছা বিবি বসিরন্নেছা বিবি জয়নবন্নেছা বিবি মোবারক মন্নেছা বিবি ওয়াছেতন্নেছা বিবি বরিমন্নেছা বিবি, সবরন্নেছাবিবি রকিনতন্নেছা বিবি ও আদিনাথ রায়।	৩৪৭৪৲৲৯ পোলিস ৪৬।১	১৬।/৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
১৭৬৯	গোড়ডাঙ্গা মতিডাঙ্গা পং রাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় জীবনাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৬৶০ রোডকর ৭।৶০	২।।৶৪	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারার বিধিমতে পৃথক হওয়া অংশবাদে অবশিষ্ট ।৶৪। আনা অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় জীবনাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জাং নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মে. আরচি বলডফিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ দে ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জা মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেবী। ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় শিফরের নামে ৫১৭৶১০ টাকা সদর জমা ও ৫৶১১ টাকা রোডকর লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।—

নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জা নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, মে. আরচি বলডফিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জা মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় জে অছিয়া কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগান —

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি।
সন ১৮৮ সাল ২৯ জুলাই।

W V G TAYLAR, *Collector*

Government Gazette, 9th August 1881)

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের মোতাবেক সন ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৮৩	আহাপুর পরগনা।	একমালী হিং ৸১৬৩৸৫ অংশের মালিক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ।।৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১০ ৸৶১ ৬৪৸৶৪	৭৸৶১।।	এই একমালী ৸১৬৩৸৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হি ৭ গণ্ডা।	হিং ৵৷গণ্ডা একমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	২০৭৯৸৶৯। মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯ ৸৶৭।। ১৩৫৯৸৶ ১	১১/৮৸	এই একমালী ৫। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৬৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হি ২। গণ্ডা।	হিং ৮(১২)। তিন একমালী মালীক জগৎ মোহিনী গয়রহ।	৩৮৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১৬৫৸৯।	৬৫৬৶১৸	এই একমালী ৮৲১।। তিন অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পং বোজর্গ ও মেদপুর গ্রাম গুলাম বস্থ-ত,হাং॥ আলি।	জমিলন্নেছা খাতুন গয়রহ।	২৸ ৬৷৶২৸ ৫৫০।/০	৫৶৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫১৯৫	জকিবানদি পুরা চর।	একমালী হি ।।/ আনা মোলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ ৫ ৸০ মোট বাকী খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸/ ৫/০	খাজানা ১।/ বাকী খরচ ।/ ১৸৶০	এই একমালী ।। আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN
for Offg Collector

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৪৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মহাল সন ১২৮৮ সালের লাগাএত তৈজী জমাবন্দির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোং ৭ ভাদ্র সন ১২৮৮ সালের ২৯ ভাদ্র মঙ্গলবার তারিখে জেলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ সাল। ২৬ জুলাই।

বহির নম্বর।	মহালের প্রকার।	জেলার নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম তালুকদার	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৫৫	কিং পং খড়গ্রাম। পং খড়গ্রাম।	উমত তাজেদা বেগম উরফে উমত বিবি খোদকার আবদুল রহিম সমস্ত বেহু বিবি আজেদা বিবি উরফে ছোগরা বিবি উমতজাজেদা উরফে আজেদা বিবি সকাতনেছা বিবি স্বয়ং এবং আবদুল লতিফ নাবালগের মেনাজার বজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের মেনাজার বজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্রপ্রসাদ রায় চৌধুরী নারায়ণ প্রসাদ রায় চৌধুরি ধনদাপ্রসাদ রায় চৌধুরি তারিণীপ্রসাদ রায় চৌধুরি অ নাবালগ কোলেজ মিত্রকেশী দেবী ব্যোমকেশী দেবী রমণবিহারিলাল মুখোপাধ্যায় মধুসূদন রায় চৌধুরি বামাসুন্দরি দেবী মুরলী চৌধুরানী হরিলাল উরফে হরিলাল রায় চৌধুরি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রাজেশ্বরী দেবী নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরঞ্জন মেনাজার রাজমণী দেবী চৌধুরানী কমলাকান্ত রায় চৌধুরি চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরি আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙ্গালিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবতারিণী দেবী রমণবিহারিলাল মুখোপাধ্যায় ভবসুন্দরী দেবী তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার জন্য মাতা ভবসুন্দরী দেবী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার সর্ব্বেশ্বরী দেবী বামাসুন্দরী দেবী ভবানন্দ কারকরণ সচ্চিদানন্দ কারকরণ নাবালগের মেনাজার বামাসুন্দরী দেবী অধিকেশ্বরী দেবী মনমোহন ভট্টাচার্য্য অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য হরিশ্চন্দ্র কারকরণ চন্দ্রমতি দেবী উরফে কেনু দেবী রামজয় রায় রামচন্দ্র মণ্ডল চন্দ্রশেখর মণ্ডল যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইসা বিবি সারদাসুন্দরী দেবী আবুলহোসেন কাজী পুরিদাস কাজী অক্ষয়নন্দ কাজী কৃষ্ণকুমার কাজী বিজয়কুমার কাজী রঙ্গলাল কাজী ও কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন আবদুল নাবালগ।	২৩১ ৸৶৯	এই মহালের মধ্যে তারিণী প্রসাদ নারদাপ্রসাদ ধনদা প্রসাদ পূর্ণচন্দ্রপ্রসাদ রায় চৌধুরী ব্যোমকেশী ও মিত্র কেশী দেবী রামধারন মুখোপাধ্যায় বজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যয়ং ও প্রতাপচন্দ্র মধুসূদন কালীকুমার প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগদিগের মেনেজার রামজয় রায় বামাসুন্দরী দেবী হরিশ্চন্দ্র কারকরণ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জনশানন্দ কারকরণ সচ্চিদানন্দ কারকরণ নাবালগদিগের মেনেজার বামাসুন্দরী দেবী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার কাজী পুরীদাস কাজী দিগের পৃথক করিয়া লওয়া ॥ ১৯ ৸৶১১ তিন অংশ বাদে বক্রী খোদকার আবদুল রহিম দিগের একমালি ।৶ ৴৪ তিন অংশের জন্য ৮ ৸৷৶১ পাই টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
২	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৫৭	কিং শক্তিপুর পং পলাশী।	শ্রীদামচন্দ্র সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নিমনাথ মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীমুখী দেবী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় নিমনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কোর্টঅফ ওয়ার্ড সেরফদীন আবদু নাবালগ ও কুমুদিনী দেবী অলিমাতা সৌবরি মুখোপাধ্যায় নাবালগ সৈয়দ আকাওর হোসেন সৈয়দ আবদুল জব্বার রাবিবি তালেবা বিবি ও নাবালগ সৈয়দ মাহাম্মদ মুসার অলিমাতা কাজেমা বিবি সৈয়দ মাহাম্মদ তাহা বক্সিমেছা বিবি ও সৈদাবিবি।	৪ ৩॥৶৩	এইমহালের মধ্যে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিগের পৃথক অংশ ।৶৬৬ –২ বক্তি বাদ বক্রী শ্রীদামচন্দ্র সেন দিগের একমালি অংশ ॥৶১ ৸ –৭ বক্তি কাত সদরজমা ১১৮৪॥৶৬টাকা নিলাম হইবেক।
৩	ঐ	৫৭৫	ঐ	ঐ	২৪৭০॥৶৩	এইমহালের মধ্যে শশীমুখী দেবীর পৃথক অংশ ৪।৷ পাঁচগোটা দুইকড়া ৯ বক্তি কাত ৪১।৶৯ টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
৪	দ্বিতীয় শ্রেণী ঐ	৪৮৪	কিং মেরাক্ষ শিব নগর পং সন্তর পুর।	রাণী মনমোহিনী রাণী স্বয়ী রাণী কমলাসুন্দরী রাণী স্বয়ম্বরী দেবীও রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী মাতা পক্ষে পরেশ নারায়ণ রায় ও ব্রজগোবিন্দ বসু মেনেজার পক্ষে ষোড়শ ইন্দ্র নারায়ণ রায় যোগেশ নারায়ণ রায় ও তারকনারায়ণ রায় নাবালগ দ্বয়ের মেনেজার শিব নারায়ণ রায় ও স্বয়ং রাণী স্বর্ণময়ি দেবী (দ্বিতীয়) মহারাণী সরসুন্দরী দেবী মাতা কুমার যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় নাবালগ।	৭৭৬৬৩	সমুদয় মহাল নিলাম হইবেক।

H. MOSLEY, *Offg Collector*

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

জেলা রাজসাহি।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞ পত্র পাঠ।

ইহাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাযাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের জন্যাগত কিস্তী মেয়াদের প্রাপ্ত বাকী মালগুজারি এবং অন্য দাওয়া চলিত আইন ও আকট অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর যে তারিখে সন ১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলাম করা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২১ জুলাই।

(তপসীল)

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	বে রাজস্ব বাকিজমা নিলামহইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৮১	তরফ রাজারাম পুর কালীগঞ্জ পং মাহামুদপুর।	সৈয়দ মহাম্মদ এহিয়া সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সাহাল কালীচন্দ্র তালুকদার শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম নাবালগ।	খাজানা ৩২৮৸৷৷৶ পোলীস ৩৩৴ ৩৩৫৷৷৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সালের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহাম্মদ এহিয়া	খাজানা ৩৬৪৸৹ পোলীস ৩৷৷৶ ৩৬৮৷৶		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাদ মুছা	খাজানা ৩৮৪৸৹ পোলীস ৩৷৷৶ ৩৬৮৷৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।			
		সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সাহাল কালীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	খাজানা ২৫৫৩৶ পোলীস ২৫৷৷৶ ২৫৭৮৸৴	৩৯৷৴ ২৷৷৶	
১৯৯	ভুগ বোল পং গাংবেহাটি।	দৈবকীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও ও কমলাকান্ত ও রাধামাধব সেন ও আহ্লাদমণী গুপ্তা।	খাজানা ৫৯৩৸৴৹ পোলীস ৩৶	৬৪৮৶	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৩০	ডিহি বোল কোড়া পং ভেগাছী।	ছেফাকতুল্লা চৌধুরী কেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আক্তার হোসেন বিবি আবেদন্ত ছেহা বিবি আছমতন্নেছা ও বিবি আছিকন্নেছা বিবি সৈয়দ সাহা আবদুল্লা রোহিণীনন্দন দৈবকীনন্দন সেন যদুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেব্যা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্ত সারদাসুন্দরী দেব্যা কালীকমল মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বাময়ী দেব্যা ছেরাজতুল্লা চৌধুরী।	খাজানা ৪৮৫৮৶ পোলীস ১ ৷৷৶ ৪৫৬৬৸৶০		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদ এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	নগদ জমা।	যে হারে বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব বিশেষ নং ১ কৃপাময়ী দেবী—	খাজানা ৩৮০।০ পোলীস ৸৶		
		বিশেষ নং ২ যদুনন্দন সেন লিগার	৩৮১৶ খাজানা ১৬৭৲ পোলীস ।৶		
		বিশেষ নং ৩ হেফাজতুল্লা চৌধুরী	১৮৭।৶ খাজানা ৭৯১।০ পোলীস ১৶০		
		বিশেষ নং ৪ হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ—	৭৯৩ খাজানা ৩১৮৸৴ পোলীস ৸০		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র—	৩২০।।৴ খাজানা ২ ৮৸৶ পোলীস ।।৶০		
		বিশেষ নং ৬ কেনামতুল্লা চৌধুরী	২১৯।।৴ খাজানা ৭ ৩।।৴ পোলীস ১।।৴		
			৭০৫৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহার হোসেন বিবি আবেদত রেহা বিবি আছমত রেহা ও বিবি অছিফত রেজার আলী সৈয়দ সাহা আবদুল্লা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেবী ও জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা লা রমাসুন্দরী দেবী তারকেশ্বর রায় বিমলাকন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেবী দেবীপ্রসন্নতুল্লা চৌধুরী—	২৫৮৬৸৶ খাজানা ৯৭৭।৶ পোলীস ৪।।৶	১৮৮৬	

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	নম্বর মহা।	২ রাজস্ব বাকিরজমা দিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ
২৫৬	ডিহি ছাতিপং গোবিন্দপুর।	নদীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মোকদ্দমার পক্ষে রাণী শুভত্রা কুমারি সাহেবা আদর চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর নন্দলাল ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বয়ং অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন বামাসুন্দরী দাসী ইন্দুময়ী দাসী ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাসী গুরুদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা ৬৭৪৮৷৷৶ পোলীস ২৪৲		
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।	৬৭৭২৷৷৶		
		৫ নম্বর মং ১ নন্দলাল রায় ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায়।	খাজানা ৭৮২৸৶ পোলীস ৩৲		
		বিশেষ মং ২ রাণী শুভত্রা কুমারি সাহেবা।	৭৮৫৸৶ খাজানা ৩১৩৩৷৷০ পোলীস ১০৶		
		বিশেষ মং ৩ গোবিন্দনাথ সেন সিংগর।	৩১৪৩৷৷৶ খাজানা ৩৯ ৷৷০ পোলীস ৷		
		বিশেষ মং ৪ বামাসুন্দরী দাসী	৩৯৩৲ খাজানা ২৪২৸৶ পোলীস ৸৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক	২৪৩৶		
		যাদব চন্দ্র সরকার রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ইন্দুময়ী দাসী ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাসী কৃষ্ণদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	খাজানা ২১৸৭৸৶ পোলীস ৮।৶	৮৪৷৷০ ০	
২৯৬	পং বোলসীও জারগীর।	করমচাঁদ বাবু স্বয় ও অন্য পক্ষে রাখাল চন্দ্র সান্যাল দীনবন্ধু সান্যাল শ্রীনারায়ণ মুখে পাধ্যায় মেসেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ইসলাম সৈয়দ মাহম্মদ মুসা সৈয়দ মাহম্মদ এছি সৈয়দা বিবি আমেনাবেগুন সৈয়দ।	খাজানা ১১৸৫৪৶০ পোলীস ১১ ৶০		
			১৪৬৷৷০		

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম ও মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সালের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ মুসা	খাজানা ১২৬৸৷৷/০ পোলীস ১২॥৶০		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহমুদ এহিয়া।	১২৭৸৷০ খাজানা ২৬ ৷৷/ পোলীস ২। ৶০		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	২৭৪৷০ খাজানা ৪৩৸৫৸৶০ পোলীস ৪৪৶০		
		বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ ভুগড় অলী অধ্যক্ষ পক্ষে রাখালচাঁদ ভুগড় নাবালগ।	৪৪১৲ খাজানা ১৩১ ৷৷৶ পোলীস ৩৷/০		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সান্যাল।	৩৩৭৲ খাজানা ২৫১২৸৶ পোলীস ১৫৷০		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এক মালী ৭৲ নিলাম হইবে।	২৮৭৩৷৶০		
		সৈয়দাবিবি ও করমচাঁদ বাবু	খাজানা ৬ ৷৷৹ পোলীস ১৬/	২৲২৶০ ৩৸৶০	

I H RUDDOCK *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বগুড়া।
বাকী খাজানার জ্ঞাপন পত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মাপশুল্কাদী এবং অন্যান্য মাশুল চলিত আইন এবং রেগুলেশনের অনুসারে বাকী রাজস্বের নাম আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ১০ সে অক্টোবর তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিশেষ ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ৮৮১। ২৭ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজী ৮৬৩। ২৬০ নং মহাল পরগনে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত লাট গোবিন্দপুর যাহা ৬৭৬৯৸৶১ পাই সদর জমার জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহা যাহা নিলাম হইবে তাহার নিম্নাত্মক নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

মহালের নাম ও নম্বর	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
নং ৮৬৩। ৬ পরগণে ঘোড়াঘাট লাট গোবিন্দপুর।	মথুরাকান্ত ঘোষ ম্যানেজার পক্ষে জয়কান্ত ঘোষ।	১০৩৭৸৶৮	৫৯/৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপীকান্ত ঘোষ	১৫৩৯৷৶৮	৫৭৸৶/১১	ঐ
ঐ	ব্রজসুন্দরী চৌধুরাণী হরিসুন্দরী চৌধুরাণী।	২'৪৮৶১০	৮৪৸/০	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

BOGRA COLLECTORATE,
The 29th July 1881

H G SHARP, *Offg Collector*

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

NOTICE is hereby given, under Section 6, Act XI of 1859, that the undermentioned estate in the district of Furreedpore will be put up to public and unreserved sale at the Collector's Office of that district on the 29th August 1881 corresponding with 14th Bhadra 1288 B S, for arrears of revenue and other demands which, by the Regulations and Acts in force are directed to be realized in the same manner as arrears of revenue due on 28th January 1881

Number on the town	Name of state and pergunnah	Names of recorded proprietors	Government revenue	Amount of arrears
			Rs	Rs
369	Char Bhadrasan pergunnah Char Mukundi	Shamsher Sikdar Mo Ibu Sudan Chowdhur and others	4634	1817

FURREEDPORE COLLECTORATE *the 16th July* 1881 J E B JEFFREY, *Offg Collector*

জিলা ফরীদপুর।

এক্তাহার নামা কাছারী কালেকটরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারায় জানান যাইতেছে ১৮৫৯। ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা ফরীদপুরের মধ্যবর্ত্তী নীচের লিখিত মহাল ১৮৮১ সনের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সনের ১৪ ভাদ্র সোমবার এজিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় যাইবেক ইতি ১৮৮১। তারিখ ৯ জুলাই।

প্রথম শ্রেণী ও এস্তমুরারি জমাবাদ্য হওয়ার মহাল।

জৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগণা ও মালিকের নাম।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।
৩৬৯ নং	পরগণে চর মুকুন্দীয়া অন্তর্গত চন্দ্র জয়ানন্দের জিমা সম্বন্ধের অংশীদার অটলচন্দ্র ভূধর ও লোকেশ্বর শীকদার দিগরের জিমা ।।৷৷ আশীন ১৮৮১ সনের সাং আমুয়ারির বাকী খাজানা বাবু নিলামে কেহ না তাকায় ১৮৮০ সনের ১১ আশ্বিনের ১৪ ধারামতে বাকী।। আমীর আ শামাত মহম্মদ চৌধুরী প্রভৃতির নামে বুটিস জারীহওয়া সদরে ও মাল নিমিত্ত কালদখল সমুদয় বাকী দাখিল করিয়া ক্রয় না করায় সম্পূর্ণ মহাল নিলামের বিষয়।	সদর জমা। ৪৭৮৬ রোড কর। ৭৮ / ৪৮ ৪	ইং কিস্তি আমুয়ারি সাং মুন ১৮৮১ খাজানা ১৭৯৯ রোড কর ২৪ / ১৮১৭

J E B JEFFREY *Offg Collector*

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত বার্ষিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৪ঠা নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS,
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

The Hymns of the Rig Veda, in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Muller M A in two Volumes *Price Rs 24 ; packing and postage Rs 1 14*

** The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —Extract from Preface*

IRSION OF SUPDT GOVT PRINTING No 5 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত অবনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি সপত্র মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা, প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা, ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা, ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায়

উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৷৷০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A, LL D of the Inner Temple Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

ব্যারিষ্টার আট ল ও ইংলণ্ডীয় বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ ও রেন্ট কমিশানের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি ফিল্ড এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

এক খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট এক খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs	10	0	0
Ditto with postage	"	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount

---

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাশুল সহ ঐ	১২॥০

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইলে প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দেবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[*Government Gazette, 9th August* 1881]

NOTICE

In continuation of notice dated the 30th November 1877 intimating that copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription is the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications for and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

Note — Rate of advertisements in the Calcutta Gazette

	Rs
Full page per issue	8
Half	4

Casual advertisements — 4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের [illegible] গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে [illegible] ছাপাখানাতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা ক্রয় ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তাহাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই আদেশ বাঙ্গালা গেজেটীয়রেটের কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা অন্য কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কাউণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করিলে	৮
আধ পৃষ্ঠা	—
অবশিষ্ট ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পঙ্‌ক্তি	—

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।]

কলিকাতা গেজেটিয়রের কেন বঙ্গালয়ে গবর্ণমেণ্টের [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

ই 7193—710 [illegible]

Samb. 2194 ২১৯৪

[REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 16, 1881.

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট

CONTENTS.

	PAGE
PART I.—Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	111—112
PART II.—Resolutions Orders, and Notifications of the Lieut.-Governor of Bengal	731—749
PART III.—Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV.—Bills of the Legislative Council of India	Nil
PART V.—Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI.—Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII.—Orders of the High Court Board of Revenue	Nil
PART VIII.—Advertisements	556—570

নির্ঘণ্ট।

প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন	পৃষ্ঠা।
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন	১১১—১১২
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৭৩১—৭৪৯
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৫৫৬—৫৭০

PART I.

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

DEPARTMENT OF REVENUE, AND AGRICULTURE

NOTIFICATIONS —GENERAL

Simla, the 1st August 1881

No 354 *A* —Mr C L Tupper, C S, and Mr E C Buck, C S, respectively made over and received, charge of the office of Secretary to the Government of India in the Revenue and Agricultural Department on the forenoon of the 1st instant

—Mr C J Lyall at present Officiating as Secretary to the Chief Commissioner, is appointed to be Under Secretary to the Government of India in the Revenue and Agricultural Department, with effect from the 6th ultimo

Mr Tupper is appointed to officiate as Under Secretary to the Government of India in the Revenue and Agricultural Department during the absence of Mr C J Lyall, or until further orders, with effect from the forenoon of the 1st instant

F C Buck,
Offg. Secy to the Govt of India

FOREIGN DEPARTMENT.

NOTIFICATION —POLITICAL

Simla, the 4th August 1881

No 221 *G P* —Subject to the confirmation of Her Majesty's Government, His Excellency the Viceroy and Governor General in Council is pleased to recognise the appointment of Mr Henry Beer as in charge of the Vice Consulate for Portugal at Calcutta

A C LYALL,
Secy to the Government of India

রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন —সাধারণ।

সিমলা ১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।

৩৫৪A নম্বর।—শ্রীযুত সি, এল টপর সাহেব, সি, এস ও শ্রীযুত ই, সি, বক সাহেব, সি, এস পরস্পর ক্রমান্বয়ে এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্মের ভার অর্পণ ও গ্রহণ করিলেন।

৩৫৪B নম্বর।—আসামের প্রধান কমিশনর সাহেবের সেক্রেটরীস্বরূপ সম্প্রতি কর্ম্মকারি শ্রীযুত জে, সি লায়ল সাহেব, গত মাসের ৬ তারিখ অবধি রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত সি, জে, লায়ল সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, শ্রীযুত সি, এল, টপর সাহেব এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্ন অবধি রাজস্ব ও কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ই, সি, বক,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট

বিজ্ঞাপন—পোলিটিকাল।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৪ আগষ্ট।

২২১ G P নম্বর।—অদ্য সম্রাজ্ঞীর মহামান্য শ্রীযুত রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতীর গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় পর্ত্তুগালের পক্ষে কলিকাতায় ভাইস কন্সুলেটের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে শ্রীযুত হেনরি বীর সাহেবের নিয়োগ স্বীকার করিলেন।

এ, সি, লায়ল,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[*Government Gazette*, 10*th August* 1881]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 16, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট ।

PART II

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL

No 3340A.

GENERAL —*The 3rd August* 1881 —The following officers are appointed to act, until further orders as Joint-Magistrates and, Deputy Collectors of the First Grade, with effect from the dates mentioned opposite their names —

Mr R Carstairs	from the 16th ultimo
„ J Kennedy	from the 21st ultimo
„ B Dé	from the 21st ultimo

The following officers are appointed to act until further orders as Joint-Magistrates and Deputy Collectors of the Second Grade, with effect from the dates mentioned opposite their names —

Mr F A Slack	from the 3rd ultimo
„ E B Harris	from the 16th ultimo
„ G K Lyon	from the 20th ultimo
„ O T Barrow	from the 21st ultimo
„ T L L Jenkins	from the 21st ultimo

The 4th August 1881 —Baboo Mohim Chunder Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Naraingunge, Dacca, is transferred to Backergunge, and is appointed to have charge of the Dakhin Shabazpore division of that district

Baboo Sree Nath Bhudder, Deputy Magistrate and Deputy Collector Dakhin Shabazpore, Backergunge, is transferred to Dacca and is posted to Naraingunge in that district

Baboo Otool Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Dacca, is transferred to Mymensingh, and is appointed to have charge of the Atia division of that district

Moulvie Mahomed, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Atia, Mymensingh, is appointed to have charge of the Kissoregunge division of that district

Baboo Khetter Gopal Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Kissoregunge, Mymensingh, is transferred to the Sudder Station of that district

The 5th August 1881 —Baboo Petumber Banerjee, Sub Deputy Collector, Backergunge, is allowed leave for two months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Baboo Bhugwan Chunder Bose is appointed to act as Sub Deputy Collector, Backergunge, during the absence, on leave of Baboo Petumber Banerjee, or until further orders

Baboo Juggo Mohun Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector of Cuttack, is transferred to Balasore and is posted to the Sudder Station of that district

Mr G E Porter District and Sessions Judge Gya, is allowed leave for three months under Section 72 Rule 2 and Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

The 6th August 1881 —Baboo Bhobotosh Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is allowed leave for two months under Section 71 Chapter V, of the Civil Leave Code with effect from the 11th July last

Baboo Rojoni Coomar Dutt, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chandpore, Tipperah is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Baboo Rutton Lall Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rungpore on leave, is transferred to Tipperah and is appointed to have charge of the Chandpore division of that district, during the absence, on leave, of Baboo Rojoni Coomar Dutt, or until further orders

Baboo Poorno Chunder Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajshahye, is allowed leave for three months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

[*Government Gazette*, 16*th August* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আজ্ঞা।

৩৭৪৮ ক্রমাঙ্ক।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা আপনং নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত আর কষ্টে মর্স সাহেব,	গত মাসের ১৯ তারিখ অবধি।
,, জে, কেনেডি সাহেব,	গত মাসের ২১ তারিখ অবধি।
,, বি ডে সাহেব,	

নিম্নলিখিত কার্য্যকারকেরা আপনং নামের পার্শ্বলিখিত তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ এ ব্লাক সাহেব	গত মাসের ৩০ তারিখ অবধি।
,, ই, বি হারিস সাহেব	গত মাসের ১৬ তারিখ অবধি।
,, জি, কে লিয়ন সাহেব	গত মাসের ২০ তারিখ অবধি।
,, এ, টি বারো সাহেব	গত মাসের ২১ তারিখ অবধি।
,, টি এল এল জেনকিন্স সাহেব	

১৮৮১ সাল ৪ আগষ্ট।—ঢাকার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ বাকরগঞ্জে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত দক্ষিণসাবাজপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত দক্ষিণসাবাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ কর ঢাকায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত আটিয়া মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ উক্ত জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—বাকরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বাকরগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগমোহন রায় বালেশ্বরে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট ডিক্রিষ্ট [illegible] শ্রীযুত জি ম পোর্টর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারার ২ প্রকরণ এবং ৭৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে গত ৬ জুলাই মাসের ১ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত চাঁদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দত্ত যে তারিখে আমার প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধি ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দত্তের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ছুটীপ্রাপ্ত রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরলাল ঘোষ ত্রিপুরায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রাজশাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ আমার প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১১ আগষ্ট।)

Baboo Ashootosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pubna, is transferred to Rajshahye and is posted to the Sudder Station of that district, during the absence, on leave of Baboo Poorno Chunder Ghose or until further orders

Baboo Mohini Mohun Chuckerbutty, Deputy Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Bhuboosh division of the Shahabad district is allowed leave for three months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Moulvie Zakir Hossein, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun on leave is transferred to Shahabad and is appointed to have charge of the Bhuboosh division of that district during the absence on leave of Baboo Mohini Mohun Chuckerbutty, or until further orders

The 8th August 1881 —Mr G K Lyon, Assistant Magistrate and Collector Gopalgunge, Sarun is also appointed to have charge of the Sewan division of that district during the absence on deputation of Mr H M Tobin or until further orders

Moulvie Azhurul Huq Deputy Magistrate and Deputy Collector, Sarun, is transferred temporarily to Sewan in that district

The 9th August 1881 —Baboo Girish Chunder Sircar is reappointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade at Nattore in Rajshahye with effect from the 12th April last, the date on which he was relieved of his appointment as an Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector

Baboo Sita Nath Mookerjee is reappointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade at Dinagepore with effect from the 12th April last

Mr E W J Rees, District and Sessions Judge of Noakholly is appointed to act, until further orders in the First Grade of District and Sessions Judge with effect from the 22nd ultimo *vice* Mr L B B King

Mr W Fiddian, Officiating Magistrate and Collector of Midnapore is appointed to act until further orders in the Second Grade of Magistrates and Collectors with effect from the 26th ultimo *vice* Mr T F Coxhead

Mr R M Towers District and Sessions Judge of Tipperah, is appointed to act until further orders in the First Grade of District and Sessions Judges with effect from the 24th ultimo *vice* Mr F H McLaughlin

Mr J C Veasey Officiating Magistrate and Collector Backergunge having resumed charge of his duties on the afternoon of the 1st instant the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 9th ultimo is cancelled

Baboo Denonath Dev Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Bankoora is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870, in that district

Baboo Behary Lall Mookerjee is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade for employment on settlement work in the district of Jessore

Mr J Kennedy Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Chittagong having resumed his appointment on the afternoon of the 18th ultimo the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 6th May last is cancelled

POLICE —*The 6th August* 1881 —Mr C E Gouldsbury Assistant Superintendent of Police in charge of the District Police of Darjeeling is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 24th instant or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr C S Murray, Officiating Assistant Superintendent of Police Southal Pergunnahs is appointed to have charge of the District Police of Darjeeling during the absence, on leave of Mr C E Gouldsbury or until further orders

REGISTRATION —*The 8th August* 1881 —Baboo Juggut Chunder Gangooly, Special Sub Registrar, Chittagong is allowed leave for two months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 6th ultimo

[*Government Gazette, 16th August* 1881]

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ গুপ্ত রাজশাহীতে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষিণীমোহন চক্রবর্ত্তী যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষিণীমোহন চক্রবর্ত্তীর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, ছুটীপ্রাপ্ত সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আকবর হুসেন, শাহাবাদে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার অন্তর্গত ভুবুয়া মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ এম টবিন্স সাহেবের অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, সারণের অন্তর্গত গোপালগঞ্জের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি কে, লিয়ন সাহেব, সেই জিলার অন্তর্গত সেওয়ান মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী আয়জলহক্ কিয়ৎকালের নিমিত্তে সেই জিলার অন্তর্গত সেওয়ানে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত বাবু নিবীশচন্দ্র সরকার গত আপ্রিল মাসের ১২ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের জন্যে বাকুড়া জিলার অন্তর্গত সাটোরে প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন উক্ত তারিখে তিনি স্বীয় একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ মুখোপাধ্যায় গত আপ্রিল মাসের ১২ তারিখ অবধি কিয়ৎকালের নিমিত্তে দিনাজপুরে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এল বি বি কি সাহেবের পরিবর্ত্তে, সন্তালখোলীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত এফ ডব্লিউ জে বীস সা হব গত মাসের ১২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত টি ই কক্সকেড সাহেবের পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ ফিডিয়ান সাহেব গত মাসের ২৬ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এফ এন, মাকলথলিন সাহেবের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুক্ত আর এম টৌয়াস সাহেব গত মাসের ২৪ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজদের প্রথম শ্রেণীতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বাকরগঞ্জের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে সি বীস সাহেব এই মাসের তারিখের অপরাহ্নে আপন কর্ম্মের ভার পুনর্গ্রহণ করাতে গত মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

বাঁকুড়ার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দে উক্ত জিলায় ১৮৭৭ সালের ৩ ৎ y আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু এচ বানার্জ্জি মুখোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি জিলার বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার জন্যে কিয়ৎকালের নিমিত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে কেনেডি সাহেব গত মাসের ১৮ তারিখের অপরাহ্নে আপন কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করাতে গত মাসের ৬ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—বাকিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি ই গুলসবরি সাহেব এই মাসের ২৪ তারিখ অবধি অপর তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি ই গুলসবরি সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সাঁওতাল পরগনার পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি এম মরে সাহেব দার্জ্জিলিঙের ডিষ্ট্রিক্ট পোলীসের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—চট্টগ্রামের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ৩ মাসের ৬ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ আগষ্ট।]

The 8th August 1881 —Moulvie Ikram Rusool, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chittagong, is appointed to act also as Sub-Registrar of Chittagong, during the absence, on leave of Baboo Juggut Chunder Gangooly or until further orders

EDUCATION —*The 9th August* 1881 —Baboo Prosonno Koomar Chatterjee, M A, Head Master Motihari Zillah School is appointed to be a Member of and Secretary to, the District School Committee of Chumparun, *vice* Baboo Suresh Chunder Kaviraj

MEDICAL —*The 5th August* 1881 —Surgeon J C Smith 16th Regiment Native Infantry, at Bhagulpore acted as Civil Surgeon of that district in addition to his own duties, from the afternoon of the 14th to the afternoon of the 21st May last

The 9th August 1881 —Assistant Surgeon Trailokya Nath Maitra, a Supernumerary at the Presidency is allowed leave for nine months, under Section 16, Chapter II of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it

Dr V Richards Civil Medical Officer Koghtea and Goalundo, reported his arrival in India on the 17th ultimo

JAILS —*The 5th August* 1881 —Mr H H Watson Personal Assistant to the Inspector General of Jails having resumed charge of his duties on the 27th ultimo the unexpired portion of the leave granted to him under the order of the 5th May last, is cancelled

MUNICIPAL —*The 5th August* 1881 —Syud Baker Hossein is reappointed to be a Commissioner of the Mozufferpore Municipality

ROAD CESS —*The 6th August* 1881 —Baboo Bhoobun Mohun Raha, Deputy Magistrate and Deputy Collector, is appointed to be Vice Chairman of the District Road Cess Committee of Beerbhoom

The 9th August 1881 —The following gentlemen are appointed to be Members of the District Road Cess Committee of Darjeeling—

Mr D Norton Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Kurseong
" H C Bell of Narbong
" L. Danell of Sangell
Mr R Harrison of Chongtong
" C G Reid of Murman

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —The following medical men are appointed under Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) to be certifying Surgeons within the jurisdictions mentioned —

(1) The Civil Surgeon of Serampore within that jurisdiction
(2) The Civil Surgeon of Howrah within the Sudder sub division of that district
(3) Dr Grish Chunder Gupta *vice* within the Mohesrakha sub division of the Howrah district

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 2nd August 1881 —The following arrangements are made for the conduct of the duties of certifying Surgeon under Act XV of 1881 (the Factory Act) in the district of the 24 Pergunnahs—

For Thana Nuhatty the Civil Surgeon of Hooghly
For Boranagore the Officer in charge of the Northern Suburban Hospital
For the rest of the district until further orders the Civil Surgeon

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette*, 16*th August* 1881]

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী ইকার হুসেন চট্টগ্রামের সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতেও নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু সুরেশচন্দ্র কবিরাজের পরিবর্ত্তে মজিহাটী জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ কাম্পাবল জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—ভাগলপুরস্থ ১৬ ন থাক দেশীয় পদাতিক পল্টনের সর্জন শ্রীযুত জে, সি, স্মিথ সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত গত ম মাসের ৪ তারিখের অপরাহ্ণ অবধি ২১ তারিখের অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত উক্ত জিলার সিবিল চিকিৎসকের কর্ম্ম করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ মৈত্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ২ অধ্যায়ের ১৬ ধারামতে নয় মাসের ছুটী পাইলেন।

কুষ্টিয়া ও গোয়ালন্দের সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত বি, রিচার্ডস সাহেব গত মাসের ৭ তারিখে ভারতবর্ষে পঁহুছিয়াছেন বলিয়া রিপোর্ট করেন।

জেল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—জেল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ এচ ওয়াটসন সাহেব গত মাসের ২৭ তারিখে আপন কর্ম্মের ভার পুনঃ গ্রহণ করাতে গত মে মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ রহিত করা গেল।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—শ্রীযুত সৈয়দ বেকর হুসেন মজফ্ফরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্নরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

পথের বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভুবন মোহন রায় বীরভূম জিলার পথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দার্জিলিঙ্গ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কর্সিয়ঙ্গের একটিং আইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর শ্রীযুত ডি নর্টন সাহেব।

পার্ব্বোজের শ্রীযুত এচ সি বেল সাহেব।	টোঙ্গটোঙ্গের শ্রীযুত আর হারিসন সাহেব।
সিঙ্গেলের শ্রীযুত এল ডানিয়েল সাহেব।	মঙ্গাণের শ্রীযুত সি, জি ষ্টীড সাহেব।

হরেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত চিকিৎসকেরা ভারতবর্ষীয় কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনের ৫ ধারামতে উল্লিখিত এলাকার মধ্যে সার্টিফিকেট দেবার সর্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

(১) শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসক সেই এলাকার মধ্যে।

(২) কাবড়ার সিবিল চিকিৎসক উক্ত জিলার সদর মহকুমার মধ্যে।

(৩) ডাক্তর শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র গুপ্ত বি এল সি কাবড়া জিলার অন্তর্গত মহেশরেখা মহকুমার মধ্যে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—২৪ পরগণা জিলার কারখানা বিষয়ক ১৮৮১ সালের ১৫ আইনমতে সার্টিফিকেট দিবার সর্জনদের কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়ম করা গেল।

হুগলীর সিবিল চিকিৎসক নৈহাটী থানার।

উত্তর পাড়ানগরের হাস্পাতালের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত কার্য্যকারক বরাহনগরে।

যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় সিবিল সর্জন সাহেব জিলার অবশিষ্ট স্থানে।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৬ আগষ্ট।]

NOTIFICATION

The 4th August 1881 —The Lieutenant Governor is pleased to notify that, in accordance with the new classification of Conservators and Deputy Conservators of Forests, introduced by the Government of India in the Home Department, in its Circular Resolution No 68 dated the 1st April 1881 the following changes in the nominal position of officers serving in Bengal have been made with effect from that date —

Mr J S Cumble M A Officiating Conservator of Forests of the Fourth Grade to be Officiating Conservator of Forests of the Third Grade

Mr G W Streettell Deputy Conservator of Forests of the Second Grade to be a Deputy Conservator of Forests of the First Grade

Mr H H Dent Deputy Conservator of Forests of the Third Grade to be a Deputy Conservator of Forests of the Second Grade

Mr J S Cumble M A Deputy Conservator of Forests of the Third Grade to be a Deputy Conservator of Forests of the Second Grade

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 5th August 1881 —The following rule made by the Government of Bengal under Section 55 of the Indian Stamp Act I of 1879 in supersession of Rule XVIII of the rules issued in the Notification of the 20th April 1881 in Part I of the *Calcutta Gazette* of the 27th idem is hereby published for general information —

When a stamp vendor is unable to furnish a single stamp of the value required for any instrument the number of stamps furnished shall be the smallest number which he can supply so as to make up the required amount and in each such case the stamp vendor must certify truly (1) that he is unable to furnish a single stamp of the required amount and (2) that the number of sheets furnished is the smallest number he can supply so as to make up the required amount

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —It is hereby notified under Section 19 of the Indian Forest Act (Act VII of 1878) that the following tracts of land in the Darjeeling district which it was proposed in a Notification of the 28th July 1878 published at page 840 of the *Calcutta Gazette* of the 7th August 1878 to constitute Reserved Forests under the names of the Ne Hock and Nar [illegible] respectively shall from the 1st September next be Reserved Forest under the said Act —

District	Subdivision	Name	Boundaries
Darjeeling	Dumchong	Ne [illegible]	North—(1) Bhutan Frontier [illegible] Chu Chu Tipling Chu and the Chu Chu to the Jal Chu then the Jal Chu to the junction with the Rango Chu South—(2) W—A succession of ridge running from the [illegible] Mamcha La [illegible] Sutha La [illegible] Chu La to the Bhutan Frontier
Ditto	Pedong	Nar	South—(1) Sikkim Frontier East—A line running in [illegible] Sutha La then [illegible] Thum La [illegible] Tipso [illegible] and [illegible] demarcated line running south to the Sikkim Frontier South—A demarcated line forming the boundary between the Darjeeling and Sikkim [illegible] Nar Chu West—(1) Sikkim Frontier—From [illegible] then the ridge passing through [illegible] to the Sikkim Frontier

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette* 16th August 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৪ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব এই কথা প্রকাশ করিলেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৮১ সালের ১ আপ্রিলের ৬ নং সরকুলর বিজ্ঞাপনে বনরক্ষকদের ও ডেপুটী বনরক্ষকদের নূতন যে শ্রেণীর নিয়ম করিয়াছেন তদনুসারে বঙ্গদেশে বনকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিদের কল্পিত পদের উক্ত তারিখ অবধি নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করা গেল।

চতুর্থ শ্রেণীর একটিং বনরক্ষক শ্রীযুক্ত জে এস গাঙ্গুলি সাহেব এখন এ তৃতীয় শ্রেণীর একটি বনরক্ষক হইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত জি ডবলিউ ষ্ট্রেটেল সাহেব প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত এচ এ ডেভিস দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক শ্রীযুক্ত জে এস গাঙ্গুলি সাহেব এখন এ দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী বনরক্ষক হইবেন।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—১৮৮১ সালের ফাল্গুন মাসের ২৭ তারিখের গেজেটের প্রথম খণ্ডে ঐ মাসের ২৫ তারিখের বিজ্ঞাপনে [illegible] ১৮৭৯ সালের ১ আইনের [illegible] বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিম্নলিখিত [illegible] সাধারণের অবগতার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

কোন নিদর্শনপত্রে যে মূল্যের ষ্টাম্প দিতে হইবে [illegible] একখণ্ড ইষ্টাম্প কাগজ দিতে না পারিলে অন্য ষ্টাম্প [illegible] মূল্য পূরণ করিয়া [illegible] নিদেশ [illegible] স্থলে ষ্টাম্প বিক্রেতা প্রয়োজনানুসারে একখানি ইষ্টাম্প দিতে পারিবেন না বলিয়া (১) সত্য করিয়া [illegible] (২) [illegible] করিবার নিমিত্ত অন্য সংযুক্ত [illegible] খানি দিতে পারেন [illegible]

এচ এম কিশন
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এডিটি সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৯ ধারামতে এ দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দার্জিলিঙ্গ জিলার অবগত নিম্নলিখিত [illegible] ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১৩ তারিখের বাঙ্গালা [illegible] গেজেটের ৭১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত [illegible] ১৭৮ সালের জুলাই মাসের ২৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে ক্রমান্বয়ে যে [illegible] রক্ষিত বন [illegible] প্রস্তাব করা গিয়াছিল তাহা উক্ত আইনমতে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি রক্ষিত বন হইবে।

জিলা।	উপবিভাগ।	বনের নাম।	সীমা।
দার্জিলিঙ্গ	মুরসঙ্গ	[illegible]	উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা।—কুটীর সমান্তরাল। পরে [illegible] হইতে [illegible] টিলিং [illegible] দিয়া [illegible] পর্য্যন্ত গাড়ি [illegible] রেখা পরে [illegible] সংগে [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা। [illegible] হইতে কুটীর সীমান্ত স্থানের [illegible] পর্য্যন্ত গ্রাম [illegible] পর্য্যন্ত। উত্তর সীমা। [illegible] সীমান্ত স্থান। পূর্ব্ব সীমা। [illegible] পর্য্যন্ত পরে [illegible] ও টিনপুলা পর্ব্বত ও [illegible] সীমান্ত [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] দিকে [illegible] রেখা। দক্ষিণ সীমা।—[illegible] সীমান্ত স্থান পর্য্যন্ত [illegible] রেখা। পশ্চিম সীমা।—[illegible] পরে [illegible] দিয়া [illegible] সীমান্ত স্থান পর্য্যন্ত [illegible] রেখা।
ঐ	[illegible]	[illegible]	

এ মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ ১৬ আগষ্ট।]

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —It is hereby notified under Section 19 of the Indian Forest Act (Act VII of 1878) that the following tracts of land in the Darjeeling district, comprising part of the tracts to which it was proposed in a Notification of the 28th July 1878, published at page 840 of the *Calcutta Gazette* of the 7th August 1878 to constitute Reserved Forests, shall from the 1st September next be Reserved Forests under the said Act —

District	Tract	Part	Boundaries
Darjeeling	Dumsang	Sukhia	*North* —A ridge running from near Chamangaon to the Neora river *East* —The Neora river *South* —A demarcated line from the Neora river to the Dalbank road *West* —Dalbank road then a demarcated line eastward to the Sukhia river up to that river and again westwards to the Dalung Chu then in the Dalung Chu and a demarcated line to near Chamangaon these boundaries including the Chumbathan village lands
Ditto	Ditto	Mo	*North* —Ridge from Ihasum La to Nam Cha La *East* —Ridge from Nam Cha La southwards *South* —A demarcated line across the Mo Valley *West* —A ridge northwards to Ihasum La

A. MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st August 1881 —It is hereby notified under Section 19 of the Indian Forest Act (Act VII of 1878) that the following tract of land in the Darjeeling district which it was proposed in a Notification of the 28th July 1878 published at page 840 of the *Calcutta Gazette* of the 7th August 1878 to constitute a Reserved Forest under the name of the Rushott block shall from the 1st September next be a Reserved Forest under the said Act —

District	Tract	Part	Boundaries
Darjeeling	Dumsang	Rushott	*North* —A demarcated line running from near Purchong through the Rushott Chu Valley and then in a northerly line down to the Sikkim Frontier *East* —The Sikkim Frontier and the Bar Forest Reserve as far as the Tankasari Trigonometrical station *South* —The ridge from the Tankasari Trigonometrical station through Labah to the Kumpung Trigonometrical station *West* —The Kumpung and Maydong Forest Reserves as far as Purchong

A. MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 8th August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Soory Municipality for a public purpose viz for the burying of night soil and the construction of a latrine in the town of Soory in the village of Soory pergunnah Khitanga zillah Beerbhoom it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less 1 beegha 7 cottahs 7 gundas of standard measurement is required The land is bounded on the north by land of Dinoo Mandal on the east by a footpath along the western bank of Noorea Pakhur on the south by Mosch Pakhur and on the west by land of Kirty Chandra Mookherjee and Syama Das

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette* 16*th August* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৯ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দার্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত বন ভূমিখণ্ড ১৮৭৮ সালের আগষ্ট মাসের ৩ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৭১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮০ সালের জুলাই মাসের ২৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে রক্ষিত বন বলিয়া প্রস্তাব করা গিয়াছিল তাহা উক্ত আইনমতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি রক্ষিত বন হইবে।

জিলা।	উপবিভাগ।	বনের নাম।	সীমা।
দার্জিলিঙ্গ	ঠমলঙ	নকম	উত্তর সীমা।—চায়ে নীর নিকট অবধি মেওরা নদী পর্য্যন্ত খাড়ি পর্ব্বত শ্রেণী। পূর্ব্ব সীমা।—মেওরা নদী। দক্ষিণ সীমা।—মেওরা নদী অবধি দালিমকোট পথ পর্য্যন্ত চিহ্নিত রেখা।
	পশ্চিম সীমা।—দালিমকোট পথ পরে পূর্ব্বমুখে নকম নদীর পূর্ব্ব তীরে নদী পর্য্যন্ত উলাম ও আবা দালি, চু পর্য্যন্ত পশ্চিম মুখে চিহ্নিত রেখা। পরে দালিমচু ও চায়ে নীর নিকট পর্য্যন্ত চিহ্নিত রেখা পর্ব্বত খাড়ান গ্রামের ভূমি এই সীমার বাহিরে থাকিল।		
ঐ	ঠমলঙ	মো	উত্তর সীমা।—খামম লা অবধি আমচা লা পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী। পূর্ব্ব সীমা।—আমচা লা হইতে দক্ষিণ মুখে পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণ সীমা।—মো পর্ব্বতের উপর দিয়া চিহ্নিত রেখা। পশ্চিম সীমা।—উত্তরমুখে খামম লা পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষীয় বনবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৯ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে দার্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত বন ভূমিখণ্ড ১৮৭৮ সালের আগষ্ট মাসের ৩ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৭১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮০ সালের জুলাই মাসের ২৮ তারিখের বিজ্ঞাপনে রক্ষিত বন বলিয়া প্রস্তাব করা গিয়াছিল তাহা উক্ত আইনমতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ অবধি রক্ষিত বন হইবে।

জিলা।	উপখণ্ড	বনের নাম।	সীমা।
দার্জিলিঙ্গ	ঠমলঙ	রেনেট	উত্তর সীমা।—তাচোঙ্গ নিকট হইতে রেনেট চু উপত্যকা উপর দিয়া গাম চিহ্নিত রেখা পরে উত্তরমুখে সিকিমের সীমান্ত স্থান পর্য্যন্ত রেখা। পূর্ব্ব সীমা।—সিকিমের সীমান্ত স্থান পরে পাঙ্গাদোরীর দিকে মিক্তি চে নি পর্য্যন্ত নাব চিহ্নিত রেখা। দক্ষিণ সীমা।—পাঙ্গাদোরী দিকে পর্ব্বত হইতে রেনেজ নদী দিয়া কলাম ডোরোন মিক্তি চে নি পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী। পশ্চিম সীমা।—তাচোঙ্গ পর্য্যন্ত কলাম ও ময়দোঙ্গ চিহ্নিত রেখা।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বীরভূম জিলার অন্তর্গত খাড়কা গ্রাম, মায় লিউড়ী গ্রামে স্থিত পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান রেলওয়ের পাইলন প্রস্তুত করিবার জন্যে শিমুলী মুখ গ্রামের অধিবাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বলিয়া শেষ শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কর্ত্তৃপক্ষেরা ৩ বিঘা ১ রুড় ৩৫ পার্চ পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা নাম গ্রামের জমি, পূর্ব্ব সীমা ভুরি পুকুরের পশ্চিম পাড়ের সরল রেখা, দক্ষিণ সীমা মুটি ধর ও পশ্চিম সীমা কীর্ত্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও শ্যাম সাহেবের জমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের আইনের ১ ধারা বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এস এম কিণ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৬ আগষ্ট।]

DECLARATION

The 8th August 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Midnapore Municipality for a public purpose, viz. for the burying of night soil in the villages of Kamararah, Bar Manickpore and Ballavpore in the town of Midnapore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose three pieces of land measuring more or less 24 beeghas are required within the aforesaid villages.

The boundaries of the three plots of land are given below—

1. A piece of land in the village of Kamararah measuring more or less 8 beeghas of standard measurement—bounded on the north by Kalu Mahato's lakhraj land, on the west by the bank of the tank belonging to Baboo Gungaram Dutt, on the south by the Burdwan road and on the east by the houses belonging to Bodh Lall, Nobin Majee and Haru Mundul.

2. A piece of land in the village of Bar Manickpore measuring more or less 8 beeghas of standard measurement—bounded on the north by the house of Bhagahari Dass, on the west by a tank belonging to Ram Moy Mozoomder and others, on the south by land belonging to Jadab Pana, and on the east by Dwarkanath Masanta's land.

3. A piece of land in the village of Ballavpore measuring more or less 8 beeghas of standard measurement—bounded on the north by a public road leading to Hosunbad, on the west by the house of Kalindi Das and bamboo clumps belonging to Hari Ojha, on the south by the bank of a tank belonging to Ram Nidhi Kundu, and on the east by the lakhraj land belonging to Notabur Moyra.

This declaration is made under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

H. M. KISCH,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

DECLARATION

The 8th August 1881.—Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Midnapore Municipality for a public purpose, viz. for the construction of a Municipal Police outpost within the town of Midnapore, in the village of Ballavpore, pergunnah Midnapore, zillah Midnapore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 3 cottahs or standard measurement is required. It is bounded on the north by the public road, on the west by the land belonging to Shaik Imamdah, on the south and east by the land belonging to Ram Nidhi Kundu.

This declaration is made, under the provisions of section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern.

H. M. KISCH,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

JUDICIAL DEPARTMENT.

No. 3541 A.

The 3rd August 1881.—Baboo Promotho Nath Mookerjee, Officiating Subordinate Judge of Beerbhoom, is transferred temporarily to Burdwan.

The 11th August 1881.—Baboo Kalidas Dutt, Second Subordinate Judge, Tipperah, is allowed leave for three months, under Section 72 I of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Jogesh Chunder Mitter, first Moonsiff of Alipore, 24 Pergunnahs, is appointed to act as Second Subordinate Judge of Tipperah, during the absence, on leave, of Baboo Kalidas Dutt, or until further orders.

Baboo Shoshi Bhoushun Chowdry, Additional Moonsiff, Nemal, Midnapore, is appointed temporarily to be a Moonsiff in the district of the 24 Pergunnahs, and to be ordinarily stationed at Alipore, *vice* Baboo Jogesh Chunder Mitter, or until further orders.

[*Government Gazette*, 16*th August* 1881.]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরের কামারআড়া, বার মানিকপুর ও বল্লভপুর গ্রামে বিদ্যা শিক্ষার জন্যে মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কএক গ্রামে ন্যূনাধিক ২৪/ বিঘা পরিমিত তিন খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত তিন খণ্ড ভূমির সীমা নিম্নভাগে লেখা গেল।

১। কামারআড়া গ্রামে কষ্টিয়তে ন্যূনাধিক ৮/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমি। তাহার উত্তর সীমা কালু বিশ্বাস সাহেবরাজ জমি পশ্চিম সীমা গঙ্গারাম দত্তের পুষ্করিণীর পাড় দক্ষিণ সীমা বন্ধমানের পথ ও পূর্ব্ব সীমা রোহি তেলি ও নবীন মাঝি ও বাকি মণ্ডলের বাড়ী।

২। বার মানিকপুর গ্রামে কষ্টিয়তে ন্যূনাধিক ৮/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমি তাহার উত্তর সীমা ভজহরি দাসের বাড়ী পশ্চিম সীমা রামধন মজুমদার প্রভৃতির পুষ্করিণী দক্ষিণ সীমা যাদব জানার জমি, পূর্ব্ব সীমা দ্বারকানাথ মাসরের জমি।

৩। বল্লভপুর গ্রামে কষ্টিয়তে ন্যূনাধিক ৮/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমি তাহার উত্তর সীমা দোলাসারাদে যাইবার রাজপথ পশ্চিম সীমা কালিন্দী দাসের বাড়ী ও হরি গুয়ার বাঁশঝাড় দক্ষিণ সীমা রামনিধি কুণ্ডুর পুষ্করিণীর পাড় ও পূর্ব্ব সীমা নটবর সরকার সাহেবরাজ জমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮ সাল ৮ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মেদিনীপুর পরগণার বল্লভপুর গ্রামে মেদিনীপুর নগরের মধ্যে মুনিসিপল পোলীস ফাড়ি করিবার জন্যে মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে কষ্টিয়তে ন্যূনাধিক ১৩ কাঠা পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রাজপথ পশ্চিম সীমা পথ রমদাস আচার্য্যের জমি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা রামনিধি কুণ্ডুর জমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের আইনের ৬ ধারার বিধান মতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

কুডিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

৩৩৪১ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—হিরুভূমের একটিং সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, কিয়ৎকালের নিমিত্তে বহুমানে প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৪ আগষ্ট।—ত্রিপুরার দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস দত্ত যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটির বিধির ৭২-১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস দত্তে ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগণা ও অন্তর্গত আলিপুরের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ত্রিপুরার দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পরিবর্ত্তে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মেদিনীপুরের অন্তর্গত সেমা নগর আডিশ্যানাল মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ চৌধুরী কিয়ৎকালের নিমিত্তে ২৪ পরগণা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত আলিপুরে অবস্থাপিত হইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৬ আগষ্ট।]

Baboo Shoshi Bhoushun Chowdry is vested under section 29 of the Bengal Civil Courts Act VI of 1871 with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such courts up to the value of Rs 50

The 6th August 1881 —Baboo Rutton Lall Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector in charge of the Chandpore division of the Tipperah district is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 22? of the Criminal Procedure Code

Baboo Ashootosh Gupta Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajshahye is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

The 9th August 1881 —Baboo Khudiram Poddar, Officiating Sub-Deputy Collector Bagirhat Jessore is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Behary Lal Ghosal Officiating Sub Deputy Collector, Coutai Midnapore, is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Moulvie Ikram Rossool Deputy Magistrate and Deputy Collector Chittagong, is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

Baboo Nagendra Nath Pal Chowdry Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Moorshedabad is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Raj Mohun Das Temporary Sub Deputy Collector Noakholly, is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Komul Narain Chuckerbutty Temporary Sub Deputy Collector, Jehanabad Hooghly is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Bancy Madhub Mitter First Subordinate Judge Backergunge is allowed leave for two months under Section 72—1 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 23rd proximo

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 3rd August* 1881 —Baboo Benode Behary Chowdhry Second Moonsiff Mulnipore is allowed leave up to the close of the ensuing Dussorah vacation under Section 12 Chapter X of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 21st May 1881

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 10th July 1881 —In continuation of the Government notification of the 10th August 1880 it is hereby notified under the provisions of Section 15 of Act V of 1861 that in consequence of ill feeling still existing between the adherents of Sree Narain Ghose and Rammoddi Meah son in law of Gogon Meah at Singkhali and Atinkhali in the Perozepur Sub Division in the District of Backergunge and it being probable that if the Special Police are withdrawn a breach of the peace will take place the Lieutenant Governor sanctions the retention for a further period of six months from the 31st July 1881 of the special force of one Head Constable and four Constables quartered at Singkhali in the Perozepur Sub Division of the District of Backergunge

2 The cost of the force noted below will as before be assessed and levied from the inhabitants of the village in proportion to their respective means —

	Rs	A	P
One Head Constable Third Grade @ Rs 15	15	0	0
Two Constables Second Grade @ Rs 8	16	0	0
Two ditto Third Grade @ Rs 7	14	0	0
Pensionary charge @ annas per rupee	5	10	0
Contingent charges @ 10 P.	4	8	0
Head Constable's boat hire @ Rs 8 per month	8	0	0
One Dak Boat	25	0	0
Rupees	88	2	0
or for six months Rupees	528	12	0

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ চৌধুরী ডেপুটী কালেক্টর বিচার করণার্থে বঙ্গদেশের দেওয়ানী আদালত বিষয়ক ১৮৭১ সালের ১ আইনের ৯ ধারার ৩ দফার ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার কার্য্যের অনাক্ষরা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রজনীলাল ঘোষ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল প্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার বিধিত অপরাধের সংক্ষেপতঃ বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

রাজশাহী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—যশোহরের অন্তর্গত বাগিরহাটের একটিং সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস লোহার তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথির সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিদ্যাবিলাস ঘোষাল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মোলবী ইলাহিবক্স প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মুরশিদাবাদের একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ পালচৌধুরী দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নওয়াখালীর একজন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজ বাহাদুর লাল তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

হুগলীর অন্তর্গত রাধানগরের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কমলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাকরগঞ্জের প্রথম সবডিভিজনের শ্রীযুক্ত বাবু গোপীরমণ মিত্র সব-ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার বিধির ৪ অধ্যায়ের ৭২- ধারামতে আগামী মাস সব ২২ তারিখ অবধি দুই মাস ছুটী পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—৮৮ সালের ৩ আগষ্ট।—মেদিনীপুর বারাসতের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবেহারী চৌধুরী ১৮৮১ সালের ২১ মে আগামীতে ছুটী পাইলেন এবং তদতিরিক্ত তিনি আর কারণবশতঃ ছুটীর বিধির ৩ অধ্যায়ের ১২১ ধারামতে আগামি দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত ছুটী পাইলেন।

হরেন্দ্র কৃষ্ণ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩০ জুলাই।—১৮৮০ সালের ১ আইনের গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনানুসারে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিত্রাকপুর মহকুমার নিবাসী লাল ও আতনথ লাল শ্রীরাম ঘোষের ও গোপীনাথ আচার্য্য রহিমদী মজুমদার দলে। যখন অদ্যাপি পরস্পর বিবাদভাব থাকা প্রযুক্ত এইক্ষণে পোলীস দল উঠাইয়া লইলে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা, এই হেতু শ্রীযুক্ত কেপ্টেন্ট পার্কার সাহেব ১৮৬১ সালের ১ আইনের ১২ ধারার বিধানমতে একজন হেড কনষ্টাবল ও চারি জন কনষ্টাবল লইয়া এক বিশেষ পোলীস দল বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার সি থানায় ৮ ৮৮১ সালের জুলাই মাসের ১১ তারিখ অবধি আর ছয় মাসের নিমিত্ত রাখিবার অনুমতি দিলেন।

২। উক্ত দলের খরচ পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নলিখিতমতে উক্ত গ্রাম বাসি সং ২ নবম্বর মুসারে হার হারীমতে ধার্য্য হইয়া আদায় করা যাইবে।

	টাকা।
১৫৲ টাকা করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর এক জন হেড কনষ্টাবল	১৫৲
৮৲ টাকা করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই জন কনষ্টাবল	৬৲
৭৲ " " তৃতীয় " দুই জন	৪৲
পোলীসের উপলক্ষে টাকা ৫৶ আনা করিয়া	৫॥৶০
শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে আনুষঙ্গিক খরচ	৪॥০
হেড কনষ্টাবলের জিনিষ ভাড়া মাসে	৮৲
১ তাকের শীকা	১৫৲
টাকা	৮০০
অর্থাৎ ছয় মাসের	৪২৮৶০

হরেন্দ্র কৃষ্ণ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট, ১৮৮১। ১১ আ। ষ্ট।]

NOTIFICATION

The 5th August 1881 —It is hereby notified under the provisions of Section 15 of Act V of 1861 that whereas the village of Anundobash sub division Meherpore in the district of Nuddea is in a disturbed and dangerous state the Lieutenant Governor has sanctioned with effect from the 14th of June 1881 the employment for a period of three months, of a special police force consisting of one Head Constable and eight Constables to be quartered at the abovementioned village of Anundobash

The cost of the force as noted below will be assessed on and levied from the inhabitants of the village by the Magistrate of the district in proportion to their respective means —

1	Head Constable	at Rs	15	Rs	15		
1	Constable	at	9		9		
2	Ditto	at	8		16		
2	Ditto	at	7		14		
3	Ditto	at	6		18		
9						72	0 0
Contingencies		at	10 per 100			7	3 2
Pecuniary charges		at	as 2 per mensem			9	0 0
Clothing allowance of 1 Head Constable and 8 Constables at Rs 4 each per mensem						3	0 0
				Per mensem		91	3
				O for three months		273	9 0

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

RAILWAY

The 1st August 1881

No 216 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for public purposes viz for the flanking abutments of the Road opening in the village of Kuba Hamidpore zillah Shahabad it is hereby declared that for the above purpose (6) six strips of land are required as follow —

Plot No 1 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¼ dhoors bounded on the north by railway line, on the south by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 2 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¼ dhoors bounded on the north by railway line on the south by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 3 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¼ dhoors bounded on the north by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the south by the railway line on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 4 —Measuring standard 1 beegha 18 cottahs and 16¼ dhoors, bounded on the north by the land of Chowdree Lyakut Hossain on the south by railway line on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 5 —Measuring standard 10 cottahs and 7½ dhoors bounded on the north by railway line on the south by the land of Chowdree Kisri Sahay on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

Plot No 6 —Measuring standard 10 cottahs and 7½ dhoors, bounded on the north by the land of Chowdree Kisri Sahay on the south by railway line on the west by the land of Chowdree Kisri Sahay and on the east by the land of Chowdree Kisri Sahay

LOCAL COMMUNICATIONS

The 1st August 1881

No 217 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the District Road Cess Committee of Sarun for a public purpose viz for the diversion of Seetalpur and Pygumberpur Road west of Garkha in the village of Aketnarpore pergunnah Bal district Sarun, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less, 1 beegha

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—১৮৮১ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধানমতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার নামিল আমন্দবাস গ্রামের গোলযোগ ও আশঙ্কাবস্থা প্রযুক্ত শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আমন্দবাস গ্রামে একজন হেডকনষ্টাবল ও আটজন কনষ্টাবলের এক বিশেষ পোলীসদল ১৮৮১ সালের জুন মাসের ৪ তারিখ অবধি তিন মাসের নিমিত্ত নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি দিয়াছেন।

উক্ত দলের খরচ নিম্নলিখিতমতে উক্ত গ্রামবাসিদের স্ব স্ব অবস্থানুসারে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক দায়দায়ীমতে ধার্য্য হইয়া আদায় করা যাইবে।

১৫৲	টাকা	করিয়া	একজন	হেড কনষ্টাবল		১৫৲	টাকা
৯৲	,,	,,	একজন	কনষ্টাবল	,,	৯৲	
১৮৲	,,	,,	দুইজন	,,		১৮৲	
৭৲	,,	,,	দুইজন	,,		১৪৲	
৯৲	,,	,,	তিনজন	,,		১৮৲	
৯৲							৭২৲

শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে বৈমিত্তিক খরচ	৭৶২
পোষাকের উপলক্ষে টাকায় ৶ করিয়া	৯৲
একজন হেড কনষ্টাবল ও আটজন কনষ্টাবলের প্রত্যেক জনের বৎসরে ৪৲ টাকার হিসাবে কাপড়ের খরচ	৩৲
মাসে	৯১৶২
তিন মাসে	২৭৩৶৬

হবেস এ, করেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

রেলওয়ে বিষয়ক।
১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।

২১৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত কলবা হাবিলপুর গ্রামে বন্যারক্ষা নির্মিত হইবার পার্শ্বস্থ মঞ্চ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে নিম্নলিখিত ছয় খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

১ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৬৩ কাঠা ১৬৬ ধুর পরিমিত। ইহার উত্তর সীমা রেল পথ, দক্ষিণ সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের ভূমি, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের ভূমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের ভূমি।

২ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৬৩ কাঠা ১৬৬ ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সীমা রেল পথ, দক্ষিণ সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের জমি, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি।

৩ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৬৩কাঠা ১১৬ ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের জমি, দক্ষিণ সীমা রেল পথ পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি।

৪ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ১৬৩কাঠা ১১৬ ধুর পরিমিত ইহার উত্তর সীমা চৌধুরী লেয়াকৎ হুসেনের জমি, দক্ষিণ সীমা রেল পথ, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি।

৫ নং খণ্ড।—কষ্টিমতে ।।৩ কাঠা ৭।। ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সীমা রেল পথ, দক্ষিণ সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি।

৬ নং খণ্ড — কষ্টিমতে ।।৩কাঠা ৭।। ধুর পরিমিত, ইহার উত্তর সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি দক্ষিণ সীমা রেল পথ, পশ্চিম সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি, ও পূর্ব্ব সীমা চৌধুরী কিব্রি সহায়ের জমি।

স্থানীয় কর্ত্তাদি বিষয়ক।
১৮৮১ সাল ১ আগষ্ট।

২১৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত বল পরগণার আকেৎনারপুর গ্রামে গরখার পশ্চিম শীতলপুর ও টৈগম্বরপুরের পথ ফিরাইবার জন্যে সারণ জিলার পথকর কমিটির অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর

11 8 cottahs, bounded on the west by public road to Khadaibag on the east by road to Garkha Bazar, and on the north and south by lands of Raj Coomar Panday, Lalji Panday, Sobha Sukul Narsing Kant, Parchit Panday, Harman Panday, Ugra Shah, Bidah., and Missir Hajam, is required within the aforesaid village of Akshnarpore

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 218 – *Declaration under Section 6 of Act X of* 1870 *of the Government of India* — Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the District Road Cess Committee of Sarun for a public purpose, viz for an Inspection Bungalow at Bussantpore in the village of Seepah, pergunnah Barai, district Sarun it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 3 beegahs of local measurement, bounded on the north by village road between Bussantpore and tramway road on the east by Jodi Panday and Parag Roy's mangoe tope, on the west by Essur Kalwar's mangoe tope and on the south by Sewan Nugwa road is required within the aforesaid village of Seepah

The declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 221 — *Posting* —With reference to Government of India, Public Works Department Notification No 250 of the 25th July 1881 Mr C J Cole, Assistant Engineer, Second Grade is posted to the Northern Bengal State Railway

No 222 — *Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant-Governor of Bengal that land is required to be taken by Government, at the public expense for a public purpose, viz for Akware drainage cut from the Akware distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring above 2,800 feet in length, varying from 12 to 26 feet in width, situated in mouzah Akware, pergunnah Nonore, and containing an area of 1 0 11½ more or less, is required in the district of Shahabad

The declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

The 8th August 1881

No 223 —*Notifications* —Mr E B Behrmann Assistant Engineer First Grade availed himself on the 12th ultimo, of the privilege leave granted him in Notification No 199 of the 21st idem

No 224 —With reference to Notification No 201 of the 25th July 1881, Mr E W P Foster, Executive Engineer, Third Grade, joined the Buxar Division, and took over charge from Mr J P Scotland, on the afternoon of the 26th idem

LOCAL COMMUNICATIONS

The 8th August 1881

No 225 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Road Cess Department of the district of Maldah for a public purpose, viz for the purpose of an inspection bungalow in the village of Somashpur, pergunnah Chuirah, zillah Maldah, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 1 beegha 3 cottahs 5 dhoors of standard measurement, bounded on the north and east by the Government road, south by the waste land of the Rughoonath tank, and west by Koil Dhanghar's jote, is required within the aforesaid village of Somashpur

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 226 —*Notification* —The following Engineer Officer and Upper Subordinate, attached to the Cossye division of the South Western Circle, are vested with the powers of a Canal Officer, under Parts II, III IV, V, VI and IX of the Bengal Irrigation Act III (B C) of 1876 —

Mr T Butler, Assistant Engineer

Baboo Jodoo Nath Bose, Supervisor

G F E S NEILL, *Major*, R E,
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette*, 16*th August* 1881]

সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত আকোয়ারীর গ্রামে ন্যূনাধিক ১॥১৬ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির পশ্চিম সীমা খাটেবাগে যাইবার রাজ পথ, পূর্ব্ব সীমা গরখা বাজারে যাইবার পথ, উত্তর ও দক্ষিণ সীমা রাজকুমার পাঁড়ের ও লালজি পাঁড়ের ও লোকা শুকুলের ও নরসিংহ কাহারের ও পাটিং পাঁড়ের ও হার্দ্দন পাঁড়ের ও উগ্র শাহার ও বিদাশীর ও মিশ্র হাজারের ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২১৮ নম্বর।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামত বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ সারণ জিলার অন্তর্গত বাটী পরগনার সীপা গ্রামে বসন্তপুরে ইনস্পেকশন বাঙ্গলা নির্ম্মাণ করিবার জন্যে সারণ জিলার রাজপথের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এইকথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সীপাগ্রামে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ৩/ বিঘাপরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বসন্তপুর ও ট্রামণ্ড নর মহাগঞ্জ গ্রাম্য পথ পূর্ব্ব সীমা জোদি পাঁড়ে ও প্রয়াগ রায়ের আম্রবাগান, পশ্চিম সীমা ঈশ্বর কালওয়ারের আম্রবাগান, দক্ষিণ সীমা সেওয়ান সগওয়া পথ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২২১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮১ সালের ২৫ জুলাইর ২৪০ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত সি, জে, কোল সাহেব বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়েতে অবস্থাপিত হইলেন।

২২২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ আকোয়ারীর জল বিতরণের খাল হইতে জল নির্গম নর আকোয়ারী নালা কাটিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত নাসোর পরগনার অন্তর্গত আকোয়ারী মৌজায়স্থিত ২৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১২ অবধি ২৬ পর্য্যন্ত ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ১ একর ০—১১॥ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।

২২৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ই বি বেয়র্ফাণ সাহেব গত মাসের ২১ তারিখের ১৯৯ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে অনুগ্রহের ছুটী ঐ মাস মাসের ১২ তারিখে তাহা গ্রহণ করেন।

২২৪ নম্বর।—১৮৮১ সালের ২৫ জুলাইর ২০১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে তৃতীয় শ্রেণীর একজেকিটিভ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ই, ডবলিউ, পি, ফষ্টর সাহেব বঙ্গদেশে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত জে পি, স্কটলাণ্ড সাহেবের স্থানে ঐ মাসের ২ তারিখের অপরাহ্নে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন।

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষাদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।

২২৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মালদহ জিলার অন্তর্গত চুইয়া পরগনার সোমাসপুর গ্রামে ইনস্পেকশন বাঙ্গলাঘরে করিবার জন্যে মালদহ জিলার পথকর কার্য্য বিভাগের অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সোমাসপুর গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১/৩ কাঠা ৪ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা গবর্ণমেণ্টের পথ, দক্ষিণ সীমা রঘুনাথ পুষ্করিণীর পতিত ভূমি, ও পশ্চিম সীমা কোইল খাঁজড়ের রোড।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২২৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—দক্ষিণ-পশ্চিম চক্রের কাঁসাই খণ্ডে নিযুক্ত নিম্নলিখিত ইঞ্জিনিয়র কর্ম্মচারী ও অপর সবর্ডিনেট বঙ্গদেশের জলসেচন বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ২,৩ ৪,৫,৬, ও ৯ পরিচ্ছেদমতে খালের কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত টি বটলর সাহেব।

সুপরবাইজর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু।

জি, এফ, ই, এস, নীল, মেজর, এর, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮। ১১ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 16TH 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের এই২ জিলাতে ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্ব দুই সপ্তাহ

নম্বর।	জিলা।	৮০ তোলার সেরের হিসাবে														
		গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কড় ও মাসকলাই।		
		এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়
	বঙ্গদেশ															
	পশ্চিমবিভাগ জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্দ্ধমান	৷৷৬	৷৷৪৷৷	৷৷৪ ৷	৷৷৬	৷৷	৷৷৮	৷৷৪	৷৷৫৷৷	৷৷৭	৷৷৮৷৷	৷৷৬৬	৷৷৬৬			
২	বাঁকুড়া	৷৷৮	৷৷৫	৷৷৫	৷৷৭	৷৷৭	৷৷৮	৷৷২,৷৷	৷৷৩	৷৷৯৷৷	৷৷২	৷৷২	৷৷৪			
৩	বীরভূম	৷৷৮	৷৷৯	৷৷৭				৷৷৫	৷৷৭	৷৷৬	৷৷৮	৷৷৮	৷৷			
৪	মেদিনীপুর	৷৷৬	৷৷৫	৷৷৬				৷৷৭	৷৷৭	৷৷৫	৷৷৬	৷৷৬	৷৷৬			
৫	হুগলী	৷৷৫	৷৷৬	৷৷৬				৷	৷	৷৷৮	৷৷৬	৷৷৬	৷৷৬			
	হাবড়া	৷৷৫৷	৷৷৫৷৷	৷৷৫৷				৷৷৬	৷৷৬	৷৷২	৷৷৬	৷৷৬৷	৷৷৬			
	মধ্যাঞ্চলের জিলা।															
	হলিক্ত।	৷৷৭৷	৷৷৬	৷৷৪	৷৷৮	৷৷৮৷৷	৷	৷৷৭৷	৷৷৭৷	৷৷৬	৷৷৬	৷৷৫৷	৷৷৬			
৬	২৪ পরগণা	৷৷	৷৷					৷ ৷৷	৷৷৯৷৷	৷৷৭৷৷	৷৷৯	৷	৷৷৪			
৭	নদীয়া	৷৷৬	৷৷৬৷৷	৷৷৬	৷৷২	৷৷২	৷৷৯৷৷	৷৷৬৷৷	৷৷৬৷৷	৷৷৬৷৷	৷৷৬	৷৷২৷৷	৷৷৬			
৮	যশোহর	৷৷৫৷৷	৷৷৬	৷৷২৷৷				৷৷	৷৷	৷৷৫	৷৷৯	৷৷৯	৷৷৬			
৯	মুর্শিদাবাদ															
১০	দিনাজপুর	৷৷৫	৷ ৷৷	৷৷৬৷৷	৷৷৬৷৷	৷৷৬৷৷	৷৷৭	৷৷২,৷	৷৷২,৷৷	৷৷৭	৷৷৮	৷৷৮৷৷	৷৷৬ ৷			
১১	রংপুর	৷৷৬	৷৷২৷৷	৷৷৭৷	৷৷৬৷৷	৷৷৮	৷৷৮	৷৷৯৷৷ ৷৷৬	৷৷২৷৷	৷৷৬	৷৷৪৷৷ ৷৷৫৷৷	৷৷৯৷৷	৷৷৬৷৷ ৷৷৮৷৷			
১২	বগুড়া	৷৷৬	৷৷৮	৷৷৮				৷৷৫	৷৷৫	৷৷৬৷৷	৷৷	৷৷২৷৷	৷৷২৷৷			
১৩	রাজশাহী	৷৷৮	৷৷৮	৷৷৮				৷৷২৷৷	৷৷২৷৷	৷৷৮৷৷	৷৷৮৷৷	৷৷৮৷৷	৷৷ ৷			
১৪	দিনাজপুর	৷৷৮	৷৷৮	৷৷৮	৷৷৮	৷৷৮	৷	৷৷৫	৷৷৫	৷৷৫	৷৷২	৷৷২	৷৷৬			
১৫	ভাগলপুর	৷৷৮	৷	৷৷৮৷৷				৷৷৬	৷৷৬	৷৷২৷৷	৷৷	৷৷২৷৷	৷৷৬			

* বিটন সাহেবের হিসাব নাই।

ক। বঙ্গদেশের দর এই২।—গম ৷৷৬ সের অবধি ৷৷৭৷ সের পর্য্যন্ত মন ১৴ মন, ভাল চাউল ৷৷ সের হইতে সামান্য চাউল ৷৷৫ সের অবধি ৷৷৬৷৷ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷৬ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ৩৴ মন ও লবণ ৷ সের অবধি ১ সের পর্য্যন্ত।

খ। ঐ ঐ।—গম ২ সের অবধি ৷৷২ সের পর্য্যন্ত যব ৷৷২ সের অবধি ৷৷৬ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৷৷৬ সের অবধি ৷৷২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৪ সের অবধি ৷৷৬ সের পর্য্যন্ত, কলাই ৷৷৮ সের অবধি ৷৷৮ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷৬ সের অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৪৴ মন অবধি ১৪৴ মন পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৷৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত।

গ। ঐ ঐ।—গম ৷৷৮ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৷৷০ সের অবধি ৷৷০ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৬৷৷ সের অবধি ৷৷৫ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷ সের অবধি ৷৷৮ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২৴ মন অবধি ৬ মন পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৷৷৮ সের অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত।

ঘ। কটাল মহকুমার দর এই২।—গম ঘটাতে ৷৷৫৷৷ সের, ভাল চাউল ৷৷০ সের অবধি ৷৷২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৬ সের অবধি ৷৷৬৷৷ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷৬৷ সের অবধি ৷৷৩৷ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ৩৴ মন অবধি ৬৷৷ মন পর্য্যন্ত, লবণ ৷০৷৷ সের অবধি ১ সের পর্য্যন্ত।

ঙ। যশোহরের দর এই২।—গম ৷৷২ সের অবধি ৷৷৯ সের পর্য্যন্ত, যব ৷৷০ সের অবধি ৷৷৬ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ৷ সের অবধি ৷৷০ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷১ সের অবধি ৷৷৯ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷৬ অবধি ৷৷৩ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৷৷ মন অবধি ৪৴ মন পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৯ অবধি ৷ ৷৷ সের পর্য্যন্ত।

চ। ঐ ঐ।—গম ৷৷৪ সের, যব ৷৷৬ সের অবধি ৷৷৮ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৴৯ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৬ সের অবধি ৷৷৬৷৷ পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৷২৷৷ সের, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৷৷০ অবধি ২৷৷০ মন পর্য্যন্ত, ও লবণ ৷০ সের।

[C] ১/৯ ৷৷০ 1878 4 ৯ ১ 1881]

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুচরা বিক্রয়ের বাজার দর ।

টাকার মত পাওয়া যায় ।

চোলম ও মোরায় ।			চাণী বা মাড়ভাজা । ও চীনা ।			কদমরা ।			ছোলা ।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ ।			
এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	জিলা ।
																		পশ্চিমদিকস্থ জিলা ।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	
									।।৷৷	।।৩৸	।৷৷	২৲	২৲	২৲	।৷	।৷	।৷ ১	বর্দ্ধমান
						১৲	১৲	৸৶	।।	।।	।৷।	৮৲	৭৲	৬৲	৴৯	৴৯	৴৯	বীরভূম ।
									।।৵	।৷৷	।।	।।৷	৷৷।	৷	৴৯	৴৯	৴৯	বীরভূম ।
									৷৷	৷৷	।৷	৪৲	৪৲	৪৲	৴৯	৴৯	৴৯	মেদিনীপুর ।
									।৷৷	।।	।৷	২।।	৩৲	২।।	৴৯	৴৯	৯	হুগলী ।
									।।১।	।।১৷।	৷৷৷	২৲	২৲	২৲	। ।	।	। ।	হাবড়া ।
																		যথাস্থলের জিলা ।
।৷৷৷	।৷৷৷	।৷৷৷	।।				।৷৷	।৷ ৵	।	।।৷৷।	।।২৸৴	৷৷	২।	২।	২।	।	।	।৷	কলিকাতা
									।২৸	।৷৷।	।৷। ৵	২।।	২।	২৲	।	৴৯।৵	।	২৪ পরগণা
									।।৷৷	।।৷	।।				।	।	৴৯ ।।৶	খড়দহ ।
									।।৫	।।৫	।৷৸	২৸	২৸	২৸	৴৮	৴৮	৴৮	যশোহর ।
																		মুরশিদাবাদ জিলা
									।	।	।৫	৪।।	৪।।	৪৲	৴৮৸	৴৮।।	৴৮।।	নিমাজপুর ।
									। । ৸	।। । ৸২	।।১।।৴	৬।	৬।	৬৲	৴৯৶	৴৯	৴৯	রাজশাহী ।
									।২	।২	৴৯	৩৲	৩৲	৩৲	৴৮৸	৴৮৸	৴৮৸	রঙ্গপুর ।
									।৭	।২।।	।৬।।	১।।৭।	।। ।।	১। ৭।।	৮।।	৴৯	৴৯	বগুড়া ।
									।।	।।	।৯	৫৲	৫৲	৫৲	৴৯।	৴৯।	৴৯।	পাবনা ।
				৴৯	৴৯	৴৯	।৯	।৩	।	৴৮	৮	৴৬।।	৪৲	৪৲	৪৲	৴৫	৴৫	৴৫	দার্জ্জিলিঙ্গ ।
									।২৸	।৬৴	।	১।।৪	১।।৪	১।।৪	৴৮	৴৮	৴৮	জলপাইগুড়ি ।

ক । যশোহরের দর এইরূপ ।—গম ।৬ সের অবধি ।।০ সের পর্য্যন্ত যব ।।৬ সের অবধি ১। মণ পর্য্যন্ত ছোলা চাউল ৴৯ সের অবধি ।৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৬। সের অবধি ।৷৯ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।১৬ অবধি ১৲ মণ পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২৲ মণ অবধি ৫৲ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের অবধি ।৷ সের পর্য্যন্ত ।

খ । ঐ ঐ । —গম ৴৮ সের, ছোলা চাউল ৴৯ সের অবধি । ৫ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৫ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৴৮ সের অবধি । সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। সের অবধি ৪৲ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৮।। সের পর্য্যন্ত

গ । রাজশাহী যবকুমারুলের এইরূপ ।—গম ।৭ সের ছোলা চাউল ।।০ সের সামান্য চাউল ।।৮ সের ছোলা ।৮ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৩৲ মণ ও লবণ ৴৮। সের ।

ঘ । আটোয়ের দর এইরূপ ।—গম ।৬ সের, ছোলা ৪ উল ।২ সের, সামান্য চাউল ৸ সের ছোলা ।।১৸ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ৩।০ সের লবণ ৯ সের ।

ঙ । মক সলের দর এইরূপ ।—গম ।৬ সের অবধি ৫২ সের পর্য্যন্ত যব (রাগদে গরাব) ।।০ সের, ছোলা চাউল ।৬ সের অবধি ।।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।২ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত ছোলা । সের অবধি ।৫ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৲ অবধি ৩৲ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৭।। সের অবধি ৴৯ সের পর্য্যন্ত ।

চ । শেরাজগঞ্জের দর এইরূপ ।—গম ।৯ সের, ছোলা চাউল ।২ সের, সামান্য চাউল ৸২ সের ছোলা ।।০ সের ও লবণ ৴৯ সের ।

ছ । বর্দ্ধমানের দর এইরূপ ।—ছোলা চাউল ৴৬ সের সামান্য চাউল ।৩ সের চীনী প্রভৃতি ।২ সের কদমরা ।৩ সের ছোলা ৴৮ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৪৲ মণ ও লবণ ৴৫ সের ।

জ । যশোহরের দর এইরূপ ।—ছোলা চাউল ।৭।। সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৬ সের অবধি ।।০ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৴৮ সের অবধি ।৭।৴ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১।।৪ সের অবধি ২৲ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৯।৶ সের অবধি ৴৮ সের পর্য্যন্ত ।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ । ১১ আগষ্ট ।)

৮ তোলায় সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা	গম			যব			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল			কড় ও মাজরা		
		এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়
	পূর্ব্ববিভাগ জিলা।	সের	সের	সের	৩	সের	৫	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	ঢাকা	৯॥ ক	।৪।।	।৬	১/	১/	৮	।।৫	।।৫	।।	৬১।।	৬৪।।	।।৫			
২	ফরীদপুর	।।১ খ	।।১	।। ।।	৬২	৬২	৬	৵	৵	৵৬।।	।।৭	।।৭	।।১।।			
৩	বাকরগঞ্জ	ঘ						।।	।।	।৬	৬	৮	।।			
৪	ময়মনসিংহ	।৵।। গ	।৩	।৪				।।১	।।৪	।৯	।।৮	।।৭	।।৫			
	চট্টগ্রাম	।২। ঙ	১।	।২।				।৩	।৫	।৭	।।	।।৪	।৩			
৫	নোয়াখালী							।।৬	।।৬	।।	৬১	।।৯	।।২			
৬	ত্রিপুরা	।৪	।৪	।৪				।।৩	।।৬	।।৩	৬৪	৬৭	।।৭			
৭	চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশ							।৬	।৯	।৯।৵	।৭৵	।৭৵	।৪।।			
	ত্রিপুরা পার্ব্বত্য	।২	।২	৵৮				৬	৬	।৫	৬।৯	৬৮	।।২			
	পশ্চিম বিভাগ।															
৮	পাটনা	।।৬।। ঙ	।।২	।।২	১/	১/	৬	।৪	।৫	।৬।/	।।২	।।২	।৮			
	গয়া	।।৯।। ক	।।	।।	৬৮	৬৭	৬	।২।।	।২।।	৵৯	।।১	।।১।।	।৮।।			
৯	শাহাবাদ	।৭ ।	।৭ ।৮	।৷	৬৫	৬৫	৬৮	।৮ ।।	।৮ ।।	।৬	।।২ ।।০	।।১ ।।০	।৮			
১০	বারকজা	।৮ ঙ	।৯	।। ৮।।	১/৫	১।	৬৪	।৮	।৯	।২	।।	৷	।৬			
	মজফরপুর	।।	।।১	।।	১/	১/	৬৪	।১	।১	।১	।।০	।৯	।৯			
১	সারণ	।৮।। ক	।৮	।৭।।	৬৮	৬৬	৬১।।	।।।	।।।	৵৮।	।।২।।	।।২	।৭			
১১	চম্পারণ	।।২ ঘ	।।১	।।২	১/৫	১/৯	৬৪	।৪	।২	।২	।।১	।।১	।৫।।			
১২	মুজেফ	।৯৸৵ গ১	।৯৸৵	।৯৸৵	১/২	১/২	৬১।।	।৪।।৵	।৪।।৵	।৪।।৵	।৯৸৵	।৯৸৵	।৮৸৵			
১৩	ভাগলপুর	।৫৵	।৬ ৵	।৭।।৵	১/ ।৵	৬২৸	৬৭৸৵	।৭। ৵	।। ।।৵	।৬ ৵	। ৵	।৯।।/	।৮।/			

৭। মজ নহলের জন্য ইং।—গম (কাঁকড়গঞ্জে) ।২ সের যব (কাঁকড়গঞ্জে) ১/৫ সের, ভাল চাউল ।৩ সের অবধি ।৯ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ।।৫ সের অবধি ৬৪ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ।।০ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ১/মণ অবধি ৩/মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের অবধি /৯।। সের পর্য্যন্ত।

৮। ঐ ঐ।—গম (গোয়ালন্দে) ।।২ সের যব (গোয়ালন্দে) ৬৫ সের ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।।৪ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ।।৬ সের অবধি ৬৫ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ।৩ অবধি ।।৪ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ৩/ মণ অবধি ৫/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের অবধি /৯।। সের পর্য্যন্ত।

৯। ঐ ঐ।—ভাল চাউল ।। সের অবধি ৬০৸৵ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ।।৪ সের অবধি ৬৪। সের পর্য্যন্ত ছোলা ।০ সের অবধি ।।১ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১/ মণ অবধি ৫/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের।

১০। ঐ ঐ।—গম ৭ সের অবধি ।৭ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ।৭ সের অবধি ৬০ সের পর্য্যন্ত, সাধারণ চাউল ।।১ সের অবধি ৬৫ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৵৮ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ অবধি /৯৸ সের পর্য্যন্ত।

১১। ঐ ঐ।—ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।।৩ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ।।৪ সের অবধি ৬০ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ (কয়রবালারে) ৫।৪ সের, ও লবণ /৬ সের অবধি /৭ সের পর্য্যন্ত।

১২। ঐ ঐ।—ভাল চাউল ।২ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ।।৮ সের অবধি ১/৫ সের পর্য্যন্ত, ও লবণ /৬।। সের অবধি ৵৮ সের পর্য্যন্ত।

১৩। ঐ ঐ।—গম ৮ সের অবধি ।।৭।। সের পর্য্যন্ত, যব ৬২ সের অবধি ১/২ সের পর্য্যন্ত, ভালচাউল ।২।। সের অবধি ।৭।। সের পর্য্যন্ত, সাধারণ চাউল ।।১ সের অবধি ।৫।। সের পর্য্যন্ত ছোলা ৬৫ সের অবধি ১/৩ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ১/ মণ অবধি ৩।।০ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ /৮।। সের অবধি /৯।। সের পর্য্যন্ত।

[*Government Gazette*, 16*th August* 1881]

[illegible] বস্তু পাওয়া যায়।

চোলম ও কে যায়।				রুগী বা পাছে ওরা ও ক্রীমা।			অমেরা।			চোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	
																			পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ জিলা।
৫ ২	সের	সের	সের	৫ ২	৫ ১৩	সের	সের	সের	সের	সের	সে	সের	৫ ১৩	সের	সের	সের	সের		
									৷৷	৷৷	১৷৷	২৷৷৬	২ ৷৷৬	২৷৷	৷	৷	৵৯		চাকা।
									১২	১২	১৩				৵৯৷৷	৵ ৷৷	৵৯		ফরীদপুর।
									১৭	১৭	১২	২৷৷	২৷৷	২৷	৵৷৷	৵৷৷	৵৷৷		বাখরগঞ্জ।
									১৭৷৷	১৭৷	১৪				৵৷	৵৯৷	৵৯		ময়মনসিংহ।
									১৬	১৬	১৷	২৵	৩৵	২৵	৵৭	৷৷	৷		চট্টগ্রাম।
									১৬	১৬	৵৮				৵৭	৵৭	৵৮		নওয়াখালী।
									১৬	১৬	১৪৷				৵৷৷	৷৷	৵		ত্রিপুরা।
												৮৵	৮৵	৮৵	৵৯৷৵	৵৯৷৵	৵৯৵		[illegible]
									১	১ ৷৷	৵৯				৵৮	৵৮	৵৮		প্রথম। ত্রিপুরা পার্ব্বত্য
																			বেহার।
						১৵	১৵	৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৩৵	৩৵	২৷৷	৵১	৵৯	৵৮		পাটনা।
									৷৷	৷৷	৷৷৷৷	৪৵	৩ ৷	৪৵	৵৯	৵৯	৵৯		গয়া।
		১৩				৷৷৮	৷৷৮	৷৷৷	৷৷৷ ৷৷৷	৷৷৷ ৷৷৷	৷৷৷	৩৵	৩৵	২৷৷	৵১৷৷	৵৯	৵১৷		শাহাবাদ।
			৷৷৷	১৵	৷৷৷	১৷৷	১৵	৷৷	৷৷	৷৷	৷৷	৪৷৷	৪৷৷	৪৵	৵৯	৵৮	৵৮৷		মারিকল্লা।
						১৵৷	১৵৷	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৩৷৷	৩৷৷	৩৵	৮৷৷	৮৷৷	৵৮৷৷		বঙ্গবরপুর।
৷৷	৷৷৮	৷৷২	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	১৷৷	১৷৷	৷৷		৷৷	৷৷৷	৪৵	৪৵	৷৷	৵৷৷	৵৷৷	৵৯		পাটনা।
						১৷৷৷	১৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷				৵৷৷	৵৷৷	৵৮		শাহাবাদ।
						৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৩৵৷৷	৩৵৷৷	৩৷৷	৵৷৷	৵৷৷	৵৷৷		মুঙ্গের।
						১৷৷	১৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৩৵৷৷	৩৵৷৷	৩৷৷	৵৷৷	৵৷৷	৵৯৷৷		ভাগলপুর।

৯। —বঙ্গদেশের দর এইরূপ। —গম ৷৷৮ সের দর ৷৷১ সের ভাল চাউল ১৷৷৮ সের মাঝারি চাউল ৷৷২ সের বাজরা ৷৷৷৷ সের, জোয়ার ৷৷১ সের, রাগী প্রভৃতি ৷৷৷৷ সের অমেরা ৷৷৷৷ সের, ছোলা ৷৷১ সের, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৷৷ মণ ও লবণ ৵৯ সের।

৫। বঙ্গ দেশের দর এইরূপ। —গম ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, যব ৷৷৷৷ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷১ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ৷৷৷৷ সের অবধি ৷ ৮ সের পর্য্যন্ত, রাগীপ্রভৃতি ৷৷৮ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত, অমেরা ৷৷৮ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠ ৪৵ মণ, ও লবণ ৵৮। সের অবধি ৵৯ সের পর্য্যন্ত

৬। ঐ ঐ —গম ৷৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত যব ৷৷১। সের অবধি ১৷৷৷ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৷৷১ সের অবধি ৷৷৮ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৮ সের পর্য্যন্ত রাগীপ্রভৃতি ১৵ মণ অবধি ১৷৷ মণ পর্য্যন্ত অমেরা ৷৷৷৷ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৷৷ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৷৷ মণ অবধি ৩৵ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৵৮ সের অবধি ৵৯৷৷ সের পর্য্যন্ত।

৭। ঐ ঐ —গম ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, যব ১৵৷৷ সের অবধি ১৷৷৷ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৷৷১ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, অমেরা ১৷৷৷ সের অবধি ১৷৷৷ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷৷৷ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠ (বেতিয়ার) ৪৷৷৷ মণ ও লবণ ৵৯৷৷ সের অবধি ৵৯৷৷ সের পর্য্যন্ত।

৮। জয়পুরের দর এইরূপ। —গম ১৷৷ সের যব ১৵ মণ ভাল চাউল ১৷৷ সের সামান্য চাউল ১৷৷ সের জোয়ার ৵ মণ, রাগীপ্রভৃতি ১৵৷৷ সের অমেরা ৷৷ সের, ছোলা ৷৷৷ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৩৷ মণ ও লবণ ৵৯ সের।

৯। মধ্যবঙ্গদেশের দর এইরূপ। —গম ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত যব ৷৷৷ সের অবধি ১৷৷ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷১৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ১৷৷ সের অমেরা (বাঁকার) ৷৷৷ সের, ছোলা ৷৷৷ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ৪৵ মণ অবধি ৪৷৷৷ সের, পর্য্যন্ত, ও লবণ ৵৮ সের।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৭৬ আগষ্ট।]

নম্বর।	জিলা।	গম।			যব।			ডাল চাউল।			সামান্য চাউল।			বাজরা		গড় বৎসরের
		এই সপ্তাহের বিক্রি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রি	গত বৎসর এই সপ্তাহের বিক্রি	এই সপ্তাহের বিক্রি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রি	এই সপ্তাহের বিক্রি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রি	এই সপ্তাহের বিক্রি	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রি	এই সপ্তাহের বিক্রি	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রি	
	বেহার।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
৩৮	পূর্ণিয়া	১২	৮	।৮	১/	১/	১/	।।	।।১	।৬	।।৮	।৮	৯			
৩৯	ভাগলপুর	।।	।৩	।৮				।৯	।।১	।৯	।।৪	।।৫	।।			
৪০	সাঁওতাল পরগণা।	।৪	।৪।।	।২				।।৪	।।২	।৬	।।১।।	।১।।	।।২			
	উড়িষ্যা।															
৪১	কটক *															
৪২	পুরী	১৫/	।/	৴৷৶				।।১	।।৬।।৶	১	।।৶	।।৭৭	।৪			
৪৩	বালেশ্বর	।৬	।৬	।৬				।।১	।৸২	।৬	।৸২	/	।।৬।/৶			
	ছোট নাগপুর বঙ্গিন পশ্চিম জেলার এজেন্সী															
৪	হাজারীবাগ	১৪	।।	।৮	।৪		।।৪	।২	।২	।৬	।৮	।।৬	।।৪			
৫১	লোহারডগা	৮	।৬	।৩		।।৮	।৪	।।	।।৭	।।	।২	।।৪	।।৪			
৫২	সিংহভূম	।।৪	।।৪	।২	১/	১/	৸	৸২	২	৸২	৸৬	৸৬	৬৸			
৫৩	মানভূম	১৪	।৬	।৩।	১/	১/	।৪৸	।৮	।।	।৭	৸	৸	৯			

২২। গম ম লর দর এইরূপ।—গম ।২ সের অবধি ।।৭ সের পর্য্যন্ত যব ১/ মণ ডাল চাউল ।৬ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৬ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ও ছোলা ।৮ সের অবধি ।।৩ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৬।।৪ সের অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের।

২৩। পূর্ব্বের দর এইরূপ।—ডাল চাউল। ।।৶ সের সামান্য চাউল ।৮ ৸৶ সের ছোলা ।।৬ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ২। ২৸ ও লবণ ৴৯ সের।

২৪। যব মসের দর এইরূপ।—যব ।৬ সের অবধি ।।০ সের পর্য্যন্ত, যব ৸৫ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত, ডাল চাউল ।২ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৯ সের অবধি ।।৬ সের পর্য্যন্ত রাগীপ্রভৃতি ৸ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত, জনেরা ৸ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৫ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ অবধি ৮/ মণ পর্য্যন্ত লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৮।। সের পর্য্যন্ত

কলিকাতা।
২৭ সাল ৪ আগষ্ট

সর্ব্বত্র যত পাওয়া যায়।

জিলা।	লবণ।			জ্বালানি কাষ্ঠ।			জ্বালা।			জমেরা।			হাটী বা মাড় ওরা ও টীমা।			কোদব ও জোয়ার।		
	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়
বেহার।																		
পুরনিয়া।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	সের	সের	সের
বালেশ্বর।	৮৵	৮৵	৬৵	৬৵	৬৵	৬৵	৬৵	৬৵	৬৵				॥৵	॥৵	॥৵			
সাঁওতাল পরগণা।	৮৵	৮৵	৮৵	৮৵	৮৵	৮৵	৮৵	৮৵	৮৵				॥৵	॥৵	॥৵			
উড়িষ্যা।																		
কটক।																		
পুরী।	১৵৵	১৵৵	১৵৵	১৵৵	১৵৵	১৵৵	১৵৵	১৵৵	১৵৵				১৷৷৵	১৷৷৵	১৷৷৵			
বালেশ্বর।	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯				৵৯	৵৯	৵৯			
ছোট নাগপুর।																		
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।																		
রাঙ্গাটোবাগ।	৵৯	৵৮	৵৯	৵৮	৵৮	৵৮	৵৮	৵৮	৵৮	॥৵	॥৵	॥৵	৵৮	৵৮	৵৮	৵৮	১৵৮	১৵
লোধারডগা।	৵৯	৵৮	৵৯	৵৮	৵৮	৵৮	৵৮	৵৮	৵৮	॥৵	॥৵	॥৵	১৵	১৵	১৵৮			
সিংহভূম।	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	॥৵	॥৵	॥৵						
মানভূম।	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	৵৯	॥৵	॥৵	॥৵	১৷৷৵	১৷৷৵	১৷৷৵	১৵	১৵	২

মন্তব্য। মফঃস্বলের দর এই।—লবণ ।৵ সের অবধি ৷৵ সের পর্য্যন্ত দর (গোবিন্দপুরে) ৷৵ সের কাল চাউল ৷৵ সের অবধি ৸৵ সের পর্য্যন্ত সাম্বা চাউল ॥২ সের অবধি ১৵ মণ পর্য্যন্ত বাজরা (গোবিন্দপুরে) ॥৵ সের তিল প্রভৃতি ১৷৷ সের জমেরা ৸২ সের অবধি ১৸ সের পর্য্যন্ত জ্বালা ।২ সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৸৵ অবধি ১০৵ মণ পর্য্যন্ত লবণ ৵৮ সের অবধি ।৵ সের পর্য্যন্ত।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এফ, এম বিল

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৯ আগষ্ট।)

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ৩১ তারিখের দর

৪০ সেরের

নম্বর।	বন্দর।	গম।			যব।			ডাল চাউল।			সাধারণ চাউল।			তণ্ডুল ও বালেয়া		
		এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ	এই সপ্তাহের রিটর্ণ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের রিটর্ণ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের রিটর্ণ
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা	২/	২॥	২৸৶	১৲	৶	২৲	৪॥	৪॥	৫৸৶	২॥	২॥৶	৩॥৹			
২	মেদিনীপুর	১৹	১॥৴	২৲				৲	৪৲	৮॥	১৶	১৶	২৲			
৩	ঢাকা	২।৴৶	১॥৶	২।৶	৸৶	৸৶	১৶	১॥	১৷৹	১৸৶	১৴	১৴	১॥৴			
৪	নারায়ণগঞ্জ							১৷৶	১৷৹	১৷৶	৷৹	১৶	৷			
৫	চট্টগ্রাম							২৷৶	২৷৹	২৷৹	১৸	১৷৶	১৩৴			
৬	পাটনা	১৸৴১	১৸৴	১৸৴	১৲	১৲	১।৴৩	২॥৹	২॥৶	৩৲	৸৴	১৸৴	২৶৯			
৭	বালেশ্বর	২॥	২॥	২॥				১৸৶	১৷৹	২॥৹	১।	১৲	১॥৶			
৮	পুরী										১৷৶	১৷৶৩	২॥			
	বইয়ে*															

* রিটর্ণ পত্র পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা,
১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

[*Government Gazette, 16th August* 1881]

[illegible] হইতে সপ্তাহ পর্যন্ত তণ্ডুলাদি, খাদ্য দ্রব্য ও ঘালানি কাঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের দাখার হার।

[illegible] হার।

[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
১॥০	১॥০	২৲				১৲	১॥০	২৲	১॥৵০	১৸০	২৶০	।৵০	।৵০	।৵০	৪৲	৪৲	৪৲	কলিকাতা।
									১৸৶	২।৵০	২৸০				৪।	৪।	৪	[illegible]।
									১৸৶	১৸৶	২৸০	।৵০	।৵	।৵০	৸৲	৩৸৶	৪৶০	ঢাকা।
									৲৲	২৶	২৶	।৵০	।৵০	।৵০	৶	৶	৶	নারায়ণগঞ্জ
																		[illegible]।
						১৲	১৲	১।৵০	১৸০	১৶৵	১।৶০	।৵০	।৵০	।৵০	৪।৵০	৪।৵০	৪।৵০	পাবনা।
									২।৵০	৸৲	৸৲	।৵০	।৵০	।৵০	৪।৶০	৪।৶০	৪।৶০	বাগেরহাট
																		[illegible]।
																		[illegible]।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল,

এচ, এম, ফিশ,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[illegible] ১৮৮১। ১৬ আগষ্ট।]

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহাল গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ১৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চির নির্দ্ধারিত রাজস্ব অম্ব দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়ত থাকার করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি অংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্ধের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা থাকে সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম মূল্যের বিক্রয়বন্দোবস্ত পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহা সের নম্বর।	জিলার মহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ। একর।	বোঘা	পোয়া	সদর জমা। নির্দ্ধারিত বা জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩০৪	৫৫৫৬	ডাং রঘুরাম মন্ডল মহাজনের তেলি হাটি	২	১	১৮	৩৲	৬৲	১৮৮০ সালের ১ এপ্রেল মাসে বিক্রয়ের কল হইবেক।

ফরিদপুর কালেক্টরি। J. F. B. JEFFREY, Collector.

LAND ADVERTISEMENT ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে দেয় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৩ আশ্বিন শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলাম হইবে যে নিঃশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং ... নিংহ শ্যাম সুন্দরপুর	বাকী রাজস্ব ৩১৬৶	শ্রীশচন্দ্র রায় ... ডিমিট্রিটের কৃষ্ণমোহিনী জননী ও মতিলাল মেজাবিবি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।	২১১০৬৶	সমুদয় জমা নিলামে হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG, Collector.

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী
১১ জুলাই। ১৮৮১।

]Government Gazette 16th August 1881]

জিলা [illegible]

[illegible] বিজ্ঞাপন।

[illegible] বিজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে জিলা রঙ্গপুরের [illegible] মহাল [illegible] জিলার কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞানুসারে বাকী রাজস্ব [illegible] ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ তারিখে [illegible] হইলে বাকী রাজস্বের [illegible] আইন [illegible] বিধি আছে তাহা অনুসারে বিগত ১৮৮১ সালের ২৬ আগষ্ট মোং ১২৯৮ সনের ৮ [illegible] প্রকাশ্য নিলামে নিম্নশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ২৫ জুন।

তপসীল।

[illegible]	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
[illegible]	[illegible]	পর গুয়ারী কালিকাপুর দেবপুর আদি গ্রাম হরিপ্রসাদ রায় পোষক দেহ সহ নামের তালুক।	এক[illegible] আনা [illegible] খরী।	দিং ।৷৶০ মালিক তারকে	১১১৯৫ ।৷৶	হাল খাজানা ১১১৯৷৷৶ বকয়া ১৪১০ ।৶ ২৬ ৬৶৩
			হিসাব পৃথক হইল দিং ।/ আনা মালিক কণীশ্বরী চৌধু রাণী ও শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী।	৪৪৩।৶১	বাকী হাল ১১৯৭ সনের কিং কালক্রমের ৪৪৬/১ [illegible] ১১৯৮ সনের ১১৯৬ সনের ৪৪৩।৶৭	[illegible]
						১৮৪২।৶৪
				১ ৩৮৮৶৮	৩৬৪৮৶৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

জেলা রঙ্গপুর। জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে সন ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে জেলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত [illegible] লিখিত বৈহাল সন ১৮৮০। ৮১ ইং লাগায়েত কিস্তি ফেব্রুয়ারি মোং ১২৮৭ সা [illegible] লাগায়েত কিস্তি ফাল্গুন তারিখের প্রাপ্য রাজস্ব ও অন্যান্য দাওয়া যাহা বাকি রাজস্বের [illegible] হইতে পারে তাহা আদায় জন্য নিম্নলিখিত মহাল আগামী ১৮৮১। ২২ আগষ্ট মো সন ১২৮৮ সনের [illegible] সোমবার অর্থ কাছারি বিনা [illegible] প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ১০ জুলাই।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
[illegible]	তৌজ নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা	মালীকের নাম।	সদর জমা।	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
[illegible]	১৬৭	পরগনে আল গাও।	[illegible] রায় ও গোপাল চন্দ্র রায় ও রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী ও ব্রজকিশোর চৌধুরাণী ও বন্ধুময়ী চৌধুরাণী ও ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণী ও পূর্ণচন্দ্র রায় কৃষ্ণাদাস পক্ষে ইচ্ছাময়ী চৌধু রাণী ও [illegible] শ্যামকিশোর রায় কৃষ্ণময়ী চৌধুরাণী।	[illegible]	[illegible]	এই তালুকের [illegible] মধ্যে লিখিত মালীক গণ মধ্যে ইচ্ছাময়ী চৌধুরাণীর [illegible] ছিল। এই তালুকের [illegible] /১০৬৭৷৷ বকী খাজানা সমেত জমা ৫৭৮।৷৶৭ পাই যাহা ১৮৭৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে বিশেষ মতে লিখিতাছে তাহার

[illegible] না করায় কেবল এই অংশ নীলাম হইবে অবশিষ্ট অংশের রাজস্ব আদায় [illegible] তাহা বাদ থাকিল। [illegible] যে এই মহালের এই অংশ কথিত অংশ বাকির জন্য [illegible] তারিখে নিলাম হইয়াছিল [illegible] পক্ষের অবশিষ্ট টাকা যথাকালে দাখিল না করায় ১৮৭৯। ১১। ২০ ধারামতে পুনরায় নিলাম হইবে।

C F MACRATH, *Offg Collector*

[illegible] ১৮৮১। ১৬ আগষ্ট।

জিলা ত্রিপুরা।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে ইহা প্রকাশ করা যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নে লিখিত মহালে সকল উক্ত জেলার কালেক্টর সাহেব [illegible] যে সকল মালি [illegible] ১৮৮১ ইং সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে [illegible] রাজস্ব [illegible] অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১৯ [illegible] আইন [illegible] জিলায় নিম্নবর্ণিত বিক্রয় হইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৫ আগষ্ট।

তপশীল।

মহল নং কালেক্টরি	মহল তারিখ	পরগনার নাম।	মালিকের নাম ধাম।	দেয় জমা।	বাকীর সমুদায় সাং নিকাশ ১২৮৮ সাল	বিবরণ
১০২১	১৭৮	লালপুর জোয়ার ।৶আনা জিলমত।	মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী পিং মুনসী [illegible] মৃত আহাম্মদ চৌধুরী সাং [illegible] মানিক পং ডিলা [illegible] জিলে কবী হি ।৶	২১৪ ৸৹		
			শ্রীমতী কাহাবিদরেছা বেগম জওজে মুনসী সাহেব কফিল আহাম্মদ চৌধুরী সাং পং তথা হি ।৶	২ ৪॥৹		এই দুই অংশের বাকী নাহি মিলায় হইবেক না।
				৸৹	৬২৯	
			মে আলেক আণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পী, ওয়াইজ সাহেব সা হাল ঢাকা কুমারটুলি থানে সদর হি ।৹ আনা	১৪৩	১৭৸/১০	প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহা-
				১	৫৭৫	৭৸/১২

লের ৸৹ আনা অংশ সদর জমা ৪২৯ টাকা যাহার মালিক মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী কাহাবিদরেছা বেগম বটে তাহার হিসাব ১৮৫৯ ইং ১১ আং ১০ ধারামতে স্বতন্ত্র হওয়াতে অবশিষ্ট ।৹ আনা অংশ মালিক আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে: জি: পী: ওয়াইজ সাহেবের সদর জমা ৪১ টাকা বটে তাহার উক্ত বাকীর কারণ মিলায় হইবেক।

১০৭৫	২০৪	উলকতরেছা তালুক হি ।৶ আনা পং পুরচণ্ডী।	গোবিন্দচন্দ্র পালপি মৃত রাধামোহন পাল সাং শ্রীবৎসা দাসপ গুণা মন্দী থানে টুবগী বাগরা	৮৩৪।৶	৩৬৸৹	
			আনন্দমোহন কুণ্ডুপি মৃত চন্দ্রমাধব কুণ্ডু সাং মালখা নগর পং বিক্রমপুর থানা শ্রীনগর হাল সাং কাছারি শ্রীরামদী পং পুরচণ্ডী।			

G. Toynbee, Offg. Collector.

জিলা হুগলী।

[illegible] কালেক্টরী জিলা হুগলী।

[illegible] ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে [illegible] সনের ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং [illegible] বাকী রাজস্বের ন্যায় [illegible] আইনানুসারে আদায় হইবার নিষ্পত্তি আছে তাহা আদায় [illegible] সনের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দি ২৫ [illegible] বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

[illegible]	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সমস্ত জমার তাকিদ।	বাকীর পরিমাণ।	মৈমিত্তিক।
[illegible]	[illegible] শ্রেণী [illegible] বজবজী মহাল।				
[illegible]	[illegible] পং বাকী বাড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও [illegible] সিংহ রায় ও [illegible] সিংহ রায়।	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর— বাকীদার।	[illegible]		
		চৌকীদারী	[illegible]		
		রোজকর	[illegible]		
		বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥ আট আনার সমস্ত জমা বাকীদার।	[illegible]		
		চৌকীদারী	[illegible]		
		রোজকর	[illegible]		
		ইহার পৃথক বিলাম হইয়াছে।			
		বাকী ত্রিলোচনরায় রায় রকম ॥ আনার সমস্ত জমা বাকীদার।	[illegible]		
		চৌকীদারী	[illegible]	[illegible]	
		রোজকর	[illegible]	[illegible]	এই অংশের বাকীদারদিগের বিলাম হইয়াছে।
		ইহার পৃথক বিলাম হয় নাই			

R. Courtier, *Offg Collector*.

জিলা মজঃফরপুরী।

ইস্তাহার।

এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা মজঃফরপুরীর মহাবাজি মিশ্রের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্যাস্তের প্রাপ্য ব্যক্তির জন্য আদায় নিমিত্তে, ১৮৮১ ইংরেজি সনের ১৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজার প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ৩০ জুলাই

[illegible]	মহাল।	নাম মালিক।	সমস্ত জমা।	বাকির সংখ্যা।
[illegible]	[illegible] কিসমত [illegible] রায় [illegible] চৌধুরী।	নিলাম [illegible] ঈশানচন্দ্র [illegible]	[illegible]	[illegible]

E. V. Westmacott

Offg Collector।

[illegible] সংখ্যা। ১৮৮১। ১৬ আষাঢ়।]

FOREIGN DEPARTMENT

NOTIFICATION —POLITICAL

Simla, the 12th August 1881

No 229G P —His Excellency the Viceroy and Governor General is pleased to confer the dignity of 'Maharajah' upon Maharaj Koomar Aftab Chand Mahtab the adopted son of the late Maharajah of Burdwan, by the name, style and title of Maharajah Dheeraj Aftab Chand Mahtab Bahadur

A C LYALL,
Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla the 11th August 1881

No 273 —Mr J L Macpherson, Deputy Examiner of Accounts 1irst Grade is appointed to officiate as Examiner of Public Works Accounts Bengal during the absence of Major I P Westmorland, R E on privilege leave or until further orders

ALEX FRASER *Major Genl R L*
Secy to the Govt of India

ফরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন—পোলিটিকাল।

সিমলা ১৮৮১ সাল ২ আগষ্ট।

২২৯ G P নম্বর।—মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল সাহেব বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজার পোষ্য পুত্র শ্রীযুত মহারাজ কুমার আফতাব চাঁদ মহতাবকে মহারাজাধিরাজ আফতাব চাঁদ মহতাব বাহাদুর এই নাম, পদবী ও আখ্যাক্রমে সম্ভ্রম সূচক ' মহারাজা ' উপাধি প্রদান করিলেন।

এ সি লায়ল,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

পবলিক ওকর্স ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।

২৭৩ নম্বর।—মেজর শ্রীযুত আই, পি ওয়েষ্টমোরলাণ্ড, আর ই সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুত জে এল মাকফরসন সাহেব বঙ্গদেশের পূর্ত্ত কার্য্যের হিসাবপরীক্ষকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

আলেকজাণ্ডর ফ্রেসর, মেজর-জেনরল, আর, ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 23, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট ।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No. 515 A.

GENERAL.—*The 11th August* 1881.—Baboo Gunganand Mookerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Manbhoom, is allowed leave for one month and two days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 23rd September next or such subsequent date as he may avail himself of it.

The 12th August 1881.—Baboo Girendra Nath Mittra, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Manbhoom, is vested with the powers of a Collector under Act IX (B.C.) of 1880, with effect from the 20th ultimo.

The 13th August 1881.—Baboo Kedar Nath Banerjee, temporary Sub-Deputy Collector, Midnapore, is confirmed in the First Grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Issur Chunder Paul, temporary Sub-Deputy Collector, employed on survey work at Midnapore, is confirmed in the First Grade of Sub-Deputy Collectors.

Baboo Radha Madhub Bose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Furreedpore, was in charge of the Madaripore Division of that district from the afternoon of the 24th June to the afternoon of the 28th July 1881, the date on which he was relieved by Baboo Ambica Charan Roy Chowdry.

The 16th August 1881.—Mr. W. S. Wells, Magistrate and Collector, 24-Pergunnahs, has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for four months.

Baboo Rajgopal Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga, returned from leave on the forenoon of the 6th instant.

Baboo Dwarka Nath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pubna, is allowed leave for three months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Baboo Hurry Mohun Chandra, Second Personal Assistant to the Commissioner of the Rajshahye and Cooch Behar Division, is allowed leave for thirty days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it.

Mr. D. Cameron, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Bettiah, Chumparun, is allowed leave for two months and twenty-seven days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 18th instant.

Mr. J. B. Taylor, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, Bhagulpore, is appointed to have charge of the Bettiah division of the Chumparun district during the absence on leave of Mr. D. Cameron, or until further orders.

Baboo Umakant Das, Assistant Political Agent, Hill Tippera, is allowed leave for three months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 5th proximo.

Baboo Rajendra Nath Mitra, Assistant Secretary to the Government of Bengal, is allowed furlough for six months under Section 131 of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo.

Baboo Bankim Chunder Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Howrah, is appointed to act as Assistant Secretary to the Government of Bengal during the absence on leave of Baboo Rajendra Nath Mitra, or until further orders.

POLICE.—*The 6th August* 1881.—Baboo Rohini Kumar Bose, Inspector of Police, was in charge of the District Superintendent's Office, Tippera, from the 1st to the 4th June last.

MEDICAL.—*The 20th July* 1881.—Assistant Surgeon Baney Madhab Pigore, on medical charge of the Sectamurhee Division of the district of Muzufferpore and the Sectamurhee Dispensary, is allowed leave for three months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th September next.

Assistant Surgeon Pohari Lall Pal, a supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the Sectamurhee Division of the district of Muzufferpore and the Sectamurhee Dispensary, during the absence, on leave, of Assistant Surgeon Baney Madhab Pigore, or until further orders.

[*Calcutta Gazette*, 3 *August* 1881.]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৩৪১৩A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।—হামচরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখ অবধি অথবা তাঁহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।—মানভূমের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে গত মাসের ৩ তারিখ অবধি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ আগষ্ট।—মেদিনীপুরের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সব ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

মেদিনীপুরে অতিরিক্ত কার্য্যে নিযুক্ত কয়েক জন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল সব ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

ফরীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব বসু ১৮৮১ সালের ২৪ জুনের অপরাহ্ণ অবধি ২৮ জুলাইর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর পদের কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত ছিলেন উক্ত ২৮ তারিখে তিনি শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরীর প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন।

১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—ভাবি বয়সের পরে মহিষবর শ্রীযুক্ত কর্ণেল টেক্রেলী সাহেব ২১ পরগনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ এস ডেভিসন সাহেবকে আর চারি মাস নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বজরঙ্গলাল সিংহ এই বৎসরের ৬ তারিখের পূর্ব্বাহ্ণে ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ রায় ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বাকরগঞ্জ হাট ও কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত বাবু হরিমোহন চন্দ্র যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটী বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে ত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

চাম্পারণের অন্তর্গত ভীতিহরবা একটি জাগীর ও ষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নারায়ণ সাহে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে এই মাসের ৮ তারিখ অবধি ছুটী মাস সাতাইশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডি কিনিসন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে [illegible] ত্রিপুরা জিলার একটিং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত [illegible] বেতিয়া মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

ত্রিপুরা পর্ব্বত ও আসিষ্টাণ্ট পোলিটিকেল এজেণ্ট শ্রীযুত বাবু উমাকান্ত [illegible] সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি [illegible] তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু [illegible] সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫১ ধারামতে আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি তিন মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণনাথ মিত্রের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু [illegible] বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলিস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—পাটনার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু রাজিকীকুমার বসু গত জুন মাসের [illegible] তারিখ অবধি ৮ তারিখ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসের কার্য্যের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত ছিলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।—মজফ্ফরপুর জিলার অন্তর্গত মাড়ি মহকুমার ও সাতা টীর উষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতা [illegible] আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত [illegible] সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ১১ ধারামতে অদ্য অবধি সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুত [illegible] ঠাকুরের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে [illegible] জিলার অন্তর্গত [illegible] শ্রীযুত [illegible] কুমার [illegible] উষধালয়ের চিকিৎসা কার্য্যের [illegible]

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১ ১২ আগষ্ট।)

The 13th August 1881 —The services of Assistant Surgeon Kunja Lal Sanyal, House Surgeon Second Surgeon's Wards, Medical College Hospital are placed at the disposal of the Darjeeling Himalayan Railway Company

Assistant Surgeon Basanto Kumar Sen a supernumerary at the Presidency, is appointed to be House Surgeon Second Surgeon's Wards Medical College Hospital *vice* Assistant Surgeon Kunja Lal Sanyal

The 16th August 1881 —Assistant Surgeon Nidhu Lall Haldar, in medical charge of the Serajgunge Division of the Pubna district, is allowed leave for two days in extension of the leave granted to him under the order of the 5th February last

JAILS —*The 16th August* 1881 —Mr W Leonard, Superintendent of the Central Jail Bhagulpore is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Mr C H C Sevenoal Assistant Superintendent of Jails on duty in the office of the Inspector General of Jails is appointed to act as Superintendent of the Central Jail Bhagulpore during the absence on leave of Mr W Leonard or until further orders

CUSTOM —*The 3rd August* 1881 —Mr S U Phipps, Assistant Collector of Customs and Head Appraiser of the Calcutta Custom House is allowed leave for two months and twenty six days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he availed himself of it

Mr F G Martindell Senior Assistant Appraiser is appointed to act as Assistant Collector of Customs and Head Appraiser of the Calcutta Custom House during the absence on leave of Mr S U Phipps or until further orders

PORT TRUST —*The 16th August* 1881 —Mr J J I Keswick is re appointed, under the provisions of Act V (B C) of 1870 to act as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta during the absence on leave of Mr W Crank, or until further orders

MUNICIPAL —*The 8th August* 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Noakholly Municipality, of Mr E F Sandys to be their Vice Chairman

The 9th August 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election, by the Commissioners of the Bhaddeshur Municipality of Baboo Rajkissen Banerjee to be their Vice Chairman for the year 1881 82

The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the above Municipality —

Baboo Nundo Lal Paul | Baboo Bhuggobutty Churn Banerjee

The 11th August 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Chittagong —

The Revd J A DeCruze *vice* Mr L St Helaire resigned

Mr C C Ellis *vice* Mr W B Lowry resigned

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Sasseram Municipality of Baboo Kedarnath Mookerjee, temporary Sub Deputy Collector, to be their Vice Chairman

The 12th August 1881 —The Lieutenant Governor approves the re election by the Commissioners of the Furreedpore Municipality of Dr B Bose, Civil Surgeon, to be their Vice Chairman

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the English Bazar Municipality in the district of Maldah, of Baboo Asutosh Gupto, Deputy Magistrate and Deputy Collector to be their Vice Chairman

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Naihatty in the district of the 24 Pergunnahs —

Mr T Hindmarsh Locomotive Superintendent Eastern Bengal Railway Company

Baboo Joy Gopal Gangooly Landholder

" Grish Chundra Ghosal, Taloukdar

" Mohendra Nath Bhattacharji Pensioner

" Deno Nath Ray Gupto Medical Practitioner

Baboo Sriab Chundra Ray is re appointed to be a Commissioner of the above Municipality

[*Government Gazette, 23rd August* 1881]

১৮৮১ সাল ১৩ আগষ্ট।—মেডিকাল কালেজ হাস্পাতালে দ্বিতীয় সর্জনের ওয়ার্ডের হৌসসর্জন আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত কুঞ্জলাল সান্যাল কিয়ৎকালের নিমিত্তে দার্জিলিঙ্গ হিমালয়ান রেলওয়ে কোম্পানির আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত কুঞ্জলাল সান্যালের পরিবর্ত্তে রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত বসন্তকুমার সেন মেডিকাল কালেজ হাস্পাতালে দ্বিতীয় সর্জনের ওয়ার্ডে হৌসসর্জনের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—পাবনা জিলার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জ মহকুমার চিকিৎসা কার্য্যের অধ্যক্ষতার প্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুত নিধুলাল হালদার গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত দুই দিনের ছুটী পাইলেন।

জেল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—ভাগলপুরের সদর জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ লেনার্ড সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কর্ম্মকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ লনার্ড সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় জেল সমূহের ইনিস্পেক্টর জেনরল সাহেবের আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত জেল সমূহের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি এচ, সি, সেবেনওকস সাহেব ভাগলপুরের সদর জেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কষ্টম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—কষ্টমের আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর ও কলিকাতার কষ্টম হৌসের প্রধান মাচনদার শ্রীযুত এস ইউ কিপস সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস ছাব্বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এস ইউ, কিপস সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পদস্থোক্ত সহকারি মাচনদার শ্রীযুত টি, জি, মার্টিণ্ডেল সাহেব কষ্টমের আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের ও কলিকাতার কষ্টম হৌসের প্রধান মাচনদারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পোর্ট ট্রষ্ট বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—শ্রীযুত ডবলিউ ক্লেক সাহেবের ছুটীপ্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত জে জে জে কেম্বিক সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের নিয়মমতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থে কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—নওয়াপালী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত ই এক সাণ্ডিল সাহেবকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।—ভাত্রশ্বর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু নন্দলাল পাল। | শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এল সেণ্ট ক্লেয়ার সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে পাদরী শ্রীযুত জে, ব ডিকুজ সাহেব।
ডবলিউ বি বৌবী সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত সি, সি এলিস সাহেব।

সালীগ্রাম মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়কে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতিরূপে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।—ফরীদপুর মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত টি বসুকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

মালদহ জিলার অন্তর্গত ইংলিস বাজার মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরেরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্তকে আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত নৈহাটী মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইষ্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির লোকোমটিব সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত টি, হাইওয়ার্থ সাহেব।
ডুম ধিকারি শ্রীযুত বাবু ব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
তালুকদার শ্রীযুত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষাল।
পোদ্দার কোগ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু দীননাথ রায় গুপ্ত।

শ্রীযুত বাবু শ্রীশচন্দ্র রায় উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশ্যনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

Baboo Preonath Ghose is appointed to be a Commissioner of the Municipality of Ranaghat in the district of Nuddea

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Midnapore Municipality —

Mr W D Pratt District Superintendent of Police
, R W Carlyle, Assistant Magistrate and Collector
Baboo Baburam Banerjea Talookdar
Jogendra Nath Rai, Zemindar and Pleader
, Shyma Charan Das, Second Master Midnapore College
Ram Chand Dutt, Zemindar and Mahajan
, Chundra Mohon Mitra Pleader and Aymadar
, Raja Ram Kundu, Zemindar and Mahajan
Jadu Nath Bosu Zemindari Manager
Moulvie Mahammad Ali Pleader and Talookdar

The 16th August 1881 —The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Howrah Municipality of Dr J G Pilcher Civil Surgeon of Howrah to be their Vice Chairman for the year 1881 82

ROAD CESS —*The 16th August* 1881 —Rai Nemai Charan Bose Bahadoor is appointed to be Vice Chairman of the Branch Road Cess Committee at Bhadruck in the district of Balasore

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 16th August 1881 —In modification of the notification dated the 6th June last published at page 572 Part I of the *Calcutta Gazette* of the 8th idem the following list of Civil Hospital Assistants who passed the Professional Examination held on the 18th of April 1881 is published for general information —

Names	Attached to	Date of classification	Class	Date of rank	Date of passing Examination under Rules 1 of 1868 and 2 of 1873	Remarks
[illegible]	[illegible] Hospital	11 July 1873	2 d	18th April 1881		
[illegible]	[illegible] Hospital	18th March 1875	2 d	Ditto		
[illegible]	[illegible]	3rd July 1871	2nd	Ditto		
[illegible]	[illegible]	8th February 1874	2 d	Ditto		
[illegible]	[illegible]	1 th April 1866	1st	Ditto		
[illegible]	[illegible]	8th December 1874	1 d	Ditto		
[illegible]	[illegible]	19th February 1874	2nd	Ditto		
Coo y Mohun Chatterjee	[illegible] Dispensary	9th July 1873	2 d	Ditto	18th April 1881	Retest
[illegible]	[illegible]	30th April 1877	1 d	Ditto		
Hurrish Chunder [illegible]	[illegible]	5th November 1873	2 d	Ditto		

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 23rd August* 1881]

শ্রীযুত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ নদীয়া জিলার অন্তর্গত রাণাঘাট মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদিনীপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ ডি প্রাই সাহেব।
আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর ডবলিউ কালাইল সাহেব।
তালুকদার শ্রীযুত বাবু বাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।
জমীদার ও উকীল শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়।
মেদিনীপুর কালেজের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস।
জমীদার ও মহাজন শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ দত্ত।
উকীল ও আমমোক্তার শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন মিত্র।
জমীদার ও মহাজন শ্রীযুত বাবু বাঞ্ছারাম কুণ্ডু।
জমীদারীর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু যদুনাথ বসু।
উকীল ও তালুকদার শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলি।

১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—হাবড়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা হাবড়ার সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত জে, জি পিলচর সাহেবকে ১৮৮১।৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

পথকর বিষয়ক —১৮৮ সাল ৬ আগষ্ট।—শ্রীযুত রায় নিমাইচরণ বসু বাহাদুর বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত ভদ্রকের পথাপথকর কমিটীর প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ কফ্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—গত জুন মাসের ২৪ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ মাসের ৬ তারিখের বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮১ সালের ১৮ আপ্রিলে চিকিৎসাব্যবসায়ের যে পরীক্ষা হয় তাহাতে উত্তীর্ণ সিবিল হাস্পাতাল আসিষ্টাণ্টদের নিম্নলিখিত লিখিতপত্র সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

নাম।	যে স্থানে নিযুক্ত।	প্রতিজ্ঞার তারিখ।	শ্রেণী।	পদের তারিখ।	গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৮ সালের ৯ আগষ্টের ১১৯৯ নং ৫১৮৭ নম্বরের ৯ ধারা অনুসারে অধিবেশন নিমিত্ত নিযুক্ত পরীক্ষকদিগের নিকট পরীক্ষার তারিখ।	মন্তব্য।
সিবিলহাস্পাতাল আসিষ্টাণ্ট।						
শ্রীযুত হারিকানাথ দাস	ভাগলপুরের সদর জেলা হাস্পাতালে	১৮৭৩ সাল ১২ জুলাই	দ্বিতীয়	১৮৮১ সাল ১৮ আপ্রিল	১৮৮১ সাল ১৮ আপ্রিল	
রামকুমার চক্রবর্ত্তী	বীরভূমের পোলীস হাস্পাতালে	১৮৭৭ সাল ১৮ মার্চ	ঐ	ঐ		
বলরামলাল চন্দ্র	বীরভূমের অন্তর্গত বোলপুরের দাতব্য ঔষধালয়ে	১৮৭১ সাল ৩ জুন	ঐ	ঐ		
কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন	যশোহরের অন্তর্গত নড়াইল মহকুমায় ঔষধালয়ে	১৮৭৭ সাল ২৮ ফেব্রুয়ারি	ঐ	ঐ		
ঈশানচন্দ্র দাস	যশোহরের অন্তর্গত শ্রীধরপুরের দাতব্য ঔষধালয়ে	১৮৬১ সাল ১৭ আপ্রিল	প্রথম	ঐ		
সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য	যশোহরের অন্তর্গত খুলনা মহকুমায় ঔষধালয়ে	১৮৬৪ সালের ৬ ডিসেম্বর	ঐ	ঐ		
আনন্দচন্দ্র সেন	বঙ্গদেশের উত্তর সিমের ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাবিলং সিবিল হাস্পাতাল আসিষ্টাণ্ট সৈয়দপুরে।	১৮৭৪ সাল ১৭ ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয়	ঐ		
গৌরমোহন সেন	কড়ীমপুরের অন্তর্গত গোল সিংহ ঔষধালয়ে	১৮৭০ সাল ১৯ জুলাই	ঐ	ঐ	১৮৮১ সাল ১৮ আপ্রিল	দ্বিতীয়বার পরীক্ষায়।
দ্বারকানাথ ঘোষ	মেদিনীপুরের অন্তর্গত ক্ষীরপাই ঔষধালয়ে।	১৮৭৭ সাল ৩ আপ্রিল	প্রথম	ঐ		
রবিশঙ্কর রায়	মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁসাই খণ্ডের জলসচন কার্য্য বিভাগে।	১৮৭০ সাল ৫ নবেম্বর	দ্বিতীয়	ঐ		

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

ROAD CESS NOTIFICATION
DISTRICT OF DACCA

The 16th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Dacca have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3434 A

The 10th August 1881 —The following gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Jhenidah Bench in the district of Jessore, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Jogendra Nath Sircar Vakil | Kamuddin Joardar Talookdar
Munshi Iradutoollah, Mozoomdar

Baboo Raghuram Hazra, Zemindar and Talookdar, is appointed to be an Honorary Magistrate for the Bishenpore Bench in the district of Bankoora and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 11th August 1881 —Baboo Murah Lal Roy is appointed to be an Honorary Magistrate for the Contai Bench in the district of Midnapore and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The 16th August 1881 —Baboo Shoodhungshoo Bhoosun Roy Moonsif of Sectamurhee in the district of Mozufferpore, is appointed to be a Moonsif in the district of Backergunge, and to be ordinarily stationed at Perozepore

Baboo Kopah Prosunoo Mookerjee M A and B L is appointed to act, until further orders as a Moonsif in the district of Mozufferpore and to be ordinarily stationed at Sectamurhee

Baboo Benode Behary Mitter, Moonsif of Commillah in the district of Tipperah, on leave is appointed to be a Moonsif in the district of Dacca and to be ordinarily stationed at Manickgunge with effect from the date on which Baboo Kishna Behary Mookurjee retires

Baboo Benode Behary Mitter is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 25

Mr W R Bright Assistant Magistrate and Collector Patna, is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Mr D J Macpherson Assistant Magistrate and Collector, in charge of the Sectamurhee Division of the Mozufferpore District, is vested with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

Mr Macpherson is appointed under the provisions of Section 3, Act II of 1869 to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant Governor's control

Mr L W Collin Assistant Magistrate and Collector 24 Pergunnahs, is appointed under the provisions of Section 3 Act II of 1869 to act as a Justice of the Peace within the territories under the Lieutenant Governor's control

LEAVE OF ABSENCE TO MUNSIFS —*The 10th August* 1881 —Baboo Koylash Chunder Mozoomdar 1st Munsif of Moolfatgunge in the district of Furreedpore, is allowed leave of absence for 15 days, under Section 132, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 21st August 1881

Baboo Atul Chundra Ghose first Munsif of Narail in the district of Jessore is allowed leave of absence for one month, under Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

Baboo Kali Prosunna Bose, a Munsif of Perozepore, in the district of Backergunge, is allowed leave of absence for one month and 10 days under note to Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

[*Government Gazette*, 23rd *August* 1881]

ঢাকা জিলার

পথকর বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে ঢাকা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ টাকা প্রতি ৷৷৹ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, উক্ত হার লেপ্টেনেন্ট কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে তাহা এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম, কিন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

ভূতিশ্যাল ডিপার্টমেন্ট।

৪৬৩৪ A নম্বর।*

১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোহর জিলার অন্তর্গত ঝিনিদহ বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ সরকার। | তালুকদার শ্রীযুক্ত কামরুদ্দীন জোয়ারদার।
শ্রীযুক্ত মুন্সী ইরাদতুল্লা মজুমদার।

জমীদার ও তালুকদার শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ হাজরা বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীলাল রায় মেদনীপুর জিলার অন্তর্গত কাঁথি বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—মজফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢ়ীর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু সুধাংশুভূষণ রায় বাকরগঞ্জ জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত পিরোজপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, এম, এ ও বি, এল, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মজফরপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত সীতামঢ়ীতে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্ম হইতে শমন গ্রহণের তারিখ অবধি ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কমিল্লার ছুটীপ্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র ঢাকা জিলার মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত বাণিজ্যগঞ্জে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী মিত্র ছোট আদালতের বিচার্য্য ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমা বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

পাটনার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ অর ব্লাইট সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

মজফরপুর জিলার অন্তর্গত সীতামঢ়ী মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত জি জে মাকফরলন সাহেব ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুক্ত মাকফরলন সাহেব শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে শান্তিরক্ষার্থ অফিসের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

২৪ পরগণার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, ডবলিউ কলিন সাহেব, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশে ১৮৬৯ সালের ২ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে শান্তিরক্ষার্থ অফিসের ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।—ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মুনসেফগঞ্জের প্রথম মুনসেফ, শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৩ ধারামতে ১৮৮১ সালের ২১ আগষ্ট অবধি পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

যশোহর জিলার অন্তর্গত নড়াইলের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে এক মাস দশ দিনের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

The 13th August 1881 The leave for one month and 10 days under Rule 1 Section 72 of the Civil Leave Code granted to Baboo Shyam Lall Haldar Munsif of Khoolna in the district of Jessore on the 8th July 1881 is commuted to leave under the note to Rule 1, Section 72 of that Code

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 10th August 1881 —Under the provisions of Section 8 of the Code of Civil Procedure (Act X of 1877) the Lieutenant Governor extends Section 274 of the said Code to the Calcutta Court of Small Causes

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT—BENGAL

The 11th August 1881

No 227 —*Notification* —The services of Baboo Kally Prosono Mookerjee Assistant Engineer Second Grade Bhagulpore Division are temporarily placed at the disposal of the Commissioner Patna Division for employment as District Engineer of the Patna Road Cess Committee during the absence of Mr A M Salmon or until further orders

The 13th August 1881

No 228 —*Leave* —Baboo Krith Chunder Chowdry Assistant Engineer Second Grade Cossye Division is granted privilege leave for one month under Section 136 of the Civil Leave Code, with effect from such date as he may avail himself of it

The 13th August 1881

No 229 —Lieutenant G F Wilson R E Assistant Engineer First Grade Tirhoot State Railway is granted one month's privilege leave with effect from 1st September 1881 or such subsequent date as he may avail himself of it

No 230 —Mr W M Johnston Traffic Superintendent Tirhoot and Patna Gya State Railways has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India four months leave in continuation of the leave granted him in notification No 135 of the 5th June 1880

No 231 —*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 221 dated the 16th June 1881 Baboo Bhoobun Mohun Bose Assistant Engineer First Grade reported his arrival at Calcutta on the afternoon of the 13th August 1881, and is posted to the Bhagulpore Division

RAILWAY

The 13th August 1881

No 232 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the public expense for a public purpose viz for the extension of the Northern Bengal State Railway from the old ghât station at Sara southward along the river Ganges to a more suitable site on its bank it is hereby declared that for the above purpose a strip of land about 2 miles and 820 feet in length with a width varying from 67 feet to 912 feet passing through the undermentioned villages in the district of Patna is required

The declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

Name of village	Name of pergunnah	Name of district
Brahmanpuram	Nazirpore	Patna
Sara	Pazoorah	
Roopporo	Islampore	

G F L S NEILL *Major R E*
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

[*Government Gazette, 23rd August* 1881]

১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—যশোহর জিলার অন্তর্গত খুলনার মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামলাল ঘোষ মহাশয় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমতে যে এক মাস দশ দিনের ছুটী পান তাহা উক্ত বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মতানুসারে ছুটী বলিয়া গণ্য করা গেল।

হরেন্দ্র এ কফেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১০ আইনের ৮ ধারার বিধানমতে উক্ত আইনের ২২৪ ধারা কলিকাতার ছোট আদালতে প্রচলিত করিলেন।

হরেন্দ্র এ কফেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট।

২২৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুত এ এল সলেমন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ভাগলপুর খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পাটনার পবলিক ওয়ার্কস ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়রস্বরূপ নিযুক্ত হওনার্থে পাটনা খণ্ডের কমিশনর সাহেবের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ আগষ্ট।

২২৮ নম্বর।—ছুটী।—কাসাইখণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০৬ ধারামতে এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ১৫ আগষ্ট।

২২৯ নম্বর।—ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযুত জি এফ উইলসন সাহেব আর, ই ৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

২৩০ নম্বর।—ত্রিহুত এবং পাটনা গয়া ষ্টেট রেলওয়ের ট্রাফিক সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ এম জনসন সাহেব ১৮৮ সালের ৫ জুনের ৫৫ নং বিজ্ঞাপনক্রমে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব তাঁহাকে চারি মাস ছুটী দিয়াছেন।

২৩১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮১ সালের ১৬ জুনের ২২১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন বসু ৮৮১ সালের ৩ আগষ্টের অপরাহ্ণে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া ভাগলপুর খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

রেলওয়ে বিষয়ক।

৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।

২৩২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ সরার পুরাতন ঘাট ষ্টেশন হইতে দক্ষিণমুখে গঙ্গানদীর সঙ্গে ২ উক্ত নদীর তটের আরো সুবিধা স্থান পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের উত্তর দিকের ষ্টেট রেলওয়ের বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই মর্ম্ম দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে পাটনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত গ্রাম গ্রামের মধ্যেদিয়া ২ মাইল ৮২০ ফুট দীর্ঘ ও ৬৭ অবধি ৯১২ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

গ্রামের নাম।	পরগণার নাম।	জিলার নাম।
ও অপ্রগ্রাম।	নাজিরপুর।	পাটনা।
সাদ।	রাজুরস।	
রূপপুর।	ইসলামপুর।	

জি এফ, ই এস নীল মেজর এম এস সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাপত্র।

বঙ্গদেশস্থ কোর্ট উলিয়ম রাজধানীস্থ হাই কোর্টের আদেশ মতে প্রচারিত সরকুলার।

দেওয়ানী।

৩ নম্বর বিধি। ১৮৮ সাল ১৮ মে।

জরেট ও ধনাগারাক্ষতা বিষয়ক ৮ সালের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

৩ অধ্যায়ের ১২৮ পৃষ্ঠায় '৮৭০ সালের ২১ আইন' এই কথার পরিবর্ত্তে '১৮৮১ সালের ৫ আইন' এই কথা দিতে হইবে।

১৫৭ পৃষ্ঠায় ৪ নং পাঠের শিরোভাগে '৮৬৫ সালের ৩ আইনের ৩১ খণ্ডের' এই কথার পর "ও ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ অধ্যায়ের" এই কথাগুলি দিতে হইবে।

দেওয়ানী।

নম্বর সরকুলার অর্ডর। ১৮৮১ সাল ১৯ মে।

টাকা লইবার ও দিবার বিধির ৫৩ পৃষ্ঠার তুল্য দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ৮৬ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ৮ নং পাঠের প্রথম খণ্ডের ২ ঘরের শীর্ষকে "আদালতের নম্বর ও তারিখ" এই কথার পরিবর্ত্তে 'আদালতের তারিখ' এই কথা দিতে হইবে।

দেওয়ানী।

১২ নম্বর সরকুলার অর্ডর। ১৮৮১ সাল ২০ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ৩০৯ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ৫০ ধারার ২ প্রকরণের (ক) ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।

(ক) যে সকল খাজানার মোকদ্দমা বা কোন বাটীর বা প্রজার খাজানা বৃদ্ধি বা পরিবর্ত্তন করিবার স্বত্ব ঘটিত প্রশ্নের কিম্বা ভূমির স্বত্ব সংক্রান্ত বা ভূমিগত কোন স্বার্থ সংক্রান্ত বা তদ্বিষয়ের দাওয়ার বিবাদী পক্ষদের দায়গত কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি রাখে না হয় বা থাকে সেই সকল মোকদ্দমায়[1] টাকা বা ক্ষতিপূরণ পাইবার কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি ঘটিত চুক্তি অনুসারে বিশেষমত কার্য্য হইবার কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত ও উৎসব।

এই ধারা ১৮৮১ সালের ২ মের ১২ নং সরকুলার অর্ডর দ্বারা যোজিত হইয়াছে।

দেওয়ানী।

১৩ নম্বর বিধি। ১৮৮১ সাল ৩ মে।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলার অর্ডরের ২৩৫ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণে—

৩য় শ্রেণীর পেয়াদা	৫৲ টাকা।
২য় শ্রেণীর পেয়াদা	৬৲ "

এই কথার পরিবর্ত্তে

২য় শ্রেণীর পেয়াদা	৬৲

এই কথা দিতে হইবে।

[1] ১৮৮১ সালের ২৩ মের ৩ নং বিধিক্রমে ৪র্থ শ্রেণীর পেয়াদা উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে।

রাজস্ব বিষয়ক সরক্যুলর।

১৮৮১ সাল ফেব্রুয়ারি মাস।

মান্য বর শ্রীযুক্ত এচ, এল ডান্সিরর সাহেব।

নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের নূতন সংস্করণের ১ বালামের ২০ পৃষ্ঠার ১ অধ্যায়ের ৯ পরিচ্ছেদের ১০ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করা গেল —

১। খাজানাখানা বা মহকুমার খাজানাখানার ভার লইবার সময় ভারগ্রহণকারী কর্ম্মচারির দেখিয়া সর্টিফিকেট দেওয়া যা শাক যে যে কর্ম্মচারির নিকট হইতে ভারগ্রহণ করা হইল তিনি আসল এবং নকল দুইপ্রস্থ চাবী তাঁহার অধিকারে সমর্পণ করিয়াছেন।

২। বোর্ড যত্নের কমিশনরদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহাদিগের বিভাগস্থ খাজানাখানা এবং মহকুমার খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের নিকট বিধি অনুমোদিত দুইপ্রস্থ চাবী আছে কিনা এখন বিশেষ করিয়া রিপোর্ট করিবেন যদি না থাকে প্রত্যেক স্থলে তাহার কারণ বর্ণনা করিতে হইবে।

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের ১ নবেম্বরের ১ ৯৯ টি নং। ৮৮ সালের ১৮ ডিসেম্বরের ৩৪২৪ ১৮০৩ L R নং।

পার্শ্বলিখিত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা উপলক্ষে রাজানুপালিত এবং ক্রোককৃত মহালের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্ম্মকারকদিগের উপদেশার্থ বিধির ৪ পৃষ্ঠার তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত নিয়ম ৩ ক ধারা বলিয়া যোগ করিতে হইবে।

৩ ক। যে সকল কর্ম্মচারির নাম গেজেটে উঠে তাঁহারা যে কোন পদাভিষিক্তই হউন না কেন কেহ পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন না লইয়া মহালের কার্য্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। কিন্তু পাকা বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যদি কালেক্টর রাজানুপালিত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য কিছু দিনের জন্য কোন কাঁচা বন্দোবস্ত করেন কিম্বা তত্তদ্বিষয়ে কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে ইজারা মহালের ভার লইবার জন্য নিযুক্ত করেন তাহাতে কোন আপত্তি হইবে না।

অত্যন্ত বড় মহাল বাতীত অন্য সর্ব্বত্র যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের চাকরি করে না তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত। যে কোন স্থল হউক না কেন যে সকল কর্ম্মচারীর নাম গেজেটে উঠে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইলে মনোনীত করিবার ভার গবর্ণমেণ্টের থাকিবে তাবশ গবর্ণমেণ্ট কোনও বোন লোককে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন যে স্থলে উপযুক্ত বোধে কমিশনরেরা বোর্ডে যেরূপ অনুরোধ করিয়া থাকেন সেইরূপ করিতে থাকিবেন। যে সকল লোকের নাম গেজেট হয় তাহা দাসত্বে নিযুক্ত করিবার উপরিলিখিত নিয়ম আমলাদিগকে অথবা যাহাদিগের নাম গেজেট হয় না তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার বেলা খাটিবে না।

৩ নম্বর।

৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসের ২ নম্বর বোর্ডের সরক্যুলরে উল্লিখিত ১৮৮০সালের বঙ্গীয় ৯ আইন অনুযায়ী বোর্ডের করণীয় কার্য্যের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ২ ধারায় শেষে নিম্নলিখিত কথাগুলি যোজনা করিতে হইবে —

প্রত্যেক পরবর্ত্তী বৎসরের জানুয়ারি মাসে এই প্রকার রিপোর্ট দিতে হইবে।

৪ নম্বর।

রমেশবিলাস সাহু প্রতিবাদী এবং মহাবীরপ্রসাদ সিং দিগর বাদির মোকদ্দমার বিচারকালে প্রিবিকৌন্সিল যে নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন (যাহা বেঙ্গল লা রিপোর্টের ১২ বালামের ২৯৭পৃষ্ঠার রিপোর্ট হইয়াছে) বোর্ডের বিশ্বাস এই যে অনেক স্থলে সেই নিয়ম অনুসারে কার্য্য হয় না এই জন্য বোর্ডের ইচ্ছা যে রাজস্ব কার্য্যে কর্ম্মচারিগণ ঐ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। সেই নিয়ম এই যে কোন মহাল বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে কোনস্থলে নোটিস জারী করিবার আদেশসূচক ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার যে তৃতীয় প্রকরণ আছে যে স্থলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন অনুসারে কোন মহাল বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা যায় সেই স্থলে ঐ মহালাদি যদি দেনা পরিশোধের জন্য ডিক্রীদার বা তাহার কোন অংশ ক্রোক করা যায় সেই স্থলে ঐ মহালাদি যদি দেনা পরিশোধের জন্য ডিক্রীদার বা তাহার দরখাস্তক্রমে নিযুক্ত কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তে থাকে তাহা হইলেও ঐ প্রকরণ খাটিবে।

৫ নম্বর।

গবর্ণমেণ্ট মহালের একজন কর্ম্মচারীর তহবীল তসরুফ করা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে লেখালেখী হয় তাহাতে অংশে জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের দায়িত্ব সম্বন্ধীয় কথা আছে তাহার প্রতি বিশেষত বোর্ড গবর্ণমেণ্টে যে পত্র লিখেন উহার দ্বাদশ প্রকরণের প্রতি, মনোযোগ আকর্ষণ করা বোর্ডের ইচ্ছা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৩ আগষ্ট]

বোর্ড হইতে গবর্ণমেণ্টে লিখিত ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখের ৮৪২ A নম্বরের পত্রের উদ্ধৃত অংশ।

"৮। যখন বর্ত্তমান কালেক্টর সাহেব জিলার ভার বুঝিয়া লইলেন তখন তিনি দেখিলেন যে একজন বিচক্ষণ ডেপুটী কালেক্টরের হাতে তমসুক বিভাগের ভার আছে এবং বোধ হয় তিনি মনেং স্থির করিলেন গবর্ণমেণ্ট মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্দোবস্তের দায়িত্ব তাঁহার আর নাই। কোন কালেক্টরের পক্ষে এইরূপ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অতি ভয়ানক কথা। জিলার কর্ত্তৃপক্ষের কোন শাসন সম্বন্ধীয় বিভাগের কোন দোষ ঘটিলে অধীনস্থ একজন ডেপুটী কালেক্টর ঐ বিভাগের অধ্যক্ষতার ভারপ্রাপ্ত বলিয়া নিজের কোন হাত ছিল না বলিয়া বলেন ইহাতে জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের এ প্রকার ব্যবহারের বিষয় বোর্ড যে এই সর্ব্ব প্রথম বলিতেছেন এরূপ নহে।

৯। জিলার প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারীর উপর যে সমস্ত ভার পড়ে তাহার মধ্যে এই কাজটি কি ও কাজটি কালেক্টর নিজে করিবেন বলিয়া নির্ণয় করা যে সাধ্যাত্মক ক্রম একথা বোর্ড ও অনেকে নির্ব্বন্ধ সহকারে বারম্বার বলিয়াছেন। অনেকে বলেন যে কালেক্টরের উপর যেসকল কার্য্যভার পড়ে সেই সমুদায়ের সামঞ্জস্য দায়িত্ব প্রবল করিবার একমাত্র উপায় এই আছে যে তিনি অপর ইচ্ছামত আপন বিবেচনা অনুসারে অধীনস্থগণের প্রতি তুলনা কর্ম্মের সমস্ত ভার নিক্ষেপ পারিবেন কিন্তু যে ফল হয় তাহার তত্ত্বাবধান করা ও স্বয়ং রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহার উপর থাকিবে। এই কালেক্টর যেরূপ আপত্তি করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য করিতে গেলে এপ্রণালীতে কার্য্য করিবার সম্বন্ধে চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। যদিও জিলার কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন২ কার্য্য সম্পাদনের ভার অধীনস্থ দিগের প্রতি সমর্পণ করিতে পারেন তথাপি তাঁহারা যে তাঁহাদিগের শাসনে ক্রম মত দোষ ঘটিলে সে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না। একথা তাঁহাদের মনে যত দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় ততই ভাল।

১০। রাজস্ব সংগ্রহ করাই কালেক্টরের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং এবিষয়ের দায়িত্ব তিনি অন্যের উপর সমর্পণ করিতে পারেন না। এই বিভাগের উত্তমরূপ তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহার সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ও নিজে ব্যবস্থার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক এবং ইহা অপেক্ষাও যে সকল হিসাব ও রিটর্ণ অর্পণ করা হয় তাহা ঠিক কি না নির্ণয় করিবার জন্য সুপ্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক।

১১। কালেক্টর নিষ্কারিত সময়ে তাঁহার পরীক্ষা করিয়া যেরূপ হিসাব রাখা হয় তাহার মধ্যে কিছু দোষ দেখিতে পারেন ইহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু বোর্ডের ধারণা এই যে যখন অনেক বাকী পড়ায় ও প্রতি মনোযোগ পড়িল ও যখন কালেক্টর তদারক করিতে লাগিলেন তখন সম্বন্ধে চাপাদিয়া তমসুকদারকে সেই বাকী সাফ করিয়া লইতে দেওয়া উচিত হয় নাই। কারণ একবার সন্দেহ হইলেই আবিষ্কৃত হইয়া যাইত কল যাহায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

১২। যদিও বোর্ড যে ঘটনা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব হইতে কালেক্টরকে অব্যাহতি দিতে পারেন না তথাপি তাঁহাদের আশঙ্কা এই যে খাস মহালের জন্য আদায়ের অব্যবস্থা ও তাহার প্রাপ্ত কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যপ্রণালীর উপর ভালরূপ তত্ত্বাবধারণ ও দৃষ্টি রাখা বিষয়ে যে তিনি একাই অমনোযোগী এরূপ নহে। এই বিষয় অল্প দিন হইল গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঐ কালেক্টর সাহেবের এসম্বন্ধে যে দোষ হইল না কেন কিন্তু অল্প দিন হইল যে সকল বিশেষ আদেশ এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আজ্ঞা প্রচলিত হইয়াছে তাহার পর কেহ ইহার অমনোযোগ অপরাধে দোষী হইলে তাঁহার দোষ গুরুতর হইবে।

বোর্ডের প্রতি ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখের ৩৩২ নম্বর গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা হইতে উদ্ধৃত অংশ।

৩। খাস তমসুক বিভাগের তত্ত্বাবধানে অধমে যোগ সম্বন্ধে কালেক্টর যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না এবিষয়ে বোর্ড এবং কমিশ্যনরের সহিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব একমত। একজন ডেপুটী কালেক্টর কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কালেক্টর যে সে বিভাগের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বোর্ড ভালই করিয়াছেন। কালেক্টর যে এক বৃহৎ জিলার রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিভাগে তন্ন২ সূক্ষ্ম সমস্ত কার্য্য স্বয়ং নিজে সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারেন না একথা কাহাকেও বুঝ দিতে হইবে না। কিন্তু কালেক্টরের কার্য্য এই তিনি সকল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে উপদেশ দিবেন তাহাদের কার্য্য সকল তদারক করিবেন এবং তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্বাবধান করিবেন। যদি কালেক্টরের অধীনস্থ লোকে জানে যে তিনি কার্য্যপ্রণালীর সকল বিভাগের উপরে নজর রাখেন তাহা হইলে শুদ্ধ সেই জানা থাকাতেই কাজ ভালরূপ চলা উচিত। বোর্ড যে বলিয়াছেন কালেক্টর যেরূপ আপত্তি করিয়াছেন সে আপত্তি গ্রাহ্য করিতে গেলে এপ্রণালী অনুসারে কার্য্য করিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে ইহা যথার্থ কথা। কালেক্টর যে আর এক আপত্তি করিয়াছেন যে তিনি উপস্থিত স্থলে কোন সূত্র না পাওয়ায় ধরিতে পারেন নাই এ আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। যখন প্রতি সংশোধনের প্রস্তাবে ১৮৭৯ সালের জুন মাসে যে বৈশাখের শেষ হয় তাহার রিটর্ণে অত্যন্ত অধিক বাকী দেখান হইয়া ছিল তখন সেই তাহার সূত্র। যদি তিনি তাঁহার যেরূপ উচিত ছিল উহার কারণ অনুসন্ধান করা জন্য পরিশ্রম করা হইত তাহা হইলে কোথায় গোলযোগ ছিল অনায়াসে ধরিতে পারিতেন।

শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

৬ নম্বর।

বোর্ডের আবকারী বিধির A চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে বাহির ভাটির লাইসেন্সের ১৫ ন, পাঠে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

ঐ পাঠের ৮ প্রকরণে যাহাদের প্রতি সন্দেহ থাকে এমত কোন লোককে দোকানে আশ্রয় দিবেন না এই২ কথার পরিবর্ত্তে কোন মাতাল লোককে দোকানে থাকিতে দিবেন না এই২ কথা দিতে হইবে।

২। ঐ পাঠের ৯ প্রকরণে মুরাখেনা এই শব্দের পূর্ব্বে মাতলামি এই শব্দটি দিতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

মাননীয় শ্রীযুক্ত এচ, এল ডাম্পিয়র সাহেব

৭ নম্বর।

বোর্ডের বিধি পুস্তকের ১৫৫ পৃষ্ঠার ৬ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদের বর্ত্তমান ৩ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারা দিতে হইবে।

৩। চট্টগ্রাম জিলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী যেসকল মহালের ভূস্বামিগণ এক হাজার অধিক সরকারী রাজস্ব দেন না তাঁহারা এবং চট্টগ্রাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী যোতের ভূস্বামিগণ উক্ত মহাল বা যোতের রাজস্বের ২৫ গুণ টাকা একেবারে আমানত করিয়া দিলে ও বৎসর রাজস্বের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

৩ ক। কলিকাতা পঞ্চানগ্রাম এবং বরাহনগরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী যোতের ভূস্বামিগণ বার্ষিক খাজানার ত্রিশগুণ টাকা একেবারে আমানত করিয়া দিলে অব্যাহতি পাইবেন।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠার ৬ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত (৫ ক) ধারা যোজিত হইল।

৫ ক ধারা।— ৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৮ আইনের ১১ ধারামতে

চিরকালীন বন্দোবস্ত মহাল বণ্টন করিতে গেলে যদি কোন ভূম্যধিকারির স্বতন্ত্র মহালের ভূমি বৎসর ১৫ টাকার অন্ন ইষ্ট রাজস্বের দায়ী হইয়া উঠে তবে সেই স্বতন্ত্র মহালের উপর যে রাজস্বের দায় থাকে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ঐ মহালের তাবৎ লক্ষ করিয়া যতটাকা নিরূপণ করেন ঐ স্বতন্ত্র মহালের ভূম্যধিকারী ততটাকা দিয়া সেই রাজস্ব হইতে ঐ মহাল মুক্ত করিতে সমর্থ না হইবে এ মহাল বণ্টন করিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না। গ্রাহ্য হইলের প্রার্থনানুসারে মহালের বণ্টন হইবে না।

১৮৭৯ সালের ৩ মে তারিখের ৪৭ নম্বরের পার্লামেণ্টের আজ্ঞানুসারে সরকারী বাৎসরিক রাজস্বের ও বৎসরের মোট টাকা দিলেই উক্ত ধারামতে সকল জিলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল সকল রাজস্ব দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

৮ নম্বর।

বোর্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে যে মহালে বায়তের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত আছে ঘটনাক্রমে তাহার কর সংগ্রহের বিষয়ে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে কখন প্রায়ই এই দাঁড়ায় যে তহশীলদারেরা বায়তদিগের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করে তাহাদের তহবীল তসরুফ বা অন্যান্য অবৈধ কার্য্য হইয়া পড়ে।

২। বোর্ড আশঙ্কা করেন যে যদি কখন এরূপ তদন্ত হইবার ভয় থাকে কেবল তাহা হইলেই এই সকল দোষ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা।

৩। গবর্ণর জেনেরল আরও বলিতেছেন যে যে সকল মহাল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর দ্বারা অথবা রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত যে কোর্ট আছে তাহার দ্বারা বন্দোবস্ত করা হয় বিশেষতঃ যে সকল মহালে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বন্দোবস্ত আছে সেই সকল মহালের খাজানা সংগ্রাহক দিগের তহবীল তসরুফ নিবারণার্থ বাবস্থার স্থানীয় তদন্ত করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমস্ত গবর্ণমেণ্ট এজেণ্টদিগের মনোযোগ পড়ে। সম্প্রতি একটি তহবীল তসরুফ মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাহার উপর নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ——

মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষেরা যে আসিষ্টাণ্ট বা ডেপুটী কালেক্টর সদর মহকুমায় থাকেন তিনি কেন যে প্রত্যেক পরিদর্শন মহালে বৎসরে একবার তাহার হিসাব পরীক্ষা না করিবেন এবং বায়তদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করিয়া তাহার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না গবর্ণমেণ্ট মহালের বন্দোবস্ত করিবার ভার নিজের হাতে রাখিবার উদ্দেশ এই যে শাসন সংক্রান্ত কার্য্যকারকগণ লোকের উন্নতি বা প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবেন। মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষেরা শীঘ্রকালের ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট মহালে কিছু দিন থাকিলে অনেক লাভ হইবার সম্ভাবনা।

৪। এই সকল আজ্ঞানুসারে কার্য্য করা আবশ্যক এবং সিবিল বিভাগের অন্তর্বর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত প্রকার মহাল সকল সর্ব্বদা অন্তত বৎসরে একবার উপযুক্ত রূপে দেখা বা তত্ত্বাবধারণ করা না হয় তাহা হইলে বোর্ড কমিশনর সকল কর্ম্মচারীর জন্য দায়ী থাকিবেন। বড় মহালে বিস্তর আমলাসংগ্রাহকের অধীনস্থ গ্রামে গ্রামে লইয়া থাকিতেই খাজানা সংগ্রহের পরীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল তদন্ত যে কেবল শীতকালেই করিতে হইবে এরূপ বন্দোবস্ত না থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি এই সকল তদন্ত হঠাৎ কোন খবর না দিয়া বছরের যে কোন অংশে অনিশ্চিত সময়ে এবং অনিশ্চিত সময় ব্যবহারে করা হয় তাহা হইলে উহা অধিক পরিমাণে কার্য্যকারী হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮২। ২৩ আগষ্ট।]

৫। তদন্ত করিতে হইলে কালেক্টর তাঁহার সহকারী বা ডেপুটী বা সব-ডেপুটী অথবা তাদৃশ পদস্থ রাজানুশাসিত মহালের কার্য্যাধ্যক্ষদিগের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হওয়া উচিত। তদন্তকারী কর্ম্মকারক একবারেই তাঁহার নিকটে তহসীলদার এবং অন্যান্য খাজানা ও গ্রাহকদিগকে তাঁহাদের পুস্তকাদি সহিত এবং পাটওয়ারিদিগকে ও রায়তদিগকে সাক্ষিরূপে উপস্থিত করিয়া আনাইবেন এবং সেই সময়ে তাঁহারা যাহা কিছু কথোপকথন করা আবশ্যক বোধ করেন তাহাদিগের বা নিকট কথা দ্বারা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই সকল অনুসন্ধান করিবার জন্য যে বোর্ড এরূপ করিতেছেন তাহা নহে তাঁহাদের অভিপ্রায় যাহাতে এরূপ কার্য্য না ঘটে। অতএব বোর্ড পূর্ব্বোক্ত প্রকার উপদেশ দিয়াছেন এবং কালেক্টর সেই সকল উপদেশানুসারে যাহাতে কর্ম্ম হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন যদি শুদ্ধ এই জ্ঞান থাকিলে খাজানা ও গ্রাহকেরা সৎপথে চলে তাহা হইলেই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে। অনুসন্ধানে যদি কেবল মাত্র জানা যায় যে কাজ সব ঠিক চলিতেছে ও তাহার কোন ব্যত্যয় না নাই তাহা হইলেও ক্ষতি কি।

৬। এরূপ অনুসন্ধানের যে ফল হয় তাহার রিপোর্ট কমিশনার সাহেবের নিকট দেওয়া আবশ্যক। কমিশনর সাহেব প্রয়োজন হইলে উহা বোর্ডের নিকট পাঠাইতে পারেন।

৭। একথা বলা অনাবশ্যক যে যদি পরবর্ত্তী তদন্তে ইহা প্রকাশ পায় যে তদন্তকারী কর্ম্মচারী উপর২ কার্য্য দেখিয়া গিয়াছেন এবং গুরুতর দোষযোগ সত্ত্বে তাহা দেখিতে পান নাই তাহা হইলে তাঁহার বিলক্ষণ দায়িত্ব পৌঁছিবে। হিসাবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ব্যাপার বিষয়রূপ না বুঝিয়া এবং তাহা তলাইয়া না দেখিয়া খাজানা ও গ্রাহকের দোষযুক্ত তদন্ত করিবে তাহাতে ভাল না হইয়া মন্দ হয়। উহাতে যে তহসীলদার কু (অপরাধী হইবার উপক্রম করিতেছে) তাহার সে২ বিশ্বাস জন্মে সে কাজ করিতে পারে এবং উহার ব্যবহার সম্বন্ধে লোকের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দেওয়া হয়। কৃষির রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যাচরণের বিষয়ে মহাজনদিগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে বিশেষ স্থির পরিচয় এই বিবরণে বিশেষ বর্ণনা থাকিবে। যতবার তদন্ত করা হইয়াছে তাহার সংখ্যা তদন্তকারী কর্ম্মচারির নাম যে সেরেস্তা তদন্ত হইল তাহার নাম ও সাধারণত তাহার যে ফল হইল তাহাও উহাতে লেখা থাকিবে।

৯ নম্বর।

১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন এবং ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন অনুযায়ী সর্টিফিকেট যোকদ্দমার ত্রৈমাসিক বিবরণের পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিলার কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তা কমিশনর সাহেবের দ্বারা উহা বোর্ডে পাঠাইবেন। ১৮৮২ সালের প্রথম ত্রৈমাসের জন্য ঐ বিবরণ প্রথম বার পাঠাইতে হইবে।

ঐ বিবরণের পাঠ নকল ৮ A চিহ্নিত থাকিবে। রিপোর্টের কাগজ কলমের তত্ত্বাবধারক সাহেব উহা সকল কর্ম্মকারকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

৩ নম্বর।

অনেক সময়ে বোর্ডের নিকট যে কাগজের কাগজ আইসে তাহা হইতে দেখা যায় যে বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিবার জন্য আবশ্যক তদন্ত হইতে অনেক বিলম্ব লাগিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর কতক ভূমি খাজানা কিম্বা উপযুক্ত বলিয়া স্থির হইল অথবা কোন অমুক মিয়াদী বন্দোবস্তের মিয়াদ ফুরাইল। নিয়মিত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে সর্ব্বানুসূক্ষ্ম তদন্তের প্রয়োজন। উহা একবারেই সম্পাদিত হইতে পারে না অতএব যতদিন নিয়মিত বন্দোবস্ত না হয় তাবৎ ব্যক্তির সহিত সরাসরি বন্দোবস্ত করিয়া গেল। কার্য্যের বর্ণনাপত্রের (৮ ক) রিটর্ণে বহুদিন কাজ চলিয়া গিয়াছে সুতরাং কেহই আর তাহার খবর লইল না রীতিমত বন্দোবস্ত বন্ধ রহিল অনেক সময়ে ধরিয়া ধরা পড়ে না। বোর্ডের নিকট যে সকল কাগজপত্র সম্প্রতি আসিয়াছে তাহার মধ্যে একস্থলে দেখা গেল তাহা ২৭ বৎসর বন্ধ আছে আর এক স্থলে ৩ বৎসরের অধিক বন্ধ আছে।

২। কার্য্যের বর্ণনাপত্রের পাঠের এই দোষ সংশোধনার্থ বোর্ড আজ্ঞা দিতেছেন যে এপর্য্যন্ত যেরূপ হইয়া আসিয়াছে যখন কোনক্রমে বন্দোবস্তের উপযুক্ত হইবে তখনি তাহা ৮ নং রিটর্ণের ৪ ঘরে লিখিয়া রাখিতে হইবে কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তদন্ত সম্পূর্ণ হইয়া নিষ্পত্তি না থাকে কার্য্যের জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ৭ ঘরে চুকিয়া গিয়াছে বলিয়া লিখিতে হইবে না।

৩। যদি রীতিমত বন্দোবস্ত করিবার অপেক্ষায় সরাসরি বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব নং ৫ রিটর্ণে ঐ নাম দেখাইতে থাকিবেন এবং রিটর্ণের (২) ঘরে টেরিজ চুক্তি বন্দোবস্তের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সি, টি বকলাণ্ড সাহেব।

১ নম্বর।

ডাকের টিকিটের বিক্রয় বটন ও রক্ষার বিধির ৫ ধারার প্রতি জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ঐ বিধি ১৮৮১ সালের ২৩ জেষ্ঠবাহির কলিকাতা গেজেটের ১ A খণ্ডের ২১৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রাচীন বিধির ৫ ধারার ৫ সহিত সমান কেবল পোষ্টকার্ড বিক্রয় সম্বন্ধে কোন২ স্থলে কিছু২ পরিবর্ত্তন আছে কোথাও বা কিছু বেশী আছে। উহাতে দৃষ্ট হইবে যে ডাকের টিকিট বিক্রয় সম্বন্ধে যে সকল শর্ত্ত আছে তাহা পোষ্টকার্ড বিক্রয়ের পক্ষেও খাটিবে বিশেষ এই যে পোষ্টকার্ড বিক্রয় করিতে হইলে উহা ৬ খানের অমূন কার্ড

* ১৮৭৮ সালের ২৪ আশ্বিনের কলিকাতা গেজেটের ১ A খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

যুক্ত পোষ্টেজ ষ্টাম্প ক্রয় করিতে হইবে। উহাতে আর এ দৃষ্ট হয় যে সর্ব্বিস ডাকটিকিট বিক্রয় বন্ধ নিয়ম সকল সর্ব্বিস পোষ্ট কার্ড বিক্রয়ের প্রতি খাটিবে বিশেষ এই যে সর্ব্বিস কার্ড বিক্রয় করিতে হইলে অন্যূন ২ খানি কার্ড বিশিষ্ট তাড়ায় বিক্রয় করিতে হইবে।

---

২ নম্বর।

কর্ম্মচারিদিগকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য ও উপদেশ দিবার জন্য ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ রা বোর্ডের সরকুলার অর্ডরের অনুক্রমে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অর্ডরের নিম্নলিখিত প্রতিলিপি প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহা ১৮৮১ সালের জানুয়ারি মাসের ৬ই তারিখের ৩ নম্বরের গবর্ণমেণ্ট সরকুলারে প্রদত্ত হইয়াছিল ইহার দ্বিতীয় প্রকরণ বিশেষ দ্রষ্টব্য।—

১৮৭৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৩১ নং গবর্ণমেণ্টের সরকুলার অর্ডরের প্রতি যাহাতে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে। ঐ অর্ডরের একএক খণ্ড প্রতি বর্ষে ১৮৭৯ সালের ১ ই জানুয়ারি তারিখের এই আফিসের ১৭৭ নং পত্রের সহিত জিলার জজ সাহেবদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আমার বক্তব্য এই যে গভর্ণর সময় যখন শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ভ্রমণার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন তিনি যে সকল কাছারী ও আদালত ঘর দেখিতে পান তাহা এরূপ ভগ্ন ও বেমেরামত অবস্থায় থাকে যে বাসস্থান তিনি তাহা সালক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার বোধ হইল যে অনেক কর্ম্মচারিরা মনে করেন যে ছাদে কলাকরান, দেয়াল ঝাড়া এবং জানালা পরিষ্কার রাখাও সাধারণ পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্ম সুতরাং যতদিন চাতুর্মাসিক সংস্কারের সময় না আইসে ততদিন ঐ সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া রাখেন। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সংস্কার এই যে যদি জজ এবং জেলার কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং তাহাদের অধীনস্থগণ কর্ম্মচারিগণ ও কর্ত্তারা আপন আপন বাসস্থানের প্রতি যেরূপ মনোযোগ করিয়া থাকেন আপন আপন কাছারীর প্রতি তাদৃশ মনোযোগও করেন তাহা হইলে চাতুর্ম্মাসিক সংস্কারের ব্যয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারিবে এবং গবর্ণমেণ্টের বাড়ী এবং দেখিতে অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে।'

১। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ইচ্ছা এই যে সিবিল কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যাহাদের অধীনে সরকারী বাড়ী আছে তাঁহারা সর্ব্বদা ঐ সকল বাড়ীর তত্ত্বাবধারণ করিবেন এবং যাহাতে উহা পরিষ্কার থাকে তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন যাহা জানালা কাঠের কাজ মাটির কাজ [illegible] দেখিবেন কলী ফিরান এবং অন্যান্য সামান্য মেরামত কার্য্য আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ সমাধা করিবেন এবং আসবাব সকল পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্ন করিবেন। এরূপ করিলে চাতুর্ম্মাসিক সংস্কার নাম মাত্রে পরিণত হইবে। যে সকল বড়ী বদলান, কাঠের কাজের কর্ম্ম প্রভৃতি গুরুতর সংস্কার আবশ্যক হইবে সেই সময়েই সাধারণ পূর্ত্ত কার্য্যবিভাগের সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে।

২। এই সরকুলার অর্ডর যাহাতে সুন্দর রূপে প্রতিপালিত হয় তাহার জন্য শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থির করিয়াছেন ১৮৮১ ৮২ সালের জন্য ১০ ০০০ টাকা প্রদান করিবেন। প্রত্যেক কমিশনর, জজ মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর এবং ডেপুটী কমিশনর সাহেবেরা তাহার আপন আপন আফিসের সামান্য সামান্য সংস্কার সমাধা করিবার জন্য ১৫০ টাকা পাইবেন এবং জিলার জজ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানবিশেষের ডেপুটী কমিশনর সাহেবের হাতে অধীনস্থ আদালত এবং অধীনস্থ কাছারী শারীরিক বর্ণনাপত্রে যে টাকা ফেলা থাকিবে তাহারও তত্ত্বাবধানের ভার থাকিবে। সবর্ডিনেট জজ মুন্সেফ আউট মাজিষ্ট্রেট অসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী কালেক্টরের আফিস এবং আসবাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য প্রতিবৎসরে ৫০০ টাকা এবং সব ডেপুটী কালেক্টরের সচরাচর যেরূপ ছোট বাড়ী দেওয়া হয় তাহার জন্য ২০ টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে এ রূপ বিবেচনায় উক্ত টাকা বণ্টন করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের বিচারালয় সমূহের জন্য প্রদত্ত টাকা জিলার জজ সাহেবের তত্ত্বাবধানাধীনে এবং কাছারী সমূহের জন্য প্রদত্ত টাকা জিলার কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিবে। এইরূপ করিলে একজন মুন্সেফ বা ডেপুটী কালেক্টরকে প্রদত্ত টাকা হইতে যদি কিছু বাঁচে তাহা হইলে উহা অন্য বিচারালয় ক্রান্ত বা রাজকার্য্যসম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রয়োজন মত ব্যবহৃত হইতে পারিবে অন্যান্য কারণে প্রদত্ত টাকার যেরূপ রীতিমত হিসাব দিতে হয় উক্ত বর্ণনা অনুসারে প্রদত্ত টাকার খরচেরও সেইরূপ 'সামান্য গঠন ও সংস্কার' এই শিরোনামে হিসাব নিকাশ দিতে হইবে।'

---

৩ নম্বর।

যেহেতু প্রায়ই লাইসেন্স প্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতার পক্ষে জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকট নিজ কারবারের চুম্বক হিসাব মাসে মাসে দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ হয় অতএব ইষ্টাম্প বিক্রেতাকর্ত্তৃক কালেক্টরের নিকট প্রতিমাসের শেষ দেয় এবং সংযুক্ত হিসাবের পাঠ ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫৫ ধারামতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রীত বিধির ১৭ ধারার বিধান উপলক্ষে রেবিনিউ বোর্ড নির্ণয় করিয়া দিলেন।

২। এই সকল পাঠ এক্ষণে ছাপা হইতেছে, জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি অনুরোধ এই যে তাঁহারা নাগরক কলম সম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধারকের নিকট এইপাঠ চাহিয়া পাঠাইবেন এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা দিগকে বিনা ব্যয়ে দিবার জন্য যত প্রয়োজন হয় আপনার নিকট মৌজুদ রাখিবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

ঐ।—১৮৮　সালের অমুক মাসে লাইসেন্স প্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতা শ্রীঅমুক যে মূল্যের যত রেবিনিউ ও কোর্ট ফী ইষ্টাম্প আলা কাগজ বিক্রয় করেন ও যত তাঁহার হস্তে থাকে তৎপ্রদর্শক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাপত্র।

প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মৌজুদ ছিল।				মাসের মধ্যে প্রাপ্ত				মোট।				মাসের মধ্যে বিক্রীত।				মাসাবসানে যাহা যত থাকে।				মন্তব্য।
	যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			যত	যে মূল্যের			
১	২	৩			৪	৫			৬	৭			৮	৯			১০	১১			১২
		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা		টাকা	আ	পা	
ল রেবিনিউ ইষ্টাম্প																					
ল কোর্ট ফী ইষ্টাম্প																					
কাগজ																					
”																					
”																					
”

B ।— ৮৮ সালের অমুক মাসে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতা শ্রীঅমুক যে মূল্যের যত সাধারণ (বিচারসম্পর্কশূন্য) বিক্রয় করেন ও যত তাহার হস্তে থাকে তৎ প্রদর্শক সংক্ষিপ্ত বর্ণন পত্র।

ষ প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মৌজুদ ছিল।		মাসের মধ্যে প্রাপ্ত।		মোট।		মাসের মধ্যে বিক্রীত।		মাসাবসানে হাতে যত থাকে।	
	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		টাকা আনা পা		টাকা আনা পা		টাকা আনা পা		টাকা আনা পা		টাকা আনা পা
সাধারণ বা বিচারসম্পর্কশূন্য ইষ্টাম্প										
৵ আনা										
।০										
।।০										
১৲ টাকা										
।।০ "										
১২৲ "										
২।।০ "										
৲৲ "										
৩।।০ "										
৫৲ "										
৮।।০										
৪										
৮৲ "										
৭৲										
৭।।০ "										
৮৲										
৯৲										
৲ "										
।।০ "										
৫৲ "										
১৯৲										
৭।।০										
২০৲ "										
২২।।০ "										
২৫৲ "										
২৭।।										
৩০৲										
৩২।।০										
৩৫৲										
৩৭।।০										
৪০৲ "										
৪২।।০ "										
৪৫৲										
৪৭।।০										
৫০৲ "										

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট]

C।—১৮৮ সালের অমুক মাসে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতা শ্রীঅমুক যে মূল্যের যত ভিন্নশ্রেণীর বিলের ও শ্যাবের বন্ধ বর্ণের ইষ্টাম্প বিক্রয় করেন ও যত তাঁহার হস্তে থাকে তৎপ্রদর্শক সংক্ষিপ্ত বিবরণপত্র।

যে প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মোজুদ থাকে।		মাসের মধ্যে প্রাপ্ত		মোট।		মাসের মধ্যে বিক্রীত।		মাসাবসানে হাতে যত থাকে।		মন্তব্য
	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
ভদ্রদর্শনীয় বিলের আট ম ইষ্টাম্প		টাকা আনা পাই		টাকা আনা পাই		টাকা আনা পাই		টাকা আনা পাই		টাকা আনা পাই	
৵০ আনা											
৶০											
।											
।৵০ ”											
॥০ ”											
৸০											
৲ টাকা											
১॥০ ”											
২৲											
৩৲ ”											
৪॥০ ”											
৬৲ ”											
৯৲ ”											
১২৲ ”											
১৮৲ ”											
২৪৲											
তার হস্তান্তর করণের আটাল ইষ্টাম্প											
৵০ আনা											
।০ ”											
॥০ ”											
৸											
৲ টাকা											
।৵ ”											
”											
২৸০ ”											
৩৲ ”											
৬।০ ”											
৭॥০ ”											
৯৲ ”											
২০৲ ”											

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ আগষ্ট।]

D.—৬৮ [illegible] প্রাপ্ত [illegible] অতিরিক্ত [illegible] মুদ্রা [illegible] যত হুণ্ডী [illegible] কষ্টম বাবত [illegible] যত তাঁহার [illegible] তৎপ্রদেশক [illegible] পত্র।

কোষের নাম।	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		মন্তব্য
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
		টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা	টাকা	আনা
[illegible]											
[illegible]											
৵ আনা											
৴											
।/০											
।৵০											
॥০											
॥৵০											
৸০											
১ টাকা											
॥০											
৩৲											
৪॥০											
৬৲											
৮৲											
১২৲											
১৪৲											
১৮৲											
২০৲											
[illegible]											
।/ আনা											
[illegible]											
॥০ আনা											
১ টাকা											
।০											
২৲											
॥০											
৩৲											
৩॥০											
৫৲											
৫॥০											
৬৲											

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

E।—৮৮ সালের অনুসারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতা শ্রীমন্তুক যে মূল্যের যত ডাকের ইষ্টাম্প বিক্রয় করেন ও তাঁহার হাতে থাকে তৎসমস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণপত্র

প্রকারের ইষ্টাম্প।	মাসারম্ভে যে ইষ্টাম্প মৌজুদ থাকে		মাসের মধ্যে প্রাপ্ত		মোট।		মাসের মধ্যে বিক্রীত।		মাসাবসানে যত হাতে থাকে।		মন্তব্য।
	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	যত	যে মূল্যের	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০		১
		টাকা আ পা		টাকা আ পা		টাকা আ পা		টাকা আ পা		টাকা আ পা	
নিম্ন ডাকের ইষ্টাম্প।											
১ পোষ্টকার্ড ১											
১ আনার ১ প্যাকেট ।০											
১ আনা, ৪৮০ আনায় ১ বিল ৭॥ টাকা।											
১ দেশীয় পোষ্টকার্ড ১ আনায় ১ প্যাকেট ১॥০ ৪৮০ আনায় ১ বিল ৪৫৲ টাকা।											
২ আনার খাম ১ আনায় প্যাকেট ॥ ৪৮০ আনায় ১ বিল ৫৲ টাকা।											
আনার খাম ১ আনায় ১ প্যাকেট ১৲ ৪৮০ আনায় ১ বিল ৩০৲ টাকা।											
৪ আনার টিকিট ৩২০ আনায় ১ শিট ১৲ টাকা।											
৫ আনার টিকিট ৩২০ আনায় শিট ৫৲ টাকা।											
৬ আনার টিকিট ৩২ আনায় ১ শিট ২০৲ টাকা।											
৮ আনার টিকিট, ৩২০ আনায় ১ শিট ৪০৲ টাকা।											
৮ আনার টিকিট ৩২ আনায় ১ শিট ৮০৲ টাকা।											
১০ আনার টিকিট ৩ আনায় ১ শিট ২০৲ টাকা।											
১২ আনার টিকিট ৩২ আনায় ১ শিট ৬ টাকা।											
১৪ আনার টিকিট, ৩২০ আনায় ১ শিট ৪০৲ টাকা।											
১৫ আনার টিকিট ৩২০ আনায় ১ শিট ৩২ টাকা।											

১৮৮১ সাল মার্চ মাস।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ এল ডাম্পিয়র সাহেব।

১ নম্বর।

বোর্ডের কর সংক্রান্ত বিবরণ ৩৮ পৃষ্ঠায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে কর সংক্রান্ত মূল্য নিরূপণ ও পুনর্ম্মূল্য নিরূপণ যতদূর হইয়াছে তাহার মাসিক বিবরণপত্র পূরণ করিবার আদেশের মধ্যে বর্ণনাপত্রের ২ ও ২১ ধারা সম্পর্কীয় শেষ প্রকরণের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত প্রকরণটি দিতে হইবে।

এই বিবরণের ২ ঘরে ১ ও ১০ নং রেজিষ্টরের সম্মুখে যে অঙ্ক লেখা থাকে তাহা ২১ ঘরেও দিতে হইবে। ২ ঘরে ১ ও ৪ নং রেজিষ্টরের সম্মুখে সকল শ্রেণীর তালুক প্রভৃতির মাসিক মূল্য নিরূপণের বাটী ও সমষ্টি দেখাইতে হইবে। ২১ ঘরে এই ২ রেজিষ্টরের সম্মুখে কেবল প্রথম শ্রেণীর তালুক খরচ ও মূল্য নিরূপণ দেখাইতে হইবে এবং এই নিমিত্ত এই ঘরে কোন মহালের অন্তর্গত সকল তালুকের মূল্য নিরূপণ লিখিত থাকে তাহা ১ নং বা স্থল বিশেষে ৩ নং রেজিষ্টরের পার্শ্বে প্রদর্শিত মহালের মূল্য নিরূপণ মধ্যে ধরা যাইবে।

যখন কোন মূল্য নিরূপণ শেষ চলিতে থাকে এই বিধির কার্য্য সর্ব্বদা বুঝা যাইবে না কারণ এরূপ ঘটিতে পারে যে অনেক স্থলে কোন মহালের কতকগুলি তালুকের মূল্য নিরূপণ শেষ হইয়া রিটর্ণে লেখা গিয়াছে অথচ অবশিষ্ট তালুকের রিটর্ণ না আসাতে সমুদয় মহালের মূল্য নিরূপণ শেষ করা যাইতে পারে না। কিন্তু মাসিক রিটর্ণ মূলক কার্য্য শেষ হইবার রিটর্ণ এই কারণে কোনরূপ প্রতিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। উদাহরণ স্বরূপ মনে কর ২০০ টাকা মূল্যের কোন মহালের মধ্যে ১০০০০ টাকা মূল্যের এক পত্তনী তালুক আছে ঐ পত্তনী তালুকের মধ্যে ৮০০ টাকা মূল্যের এক দরপত্তনী আছে তাহা হইলে ঐ মহাল সম্বন্ধে যতদূর হইতে পারে ১ নং রেজিষ্টরের সম্মুখে ২০ ও ২১ উভয় ঘরে ১২০ টাকা দেখান যাইবে কিন্তু ২ নং রেজিষ্টরের সম্মুখে ঐ ২ ঘরে যথাক্রমে ৮০০০ টাকা ও ১০০০০ টাকা দেখান যাইবে।

২। ভবিষ্যতে যে সকল বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করা যাইবে আদেশের এই পরিবর্ত্তনদ্বারা কেবল তাহাই স্পষ্ট হইবে। পুনর্ম্মূল্য নিরূপণ সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনাপত্র পূর্ব্বে হাতে লওয়া হইয়াছে তাহা এ পর্য্যন্ত যেরূপে প্রস্তুত করা যাইত সেইরূপে প্রস্তুত করা যাইবে।

২ নম্বর।

বোর্ড দেখিয়াছেন যে কালেক্টরদের স্থানে যে বাকী রাজস্ব পাওনা থাকে অনেক সময়ে ১০ নং রিটর্ণে তাহার এক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত হয় যে আমানতী টাকা তিন বৎসরের অধিক কালের হওয়াতে রাজস্বপ্রাপ্ত হইয়াছে ও যাবৎ উহা ফিরাইয়া দিবার অনুমতিসূচক আকৌণ্টাণ্ট জেনেরল সাহেবের উত্তর না পাওয়া যায় তাবৎ উহা রাজস্বের মধ্যে জমা দেওয়া যাইতে পারে না।

২। এইরূপ আমানতী টাকা সম্বন্ধে বোর্ড আকৌণ্টাণ্ট জেনেরল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সিবিল আকৌণ্ট বিধির ১১০ পৃষ্ঠায় ৫ অধ্যায়ের ২১ ধারার তপস্থ ১ মন্তব্যের দ্বিতীয় বাক্যের প্রতি সমুদয় কর্ম্মচারিদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। উহাতে স্পষ্ট হইবে যে ঐ টাকা কালেক্টর সাহেব আমানতী টাকা বলিয়া রাখিতে চাহিলে উহা রাজস্বপ্রাপ্ত বলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই।

৩। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে ঐরূপ আমানতী টাকা রাজস্বপ্রাপ্ত টাকার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং অবিলম্বে ব্যাঙ্কের বন্ধ ঘরে জমা দিবার জন্য অথবা স্থলবিশেষে আমানতকারককে ফিরাইয়া দিবার জন্য পাওয়া যায়।

৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকে ২ খণ্ডের সংস্করণের ১ ভাগের ২৩১ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ৭ পরিচ্ছেদের ১৬ ধারায় নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।

সাক্ষিদের পারিতোষিক বলিয়া সরকারের কাছে যে টাকা আমানত করা যায় তিনি তাহার ঐরূপ রসিদ রাখিবেন।"

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

মান্যবর শ্রীযুক্ত এচ, এল, ডাম্পিয়র।

---

৪ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২ অধ্যায়ের ৫ পরিচ্ছেদের ১৪ ধারায় "রাজকার্য্য নিয়মিতরূপে করিবার প্রতিভূস্বরূপ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকের নিকট যে সরকারী সিকুরিটী রাখা হয় এই ২ কথার পর কণ্ট্রোলর জেনরল সাহেবের নামে পৃষ্ঠলিপি করিয়া তাহা আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের ২৭৬ নং নির্দ্ধারণে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই২ কথা ঐ ধারার অবশিষ্টাংশের পরিবর্ত্তে দিতে হইবে।

২। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ১০ পরিচ্ছেদের ২৪ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।

২৪। "যে সকল সিকুরিটী এক্ষণে বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে এবং রাজস্ব বা খাজানা দিবার প্রতিভূস্বরূপ আমানত করা যে সকল সিকুরিটী এপর্য্যন্ত নিজ কালেক্টর সাহেবের হস্তে রাখা হইয়াছে কণ্ট্রোলর জেনরল সাহেবের নামে পৃষ্ঠলিপি করিয়া তৎসমুদয় আকৌণ্টাণ্ট জেনরল সাহেবের দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইবে, রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৮০ সালের আপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের ২৭৬ নং নির্দ্ধারণে এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

---

৫ নম্বর।

এই সংশোধনগুলি বন্দোবস্ত বিষয়ক পুস্তকের ৫১—৫২ পৃষ্ঠার ১৯ নং পাঠে করিতে হইবে।

১। পাঠের শিরোভাগে প্রথম শব্দের পরিবর্ত্তে "মহাল" শব্দ দিতে হইবে।

২। ঐ পাঠের বর্ত্তমান প্রথম টেবিলের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত টেবিল দিতে হইবে।

মন্তব্য।—যে সকল পাঠ ব্যবহারের নিমিত্ত ছাপা হইয়াছে তাহাতে এই সংশোধনগুলি হাতে লিখিয়া দিতে হইবে।

(১) কষ্টিমত বিঘাহুযায়ী ভূমির পরিমাণ (২) একর অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ (৩) যে ভূমির জমা বন্দী হয় নাই, অর্থাৎ, (ক) বন জঙ্গল ও পতিত (খ) গ্রাম্য রাস্তা পুষ্করিণী ও অন্যরূপ কৃষিকার্য্যের অনুপযোগীভূমি (গ) নিষ্কর ভূমি (ঘ) চাকরাণ জমী, (৪) (ক) অবধি (ঘ) পর্য্যন্ত যতের মোট (৪) যে ভূমির জমাবন্দী হইয়াছে অর্থাৎ (ক) খামারী ও কেশি রাখ (খ) আবাদ যোগ্য কিন্তু অনাবাদী, (গ) মোট (৫) ভূমির রাজস্ব (৬) মফঃস্বল খাজানার হিসাব (৭) গত পাঁচবৎসরের আদায়ের গড় পড়তা।

১ অবধি ৪ পর্য্যন্ত ঘরের সংবাদ নিম্নলিখিতরূপে তিন ভাগে দিতে হইবে।

(১) সর্ব্ব প্রথম সংবাদ মত *

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ জরীপ বা নিয়মিত বন্দোবস্তী কার্য্যমত †

(৩) বর্ত্তমান বন্দোবস্তী কার্য্যমত।

---

* সংবাদের তারিখ ও যাহা দ্বারা পাওয়া যায় এই স্থানে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

† পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত হইবার তারিখ ও ঐ বন্দোবস্তের ভাব নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

৩। E টেবিলে "দখলী স্বত্ববিশিষ্ট" এই কথার পরিবর্ত্তে "ভূমির দখল প্রাপ্ত" এই কথা দিতে হইবে।

E টেবিলের ৪ ঘরের (ক) শীর্ষকে "ভূস্বামিদের কর্ত্তৃক" এই কথার পরিবর্ত্তে "নিজ ভূস্বামিদের দখলে" এই কথা দিতে হইবে।

২ টেবিলের ২ ঘরে "ভূমির পরিমাণ" এই কথার পূর্ব্বে "কষ্টিমত বিঘা অনুযায়ী" এই কথা দিতে হইবে।

---

৬ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ নং সরকুলার অর্ডরের অনুক্রমে, জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তাঁহারা নিম্নলিখিত পাঠ ৮ A নং রিটর্ণ কমিশনর সাহেবদের দ্বারা বোর্ডে পাঠান।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।

১৮৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে ট্রেজারি শেষ হয় তদ্বারা ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন মতে দাখিল করা সর্টিফিকেট বর্ণনাপত্র।

মন্তব্য।—৯ ঘরে যে সকল নোকসানা দাবীর আছে দেখা যায় টৈকিরকের আগাছে তাহার টৈকিরক দিতে হইবে।

যে প্রকারের সর্টিফিকেট।	পূর্ব্ব ট্রেজারি হইতে যত দাবীর আছে।	এই ট্রেজারি মধ্যে যত দাখিল করা হয়।	মোট।	এই ট্রেজারি মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়াছে।				দাবীর আছে।			এই ট্রেজারি হইতে কালেক্টরি সাহেব বরাবর আদায় হয় (১১ ঘর ১)	এই ট্রেজারি সর্টিফিকেটের উক্ত কলিতে লিখিত যত দেওয়ানী নোকসানী ডিক্রি করা হয় [৬ (খ) ধারা]
				১ পর্ব্বিকরণ বৃদ্ধি হইয়াছে।	খারিজ করা গিয়াছে।	সম্পূর্ণ রূপে সাধন করা গিয়াছে।	মোট।	ছয় মাসের উপর।	ছয় মাসের কম।	৪ ঘর হইতে ৮ ঘর বাদ দিয়া মোট।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	৩
১ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৫ ধারামতে সকল প্রকারের												
১ ৭ ধারার ৬ প্রকরণমতে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য বাকী খাজানা আদায় করণার্থ												
১ ১৮৭৩ সালের ৬ আইনমত ইজারাসংক্রান্ত পাওনা আদায় করণার্থ												
১ ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনমত কর আদায় করণার্থ												
১ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমত কর আদায় করণার্থ												
১ ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৭ ধারার ৭ প্রকরণমত কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রাপ্য আদায় করণার্থ												
১ উপরি লিখিত সর্টিফিকেট ছাড়া অন্য যে প্রকারের সর্টিফিকেট জিলার অত্যন্ত অধিক সংখ্যক হওয়াতে কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইতে চাহেন												
২ অবধি ৭ পর্য্যন্ত দফার অন্তর্গত নহে এরূপ অন্য যে সকল সর্টিফিকেট ৭ ধারাতে লিখিত হয়												
● মোট												

১৮৮ সাল }
আং }

গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮১ ২৩ আগষ্ট ।]

জিলার কর্ত্তৃপক্ষ।

২। যদি কোন জিলার কোন বিশেষ ঘর পূরণ করা কঠিন বোধ হয় তবে তাহা শূন্য রাখিয়া রিটর্ণ পাঠাইতে হইবে, এবং কঠিন বোধ হইবার কারণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কিন্তু বোর্ড বিবেচনা করেন যে বর্ত্তমান রেজিষ্টর সমূহ হইতে আবশ্যক সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে কেবল ১১ ঘর ইহার ব্যতিরেক হইল। অন্য প্রকারে যে বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইতে উক্ত ঘর পূরণ করাও কঠিন হইবে না।

৩। এক্ষণে ৮নং রিটর্ণে সার্টিফিকেট সম্বন্ধীয় যে বিবরণ প্রদত্ত হয় তাহা আর দিতে হইবে না কিন্তু এখন ৮নং রিটর্ণের বেলা যেরূপ করিতে হয় যে সকল সার্টিফিকেটের মোকদ্দমা ছয়মাসের উপর দায়ের থাকে তৎসম্বন্ধে ত্রৈমাসিকের কাগজে ত্রৈমাসিক দিতে হইবে।

৪। ১৮৮১ সালের ৩০ জুন তারিখে যে ত্রৈমাসের শেষ হয় সেই ত্রৈমাসের নিমিত্ত প্রথম রিটর্ণ ত্রৈমাস শেষ হইবার পরের দিন পর প্রচলিত প্রথামতে কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৫। জিলার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ৮ A নং রিটর্ণের পাঠ দিবার নিমিত্ত ষ্টেশনরীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি আদেশ দেওয়া গিয়াছে।

৬। বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২৯৯ পৃষ্ঠার জিলার ও খণ্ডের রিটর্ণের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'ত্রৈমাসিক শীর্ষ কর নিম্নে' ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে দাখিল করা সার্টিফিকেটের ৮ A নং রিটর্ণ' এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব।

---

৭ নম্বর।

ইষ্টাম্পের মোকদ্দমার ২৯ নং রেজিষ্টর রাখিবার প্রথাসম্বন্ধে সাধ্য স্থাপনার্থ বোর্ড এই আদেশ করিতেছেন যে ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৩৩ ধারামতে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক কোন দলীল [illegible] করা গেলে কিম্বা ৩৫ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণমতে উহা তাঁহার নিকট পাঠান গেলে, তৎক্ষণাৎ রেজিষ্টর ১ অবধি ৯ পর্য্যন্ত ঘর ও ৯ ঘর পূরণ করিতে হইবে। মোকদ্দমা যেমন চলিতে থাকে অবশিষ্ট ঘর পরে লেখা যাইবে। যখন কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞা দেওয়া হয় ৭, ৮ ও ১০ ঘর পূরণ করিতে হইবে এবং যখন দণ্ডের টাকা আদায় হয় ও দলীল তৎস্বামিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তখন ১১ ও ১২ ঘর পূরণ করিতে হইবে।

১৮৮১ সাল আপ্রিল মাস।

মাননীয় শ্রীযুত এচ এল ডাম্পিয়র সাহেব।

---

১ নম্বর।

কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমি যে মহালের পার্শ্বে দেখান যায় উক্ত ভূমির অংশ সেই মহালের অন্তর্গত হইলে ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনমতে নির্দ্দিষ্ট A ও B রেজিষ্টরে ভূমির পরিমাণ লিখিতে কোন২ কালেক্টর যেরূপ সঙ্কট জ্ঞান করিয়া থাকেন তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বোর্ড আজ্ঞা করিতেছেন যে এরূপ স্থলে সর্ব্বে রেজিষ্টরের অঙ্ক সকল করিয়াই উক্ত রেজিষ্টরদ্বয়ের 'ভূমির পরিমাণ' ঘর পূরণ করিতে হইবে এবং এই মর্ম্মের মন্তব্য লিখিতে হইবে যে এই ভূমির কিয়দংশ অন্যান্য মহালের অন্তর্গত আর বিশেষ বিবরণ নিমিত্ত সর্ব্বে রেজিষ্টরের উল্লেখ করিতে হইবে। কোন চলিত চিহ্নদ্বারা এই মন্তব্য ব্যক্ত করা সুবিধা, ঐ চিহ্নের অর্থ একবার রেজিষ্টরের শিরোভাগে ব্যাখ্যা করিয়া দিলেই চলিতে পারে।

---

২ নম্বর।

১৮৮০ সালের নবেম্বর মাসের ১ নম্বর সরকুলরে উল্লিখিত বোর্ডের পরিদর্শন সংক্রান্ত পুস্তিকার ৪৯ পৃষ্ঠায় 'বর্ণাত্মক লিপি' শীর্ষকের ১, ২ ও ৪ প্রকরণ হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে।—

"A চিহ্নিত পাঠ দেখ।"

"B চিহ্নিত পাঠ দেখ।"

"C চিহ্নিত পাঠ দেখ।"

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A AND B L, *Bengali Translator*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 23 RD 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্ত পাতি নিম্নের লিখিত খাস মহালে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব ইংরাজি ১৮৮১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক সাব্যস্ত গণ্য হইবে এ মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল স্থির নির্দ্ধারিত সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের মর্য্যাদা কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পূর্ব্বে বাহাল থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইবে ডাকপণের চারি আনার এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্ধের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা থাকে সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও দাখিলিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম স্থলীয় বিক্রয়ের ন্যায় পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক।

খাস মহাল সের নম্বর।	জিলার বহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	ভূমির পরিমাণ।			সদর জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
			একর।	রোড।	পোল।	নির্দ্ধারিত বা জব।		
৩০৪	৫৫৩৬	ভাং রঘুনাথ মজুমদার পং কেলি খালি	২	১	১৮	৩৲	৮৲	১২৮৮ সালের ১ পৌষ হইতে বিক্রয় হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি।

J E B JEFFERY, *Offg Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ১৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪০	পং মারবক সিংহ শ্যাম সুন্দরপুর,	বাকী রাজস্ব ৩১৯/	শ্রীযুক্ত যে যের ষ্টেটের এড মিনিষ্ট্রেটর কৃষ্ণমোহিনী দাসী ও মতিলাল মেহাবিবি বিকুণ্ঠ কুণ্ডু।	২১১৩৸/	সমুদয় মহাল বিক্রয় হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী
১ জুলাই। ১৮৮১।

জিলা বাঁকুড়া।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮ সালের ২৩ আগষ্ট মোং ১২৮৮ সাল ৮ ভাদ্র বোজ মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১২ জুন।

তফসীল।

মহালের প্রকরণ	তৌজীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	৪৫৩ ম	পং বড়ুনী কালিকাপুর দেবপুর আদি সাং হরিপ্রসাদ রায় পেনসন দেহ সহা সাহেব ওগাং তালুক।	একহাজি ৷৷৶ আনী মালিক শ্রীশ্রীমতী তারতে ধরী।	১১১৯৫ ।।৷	হাল খাজানা ১১১৯৫।।৷ বকয়া ১৪১ ।।৶২ ২৬ ৬৶৩	এই মহালের দি ৷৷৶ পৃথক হওয়া ।/ আনী অংশের নিলামের দিন ১৮৮১ সনের ২৫ জুন ধার্য্য ছিল ঐ তারিখে নিলাম যে ডাক আরম্ভ হইয়া বাকীর পরিমাণ ডাক না হওয়াতে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারার ৩ ফোল আমা মহালে একদাল হইয়া নিলাম হইবেক ইতি।
			জিলার পৃথক হওয়া দিং ।/ আনী মালিক জগদীশ্বরী চৌধুরাণী ও অন্য জিলাল চক্রবর্ত্তী।	৪৪৩। ৭	বাকী হাল ১২৮৭ সনের জিং কালক্রমের ৪৫৬/১ বকয়া ১২৮৫ সনের ৪২।৶১১ ১২৮৬ সনের ৪৪৩।৶৭ ১ ৫১২৸	
				১৭৩৮৬৸৮	৩৬৪৮৸৭	

J C VEASEY, *Offg Collector*

[*Government Gazette*, 23rd *August* 1881]

জিলা পাবনা।

জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা পাবনায় অন্তর্গত নিম্নে লিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ৮ জুন তারিখের প্রাপ্যবাকী রাজস্ব এবং যে সকল বাকী রাজস্বের ন্যায়প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মোং সন ১২৮৮ সালের ৪ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য কাছারীতে নীলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ২৮ জুলাই।

নম্বর তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
৬	জিলা কচেপুর প ইস্ক সাহি	কালীশঙ্কর সাহা প্রভৃতি।	২৭২ ।/ পুং ৩৬/	৯৭।/ ৮।৶	ই মহাল ১৮৫৯।১১ আইনমত জিলা পৃথকাছে সরিক মধ্যে কালীশ কর প্রভৃতির ১৭২৩৬৶ পুং ৭। আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১২৪	প জি কৃষ্ণ কল্যাণপুর বাকু কপ্প	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	২৬৯৯।৶ পু ৬।৶	৪৭৶ ।।/	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত জিলার পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৬/ পুং১।৶ আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৩	ঐ	ঐ	২৮ ৯।৶ পু ৬।৶	৪৭৶ ।।৶	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত জিলার পৃথক আছে সরিকমধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৶ পু ১৪৶ আনা সদর জমার অংশের এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৪	ঐ	অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতি	১৬।।/ পু ২৶	২৫৶ ।।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত জিলার পৃথক আছে সরিক মধ্যে অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতির ৪৮৩। পু ১৶ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমতঃ কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৫	ঐ	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	২৬৮।।/ পুং ২৶	১২। ।০	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত জিলার পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ২৪১।৶ পু ।। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬০	তা শুজানগর প হামাদ সা হি	ঐ	৬ ৮।/ ৫৫ ১১৬৶	৪৫৯	এই মহাল ১৮৫ । ১১ আইন মত জিলার পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৪১২/ রোডজন্য ৭। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৭৬	ত কালিকারাড়ী প আমিরাবা	মথুরানাথ সাহা প্রভৃতি।	৫৩৬।।/ পু ৬/	৪।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত জিলার পৃথক আছে সরিকমধ্যে মথুরানাথ সাহা প্রভৃতির ৮৭৩। আনা পু ।৶ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।

W M CLAY *Collector*

জিলা মজঃফরপুর। ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ ক আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা মজঃফরপুরের মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ইং রেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মোং তারিখ রাজস্ব ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা জবাবদিহি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইং রেজি ৩ জুলাই

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং সুন্দ প জিলামত দক্ষিণ নার মল ষ্টেসন সুন্দরপুর।	জিলাম ধুরিন ঈশানচন্দ্র সিংহ	৬৩৭/ ১	১১৮৬৶৮

E V WEBIMACOTT *Offg Collector*

জিলা ত্রিপুরা।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আকীসবাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ ইং সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হওয়ার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৫ আগষ্ট।

তপসীল।

নম্বর এ রেজেষ্টর	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সন্ধ্যা সাং কি ইস্তাক ১২৬৮ বাং।	কৈফিয়ৎ।
১০৫	১৭৮	লালপুর জোয়ার ।৵আনা কিসমত।	মুনসী কফিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী পিতা মৃত মুনসী নাকেদদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং ভিন্ন মাহিক পং কার্ত্তিকপুর ষ্টেশন পালঙ্গ জিলে ফরীদপুর হিং ।৵	২১৪॥০	০	এই দুই অংশের বাকী নাহি নিলাম হইবে।
			শ্রীমতী কাহামিদরেছা বেগম জওজে মুনসী নাকেদদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং পং তথা হিং ।৵	২ ৪॥০	০	
			৸০	৫২৯	০	
			মে আলেক জাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি ওয়াইজ সাহেব সা ঢাকা কুমারটুলি থাং সদর হিং ।০ আনা	১৪৩	১৭৸৴১০	প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহা
			১	৫৭২	৭৬/১	

লের ৵০ আনা অংশ সদর জমা ৪২৯ টাকা যাহার মালিক মুনসী কাকদদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী কাহামিদরেছা বেগম বটে তাহার হিসাব ৮৫৯ ইং ১ আং ১০ মাহামতে স্বতন্ত্র হওয়াতে অবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মালিক আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি, ওয়াইজ সাহেব সদর জমা ৪৩ টাকা বটে। তাহার উক্ত বাকীর কারণ নিলাম হইবেক।

১৩৭৫	২০৪	উনফক্তরেছা তা মুক কি ৴ আনা পং পুরচণ্ডী।	গোবিন্দচন্দ্র পাল পিতা মৃত রাধামোহন পাল সাং শ্রীবৎস্য দাস পং তুর্গা মন্দী থানে টুবগী বাগরা	৮৩৩৷৷৵৮	৩৬৸৩	
			আনন্দমোহন কুণ্ডু পিতা মৃত চন্দ্রমোহন কুণ্ডু সাং মালখ নগর পং বিক্রমপুর থানা শ্রীনগর হাল সাং কাছারি শ্রীরামদী পং পুরচণ্ডী।			

G TOYNBEE, *Offg Collector*

[*Government Gazette, 23rd August* 1881]

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দায়ী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সদর জমার জাইল।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দোবস্তী মহাল।				
৩৪৬৮ নং	পাচগাছিয়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও বাহিকীপ্রসাদ সিংহ রায় ও জয়দাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১৬৩৸৶৬	৬	
৩৪১ নং	ঐ তেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর—			
		খাজনা	১৩ ১৸/৩		
		চৌকীদারী	১১০ ৷৶		
		রোজকর	১৸১১		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা	৫০০৸৶৷৷		
		চৌকীদারী	৫৬৸/		
		রোজকর	॥/৫॥		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাজনারায়ণ রায় রকম ॥ আনার সদর জমা খাজানা	৫০ ৸৶৭॥		
		চৌকীদারী	৫৬৸/৩	২৮৷৶৬	এই অংশের বাকীরজন্য নিলাম হইবে।
		রোজকর	॥/৫॥	৷৷৸	
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই			

R. CORNISH *Offg Collector*

জিলা ঢাকা।

বাকী খাজনা জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ঢাকার মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল ৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকিরাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে জিলা ঢাকার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা শুল্কে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৩ আগষ্ট।

সদর তৌজি	নাম মহালে।	নাম মালিক	সদর জমা	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
১১৭৮	পং কাশীম নগর রকম কিং ॥/৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাম্মদ বাকের।	মদনমোহন সাহা।	১০৬ ৷৶১ ৷	১২৮৮ সালের লাং কিস্তি জৈষ্ঠ ৫৩৸৬	অবশিষ্ট মহাল নিলাম হইবে।
	দ্বিগ রসুলপুর।				
	পং কাশীম নগর রকম কিং ॥/৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাম্মদ বাকের কিং ৵৷৷৶৬ দ্বীপ।	আজরমেছা খাতুন অবল খাঁ ক্রান্ত খাতুন ও কজলল হক	৵ ৮॥/১৬		
	পং কাশীম নগর রকম কিং ॥/৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাম্মদ বাকের কিং পেতাক খাল বাট বাবশ রসী বাট সত্তর রসী বাট এগার রসী বাট আড়াই রসী অধার ॥/১৪। ১ পরিমা।	জয়কিশোরী চৌধুরাণী মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরি আনন্দ মহী চৌধুরাণী রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি মেদেনীচন্দ্র রায় চৌধুরি ও হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৯ ৸৶		
			২১৬৸৵		

DACCA COLLECTORATE,
The 11th August 1881.

A. C. TOTE
Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

জিলা ময়মনসিংহ।

বাকী খাজানার আপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ময়মনসিংহের মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮১ সালের ২৮ মার্চ্চ তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সালের ১৪ ভাদ্র সোমবারে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা শুল্কে প্রকাশ্য নিলামে বেচা যাইবে। ইতি ১৮৮১। ৩ জুলাই।

নং তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
	পরগণে উসঙ্গ।			
১৩৭	জিলা ৵ আনা জমিদারী মোল আনা রকমে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি জিলা ।/ আনা ২ দস্তী ৬৪ জিল।	ঈশানচন্দ্র শর্ম্মা ভাদুড়ী	৬২২।৶	৬১৬/
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ১১।১ অংশ।	রাণী কল্যাণী দেব্যা	৬১৬৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ৵১ ৬—২ দস্তী।	রাণী গৌরসুন্দরী দেব্যা	৩৮৩।	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ১৫।=১৬ জিল।	কালীকিশোর সিংহ	৯৬/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ৵১।।২ অংশ।	রাজা হরচন্দ্র সিংহ	১০১৬৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ।৶৬ — ২ দস্তী।	রাণী কল্যাণী দাস্যা	৫ ২।।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ১১।১ অংশ।	রাজা মথুরাকান্ত সিংহ	৬৯৬৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ১।১ দস্তী।	রাণী ব্রজমণী দেব্যা	৬।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ৮।=১ দস্তী।	বিশ্বেশ্বরী দেব্যা	৫২।/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ৭।= কাণ্ঠী।	ব্রজকিশোরী দেব্যা	৯৬/•	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ৪।।২ দস্তী।	রামশঙ্কর ভাদুড়ী	২৯৶	•
	পরগণে সেরপুরা।			
১৪৪	জমীদারী জিলা ।/১৫ গণ্ডা	শিবদয়াল তেওয়ারী গয়রহ	২৬৬৩।।	৯১।•
	পরগণে আলাপ সিংহ।			
৫১৪৫	চরনরি কুটীয়া ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি জিলা ৵১ — কাণ্ঠী।	বরসুন্দরী দেব্যা চৌধুরানী	২৬২।৶৬	২।।৶
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ৪ = কাণ্ঠী।	ঈশানচন্দ্র আচার্য্য	১৫।৶	
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ।/৬।। = কাণ্ঠী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৩৯৫৶৯	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ৵১১।— কাণ্ঠী।	জগত কিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৪১৩।।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ১৩।— কাণ্ঠী।	কেশব কিশোর আচার্য্য	৪৯।৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ১৩।— কাণ্ঠী।	বিমলা দেব্যা	৪৯।৶	•
	দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাল।			
	পরগণে আলাপ সিং।			
৪৯৩৪	চর কেরেলখাঁয়া ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ বাদে একমালি জিলা ৵৬।—।। জিল।	কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী গয়রহ	৫১৪৮	১৩৯।।
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ জিলা ।২= কাণ্ঠী।	রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬০৪।।৶	১৫৯।।৶

[*Government Gazette, 23rd August* 1881]

নং তৌজি	নাম মহাল।	মালিক।	সদর জমা।	বাকী।
৪৯৬৫	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ৬। = ক্রান্তি	বাঞ্ছারিশোর আচার্য্য চৌধুরী	৫১॥/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ।। ক্রান্তি।	জগতকিশোর আচার্য্য	৬২৮৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ১৩।— ক্রান্তি।	প্রসন্ন নারায়ণ আচার্য্য	১ ৩/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ১০।— ক্রান্তি।	দীনমণী দেব্যা	১ ৯/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ১৩।— ক্রান্তি।	অমৃতনারায়ণ আচার্য্য	১০৩/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ৪=১ তিল।	জগতমণী দেব্যা	৩৪৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ৪=১	নরেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ৪=১	যোগেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য	৩৪৶	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ১৮—।	ঈশানচন্দ্র আচার্য্য	৭৬৮/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ১৩।—ক্রান্তি।	হরসুন্দরী দেব্যা	১ ৩/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ৩ —ক্রান্তি।	কেদারকিশোর আচার্য্য	২৪৬/	•
ঐ	১৮৫৯ সনের ১১ আইনমতে খারিজ কিস্তা ৩। ক্রান্তি।	বিমলা দেব্যা	২৫৬/	•
	পরগণে বরদম সিংহ।			
৫ ৮৫	বিলকলঙ্গী	শীতলচন্দ্র রায় চৌধুরী	৫৫৯৲	৫।৶
	পরগণে আলাপ সিংহ।			
৬১২৯	তাং ১৮ ডিয়ার ১৮ সংক্রান্ত বাহাদুরপুর	কমলমণী দেব্যা গয়রহ	৫২ ৲	১১॥৶

N S ALEXANDER
Collector

জিলা ২৪ পরগণা।

এস্তেহারনামা কাছারি কালেক্টরি জেলা ২৪ পরগণা এই যে,

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা ২৪ পরগণার নীচের লিখিত মহালাতের সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন কিস্তির বাকি বাবত ইংরাজী সন ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৮৮ সাল ১৫ ভাদ্র মঙ্গলবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা শুল্ক নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজী সন ১৮৮১ সালে তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল তারিখ ৬ শ্রাবণ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তয়ারি জমা বাগা হওয়া মহাল।

৯৭৪ নং পরগণে মাইকাটী নিগর মৌজে গরমবপুর ওগয়রহ লিখিত মালিক নেছার মহম্মদ খাঁ চৌধুরি ওগয়রহ সদর জমা ১৫৬৩৲ ৪

রোডফণ্ড ১৫।৶৯

১০৬৯ নং পরগণে মাগুরা হাট কালিগঞ্জ ওরফে হাট চেতলা লিখিত মালিক উপেন্দ্রনাথ সরকার ওগয়রহ সদর জমা ৩৫০০৲

রোডফণ্ড ৩৫৲

২৩১৯ নং পরগণে দাতিয়া কি দাতিয়া ওগয়রহ লিখিত মালিক রমিরী দাসী ওগয়রহ সদর জমা ৪৭৩২।/৬। টাকার মধ্যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৸/১।=/১৮৶ আনা রকম স্বতন্ত্র জিলার হওয়া বাদে অ লিস্ট এজমালিতে বর্ণময়ি দাসী ওগয়রহের নামে ৶১৮।—৶ ৸৶ আনার কাত সদর জমা ৶৬৪৫৬/২৸ টাকা তাহার সন ১২৮৮ সালের লাং জ্যৈষ্ঠ কিস্তি সন ১৮৮১ সালের লাং ২৮ জুন পর্য্যন্ত আনার বাদে ৫১৶২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

D R LYALL *Collector*

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জাপনপত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার তৌজির অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারির এবং অন্যান্য দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আক্টি অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনাশুল্কে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক।—

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ	মন্তব্য।
৪৪২	ডিহি রামুন পাড়া পং উখড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও ভারপ্রাপ্ত জাং উমেশচন্দ্র যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণী দাসী অন্নদাপ্রসাদ সেন ম্যা নেজার ষ্টেট রাজোপালিত মন্মথ নাথ গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নাবালগান নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, জনকারিণী দেবী মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পাসহীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২।৷৯ পোলিস ৩৪।।৪	৩০।৶৬	১৮১৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৴১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ১৮৶০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে ৴২ আনা বকঃ যাহার বার্ষিক ৫৩৫।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে ১২।।৬ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৯০৮	ডিহি ধর্ম্মপুর প. উখড়া	মুন্সী হাফীজদ্দিন, জমিজরেছা বিবি আমজরেছা বিবি আজিজরেছা বিবি, কাহেরজেছা বিবি বসিরজেছা বিবি, জহুরজেছা বিবি মোবারকজেছা বিবি ওয়াছেজেছা বিবি করিমজেছা বিবি, সবজেছা বিবি, রকিবজেছা বিবি ও আমিনাথ রায়।	৩৪৭৫৲১ পোলিস ৪৩।।৩	১৬।/৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
১৭৬৯	গোড়ডাঙ্গা নতি ডাঙ্গা পং রাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৩৮৶০ রোডসেস ৭।৶০	২।।৶৪	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে পৃথক হওয়া অংশনাদে অবশিষ্ট ।।৶৪। আনা অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নলিনমোহন মুখোপাধ্যায়, নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জাং নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মেং আরচিবলডফিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ দেব ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেবী মাহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেবী, ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নিংদের নামে ৫১৭৶১০ টাকা সদর জমা ও ৫৶১১ টাকা রোডসেস লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।—

নলিনমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জাং নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মেং আরচি বলডফিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী, ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেবী মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশী সুন্দরী দেবী ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছিয়ান কাশীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগান —

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি,
সন ১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।

W. V. G. TAYLER, *Collector*

[*Government Gazette, 23rd August* 1881.]

জিলা বাকরগঞ্জ।

অবিলাবির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল মাসি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবস প্রকাশ্য নিলামে নিরধশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী	শ্রেণীর নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সমষ্টি।	বৈকিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	আরাপুর পরগনা।	একমালী হিং ৬ ৮৩৬৫ অংশের মালীক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ	মোট জমা ৮৭৩ ।।৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক ৪৬৯ অংশের জমা ১০ ৸৶৬	৭৬৶১।।	এই একমালী ৸১৬৩৭৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৩	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ৩।গণ্ডা একমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	৬৪৪৸৶৪ ২০৭৯৸৶৬। মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯৸৶৭।।	১১/৮৬	এই একমালী ৩। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি
ঐ	৩৮৪৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৫১২।। তিন একমালী মালীক জগৎ মোহিনী গয়রহ।	৫৫৯৸৶ ১ ৮৮৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১২৬৫৸৶১।	৬৫৬৶১৬	এই একমালী ৮৫১২।। তিন অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	২৮৭২	পং বোকর ও মেদপুর বাকু রাম ৩৯ তাং ২ ৪ আনা।	অনিলরেকা খাতুন গয়রহ।	২৪ ৬।৶২৬ ১৪৪৮।৶৩	৫৶৯	এই ষোল আনা একান নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫১৯৫	হুজিরামারি পুরা চর।	একমালী হিং ।।/ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০	খাজানা ১।/ রাস্তা খরচ ।।/ ৸৶০	এই একমালী ।। আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
				৫১ ৸০ মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸৶ ৫/০		

ANUND CHUNDER DEB
for Offg Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার করণ যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইন মত ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ স ক্রান্ত নিম্নলিখিত মহাল সন ১২৮৮ সালের লাগাএত বৈজ্ঞাতী জমাবন্দের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর বোরাবক সন ১২৮৮ সালের ২৯ আশ্বিন মঙ্গলবার তারিখে জেলা মুরশিদাবাদ নামে কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ সাল। ২৯ জুলাই।

বর্ষের মহল।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর	নাম মহালের পরগণা।	নাম তালুকদার	সদর জমা।	বৈকিয়ৎ।
১	প্রথম জেলীর মহাল	৪৪	কিং পং খড়গ্রাম পং খড়গ্রাম।	ঈশ্বর তাবেদার ওরফে ঈশ্বরচন্দ্র বিবি খোমকার আবদুল রহিম বল্লভ-দেহু বিবি আদেরা বিবি ওরফে	২৩১০৬৸/৯	এই মহালের মধ্যে তারিণী প্রসাদ লালপ্রসাদ রায় চৌধুরী এলোকেশী ও নিত্যকেশী দেবী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলরাম মুখোপাধ্যায় বজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও প্রকাশচন্দ্র মধুসূদন কালীকুমার প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ বিশ্বের মেজেকার রামচন্দ্র রায় মাহাত্মজী দেবী হরিশচন্দ্র কানুকরা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় তরণ মন্ত্র কারকরা লক্ষিরামন্দ কারকরা নারায়ণদিগের মেজেকার মাহাত্মজী দেবী মহীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার মাহাত্ম পুরীদাস মাহাত্ম দিগের পৃথক করিয়া ন ওয়া ॥ ১১ ৸৶১১ ছিল অংশ বাদে বক্সী খোমকার আবদুলরহিম দিগের এজমালি ।৶ ১৸ ছিল অংশের কাছ ৮৸১॥৶১ পাই টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
২	প্রথম জেলীর মহাল	৪৪৪	কি শক্তিপুর পং পং পলাশী	শ্রীদামচন্দ্র সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণী দেব্যা অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কোর্টঅফ ওয়ার্ড শেরখাঁর আবু সালেম নারায়ণ ও কুদুবিবী দেব্যা আলিয়াজা খোরবরি মুহম্মদ খাঁ নারায়ণ সৈয়দ আতাউর রহমান সৈয়দ আবদুল করিম বিবি তালেবা বিবি ও নারায়ণ সৈয়দ মাহাত্ম মুন্সার আলিয়াজা ও জেব বিবি সৈয়দ মাহাত্ম তাহা রহিমেছা ব ব ও সৈয়দাবিবি।		২৪০০৷৷৶৬	এইমহালের মধ্যে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিগের পৃথক অংশ ৷৶৮৸—২ দস্তি বাদে বক্সী শ্রীদামচন্দ্র সেন দিগের এজমালি অংশ ৷৷৶১ ৸—৭ দস্তি কাছ সদরজমা ২৩৮৸৷৷৶৬টাকা নিলাম হইবেক।
৩	প্রথম জেলীর মহাল	৪৪৪	কিং শক্তিপুর পং পলাশী।	ঐ	২৪০০৷৷৶৬	এইমহালের মধ্যে শশীভূষণী দেব্যার পৃথক অংশ ৫৷৷ পাইকো ১ দুইকড়া ২ দস্তি কাছ ৪ ।৶ টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
৪	দ্বিতীয় জেলী ঐ	৪৮৪	কিং মেহাড় শিব নগর পং মঙ্গলপুর।	রাণী মনমোহিনী রাণী ও মহী রাণী জয়তারাসুন্দরী রাণী কমলসুন্দরী দেব্যাও রাণী শ্যামাসুন্দরী দেব্যা মাহাত্ম পক্ষে পংশ্রেষ্ঠ নারায়ণ রায় মহগোবিন্দ বসু মেজেকার পক্ষে গোপাল ইন্দ্র নারায়ণ বসু যোগেশ নারায়ণ রায় ও তারকনারায়ণ রায় নাবালক দ্বয়ের মেজেকার শিব নারায়ণ রায় ও স্বয়ং রাণী স্বর্ণ ময়ি দেব্যা (দ্বিতীয়) মহারাণী লবঙ্গসুন্দরী দেব্যা মাহাত্ম কুমার যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় নারায়ণ।	৭৭৬৸০	সমুদয় মহাল নিলাম হইবেক

H MORRY, *Offg Collector*

[*Government Gazette*, 23*rd August* 1881]

জেলা রাজসাহি।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞাপন পাঠ।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার যথা বর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের লাগাএত কিস্তী মেয়াদ প্রাপ্ত বাকী মালগুজারি এবং অন্য সাতথা চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিনা গুজরে প্রকাশ্য নিলামে করা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২১ জুলাই।

তপসীল।

মহালের নম্বর।	নাম পরগণা ও পত্তন গঞ্জ।	নাম মালিক।	সমস্তজমা।	যে রাজস্ব বাকীজন্য নিলামহয় বেক।	টৈকিয়ৎ।
১৮১	তরফ রাজাহাটা পুর ও শীলপুর পং মাহামুদ পুর।	সৈয়দ মহাম্মদ এছিয়া সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা সৈয়দ আক্তাওর রহমান সৈয়দা বিবি জীনবন্ধু লাহাল কাশীচন্দ্র তালুকদার শ্রীনরায়ণ মুখোপাধ্যায় বেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম নাবালগ বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।	খাজানা ৩৩৮৭॥৶ পোলীস ৩৩/		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহাম্মদ এছিয়া	৩৬১৫॥৶ খাজানা ৩৬৫৭৸৹ পোলীস ৩৮৶		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাম মুছা	৩৬৮॥৶ খাজানা ৩৬৫৭৸৹ পোলীস ৩॥৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালি অংশ নিলাম হইবেক। সৈয়দ আক্তাওর রহমান সৈয়দা বিবি জীনবন্ধু লাহাল কাশীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীনরায়ণ মুখোপাধ্যায় বেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	৩৬৮॥৶ খাজানা ২৫৫৩৶ পোলীস ২৫॥৶	৩৯৮/ ১॥৶	
১৯	ছুপ রোল পং গবেরহাট।	সৈয়কীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও ও কমলাকান্ত ও রাধামাধব সেন ও কাঙ্গালদমনী গুপ্তা।	২৫৭৮৸/ খাজানা ৫৬৩৸/৯ পোলীস ৩/	৬০৸৶	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২০০	ডিহি রোল কোড়া পং ভেগাড়ী।	ছেকাকতুল্লা চৌধুরী ফেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি ঐশ্বর্য্য ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আক্তার হোসেন বিবি আবেদক ছেহা বিবি আবুলতরেছা ও বিবি আছিকতরেছাখানম সৈয়দ লাহা আবদুল্লা রোহিণীনন্দন সেন ভৈরবীনন্দন সেন যদুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেবী হরগোবিন্দ বসু বেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় ও শ্রী মনমোহিনী দেবী কপালহা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা সারদাসুন্দরী দেবী কাশীকমল মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু বেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় মাহালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় বেনেজর পক্ষে শ্রীমতী দেবী ছেরাজতুল্লা চৌধুরী।	৪৫৩৮৸/৹		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

কৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব বিশেষ নং ১ কৃপাময়ী দেবী।	খাজানা ৬০।০ পোলীস ৸৶		
		বিশেষ নং ২ যদুনন্দন সেন লিগর	৬৮১৶ খাজানা ১১৭৲ পোলীস ।৶		
		বিশেষ নং ৩ ফেরাজতুল্লা চৌধুরী	১১৭।৶ খাজানা ৭১১।০ পোলীস ১৸০		
		বিশেষ নং ৪ হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ।	৭৯৩ খাজানা ৩১৯৸৴ পোলীস ৸৫		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র	৩২০।।৴ খাজানা ২১৮৸৶ পোলীস ।।৶০		
		বিশেষ নং ৬ ফেরামতুল্লা চৌধুরী	২১৯।।৴ খাজানা ৭০৩।৴ পোলীস ১।৶		
			৭০৫৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের একমালী অংশ নিলাম হইবেক বিবি উমত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহার হোসেন বিবি আবেদন্ন ছেহা বিবি আ ছমকরেছা ও বিবি অছিকত ছেহার অলী সৈয়দ সাহা আ বদুল্লা হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাণী মনমোহিনী দেবী জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা সা রদাসুন্দরী দেবী তারকেশ্বর রায় বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেবী ছেরাজতুল্লা চৌধুরী।	২৫৮৬৸৶ খাজানা ১৯৭৭।৶ পোলীস ৪।।৶	১৫৬৬	

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে রাজস্ব বাকী জমা নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
২৫৩	ডিহি ছামতি পং গোবিন্দপুর।	নরীনকৃষ্ণ বন্দে পাধ্যায় মেনেজর পক্ষে রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর নন্দলাল ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বয়ং অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন বামাসুন্দরী দাসী ইন্দু মন্ত্রী দাসী ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাসী গুরুদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা ৬৭৪৮৸৶ পোলীস ২৪৲		
		বাদ নিম্নলিখিত বাকি গণের ১৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব।	৬৭৭২॥৶		
		বিশেষ নং ১ নন্দলাল রায় ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায়।	খাজানা ৭ ২৸৴ পোলীস ৩৲		
			৭৮৫৸৶		
		বিশেষ নং ২ রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা।	খাজানা ৩১৩৩৷ পোলীস ৩৶		
			৩১৪৩॥৶		
		বিশেষ নং ৩ গোবিন্দনাথ সেন দিগর।	খাজানা ৩৯ ৪০ পোলীস ৷		
			৩৯৩৲		
		বিশেষ নং ৪ বামাসুন্দরী দাসী।	খাজানা ২৪২৸৴ পোলীস ৸৶		
			২৪৩॥৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের একমালী অংশ নিলাম হইবেক।			
		বাদ চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ইন্দুমন্ত্রী দাসী ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাসী গুরুদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	খাজানা ২ ৸৭৸৶ পোলীস ৮।৶	৮৪॥০ ০	
২৯৬	পং বোলগাঁও জায়গীর।	কর্মচাঁদ বাবু স্বয় ও অন্য পক্ষে রাখাল চুণাড় সাধারণ দীনবন্ধু সান্যাল শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলাম সৈয়দ মাহম্মদ যুসু, সৈয়দ মাহম্মদ এছাক সেরদা বিবি আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ৬৫৪৶০ পোলীস ১৮৶০ ৪৬৮।০		

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	সদর	যে হক জন্য বাকীর জন্য নিলামহইবে	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সালের ১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ মুসা	খাজানা ২৬১॥/০ পোলীস ২॥৶০		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহম্মদ এছিয়া।	২৭৸/০ খাজানা ২৬ ॥/ পোলীস ২॥৶০		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আসদুল্লা ছেলায়।	২৭৪। খাজানা ৪৩৮৫৶০ পোলীস ৪৫৶০		
		বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় আলী অংশ পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ।	৪৪১৲ খাজানা ১৩২১৷৶ পোলীস ৩৷/০		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সাহাল।	৩৬৭৲ খাজানা ১৫১২৸৶ পোলীস ১৫৷০		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।	৯৮৭৩৷৶০		
		সৈয়দাবিবি ও করমচাঁদ বাবু	খাজানা ৬৮॥০ পোলীস ১৬৶	২৸২৶৹ ৩৸৶০	

F H RUDDOCK *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বর্দ্ধমান।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বর্দ্ধমানের নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং কাষ্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮ সালের ১০ সে অক্টোবর তারিখে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নীলামে করা যাইবে। ৮৮১। ২৭ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজীর ৮৬৩। ২৬ নং মহাল পরগনে খোড়াসাটের অন্তর্গত লাট গাবিন্দপুর গাং ৬৭৬৯৷৶৯ পাং সদর ক্রমে জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহা যাহা নিলাম হইবে তাহার বিস্তারিত নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

মালের নাম ও নম্বর	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
ন ৮৬৩। ২৬ ২ গ্রামে খোড়াসাট লাট গোবিন্দপুর।	মাতাবুকোন্দ ঘোষ ম্যানেজার বিশ্বেশ্বর ঘোষ।	১৫৩৯৷৶৮	৫৯৶৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপালচন্দ্র ঘোষ	১৫৩৭৷৶৮	৫৭৸৶১১	ঐ
ঐ	ভুবনমোহন চৌধুরানী হরবল্লভ চৌধুরাণী।	২ ৫৮৶১০	৮৪৷৶০	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

ROGER COLLECTORATE
The 29th July 1881

H G SHARP *Offg Collector*

[*Government Gazette 29rd August* 1881]

NOTICE is hereby given under Section 6 Act XI of 1859 that the undermentioned estate in the district of Furreedpore will be put up to public and unreserved sale at the Collector's Office of that district on the 29th August 1881 corresponding with 14th Bhadra 1288 B S, for arrears of revenue and other demands which by the Regulations and Acts in force are directed to be realized in the same manner as arrears of revenue due on 28th January 1881

Number of the tauzi	Name of estate and [illegible]	Name of [illegible]	Gross [illegible]	[illegible]
			R	R
369	Clar Bhadra an pergunnah Chandar Mahal	Bhanu [illegible] Nadar Mohan Chaudhri	1684	1817

FURREEDPORE COLLECTORATE *the 16th July* 1881 J E B JEFFERY, *Offg Collector*

জিলা ফরীদপুর।

এস্তাহার নামা নীলামী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে ১৮৫৯। ১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা ফরীদপুরের মধ্যবর্ত্তী নীচের লিখিত মহাল ৮৮১ সনের ২৯ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৮ সনের ৪ ভাদ্র রোজ বুধবার এজিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা যাইবেক ইতি ১৮৮১। তারিখ ৯ জুলাই।

প্রথম শ্রেণী ও এক্সতরারি জমাবার্য্য হওয়ার মহাল।

তৌজির নম্বর।	মহালের নাম ও পরগনা ও মালীকের নাম।	সদর জমা।	বকীর পরিমাণ।
৩৬৯ নং	পরগনে চর মুকুন্দীয়া অন্তর্গত চর ভদ্রাসনের কিস্যা খতের অংশীদার অটলচন্দ্র ভূঁইয়া ও গোবিন্দ্র শীকদার দিগরের কিস্যা। আশ্বিন ১৮৮১ সনের শেষ জানুয়ারির বাকী খাজানা নিলামে কেবল ৩ টাকায় ১৮৮০ সনের ১১ আইনের ১৪ ধারামতে বকী। আমীন শ্রী শ্যামাচরণ মধুসূদন চৌধুরী প্রভৃতির নামে মুটিস জারীকরণ পরে তাহারা নিয়মিত কালমধ্যে সমুদয় বাকী খাজানা জমা না করাতে সম্পূর্ণ মহাল নিলামের বিষয়।	সদর জমা। ৪৭৮৬ রোড কর। ৭৮ ৪৮ ৪	ইং কিস্তি জানুয়ারি সাং ১৮৮১ খাজানা ১৭৯০ রোড কর ৪ ১৮১৭

J E B JEFFERY *Offg Collector*

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ কস্বার নদী ধলেশ্বরী নদীর তীরে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক সুতরাং ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS

জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[পূর্ব্ব কষ্ট গেজেট। ৮৮১। ২৩ আগষ্ট]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ভূস্বামিগণকে বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি, ট্রষ্টী একজেকুটর আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে গত আষাঢ় মাসের ১ তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ৮৮১ । ৮২ সালের ভূমির যে রাজস্ব লাগিয়া হইয়াছে তাহা আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার জন্যে আইন মত দৃঢ়তম বিধান প্রবল করা যাইবে।

জি, এম গুপ্তিক ডেপুটী কালেক্টর

কলিকাতার কালেক্টরী ৪ ব্রেবোর্ন ষ্ট্রীট ৮৮ সাল ৯ আগষ্ট।

INSOLVENCY NOTICE

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA

In the matter of RAM NARAIN SREEMANY an insolvent

Notice is hereby given that Tuesday the 6th day of September next is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend and that an account in detail of the receipts and disbursements at the Official Assignee from the 1st day of April 1861 until the 31st day of July last has been filed and may be inspected in the Office of the Chief Clerk Any creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the estate of the said insolvent will be heard notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing

The like notice In the matter of JOSEPH HUGHESDON AND ANOTHER, (HUGHESDON BROTHERS) insolvents Wherein the account of the Official Assignee from 1st July 1875 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of JOHN PALMER an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 1st November 1873 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of NATHANIEL LAVAL an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 2nd April 1878 to 31st July last, has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of HAMILTON ANSTRUTHER AND ANOTHER, (ANSTRUTHER & Co) insolvents Wherein the account of the Official Assignee from 1st March 1879 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of JAMES CALDER AND OTHERS (MACKINTOSH & Co) insolvents Wherein the account of the Official Assignee from 1st March 1879 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of EDGAR CHARLES RADCLIFFE an insolvent Wherein the account of the Official Assignee, from 10th September 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of GEORGE GILLESPIE RADCLIFFE an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 10th September 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of ARNOLD & Co AGA MAHOMED HOSSAIN SHIRAZEE and T S M BEWER Insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 11th September 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of SIMON KOCH an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 7th December 1880 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

The like notice In the matter of BROJO GOPAUL BYSACK an insolvent Wherein the account of the Official Assignee from 1st February 1881 to 31st July last has been filed in the Chief Clerk's Office

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE
Calcutta, 17th August 1881

A B MILLER,
Official Assignee
(18—1)

[*Government Gazette, 23rd August* 1881]

The Hymns of the Rig Veda, in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Müller M A in two Volumes *Price Rs 24, packing and postage Rs 1 13*

"The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though a present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet, as soon as editions, translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

Office of Supdt Govt, Printing, No 8 Hastings Street Calcutta

---

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত অবসাদক সিরকোদ্ধা।

ইহা ফুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট, গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা, প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥৵ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ॥০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

For SALE at the BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A LL D, of the Inner Temple, Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশানের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি ডি, ফিলড, এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা বোঙ্গক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengal Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs	10	0	0
Ditto, with postage	,	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসরের	১৲
ডাকমাসুল সুদ্ধ ঐ	১২॥

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইলে গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ আগষ্ট।]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in, the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement, notice, &c, inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA,
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE — Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page per issue	20
Half "	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটে দেওয়া যাইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাভিত্তিক এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর / এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা "	১০০
একবার ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পঙ্‌ক্তি	৵

[*Government Gazette*, 23*rd August* 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1287—740—23-8 81

Numb 2196 ২১৯৬ [REGISTERED NO 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 30 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।

CONTENTS

	PAGE
PART I —Resolutions Orders and Notifications of the Government of India	115—117
PART II —Resolutions Orders and Notifications with the Lieutenant Governor of Bengal	861—881
PART III —Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV —Bills of the Legislative Council of India	Nil
PART V —Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI —Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII —Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil
PART VIII —Advertisements	599—610

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন	১১৫—১১৭
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৮৬১—৮৮১
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব	৫৯৯—৬১০

PART I

Resolutions Orders, and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla, the 19th August 1881

No 24 —The Governor General in Council has been pleased to appoint Mr C Boulnois Barrister at Law to be Reporter for the Judicial Committee of the Privy Council on the staff of the Indian Law Reports with effect from the 1st October, 1881, *vice* Mr N H Thomson, who has resigned from the 30th September 1881

R J CROSTHWAITE,
Offg Secy to the Govt of India

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION —SANITARY

Simla the 18th August 1881

No 158 —*Appointment* —Surgeon Major A S Lethbridge, M D Inspector General of Jails in Bengal, to officiate as Sanitary Commissioner for Bengal in addition to his own duties during the absence on three months leave of Surgeon Major R Lidderdale M D, or until further orders

C GRANT
Secy to the Govt of India

FOREIGN DEPARTMENT

NOTIFICATION —POLITICAL

Simla, the 17th August 1881

No 23 G P —Subject to the confirmation of Her Majesty s Government, His Excellency the Viceroy and Governor General in Council is pleased to recognise the appointment of Mr C C Bancroft as Acting Vice Consul for the United States of America at Calcutta during the absence of Mr A B Cobb

A C LYALL
Secy to the Govt of India

লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

২৪ নম্বর।—শ্রীযুত এম এচ ডামসন সাহেব ১৮৮১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি কর্ম্ম ত্যাগ করায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব, বারিষ্টার আট ল শ্রীযুত সি বুলনয়স সাহেবকে ভিন্ন কৌন্সিলের জুডিশাল কমিটীর পক্ষে ১৮৮১ সালের ১ অক্টোবর অবধি ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টের ঐ রিপোর্টারের পদে নিযুক্ত করিলেন।

আর জে, ক্রেস্থোয়েট
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়—বিজ্ঞাপন।
সিমলা ১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।

৫৮ নম্বর।—নিয়োগ।—সর্জন মেজর শ্রীযুত আর লিউবডেল এম ডি সাহেবের তিন মাসের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে ঐ সাহেবের জন্য আজ্ঞা না হয় বঙ্গদেশের জেল সমূহের ইন্সপেক্টর জনরল সর্জন মেজর শ্রীযুত এ এস লেথব্রিজ সাহেব এম ডি আপন কর্ম্ম ভিন্ন বঙ্গদেশের সানিটরী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিবেন।

সি এ ই
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ফরিন ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন—পোলিটিকাল।
সিমলা ১৮ সাল ১৭ আগষ্ট।

২৩৩ G P নম্বর।—শ্রীযুত এ বি, কর্ সাহেবের অনুপস্থিতি কালে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মন্ত্রিবর শ্রীযুত রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব শ্রীশ্রীমতীর গবর্ণমেণ্টের দূতীকরণাপেক্ষায় আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের পক্ষে একটি কন্সল পদে শ্রীযুত সি সি বাংক্রফট সাহেবের নিয়োগ স্বীকার করিলেন।

এ সি লায়ল
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY AUGUST 30, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট ।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিষ্পত্তি, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3552 A

GENERAL —*The 16th August* 1881 —Baboo Bhobotosh Banerjee Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs, returned from leave on the forenoon of the 10th instant

The 17th August 1881 —Baboo Isser Chunder Mitter Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is transferred to Howrah

The 19th August 1881 —Mr R H Wilson has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India an extension of furlough for 14 days

Baboo Mohendro Nath Seal temporary Sub Deputy Collector, Tipperah, returned from leave on the forenoon of the 9th instant

The 20th August 1881 —Baboo Adhar Lal Sen Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Jessore is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

The 23rd August 1881 — Mr F J G Campbell, Officiating District and Sessions Judge Rungpore is appointed to be a District and Sessions Judge of the Second Grade with effect from the 13th instant

Mr H W Gordon Temporary District and Sessions Judge Mozufferpore, on leave, is appointed to act as District and Sessions Judge of that district with effect from the 13th instant

Mr A Manson, Officiating Magistrate and Collector Chittagong is allowed leave for one month under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant

Mr J Kennedy Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Chittagong is appointed to act as Magistrate and Collector of that district during the absence, on leave of Mr A Manson or until further orders

Baboo Gobindo Mohun Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector Durbhunga is allowed leave for six months under Section 127 of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Baboo Kristo Coomar Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector, Buckergunge, is allowed leave for one month and twenty one days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 26th September next

Baboo Kali Prosonno Sircar Deputy Magistrate and Deputy Collector Bassirhat, 24 Pergunnahs is transferred to Noakholly

Baboo Rajani Nath Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector on deputation as Manager of the Soorapore Estate in Purneah is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Mr I M Reily Deputy Magistrate and Deputy Collector Diamond Harbour 24 Pergunnahs is allowed leave for two months and sixteen days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he availed himself of it

Baboo Tara Prosad Chatterjee Deputy Magistrate and Deputy Collector 24 Pergunnahs is appointed to have charge of the Diamond Harbour division of that district, during the absence on leave of Mr I M Reily or until further orders

Mr F R Middleton Deputy Magistrate and Deputy Collector, Jessore is allowed leave for two and half months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

Moulvie Syed Obedullah Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code

Mr F F Fargher Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Baboo Tarini Coomar Ghose Deputy Magistrate and Deputy Collector, Khoolna Jessore is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that sub division

[*Government Gazette* 30th *August* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৩৫৫২ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১৬ আগষ্ট।—২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাসের ১০ তারিখের পূর্ব্ব হে ছুটীহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১৭ আগষ্ট।—২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র স্বাস্থ্যার্থ প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৯ আগষ্ট।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত আর এচ উইলসন সাহেবকে আর চৌদ্দদিনের নিয়মিত ছুটী দিয়াছেন।

ত্রিপুরার নিম্নকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ শীল এই মাসের ৯ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ছুটীহইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—যশোহরের নিম্নকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমরলাল সেন উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট — রঙ্গপুরের একটি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এফ, জে ক্লি, কাম্বেল সাহেব এই মাসের ১৩ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটী প্রাপ্ত মজঃফরপুরের নিম্নকালীন ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, গর্ডন সাহেব এই মাসের ৩ তারিখ অবধি উক্ত জিলার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ মাক্সন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ মাক্সন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যার অন্যথা আজ্ঞা না হয় চট্টগ্রামের একটি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে ক্লেলেণ্ড সাহেব উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

বারভঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু গোবিন্দমোহন ঘোষ যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ২৭ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজমহলের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকুমার সেন সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখ অবধি এক মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাকপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার নওয়াখালীতে প্রেরিত হইলেন।

পুরুলিয়ার অন্তর্গত হুগলীপুর ষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার অন্তর্গত কলাগাছীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই এম রাইলী সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাস ষোল দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত ই এম, রাইলী সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকাল অথবা যার অন্যথা আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় উক্ত জিলার অন্তর্গত কলাগাছী মহকুমার কার্য্যভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ই, আর মিডলটন সাহেব অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণের তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আড়াই মাসের ছুটী পাইলেন।

নওয়াখালীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আবদুল্লা সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনার একটি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এফ, ই পারগিটর সাহেব উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

যশোহরের অন্তর্গত খুলনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারিণীকুমার ঘোষ উক্ত মহকুমায় ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

Baboo Hurri Mohun Sanyal Temporary Sub Deputy Collector, Jamui Monghyr is transferred to the district of the Southal Pergunnahs for employment on settlement work in that district

Baboo Koylas Chunder Chatterjee, Sub Deputy Collector, Banka, Bhagulpore is transferred to the district of the Southal Pergunnahs, for employment on settlement work in that district

Moulvie Nazimuddin Ahmed Temporary Sub Deputy Collector, Arrareah Purneah is transferred to the district of the Southal Pergunnahs for employment on settlement work in that district

Baboo Baroda Das Bose Temporary Sub Deputy Collector Narail, Jessore is appointed to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade, *vice* Baboo Gopal Chunder Banerjee deceased

Baboo Baroda Das Bose is also appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the First Grade

Baboo Khudiram Poddar Officiating Sub Deputy Collector Bagirhat Jessore, is appointed temporarily to be a Sub Deputy Collector of the Second Grade, *vice* Baboo Baroda Das Bose

Mr J Anderson Officiating Magistrate and Collector Bankoorah is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th proximo

Mr R C Dutt Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector Bankoorah is appointed to act as Magistrate and Collector of that district, during the absence on leave of Mr J Anderson or until further orders

Baboo Kali Nath Bose Deputy Magistrate and Deputy Collector Bhagulpore is allowed leave for four months under Sections 127 and 139 of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the order of the 17th June last

POLICE —*The 23rd August* 1881 —Mr E M Showers District Superintendent of Police, Nuddea is allowed leave for two months under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 16th instant

Mr W M Calbraith Officiating Assistant Superintendent of Police Nuddea is appointed temporarily to have charge of the office of the District Superintendent of Police of that district with effect from the 16th instant

Mr G A Fisher Assistant Superintendent of Police, is appointed to act until further orders as a District Superintendent of Police in Assam with effect from the 8th May last

Mr G H P Livesay is re appointed to act, until further orders, as an Assistant Superintendent of Police in Assam with effect from the 8th May last

Mr W B Savi Assistant Superintendent of Police is appointed to act until further orders as a District Superintendent of Police in Assam with effect from the 12th June 1881

REGISTRATION —*The 23rd August* 1881 —Moulvie Abdool Hye is appointed to be Special Sub Registrar of Chumparun *vice* Moulvie Syed Ali Gulib Khan resigned

EDUCATION —*The 20th August* 1881 —Moulvie Abdool Hak Khan is appointed to be a member of the District School Committee of Noakholly *vice* Moulvie Anwaruddin Khan resigned

The 22nd August 1881 —Baboo Bireswar Mitra, M A, Head Master Krishnaghur Collegiate School is allowed leave for six months, under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the order of the 11th January last

The following gentlemen are appointed to be Additional Members of the District School Committee of Hooghly —

The Sub Divisional Officer of Serampore | The Sub Divisional Officer of Jehanabad

Baboo Jogendra Nath Bandopadhya M A, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Hooghly

[*Government Gazette, 30th August* 1881]

মুঙ্গেরের অন্তর্গত জমুইয়ের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরিমোহন সান্যাল সাঁওতাল পরগনা জিলার বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে সেই জিলায় প্রেরিত হইলেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত সাঁওতার সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাঁওতাল পরগনা জিলার বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে সেই জিলায় প্রেরিত হইলেন।

পুরনিয়ার অন্তর্গত আরিয়ার কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মাজিমুদ্দীন সাঁওতাল পরগনা জিলায় বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে সেই জিলায় প্রেরিত হইলেন।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওনাবধি যশোহরের অন্তর্গত মড়াইলের কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বরদাদাস বসু দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু বরদাদাস বসুর পরিবর্ত্তে যশোহরের অন্তর্গত নাটোরহাটের একটি সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কুঞ্জলাল মোদ্দার কিয়ৎকালের নিমিত্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বাঁকুড়ার একটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জে আণ্ডরসন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি মাসের ৫ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত জে, আণ্ডরসন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাঁকুড়ার একটি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত আর সি দত্ত উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ভাগলপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ বসু গত জুন মাসের ১৭ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ও ১৩৯ ধারামতে চারি মাসের ছুটী পাইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—নদীয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ই এম শোয়ার্স সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৬ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

নদীয়ার পোলীসের এ টি, আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ এম, গ্লাসব্রেথ সাহেব এই মাসের ১৬ তারিখ অবধি কিছু কালের নিমিত্তে উক্ত জিলার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত সি এ লিশর সাহেব গত মে মাসের ৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় আসামে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত জি, এচ পি লা বসে সাহেব, গত মে মাসের ৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসামে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ বি, সাবি সাহেব ১৮৮১ সালের ২ জুন অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, আসামে পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত মৌলবী সৈয়দ আলিকিল্লি খাঁ কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হাফিজ চাম্পারণের বিশেষ সব রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত মৌলবী অনওয়ারুদ্দীন খাঁ কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুত মৌলবী আবদুল হক খাঁ নওয়াখালী জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মিত্র এম এ, গত জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭৭ ধারামতে ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলী জিলার স্কুল কমিটীর আডিশ্যনল মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীরামপুর মহকুমার নগরপক্ষ।　　।　　জাহানাবাদ মহকুমার গ্রামপক্ষ।

হুগলীর একটি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

The 23rd August 1881 —Mr Syed Abdur Rahman, Barrister at Law Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Dinagepore is appointed to be a Member of, and Secretary to the District School Committee of Dinagepore, *vice* Baboo Nobin Chunder Das, transferred

MEDICAL —*The 22nd August* 1881 —Surgeon J C Smith of the 37th Regiment Bengal Native Infantry Buxar Julpigoree is appointed to have civil medical charge of that station in addition to his own duties *vice* Surgeon Major T P Wright, deceased

The 23rd August 1881 —Surgeon C P Lukis of the 40th Regiment N I is appointed to have medical charge of the Lock Hospital at Barrackpore, in addition to his other duties *vice* Surgeon Major H S Muir, on leave

MARINE —*The 18th August* 1881 —Under the provisions of Section 2 of Act V (B C) of 1867 (an Act to provide for the Periodical Survey of Steam Vessels in the Port of Calcutta) and with the previous sanction of the Government of India the Lieutenant Governor has appointed Mr D Mitchell Assistant Builder and Surveyor in the Government Dockyard Kidderpore temporarily to be a Surveyor for the purposes of the said Act

PORT TRUST —*The 23rd August* 1881 —The following gentlemen are reappointed to be Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta, under Act V (B C) of 1870 —

Baboo Doorga Churn Law
Captain W J Searle Superintendent of Marine Eastern Division

ROAD CESS —*The 20th August* 1881 —The Lieutenant Governor is pleased to appoint the following gentlemen to form a Branch Road Cess Committee at Jehanabad in the district of Gya —

The Collector of the District Chairman		*Ex officio*
Sub Divisional officer Vice Chairman		*Ex officio*
Mr W B Chardon	Zemindar	*Members*
Baboo Gokhul Chand Purohit	do	*Members*
Thakur Narain Singh	do	*Members*
Intiraj Singh	do	*Members*
Lachhman Pershad Singh	do	*Members*
Moulvie Fazal Ullah	do	*Members*
Kabiruddin Ahmed	do	*Members*

The Lieutenant Governor is pleased to appoint the following gentlemen to form a Branch Road Cess Committee at Aurungabad in the district of Gya —

The Collector of the District Chairman		*Ex officio*
Sub Divisional Officer Vice Chairman		*Ex officio*
Maharajah Kumar Bhikham Narain Singh	Zemindar	*Members*
Baboo Sumbhoo Pertap Narain Singh	do	*Members*
Thakur Singh	do	*Members*
Shah Rashid Narain Singh	do	*Members*
Narainadeo Narain Singh,	do	*Members*
Ahiaram Singh	do	*Members*
Parbhu Dyal	do	*Members*

In supersession of the notification of the 9th June last the Lieutenant Governor is pleased to appoint the following gentlemen to form a Branch Road Cess Committee at Nowada in the district of Gya —

The Collector of the District Chairman		*Ex officio*
Sub Divisional Officer Vice Chairman		*Ex officio*
Sub Deputy Collector at Nowada		*Members*
Baboo Kunal Narain Singh,	Zemindar	*Members*
Talkut Sahu	do	*Members*
Purman Narain Singh	do	*Members*
Lala Nandan Shahu	Sub Inspector of Schools	*Members*
Moulvie Zinar Husein,	Mookhtem	*Members*
Mewa Lall	do	*Members*
Moulvie Fazal Hosein	Zemindar	*Members*
Quazi Afzal Ali	do	*Members*
Baboo Mahapat Singh	do	*Members*
Lalji Sahu	do	*Members*

[*Government Gazette, 30th August* 1881]

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু মণীন্দ্রচন্দ্র দাস স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে দিনাজপুরের একটিং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বারিষ্টার আট ল শ্রীযুত সৈয়দ আবদুর রহমান দিনাজপুর জিলার স্কুল কমিটীর মেম্বর ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।—সর্জন মেজর টি পি বাইস সাহেব মৃত্যু হওয়াতে জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার বঙ্গদেশীয় ৩৭ সংখ্যক পদাতিক পল্টনের সর্জন শ্রীযুত জে সি স্মিথ সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত উক্ত ষ্টেশনের সিবিল চিকিৎসকের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—সর্জন মেজর শ্রীযুত এচ এস মুর সাহেব ছুটী লওয়াতে ৫০ সংখ্যক বঙ্গদেশীয় পদাতিক পল্টনের সর্জন শ্রীযুত সি পি লিউকিস সাহেব আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত বারাকপুর লাক হাস্পাতালের চিকিৎসাকার্য্যের ভারগ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

সমুদ্র সম্পর্কীয়।—১৮৮১ সাল ১৮ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা বন্দরে বাষ্পীয় জাহাজের অবস্থার সন্ধান নিরূপিত সাধের লওনের বিধান করিবার ১৮৬২ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ২ ধারার বিধানমতে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বিদিরপুরস্থ গবর্ণমেন্টের ডকইয়ার্ডের আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র ও সরবেয়র শ্রীযুত ডি, মিচেল সাহেবকে উক্ত আইনের কার্য্য পক্ষে কিয়ৎকালের জন্যে সরবেয়রের পদে নিযুক্ত করিলেন।

লোট্রি ট্রিকিট বিষয়ক।—১৮৮১ সালে ২৩ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৫ ধারামতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ লাহা।

পূর্ব্বপদস্থ মেরিনু সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তান শ্রীযুত ডবলিউ এম, সেরল সাহেব।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে গয়া জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদের শাখা পথকর কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

জিলার কালেক্টর সাহেব সভাপতি মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি	স্বং পদোপলক্ষে।
জমীদার শ্রীযুত ডবলিউ সি চার্ডন সাহেব, " " বাবু গোকুলচাঁদ পুরোহিত " " ঠাকুর নারায়ণ সিংহ " " তীর্থরাজ সিংহ " লক্ষ্মণ প্রসাদ সিংহ, মৌলবী নজরউল্লা " কমরুদ্দীন আহমদ	সেম্বর।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে গয়া জিলার অন্তর্গত আরজাবাদের শাখাপথকর কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

জিলার কালেক্টর সাহেব সভাপতি মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি	স্বং পদোপলক্ষে।
জমীদার শ্রীযুত মহারাজা কুমার তিথনারায়ণ সিংহ বাবু শম্ভুপ্রতাপ নারায়ণ সিংহ " বাবু ঠাকুর সিংহ " " " শিবপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ " " " নবরঙ্গদেব নারায়ণ সিংহ " " " আচিরদেব সিংহ " " শ্রীভুবনাথ	সেম্বর।

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব গত জুন মাসের ৯ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া নিম্নলিখিত মহাশয়দিগকে গয়া জিলার অন্তর্গত নবরত্নের শাখাপথকর কমিটীস্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

জিলার কালেক্টর সাহেব সভাপতি মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি	স্বং পদোপলক্ষে।
নবরত্নের সব ডেপুটী কালেক্টর জমীদার শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ সিংহ " " " নীলকণ্ঠ সাহু " " " পরমানন্দ নারায়ণ সিংহ স্কুলসমূহের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু মদন মোহন সহায় মোক্তার শ্রীযুত মুনশী জাহির হুসেন " " " মেওয়ালাল জমীদার " মৌলবী এনায়েৎ হুসেন " " " কাজী আফজল আলি " " বাবু মহিমৎ সিংহ " " বাবু পালকী সিংহ	সেম্বর

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

The 22nd August 1881 —The following gentlemen are appointed to be Members of the District Road Cess Committee of Hazaribagh —

Mr J Bowman, Tea Planter Seetagurrah, *vice* Mr Maxhubert

" J Auld, Tea Planter Poondri, *vice* Mr W Murray

Baboo Hari Churn Mitter, Pleader and Landholder, Hazaribagh *vice* Baboo Dhormnath Misser

Moonshee Coolab Chund, Pleader and Landholder, Hazaribagh, *vice* Mr W Johnston

The 23rd August 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Members of the Branch Road Cess Committee of Muddehpura, in the district of Bhagulpore —

Moonshi Ghonshayam Lall, *Zemindar*

Baboo Sree Coomar Chowdry, Manager of the estate of Baboo Kedar Nath Chuckerbutty

Baboo Shama Pudo Ghose, Assistant Surgeon, Muddehpura

In supersession of all previous orders the following gentlemen are appointed to be Members of the Tajpore Branch Road Cess Committee in the district of Durbhunga —

The Collector of the District Chairman } *Ex officio*
" Sub Divisional Officer, Vice Chairman }

Baboo Suraj Deo Narain, *Zemindar*

Mr Maxwell Smith of Hursingpore Factory

Moulvie Waris Ali, Temporary Sub Deputy Collector

Mr Walter Mackenzie of Jetwarpore

R Abercrombie Manager Nurhun Estate

Baboo Godar Pershad *Zemindar*

Mr M a Naghten of Kazulpore

The following Notification is republished from the *Assam Gazette* —

No 161 —*The 12th August* 1881 —During the absence on privilege leave of Colonel A K Comber Deputy Commissioner of Darrang Mr A J Primrose Officiating Assistant Commissioner First Grade is appointed to act in the Fourth Grade as Deputy Commissioner of Darrang

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 20th August 1881 —In continuation of the notification of the 28th June 1881, published in the *Calcutta Gazette* of the 29th idem, it is hereby notified that Mr G H P Livesay Officiating Assistant Superintendent of Police Assam passed in Assamese by the Lower Standard at the first half yearly departmental examination of Assistant Magistrates and others in 1881

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 11th August 1881 —Under the provisions of Section 5 of Act XV of 1881 (the Indian Factories Act) the Lieutenant Governor is pleased to appoint the Civil Surgeon of Maldah to be Certifying Surgeon for the whole of that district

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 23rd August 1881 —In the exercise of the power conferred on him by Section 78 Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor sanctions the levy of a fee on the registration of carts in the Sasseram Municipality in the district of Shahabad

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 30th August* 1881]

১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাজারীবাগ জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মাক্সওয়ট সাহেবের পরিবর্ত্তে সীতাগড়ের চা কর শ্রীযুক্ত জে বৌমান সাহেব।

ডবলিউ মরে সাহেবের পরিবর্ত্তে পুল্লির চা কর শ্রীযুক্ত জ ওলড সাহেব।

বাবু ধর্ম্মনাথ মিশ্রের পরিবর্ত্তে হাজারিবাগের উকীল ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ মিত্র।

ডবলিউ জনষ্টন সাহেবের পরিবর্ত্তে হাজারিবাগের উকীল ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মুন্সী গোলাবচাঁদ।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত মন্ধেপুরার শাখাপথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জমীদার শ্রীযুক্ত মুনশী মনশ্যাম লাল।

বাবু কেশবনাথ চক্রবর্ত্তীর ইষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকুমার চৌধুরী।

মন্ধেপুরার আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাপদ ঘোষ।

পূর্ব্বের সকল আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। নিম্নলিখিত মহাশয়েরা দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত জাঞ্জপুরের শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরে পদে নিযুক্ত হইলেন।

কিলর কালেক্টর সাহেব সভাপতি
নরকুমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিনিধি সভাপতি } স্বং পদোপলক্ষে।

জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যদেব নারায়ণ।

জরসি কার বুরীর শ্রীযুক্ত মাক্সওয়েল স্মিথ সাহেব।

কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী ওরাবিস আলি।

জেতওয়ারপুরের শ্রীযুক্ত ওয়ালটর মাকেঞ্জি সাহেব।

মহন ইষ্টেটের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আর, আবরক্রম্বি সাহেব।

জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ প্রসাদ।

বাজিদপুরের শ্রীযুক্ত মাকনাটেন সাহেব।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

৬১ নম্বর।—১৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।—বঙ্গের ডেপুটী কমিশনর কর্ণেল শ্রীযুক্ত এ কে কোম্বর সাহেবের অনুরোধ ক্রমে ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে প্রথম শ্রেণীর একটি আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত এ কে ফ্রিমরোস সাহেব বঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীমতে ডেপুটী কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হবেস এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—১৮ সালের জুলাই মাসের ৫ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত ঐ সালের ২৮ জুনের বিজ্ঞাপনানুসারে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের প্রথম ভাগে কার্য্যবিভাগ সংক্রান্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির যে পরীক্ষা হয় তাহাতে আসামের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি এচ, পি, লাইবসে সাহেব নিম্নতন কষ্টিবলে আসামী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

হবেস এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১১ আগষ্ট। শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মানভূমের সিবিল চিকিৎসককে ভারতবর্ষীয় কারখানাবিষয়ক ১৮৮১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে উক্ত জিলার সর্ব্বত্র ফ্যাক্টরি সার্জনের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৭ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে আমি সরিয়াতিমি শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত শাসিরাম মুনিসিপালিটীর মধ্যে গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করিবার ফী আদায় করণের অনুমতি দিলেন।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF LOHARDUGGA

The 23rd August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Lohardugga have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the following rates, being the maximum rates, and the said rates having been approved by the Commissioner of the Division, are hereby published for general information —

1 Six pies, or two pice on each rupee of the annual value of lands

2 Six pies, or two pice, on each rupee of the annual net profits of mines, quarries, tramways, railways, and other immovable property

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 23rd August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken up by Government at the expense of the Patna Municipality for a public purpose viz the improvement of a Lane in Mohullah Moradpore Mahrampore, it is hereby declared that for the above purpose a plot of land, measuring 1 cottah 2 dhurs 1 dhurkee and 19 phurkee more or less situated in Mohullah Moradpore Mahrampore Thanah Peerbahore Perganah Azimabad in the district of Patna, is required The land is bounded on the north and south by the existing Moradpore Lane on the east by the houses of Baboo Kumhar, Dhakhiya Titia and Punchum on the west by the houses of Ram Sahay Mithoo, and Kunhai

This declaration is made under the provisions of Section 6, Act X of 1870, to all whom it may concern

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 23rd August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose viz for improving Sikdarparah Street in the Town of Calcutta, it is hereby declared that for the above purpose pieces of land Nos 376 Upper Chitpore Road 21, 22 23, 24 25 26, 33, 10 and 9 1 Sikdarparah Street, and 26 and 28 Rutton Sircar's Garden Street, measuring more or less 4 cottahs 10 chittacks and 5 square feet are required The descriptions of the lands are as follow —

Portion marked A on plan, a strip of land to the north of Sikdarparah Street, and east of Chitpore Road of the average width of 7 feet more or less bounded on the north by the portions not to be acquired, of premises No 376 Upper Chitpore Road, and premises Nos 21 22, 23, 24, 25, 26 and 33 Sikdarparah Street

Portion marked B on the plan bounded on the north and east by Sikdarparah Street on the south by premises Nos 9 1 and 10 Sikdarparah Street, on the west by premises No 9 1 Sikdarparah Street

Portion marked C on plan bounded on the north by Rutton Sircar's Garden Street, on the east partly by premises No 26, and partly by premises No 28 Rutton Sircar's Garden Street on the south by Sikdarparah Street, and on the west by Rutton Sircar's Garden Street

Plans and specifications of the lands are filed in the office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 30th August* 1881]

লোহারডগা জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে করসম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে লোহারডগা জিলার পথকরসম্পর্কীয় কমিটী নিম্নলিখিত অত্যুচ্চ হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশবর্ত্তের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।—

১। ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৷৷১০ দুই পয়সা।

২। খনিজ ও প্রস্তরের খনির ও ট্রামওয়ের ও রেলওয়ের এবং স্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির বার্ষিক নিট লভ্যের উপর টাকা প্রতি ৷৷০ দুই পয়সা।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ মোরাদপুর মহরমপুর মহল্লার গলি পথের উৎকর্ষ সাধনার্থে পাটনা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে পাটনা জিলার অন্তর্গত আজিমাবাদ পরগণার পিরবহর থানার সামিল মোরাদপুর মহরমপুর মহল্লাস্থিত ন্যূনাধিক ৴১ কাঠা ২ ধুর ১ ধুরকী ১৯ ফুর্কী পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও দক্ষিণ সীমা বর্ত্তমান মোরাদপুরের গলি পথ পূর্ব্ব সীমা বাবু কমধর ও বাক্কিয়া ও ছিতিয়া ও পঞ্চমের বাড়ী, পশ্চিম সীমা রামসহায় বিশ্বুর ও কাণাইয়ের বাড়ী

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ কলিকাতানগরে শীকদার পাড়া ষ্ট্রীটের উৎকর্ষ সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে অপর চিৎপুর রোডের ৩৭৬ নং এবং শীকদার পাড়া ষ্ট্রীটের ২১ ২২ ২৩,২৪ ২৫ ২৬,৩৩ ১০ ও ৯ ১ নং এবং রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীটের ২৬ ও ২৮ নং অর্থাৎ ৴৪৷৷৶ ছটাক ৫ বর্গফুট পরিমিত এই কএক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন উক্ত কএক খণ্ড ভূমির বিবরণ এই,—

নক্সায় A চিহ্নিত অংশ শীকদার পাড়া ষ্ট্রীটের উত্তর ও চিৎপুর রোডের পূর্ব্ব গাত্রে ন্যূনাধিক ৮ ফুট প্রস্থ এক খণ্ড ভূমি ইহার উত্তর সীমা অপ্রয়োজনীয় অ শ, চিৎপুর রোডের ৩৭৬ নং বাড়ী এবং শীকদারপাড়া ষ্ট্রীটের ২ ,২২ ২৩,২৪ ২৫ ২৬ ও ৩৩ নং বাড়ী।

নক্সায় B চিহ্নিত অংশ উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীট, দক্ষিণ সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীটের ৯—১ ও ১ নং বাড়ী পশ্চিম সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীটের ৯—১ নং বাড়ী।

নক্সায় C চিহ্নিত অংশ, উত্তর সীমা রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট, পূর্ব্ব সীমা অংশত রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীটের ২৬ নং ও অংশত ২৮ নং বাড়ী, দক্ষিণ সীমা শীকদারপাড়া ষ্ট্রীট, ও পশ্চিম সীমা রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট।

উক্ত ভূমির নক্সা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্যে কলিকাতা নগরের কমিশ্যনরদের আফিসে রাখা গিয়াছে।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ ।৩০ আগষ্ট।]

DECLARATION

The 23rd August 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Calcutta Municipality for a public purpose viz for the improvement of Badoor Bagan Bustee it is hereby declared that for the above purpose pieces of land No 83 4 Upper Circular Road and No 12 Badoor Bagan Lane measuring more or less two cottahs ten chittacks and forty two square feet are required The boundaries of the lands are as follow —

Portion of premises No 83 4 Upper Circular Road Bounded on the north by premises No 83 4, Upper Circular Road on the east by Upper Circular Road on the south by premises No 83 4 Upper Circular Road on the west by Ramkisen Doss Lane

Portion of premises No 12 Badoor Bagan Lane Bounded on the north by Badoor Bagan Lane on the east by premises No 12 Badoor Bagan Lane on the south by the new Road and on the west by premises No 13 Badoor Bagan Lane

Plans and specifications of the lands are filed in the Office of the Commissioners for the Town of Calcutta for public inspection

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISLH
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 1553A

The 16th August 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at the Sudder Station of the Julpigoree district and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Mr C S Stewart Izardar of Bykuntpore
Mr W K Darby Tea Planter
Baboo Jadub Chunder Dey District Engineer
Bhowanee Churn Ghuttuck Manager Bykuntpore Estates
Hurrish Chunder Dass B L Pleader
Mr W M Green Assistant Conservator of Forests

The 17th August 1881 —The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Baboo Harkishore Roy and Moulvie Enait Ullah of their appointments of Honorary Magistrates of the Brahmanbariah Bench in the district of Tipperah

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the bench at Bihar in the district of Patna and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Moulvie Ali Ahmed Zemindar | Shah Ata Hossain Zemindar

The 19th August 1881 —Baboo Aghore Chunder Hazra B L is appointed to act as a Moonsif in the district of Jessore and to be ordinarily stationed at Natail during the absence on leave of Baboo Otool Chunder Ghose or until further order

Baboo Pran Krishna Biswas B L is appointed to act as a Moonsif in the district of Backergunge and to be ordinarily stationed at Perozepore during the absence, on leave of Baboo Kali Prosunno Bose, or until further orders

Moulvie Mahomed ul Nobi Sub Deputy Collector, Sewan Sarun is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Cutwa Bench in the Burdwan District and are vested with the powers mentioned opposite their names —

Baboo Hurri Churn Ghose Government Pensioner	Powers of a Magistrate of the Second Class
Baboo Jagabundu Barat Zemindar Golap Lal Shaha Ram Lall Mookerjee Government Pensioner Denobundho Nath Zemindar Hurri Doyal Chatterjee do	Powers of a Magistrate of the Third Class

[*Government Gazette* 30*th August* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২১ আগষ্ট — রাজকার্য্য [illegible] নিমিত্ত অর্থাৎ [illegible] সাধনার্থে কলিকাতা মুনিসিপ্যালিটীর জন্য [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] অবলম্বন করেন [illegible] শ্রীযুত [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রকাশ হইয়াছে [illegible] বাদ [illegible] খুলিবার কারণের নিমিত্তে অল্পার চিৎপুর রোড উত্তর ৮৩ ৪ নং ও বাহুর বাগান লেনের ১২ অর্থাৎ [illegible] / কাঠা ৪১ বর্গফুট পরিমিত [illegible] ও ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এইরূপ —

অল্পার চিৎপুর রোডের ৮৩ ৪ নং বাটীর [illegible] উত্তর সীমা অল্পার চিৎপুর রোডের ৮৮ নং বাড়ী পূর্ব্বসীমা অল্পার [illegible] দক্ষিণ সীমা অল্পার [illegible] বাড়ী [illegible] রামকৃষ্ণদাসের [illegible]।

বাহুবাগান লেনের ১২ নং বাড়ীর অংশ। উত্তর সীমা বাহুবাগান লেনের ১২ নং বাড়ী দক্ষিণ সীমা [illegible] পশ্চিম সীমা বাড়ীর [illegible] লেনের ১৩ নং বাড়ী।

উক্ত ভূমির নকশা ও বিশেষ বিবরণ সাধারণের দেখিবার জন্য কলিকাতা [illegible] আফিসে রাখা গিয়াছে।

উক্ত ভূমিতে [illegible] থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭৪ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ প্রকাশ হইল।

[illegible]

বঙ্গ [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] সেক্রেটরী।

জুডিশাল ডিপার্টমেণ্ট।

অফিসিয়াল নোটিস।

১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট। — [illegible] হইতে [illegible] সাব রেজিষ্টার [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

টুকুপুরে [illegible] শ্রীযুত [illegible] এম [illegible] সাহেব।

[illegible] শ্রীযুত [illegible] কে [illegible]।

ডিষ্ট্রিক্ট [illegible] শ্রীযুত বাবু [illegible] দে।

বৈকুণ্ঠপুর [illegible] বাবু [illegible] ঘটক।

উকীল শ্রীযুত বাবু [illegible] বি এল

সহকারী [illegible] শ্রীযুত বাবু [illegible] এম [illegible]।

১৮৮১ সাল ১৭ আগষ্ট। — শ্রীযুত বাবু [illegible] ও শ্রীযুত [illegible] উভয়ে [illegible] জিলায় অস্থায়ী [illegible] অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট [illegible] শ্রীযুত [illegible] পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জমীদার শ্রীযুত [illegible] শ্রীযুত [illegible]।

১৮৮১ সাল ১৯ আগষ্ট। — শ্রীযুত বাবু [illegible] অস্থায়ী অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেট [illegible] শ্রীযুত বাবু [illegible] বি এল [illegible] জিলায় [illegible] কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাময়িক [illegible] পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু [illegible] বসু [illegible] শ্রীযুত বাবু [illegible] বি এল বাকরগঞ্জ জিলায় মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া [illegible] রঙ্গপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

সারণের অন্তর্গত [illegible] সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া [illegible] অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া আপনাদের [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

গবর্ণমেণ্টের পেনশনভোগী শ্রীযুত বাবু [illegible]	দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।
জমীদার শ্রীযুত বাবু [illegible]	তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।
শ্রীযুত বাবু [illegible]	
গবর্ণমেণ্টের পেনশনভোগী শ্রীযুত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়	
জমীদার শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু নাথ	
, , বাবু হরিদয়াল চট্টোপাধ্যায়	

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

The 20th August 1881 —Baboo Atul Behary Moitra Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Midnapore is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

The 23rd August 1881 —Moulvie Bazlul Karim, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Purnea is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

Baboo Upendra Chunder Ghose Munsif of Nubigunge in the district of Sylhet on leave is transferred temporarily to the district of Midnapore and to be ordinarily stationed at the Sudder station of that district during the absence on leave, of Baboo Benode Behary Chowdry or until further orders

Baboo Upendra Chunder Ghose is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 50

Baboo Gunesh Chunder Chowdry Subordinate Judge and Small Cause Court Judge, Rajshahye is allowed leave for two months under Section 72 1 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 23rd proximo

JURATUM —*The 20th August* 1881 —In the notification dated the 30th June 1881 published in Part I page 694 of the *Calcutta Gazette* of the 6th ultimo appointing certain gentlemen to be Honorary Magistrates for the Sudder Bench in the district of Backergunge *for* Mr J H Reily Superintendent of Nawab Ashanullah's Estates in Backergunge *read* Mr J H Reily Agent to Nawab Ashanullah of Dacca

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIF —*The 18th August* 1881 —Baboo Mohendronath Roy Sirkar Moonsif of Alipore in the district of the 24 Pergunnahs, is allowed leave of absence for 15 days under Section 127 of the Civil Leave Code with effect from the 6th of August 1881

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 3rd August 1881 —It is hereby notified that Nobin Chundra Ghose late Head Clerk of the office of the District Superintendent of Police Dacca, who has been sentenced to four years rigorous imprisonment and to pay a fine of Rs 200 or in default to undergo a further term of imprisonment for six months on conviction of criminal breach of trust as a public servant and forgery is declared incapable of serving Government again in any capacity

The following descriptive roll of the late Head Clerk is published for general information —

Descriptive Roll of Nobin Chundra Ghose

[illegible]	[illegible]	Sex	[illegible]	Religion	Caste	[illegible]	Sentence
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 10th August 1881 —It is hereby notified, under the provisions of Section 15 of Act V of 1861 that the villages of Deotola Bhajara Karatollah Kochanchara Talleshur Soubara Jafrabhah Amtollee Banus Bolabunnah Golaghata Katakhali Lattabunnah, and Barokatolah in the Perozpur sub division in the district of Backergunge being still in a very disturbed and dangerous state owing to the existence of disputes regarding the possession of lands and collection of rents, and owing to the animosity between the rival parties whilst the disputes in which the new village of Bokaibooneah is involved are likely to

১৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—মেদিনীপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অটলবিহারী মৈত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—পুরীর সাময়িক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী বজলল করিম প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরীর ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হুগলি জিলার অন্তর্গত নবীগঞ্জের ছুটী প্রাপ্ত মুন্সেফ শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি এল কিয়ৎ কালের জন্যে মেদিনীপুর জিলায় প্রেরিত হইয়া সাংনোড় সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজশাহীর সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু গণেশ চন্দ্র চৌধুরী সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২ ধারামতে আগামি মাসের ২৩ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

অশুদ্ধিশোধন।—১৮৮১ সাল ২০ আগষ্ট।—বাকরগঞ্জ জিলার সদর মোকামে অতিরিক্ত মাজিষ্ট্রেটের পদে কএক মহাশয়ের নিয়োগ বিষয়ক গত জুন মাসের ৩৬ তারিখের যে বিজ্ঞাপন গত মাসের ১২ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা যায় তাহাতে সরাব আশা মুল্লার বাকরগঞ্জস্থ কন্ষ্টেবল সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত জে এচ, রাইলী সাহেব এইং করার পরিবর্ত্তে ঢাকার সদর তাহাসিলদার কর্ম্মচারি শ্রীযুত জে এচ রাইলী সাহেব পাঠ করিতে হইবে।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৮ আগষ্ট।—২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় সিবিল কার্য্যকারকের ছুটীর বিধির ১২৭ ধারামতে ১৮৮১ সালের ৬ আগষ্ট অবধি পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

করেল এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮১ সাল ৩ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ঢাকার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের আফিসের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কেরাণী শ্রীযুত চন্দ্রমোহন চন্দ্রঘোষ স্বাক্ষরকর্ম্মচারী হইয়া অপরাধজন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃত্রিম কাগজের দ্বারা জালবাজি প্রমাণহওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত চারি বৎসরের কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড এবং দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে আর ছয় মাসের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হওয়াতে আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ করা গেল।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান কেরাণীর বিবরণ সর্ব্বসাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

চন্দ্রমোহন ঘোষের বিবরণ।

পিতার নাম সুদ্ধ নাম।	উচ্চতা ও শরীরের অন্যান্য বিশেষ চিহ্ন।	পুরুষ কি স্ত্রী ও বয়স	ধর্ম্ম ও জাতি।	বাসস্থান।	অপরাধ।	যে দ্বারা ধরা পড়ে।	দণ্ডআজ্ঞা।
রামমোহনের পুত্র শ্রীযুত চন্দ্রমোহন ঘোষ।	কুট পা। ইঞ্চি উচ্চ শ্যামবর্ণ বাম হাতের কব্জীতে আঁচিল ডাহিন হাতে বসন্তের টীকার দাগ।	পুরুষ প্রায় ৩৬ বৎসর।	হিন্দুবাঙ্গালি সদ্গোপ।	হুগলী জিলার অন্তর্গত হুগলী পোলীস থানার পাচ বী।	কেরাণী হইয়া অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃত্রিম কর।	ঢাকার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিসের প্রধান কেরাণী	কঠিন পরিশ্রম সহিত চারি বৎসরের কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থ দণ্ড দণ্ডের টাকা না দিলে আরও ছয় মাসে কারাদণ্ড।

করেল এ কক্রেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ আগষ্ট।—১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমার সামিল মেঘলা ও টেকাবাড়ী ও করাইটোলা ও কোটেল চারা ও তারেশ্বর ও সোণাডিয়া ও জাফরাখালী ও আমতলী ও বামনা ও বলাইবনিয়া ও গোপাখালি ও কাটাখালী ও শতাবনিয়া ও বড়কাটালিয়া গ্রামে জমির দখল ও খাজানা আদায় লইয়া এবং বিবাদি পক্ষদ্বয়ের বিদ্বেষহেতু অদ্যাপি গোলযোগ ও অশান্তাবস্থা থাকায় এবং বলাইবুনিয়া নামক নূতন গ্রামে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হওয়াতে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

ead to a breach of the peace the Lieutenant Governor has sanctioned the retention of a educed special force of 1 Sub Inspector 2 Head Constables and 30 Constables for a further period of three months, commencing from the 16th August 1881 to be quartered at the sai fifteen villages for the purpose of keeping the peace between the members of the family of the Bamna Chowdhuries and their rivals re pecting the estate known as Joour Bamna Bamna

2 The total cost of the force noted below will be assessed and levied from the inhabitants of the villages in proportion to their respective means —

	Rs	A	P
One Sub Inspector Fourth Grade	50	0	0
Two Head Constables First Grade @ Rs 25	50	0	0
Twenty Constables First Grade @ Rs 9	180	0	0
Ten Constables Second Grade @ Rs 8	80	0	0
Pensionary charges @ 2 annas per rupee	45	0	0
Contingencies @ 10 per cent	36	0	0
One Sub Inspector's boat hire	20	0	0
Hire of two dak boats @ Rs 25 each	50	0	0
Total	511	0	0
or for three months	1,533	0	0
Clothing allowance of 32 men for three months	32	0	0
Repairs of barracks	40	0	0
Grand total for three months	1 605	0	0

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT —BENGAL

The 18 h August 1881

No 233 —Posting —Bunoo Kally Podo Sen, Assistant Engineer Second Grade who has recently been transferred from the Military Works Branch to Bengal reported his arrival in Calcutta on the forenoon of the 18th instant and is posted to the Julpaigoorie Division

The 22nd August 1881

No 234 —Notification —Mr H L B Frost Assistant Engineer Second Grade Arrah Division passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 6th June last

No 235 —Posting —With reference to Government of India, Public Works Department Notification No 185 dated the 13th May last Mr D I Hogarth Executive Engineer First Grade is posted to the Office of the Superintending Engineer Western Circle which he joined on the afternoon of the 11th instant

H C LEVINGE
Secy to the Govt of Bengal
P W Dept

ACCOUNTS

The 22nd August 1881

No 237 —Declaration under Section 6 of Act X of 1870 of the Government of India — Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for making bricks it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 23 beeghas 18 cottahs 2 dhoors of standard measurement situated in village Allygunge, pergunnah Kasimnagar, zillah Dacca bounded on the north by the land of Sheik Bikani

[*Government Gazette, 30th August* 1881]

শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব জুরার রামনারায়ণ নামক ইষ্টেট সম্পর্কে বামনার চৌধুরী গোষ্ঠী ও তাহাদের প্রতিযোগি দলের মধ্যে শান্তি রক্ষার্থে একজন সব-ইন্সপেক্টর, দুই জন হেড কনষ্টবল ও বিশ জন কনষ্টাবলের স্থানীকৃত এক বিশেষ পোলীস দল উক্ত গ্রামে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১৬ তারিখঅবধি তিন মাসের জন্যে রাখিবার অনুমতি দিলেন।

২। উক্ত পোলীস দলের নিম্নলিখিত অনুচর খরচ উক্ত সকল গ্রামবাসিদের স্বত্ব অবস্থানুসারে হাঙ্গামাকারীমতে ধার্য্য হইয়া তাঁহা দের স্থানে আদায় করা যাইবে।

	টাকা।
চতুর্থ শ্রেণীর এক জন সব ইন্সপেক্টর	৫০৲
২৪৲ টাকা করিয়া প্রথম শ্রেণীর দুই জন হেড কনষ্টবল	৪৮৲
৯৲ ,, বিশ জন কনষ্টবল	১৮০৲
৮৲ ,, দ্বিতীয় দশ জন কনষ্টবল	৮০৲
লোকশ্যামের উপলক্ষে টাকায় ৵ আনা করিয়া শতকরা ৲ টাকার হিসাবে নৈমিত্তিক খরচ	৪৫৲
এক জন সব-ইন্সপেক্টরের নৌকা ভাড়া	৩৬৲
২৫৲ টাকা কারুয়া দুইখান ডাক নৌকা ভাড়া	৫০৲
মোট	৫১০৲
বা তিন মাসে	১৫৩০৲
৩২ জনের তিন মাসের কাপড় ভর খরচ	৬২৲
বার্ষিক মেরামতের	৪০৲
সর্ব্ব সুদ্ধ তিন মাসের মোট খরচ	১৬৩২৲

হরেন্স এ কফেল
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮১ সাল ১৮ আগষ্ট।

২৩৩ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।— মিলিটারী কার্য্যশাখা বঙ্গদেশ হইতে সম্প্রতি প্রেরিত দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কালীপদ সেন, এই মাসের ১৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া জলপাইগুড়ি খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।

২৩৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—আরা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এচ এফ, সি, ফ্রষ্ট সাহেব গত ৬ জুনে মিয়তর কর্ত্তি মতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২৩৫ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের পবলিকওর্কস ডিপার্টমেন্টের গত মে মাসের ১৩ তারিখের ১৮৫ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত ডি, এফ ফোগার্থ সাহেব পশ্চিম চক্রের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে অবস্থাপিত হইয়া এই মাসের ১১ তারিখের অপরাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এচ সি, লেবিঞ্জ,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

হিসাব বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।

২৩৭ নম্বর।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামত বিজ্ঞাপন।— রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইঁট প্রস্তুত করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে ঢাকা জিলার অন্তর্গত কাসিমনগর পরগনার আলিগঞ্জ গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২৩৬৩ কাঠা ২ ধুর পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন, উক্ত

on the east by the Narsingunge road, on the south by the land temporarily rented by Government for brick making purposes, and on the west by the river Boorigunga, is required

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

LOCAL COMMUNICATIONS

The 22nd August 1881

No 238 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Road Cess Department of the district of Maldah for a public purpose viz for the purpose of an Inspection Bungalow in the village of Jhelim pergunnah Chundlai zillah Maldah it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 12 cottahs of standard measurement, bounded on the north by waste land and a tamarind tree east by waste land south, by waste land and west by waste land is required within the aforesaid village of Jhelim situated on the southern bank of Durgahi Digha

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 239 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an Inspection Bungalow in the village of Kowalol pergunnah Roh zillah Gya it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 3 beegahs and 9 cottahs of standard measurement bounded on the north by the Rachamba Road on the south by the cultivated land of Gandoyal Ghatwal on the east by the cultivated lands of Meghu Ray and Bhawani Ray and on the west by the cultivated land of Sukan Dhobee is required within the aforesaid village of Kowalol

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

RAILWAY

The 22nd August 1881

No 240 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the Executive Engineer's bungalow in the village of Motihari pergunnah Mongha zillah Champaran it is hereby declared that for the above purpose, a piece of land measuring more or less 21 beeghas 11 cottahs 1 chittack of standard measurement bounded on the north by existing road on the south by other lands of the village on the east by the Motihari lake on the west by other lands of the village is required within the aforesaid village of Motihari

This declaration is made under the provisions of section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL *Major*, R E C
Asst Secy to the Govt of Bengal, W Dept

The 23rd August 1881

No 241—*Posting* —With reference to Government of India Public Works Department Notification No 221 dated the 16th June last Mr B W Cantopher Assistant Engineer 1st Grade reported his arrival at Calcutta on the forenoon of the 22nd August 1881, and is posted to the South Western Circle

No 242—*Leave* —Mr A W U Pope Officiating Traffic Superintendent, Tirhoot and Patna Gya State Railways is granted one month and ten days privilege leave with effect from 1st September 1881 or such subsequent date as he may avail himself of it

H C LEVINGE,
Secy to the Govt of Bengal
P W Dept

ভূমির উত্তর সীমা শেখ রিকামির জমি পূর্ব্ব সীমা নারায়ণগঞ্জ পথ, দক্ষিণ সীমা ই কবিরাজ জমে কিয়ৎকালের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাজানা করিয়া লওয়া জমি ও পশ্চিম সীমা বুড়িগঙ্গা নদী।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

স্থানীয় বন্দোবস্তি বিষয়ক।
১৮৮১ সাল ২২ আগষ্ট।

২৩৮ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত অর্থাৎ মালদহ জিলার অন্তর্গত চন্দ্রপাট পরগণার জেলিগ্রামে ইন্সপেকশন বাঙ্গালাঘর করিবার জন্যে মালদহ জিলার পথকর সম্পর্কীয় কার্য্য বিভাগের ব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত জেলিগ্রামে দরগাহি দীঘীর দক্ষিণ তীরস্থিত কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ।।২ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সী। পতিত ভূমি ও তেঁতুল গাছ পূর্ব্ব সীমা পতিত ভূমি দক্ষিণ সীমা পতিত ভূমি ও পশ্চিম সীমা পতিত ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৩৯ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ গয়া জিলার অন্তর্গত বোধ পরগণার কৌয়াকোল গ্রামে ইন্সপেকশন বাঙ্গলাঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কৌয়াকোল গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ।৷০ কাঠা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পচম্বা পথ দক্ষিণ সীমা [illegible] ঘাটওয়ালের কাম্য ভূমি পূর্ব্ব সীমা মেঘুরায় ও ভবানী রায়ের কর্ষিত ভূমি ও পশ্চিম সীমা [illegible] কর্ষিত ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

৫২ প্রয়োজন বিষয়ক।
১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

২৪০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ চম্পারণ জিলার অন্তর্গত বোধ পরগণার মাতিহারি গ্রামে একটি কটিন হক্ষ [illegible] বাঙ্গলা ঘর করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মাতিহারি গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ২১।। / ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বর্ত্তমান পথ দক্ষিণ সীমা গ্রামের অন্যান্য ভূমি, পূর্ব্ব সীমা মতিহারী হ্রদ, পশ্চিম সীমা গ্রামের অন্যান্য ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি এফ ই এস নীল মেজর এম সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

২৪১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের গত জুন মাসের ১৯ তারিখের ২২১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বি ডবলিউ বীন্টফর সাহেব ১৮৮১ সালের ২২ আগষ্টের পূর্ব্বে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন রিপোর্ট করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম চক্রে অবস্থাপিত হইলেন।

২৪২ নম্বর।—ছুটী।—ত্রিহুত ও পাটনা-গয়া ষ্টেট রেলওয়ের একটিং ট্রাফিক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এ ডবলিউ ষ্টউ, পোপ সাহেব ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি এক মাস কাল বিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এচ সি লেনিক্স
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

LOCAL COMMUNICATIONS.

The 23rd August 1881

No 244 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose *viz* for the construction of a road from the 24th mile post of the road from Bogra to Dinagepore to the Jeypore Railway Station of the Northern Bengal State Railway passing through the villages of Sakerdarpara Talsome Dasra, Fakirpara, Kelateepara Talabadul, Malopara Baniapara, Chotor, Koorgram, Shobeegaon, Hitchmi, Bamboo, Shagno Haral Panchoorchuck Patterpara Parol, Hatil and Jeypore pergunnahs Sugoonah Kangore and Palladessee zillah Bogra it is hereby declared that for the above purpose a piece of land about 34 300 feet in length and 50 to 55 feet in breadth, measuring more or less 127 booghas 6 cottahs 13 chittacks of standard measurement, is required within the aforesaid villages of Sakerdarpara, Talsome Dasra Fakirpara, Kelatee para Talabadul, Malopara Baniapara, Chotor, Koorgram, Shobeegaon, Hitchmi, Bamboo, Shagno Haral, Panchoorchuck Patterpara, Parol Hatil and Jeypore

This declaration is made, under the provisions of section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

A plan of the land can be seen at the office of the Road Cess Committee of the Bogra district

G F T S NEILL *Major* R E,
Asst Secy to the Govt of Bengal P W Dept

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881]

স্থানীয় বজ্ঞাদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

২৪৪ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত সগুনা গ্রামের ও পরাদাসী পরগনার সকেরদার পাড়া ও ভালসোর ও দাসবা ও ফকীর পাড়া ও কেলাতীপাড়া ও তলাবদল ও মালোপাড়া ও বেণীয়াপাড়া ও চোতর ও কুরগ্রাম ও শবীর্ণা ও হিচমি ও বাবু ও সাগনো ও হরল ও পাঁচুরচক ও পাট্টেবপাড়া ও পায়োল ও হাতিল ও জয়পুর গ্রামের মধ্য দিয়া বগুড়া অবধি দিনাজপুর পর্য্যন্ত পথের ২৪ মাইল নিরূপক স্তম্ভ হইতে বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের জয়পুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথ করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের ছোটলাট লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত সকেরদারপাড়া ও ভালসোর ও দাসবা ও ফকীরপাড়া ও কেলাতীপাড়া ও তলাবদল ও মালোপাড়া ও বেণীয়াপাড়া ও চোতর ও কুরগ্রাম ও শবীর্ণা ও হিচমি ও বাবু ও সাগনো ও হরল ও পাঁচুরচক ও পাট্টেবপাড়া ও পায়োল ও হাতিল ও জয়পুর গ্রামে ৩৪,৩০০ ফুট দীর্ঘ ও ৫০ অবধি ৫৫ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ কর্ষিতে সুমারিক ১৭৭।১৬/ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের ধরণ ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নকশা বগুড়া জিলার পথকর কমিটীর আফিসে দেখা যাইতে পারিবে।

জি, এফ, ই, এল নীল মেজর এম, এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টেণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩ আগষ্ট

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 30, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার সকল।

বঙ্গদেশের এই২ জিলাতে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্ব দুই সপ্তাহ

৮০ ক্ষোলাতে সেরের হিসাবে

জিলা	গম			যব।			জাল চাউল।			সামান্য চাউল।			কড় ও বাজরা।		
	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গতবৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ	এই সপ্তাহের বিক্রৈ	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈ	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈ
নং।															
নদিয়াবিভাগ জিলা।	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
রঙ্গপুর	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷	৷	৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৷	৷৷৷৷	৷৷৷			
দীনাজপুর	৷৷৷	৷৷	৷৷	৷৷	৷৷	৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷/	৷৷	৷৷৷৷			
দীনাজপুর	৷৷	৷৷	৷৷				৷৷	৷৷	৷৷	৷৷৷	৷৷	৷৷৷৷			
মেদিনীপুর															
হুগলী	৷৷	৷৷	৷৷				৷	৷৷	৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷			
বর্দ্ধমান	৷৷	৷৷৷	৷৷৷				৷৷	৷৷	৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷			
বরাহনগর জিলা।															
চব্বিশ পরগণা	৷৷/	৷৷৷	৷৷৷	৷৷	৷৷/	৷৷	৷/	৷৷৷	৷৷৷/	৷৷	৷৷	৷৷			
নদীয়া							৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷	৷৷৷৷			
যশোহর	৷৷	৷৷	৷৷	৷/	৷৷	৷৷	৷৷৷	৷৷৷/	৷৷৷	৷	৷৷৷/৷৷	৷৷৷			
খুলনা	৷৷	৷৷	৷৷				৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷			
ফরিদপুর	৷৷	৷৷	৷৷				৷৷	৷৷	৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷			
ঢাকা	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷			
ঢাকা জালাপী	৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৷			
রঙ্গপুর	৷৷/	৷৷৷/	৷৷				৷৷	৷৷	৷৷৷/	৷৷	৷৷	৷৷৷			
বগুড়া	৷৷৷	৷৷৷/	৷৷৷				৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷			
পাবনা	৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷				৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷৷			
শ্রীহট্ট	৷	৷	৷	৷	৷	৷	৷	৷	৷	৷	৷	৷			
শ্রীহট্ট জালাপী	৷	৷	৷৷৷৷				৷৷৷/	৷৷৷/	৷ ৷	৷৷৷	৷৷	৷৷			

* বিটন ৷৷৷৷ মধ্যে মধ্যে।

ক নং ৷৷৷৷ সের অবধি —গম ৷২ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত যব ১/ মণ, জাল চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷২৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ২৷৷ মণ অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৷ সের অবধি ৷ ৷৷ সের পর্য্যন্ত।

খ ঐ ঐ —গম ২ সের অবধি ৷২ সের পর্য্যন্ত যব ৷৷২ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ৷/৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ২/ মণ অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৷৷৷ সের অবধি ৷২ সের পর্য্যন্ত।

গ। ঐ ঐ —গম ১৷৷ সের অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল ৷৷২ সের অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২/ মণ অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৷৷৷ সের অবধি ৷ ৷৷ সের পর্য্যন্ত।

ঘ। ঐ ঐ —গম ৷২ সের অবধি ৷২ সের পর্য্যন্ত, জাল চাউল ৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৷৷ মণ অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৷৷ অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত।

ঙ। ঐ ঐ —গম ৷২৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত যব ৷২৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল ৷৷৷৷ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৷৷ পর্য্যন্ত জমেরা (খিচির পুরে) ৷ সের ছোলা ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ২৷৷ মণ ও লবণ ৷৷৷ সের অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত।

চ। ঐ ঐ —গম ৷৷ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত, যব ৷৷৷ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত জাল চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৷ অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানিকাষ্ঠ ২/ মণ অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৷৷ সের অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত।

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খুচরা বিক্রয়ের বাজার দর ।

টাকার মত পাওয়া যায় ।

চোলম ও জোয়ার ।		রাগী বা মাড়ুয়া । ও চীনা ।			জনেরা ।			ছোলা ।			জ্বালানি কাষ্ঠ ।			লবণ ।			
এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	জিলা ।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	
															বর্দ্ধমান ।
															বাঁকুড়া
															বীরভূম ।
															মেদিনীপুর ।
															হুগলী ।
															হাবড়া ।
															মধ্যস্থলের জিলা ।
															কলিকাতা
															২৪ পরগণা
															খুলনা ।
															যশোহর ।
															মুরশিদাবাদ
															দিনাজপুর ।
															রাজশাহী ।
															রঙ্গপুর ।
															বগুড়া ।
															পাবনা
															দার্জ্জিলিঙ্গ ।
															জল পাইগুড়ি ।

ক । গত ৵৮ ৫ ক, জাল ৮ টাকা ৵৯ সের অবধি ৸৷৷৹ সের অবধি ৸৹ সের পর্য্যন্ত ছোলা (অড়াহর) ৵৮ সের , জ্বালানি কাষ্ঠ ২৷৷ সের অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮ সের অবধি ৵৷৷ সের পর্য্যন্ত

খ । ঐ ঐ । —গম ৷৷৹ সের অবধি ৷৷৹ সের পর্য্যন্ত যব ৷৷৹ সের অবধি ১৷ সের পর্য্যন্ত জাল ৮ টাকা ৷৷৹ সের অবধি ৷৷১৷৷ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷১ সের অবধি ৷৷৹ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৷৷ সের অবধি ৸৹ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২৸ মণ অবধি ৩৷৷ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৯ সের অবধি ৵৯৷৷ সের পর্য্যন্ত ।

গ । রাজগঞ্জ বন্দর দর এইরূ ।—গম ৷৷৷৷ সের জাল চাউল ৷৷৹ সের, সামান্য চাউল ৷৷৹ সের ছোলা ৷৹ ৫ ক জ্বালানি কাষ্ঠ ৩/ মণ ও লবণ ৵৹ ৫ ক ।

ঘ । ঘাটোয়ের দর এইরূ ।—গম ৷৷৷৵ সের জাল চাউল ৷৹ সের সামান্য চাউল ৷৷৵৹ সের ছোলা ৷৷৹ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ৩৸৹ সের ও লবণ ৵৯ সের ।

ঙ । মন্ত্র নদের দর এইরূ ।—গম ৷৹ সের অবধি ৷ সের পর্য্যন্ত যব (বাগদে,গরাই) ৷৷৹ সের, জাল চাউল ৷৹ সের অবধি ৷৷২৷৷ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ৷৷১ সের অবধি ৸৹ সের পর্য্যন্ত, রাগীপ্রভৃতি (কুড়িয়াদে) ১/ মণ ছোলা ৷৹ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২/ অবধি ৩/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৷৷ সের অবধি ৵৯ সের পর্য্যন্ত ।

চ । দেবীপুরের দর এইরূ ।—গম ৷৷৷ সের জাল চাউল ৷৹ সের সামান্য চাউল ৷৹ সের ছোলা ৷৷ সের ও লবণ ৵৯ সের ।

ছ । কলিয়ঙ্গের দর এইরূ ।—জাল চাউল ৵৯ সের সামান্য চাউল ৷৹ সের রাগী প্রভৃতি ৷৹ সের জনেরা ৷৹ সের, ছোলা ৵৮ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৪/ মণ ও লবণ ৵৹ সের ।

জ । মধ্যস্থলের দর এইরূ ।—জাল চাউল ৷৹ সের অবধি ৷৹৸ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৷৹ সের অবধি ৷৹ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৵৮ সের অবধি । ৷/ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ১৷৷৹ সের অবধি ২/ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৵৯৷৷ সের অবধি ৵৮ সের পর্য্যন্ত ।

[ঋষিদর্শন সেপ্টেম্বর । ১৮৮১ । ৩৭ আগষ্ট ।]

৮০ তোলায় সেরের হিসাবে

নম্বর	জিলা	গম।			যব।			ভাল চাউল।			সামান্য চাউল।			মসুর ও খেসারি		
		এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব	এই সপ্তাহের হিসেব	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের হিসেব	গত বৎসরের এই সপ্তাহের হিসেব
	পূর্ব্ববিভাগ জিলা।															
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	ঢাকা	ম ।৪॥	।৪॥	।৫৶	১/	১/	৸৹	॥৫	॥৫	॥১॥	৸২	৸৫॥	॥৫			
১৮	ফরীদপুর	॥১	॥১	॥৹	৸৯	৸৯	১/৹	৴৭॥	৴৮	৴৬।	॥৬৭	॥৭	॥১			
১৯	বাকরগঞ্জ	॥৹						॥৹	॥	।৬	৸	৸৹	॥৹			
২	ময়মনসিংহ	ম /৹	।৩॥	।৪				॥৩	।৩	।৯	॥৭	॥৮	॥৫			
২১	চট্টগ্রাম	ম ।২।	।২।	।২।				॥৪	।৩	।৭	॥৪	॥৹	।২			
২	নওয়াখালী।							॥৪	॥৬	॥২	॥৯	৸১	॥৬			
২৩	ত্রিপুরা।	।৪	।৪	।৪				॥২॥	॥৩	॥৩	৸৪॥	৸৪	৸৫॥			
২৪	চট্টগ্রামের পর্ব্বতপ্রদেশ							।৬	।৬	।২।/৹	।৭৶	।৭৶	।৬			
	ত্রিপুরাপর্ব্বত	।২	।২	৴৮				॥৮	৸৹	।৫	৸৮	৸৯	॥২			...
	বেহার															
২৫	পাটনা	।৯	॥১৶।	॥১	৸৭॥	১/	৸৹	।৪	।৫	।২	॥২	॥২	॥৹			
২৬	গয়া	ম ॥৯	॥৯॥	॥৹	৸৭	৸৮	৸৹	।২॥	।২॥	৴৯	॥৹	॥১	।৮			
২৭	শাহাবাদ	।৬॥ ৮	।৭॥	॥৮॥	৸৪	৸৫	৸৹	॥৮॥ ॥ ॥	৮৶॥	।৭৭	॥২ ॥২।	॥২ ॥৩	।৮॥			
২৮	বাহরকলা	ম ।৭	।৮	॥ ৹॥	৸৩	১/৫	৸৭॥	।৪॥	।৮	।২	॥৹	॥৹	।৬॥			
২৯	বগুড়াবরপুর।	॥৹	॥	॥৯	১/	১/	৸৫	।১	।১	।১	।৯	॥৹	।৭			
৩	গাজিপুর	।৭	।৮৫	।৭॥	১/১	৸৮	৸৩	।৭॥	।৭॥	৴৯।	।২॥	।২॥	।৭॥			...
৩১	ছাপরা	ম ॥২	॥২	॥২	১/৯	১।৹	৸৯	।৪	।৪	।২	॥২	॥১	।৫॥			
৩২	মুঙ্গের	।৭৸/৹	।৯৸৶	।৯৸৶	৸২৸৶৹	১/২	৸১॥	।৪৸	।৪॥৶	।২॥/	।৯৸৶	।৯৸৶	।৭৸/			
৩৩	ভাগলপুর	।৫৶	।৫৶	।৭৸৶	১/৪।৶৹	১/।৶	৸৭৸৶	।৭॥৶	।৭॥৶	।৬ ৶১	।৮৶	॥৭৶৹	।৮।/			

৭। অন্যান্য স্থানের দর এই,—গম (আক্কেলগঞ্জে) ॥২ সের যব (আকবরগঞ্জে) ১/৫ সের, ভাল চাউল ।৩ সের অবধি ॥৯ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ॥৬ সের অবধি ৸৯ সের পর্য্যন্ত ছোলা ॥৹ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ১/মণ অবধি ৩/মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৴১৶ সের পর্য্যন্ত।

৮। ঐ ঐ ।—গম (গোয়ালন্দে) ॥১ সের, যব (গোয়ালন্দে) ৸৯ সের ভাল চাউল ।২ সের অবধি ॥৹ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ॥৬ সের অবধি ৸৯ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ।৩ অবধি ॥২ সের বাজে, জ্বালানি কাষ্ঠ ৩/ মণ অবধি ৫/ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৮ সের অবধি ।৹ সের পর্য্যন্ত।

৯। ঐ ঐ ।—গম ॥৹ সের অবধি ॥৭ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ॥৪ সের অবধি ৸৹ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।৹ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ১॥৹ মণ অবধি ৫/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ সের।

১০। ঐ ঐ ।—গম ।৭ সের অবধি ।৪॥ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ।৹ সের অবধি ৸৹ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ।৮ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ।৹ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৮ অবধি ৴১৸ সের পর্য্যন্ত।

১। ঐ ঐ ।— ভাল চাউল (কক্সবাজারে) ॥২ সের সামান্য চাউল ।৭ সের অবধি ৸৹ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ (কক্সবাজারে) ৫।৪ সের, ও লবণ ৴৮ সের।

২। ঐ ঐ ।—ভাল চাউল ।২ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত, সামান্য চাউল ॥৮ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৬ সের অবধি ৮ সের পর্য্যন্ত।

৩। ঐ ঐ ।—গম ৮ সের অবধি ॥১ সের পর্য্যন্ত, যব ৸৯ সের অবধি ১/৫ সের পর্য্যন্ত, ভালচাউল (আধাআধাদরে) ।২॥ সের সামান্য চাউল ॥১ সের অবধি ॥৫ সের পর্য্যন্ত মুগীপ্রভৃতি (সবদরে) ১/৫ সের ছোলা ।৮ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ১/ মণ অবধি ৩॥৹ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৮ সের অবধি ৴৯ সের পর্য্যন্ত।

[*Government Gazette*, 30th August 1881]

[illegible] যায়।

| সোলম ও জোয়ার। | | |

৮০ ছোলার সেরের হিসাবে

নম্বর।	জিলা।	গম।			যব।			জাল চাউল।			সামান্য চাউল।			বজু ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
	বেহার।															
৩৩	পুরনিয়া	৫ ক্ব ২৫ ।৷৬	।।৶	।৶	১৴	১৴	১৴	।।৶	।।	।৶	।।৶	।।৶	।।			
৩৪	মালদহ	।৮	।।৵	।৶।।				।৶	।৶	।৶	।।৪	।। ৪	।।৶			
৩৫	সাঁওতাল পরগণা।	।৫	।৪	।৶				।।৪	।।৪	।৶	।।৶।।	।।৶।।	।।৵			
	উড়িষ্যা।															
৩৬	কটক *	২৫ ।৭৴	।৭৴	।১৬৴				।৶।৶	।।৶	।।	।৷১৴	।।৶।৶	।৷৶	১		
৩৭	পুরী															
৩৮	বালেশ্বর	।৷	।৶	।৶				।।১	।।১	।৶	৸৴	৸৴	।।১			
	ছোট নাগপুর। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।															
৪	রামগড়ীবাগ	২৩ ।৷৶।	।৶	।৶		।।৪	।।৪	।৷	।২	।৷	।৶।।	।৶	।।৪			
৪১	লোহারডগা	৭	।৶	।৷			।।৪	।।৶	।।	।৶	।।৪	।।২	।।৩			
৪২	সিংহভূম	।।৪	।।৪	।২	১৴	১৴	৸	৸২	২	৸২	৸৬	৸৬	৸৬			
৪৩	মানভূম	২৪ ।২	।৫	।৶।	১৴	১৴	।৪	।।৶	।৶	।৶	৸	৸৶	।।৶			

৩১। যব গমের দর এইরূপ।—গম ।২ সের অবধি ।।৬ সের পর্য্যন্ত যব ৴ মন, জাল চাউল ।৬ সের অবধি ১ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৩ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৶ সের অবধি ।।৷ সের পর্য্যন্ত, বুট লাসি কার্ত্তে ১।।৪ সের অবধি ৩৴ মন পর্য্যন্ত, ও সরষে ৴৮ সের।

৩২। বুর্দ্দাতে দর এইরূপ।—জাল চাউল। ৩।।৶ সের সামান্য চাউল ৸১। সের ছোলা ।।১ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ৪৸ মন ও সরষে। সের।

৩৩। যব গমের দর এইরূপ।—গম ।৬ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত যব ৸২ সের অবধি ১৴ মন পর্য্যন্ত, জাল চাউল ।২ সের অবধি ।৬ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৭ সের অবধি ।।৬ সের পর্য্যন্ত, ছাগীপ্রভৃতি ১৴ মন অবধি ১৪ সের পর্য্যন্ত অড়হর ৸৪ সের, অবধি ১৴ মন পর্য্যন্ত ছোলা ।।৩।। সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৪৴ মন অবধি ৮৴ মন পর্য্যন্ত সরষে ৴৸ সের অবধি ৴৮।। সের পর্য্যন্ত

কলিকাতা।
১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।

টাকার মত পাওয়া যায়।

জিলা।	লবণ।			জ্বালানি কাঠ।			ছোলা।			জনেরা।			রাগী বা মাড়ুয়া ও কাঁগনি।			চোলম ও জোয়ার।		
	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়
বেলার।																		
	সের	সের	সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
পুরুলিয়া।	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵				।।৵	।।৵	।৵	১৵	১৵	৩৵	৸৵	৸৵	৸৵
মালদহ।	৸৵।।	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵				।।৵	।।৵	।।৵	৪৵	৩৵	৩৵	৸৵	৸৵	৸৵
সাঁওতাল পরগনা	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	।।৵	।।৵	।।৵	।৵	৫৵	৪৵	৫৵	৸৵	৸৵	৸৵
উড়িষ্যা।																		
কটক * ।																		
পুরী।	১৬৸৵	১৯৸৵	১৮৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵
বালেশ্বর।	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵	৸৵				।৵	।৵	।৵	৩৵	৩৵	৩৵	৸৵	৸৵	৸৵
ছোট নাগপুর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের এজেন্সী।																		
মালাহোরাগ।	৸৵	৸৵	৸৵	৫৵	৫৵	৫৵	৸৵	৸৵	৸৵	।।৵	।।৵	।।৵	৫৵	৫৵	৫৵	৸৵	৸৵	৸৵
লোহারডগা।	৸৵	৸৵।।	৸৵।।	৪৵	৩৷।	৩৷।	।৵	।৵	।৵	।৵	।৵	।৵	৩৷।	৩৷।	৪৵	৸৵।।	৸৵।।	৸৵
সিংহভূম।	৸৵	৸৵	৸৵	৪৵	৪৵	৪৵	।।৵	।।৵	।।৵	।।৵	।।৵	।।৵	৪৵	৪৵	৪৵	৸৵	৸৵	৸৵
মানভূম।	৸৵	৸৵।।	৸৵।।	৪৵	৩৷।	৩৷।	।৵	।৵	।৵	।।৵	।।৵	।।৵	১৷।	১৷।	১৷।	১৷।৵	১৷।৵	১৷০

* । মক সলের দর এই।—গম ।৵ সের অবধি ।৵ সের পর্য্যন্ত যব (গোবিন্দপুরে) ।৵ ৫ রু ডাল চাউল ।৵ ।।৵ সের অবধি ৸৪ সের পর্য্যন্ত লাবান্য চাউল ।।৵ সের অবধি ১৵ মণ পর্য্যন্ত বাজরা (গোবিন্দপুরে) ।।৵ সের ধাগী প্রভৃতি ১৷। সের জনেরা (গোবিন্দ পুরে) ৸২ সের ছোলা ।৵ সের অবধি ।।২ সের ছোলা জ্বালানি কাঠ ৩৷। অবধি ৬৵ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৸৵ সের অবধি ৸৷। সের পর্য্যন্ত।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এফ এম্‌ কিশ্‌,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট)

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত সকল গঞ্জে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্ব

৪০ সেরের

ক্রমিক	নাম	গম।			যব।			ছোলা।			সাধারণ চাউল।			কম ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা	২৸/	২।/	২।৶	১	১৲	৸	৲	৷।।	৷৷	১।।	২।।	৩।।			
২	চট্টগ্রাম	১।৶	১।	১।৶				৲	৷৷	৷৷	৷৷	১৶	১।।			
৩	ঢাকা	২।৶	১।।/	২।।/	৸৶	৸৶	১৶	১।।	১।।	১।।৶	১৶	১/	১।।/			
৪	নারায়ণগঞ্জ							১।৶	১।৶	১ ৷	৷	১।	।।			
৫	হবিগঞ্জ							২।।	২ ৶	২	১।।/	১ ৷	১৸/			
৬	রাইমা	২/	১ ৯	১৸৶৩	১/	১৲	১। ৩	২ /১	২।।৶	।/	৸৩	১৸/	১৲			
৭	বাগেশ্বর	২।।	২।।	২।।				১৸৶	১৸৶	২।।	১।	৷	১৸/			
৮	শ্রী										১৸	১।।৶	২।৶			
	নটর*															

*রিটর ১৷৷ পাউণ্ড বন্ধ নহি।

কলিকাতা
১৮৮১ সাল ১৩ ও ১৪ আগষ্ট।

(Government Gazette 16th August 1881.)

এই সপ্তাহ অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্য দ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ খোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

সের দর ।																		
চোলম ও জোয়ার ।			রাগী বা মাড়ুয়া ও কাঁওনা ।			যবেরা ।			ছোলা ।			মুগ মাষি কাঁই			লবণ ।			
এই সপ্তাহের বিক্রয়	বিগত পূর্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	বিগত পূর্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	বিগত পূর্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	বিগত পূর্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	বিগত পূর্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	বিগত পূর্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	স্থান ।
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
১॥০	১।	২॥				৸/	১৸	২৲	১৷৵	১৷৵	২৲	৵৹	।৵৹	।৵৹	৪৲	৫৲	৪৲	কলিকাতা
									১৸/	১৸৵	১।০				৪।	৫।	৪।/	শেরাজগঞ্জ ।
									১৸৶	১৮৶	২৶	।/	।/	।/	৪৵	৫৲	৪৶০	ঢাকা
									২৲	২৲	২।	।	।।	।	৪৵	৬৵	৪।	ময়মনসিংহ
																		চট্টগ্রাম ।
				৲	১৲	১।/৹	১।	১৵৹	১॥/৹	১/৹	।/৹	।৶	৬৵০	৪/	৫॥৵			পাটনা,
							২।।	২॥	৵৹	।/	।/৪	।/	৪।৶	৪।৶	৪।৶			বালেশ্বর
																		পুরী
																		বউ০*

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ এম কিন

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ ৩০ জানুয়ারী ।)

জেলা বর্দ্ধমান।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন যাইতেছে যে নিম্নের লিখিত বিক্রয়ের শর্ত অনুসারে বর্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেইলওয়ে সি ক্লাশ ভূমি রেইলওয়ে কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ১৮৮১ সালের ২৯ অক্টোবর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ১ কার্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুইপ্রহরের সময়ে জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১। যদি খরিদের মূল্য ১০০ শত টাকার অধিক না হয় তবে নিলামি মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক।

২। খরিদের মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবে কি ক্রয়ের দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিনহইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বাকী টাকা দাখিল করিতে হইবেক ও দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন কাছারী খুলিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে বিক্রয় রহিত ও বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথম স্থানীয় বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারি খরিদারের ঝুকিতে পুনরায় নিলাম করা যাইবেক।

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্করূপে নিলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। নিলাম মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দলিল দেওয়া যাইবেক।

লাটের তারতম্য নম্বর।	জেলা।	পরগণা মৌজা।	যে নম্বর মাইলে জমি আছে।	রেইলওয়ে কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর মোটামুটি পরিমাণ। একর হিসাবে।	বিঘা পরিমাণ।	কার্য্য হত মূল্য।	জমির সরহদ্দ।
১	বর্দ্ধমান	বুড়া পং সুপুর।	৯৬	পশ্চিম	২ ডাংলে ১৯।২।	বিঘ ৪৮৬৪	৭ ৫	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম ৯ মাইলের খুটীর উত্তর বুদবাদ মালের জমির পূর্ব্ব।
২	ঐ	ঐ	৯৫	পশ্চিম	১। ৩২	৮ ৫	১ ৫	৯০ মাইলের খুটীর দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম ভেদিয়ার উত্তর বুদবাদ মালের জমির পূর্ব্ব।
৩	ঐ	ভদ্রা পং মনোহর পাটি।	৯৫	পশ্চিম	১ ২।২	৪।১১।	১	বুদবাদ গ্রামের দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম কাঁদাড়ের উত্তর ভেদিয়ার মালের জমির পূর্ব্ব।

W R LARMINIE *Collector*

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহাল গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব হস্তান্তরাদি ১৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বোপরি উচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল তিন নিদ্ধারিত সময় জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের বিধি কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বর্ত্তমান থাকিবেক রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে খোদকস্তা রাইয়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহা সকলের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। [illegible] টাকার অধিক মূল্য হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। [illegible] বিক্রয় হইবে ডাকপণের চারি আনার এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয় দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা থাকে সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881]

যদি অবশিষ্ট টাকা বাকি না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা হইবেক ও প্রথম ক্রয়ীর বিক্রয়ের ন্যায় পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ক্ষতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহা লের নম্বর।	জিলার রকীর নম্বর।	মহাল ও পর গণার নাম।	জমির পরিমাণ। একর।	বোক	পোল	সদর জমা। দিজ্ঞাবিত রা জস্ব।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩৩৪	৩৫১৬	ভাং রঘুরাম বসু মহার পংচেলি বাটী	২	১	১৮	৩	৯৲	৮৮ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ হইতে বিক্রয়ের জন্য হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি। J. I. B. JANNAY *Offg Collector*

LAND ADVERTISEMENT — ভূমি বিষয়ক ইস্তাহার

জিলা পাবনা।—জমিদারী বিক্রয়ের এস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে, জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ৮ জুন তারিখের প্রাপ্যবাকি রাজস্ব এবং যে সকল বাকী রাজস্বের ন্যায়প্রচলিত আইন মুসারে আদায় হওয়ার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সে সন ১২৮৮ সালের ৪ আশ্বিন সোমবার বি সে প্রকাশ্য কাছারীতে নীলাম বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ২৮ জুলাই।

নম্বর চৌহদ্দি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
৬	বিবি কল্যেপুর প ইস্থ ক সাহি	কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতি।	২৭২ ।/ পু ৩৩/	৯৭।৶ ৮৷৶	ই মহাল ১৮৫৯ ১১ আইনমত বিনাশ পৃথকাছে সরিক মধ্যে কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতির ১৭১৩ ৶পু ৭৭ আনা সদর জমার অংশ এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১২৪	প বি ব স্থ চন্দ্রপ বাস্থ ১৩৩৭	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	২১৯৯।৷৶ পু ৬৷৶	৪৭৶ ।।৶	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত বিনাশ পৃথক আছে সরিকমধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৫৶ পু ১৩।৶ আনা সদর জমার অংশের এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩১	ঐ	ঐ	২৮ ৯।৷৶ পু ৬।৶	৪৭৶ ।।৶	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত বিনাশ পৃথক আছে সরিকমধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৫৶ পু ১৪৶ আনা সদর জমার অংশের এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৪	ঐ	অক্ষয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতি	১৬।।/ পু ২৶	২৭৶ ।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত বিনাশ পৃথক আছে সরিকমধ্যে অক্ষয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতির ৪৮৩। পু ১৮ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৫	ঐ	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	১৬১।।/ পু ২৶	১২। ।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত বিনাশ পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ২৪১৪৶ পু ।। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬০	তা সুজানগর প মাহাম্মদ সাহি	ঐ	৬ ৮। ৫৫ ৩ ১১৭৶	৪৪৲	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত বিনাশ পৃথকাছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৪২২/ চৌদ্দকর ৪১ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬৬	ত কা সকারচাঁদ প আমিরাবাদ	মথুরানাথ সান্যাল প্রভৃতি।	৭৩৬।।/ পু ৬/	৭।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত বিনাশ পৃথকাছে সরিকমধ্যে মথুরানাথ সান্যাল প্রভৃতির ৩৭ । আনা পু ।৷৶ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।

W. M. CLAY *Collector*

জিলা ত্রিপুরা।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আদায়ে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ ইং সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হওয়ার বিধি আছে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৫ আগস্ট।

তপশীল।

মহাল এ রেজেষ্টর	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সমুদায় সাং কি তৌজি ১২৮৮ সাং।	কৈফিয়ৎ।
১০৫	১৪৮	লালপুর জোত ৷৶ আনা কিসমত।	মুনসী বকিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী পি মৃত মুনসী নাকেমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং ভিং মাণিক পাং বাজিকপুর স্টেসন লালঙ্গ জিলে কর্ণফুলপুর হি ৷৶	১১৪ ৷৷০	০	এই দুই অংশের বাকী দাবি নিলাম হইবেক না।
			শ্রীমতী আহামিনন্নেছা বেগম জওজে মুনসী সাহেব মদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং প তথা হি ৷৶	২ ৭৷৷০	০	
			৸০	৪২৯	০	
			মে আলেক জাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর স্টেট মৃত মে জি পি ওয়াইজ সাহেব সা হাল ঢাকা কুমারটুলি থাং সদর হি ৷০ আ।	১৪৩	৭১/১০	প্রকাশ থাকে
			১	৫৭২	৭৮/১০	

যে উক্ত মহালের ৸০ আনা অংশ সদর জমা ৪২৯ টাকা যাহার মালিক মুনসী বকিলদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী আহামিনন্নেছা বেগম বটে তাহার হিসাব ১৮৫৯ ইং ১১ আ ১০ ধারামতে স্বতন্ত্র হওয়াতে ৸৵বশিষ্ট ৷০ আনা অংশ মালিক আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর স্টেট মৃত মে জি পি, ওয়াইজ সাহেব সদর জমা ৪৩ টাকা বটে তাহার উক্ত বাকীর কারণ নিলাম হইবেক।

১৩৭৫	২০৪	উনকতরেছা তালুক কি ৵ আনা প পুরচণ্ডী।	গোবিন্দচন্দ্র পাল পি মৃত রাধামোহন পাল সাং শ্রীবৎসা দাস প গুণা নন্দী খালে টুবগী বাগণা	৮৩৩৷৷৮	৩৬৬৪	
			রামকমোহন কুণ্ডু পি মৃত চন্দ্রমাধব কুণ্ডু সাং মাধপা নগর প বিক্রমপুর থানা শ্রীনগর হাল সাং আহাড়ি শ্রীরামপুর প পুরচণ্ডী।			

G TOYNBEE *Offg Collector*

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881]

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবী বাকী রাজস্বের নামে প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র বুধবার দিবস প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল তারিখ

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার বা লকের নাম।	সদর জমার তাইদ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ
	প্রথম শ্রেণী ইস্তমুরারি বন্দবস্তী মহাল।				
৩৪৬৮ নং	পাড়গাছিয়া পং বালী খড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ত্রিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ভবদাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১১৩৮৸৶৬	৴৩	
৩৪২ নং	তেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগ —			
		বাজে না	১৸ ১৸/৩		
		চৌকীদারী	১১ ।।৶		
		সংক্ষেপ	১৸১১		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ।। আট আনার সদর জমা বাজাপ্ত	৷ ৸৶৷৷		
		চৌকীদারী	৫৬৸/		
		সংক্ষেপ	।।/৫।।		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী রাখিলা ইহা বাদ রকম ।। আনার সদর জমা বাজাপ্ত			
		চৌকীদারী	৫ ৸৸৶৷৷		
		সংক্ষেপ	৫৬৸/	১৮৸৶	এই কলমের বাকীবকেয়া হিসাব হইবে।
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই	।।/৫।	৷৷	

R. C. [illegible] Offg. Collector

জিলা ঢাকা।

বাকী খাজনা জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা ঢাকার মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাবী চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকি রাজস্ব বলে ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ঢাকার কালেক্টরীর সাকেট্ [illegible] কাছারি বাড়ি নিম্ন গুজরে ও প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৩ আগষ্ট।

নম্বর তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক	সদর জমা	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
৯১৭৮	পং কাশীম নগর রকম কিং ।/৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাবদ খাজেক।	মদনমোহন সাহা।	১৸৬ ৶ ।	১২৮৮ সালে সদর খাজনা [illegible]	
	কিসাবপৃথক।				
	পং কাশীম নগর রকম কিং ।।/৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাবদ খাজেক কিং ।।৶।। দ্বীপ।	আজরেফা খাতুন [illegible] খাঁ ও মুন ও [illegible]	৩ ৮ ।/১৸		
	পং কাশীম নগর রকম কিং ।/৮= ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাবদ খাজেক কিং পোয়া খাস বাটি বাইশ রসী বাটি সত্তর রসী বাটি এগার রসী বাটি আড়াই রসী [illegible] ।।/১৪।। দ্বীপ কিসা।	জয়কিশোরী চৌধুরাণী মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরি [illegible] চৌধুরাণী রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি ও হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	২৯ ৸৶		
			২ ৲		

DACCA COLLECTORATE
The 11th August 1881

A. C. [illegible]
Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সম্বন্ধ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার নীচে লিখিত ও পশ্চাৎ লিখিত মহাল সকলের ১৮৮১ সালের ৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারির ঐ অংশের দেওয়া যাহা চলিত আইন ও আক্টি অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে দিনাতিশয্যে প্রকাশ্য নিলামে করা যাইবেক।—

পৌঁছির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	লিখিত খাতকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৪৯	ডিহি রামুন পাড়া পাহুকবড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় অর ও ভারপ্রাপ্ত জাং উমেশচন্দ্র যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণি দাসী কাশীপ্রসাদ সেন ম্যানেজার ষ্টেট রাজানুপালিত মথুরানাথ গিরিজানাথ সতীশ্রনাথ রায় চৌধুরী নাবালগান, নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ভবতারিণী দেবী মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পার্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২।৷৯ পোলিস ৩৫।৷৪	৩০৷৵৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে /১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫৷০ টাকা সদর জমা ও ৩।৵৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ও অংশে বাকি ১৮৵০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে /১২ আনা রকম যাহার বার্ষিক ৫৩৫৷০ টাকা সদর জমা ও ৩।৵৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং নামে লেখে ঐ অংশে ১২৷৷৬ টাকা বাকি পড়ায় ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৯৮৮	ডিহি ধর্ম্মপুর পাউবড়া	মুন্সী কাজীজদ্দিন তমিজরেছা বিবি আমত জহরা বিবি আজিজরেছা বিবি, জাকেররেছা বিবি বসিররেছা বিবি জমশরেছা বিবি মোবারকরেছা বিবি ওয়াছেজরেছা বিবি নবিমরেছা বিবি সবরেছাবিবি রকিবজরেছা বিবি ও আনিসাথ রায়।	৩২৭৫৲১ পোলিস ৪৩৷৷৩	১৬।/৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
৭৬৯	গাড়ভাঙ্গা মতিডাঙ্গা পাহরাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় জীবনাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৩৮৵০ রোডসেস ৭।৵০	২।।৵৪	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারার বিধানমতে পৃথক হওয়া অংশবাদে অবশিষ্ট ।৵৪। আনা অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় জীবনাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জাং নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় বেং আরটি বলডফিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ দে ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শশীসুন্দরী দেবী মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় দিগরের নামে ৫১৭৵১০ টাকা সদর জমা ও ৫৵১১ টাকা রোডসেস লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়ায় উহা নিলাম হইবেক।—

মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জাং নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় বেং আরটি বলডফিল সাহেব অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিয়ান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছিয়ান জাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগান।—

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি।
সন ১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।

W. W. G. TAYLER, *Collector*

[*Government Gazette* 30*th August* 1881.]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

৮৭৯ সালের ১১ আইনের ৯ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক রুম ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

বন্দোবস্তের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	জাহাপুর পরগনা।	একমালী হিং ৸১৸৩৸৫ অংশের মালীক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ॥৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২৩৮৸৶১ ৬৪৪৸৶৪	৭৸৶১॥	এই একমালী ৸১৸৩৸৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৭৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ৩।গণ্ডা একমালী কালীপ্রসন্ন মজুমদার গয়রহ।	২০৭৯৸৶৬॥ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯ ৸৶৭॥ ১৫৫৯৸৶ ১	১১/৮৸	এই একমালী ৫। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি
ঐ	৩৮৪৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৫১২॥ তিন একমালী মালীক জগৎ মোহিনী গয়রহ।	৫৮৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১২১৫৸৶২।	৬৫৯৶৯৸	এই একমালী ৮৫১২॥ তিন অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২ ক	পং বোয়ার্ক ও মেদপুর বা ঞ্জাবাস বসু তাং ৪ আনা।	অখিলচন্দ্র পাকুল গয়রহ।	১৪১০।৴৩	৪৶৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫ ৯৫	জজিরপুরি পুরা চর।	একমালী হি ॥৴ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ ৫১ ৸৩ মোট বাজা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸৶ ৫/০	খাজানা ১।৴ বাজা খরচ ॥৴ ১৸৶০	এই একমালী ॥৴ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANOND CHUNDER SEN
For Offy Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

জিলা মুরশিদাবাদ।

উপরোক্ত দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত মহাল সন ১২৮৮ সালের লাগাএত জৈষ্ঠী জলদের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ১৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ২৯ ভাদ্র মঙ্গলবার তারিখে জেলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ সাল। ২৯ জুলাই।

বহির নম্বর।	মহালের প্রকার।	জেলার নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম তালুকদার	সদর জমা।	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৫	কিং পং খড়গ্রাম পং খড়গ্রাম।	উমত তাজেদা খাতুন উমত বিবি খোসকার আবদুল রহিম সমস্ত বেহা বিবি জাহেদা বিবি ওরফে ছোগরা বিবি উমতজাহেরা ওরফে জাহেরা বিবি সকাতমনেছা বিবি স্বয়ং এবং আবদুল গফুর মাবালগের মেনেজার বজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের মেনেজার বজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্রপ্রসাদ রায় চৌধুরী সারদা প্রসাদ রায় চৌধুরি বনমালাপ্রসাদ রায় চৌধুরি ভাবিনীপ্রসাদ রায় চৌধুরি আসগর হোসেন নিত্যকেশী দেবী শ্রীলোকেশী দেবী রমণবিহারিলাল মুখোপাধ্যায় মধুসূদন রায় চৌধুরি রাধা সুন্দরী দেবী মৃণ্ময়ী চৌধুরানী হরিলাল ওরফে হরিলাল রায় চৌধুরি নাগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রামেশ্বরী দেবী নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতের মেনেজার রাজধনী দেবী চৌধুরানী কমলাকান্ত রায় চৌধুরী চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরি আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙ্গালিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিলাল মুখোপাধ্যায় মহীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবতারিণী দেবী রমণবিহারি লাল মুখোপাধ্যায় ভবসুন্দরী দেবী ত্রিলোকনাথ ভট্টাচার্য্য জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আর নাবালগের মেনেজার জন্য মাতা ভবসুন্দরী দেবী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনেজার সর্ব্বেশ্বরী দেবী রামাইসুন্দরী দেবী ভবানন্দ কারকরমা সচ্চিদানন্দ কারকরমা নাবালগের মেনেজার রাধাসুন্দরী দেবী অখিলেশ্বরী দেবী রামচন্দ্র রায় ভট্টাচার্য্য অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য হরিশ্চন্দ্র কারকরমা চন্দ্র বতি দেবী ওরফে কেহু দেবী রামজয় রায় রামচন্দ্র মণ্ডল চন্দ্রশেখর মণ্ডল যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বইশা বিবি সারদাসুন্দরী দেবী অতুলচন্দ্রোদয় রায় পুরিদাস রায় অক্ষয়ানন্দ রায় কৃষ্ণকুমার রায় বিষ্ণুকুমার রায় বঙ্গলাল রায় ও কোর্ট অব্ওয়ার্ডসের অধীন আবদুল লাতেফ নাবালগ।

২	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৫৫	কিং শক্তিপুর পং পলাশী	শ্রীনাথচন্দ্র সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নিমন্ত ও মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ দেবী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় দিননাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কোর্টঅফ ওয়ার্ডস শেরআলীর আবদু লাতেফ নাবালগ ও কুমুদিনী দেবী অলিয়াজা চৌধুরি মুখোপাধ্যায় নাবালগ সৈয়দ আজাওর রহমান সৈয়দ আবদুল করীম বরা বিবি তাজেদা বিবি ও নাবালগ সৈয়দ সাবাহান মুন্সী অলিয়াজা কাজেদা বিবি সৈয়দ সাবাহান আহা বহিমেছাব ও ও সৈদা বিবি।	১৩ ৩।৶৩	এইমহালের মধ্যে বৈদ্য নাথ মুখোপাধ্যায় নিমন্তের পৃথক অংশ ।৶৬৸—২ দস্তি বাদে বক্রী শ্রীনাথচন্দ্র সেন নিমন্তের একমালি ১৶ অংশ ।৶১ ৸— দস্তি কাত সদর-জমা ১৩০৸।৶৬টাকা নিলাম হইবেক।
৩	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৫৫	কিং শক্তিপুর পং পলাশী।	ঐ	২৪ ৩।৶৩	এইমহালের মধ্যেই শশী সুন্দরী দেবীর পৃথক অংশ ৫।৶৩ পাঁচগোণ্ডা দুইকড়া ২ দস্তি কাত ৪১।৶৯ টাকা সদর জমা নিলাম হইবেক।
৪	দ্বিতীয় শ্রেণী ঐ	৫১৪	কিং দেয়াড় শিব নগর পং অম্বর পুর।	রাণী মনমোহিনী রাণীশ্বর মহী রাণী কমলাসুন্দরী রাণী শ্রীসুন্দরী দেবীর ও রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী মাতা পক্ষে পরেশ নারায়ণ রায় বরদাগোবিন্দ বসু মেনেজার পক্ষে গোপাল ইন্দ্র নারায়ণ রায় যোগেশ নারায়ণ রায় ও ভাইকনারায়ণ রায় নাবালগ দ্বয়ের মেনেজার শিব নারায়ণ রায় ও স্বয়ং রাণী স্বর্ণময়ি দেবী (দ্বিতীয়) সহধর্ম্মিণী সরযূসুন্দরী দেবী মাতা কুমার যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় নাবালগ।	৭৭৸৸০	সমুদয় মহাল নিলাম হইবেক।

H. MOSLEY, *Offg Collector*

[*Government Gazette, 30th August* 1881]

জেলা রাজসাহি।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞাপন পাঠ।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব বাদ দেওয়া যাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার সর্ব্বত্র নিম্নলিখিত সকাল ১৮৮১ সালের লাগাএত কিস্তী মেয়াদ প্রাপ্ত বাকী রাজস্বাদি এবং অন্য বাকী চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে করা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুলাই।

তপসীল।

তৌজির নম্বর।	নাম পরগণা ও সদর সদর।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে রাজস্ব বাকীজন্য নিলামহইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৮১	তরফ রাজারাম পুর কাশীগঞ্জ পং মাহামুদ পুর।	সৈয়দ মহাম্মদ এবিয়া সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি মীনহজুর মোয়াল কাশীচন্দ্র তালুকদার শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলাম নাবালগ	খাজানা ৩৭৮৭।৶ পোলীস ৩৩৶ ৩৩১৫।৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে এক-মালী অংশ নিলাম হইবেক।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ এবিয়া	খাজানা ৩৬৪৸০ পোলীস ৩।।৶ ৩৬৮।৶		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাদ মুছা	খাজানা ৩৬৪৸০ পোলীস ৩।।৶ ৩৬৮।৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের একমালি অংশ নিলাম হইবেক।			
		সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি মীনহজুর মোয়াল কাশীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলাম।	খাজানা ২৫৫৩৶ পোলীস ২৫।।৶ ২৭৮৶০	৩৯।৶ ১।৶ ১৫৸৶	
১৯	ডুগ বোল পং ১২৮৫হাঃ।	দৈবকীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও ও ক লাবাত্ত ও মাধামাধব সেন ও গঙ্গাদেবী গুপ্ত।	খাজানা ৫৬৩৸/০ পোলীস ৩৶ ৫৬৬৸/০		সম্পূর্ণ সকাল নিলাম হইবেক।
২৩০	ডিহি ধোল কোড়া পং তেপাঙ্গা।	ফকাফতুল্লা চৌধুরী কেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি উম্মত ফতেমা, সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আফা হর হোসেন বিবি আবেদন নেছা বিবি আকমতন্নেছা ও বিবি আছকতন্নেছা ও রজনী সৈয়দ মাহা আবদুল্লা রোহিণীকুমার সেন দৈবকীনন্দন সেন যদুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেবী হরগোবিন্দ সু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় ও শ্রী মনমোহিনী দেবী জগদম্বা গুপ্তা ও শ্রীমতী গুপ্ত সারদাসুন্দরী দেবী ও শ্রীলোকনাথ মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় নাবালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেবী হেমাঙ্গচন্দ্র চৌধুরী।	খাজানা ৪২৫৮/ পোলীস ৪।।৶ ৪২৬৮৸০		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদ এক-মালী অংশ নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ৩০ আগষ্ট]

জৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সমস্ত জমা।	যে হারে বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১ আইনমত পৃথক হিসাব বিশেষ নং ১ কৃপাময়ী দেব্যা	খাজানা ৮৮৵৷৹ পোলীস ৸৶		
		বিশেষ নং ২ গজুনন্দন সেন দিগর	৩৮১৶ খাজানা ১১৭৲ পোলীস ।৶		
		বিশেষ নং ৩ দেকাজতুল্লা চৌধুরী	১ ৭।৶ খাজানা ৭৯ ।৹ পোলীস ১৸৹		
		বিশেষ নং ৪ হরকাহিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় মারবালগ।	৭৯৹ খাজানা ৩১৸৶৴ পোলীস ৸৹		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র	৩২৷৷৴ খাজানা ২ ৮৸৶ পোলীস ।।৶৹		
		বিশেষ নং ৬ কেরামতুল্লা চৌধুরী	২ ৯।৴ খাজানা ৭ ৩। ৴ পোলীস ১।৴		
			৭৭৷৷৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক বিবি ছমত কতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহার হোসেন বিবি আবেদকতেছা বিবি আছমতকতেছা ও বিবি আছকত বেক্কার আলী সৈয়দ সাহা আবদুল্লা বনগোপাল বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় সাহী মনমোহিনী দেব্যা জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্তা সারদাসুন্দরী দেব্যা তারকেশ্বর রায় বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেব্যা হেরাজতুল্লা চৌধুরী।	২৫৮৬৸৶ খাজানা ৯৭৭।৶ পোলীস ৪।৶	৩৷১	

[Government Gazette, 30th August 1881]

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	ব রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইবে কি না।	কৈফিয়ৎ।
২৫৯	জিলা হাবেলি পং গোবিন্দপুর।	নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা যাদব চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর মন্দলাল ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বয়ং অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন রামসুন্দরী দাস্যা ইন্দ্রামন্ত্রী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা গুরুদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা ৬৭৪৮৷৷৶ পোলীস ২৪৲		
		যাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।	৬৭৭২৷৷৶		*
		বিশেষ নং ১ মন্দলাল রায় ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায়।	খাজানা ৭৮২৸৶ পোলীস ৩৲		
			৭৮৫৸৶		
		বিশেষ নং ২ রাণী শুভদ্রা কুমারি সাহেবা।	খাজানা ৩১৩৩৷৷০ পোলীস ১০৶		
			৩১৪৩৷৷৶		
		বিশেষ নং ৩ গোবিন্দনাথ সেন সিংহ।	খাজানা ৩৯ ৷৷০ পোলীস ৷		
			৩৯৩৲		
		বিশেষ নং ৪ রামসুন্দরী দাস্যা	খাজানা ২৪২৸৶ পোলীস ৸৶		
			২৪৩৷৷৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবে কি না			
		যাদ চন্দ্র বাগচী রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর ইন্দ্রামন্ত্রী দাস্যা ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাস্যা গুরুদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	খাজানা ২ ৯৭৸৶ পোলীস ৮৷৶	৮৪৷০ ০	
২৯৬	পং বোলগীও জায়গীর	নন্দমটাদ বাবু স্বয় ও অন্য পক্ষে রাখাল চন্দ্র মাবালক দীননন্দু নারায়ণ শ্রীমহারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল হেলাম সৈয়দ মাহম্মদ মুসা সৈয়দ মাহম্মদ এহিং সৈয়দা বিবি আনন্দমোহন সৈন্ত্র।	খাজানা ৩৫৮৶০ পোলীস ১১৷৶০		
			১৪৬৮৷০		

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম ও মালিক।	নম্বর	যে রাজস্ব বাকীর জন্য নিলামহইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মহম্মদ মুসা	খাজানা ১২৬১॥/০ পোলীস ১২॥৶০		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহম্মদ এদিরা।	১২৭৪।০ খাজানা ২৬ ॥/০ পোলীস ২॥৶০		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আবদুল হেলাম।	১২৭৪।০ খাজানা ৪৩৮৫৸৶০ পোলীস ৪৪৶০		
		বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলী অধ্যক্ষ পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় নাবালগ।	৪৪৩০৲ খাজানা ১৩২৩।৶০ পোলীস ৩।/০		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সান্যাল।	৩৩৪৲ খাজানা ১৫১২৸৶ পোলীস ১৫।০		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।	১৮৫৩।৶০		
		সৈয়দাবিবি ও করমচাঁদ বাবু	খাজানা ৬৭৮॥০ পোলীস ১৬৶	২,২৫৶০ ৩৸৶০	

F H RUDDOCK, *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বগুড়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইস্তাহার। সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৩০ সে ডিসেম্বর তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা ওজরে ও প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ৮৮১। ২৭ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজীর ৬৬১। ২১০ নং মহাল পরগনে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত লাট গোবিন্দপুর বাকী ১১৬৯৷৶১৩ পাই সদর জমার জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহা যাহা নিলাম হইবে তাহার বিস্তারিত নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

মহালের নাম ও নম্বর	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
নং ৬৬১। ৬০ পরগনে ঘোড়াঘাট লাট গোবিন্দপুর।	মথুরাকান্ত ঘোষ ম্যানেজার পক্ষে কমলাকান্ত ঘোষ।	১৫৩৯।৶৮	৫৯৶৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপীকান্ত ঘোষ	১৫৩৯।৶৮	৫৭৸৶১১	ঐ
ঐ	ব্রজসুন্দরী চৌধুরাণী হরিসুন্দরী চৌধুরাণী।	২ ৫৮৶১০	৮৪৸৶০	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

BOGRA COLLECTORATE
The 29th July 1881

H G SHARP, *Offg Collector*

[*Government Gazette*, 30*th August* 1881]

জিলা মেদিনীপুর।

অমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার নিয়ম অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তদ্বিনা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আশ্বিন ১২৮৯ সালের ২ আশ্বিন বাং ১২৮৮ সালের ১১ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষ বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১৭ আগষ্ট।

তফসীল।

তফসীল নম্বর।	পরগণার নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				ছিরবন্দবস্তী।			
১	৮৬	৫৪	ম আলাল পা ডা পং মাগ নাপুর	যমুনামণী দাসী ও সদানন্দ মাসান্ত নাবালগের মাতা	১১৯৬৸৶২		

বসুমতী দাসী ও নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাশিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভুঞ্যা পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।

				বাদ মধুসূদন মাসান্তর পৃথক হিসাব	৪৪৮৸৶৯		
				বাকী যমুনামণী দাসী	৭৪৮/৫	৩৭।৶৭	

সদানন্দ মাসান্তর নাবালগের মাতা ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপ চাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাশিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভুঞ্যার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেব্যা। যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।

২	১১০	৬৯	ম আমডদা পং তুর্কাচোর	শ্রীমত্যা মটুরামণি দেই ও	৬১২৸৶১১	৪৪৶০	

দ্বারিকানাথ মাইতি ও সুরেন মাইতি ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও নন্দরাম রায়ত ও শ্রীমতী সারদামণী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ কর মহাপাত্র ও বলরামী বিসুই ও গোবিন্দপ্রসাদ বিসুই।

৩	৭৩	৩৫	ম বেড়াবেড়িয় প কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১।১১	৫৭২৶০	
৪	২৩০	১৪৫৭	ম কাঁটাপোল প খড়্গপুর	ইন্দ্র বহাদুর রায় ও শ্রীনাথ চরণ পাল ও নবকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও	মাসরোড ফণ্ড ১০৩৩৲	১১৩।/৯	

প্রাণগোবিন্দ নাথ ও শচীন্দ্রকুমার নাথ ও নরেন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও গুণেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাথ নাবালগণ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ম্যানেজর দ্বারিকানাথ মাল।

	৩০০	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গো পালপুর প অমরপী	নরনারায়ণ রায় ও গঙ্গা নাথ মাইতি আনন্দ লাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ রায় ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ	৬০৩।/৯		

চন্দ্রমোহন, গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয়ং ও শিবশ্বরনারায়ণ রায় নাবালগের মহাফেজ লোয়ামাতা শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্ম ও কুড়ারাম রায় ও শিবনারায়ণ রায় শ্রীমত্যা লখিজন বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ নাবালগগণ ও চাঁদমণী ও মধুসূদন সিং।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

তৌজীর নম্বর।	এস্টেটের নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম শালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				রাজা কুড়ারাম রায় ও শিবনারায়ণ রায়ের পৃথক হিসাব ৬০।৯ রাজা শ্রীমতী লালমণি বিবি মাতারক্ষক কাজী খাঁ ও আলতাফ খাঁ ও খেলাত খাঁ ও আহাদাদ খাঁ নাবালগগণের পৃথক হিসাব ১ ৸/ রাজা চাঁদমণীর পৃথক হিসাব ৭৫। ৶১০ রাজা মধুসূদন সিংহ পৃথক হিসাব ৪৭৲৩	২৯৫৸১০		
				বাবী রুদ্রনারায়ণ রায় ও গঙ্গারাম মাইতি ও আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ ও তোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও হিরণ্যনারায়ণ রায় নাবালগের মং কেশ পোষ্য বাকী শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্মের একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক,	৩০৭৸১১	৫৸০২	
১	৪১	২৭১	মং বাড়ইশালী পং আন্দার	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জগদ্দল মাইতি ও খয়রাত আলি ও শ্যামরাউত ও মধুসূদন মালা প্যারী মণী দাসী স্বর্ণময়ী হরহরি মাণিক বেচারাম আচার্য্য বাড়েশ্বর দেবা অক্ষয় বিশ্বাস দেব হরিশ্চন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ সম্পত্তি স্ত্রীমণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন কাজী ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন পাল মোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল কৃষ্ণপ্রসাদ, মধুসূদন কাঁই জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আদরমণী দেবী রঘুনাথ সীতানাথ দাস পাহরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী শ্রীমতী আদরমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবতচন্দ্র দব পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপনারায়ণ মাইতি পত্নী তারকনাথ তোলানাথ মাইতি নাবালক পং পরমাত্মা কাঁই শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী সুন্দরী দাসী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজর দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নরেন্দ্র গুণেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাবালক লালমোহন ইন্দ্রমোহন এবং ভুবনমোহন মেইকাপের একমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।			
				রাজা নবীনচন্দ্র বন্ধন ও অরুণচন্দ্র বন্ধ নবপৃথক হিসাব।	১৮৸০৬		
				বাবী হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জগদ্দল মাইতি ও খয়রাত আলী ও শ্যামরাউত মধুসূদন মালা প্যারিমণী দাসী স্বর্ণময়ী হরহরি মাণিক বেচারাম আচার্য্য বাড়েশ্বর দেবা অক্ষয়নারায়ণ দেবা নবীনচন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ সম্পত্তি স্ত্রীমণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন কাঁই ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন, লালমোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল কৃষ্ণপ্রসাদ মধুসূদন কাঁই জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আদরমণী দেবী রঘুনাথ সীতানাথ দাস পাহরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী শ্রীমতী আদরমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবতচন্দ্র দব পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপনারায়ণ মাইতির পত্নী তারকনাথ, তোলানাথ মাইতি নাবালকের মাতা পরমাত্মা কাঁই শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী সুন্দরী দাসী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজার দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নরেন্দ্র গুণেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাবালগ লালমোহন, ইন্দ্রমোহন, এবং ভুবনমোহন মেইকাপের একমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	১৯ ৩৭৸৶৭	৮২৫।৶৯	

[*Government Gazette*, 30th August 1881]

তরফীর নম্বর।	এ গেজেট দিন নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম পরগণা ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪৩	২৭২	ম বেলকী পং খাজার।	শ্রীমতী আদরমণী দেবী চৌ রঘুনাথ দাস পঙ্করাজ মহাপাত্র সীতানাথ দাস ঈশ্বরাণী এবং চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্ত ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ পাঁচুমোহন মাসান্ত, মদনমোহন মাসান্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্ত মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত।			
				বাদ শ্রীমতী আদরমণী দেবী চৌ রঘুনাথদাস পঙ্করাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস, ও ঈশ্বরাণী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্তর এজমালী অংশ ৪৪ দ			
				বাদ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ পাঁচুমোহন মাসান্ত পৃথক হিসাব ১৮৶৬			
				বাদ মদনমোহন মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৯			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃথক হিসাব ১৮৶৬			
				এ	৮২০ ৶ ০		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তর পৃথক হিসাব বাকী সরকারি বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক	২ ৶৬	৩৮/ ০	
৮	৪৯০	৩১৭	ম বেচাগে ও বেশরঞ্জাপ দাকুন চোর।	বলরাম ও রামনাথ ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্যামলাল বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গা রায় পাঁচাড়ী ও রামগোবিন্দ পাঁচাড়ী ও রাজীবলোচন পাঁচাড়ী ও রামকুমার দত্তর	১২৯৸৶৫		
				বাদ রামকুমার দত্তর ম্যানেজর ও কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগের পৃথক হিসাব ১৮২৸৭			
				বাদ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক হিসাব ২৭৶১	৩১৫৲৩		
				বাকী কেদারনাথ ও বলরাম ও রামনাথ ও ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্যামলাল বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গা রায় পাঁচাড়ী ও রামগোবিন্দ পাঁচাড়ী ও রাজীবলোচন পাঁচাড়ীর এজমালী অংশ বাদে সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	৮৩৸৶২	১৶/১	
৯	৫৭১	৩৩	ম বারাজোত পং বারাজ	সুন্দরনারায়ণ ও সদানন্দ সড়ঙ্গি ও মটুরামা দেবী ও রামানন্দ ও রাম নন্দ ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।	১৯৩/৪	১৮/ ১	

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

জরীপ নম্বর।	এরেজে হবিনম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী দায় জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৬৬১	৩৯১	মহিতিত বিনন্দ পরগণে বালী সীতা	গঙ্গানারায়ণ মাসান্ত ও ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত ও উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত।	১৬৫৮৸৵৯	১৮ ৲১	
১১	৭৫০	৪৩৭	মং চকফতে ও সিংহপুর প খান্দার	চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধবনারায়ণ মাইতি ও চিন্তামণি মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ, কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম, দীনবন্ধু হরিনাথ, ভজহরি ও বেকারি দে।	১১৩৩৶/১০		
				বাদ চিন্তামণি মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু হারিকানাথ ভজহরি ও বেকারি দের পৃথক হিসাব।	৫১৩।৶১		
				বাকী চন্দ্রচূড়চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতির একমালী অংশ বাকী ব, জন্য নিলাম হইবেক।	৬ ৯॥৶১১	৴০	
১২	৮২০	৪৬৩	ম চাকই ও বন্য উপং বালিটাকী	প্রেমচাঁদ মাসান্ত ও উদ্ধব নারায়ণ মাসান্ত।	৭১৮৷৫	৭৮॥০	
৩	৮৯৬	৫০৬	ম ছুচড়া পং কেদারকুণ্ডু	মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত প্রেমচাঁদ মাসান্ত।	৯৬১ ০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্তর একমালীকংশ	১৪১৸৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মাসান্তর পৃথক হিসাব বাহ সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক	৩২০।৴৪	৩৫৶৪	
১৪	৯০৭	৫২৭	ম দীগলাবাড পং বিংকাশী মোড়া	ওবদাল খাঁ	মারপুলীস ৫৩৭৷৴৮	মারপুলীস ৫২৬।৴১	বর্ত্তমান ১৮৮১ সালের গত ১২

জানুয়ারি অবধি আস্তর বাকী মালগুজারি ওই এই ৫২৬।৴১ টাকার জন্য এই রিসেল নিলাম হইবেক এই মাহালের গত ম ৮ কিস্তি হইতে বাকী মালগুজারির মাইক হাল খরিদদার হইবেন ও ঐ হাল খরিদারের খরিদ উক্ত ২ই জানুয়ারির পর তারিখ ৩ই জানুয়ারি হইতে এবশ হইবেক

[*Government Gazette*, 30th *August* 1881.]

তপশীল নম্বর	জরিপ নম্বর	তৌজি নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা	নামধারী	[illegible]	[illegible]	কৈফিয়ৎ
৫	১১৭	৬৫	ম গুমুনপোতা প কাশীযোড়া	ধরণীধর রায়	মাহপুলীস ৩১৫৲	ম রপু ৩৯৲	
১৬	১৭১	৬৮৩	ম ছাগাই পরবাটীবাকী	হরনাথ, নগেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প বিহারী মহাশয় প্রেমমঞ্জরী দাসী সুরেন্দ্রচন্দ্র পাঞ্জা ও কামেশ্বরচন্দ্র পাল ও ব্রজকিশোর পাঞ্জা।	৬৫৫৶২	৷৷	
৭	১২০১	৬৭৮	ম গোপ্রামপ কেদারকুণ্ড	প্রাণগোপাল নন্দ মাণ দ্বারিকানাথ মাল মেমেজর ও তাঁহার কুমার গণীন্দ্রকুমার কর্ত্তৃক ও নগেন্দ্র ও তাঁর পুত্র শ্রীকুমার নাগ নামা গ কোটিও রা উভয়ের অধীন। মিয়াদি হজরত।	৭২৪৸০	৩৪৶৷	
১৮	২২৪	১১	ম চাকুলপুর প পাটাকপুর	চৌধুরী গোপালচন্দ্র দাস মহাপাত্র। চিরবন্দনস্তী।	১৩৫৩৸৵	৮৩১৸৶২	এই মহাল ১৮ সাল হইতে ২১ সাল পর্য্যন্ত ম রাদে বন্ধ হইয়াছে।
২	২৬৯	৬৯৯	ম হরিনারা চক পাহাড়ী যোড়া	দিগম্বর পাণ্ডা পিতা ও [illegible] অপূর্ব্বময়ী দেবী [illegible] দেবী ও শ্রীমতী [illegible] দেবী	১৫০০৲	১৬২৸৶	
১০	৩১৬	৭৩১	ছাড়ডুবাচক + ময়নাদোর	জয়কৃষ্ণ বৈরাগীর বৃদ্ধ মাই ওর পত্নী শ্রীমতী সুখদা নাথী [illegible] চন্দ্র নাইতির পত্নী।	৯১৩৲৵০	৩৫৲	
১১	১৪২০	৭৯৫	ম জকশাপ খড়পুর	দ্বারিকানাথ দর্পনারায়ণ মাহান্ত ও শ্রীমতী যমুনাবতী দাসী [illegible] ও মহাদেব সদাশিব মাহান্ত নাবালগ শ্রীমত বসুমতী দাসী মাতা রক্ষক ন ছীল স্ত্রী [illegible] নাবালগ শ্রীমতী প্রেমময়ী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।			
১২	১৫৩৩	৮৬১	ম কাস্তারোল প গঙ্গেশ্বর	শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের [illegible] ব্রজকিশোর জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা মহেন্দ্রনাথ জানা করুণা দেবী ধরণীধর জানা [illegible] রক্ষক রঘুনাথ কর [illegible] রচন্দ্র কর, কুঞ্জবিহারী সন্তপতি ও শ্রীমতী মটুরদেবী ও সুন্দরনারায়ণ সন্তপতি শীতলপ্রসাদ [illegible] নরেন্দ্রনাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেবী উপেন্দ্রনাথ সৎপতি, [illegible] দীননাথ সৎপতি ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগদের মাতা রক্ষক ও [illegible] ও দ্বারিকানাথ সৎপতি [illegible] দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্ত।			
				বাদ বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্তর পৃথক হিসাব।	৬৬৭৷৶৪		
				বাকী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের [illegible] ব্রজ [illegible] জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা মহেন্দ্রনাথ জানা করুণা দেবী ধরণীধর জানা, নাবালগ [illegible] ও রক্ষক রঘুনাথ কর	৭৯২৲	৩৮৲	

তপশীলের কেলে নম্বর ও টাইল নম্বর।	তৌজির নম্বর।	গ্রাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	দেবাকীর জন্য জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
ও মাধবচন্দ্র কর ও কুঞ্জলাল সৎপতি ও শ্রীমতী মটুরামণী ও সুন্দরনারায়ণ সরকার শীতলপ্রসাদ ঘোষ নরেন্দ্রনাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেবী। ডপেন্দ্রনাথ সৎপতি ও দীননাথ সৎপতি, ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালকগণের মাতা, রক্ষক ও মহাজেন্দ্র ও দ্বারিকানাথ সৎপতির জন্যমালী অং। যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।						
২৩	৭৩	৯৯৮	ম খেলাড ও বলপাটনা পং কি নারায়ণগড।	নরহরি মহাত্রিক পত্নী মণী দাসী আদরমণী দেবী। রঘুনাথ দাস, পদ্মরাজ মহাপাত্র সীতানাথ দাস, মহাপাত্র, শ্রীমতী ঈশ্বরামণী দেবী। গঙ্গা নারায়ণ সিংহ ও নবনারায়ণ সিংহ ও হরন রায় সিংহ।	৩৪৩ ॥৭	১১৫॥৶১১
২৪	৮২	৯৮১	ম মামদি পং কাটিয়োড়া।	দীনবন্ধু নন্দী স্বং রক্ষক নবদ্বীপচন্দ্র	৮৭৭৬৸৶৭	২৭২॥ ০

নন্দী ও প্রেমচাঁদ সিংহ ও গোপীনাথ ও নন্দলাল নাসাত্ত ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী মাতা রক্ষক রামজীবন ও রামলোচন ও রামস্মরণ নাসাত্ত।

				মিরাদি সম্বন্ধ।		
২৫	৯৭৭	২০৫	ম মকরামপুর প পটাশপুর।	কৃষ্ণকিশোর রক্ষক ও শ্রীমতী অভয়াসুন্দরী দাসী ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও গণেন্দ্র নারায়ণ রায় স্বং হিরন্ময়নারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা, শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্মি ৺রামনারায়ণ রায়ের পত্নী।	১৩৪৬৲	৪৭৫৶৬
				চিরবন্দবস্তী।		
২৬	২০	১১০০	ম নিচিন্দা ও পিড়াপেড়া পং সরঙ্গ।	অক্ষয়নারায়ণ সেন ও রাজনারায়ণ সেন মনমোহন সে ও	৬২৩॥৶৭	১৩৬৲৯

চন্দ্রমোহন সে ও বঙ্গলতা দেই মানরে মহাজেন্দ্র রাধানাথ সে ও ঠাকুরদাস ম নাবালক ও মানকী দেই ও বঙ্গলতাদেই ও শ্রীমতী হরমনোমহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।

২৭	২০৪৭	২৪	ম নাকার। জে তাস্তী প বাজনা মুঠ ও	ব্রজনাথ রায় মহাশয় সে সেক্কর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালক শ্রীমতী	২ ৬৩।/৪	

হরিপ্রিয়া দেবী মৃত কুঞ্জব নারায়ণ রায়ের পত্নী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ৺ গ অন্নদানারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও জগদীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন ও শ্রীমতী দীনময়ী দেবী মাতা ক্ষীরোদনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ও শ্রীরঘুনাথ দাস পদ্মরাজ মহাপাত্র ও সাতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরামণী দেবী রায় নিধিকুণ্ডু ও রাধানাথ কুণ্ডু ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু শ্রীমতী নিত্যমণী দাসী পীতাম্বর সেন পত্নী।

তৌজি নম্বর।	এ মেহেল ইকিরি নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মাত্রিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				বাদ রামনিধি কুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও রাজেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর পৃথক হিসাব ৭০৩৸৫			
				বাদ শ্রীমতী দিগম্বরি দাসী পীতাম্বর দের পত্নীর পৃথক হিসাব ৩৪৪৸১	১০৪৮।১		
				বাকী ব্রজনাথ রায় মহা	১০৮৫৲০	৮৬১১	

শয়েদানাজর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী, মৃত কৃষ্ণবলরাম রায়ের পত্নী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ও গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধারাম রায় মহাশয় ও যতীন্দ্রচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দলাল পাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন শ্রীমতী দালময়ী দেবী, মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেবী ও রঘুনাথ দাস পরগণ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরামনী দেবীর এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

২৮	২১৫৯	১১৯	ম পশ্চিম মশড়া ও বেতাল খটীয়া ম ৺ ভুঞা মুটা।	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী সত্যভামা শ্রীমতী ব্রজমণি পোষ্য মাতা রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালগ ও মুরারিলাল রায়।	৩৬২৸৷৶৮	১১৩৶৩	
২৯	২ ৮৩	১২০৮	ম পদীমা পং কুকল চৌ।	শ্রীমতী আকমনী দেই চৌধুরী ও চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।	৭৮০৪৪	৮১/০	
৩০	২৩৪৯	১২০৭	ম বেহুড়া পং কুকল চৌ।	গোবিন্দপ্রসাদ বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহচরণ	১১২৩৶১		

ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধুচরণ মাহাশা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই, মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবল চরণ গিরি প্রকাশ দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতা রক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও কুঞ্জ নারায়ণ রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী কোইত্রা দেই মাদরে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাস ও গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুই।

				বাদ কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী কোইত্রা দেই মাদরে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাসের পৃথক হিসাব ৪০২৸৩			
				বাদ গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুইর পৃথক হিসাব ৮৩৸১০	৪৮৬॥৴১		
				বাকী গোবিন্দ প্রসাদ	৪৩৬॥৶	৫৫/৩	

বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহ চরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধু চরণ মাহাশা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবলচরণ গিরি প্রকাশ ও দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতারক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালক ও কুঞ্জ নারায়ণ রায় চৌধুরি ও রাধাকৃষ্ণ গিরির এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

তৌজীর নম্বর।	এ হেস্তে উনিশ নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে কিস্তী রাজস্ব জমা নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩১	২৩৫৭	১২৯৩	ম বাগ নগর প খটনগর	পঞ্চানন কানুনগোই ও নবনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাস গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতা ও বারদ খাঁ			
				রায় গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্মর পৃথক হিসাব ১৮৶৯।			
				রায় শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতার পৃথক হিসাব ২৪।৭			
				বারদ খাঁর পৃথক হিসাব ৪৬৸ ১০	৬৯॥৶১		
				বাকী পঞ্চানন কানুনগো	৪৮৲৷৶০	৫৬৶৮	

গোর ও নবনারায়ণ দাস কানুনগো ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাসের একমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক।

৩২	৫৮৯	১৬৪১	ম শালীযোড়া প খটনগর	হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ দাস ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ও মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ দাস ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিতিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও ঈশ্বরনাথ সাহু ও গিরিধারী প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ঘোষ ও গুরুলীবেহারি ঘোষ ও গোলোকবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্র ও গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাস ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়।			
				রায় গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাসের পৃথক হিসাব ২৯৸৶৩			
				রায় নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের পৃথক হিসাব ১ ৭৲	১৪৬৸৶৩		
				বাকী হরিপ্রসাদ দাস ও	১৫০৬।৫	৯৷৶১০	

ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ দাস ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিতিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও ঈশ্বরনাথ সাহু ও গিরিধারী প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও গোলোক বেহারি ও মুরলীবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্রের একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

৩৩	২৭৩৬	১৫০৮	ম তে ভদ্রক প দাতুনচাড়া	রামানন্দ কুণ্ডু ও সুন্দর নারায়ণ সাউজী ও পঞ্চানন্দ সাউজী ও শ্রীমতী মটুর মণী দে ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও রামনিধি কুণ্ডু	১২৬১৶৮	২৭॥৶১	

তপশীলের নম্বর	গেজেট নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বেবাকী বাকি স্বত্ব কম নিলাম হইবে।	টীকা।
৩৪	২৭৬৫	৫২৪	ম উত্তরা পলসা প কীর্ণাহার সে ডা	গোপালচাঁদ ও বিলমণী ও মঙ্গলাল পণ্ডা ও	মায় পুলীস ২০৩৯/২		
				গোপালচাঁদ পণ্ডা কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সে ৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবা শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ সেবা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডা।			
				বাদ শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডার পৃথকহিসাব।	মায় পুলীস ১০৪৩/৮		
				বাকী গোপালচাঁদ ও বিলমণি ও মঙ্গলাল পণ্ড ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সে ৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবা শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ সেবা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডার এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্ব সহ জন্য নিলাম হইবে।	মায় পুলীস ৯৯৬৮/৬	১৮৮৶৩	

W. Liddian *Offg Collector*

জিলা বীরভূম।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহাদ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বীরভূমের অনুগত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সাল ৯ ভাদ্র শনিবার দিবসে একা ৷৷ নিলামে নিঃ নশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ১১ জুলাই।

তফসীল।

মহালের শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	যে প্রকার বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	নাম মালিক।	সদর জমা।	মন্তব্য।
প্রথম শ্রেণী	১৪৩	পং বারুক সিংহ শ্যাম সুন্দরপুর,	বাকী রাজস্ব ৩১৬৶	৺ শ্রীশচন্দ্র ঘোষের ষ্টেটের এক্সিকিউটর কৃষ্ণকামিনী দাসী ও মতিউল সেখাদিগি বিষ্ণুচন্দ্র কুণ্ডু।	২১১০৬৶	সমুদয় মহাল ২৩৮ হইবে।

JOSEPH ARMSTRONG,
Collector

বীরভূমের কালেক্টরী কাছারী
১ জুলাই। ৮৮১।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩০ আগষ্ট।]

জিলা মজুরাশাহী। ইস্তাহার।

এতদ্বারা ১ বাম সেক্সা যাইতেছে যে ৮৫৯ ই আইনের ৬ ধারার বিধানমত জিলা মজুরাশাহীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত ২ মহালের ৮৮১ ই ১৮ জনের কর্ত্তাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ৮৮ ই রেজি সালের ৯ সেপ্টেম্বর যে তারিখ বাজেয়াপ্ত ১৮৮ সনের ৪ আশ্বিন সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনাশুল্কে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ৮৮১ ই রেজি ৩ জুলাই।

নম্বর রেজিষ্টর।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পরগনা পাবনা বিলমন মজিদ্র নাম হবেলিসন কুমার।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬০৮/ ১	১১৮৬৬

T V WISHWACUTT *Offg Collector*

জিলা ২৪ পরগনা।

এস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জেলা ২৪ পরগনা এই যে,

সন ৮৫৯ সালের ৬ আইনের ৬ ধারামত সরকার যাইতেছে যে জেলা ২৪ পরগনার নীচের লিখিত মহালাতে সন ৮৮ সালের ৮ জন কিস্তির বাকি বাবত ইংরাজী সন ১৮৮১ সালের ৩০ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৮৮ সন ১৫ ভাদ্র মঙ্গলবার ঐ জেলার কালেক্টরিতে বিনা শুল্কে নিলাম ধরা যাইবেক ইংরাজী সন ১৮৮১ সাল তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল তারিখ ৬ শ্রাবণ।

প্রথম শ্রেণীর এস্তমুরারি জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।

১৭৪ নং পরগনে মাইহাটী দিগর মৌজে গঙ্গাচরণপুর গুণধরহ লিখিত মালিক নেহার মহম্মদ খাঁ চৌধুরি গুণধরহ সদর জমা ৫৫০৭ ৪
রোজগত ১২৮৯

১৬৯ নং পরগনে মাহেরা হাট ক লিপঞ্জ ওরফে হাট মেহেরা লিখিত মালিক উপেন্দ্রনাথ সরকার গুণধরহ সদর জমা ৩৫০০৭
রোজকত ৩৫৭

২৩৯ নং পরগনে দাক্ষিণাবি দাতিয়া গুণধরহ লিখিত মালিক রমিনী দাসী গুণধরহ সদর জমা ৪৭৩২১/৬। টাকার মধ্যে সন ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ১০ ধারামতে ৮/ ।=/১৮৮ আনা বাদে স্বতন্ত্র জিলার হওয়া বাদে অবশিষ্ট এজমালিতে বর্ণময়ি দাসী গুণধরহর নামে ৮ —৮ ৮৮ কানাড়ি কাত সদর জমা ৮৬৫৫৮/১৬ টাকা তাহার সন ১২৮৮ সালের লাং জ্যৈষ্ঠ কিস্তি সন ১৮৮১ সালের লাং ২৮ জুন পর্য্যন্ত আদায় বাদে ৫১৮২ টাকা বাকী হওয়ায় নিলামে ধরা গেল।

D R IVATT. *Collector*

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ম পগু হরেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রাচীন বৃহৎ বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ই বাকি ৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৯ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতাস্থ ভূস্বামিগণকে বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি, ট্রষ্টী এক্সিকিউটর আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, গত আপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ৮৮১। ৮২ সালের জুলাই ৫ রাজস্ব পাওনা হইয়া ছে তাহা, আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার জন্য আইনের কঠিন বিধান প্রয়োগ করা যাইবে।

জি, এম, গুড্রিক, ডেপুটী কালেক্টর,

কলিকাতার কালেক্টরী, ৪ বংশাল ষ্ট্রীট, ৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।

[*Government Gazette, 30th August* 1881]

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text by Professor F. Max Müller, M. A. in two Volumes. *Price Rs. 24, packing and postage Rs. 1 12.*

"The Rig Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though no doubt a scholar like Kaiser, one of the Vedic hymns is in the examination required of students only, yet as soon as editions, translations, grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when every Hindu in India will call him to a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the Rig Veda of his country.—*Extract from Preface.*

Office of Superintendent Govt. Printing, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত ব্রণনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (মেডিক্যাল গাজেট) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে একবারীন ২৫ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি পাউণ্ড টীন ৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ের ও মফঃস্বলে ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য বা ৪ প্রতি ৪ আউন্স ৪ ৮ আউন্স টীন ৮॥০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৬০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C. D. Field, M. A., LL. D. of the Inner Temple, Barrister at Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Re. 1 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আইন ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত ইঁহাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেভিনিউ কমিশনের মেম্বর ইমর ডেল্পাসের শ্রীযুক্ত সি. ডি. ফিল্ড এম. এ. ও এল. এল. ডি. লাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের প্রজা ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংক্রান্ত।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ১৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকাউণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengal Government Gazette FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year without postage	Rs.	10	0	0
Ditto with postage	„	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	১০
ডাকমাশুল সুদ্ধ ঐ	১২।৮

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইলে প্রতি টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খানি ডাকের টিকিট ডিস্কাউণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ৩০ আগষ্ট।]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notices &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE—*Rates for insertion in the* CALCUTTA GAZETTE

Full page per issue	Rs. 4
Half	2
Casual advertisements —4 annas per line	

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গাল গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেটের দেওয়া যাইবে না। ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাভিধিক এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানার কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তাবদ্বিত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের একাউণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কাউণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আনা / এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

বক্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার হইতে প্রকাশ করিলে				[illegible]
আধ পৃষ্ঠা				[illegible]
অধিক ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক লাইন				

[*Government Gazette* 30*th August* 1881]

কলিকাতা গেজেটের ছাপা যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন রবিন্স নুরুন্স সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1814—710 30 8-81

PUBLIC LIBRARY

Numb 2197 ২১৯৭

REGISTERED NO 30 J

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 6 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

	PAGE
PART I —Resolutions Orders and Notifications of the Government of India	330 350
PART II —Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal	8 — 3
PART III —Acts of the Legislative Council of India	3 /
PART IV —Bills of the Legislative Council of India	3 /
PART V —Acts of the Bengal Council	3 /
PART VI —Bills of the Bengal Council	3 /
PART VII —Circular Orders of the Court of High Court and Boards of Revenue	117 —123
PART VIII —Advertisements	3 /
PART VIII —Advertisements	331 — 3

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড —ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন	১১ — ১২
দ্বিতীয় খণ্ড —বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৭৮৭ ৭ ৯
তৃতীয় খণ্ড —ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	৯ ৯।
চতুর্থ খণ্ড ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড —বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড —হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড —বিজ্ঞাপনের তালিকা	৩১ ৩৩৪

PART I

Resolutions Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন সকল।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3683A

GENERAL —*The 26th August* 1881 —Baboo Shama Churn Chatterjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector Julpigoree is allowed leave for one month, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th September next

Baboo Jugutbundhoo Bhuttacharjee Officiating Personal Assistant to the Commissioner of the Presidency Division is confirmed in that appointment

The 28th August 1881 —Baboo Benode Behary Sircar Sub Deputy Collector, Beerbhoom is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th proximo or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Annoda Prosad Bose Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Backergunge is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870, in that district

Baboo Annada Prosad Bose Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Backergunge is transferred temporarily to the Patuakhally division of that district

The 29th August 1881 —Baboo Pran Kumar Das Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Mymensingh, is transferred to Goa and is posted to the Sudder station of that district

The services of Baboo Ram Churn Lal Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Chumparun are placed temporarily at the disposal of the Board of Revenue for employment on Barwara work in the district of Muzuffurpore *vice* Baboo Sunt Pershad

The 30th August 1881 —Mr W M Clay Magistrate and Collector Pubna, is appointed to act until further orders in the First Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 12th instant *vice* Mr J Wace Edgar on leave

Mr H G Cooke Officiating Magistrate and Collector, Dinagepore is appointed to act until further orders in the Second Grade of Magistrates and Collectors, with effect from the 12th instant *vice* Mr W M Clay

Baboo Bhoyrubnath Pait Deputy Magistrate and Deputy Collector Rungpore, is allowed leave for five weeks under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under orders of the 22nd ultimo

Baboo Nilmoney Cooar Deputy Magistrate and Deputy Collector Lohardugga is transferred to the district of Mymensingh and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Judunath Sircar Sub Deputy Collector Gopalgunge Sarun, is allowed leave for two months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Mr Stephen Ulfat Hussein Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Champarun on leave is transferred to Bhagulpore

In modification of the orders of the 6th instant Baboo Rutton Lall Ghose, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rungpore, on leave is transferred to Tipperah, and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Tarini Sunker Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Tipperah, is appointed to have charge of the Chandpore division of that district during the absence, on leave of Baboo Rejoni Coomar Dutt or until further orders

POLICE —*The 26th August* 1881 —Mr H W J Bamber District Superintendent of Police Rajshahye is appointed to act until further orders in the Second Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 24th July last, *vice* Colonel W Gordon on leave

Mr A Arley District Superintendent of Police Dinagepore, is appointed to act until further orders in the Third Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 24th July last *vice* Mr H W J Bamber

The 27th August 1881 —Mr H V H Roberts, Assistant Superintendent of Police, is appointed to act as District Superintendent of Police Nuddea, during the absence, on leave of Mr E M Showers, or until further orders, with effect from the date on which he joins that appointment

[*Government Gazette 6th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৬৮৩ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮ সাল ২৬ আগষ্ট।—জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

রাজসাহী ও রঙ্গপুরের কলেক্টর সাহেবের একটী স্বকীয় আসিষ্টেন্ট শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য সেই পদে স্থায়ি রূপে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮ সাল ২৮ আগষ্ট।—বীরভূমের সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী সরকার আগামি মাসের ১২ তারিখ অবধি অথবা তাহার পূর্ব্বে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস ছুটী পাইলেন।

বাকরগঞ্জের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু উক্ত জিলার ১৮৭০ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাকরগঞ্জের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু কিয়ৎকালের জন্য উক্ত জিলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমায় প্রেরিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—মাদারিপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার দাস গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত হইয়া উক্ত জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত শম্ভুপ্রসাদ বাবুর পরিবর্ত্তে চাঁদপুরের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রামচরণ লাহা মহকুমার জিলার বাঁটওয়ারার কার্য্যে নিযুক্ত হওনার্থে কিয়ৎকালের জন্যে রেবিনিউ বোর্ডের আজ্ঞাধীনে স্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—শ্রীযুত জে ওয়ার এডগার, সি এস আই, সাহেবের পরিবর্ত্তে পাবনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ এম ক্লে সাহেব, এই মাসের ১২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত ডবলিউ এম ক্লে সাহেবের পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এচ, জি কুচ সাহেব এই মাসের ১২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু ভৈরবনাথ পালিত গত মাসের ২২ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে পাঁচ সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

লোয়ার বর্ম্মার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মণিমণি কুমার ময়মনসিংহ জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

সাবেক অন্তর্গত গোপালগঞ্জের সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু যদুনাথ সরকার সিবিল কার্য্যকারক দের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ছুটী পাইলেন।

চাঁদপুরের ছুটী প্রাপ্ত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জীবন উপযৎ হুসেন ভাগলপুরে প্রেরিত হইলেন।

এই মাসের ৬ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল রঙ্গপুরের ছুটীপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রতনলাল ঘোষ ত্রিপুরায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রজনীকুমার দাস ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বিশেরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু তারিণীশঙ্কর রায় উক্ত জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার কর্ম্মের ভার গ্রহণার্থ নিযুক্ত হইলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—কলিকাতার শ্রীযুত ডবলিউ গর্ডন সাহেব ছুটী লওয়াতে রাজশাহীর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, ডবলিউ জে বাম্বর সাহেব গত জুলাই মাসের ২৪ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ, ডবলিউ, জে, বাম্বর সাহেবের পরিবর্ত্তে দিনাজপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এ আমলী সাহেব গত জুলাই মাসের ২৪ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৭ আগষ্ট।—শ্রীযুত ই এম, পৌরস সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের আসিষ্টেণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, বি এট নবটন সাহেব কর্ম্ম গ্রহণের তারিখ অবধি মহীসুর পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

The 30th August 1881 —Mr C Raban, Officiating District Superintendent of Police Furreedpore is allowed leave for six weeks, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st proximo, or from such subsequent date as he may be relieved

Mr R F Guise Assistant Superintendent of Police Shahabad is appointed to act as District Superintendent of Police Furreedpore during the absence on leave of Mr C Raban or until further orders on being relieved of his present appointment as Officiating District Superintendent of Police Rungpore

Mr G H French, District Superintendent of Police, Tipperah on leave, is posted to the district of Rungpore

Mr C M Wintle, Officiating Assistant Superintendent of Police, Chittagong Hill Tracts, is transferred to Burdwan

REGISTRATION —*The 30th August* 1881 —Mr H H Risley Assistant Commissioner Hazaribagh is appointed to be Sub Registrar of that station from the date on which he takes over charge of the Sudder Registration Office from Mr A H Collins

Moulvie Mooza Ally is appointed to be Rural Sub Registrar of Shahzadpore, in the district of Pubna *vice* Moulvie Mohamed Abdoor Rahman deceased

EDUCATION —*The 29th August* 1881 —Baboo Nilmani Mookerjee M A Assistant Professor of Sanskrit, Presidency College Calcutta is allowed leave for two months, under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 19th July last

Baboo Syama Charan Mookerjee, Head Pundit Hindu School is appointed to officiate as Assistant Professor of Sanskrit Presidency College, Calcutta in the Third Class of the Subordinate Educational Service, during the absence, on leave, of Baboo Nilmani Mookerjee, or until further orders

The 30th August 1881 —In supersession of the orders of the 16th July last, Mr J A Martin Professor Krishnaghur College is allowed leave for one month and twenty four days under Section 72—1 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 1st May 1881

OPIUM —*The 29th August* 1881 —Mr A W Osborne, Assistant Sub Deputy Opium Agent Benares Agency is allowed leave for three months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st instant

The 31st August 1881 —Mr H F Campbell, Sub Deputy Opium Agent, Azimgurh, Benares Agency was on leave under Section 127 of the Civil Leave Code, from the 25th April to the 3rd May and from the 6th to the 10th May 1881

Mr H Hastings Officiating Sub Deputy Opium Agent of Pattegarh, acted as Sub Deputy Opium Agent of Azimgurh, from the 25th April to the 3rd May 1881, *vice* Mr H F Campbell

Mr C J Mendham Officiating Sub Deputy Opium Agent Monghyr acted as Sub Deputy Opium Agent of Azimgurh, from the 6th to the 10th May 1881, *vice* Mr H F Campbell

MEDICAL —*The 26th August* 1881 —The order of the 23rd instant published in the *Calcutta Gazette* of the 24th idem appointing Surgeon C P Lukis of the 40th Regiment Native Infantry to have medical charge of the Lock Hospital at Barrackpore, in addition to his other duties is cancelled

The 29th August 1881 —Surgeon C H Joubert Second Resident Surgeon, Presidency General Hospital is appointed to act as First Resident Surgeon in that Hospital, and as Superintendent of the Presidency Jail, during the absence, on leave, of Surgeon F C Nicholson or until further orders

Surgeon A Barclay Officiating Civil Surgeon, Jessore, is appointed to act as Second Resident Surgeon Presidency General Hospital, during the absence, on deputation, of Surgeon C H Joubert or until further orders

The 29th August 1881 —Surgeon Major D O'C Rave, M D, Professor of Surgical and Descriptive Anatomy Medical College is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 9th October next

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—ফরীদপুরের পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি রেবাম সাহেব, আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি, রেবাম সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শাহাবাদের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত আর এক সাহেব রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া ফরীদপুরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ছুটীপ্রাপ্ত ত্রিপুরার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি এচ ক্রেঞ্চ সাহেব রঙ্গপুর জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত সি এম উইকেল সাহেব বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—হাজারীবাগের আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত এইচ এচ, রিসলী সাহেব শ্রীযুক্ত এ এচ কলিন্স সাহেবের স্থানে যে তারিখে রেজিষ্টরী করণকার্য্যের সদর আফিসের কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন তদবধি উক্ত মোকামের সব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মৌলবী মহম্মদ আবদুর রহমানের মৃত্যু হওয়াতে শ্রীযুক্ত মৌলবী মুন্সী আলি পাবনা জিলার অন্তর্গত শাহাদপুরের গ্রামা সব রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কালেজে সংস্কৃতের সহকারি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে গত জুলাই মাসের ১৯ তারিখ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হিন্দু স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যয়ন শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের তৃতীয় শ্রেণীমতে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কালেজে সংস্কৃতের সহকারি অধ্যাপকের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—গত জুলাই মাসের ৬ তারিখের আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আজ্ঞা দেওয়া গেল। কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জে এ, মার্টিন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায় ৭২ ১ ধারামতে ১৮৮১ সালের ১ মে অবধি এক মাস চল্লিশ দিনের ছুটী যাবা পাইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—বাণারস এজেন্সীর আফীমের আসিষ্টাণ্ট সব ডেপুটি এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এ ডবলিউ, অসবর্ণ সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—বাণারস এজেন্সীর অন্তর্গত শাজিমগঞ্জের আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ এক কাম্বেল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ধারামতে ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ অবধি মে মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত ও মে মাসের ৬ তারিখ অবধি ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ছুটী লইয়া ছিলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এক, কাম্বেল সাহেবের পরিবর্ত্তে ফতেগড়ের আফীমের একটিং সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ, হেষ্টিংস সাহেব ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ২৫ তারিখ অবধি মে মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত শাজিমগঞ্জের আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এক কাম্বেল সাহেবের পরিবর্ত্তে মুঙ্গেরের আফীমের একটি সব ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুক্ত সি ই মেওয়ার সাহেব ১৮৮১ সালের মে মাসের ৬ তারিখ অবধি ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত শাজিমগঞ্জের আফীমের সব ডেপুটী এজেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—৪০ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক পলটনের সর্জ্জন শ্রীযুক্ত সি পি লিউকিস সাহেবের আপন অন্যান্য কর্ম্মাতিরিক্ত বারাকপুর লাক হাস্পাতালের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিয়োগ বিষয়ক এই মাসের ২৩ তারিখের যে আজ্ঞা এই মাসের ৩০ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করা যায় তাহা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ২৮ আগষ্ট।—সর্জন শ্রীযুক্ত এস সি নিকলসন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, প্রেসিডেন্সী জেনরল হাসপাতালের দ্বিতীয় রেসিডেণ্ট সর্জন সর্জন শ্রীযুক্ত সি, এচ কৌরট সাহেব উক্ত হাস্পাতালে প্রথম রেসিডেণ্ট সর্জনের এবং প্রেসিডেন্সী কালেজের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে সর্জন শ্রীযুক্ত সি এচ কৌরট সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, যশোহরের একটি সিবিল সিকিৎসক সর্জন শ্রীযুক্ত এ বার্ক্লে সাহেব প্রেসিডেন্সী জেনরল হাস্পাতালের দ্বিতীয় রেসিডেণ্ট সর্জনের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—মেডিকাল কালেজে স্বাবচ্ছেদ ও শারীর তত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক সর্জন শ্রীযুক্ত ও, সি ক্রে সাহেব এম ডি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি অক্টোবর মাসের ৯ তারিখ অবধি ছয় মাসের ছুটী পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট ৬ সেপ্টেম্বর। ১৮৮১।]

ECONOMIC MUSEUM —*The 30th August* 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee, Hooghly —

Dr W H Gregg, Civil Surgeon of Hooghly, *vice* Dr Thompson

Dr Udoy Chand Dutt Civil Medical Officer of Serampore

Mr R Carstairs Sub Divisional Officer Serampore *vice* Mr Jeffery transferred

T Inglis Assistant Magistrate and Collector Hooghly

Baboo Surjo Coomar Sen, Sub Divisional Officer Jehanabad

" Bemola Churn Bhuttacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Hooghly

Okhoy Churn Sircar Honorary Magistrate Hooghly

" Romesh Chunder Mundle, Municipal Commissioner, Chinsurah and Hooghly

Unooroop Chunder Mookerjee, Honorary Magistrate and Zemindar

MUNICIPAL —*The 23rd August* 1881 —The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Jungypore Municipality in the district of Moorshedabad —

Baboo Ooma Charan Banerjea | Baboo Gokool Chandra Shaha

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Hazareebaugh Municipality —

Mr H H Risley c s | Mr J Bowman Tea planter

The undermentioned gentlemen are appointed to be Commissioners of the Municipality of Pooree —

Baboo Ram Gopal Chatterjea

" Nista Patnaik

" Bhola Misra

Hurro Krishna Das Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector

The following notifications are republished from the *Assam Gazette* —

The 18th August —Mr A J Murray Officiating Deputy Commissioner Fourth Grade to officiate in the Third Grade *vice* Major Lloyd

Mr G W Place Officiating Assistant Commissioner, Second Grade, will officiate in the First Grade *vice* Captain Gray, appointed to officiate as Deputy Commissioner, Fourth Grade in Notification No 121 dated the 16th June 1881

Mr R T Greer, Assistant Commissioner Third Grade, to officiate as Assistant Commissioner, Second Grade *vice* Mr G W Place

No 165 —The services of Mr H V H Roberts Assistant Superintendent of Police Kamrup are placed at the disposal of the Government of Bengal

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal.

NOTIFICATION

The 29th August 1881 —Baboo Jadub Chunder Deb, Officiating Assistant Superintendent of Police, Serajgunge, Pubna passed in Bengali by the higher standard at the Departmental Examination held in May 1879

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF DINAGEPORE

The 26th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Dinagepore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pice or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

ইকনমিক মিউনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হুগলীর স্থানীয় ইকনমিক মিউনিসিপল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ডাক্তার শ্রীযুত ডাবসন সাহেবের পরিবর্ত্তে হুগলীর সিবিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত জবলিউ, এচ প্রেগ সাহেব।

শ্রীরামপুরের সিবিল চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুত উদয় চাঁদ দত্ত।

শ্রীযুত কেন্দ্রি সাহেব স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে শ্রীরামপুর মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত আর কাষ্টে বর্গ সাহেব।

হুগলীর আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি, ইংলিস সাহেব।

আরামবাগ মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার সেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য।

হুগলীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু অক্ষয়চরণ সরকার।

চুঁচুড়া ও হুগলীর মুনিসিপল কমিশনর শ্রীযুত বাবু রমেশচন্দ্র মণ্ডল।

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও জমীদার শ্রীযুত বাবু অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মুনিসিপল বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু গোকুলচন্দ্র সাহা।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাজারীবাগ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এচ এচ রিসলী সাহেব, সি, এস।—চা- ত্ত শ্রীযুত জে, বৌধান সাহেব।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পুরী মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রাধাগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

,, নিষ্ঠা পট্টনায়ক।

,, ভিকারী মিশ্র।

এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু হরকৃষ্ণ দাস।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

১৮৮১ সাল ১৮ আগষ্ট।—মেজর শ্রীযুত বয়ড সাহেবের পরিবর্ত্তে চতুর্থ শ্রেণীর একটিং ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত টি, জে, বরে সাহেব, তৃতীয় শ্রেণীতে কর্ম্ম করিবেন।

কাপ্তান শ্রীযুত প্রে সাহেব ১৮৮১ সালের ১১ জুলাই ২১ নং বিজ্ঞাপনক্রমে চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত জি, ডবলিউ প্লেন সাহেব প্রথম শ্রেণীতে কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত জি ডবলিউ প্লেন সাহেবের পরিবর্ত্তে তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুত আর, টি, ষ্টীর সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিশনরের কর্ম্ম করিবেন।

১৮৫ নম্বর।—কাশীপুর পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ, বি, এচ, রবর্টস সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

হরেন্স এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—পাবনার অন্তর্গত শেরাজগঞ্জের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র দেব, ১৮৭৯ সালের মে মাসে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় যে পরীক্ষা হয় তাহাতে উচ্চতর কক্ষিমতে বঙ্গ ভাষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

হরেন্স এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

দিনাজপুর জিলার পথকর বিষয়ক

বিজ্ঞাপন

১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে দিনাজপুর জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুক্তহারে অর্থাৎ জমির বার্ষিক মূলের ৷৷ উপর টাকা প্রতি ৷৷১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশবাসীর কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF PUBNA

The 26th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Pubna have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands, and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF RAJSHAHYE

The 26th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Rajshahye have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF SARUN

The 29th August 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Sarun have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTICE

The 24th August 1881 —It is hereby notified, under Section 8 Act V (B C) of 1876 that the Lieutenant Governor intends to declare the village Rupunge Dowlutpore thana Hemtabad, in the district of Dinagepore to be a Second Class Municipality unless good reason to the contrary be shown within one month from the date of publication of this notice within the village

2 The following are the boundaries of the proposed Municipality —
On the north —Domra and Mohanbati, otherwise called Paragram
On the east —Noapara and Shigram
On the south —Bhat Ghora Koshba and Goalpara
On the west —Kotegram and Nasharathpore

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 25th August 1881 —In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Indian Forest Act VII of 1878 the Lieutenant Governor hereby declares

পাবনা জিলার পথকর বিষয়ক

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে পাবনা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

রাজশাহী জিলার পথকর বিষয়ক

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এইসংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে রাজশাহী জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲১ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

সারণ জিলার পথকর বিষয়ক

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে সারণ জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৪ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৮ ধারামতে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত হেমতাবাদ থানার সামিল বাইগন্ত—দৌলতপুর গ্রাম দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী বলিয়া প্রকাশ করিবার কল্পনা করিয়াছেন উক্ত গ্রামে এই বিজ্ঞাপন প্রচার হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে এতদ্বিপক্ষে উত্তম কারণ দর্শান না গেলে ঐ গ্রাম দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনিসিপালিটী হইবে বলিয়া প্রকাশ করা যাইবে।

২। প্রস্তাবিত মুনিসিপালিটীর সীমা এই:
উত্তর সীমা।—দোমরা ও মোহনবাটী বা পাটগ্রাম।
পূর্ব্ব সীমা।—নোয়াপাড়া ও শিরগ্রাম।
দক্ষিণ সীমা।—জাতগোরা ও কশবা ও গোয়ালপাড়া।
পশ্চিম সীমা।—কোটগ্রাম ও মাদরপুর।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় বন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ১৯ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য

the lands described below to be a Reserved Forest, with effect from the 6th May 1881 —

District	Pergunnah or other Sub division	Name of Forest	Description of boundaries.
Chittagong Hill Tracts		Sungoo Forest Reserve	The area drained by the Sungoo and its feeders bounded as follows — *North* —A demarcated line from the ridge Yambong Tong down a spur across the Sungoo river at the Rangtong village and up a spur meeting the eastern boundary on a ridge at Modhoogri Tong *East and South* —Arracan Tract *West* —The water parting between the Matamori and its feeders on one side, and the Sungoo and its feeders on the other

A MACKENZIE
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 29th August 1881 —Under Section 3, Act V (B C) of 1875, the Lieutenant Governor of Bengal has determined that a survey shall be made of the lands from base lines to be laid down by the Dearah Survey party, along and between the banks of the rivers Megna, Ilsha, Tetoolia and their channels commencing from the points where the line of survey notified in the *Calcutta Gazette* of the 21st June 1876, page 677 ends in the Megna This survey will extend southwards to the Bay of Bengal, passing through the districts of Backergunge and Noakholly It will include Dukhin Shabazpore Hattya Sundeep and other islands situated at the mouth of the Megna with their intervening and boundary channels The boundaries of such mouzahs and estates will be demarcated as are considered necessary by the Superintendent of the Dearah Survey

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 30th August 1881 —The Lieutenant Governor of Bengal is pleased to notify that the area of Reserved Forest contained within the boundaries specified below, is transferred from the Kurseong Forest Division to the Teesta Forest Division —

BOUNDARIES

North and West —From the Reyang river, the boundary of the Government Cinchona Plantation lands to Sitong, thence a ridge to the source of the Sivoke river

South —The Sivoke river

East —The Teesta river

A MACKENZIE,
Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3684A

The 25th August 1881 —Kumar Rameshwara Sing, Assistant Magistrate and Collector, Bhagulpore is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 28th August 1881 —Baboo Charoo Chunder Chatterjea Deputy Inspector of Schools, is appointed to be an Honorary Magistrate for the Bankoora Bench, in the district of Bankoora and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Ambika Charan Choudhuri of Bamnia is appointed to be an Honorary Magistrate for the Bishenpore Bench in the district of Bankoora, and is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

করিয়া তিনি নিম্নলিখিত ভূমি ১৮৮১ সালের মে মাসের ৬ তারিখ অবধি রক্ষিত বন হইবার আদেশ করিলেন।—

জিলা।	পরগনা বা অন্য উপযুক্ত।	বনের নাম।	সীমার বিবরণ।
চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ।		নজু রক্ষিত বন।	নজু ও তৎপোষক নদী দ্বারা যে স্থানের জল নিষ্কাশিত হয় তাহার সীমা। এই উত্তর সীমা।—ঐরাবখোল টোঙ্গ পর্ব্বত শ্রেণীহইতে পর্ব্বতমালিকা বিশেষ দিয়া নামিয়া বড় টোঙ্গ গ্রামে নজু নদী পার হইয়া পর্ব্বতমালিকা বিশেষ দিয়া উঠিয়া যে চিহ্নিত রেখা পর্ব্বত শ্রেণীর উপর নজু গিরি টোঙ্গে পূর্ব্ব সীমায় মিলে তাহা। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা।—আরাকান প্রদেশ। পশ্চিম সীমা।—একদিকে মাতামুহুরি ও তৎপোষক নদী ও অন্য দিকে নজু ও তৎপোষক নদী এই উভয়ের মধ্যগত জলনেশি ভূমি।

এ মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৫ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩ ধারামতে এই স্থির করিয়াছেন যে ১৮৭৬ সালের ২৭ জুনের বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৫০৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জরীপ মেঘনার যে২ স্থানে শেষ হয় তথাহইতে মেঘনা ও ইলশা ও কেতুনিয়া নদীর ও তৎখালের মধ্যে২ ও মধ্যগত ওটে দ্বিগুণা জরিপী ধারা চারকেরা যে বাঁধ বেধা টানিবেন অন্তর্গত ভূমির জরীপ করা যাইবে। এই জরীপ বাকরগঞ্জ ও নওয়াখালী জিলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ মুখে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত চলিবে। এতন্মধ্যে দক্ষিণ সাবাজপুর ও হাতিয়া ও সন্দ্বীপ এবং মেঘনা নদীর মহনাস্থ অন্যান্য দ্বীপ ও তথায় ভেলকাটি ও সীমাকাটি অন্যান্য খাল করা যাইবে। দ্বিগুণা জরিপী কার্য্যের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে২ মৌজার ও মহালের সীমার চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন সেই২ মৌজার ও মহালের সীমার চিহ্ন দেওয়া যাইবে।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে যে রক্ষিত বন আছে তাহা কর্ম্মিরঙ্গ বন খণ্ডহইতে তিস্তা বন খণ্ড ভুক্ত করা গেল।

সীমা।

উত্তর ও পশ্চিম সীমা।—রেঙ্গ নদীহইতে সিটোঙ্গ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের সিমুকোণা আবাদের ভূমির সীমা, তথাহইতে শিবোক নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত পর্ব্বত শ্রেণী।

দক্ষিণ সীমা।—শিবোক নদী।

পূর্ব্ব সীমা।—তিস্তা নদী।

এ, মাকেঞ্জি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩৮৮৫A নম্বর।

১৮৮১ সাল ২৫ আগষ্ট।—ভাগলপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত কুমার রামেশ্বর সিংহ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৮ আগষ্ট।—স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বাঁকুড়া বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ঐ মন্দিরার শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ চৌধুরী বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।

The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Baboo Kali Kumar Aikat of his appointment of Honorary Magistrate for the Bishenpore Bench, in the district of Bankoora

The 29th August 1881 —Baboo Chunder Coomar Doss, Moonsiff of Madaripore, is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 50 The local limits within which the Moonsiff will exercise these powers will correspond with the limits of his Moonsiffee jurisdiction

Baboo Mohendro Nath Mookerjee, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Lohardugga is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

In modification of the order of the 21st May last Baboo Poresh Nath Banerjees Subordinate Judge and Small Cause Court Judge of Patna is allowed leave for two months under the note to Rule 1, Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from the afternoon of the 31st May 1881

Baboo Poresh Nath Banerjees, returned from leave, on the afternoon of the 22nd ultimo

The 30th August 1881 —Baboo Nohun Nath Mitter B L, is appointed to act until further orders as a Moonsif in the district of Chittagong, and to be ordinarily stationed at Meerserai with effect from the date on which he joined that appointment

Baboo Digumber Canoongoe Moonsif of Perozepore, in the district of Backergunge on leave is appointed to be a Moonsif in the district of Rungpore and to be ordinarily stationed at Gyibanda during the absence on leave of Baboo Gopee Mohun Mookerjee, or until further orders

Baboo Digumber Canoongoe is vested with the powers of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of suits cognizable by such Courts up to the value of Rs 50

Major H P Peacock Officiating Agent to the Governor General with the King of Oudh and Officiating Superintendent of Political Pensions is vested with the powers of a Magistrate of the First Class and with powers under Sections 518 and 521 of the Criminal Procedure Code within the premises of the King of Oudh

Baboo Mothoora Nath Gupta, Subordinate Judge of Chittagong on leave is transferred to the district of the 24 Pergunnahs

Baboo Amirto Lall Pal Moonsiff of Burdwan is appointed to be a Moonsiff in the district of Backergunge and to be ordinarily stationed at Burrisal on being relieved of his present duties as Officiating Subordinate Judge of Sarun

Baboo Bhoobun Chunder Mookerjee Subordinate Judge, 24 Pergunnahs, is transferred to Sarun

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFFS —*The 30th August* 1881 —Baboo Shyam Kishore Bose Moonsif of Chuttamun, in the district of Dinagepore is allowed leave of absence for one month, under Section 127 of the Civil Leave Code, in extension of the leave granted to him under the order of the 30th June 1881

The leave for fifteen days granted to Baboo Kylash Chunder Mozoomdar Moonsif of Moolfutgunge in the district of Furreedpore, under the order of the 10th August 1881, is cancelled at his own request

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 2nd August 1881 —Under the provisions of Section 5 of the Indian Registration Act, III of 1877 the Lieutenant Governor sanctions the abolition of the registration sub-district of Kutubdiya in the sub division of Cox's Bazar in Chittagong The sub district will revert to the sub district of Cox's Bazar This notification will take effect on and from the 15th September 1881

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette 6th September* 1881]

শ্রীযুত বাবু কালীকুমার আরকৎ বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ স্বীয় পদত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—বাজারীপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার দাস ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকাপর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন। উক্ত মুনসেফ যে স্থান সীমারমধ্যে উক্ত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করিবেন তাহা স্বীয় মুনসেফী বিচারাধিপত্যের সীমার সহিত মিলিবে।

লোহারডাঙ্গার একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

গত মে মাসের ২১ তারিখের আজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। পাটনার সবর্ডিনেট জজ ও ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত বাবু পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মতবামতে ১৮৮১ সালের ৩১ মের অপরাহ্ণ অবধি দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত মাসের ২২ তারিখের অপরাহ্ণে ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—শ্রীযুত বাবু নলিনীনাথ মিত্র বি এল যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চট্টগ্রাম জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত বিরসরাইয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুরের ছুটীপ্রাপ্ত মুনসেফ শ্রীযুত বাবু দিগম্বর কানুনগো রঙ্গপুর জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত গাইবান্ধায় অবস্থাপিত হইবেন।

শ্রীযুত বাবু দিগম্বর কানুনগো ছোট আদালতের বিচার্য্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমার বিচার করণার্থে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইলেন।

অযোধ্যার রাজার সঙ্গে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের একটিং এজেন্ট, এবং পোলিটিকাল পেনশনের একটিং সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর শ্রীযুত এচ, পি, পীকক সাহেব অযোধ্যার রাজবাটীর সীমার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৫৮ ও ৫২১ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রামের ছুটীপ্রাপ্ত সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ গুপ্ত ২৪ পরগনা জিলায় প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু অমৃতলাল পাল সারণের একটিং সব ডিনেট জজস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া বাকরগঞ্জ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যতঃ বরিশালে অবস্থাপিত হইবেন।

২৪ পরগনার সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুত বাবু জুগলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সারণে প্রেরিত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ৩০শে আগষ্ট।—দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত চিরিরবন্দর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু শ্যামকিশোর বসু ১৮৮১ সালের ৩০ জুনের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মুলফৎগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ১৮৮১ সালের ১৭ আগষ্টের আজ্ঞামতে যে পনের দিনের ছুটী পান তাহা তাঁহার প্রার্থনামতে রহিত করা গেল।

হরেস এ, কফেন
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন

১৮৮১ সাল ২৫ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টেরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৩ আইনের ৫ ধারার বিধানমতে চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমায় রেজিষ্টরীকরণ সম্পর্কে কুতবদিয়া সব-ডিষ্ট্রিক্ট উঠাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। উক্ত সব ডিষ্ট্রিক্ট পুনর্ব্বার কক্সবাজার সব ডিষ্ট্রিক্ট ভুক্ত হইবে। আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ অবধি এই বিজ্ঞাপন ফলবৎ হইবে।

হরেস এ কফেন।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

NOTIFICATION

The 29th August 1881 —Under Section 3 Act I (B C) of 1876 (an Act to provide for the voluntary registration of Mahomedan marriages and divorces) the Lieutenant Governor has been pleased to grant a license to Munshi Salamutullah, authorizing him to register Mahomedan marriages and divorces and to exercise the other functions of a Mahomedan Registrar within Thanas Sudharam and Farash anj in the district of Noakholly, from the 4th May to the 6th June 1881, and from the 21st June to the 20th July 1881

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 25th August 1881 —It is hereby notified that the Lieutenant Governor authorizes the extension of the provisions of Section 34 of Act V of 1861, to the Joynagur Municipality in the district of the 24 Pergunnahs

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL

The 26th August 1881

No 245 —*Leave* —With reference to Notification No 36, dated 13th May 1881, of the Director General of Railways Mr T E Curry, Assistant Engineer, First Grade, is granted an extension of privilege leave up to the 6th October 1881

The 29th August 1881

No 246 —*Notifications* —With reference to Notification No 98 of the 23rd May last, Mr C W Odling Executive Engineer First Grade, returned to the Arrah division from special duty on the forenoon of the 3rd August 1881, and is re appointed Executive Engineer of that division

No 247 —Baboo Krishna Chundra Bandopadhya Assistant Engineer, Second Grade Patna Division passed the Departmental Standard Examination in the Native language, on the 20th August 1881

The 30th August 1881

No 248 —*Corrigendum* —In Notification No 142 of the 20th June 1881, *for* "on the forenoon of the 10th idem *read* "on the forenoon of the 4th June 1881," being the date on which Mr W H Parker assumed charge of the Central Bengal Railway

No 249 —*Leave* —Mr J P Scotland, Executive Engineer Fourth Grade, temporary rank Buxar Division, is granted privilege leave for three months, under Section 136 of the Civil Leave Code, with effect from the afternoon of the 21st August 1881

No 250 —*Posting* —Mr A G Bremner, Assistant Engineer, First Grade, on privilege leave is posted to the First Calcutta Division

H C LEVINGE,
Secy to the Govt of Bengal,
P W Dept

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক এত্তীয়ার মতে রেজিষ্টরী করিবার বিধান করণার্থ ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারামতে শ্রীযুক্ত মুনশী সালামত উল্লাকে লাইসেন্স দিয়া নওয়াখালী জিলার অন্তর্গত সুধারাম ও ফতেগঞ্জ থানার এলাকার মধ্যে ১৮৮১ সালের মে মাসের ৪ তারিখ অবধি জুন মাসের ৬ তারিখ পর্য্যন্ত ও জুন মাসের ২১ তারিখ অবধি জুলাই মাসের ২০ তারিখ পর্য্যন্ত মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টরী করিবার ও মুসলমান রেজিষ্ট্রারের অন্যান্য ক্ষমতামতে কার্য্যকরিবার ক্ষমতা দিলেন।

হরেন্স এ, কক্রেন
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৫ আগষ্ট।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব, ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বরনগর মুনিসিপালিটীতে ১৮৬১ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারার বিধান প্রচলিত হইবার অনুমতি করিলেন।

হরেন্স এ, কক্রেন
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ২৬ আগষ্ট।

২৪৫ নম্বর।—ছুটী।—রেলওয়ে সমূহের ইন্সপেক্টর জেনরল সাহেবের ১৮৮১ সালের ১৩ মের ৩১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত টি ই কক্রি সাহেব ১৮৮১ সালের ৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ২৯ আগষ্ট।

২৪৬ নম্বর।— বিজ্ঞাপন।—গত মে মাসের ২৩ তারিখের ৯৮ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত সি, ডবলিউ মডলি সাহেব বিশেষ কার্য্য হইতে ১৮৮ সালের ৩ আগষ্টের পূর্ব্বাহ্নে আরা খণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত খণ্ডের একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

২৪৭ নম্বর।—পাটনা খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮১ সালের ২০ আগষ্টে কার্য্যবিভাগ সংক্রান্ত কষ্টিমত এদেশীয় ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।

২৪৮ নম্বর।—অশুদ্ধ শোধন।— ৮৮ সালের ২০ জুনের ১৪২ নং বিজ্ঞাপনে "এই মাসের ১৮ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে" এই কথার পরিবর্ত্তে "১৮৮১ সালের ৪ জুনের পূর্ব্বাহ্নে" পাঠ করিতে হইবে এই তারিখে শ্রীযুত ডবলিউ, এচ, পার্কর সাহেব বঙ্গদেশের মধ্যস্থলের রেলওয়েতে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

২৪৯ নম্বর।—ছুটী।—বক্সার খণ্ডের কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, পি, স্কটলাণ্ড সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে ৮৮১ সালের ২১ আগষ্টের অপরাহ্ন অবধি তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

২৫০ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।— অনুগ্রহের ছুটীপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত এ জি, ব্রেমনর সাহেব কলিকাতার প্রথম খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

এচ সি, লেবিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

রাজস্ব বিষয়ক সরকুলর।

১৮৮১ সাল মে মাস।

বাহাদুর শ্রীযুক্ত এচ এল ডাম্পিয়রসাহেব।

১ নম্বর

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১ বালামের ১৩৫ পৃষ্ঠায় ৬ অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ৩ ধারার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি দিতে হইবে।

৩। যখনই আবশ্যক দেখা যায় কোন জিলার রাজস্বের তালিকা অর্থাৎ তৌজী নূতন করিয়া নকল করিতে হইবে। নূতন নকল শেষ হইলে পুরাতন তৌজীর আসল কাগজপত্র নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডে পাঠাইতে হইবে। এরূপ সাবধান হইবার উদ্দেশ্য এই যে সে রোবিকে নকল কালেক্টরী বাড়াইতে রাখা হয় পাছে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। বোর্ড নূতন তৌজীর নোকর লিপি চাহেন না।

শ্রীযুক্ত রেনল্ডস সাহেব।

২ নম্বর।

ইষ্টাম্প ঘটিত বোকদমার পুরস্কার দানসম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসের বোর্ডের ২ নং সরকুলর অর্ডরের ২ প্রকরণে নিম্নলিখিত সংশোধন করিতে হইবে।

২ প্রকরণের তৃতীয় পংক্তিতে "আবশ্যক বোধ হইলে" এই কথার পর নিম্নলিখিত কথাগুলি যোগ করিতে হইবে যথা

"এবং অপরাধ নির্ণয় না হইলেও বা অর্থদণ্ড আদায় না হইলেও পুরস্কার দেওয়া বাঞ্ছনীয় বোধ হইলে"

৩ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৯ ১৫ ১৬ ৩৭ ৫১ ও ৫৬ ধারামতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত নিম্নলিখিত সংশোধিত বিধি বোর্ডের ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসের ২ নং ও আপ্রিল মাসের ২ নং সরকুলর অর্ডরের সহিত প্রেরিত বিধির ও আজ্ঞার পরিবর্ত্তে জিলার কর্ত্তৃপক্ষের অবগতি ও উপদেশ নিমিত্ত প্রকাশ করা গেল।—

৮৭৫ নম্বর।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

ফোর্ট উইলিয়ম ১৮৮১ সাল ২৬ ফেব্রুয়ারি।

সম্মিলভাধিপতি শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৯ ও ১২ ও ১৭ ও ৩২ ও ৫ ও ৫৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

প্রথম অধ্যায়।—উপক্রমণিকা।

১। ১৮৭৯ সালের ২৯ আপ্রিলের ২৬ নং ও ৬ জুনের ৯৯৬ নং এবং ১৮৮০ সালের ১০ জানুয়ারির ৯২ নং ও ৮ মের ৪৭৯ নং বিজ্ঞাপনক্রমে প্রচারিত বিধি রহিত করিয়া এই বিধি ১৮৮১ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখ অবধি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রবল হইবে।

২। এই বিধিতে যে২ শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করা গেল ও ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্পবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনে যাহার অর্থ করা গিয়াছে উক্ত আইনে সেই২ শব্দের ও বাক্যের যে২ অর্থ করা গিয়াছে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্পবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে নিদর্শনপত্রের মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করণার্থে দুই প্রকার ইষ্টাম্প থাকিবে যথা

(ক) ছাপা করা ইষ্টাম্প ইহার মধ্যে

ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজ—অর্থাৎ খণ্ড২ কাগজে বিবিধ মূল্য প্রকাশক ইষ্টাম্প মুদ্রিত করা। এই বিধি অনুসারে ব্যবহারের নিমিত্ত সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়

ছাপা করা টিকিট এই বিধির তৃতীয় অধ্যায়ের আদেশমতে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ বনাইয়া ও ছাপা করিয়া দিবেন।

(খ) আটাল ইষ্টাম্প, এই বিধি অনুসারে সাধারণের ব্যবহারার্থে সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—ছাপা করা ইষ্টাম্পকাগজের কথা।

৪। হুণ্ডীভিন্ন যে সকল দলীলের উপর মাসুল লাগে তাহা ছাপা কর ইষ্টাম্প কাগজের উপর লেখা যাইতে পারিবে, এবং উক্ত আইনের ৩ ধারার ও এই বিধির বর্জ্জিত স্থলভিন্ন স্থলে রূপে লিখিতে হইবে।

৫। (ক) ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজে কোন নিদর্শনপত্র লিখিতে হইলে উক্ত নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দিতে হয় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক না হইলে এক খণ্ড ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবে, কিন্তু

প্রয়োজনীয় ইষ্টাম্পের নিমিত্ত খাজানাখানায় প্রার্থনা করা গেলে সেই খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ, কিম্বা

ইষ্টাম্প বিক্রেতার নিকট প্রার্থনা করা গেলে সেই ইষ্টাম্প বিক্রেতা,

প্রার্থিত মূল্যের এক খণ্ড ইষ্টাম্প দিতে পারেন না ইহা শ নিতমতে জানাইলে, এক খণ্ড ইষ্টাম্পে না লিখিলেও চলিবে।

(খ) কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দিতে হয় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক হইলে, কিম্বা (ক) প্রকরণমতে খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ বা ইষ্টাম্প বিক্রেতা সেই মূল্যের এক খণ্ড ইষ্টাম্প দিতে পারেন না বলা শ নিতমতে জানাইলে, অল্পাল্পসংখ্যক যত খানি ইষ্টাম্প দ্বারা সেই মূল্য পূরণ করিতে পারেন বলিয়া উক্ত খাজানাখানার কর্ত্তৃপক্ষ বা ইষ্টাম্পবিক্রেতা শংসিতপত্র দেন উক্ত প্রত্যেক স্থলে ঐ নিদর্শনপত্রের মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করণার্থে তাহার অধিক সংখ্যক ইষ্টাম্প ব্যবহার করিতে হইবে না।

(গ) ইষ্টাম্প বিক্রেতার অত্যধিক যে মূল্যের ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে তদধিক মূল্যের ইষ্টাম্প মাসুল প্রয়োজন হইলে ইষ্টাম্প বিক্রেতা (ক) কিম্বা (খ) প্রকরণমতে তাহার সর্টিফিকেট দিবেন না।

(ঘ) কোন নিদর্শনপত্রে যে মাসুল লাগে এই ধারামতে তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত দুই বা তদধিক ছাপা করা ইষ্টাম্পকাগজ ব্যবহার করা গেলে উক্ত প্রত্যেক কাগজের উপর নিদর্শনপত্রের কতক অংশ লিখিতে হইবে।

(ঙ) এই ধারামতে এক তক্তা কাগজের যে পৃষ্ঠে ইষ্টাম্প করা আছে সেই পৃষ্ঠে নিদর্শন পত্রের সমুদয় কথা লিখিতে কুলায় না দেখা গেলে ঐ নিদর্শনপত্রের শেষ পর্য্যন্ত লিখিবার নিমিত্ত যত আবশ্যক তত শাদা কাগজ তাহাতে যোড় যাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজের যে দিকে ইষ্টাম্প করা আছে সেই দিকে নিদর্শনপত্রের প্রয়োজনীয় কোন অংশ লিখিয়া পূর্ণ করা না গেলে ঐ ইষ্টাম্প কাগজে সংযুক্ত অন্য শাদা কাগজে ঐ নিদর্শনপত্রের কোন অংশ লিখিতে হইবে না। পরন্তু নিদর্শনপত্রের যে অংশ শাদা কাগজে লেখা যায় নিদর্শনপত্র যাহারা সম্পাদন করিলেন তাঁহারা ও তাঁহার সাক্ষিরা আপনং নাম লিখিয়া বা চিহ্ন দিয়া তাহা প্রমাণ করিবেন।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

তৃতীয় অধ্যায়।—ছাপাকরা টিকিটের কথা।

১। নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রের ও তদনুলিপির উপর ছাপা করা টিকিট বসান যাইতে পারে যথা—

(১) দ্রব্যবিক্রয়পরিকারিত্বপত্র।
(২) আফিডেবিট।
(৩) ক্ষমতানুসারে সম্পাদিত নিয়োগপত্র।
(৪) কোম্পানি সমবায়ের নিয়মাবলী।
(৫) ক্লার্কের নিয়মপত্র।
(৬) বিল অফ লেডিং।
(৭) চার্টর পার্টি।
(৮) ল্যাসের নির্দ্দেশপত্র।
(৯) অধিকারপত্র বা মূল্যবান অন্য নিদর্শনপত্র গচ্ছিত রাখিয়া অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ লওয়া গেলে ঋণ শোধ করিবার প্রতিভূস্বরূপ নিয়মের প্রমাণসূচক নিদর্শনপত্র।
(১০) প্রাচ্য ভাষায় ছাপা ও পাতরে ছাপা করা পাত্রা, যে ভাগ হাতে লিখিয়া পূরণ করা যায় তাহা ছাপার লেখার চারি ভাগের এক ভাগের অধিক না হইলে।
(১১) কোম্পানি সমবায়ের মর্ম্মাত্মকপত্র।
(১২) প্রটেস্ট লিপি।
(১৩) নূতন প্রকার দ্রব্য গঠনের নির্দ্দেশপত্র অর্পণের অনুমতি প্রভৃতির প্রার্থনাপত্র।
(১৪) বিমাপত্র।
(১৫) ল্যাস অন্যথাকরণপত্র।
(১৬) মাল প্রাপ্তির ওয়ারণ্ট।

ও নিম্নলিখিতপত্র—ইউরোপীয় কোন ভাষায় লিখিত হইলে। কিন্তু ইংরেজী ভিন্ন ইউরোপীয় কোন ভাষায় লিখিত নিদর্শনপত্রের সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ থাকিবে।

(১৭) ইষ্টাম্প বসাইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির বিবেচনায় যে নিয়মপত্র বা নিয়মপত্রের মর্ম্মাত্মক লিপি সুবিধামতে ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারে না তাহা।
(১৮) নিদর্শনপত্র পার্লমেন্টে ইংরেজী রীতানুসারে লিখিত হইলে কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তাহা সুবিধামতে ছাপাকরা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারে না বোধ হইলে।
(১৯) মীমাংসাপত্র।
(২০) চাহিবামাত্র দেয় নব ও ব্রিটিষ ভারতবর্ষে লিখিত এমত বিল অফ এক্সচেঞ্জ
(২১) নিবন্ধপত্র।
(২২) নীলামের সর্টিফিকেট।
(২৩) সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র।
(২৪) সমর্পণপত্র।
(২৫) বন্ধকী সম্পত্তির উপর আরো দায় বর্ত্তাইবার নিদর্শনপত্র।
(২৬) কর্ম্মশিক্ষা করণার্থ নিদর্শনপত্র।
(২৭) সম্ভবসমুত্থান বিষয়ক নিদর্শনপত্র।
(২৮) সম্ভবসমুত্থান বিলোপ বিষয়ক নিদর্শনপত্র।
(২৯) সম্পত্তি বিনিময়পত্র।
(৩০) দানপত্র।
(৩১) ঠেকনপত্র।
(৩২) জোগানুমতিপত্র।
(৩৩) খাতকী অনুমতিপত্র।
(৩৪) বন্ধকীপত্র।
(৩৫) মোক্তারনামা।
(৩৬) বন্ধকগ্রহীতার অধিকারস্থিত বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণপত্র।
(৩৭) মুক্তিপত্র।
(৩৮) নিরূপণপত্র।
(৩৯) ইষ্টাম্প আইনের প্রথম তফসীলের ৬০ নম্বরের (খ) ও (গ) ও (ঘ) প্রকরণের লিখিত হস্তান্তরপত্র।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১।৬ সেপ্টেম্বর।]

৭। এই বিধির ৬ ধারার লিখিত নিদর্শনপত্রের উপর নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট বসাইতে পারিবেন।

(ক) কলিকাতার ও করাচীর কালেক্টর সাহেবেরা।

(খ) মান্দ্রাজের ও বোম্বাইর ও লাহোরের ও রাঙ্গুনের ও মলমেনের ও আকাবের ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা।

(গ) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও অযোধ্যার ইষ্টাম্পের কমিশানর সাহেব।

(ঘ) এদেশের ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট (পোলিটিকাল রেসিডেণ্ট) সাহেব।

৮। (ক) এই বিধির ৬ ধারার লিখিত কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট বসাইয়া লইবার নিমিত্তে উক্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারির নিকটে আনিয়া প্রার্থক যে মূল্যের টিকিট বসাইতে চাহেন সেই মূল্য দিলে তিনি সেই মূল্যের ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট তাহাতে ইষ্টাম্পিং যন্ত্রদ্বারা বসাইয়া দিয়া সেই টিকিটের উপর আপন নাম ও সন আদি অক্ষর ও টিকিট বসাইবার তারিখ লিখিয়া প্রার্থককে সেই নিদর্শনপত্র ফিরাইয়া দিবেন। নিদর্শনপত্র পার্চ্চমেণ্টে লেখা গেলে টিকিটগুলি ধাতুময় কেনী দ্বারা বিশেষমতে সংরক্ষিত হইবে।

(খ) ইষ্টাম্পের মূল্য ২০৲ টাকা বা তদধিক হইলে উক্ত কর্ম্মচারী সংরাচর যেরূপ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন তদ্রূপ ঐ নিদর্শনপত্রের যে স্থানে টিকিট বসান গেল তাহার অব্যবহিত নিম্নভাগে স্বাক্ষরও করিবেন।

৯। (ক) উক্ত আইনের ১০ ধারামতে আটাল ইষ্টাম্প যে হুণ্ডীতে বসান যাইতে পারে তদ্ভিন্ন হুণ্ডী গবর্ণমেণ্ট বিক্রয়ার্থে যে কাগজ দেন ও যে কাগজে এই বিধির ৭ ধারার (খ) প্রকরণের লিখিত কোন কর্ম্মচারী কিম্বা কলিকাতার ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট বসাইয়া এই বিধির ৮ ধারার বিধানমতে তাহা বসাইয়াছেন সেই কাগজে লিখিতে হইবে।

(খ) উক্ত প্রত্যেক খণ্ড কাগজ দীর্ঘে ৮, ও প্রস্থে ৫, ইঞ্চির কম হইবে না ও তাহাতে অন্য শাদা কাগজ সংযোগ করা যাইবে না।

১০ (ক) বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও চ্যাক ও প্রমিসরী নোট জিন্ন ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে সম্পাদিত অন্য যে২ নিদর্শনপত্র ব্রিটিষ ভারতবর্ষে পাওয়া গেলে পর ইষ্টাম্প বসান আবশ্যক তাহাতে কেবল ছাপা করা টিকিট বসাইয়া মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।

(খ) উক্ত কোন নিদর্শনপত্র উক্ত আইনের ১৭ ধারামতে কালেক্টর সাহেবের সমীপে আনা গেলে তিনি কলিকাতার বা করাচীর কালেক্টর সাহেব না হইলে উক্ত নিদর্শনপত্র সম্পর্কে যত মাসুল দেওয় হইয়াছে তাহার সহিত এই বিধির ৭ ধারার লিখিত কোন কর্ম্মচারির নিকট সেই নিদর্শনপত্র পাঠাইবেন এবং উক্ত কর্ম্মচারী এই বিধির ৮ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে উক্ত নিদর্শনপত্রে ইষ্টাম্প করিয়া তাহাতে আপন নামের আদ্যাক্ষর ও তারিখ লিখিয়া যে ব্যক্তি তাহা আনিয়া দিয়াছেন তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট ফিরিয়া পাঠাইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।—আটাল ইষ্টাম্পের কথা।

১১। বিল অফ এক্সচেঞ্জ চাহিবামাত্র পরিশোধনীয় না হইলে ও সেট করিয়া লেখা গেলে প্রত্যেক সেটের এক২ অংশের /০ আনার অধিক ইষ্টাম্প মাসুল না লাগিবে তাহাতে আটাল ইষ্টাম্প বসান যাইতে পারিবে।

২। এই সকল বিধিতে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে আটাল যে ইষ্টাম্প এক আনা মাসুল ব্যক্ত করণার্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে one anna লেখা থাকিবে।

৩। নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রে আটাল ইষ্টাম্প বসান গেলে নিম্নলিখিতমতে ইষ্টাম্প করিতে হইবে।—

(ক) ব্রিটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও চ্যাক ও প্রমিসরী নোট লেখা বা করা যায় তাহার উপর যে আটাল ইষ্টাম্প বসান যাইবে তাহাতে Foreign bill এই কথা লেখা থাকিবে।

(খ) প্রকাশ্য কোম্পানির বা সমাজের যে শ্যার পৃষ্ঠলিপিক্রমে হস্তান্তর করা যায় তাহার আটাল ইষ্টাম্পের উপর 'Share Transfer' কথা লেখা থাকিবে।

(গ) কোন হাইকোর্টের নাম নিম্নপত্রে আডবোকেট বা উকীল বা আটর্ণিস্বরূপ নাম লেখাইলে তাহাতে যে আটাল ইষ্টাম্প লাগিবে তাহার উপর Advocate Vakil বা 'Attorney' লেখা থাকিবে।

(গেজেটে যাহার নাম প্রকাশ করা যায় হাই কোর্টের এমত কোন কর্ম্মচারির তত্ত্বের ও দায়ের অধীনে ঐ ইষ্টাম্প বসান যাইবে তিনি ইষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে ইষ্টাম্প আনাইবেন ও তজ্জন্য তাঁহার নিকট হিসাব দিবেন। গেজেটে প্রকাশিত যে কর্ম্মচারী ইষ্টাম্প বসান তিনি তদুপরি আপন স্বাভাবিক স্বাক্ষর ও স্বাক্ষর করা যার তারিখ লিখিয়া সেই নিদর্শনপত্র ফিরাইয়া দিবেন)।

(ঘ) নোটারিয়ল কার্য্যে আটাল ফরিমু বিল ইষ্টাম্প দেওয়া যাইবে, ঐ ইষ্টাম্পের উপর 'Notorial' শব্দ ছাপা থাকিবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

পঞ্চম অধ্যায়।—বিবিধ বিষয়।

১৪। অন্য নিদর্শনপত্র সম্বন্ধে মাসুল দেওয়া হইয়াছে এই কথা উক্ত আইনের ৫ ধারামতে এক খান নিদর্শনপত্রে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইলে, কালেক্টর সাহেব শেষোক্ত নিদর্শনপত্রে স্বহস্তে পৃষ্ঠলিপি করিয়া সেই মাসুল দেওয়া যে হইয়াছে ইহা ব্যক্ত করিবেন।

১৫। উক্ত আইনের ৩০ ধারামতে যে টাকা দিতে হয়, তাহা নগদ দিতে হইবে।

৬। উক্ত আইনের ষষ্ঠ অধ্যায় অনুসারে কোন ব্যক্তি টাকা ফেরৎ পাইবার বা ইষ্টাম্প পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার দাওয়া করিলে কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে বা উপযুক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার মোক্তারকে শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বাচনিক এজাহার দিতে কিম্বা যাহা হইতে সেই দাওয়া উত্থিত হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া আফিডেবিট দিতে কহিবেন। অপিচ কালেক্টর সাহেব উচিত বোধ করিলে, দাওয়াদার বা তাঁহার মোক্তার বাচনিক যাহা বলিয়াছেন বা আফিডেবিটে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিপোষক সাক্ষি সাক্ষ্য তলব করিতে পারিবেন।

১৭। কোন মাজিষ্ট্রেট ইষ্টাম্পবিষয়ক আইনের ৮ অধ্যায়ের কোন অপরাধি অপরাধ নির্ণয় বা বিচার করিলে যে ব্যক্তি অপরাধ নির্ণয় বিষয়ে সাহায্য করেন তাঁহাকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পুরস্কার দিতে পারিবেন।

---

৪ সম্বর।

ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫৫ ধারামতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট উক্ত আইনমতে ব্যবহৃত ইষ্টাম্প যোগাইবার ও ব্যবহার করিবার নিম্নলিখিত যে বিধি প্রচার করিয়াছেন, বোর্ডের ৮৭৯ সালের জুলাই মাসের ৭ নং সরকুলার অর্ডর সংযুক্ত বিধির পরিবর্ত্তে তৎপ্রতি সমুদয় রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যকারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতাদিগকে দিবার নিমিত্ত এই বিধির মুদ্রিত বেশী কএক খণ্ড কাগজ জিলার কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট স্বতন্ত্র করিয়া পাঠান যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২৫ আপ্রিল।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৫৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ইষ্টাম্প ও ইষ্টাম্প করা কাগজ যোগাইবার ও বিক্রয় করিবার ও যাহারা কেবল সেই বিক্রয়কার্য্য চালাইবেন তাঁহাদের কার্য্যের ও বেতনের নিয়ম করণার্থ নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন

১। উক্ত আইনের ৯ ও ১৫ ও ১৭ ও ৩২ ও ৫১ ও ৫৬ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত যে বিধি ১৮৮১ সালের মার্চ মাসের ২৯ তারিখের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের প্রথম খণ্ডের ৪৮ অবধি ৫৯ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গিয়াছে তদনুসারে ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক আইনমতে নিদর্শনপত্রের উপর মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত দুই প্রকার ইষ্টাম্প আছে যথা—

(ক) ছাপাকরা ইষ্টাম্প—ইহার মধ্যে ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজ অর্থাৎ খণ্ড২ কাগজে বিবিধ মূল্য প্রকাশক ইষ্টাম্প মুদ্রিত হইয়া এই বিধি অনুসারে ব্যবহারের নিমিত্ত সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়

ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট উপরোক্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিধির ৩ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্টমতে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ বসাইয়া ও ছাপা করিয়া দিবেন।

(খ) আটাল ইষ্টাম্প—উক্ত বিধিমতে ব্যবহারার্থ সাধারণের নিকট বিক্রীত হয়।

কলিকাতার কালেক্টর সাহেব কলিকাতার ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট হইতে ইষ্টাম্পযুক্ত টিকিট যোগাইয়া রাখিবেন এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নীত উপরোক্ত বিধির ৩ অধ্যায়ের লিখিত নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট আনা গেলে যত মূল্যের প্রয়োজন হয় সেই মূল্যের এক বা কএক খান টিকিট তাহাতে এ বিধিমতে লাগাইয়া দিবেন। ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অন্য দুই প্রকার ইষ্টাম্প (অর্থাৎ ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজ ও আটাল ইষ্টাম্প) যোগাইয়া রাখিবেন এবং জিলার কালেক্টর সাহেবদের ও ডেপুটী কমিশনরদের এবং জিলার অন্য যে কর্ত্তৃপক্ষেরা বোর্ডের স্থানে ক্ষমতা পাইয়া ইষ্টাম্প লাইবার নিমিত্তে একেবারে ইষ্টাম্প আফিসে ইণ্ডেণ্ট করিতে (চাহিয়া পাঠাইতে) পারেন তাঁহাদের ইণ্ডেণ্ট দিতে দিবেন, বোর্ড যেরূপে ও যে বিধিমতে আদেশ করেন, কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কমিশনর সাহেব কিম্বা উপ বাক্ত অন্য কর্ত্তৃপক্ষ তদ্রূপ ও সেই বিধিমতে তাহা রাখিবেন ও প্রত্যেক জিলার সদর স্থানের খাজাঞ্চীকে বা ইষ্টাম্পের দারগাকে ও মহকুমার নাজীরদিগকে কিম্বা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের অধীন যে কর্ম্মচারিরা ইষ্টাম্প জিম্মায় রাখিয়া বিক্রয় করেন তাঁহাদিগকে দিবেন, এবং পশ্চাল্লিখিতমতে স্বীয় পরোপলক্ষে কিম্বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের দ্বারা সাধারণের নিকট বিক্রয় করাইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

২। এই বিধির ১ ধারার লিখিত কোন জিলার সদর মোকামে যে খাজাঞ্চী বা ইষ্টাম্প দাবগা কিম্বা মহকুমার নাজীর বা অধীন অন্য যে কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইষ্টাম্প জিম্মায় রাখিয়া বিক্রয় করেন তিনি স্বীয় পদোপলক্ষে বিক্রেতা হইবেন, ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রার্থনামতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদের নিকট ও সাধারণের নিকট ছাপা করা ইষ্টাম্পকাগজ ও হুণ্ডীর ইষ্টাম্প ও আটাল ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবেন।

৩। কালেক্টর সাহেবেরা বা ডেপুটী কমিশনর সাহেবেরা যাহাদিগকে লাইসেন্স দেন তাঁহারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা হইবেন ও তাঁহাদের লাইসেন্সলিখিত প্রকারের ইষ্টাম্প সাধারণের নিকট বিক্রয় করিবেন।

৪। প্রত্যেক লাইসেন্সপত্রে বা লাইসেন্সগ্রহীতার নাম ও উক্ত লাইসেন্সমতে যে প্রকার ইষ্টাম্প বিক্রয় করা যাইতে পারিবে তাহার বিবরণ ও বিক্রয়ের স্থান ও আর যাহা আবশ্যক তাহা লেখা থাকিবে ও যে কর্ত্তৃপক্ষ সেই লাইসেন্সপত্র দিলেন তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে। যে কর্ত্তৃপক্ষ লাইসেন্স দেন তৎকর্ত্তৃক যে কোন সময়ে তাহা রহিত করা যাইতে পারিবে।

৫। এই বিধির ৭ ধারার নিয়মাধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে প্রত্যেক বিক্রেতা নগদ টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্টের স্থানে ছাপা করা ইষ্টাম্পকাগজ ও হুণ্ডীর ও আটাল ইষ্টাম্প ক্রয় করেন তিনি নিম্নলিখিত হারের ডিস্কৌণ্টে ঐ ইষ্টাম্প পাইবেন।

	আটাল ইষ্টাম্প।			ছাপা করা ইষ্টাম্প কাগজ ও হুণ্ডীর ইষ্টাম্প।	
	প্রত্যেক ১০০ ইষ্টাম্পের মূল্য ১০ আনার অধিক না হইলে।	প্রত্যেক ১০০ ইষ্টাম্পের মূল্য ১০ আনার অধিক ও ৫৲ টাকার অনধিক হইলে।	প্রত্যেক ১০০ ইষ্টাম্পের মূল্য ৫৲ টাকার অধিক ও ৫০৲ টাকার অনধিক হইলে।		
	শতকরা	শতকরা	শতকরা		শতকরা
কলিকাতা ও হাবড়া [illegible] ২৪ পরগণা। [illegible] বন্দর [illegible] বন্দরের স্থল। [illegible]	৵=টাকায় ৴৩ পয়সা	১৶/=টাকায় ৴২ পয়সা	১৷/=টাকায় ৴৫ পয়সা	সকল স্থানে	৵৩=টাকায় ৴১০ পয়সা
[illegible]	৷৶৶=টাকায় ৴২ [illegible]	৵৶=টাকায় ৴০ পয়সা	৷৷/=টাকায় ৴৫ পয়সা		

৬। ৭৫ টাকার অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প ক্রয় করিলে তাহার দিয়া ক্রেতা স্বয়ং বা অন্য মসলা দিয়া যে ইষ্টাম্প [illegible] করিবার প্রার্থনা করেন তাহার ডিস্কৌণ্ট দেওয়া যাইবে। এক্ষণে কএক খান ইষ্টাম্প ক্রয় করিলে [illegible] মূল্য যে টাকা ৫৲ টাকা বা তদধিক হয় তাহা হইলেও ডিস্কৌণ্ট দেওয়া যাইবে না।

৭। কেবল লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতারা ইষ্টাম্প ক্রয়ের উপর ডিস্কৌণ্ট পাইবেন। স্বীয় পদোপলক্ষে বা বিক্রেতা হইয়া তাঁহারা সাধারণের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য বিক্রি হিসাবে ইষ্টাম্প ক্রয় করিলে ডিস্কৌণ্ট পাইবেন না।

৮। [illegible] ৬৫ বিধির অনুমতি বিনা লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন বিক্রেতাকে ধারে ইষ্টাম্প দেওয়া যাইবে না।

৯। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রত্যেক বিক্রেতা জিলার চলিত ভাষায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতা, [illegible] স্বত্ব বিক্রেতার নাম এক খান সাইনবোর্ডে লেখাইয়া বিক্রয়ের স্থানের বাহিরের কোন প্রকাশ্য স্থানে তাহা সর্ব্বদাই টাঙ্গাইয়া রাখিবেন। আরো তিনি বিক্রয় করা স্থানে আপন লাইসেন্সপত্র ও তিনি যে ইষ্টাম্প বিক্রয় করেন তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থাপক সভার আইন ও তাহার তফসীল, উভয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই বিধি এমত ভাবে রাখিবেন যেন ক্রেতাগণ সম্মুখেই দেখিতে পান ও পড়িতে পারেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

১০। স্বীয় পদোপলক্ষে বা লাইসেন্স পাইয়া যিনি বিক্রেতা হন তিনি ছাপ করা যত ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করেন তাহার পৃষ্ঠে ক্রমিক নম্বর ও বিক্রয়ের তারিখ ও ক্রেতার নাম ও বাসস্থান ও ইষ্টাম্পের মূল্য জিলার চলিত ভাষায় পূর্ব্ব কথায় লিখিয়া সেই পৃষ্ঠলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন। নিম্নলিখিত পাঠে তিনি যে রেজিষ্টর রাখিবেন তাহাতেও সেই সময়ে ঐ সকল কথা লিখিবেন।

ইষ্টাম্পের ক্রমিক নম্বর।	বিক্রয়ের তারিখ।	ইষ্টাম্পের মূল্য।	ক্রেতার নাম ও বাসস্থান।	মন্তব্য।

কোন বিক্রেতা ছাপাকরা ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করিয়া তাহাতে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা পৃষ্ঠলিপি করিবেন না, বা রেজিষ্টরে মিথ্যা করিয়া লিখিবেন না।

১১। যিনি স্বীয় পদোপলক্ষে বা লাইসেন্স পাইয়া বিক্রেতা হন তিনি ইষ্টাম্পের লিখিত মূল্যাপেক্ষা অধিক লইতে পারেন না ও জিলার কালেক্টর সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে চলিত যে মুদ্রা বা নোট গ্রহণ করেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি মূল্য দিয়া ইষ্টাম্প চাহিলে উক্ত প্রত্যেক বিক্রেতার নিকট বিক্রয়ার্থে যে ইষ্টাম্প থাকে তাহা তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে দিবেন।

১২। উপরিউক্ত ক্ষমতাপন্ন কর্ত্তৃপক্ষ আজ্ঞা করিয়া যে ইষ্টাম্পের ব্যবহার রহিত করিয়াছেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন বিক্রেতা তাহা ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবেন না।

১৩। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা যে ইষ্টাম্প বিক্রয় করিতে সন্তোষপন্ন হন সে জিলার নিমিত্ত তিনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত হন কেবল সেই জিলার রাজস্বাথানাতেই ত সমুদয় ইষ্টাম্প লইবেন এবং তাঁহার লাইসেন্সে যে স্থানের উল্লেখ থাকে কেবল সেই স্থানে ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবেন।

১৪। যে নিয়ম বোর্ড যখন যে কোন জিলায় রাখিবার ও দিবার নিয়ম নির্দ্দেশ করেন স্বীয় পদোপলক্ষে যিনি বিক্রেতা হন তিনি তদ্রূপ তাহা রাখিবেন ও দিবেন।

১৫। প্রত্যেক বিক্রেতা জিলার কালেক্টর সাহেবের বা উক্ত কালেক্টর সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপযুক্ততা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকটে যে কোন সময়ে আপন হিসাব ও বহি সেখিতে দিবেন ও তাহার নিকটে যত ইষ্টাম্প মৌজুদ থাকে তাহাও পরীক্ষা করিতে দিবেন।

১৬। কালেক্টর সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে উপরিউক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী বিক্রেতার নিকটে যত ইষ্টাম্প থাকে সে সমুদয় বা তন্মধ্যে কোন শ্রেণীর ইষ্টাম্প থাকিলে প্রত্যেক বিক্রেতা তাহা দিবেন যে ইষ্টাম্পের মূল্য দেওয়া গিয়াছে তাহা ফিরিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাদে সেই মূল্য ফিরিয়া পাইবেন। কোন বিক্রেতার নিকটে যে ইষ্টাম্প অবিক্রীত থাকে ও যাহার মূল্য দেওয়া গিয়াছে ও যাহা ব্যবহারের উপযুক্ত আছে তাহা ফিরিয়া দিলে তিনি তাহার মূল্য ফিরিয়া পাইবার স্বত্বান হইবেন।

১৭। যে ইষ্টাম্প ব্যবহারোপযোগী থাকে না লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা তাহা বদল দিয়া সেই শ্রেণীর অন্য ইষ্টাম্প লইতে পারিবেন।

১৮। যে নিদর্শনপত্রে যে মাসুল দিতে হয় তাহা ১০০৲ টাকার অধিক হইলে কিম্বা খাজানাখানার কর্ত্তৃক ইষ্টাম্প বিক্রেতা সেই মূল্যের একখণ্ড ইষ্টাম্প দিতে পারেন না ইহা শ্রীমতে জানাইলে ও ইষ্টাম্প থাকে না খানি ইষ্টাম্প দ্বারা সেই মূল্য পূরণ করিতে পারেন বলিয়া উক্ত খাজানাখানার কর্ত্তৃক ইষ্টাম্প বিক্রেতা শংসিতপত্র দেন উক্ত প্রত্যেক স্থলে ঐ নিদর্শনপত্রের মাসুল দেওয়া ব্যক্ত করা যাইবে অধিক সংখ্যক ইষ্টাম্প ব্যবহার করিতে হইবে না।

১৯। ইষ্টাম্প বিক্রেতার অত্যধিক যে মূল্যের ইষ্টাম্প বিক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে তদধিক মূল্যের ইষ্টাম্প মাত্র প্রয়োজন হইলে ইষ্টাম্প বিক্রেতা ৮ ধারামতে তাহার শংসিতপত্র দিবেন না।

২০। এ বিধি ১৮৮১ সালের মে মাসের ১ তারিখ অবধি প্রবল হইবে

RAJ KRISHNA MUKHOPADHYAYA, M A AND B L *Bengali Translator*

[গবর্ণমেণ্টের গেজেট। ১৮৮ । ৬ সেপ্টেম্বর।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY SEPTEMBER 6, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

বন্দোবস্তের প্রস্তাব।

জিলা বর্দ্ধমান।—বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে জমাল খিলাস্থিত নিম্নলিখিত সম্পত্তিতে বর্ণিত ব্যক্তির যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত বিক্রয়ের সর্ত্তানুসারে ইং সন ১৮৮১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর [illegible] সন ১২৮৮ সালের ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার তারিখে বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর কাছারিতে বিক্রয় করা যাইবেক।

খরিদ্দারেরা নিম্নলিখিত বিক্রয়ের সর্ত্ত সকলে বাধ্য থাকিবেন।

বিক্রয়ের সর্ত্ত।

১। অবধারিত মূল্যের উপর যে ব্যক্তি অধিক মূল্য ডাক করিবেক এই সম্পত্তি তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। খরিদ্দারেরা এ সম্পত্তির মালিক বিবেচনা করা যাইবেক এবং এই সম্পত্তিতে পাট্টার [illegible] আছে তাহা তাহাকে অর্পণ করা যাইবেক কেবল চিরকাল রাজস্ব অবধারিত রাজস্ব দিতে হইবে।

২। প্রচলিত আইন ও বঙ্গদেশের কার্য্যানুসারে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার এবং বর্ত্তমান পাট্টা সকলের শর্ত্তের অধীন হইয়া সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক। এবং রাজস্বের তাকিদানা বাকী যে কবুলিয়তের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে যে সকল বাসেন্দা প্রজা দস্তখত করিয়াছে খরিদ্দারগণ তাহাদিগের স্বত্ব সকল স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেক।

৩। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০৲ একশত টাকা বা কমহয় তাহা হইলে সমস্ত টাকা একবারে দাখিল করিতে হইবেক।

৪। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০৲ একশত টাকা অধিক হয় তাহা হইলে তাহার চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বাকী টাকা বিক্রয়ের দিবস হইতে গণনা করিয়া ১৫ পনর দিবসের মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে অথবা সেই দিবস কাছারি বন্ধ থাকিলে তাহার পর দিবস মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে দাখিল না করিলে ঐ বিক্রয় রহিত হইবেক এবং যে টাকা দাখিল হইয়াছে তাহাও গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক এবং প্রথম বিক্রয় সম্বন্ধে যেরূপ বিজ্ঞাপন জারি হইয়াছিল তদ্রূপ। বিজ্ঞাপন জারির পর ক্রয়ী করিবেক খরিদ্দারের দরের ঐ সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করা যাইবেক।

গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ষ্টেটমেণ্টে যে নম্বর আছে তাহা।	জেলার নম্বর।	সম্পত্তি ও পরগণার নাম।	এলাকার মালিকের নাম।	অবধারিত রাজস্ব সদর জমা বকয়া [illegible] আছে।	অবধারিত মূল্য।	মন্তব্য।
১৪	১৫ ৯	[illegible] পরগণার টী [illegible] নং ৬৮।	[illegible]	৩৬৲ তিন টাকা।	৬৲ ছয় টাকা।	

BURDWAN COLLECTORATE
the 3rd August 1881

W. R. LARMINIE, *Collector*

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্নের লিখিত বিক্রয়ের শর্ত অনুসারে বর্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেইলওয়ে সি ক্লাশ ভূমি রেইলওয়ে কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ১৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ১ কার্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুইপ্রহরের সময়ে জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১। যদি খরিদের মূল্য ১০০ শত টাকার অধিক না হয় তবে নিলামি মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক।

২। খরিদের মূল্য ০০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিনহইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বাকী টাকা দাখিল করিতে হইবেক ঐ দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন কাছারী খুলিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে নিক্কর রহিত ও বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথম স্থানীয় বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারি খরিদারের ঝুকিতে পুনরায় নিলাম করা যাইবেক।

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্করূপে নিলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। নিলাম মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দখল দেওয়া যাইবেক।

লাটের তরতীব নম্বর।	জেলা।	পরগনা মৌজা।	যে নম্বর মাইলে জমি আছে।	রেইলওয়ে কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর মোসাবিক পরিমাণ। একর হিসাবে।	বিঘার পরিমাণ।	ধার্য্য মূল্য।	জমির বাউণ্ডারি।
১	বর্দ্ধমান	বুদবা পং সুপুর।	৯৬	পশ্চিম	২ ব ৫ পে ১৯।২ ১০	বিঘা ৫ ৪৪৬	৯৭০	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম ৯২ মাইলের খুটার উত্তর বুদবার মাঠের জমির পূর্ব্ব;
২	ঐ	ঐ	৯৫	পশ্চিম	৩।১।১২	১৮/১৶	১০৫	৯৫ মাইলের খুটার দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম জেদিয়ার উত্তর বুদবার মাঠের জমির পূর্ব্ব।
৩	ঐ	জেদিয়া পং মনোহর শাহি।	৯৭	পশ্চিম	১।২।১২	৪৷৷১৷৷	১০	বুদবা গ্রামের দক্ষিণ রেইলওয়ের বি ক্লাশ জমির পশ্চিম কাঙ্কড়ের উত্তর জেদিয়ার মাঠের জমির পূর্ব্ব।

W R LARMINIE *Collector*

জিলা ফরীদপুর।

নিলাম বিজ্ঞাপন কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহাল গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব হস্তান্তরিত ১৮৮ সালের ২ আইনের ১ ধারা মতে ১৮৮৮ সালের ৭ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহালে যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাক কর উপর সর্ব্বোচ্চ ডাকিবেক তাহাকেই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবেন ও মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চিরস্থায়ি নিষ্কাতিক সনদ জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের যাহা কি প্রচলন আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবেক এবং সে কাহা রায়তদিগের কৃত জমাবন্দীতে যে যে কোমকস্তা রায়তের স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবেন।

৩। এক শত টাকার অনধিক পণ হইলে সেই সময়ে তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি আনার এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয় এক দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ের পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা থাকে সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে

[*Government Gazette* 6th September 1881]

যদি অবশিষ্ট ৮ /৷৷ দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জমা হইবেক ও প্রথম স্থলীয় বিক্রয়বৎমাস পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহা সের নম্বর।	জিলার মহীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	জুমিন পরিমাণ। একর।	রোড।	পোল।	সদর জমা। নির্দ্ধারিত বা জমা।	নীলামের। প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩৩৪	৫৫৩৬	তাং রঘুরাম মন্ডল সমার পংচেতলি বাটী	২	১	১৮	৩৲	৭৲	১৮৮ সালের ১ শ্রেণ হইতে বিক্রয় হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি। J. L. B. Jackson Offg Coll for

LAND ADVERTISEMENT — ভূমি বিষয়ক হস্তাহার।

জিলা পাবনা।—জমিদারী বিক্রয়ের হস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে চলার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা পাবনার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখের প্রাপ্যবাকি রাজস্ব এবং যে সকল দাবি বাকী রাজস্বের ন্যায়প্রচলিত আইন সুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত সন ১৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর মে সন ১৮৮ সালের ৪ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য কাছারীতে নীলাম বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১। ২৮ জুলাই।

নম্বর তৌজি	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
৬	জিলা কাজেপুর পং ইসুফ সাহি	কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতি।	২৭২ ।/ পুঃ ৩৩/	৯৫।৷৶ ৮৶	ঐ মহাল ১৮৫৯ ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে কালীশঙ্কর সান্যাল প্রভৃতির ১৪২৩৸৶ পুঃ ৭। আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১২৪	পং বি বাজু চলা পং বাজু চলা	বিজয়গোবিন্দ চৌধুরি।	২৬২৯।।৶ পুঃ ৬৸	৪৭৶ ।।৷	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭৭৪৸/ পু ১।৶ আনা সদর জমার অংশে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৩	ঐ	ঐ	২৮৭৯।।৶ পুঃ ৬৸	৪৭৶ ।।৶	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিকমধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৭২৪৶ পু ১৪৶ আনা সদর জমার অংশের এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৪	ঐ	অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতি	১১৮/ পু ২৶	২৪৶ ।।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে অভয়গোবিন্দ চৌধুরি প্রভৃতির ৪ ৩। পু ১৶ আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৩৪	ঐ	ঐ অভয়গোবিন্দ চৌধুরি।	১৯৮।।/ পুঃ ২৶	১২/ ।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে ঐ অভয়গোবিন্দ চৌধুরির ২৪১৪৶ পু ।। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৬৩	তং প্রসন্নকুমার মাহাম ম ম বি	ঐ	১১ ৮।/ রোডকর ১১৸৶	৪৪৲	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইন মত হিসাব পৃথক আছে সরিক মধ্যে বিজয়গোবিন্দ চৌধুরির ৪২২/ ৫ রোডকর ৮। আনা সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কেবল তাহাই নিলাম হইবেক।
১৭৬	ত কালিকাবাড়ী প আমিরাবাদ	মথুরানাথ সান্যাল প্রভৃতি।	৪৩৬।।/ পুঃ ৬/	৪।	এই মহাল ১৮৫৯। ১১ আইনমত হিসাব পৃথক আছে সরিকের মধ্যে মথুরানাথ সান্যাল প্রভৃতির ৩৭৩। আনা পুঃ ।।/ ৩। । সদর জমার হিসাবে এই বাকী পড়ায় প্রথমত কিবল তাহাই নিলাম হইবেক

W. M. Clay Coll for

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১২৯৯ সনের ১ আশ্বিন তারিখ অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরা। ত্রিপুরা নয়নিখিত মহাশয় সকল উক্ত জমিদারী সরকার সাহেবের আকীসে বাকী রাজস্ব এবং সকল দায় ১৮৮ ইং সালের ২৮ জুন দিবসে হইতে বাকী রাজস্বের দায় প্রচলিত আইন অনুসারে অদ্য হইতে বিক্রয় করিবার জন্য জানান নিশ্চিত ১৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে ৮৮১ সাল তারিখ ৫ আগষ্ট।

তপশীল।

নম্বর এ রেজেষ্টর	নম্বর তৌজি	মহালের নাম।	মালিকের নাম ধাম।	সদর জমা।	বাকীর সম্বন্ধ লাং কি তৌজি ১২৮৮ বাং।	কৈফিয়ৎ।
১।	১৮	লাব ত্রিপুরা র ১/৪ আনা বিসমর।	মুনসী ফকিরদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও মৃত মুনসী নাজিমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং তিপ্পা মাণিক পাহ কার্ত্তিকপুর ষ্টেশন পালঙ্গ জিলে ঢাকা দপ্তর কি ।৵	১১৪৷৷০	০	এক সই অংশের বাকী নাকি নিলাম হইবেক না।
			শ্রীমতী কাহামিজন্নেছা বেগম জওজে মুনসী নাজিমদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং পাতুয়া কি ।৵	২৭৷৷০		
			৬০	১২৯	০	
			ম আলেক জাওন টামফ সাহেব একজিকিউটর ও ট্রষ্ট মৃত মে জি পি ওয়াইজ সাহেব সদর কি ।০ ।	১৪৩	৭৵০	প্রকাশ থাকে
			১	৪৭	৸৴১	

যে উক্ত মহাল সদর ৬০ আনা অংশ সদর জমা ১২৯ টাকা বাকীর মালিক মুনসী ফকিরদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী কাহামিজন্নেছা বেগম বরাবর তাহার কিস্তির ১৮৮৯ ইং ১ আ। ০ ধারামতে স্বত্ব হইয়াছে তদবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মালিক খাস আওন টামফ সাহেব এক্সিকিউটর ট্রষ্ট মৃত মে জি পি ওয়াইজ সাহেব সদর কি ।। ৪৩ টাকা টেক্স কার উক্ত মালীকের নিকট হইল।

১৩৭৫	২০৪	উদয়পুর তা পোরিন্দা পাতুয়া মৃত কি ।/, রামমোহন পাল সাং আমা ৭ পূর্ব্বপ্রী।	শ্রীবৎস্য দাস পং ঢাকা নন্দ আনন্দ বৈরাগী।	৮৩৷৵	৩৬৸৩	
			আনন্দমোহন বসু পিতা মৃত অন্নদাচরণ বসু সাং বিপ্রনগর ছাং সং কাতারি ঈশ্বর মদীপ পূর্ব্বপ্রী।			

G. Lowndes, Offg Collector

জিলা হুগলী।

জমিদারী বিক্রয়ের ইস্তাহার কাছারী কালেক্টরী জিলা হুগলী।

সন ১৮৫৯ সালের আইনের ৬ ধারার বিধানানুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা হুগলীর অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সন ১৮৮১ সালের ২ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী রাজস্ব এবং যে সকল মহালের বাকী রাজস্বের নামে প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্তে সন ১৮৮১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সালের ২৩ ভাদ্র ৫ ৭ দিবসে প্রকাশ নিলামে বিক্রয় হইবে ইতি সন ১৮৮১ সাল ৩১ মে

মহালের নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	বাকীদার মালিকের নাম।	সমস্ত জমার তারিখ।	বাকীর পরিমাণ।	কৈফিয়ৎ।
	প্রথম শ্রেণী ইস্তাহারি বন্দবস্তী মহাল।				
৪৩৬৮ নং	পারগাছিয়া পং বালী গড়ি।	অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায় ও রাধিকাপ্রসাদ সিংহ রায় ও ভবদাপ্রসাদ সিংহ রায়।	১১১৪৮৬৬	১৬	
	ঐ				
৮৫২ নং	হেলিনীপাড়া পং বোর	পূর্ণচন্দ্র রায় দিগর—			
		খাজনা	১ ১৭/৮		
		চৌকীদারী	১২ ১৸/		
		ঢ ঢ়িক	১৸১১		
		বাদ পূর্ণচন্দ্র রায় রকম ॥ আট আনার সদর জমা খাজানা	৪ ৸৭৷৷		
		চৌকীদারী	৫১৸		
		রোডকস্ট	৷৷/৪৷৷		
		ইহার পৃথক হিসাব হইয়াছে।			
		বাকী ত্রিলোকনারায়ণ রায় রকম ॥ আনার সদর জমা খাজানা	৪ ৸৭৷৷		
		চৌকীদারী	৫১৸	১৮৷৶৹	এই অংশের বাকীর জন্য নিলাম হইবে।
		রোডকস্ট	৷৷/৪৷৷	৷৷৸	
		ইহার পৃথক হিসাব হয় নাই			

R Constable Offg Collector

জিলা ঢাকা।

বাকী খাজানা জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ঢাকার মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল ৮৮ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য সাকুল্য চলিত আইন এবং আইনের অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ঢাকার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা শুল্কে ও প্রকাশ্য নিলামে হবা যাইবে ৮৮ সাল তারিখ ৩ আগষ্ট।

নম্বর তে জি	মহাল।	নাম মালিক	সমস্ত জমা	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
৯১৭৮	পং বা ীর এগার রকম ॥ ৮= ক্রান্ত জমিদারি বং ী দ্বার রায় বাকেক।	নন্দ ঘোষাল সরকা	১৭৬ ৷৶ ৷	১১৮৮ সালের এর পাই মহাল সা. কিছি নিলাম হইবে। তৈজ ৫০২৭৬	
	কি ।।বপৃথক।				
	পং কালীন নগর রকম কি ॥/ – ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাম্মদ বাকেক কি ৵৷৷৷৹ দ্বীপ	আক্কমেছা খাতুন অরফ খত্র বাজ খাতুন ও অন্যান্য বক।	৮৷৷ ১৭	০	
	পং কালীন নগর রকম কি । ৮– ক্রান্ত জমিদারি বং মুনসী মাহাম্মদ বাকেক কি পেয়াক খাল বাট বাইশ রসী বাট নগর রসী বাট এগার রসী বাট আড়াই রসী নগর ॥/৷৷৷৹ দ্বীপ হিসাবে।	জয়কিশোরী চৌধুরাণী মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরি বিশ্বেশ্বরী চৌধুরাণী ও কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরি দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি ও হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	২৯ ৷৶	০	
			২১০ ৹		

DACCA COLLECTORATE,
The 11th August 1881

A C TOTH
for Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

জেলা নদীয়া।

বাকী খাজানার জন্যে নিলামের পাঠ কাছারি কালেক্টরি জেলা নদীয়া।

ইহার দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা অনুসারে জেলা নদীয়ার কৌড়িয়ি অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকলের ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখের প্রাপ্য বাকি মালগুজারি এবং অন্যান্য দাওয়া যাহা চলিত আইন ও আইন অনুসারে বাকি রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১২৮৮ সালের ২৪শে ভাদ্র তারিখে এই জেলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নিলামে বেচা যাইবেক।—

কৌড়িয়ি নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	লিখিত মালিকের নাম।	মোট সদর জমা।	বাকীর পরিমাণ।	মন্তব্য।
৪৪২	তিহি রামুন পাড়া পং উখড়া	রমেশ্বর মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ও ভারপ্রাপ্ত জাং উমেশ্বর যোগেশ্বর অমৃতেশ্বর ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায় গোকুলমণী দাসী, অন্নদাপ্রসাদ সেন ম্যানেজার ষ্টেট রাজা সুপালিত মন্মথ নাথ, গিরিজানাথ, সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী নাবালগান, নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ভবতারিণী দেবী, মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ও পার্ব্বতীনাথ রায় চৌধুরী।—	৫৩৫২।৯ পোলিস ৩৪।৪	৩৭৪৶৬	১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১০ ধারামতে ৴১২ আনা অংশ যাহার বার্ষিক ৫৩৫-।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস রাজেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সিং নামে লেখে ঐ অংশে বাকি ১৮৶০ টাকা ও ঐ আইনের ঐ ধারামতে ৴১২ আনা বকয়া যাহার বার্ষিক ৫৩৫।০ টাকা সদর জমা ও ৩।৶৪ টাকা পুলিস নরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী সিং নামে লেখে ঐ অংশে ১২॥৶ টাকা বাকি পড়াধ ঐ দুই অংশ নিলাম হইবেক।—
৭৯৮	তিহি ধর্ম্মপুর পং উখড়া	মুন্সী হাফীজদ্দিন তনিজ-রেছা বিবি আমত জহরা বিবি আজিজরেছা বিবি জাহেরন্নেছা বিবি মসিরন্নেছা বিবি জমলরন্নেছা বিবি, মোনাব-করেছা বিবি গুলাহেতরেছা বিবি করিমন্নেছা বিবি, সবরন্নেছাবিবি রকিবতন্নেছা বিবি ও আদিনাথ রায়।	৩৪৭৫৲৲১ পোলিস ৪৩॥১	১৬।/৪	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৭৬৯	গোড়ডাঙ্গা নদি ডাঙ্গা পং রাজপুর	গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৩৮৶০ রোড়কর ৭।৶০	২॥৶৪	১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৩ ধারার দ্বিতীয়মতে পৃথক হওয়া অংশ হইতে

মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জা নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, মেং আরটি রলড হিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, শশীসুন্দরী দেবী, মহেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিরান জাং মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী, ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায়, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, ঈশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল বন্দ্যোপাধ্যায় অছি জাং কালীপদ ও তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগান।—

অংশ যাহা গোপালচরণ মুখোপাধ্যায় দীননাথ মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মনিমোহন মুখোপাধ্যায় নিস্তারিণী দেবী অলিমাতা জা নাবালক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় মেং আরটি রলডহিল সাহেব, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় নাবালগান জীবনকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অলিমাতা প্রসন্নময়ী দেবী ও অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় অছিরান জা মহাতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীসুন্দরী দেবী, ছোট দীননাথ মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, ঈশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুমুদিনী দেবী অলিমাতা গৌরহরি মুখোপাধ্যায় শিশুর নামে ৫১৭৶১০ টাকা সদর জমা ও ৫৶১১ টাকা রোড়কর লেখা যায় ঐ অংশে বাকি পড়াধ উহা নিলাম হইবেক।—

জেলা নদীয়ার কালেক্টরি।

সন ১৮৮১ সাল ২৯ জুলাই।

W V G TAYLER, *Collector*

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

জিলা রাজশাহী।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা রাজশাহীর অবস্থিত নিম্নলিখিত মহাল সকল ঠিক জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে যেও হইল বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার নিমিত্ত আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিম্নবর্ণিতে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহালের শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সমষ্টি।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	আলাপুর পরগনা।	একমালী হিং ৮ ৮৩৯৫ অংশের মালিক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ।।৶১০ মিলাইয়া হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১০৬৸৶১	৭৸৶১।।	এই একমালী ৮১৮৩৯৫ অংশ নিলামে হইবেক ইতি।
ঐ	৩৬৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ১ গণ্ডা একমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	৬৫৫৸৶৪ ২০৭৯৸৶৬।। মিলাইয়া হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯৸৶৭।।	১ ৴৮৸	এই একমালী ৫ গণ্ডা অংশ নিলামে হইবেক ইতি
ঐ	৩৮৫৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮।১২।। তিন এক মালী মালিক জগৎ মোহিনী গয়রহ।	১৫৫৯৸৶ ১ ৩৮৯২৶৫ মিলাইয়া হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১১৪৸৶২	৬৫৬৸৯৸	এই একমালী ৮।১২।। তিন অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পং বোয়ালিয়া ও মেদপুর বাহু রাম বসু ও রাহ। আমা	অবিলম্বেরা খাতুন গয়রহ।	২৪১১৶৶৸৯ ১৪৫৩।৴৪	৫৶৯	এই মোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫ ৯৫	জক্তিকামারি পুরা চর।	একমালী হিং ।।৴ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৪ মিলাইয়া হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০	খাজানা ১।৴ রাস্তা খরচ ।।৴	এই একমালী ।।৴০ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
				মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিলাইয়া হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸৴	৬৴০	
				৫৴০		

Anund Chundra Sen,
For Offg Collector

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সাল ৯ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ সংক্রান্ত নিম্ন লিখিত মহাল সন ১২৮৮ সালের লাগাতার বৈশাখী জন্য ও বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ৮৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সাল ২৯ ভাদ্র মঙ্গলবার ৫ দিবসে জিলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী আফিস হইতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ সাল। ২৯ শ্রাবণ।

বহির নম্বর।	মহালের প্রকার।	জেলার নম্বর	মৌজা মহালের নাম	নাম তালুকদার	সদর জমা।	বৈকিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৩৫	কি পং খড়গ্রাম পং খড়গ্রাম।	উমাচরণ ভাদুড়ী ও উমাচরণ বিবি খোদকার আবদুল রহিম সদর ও বিবি ভাদুড়ী বিবি ওরফে ছোগর বিবি উমাকান্তের ওরফে ভাদুড়ী বিবি নকাতারেছা বিবি ও এবং আবদুল গফুর মা। জেলার মেনাজার রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের মেনাজার রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণপ্রসাদ রায় চৌধুরী নারায়ণ প্রসাদ রায় চৌধুরি বলদাপ্রসাদ রায় চৌধুরি ভাই লালপ্রসাদ রায় চৌধুরি আলাহিদা ছোগের নিস্তারকেশী দেবী অপোগণ্ড দেবী ও লাল মুখোপাধ্যায় মধুসূদন রায় চৌধুরি রামা সুন্দরী দেবী মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরানী হরিলাল ও ছোট বনমাল রায় চৌধুরি নাতকড়ি মুখোপাধ্যায় কামেশ্বরী দেবী নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষিরোদ মেনাজার রাজমণী দেবী চৌধুরানী করুণাকান্ত রায় চৌধুরী চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরি আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙ্গালিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবতারিণী দেবী রমতারিণী লাল মুখোপাধ্যায় ভবসুন্দরী দেবী তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষ্কর ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার ভগবানী মাতা ভবসুন্দরী দেবী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার সর্ব্বেশ্বরী দেবী রামাইশুপরী দেবী ভবানন্দ কারকুন সচ্চিদানন্দ কারকুন নাবালগের মেনাজার রাম সুন্দরী দেবী অখিলেশ্বরী দেবী বাকী রাজস্ব জড়াইয়া। অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য হরিশ্চন্দ্র কা করমা চন্দ্র মতি দেবী ওরফে ক্ষেত্র দেবী মিজয় রায় রামচন্দ্র মণ্ডল চন্দ্রশেখর মণ্ডল রাধাচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিদাসী বিবি সারদাসুন্দরী দেবী অতুলকৃষ্ণ রায় পুরিদাস রায় অক্ষয়ানন্দ রায় কৃষ্ণকুমার রায় বিষ্ণুকুমার রায় গঙ্গালাল রায় ও কোর্ট অবওয়ার্ডের অধীন অ বহু নাবালগ নাবালগ।	২৩৭ ৬/১	এই মহালের মধ্যে তারাপ্রসাদ সারদাপ্রসাদ বলদাপ্রসাদ পূর্ণপ্রসাদ রায় চৌধুরী এলোকেশী ও নিস্তারকেশী দেবী নিমাই মুখোপাধ্যায় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন কালীকুমার প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগদিগের মেনাজার বিজয় রায় রামসুন্দরী দেবী হরিশ্চন্দ্র রায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানন্দ কা করমা সচ্চিদানন্দ কারকুন নাবালগদিগের মেনাজার রামসুন্দরী দেবী মহীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার রায় পুরীদাস রায় দিগের পৃথক বহিয়া লওয়া ।।৵১৯ ৬/১৩ তিল অংশ বাদে বক্রী খোদকার আবদুল রহিম দিগের একমালি ।৶৵৪ তিল অংশের কাত ৮৸৷৶১ পাই টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক।
২	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৫৫	কি পং শক্তিপুর পং পলাশী	শ্রীদামচন্দ্র সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিননাথ মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণী দেবী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় দিননাথ মুখোপাধ্যায় ঈশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কোর্টঅফ ওয়ার্ডের অধীন আবদু নাবালগ নাবালগ ও কুমুদিনী দেবী অলিমাতা পৌরহরি মুখোপাধ্যায় নাবালগ সৈয়দ আহাওর রহমান সৈয়দ আবদুল করিম খাঁ রাবিবি ভাদেবী বিবি ও নাবালগ মোহাম্মদ মুন্সীর অলিমাতা কা ছেমা বিবি সৈয়দ মাহাম্মদ ভাহা বক্সিমেছা বিবি ও ছোদা বিবি।	২৭ ৩।৶৩	এই মহালের মধ্যে শশী সুন্দরী দেবীর পৃথক অংশ ৫।। পাঁচ গণ্ডা ছয়কড়া ২ দস্তি কাত ৸ ।।৶ টাকা সদর জমা নিলাম হইবেক।
৩	প্রথম শ্রেণীর মহাল	১৫৫	কি শক্তিপুর পং পলাশী।	ঐ		সমুদয় মহাল নিলাম হইবেক।
৪	দ্বিতীয় শ্রেণী	৫ ৯	কি দোহাড় পং নগর পং নগর পুর।	রাণী মনমোহিনী রাণী ও মণী রাণী ক্ষীরোদসুন্দরী রাণী হরসুন্দরী দেবীর ও রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী নাবালগ পক্ষে পরেশ নারায়ণ রায় কৃষ্ণগোবিন্দ বসু মেনাজার পক্ষে গোপাল চন্দ্র [illegible]	৭৭৬৸	

H MONRO *Offg Collector*

জেলা রাজশাহী।

কালেক্টরী বাকী খাজানার বিজ্ঞাপন পাঠ।

ইহাদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে ১৮৫৯ সনের ১১ আইনের ৬ ধারা অনুসারে অত্র জেলার মধ্যবর্ত্তী নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের লাগাএত কিস্তী মেয়াদ প্রাপ্ত বাকী মালগুজারি এবং অন্য দাওয়া চলিত আইন ও আক্ট অনুসারে বাকী রাজস্বের দায়ে আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মে তারিখ সন১২৮৮ সালের ২৮ ভাদ্র সোমবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে বিনা গুজরে প্রকাশ্য নিলামে বেচা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজী তারিখ ২২ জুলাই।

তপসীল।

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদরজমা।	যে রাজস্ব বাকীজমা নিলামহইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৮	তরফ বাজারা পুর কালীগঞ্জ পং মাহামুদপুর।	সৈয়দ মহাম্মদ এছিয়া সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্যাল কালীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজরপক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম নাবালগ সাবেদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।	খাজানা ৩৩৮২।৶ পোলীস ৩৩৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে একমালী অংশ নিলাম হইবেক।
			৩৩৮৫।৶		
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মাহাম্মদ এছিয়া	খাজানা ৩৬৫৸০ পোলীস ৩।৶		
			৩৬৮।৶		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাম্মদ মুছা	খাজানা ৩৮৪৸০ পোলীস ৩।৶		
			৩৮৮।৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের একমালী অংশ নিলাম হইবেক। সৈয়দ আতাওর রহমান সৈয়দা বিবি দীনবন্ধু সান্যাল কালীচন্দ্র তালুকদার ও শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল ছেলাম।	খাজানা ২৫৫৩৶ পোলীস ২৫।৶	৩৯।৶ ২।৶	
			২৫৭৮৶		
১৯৯	ভুগরোল পং গবেরহাট।	দৈবকীনন্দন ও ব্রজ দয়াল ও ও কমলাকান্ত ও রাধামাধব সেন ও আহ্লাদমণী গুপ্তা।	খাজানা ৫৬৩৸/০ পোলীস ৩৶	১৫৭৸	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবেক।
২৩০	ডিহি ধোম কোড়া পং ভেগাছী।	ছেকাজতুল্লা চৌধুরী কেরামতুল্লা চৌধুরী বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আফাছর হোসেন বিবি আবেদন্ত ছেন্না বিবি আছমতন্নেছা ও বিবি আছিকন্নেছা আলী সৈয়দ	খাজানা ৪২৫৮।৶ পোলীস ১০।৶		হিসাব পৃথক করা অংশ বাদে একমালী অংশ নিলাম হইবেক।
			৪২৬৮৸৶০		

সাহা আবদুল রোহিণীনন্দন সেন দৈবকীনন্দন সেন মতুনন্দন সেন কৃপাময়ী দেবী হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় রাধী মনমোহিনী দেবী জগদম্বা গুপ্তা মধুমতী গুপ্ত সারদাসুন্দরী দেবী কালীকমল মৈত্র তারকেশ্বর রায় হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিবশেখর রায় নাবালগ বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেবী ছেকাজতুল্লা চৌধুরী।

জৌলির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে পরিমাণ বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব			
		বিশেষ নং ১ কৃপাময়ী দেবী	খাজানা ৬৮০।০ পোলীস ৸৶		
			৩৮১৶		
		বিশেষ নং ২ মধুসূদন সেন দিগর	খাজানা ১৬৭৲ পোলীস ।৴		
			১৭৭।৶		
		বিশেষ নং ৩ ফেরাজতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭৯ ।০ পোলীস ১৶০		
			৭৯৩		
		বিশেষ নং ৪ হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে শশী শিখরেশ্বর রায় মাবালগ।	খাজানা ৩১০৶৴ পোলীস ৸৴		
			৩২০।৴		
		বিশেষ নং ৫ কালীকমল মৈত্র	খাজানা ২ ৮৸৶ পোলীস ।।৶০		
			২১৯।৴		
		বিশেষ নং ৬ ফেরাজতুল্লা চৌধুরী	খাজানা ৭ ।।৴ পোলীস ১।৴		
			৭৩৫৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের একজানী অংশ নিলাম হইবেক	২৭৮৩৷৶		
		বিবি উম্মত ফতেমা সৈয়দ মাহাম্মদ হোসেন আতাহার হোসেন বিবি আ[illegible] বসন্তমেছা বিবি আ[illegible] ও বিবি আজুফত মেহেরাব আলী সৈয়দ সাহা আ[illegible] হরগোবিন্দ বসু মেনেজর পক্ষে বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর রায় বাবী মনমোহিনী দেবী ভগবতী গুপ্তা ধুমতী গুপ্তা সা[illegible] মহামুন্দরী দেবী তারকেশ্বর রায় বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায় মেনেজর পক্ষে স্বর্ণময়ী দেবী ফেরাজতুল্লা চৌধুরী।	খাজানা ১৯৭৭।৶ পোলীস ৪।৶	৩৮৬	

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	নগদ জমা।	ন রাজস্ব বকীজমা নিল হইবে বেশ।	কৈফিয়ৎ।
২৫১	ডিহি ছামতি পং গোবিন্দপুর।	নবীনকৃষ্ণ বন্দে পাধ্যায় মেরমজা পক্ষে রাণী শুভত্রা কুমারি সাহেবা যাদব চন্দ্র বাগচী রায় বলপত সিংহ বাহাদুর নন্দলাল ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায় গোবিন্দনাথ সেন স্বত্ব অধ্যক্ষ পক্ষে গুরুপ্রসাদ সেন রামসুন্দরী দাসী ইচ্ছাময়ী দাসী ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাসী গুরুদাস চৌধুরি কালীনাথ চৌধুরি।	খাজানা। ৬৭৪৮৷৷৶ পোলীস ১৪৲		
			৬৭৭২৷৷৶		
		বাদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ১৮৫৯ সনের ১১ আইনমত পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ নন্দলাল রায় ট্রষ্টী পক্ষে ব্রজনাথ রায়।	খাজানা। ৭ ২৸৶ পোলীস ৩৲		
			৭৮৭৸৶		
		বিশেষ নং ২ রাণী শুভত্রা কুমারি সাহেবা।	খাজানা ৩১৩৩৷৷ পোলীস ১০৶		
			৩১৪৩৷৷৶		
		বিশেষ নং ৩ গোবিন্দনাথ সেন দিগর।	খাজানা ৩৯ ৷৷৭ পোলীস ৷		
			৩৯৩৲		
		বিশেষ নং ৪ রামসুন্দরী দাসী।	খাজানা ২৪৭৸৶ পোলীস ৸৶		
			২৪৭৸৶		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের একমালী অংশ নির্ণয় হইবে।	২৪৩৷৷৶		
		যাদব চন্দ্র বাগচী রায় বলপত সিংহ বাহাদুর ইচ্ছাময়ী দাসী ট্রষ্টী পক্ষে ভুবনেশ্বরী দাসী গুরুদাস চৌধুরী কালীনাথ চৌধুরী।	খাজানা ২ ৸৭৸৶ পোলীস ৮ ৶	৮৪৷৷০	
২৯৯	পং রোসনাই জায়গীর।	করমচাঁদ বাবু স্বত্ব ও অন্য পক্ষে রাখাল দুগড় মাবালগ দীনবন্ধু সান্যাল শ্রীমন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মেসেজর পক্ষে সৈয়দ আবদুল হোসেন সৈয়দ মাহম্মদ মুসা সৈয়দ মাহম্মদ আহ সৈয়দা বিবি আনন্দমোহন মৈত্র।	খাজানা ১ ৸৫৪৶০ পোলীস ১ ৶০	০	
			১৪৮৮৷০		

তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম ও মালিক।	সদর	যে রাজস্ব বাকীরজন্য নিলামহইবেক।	কৈফিয়ৎ।
		রাম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের ৮৪৯ সালের ১১ আইনমতে পৃথক হিসাব।			
		বিশেষ নং ১ সৈয়দ মাহাম্মদ মুসা	খাজানা ২৬১॥/০ পোলীস ১২॥৶০		
		বিশেষ নং ২ সৈয়দ মাহাম্মদ এছিয়া।	১২৭৫। খাজানা ২৬ ॥/ পোলীস ১২। ৶০		
		বিশেষ নং ৩ সৈয়দ আবদুল হোসেন।	১২৭৫। খাজানা ৪৩৮৲৸৶০ পোলীস ৪৪৶০		
		বিশেষ নং ৪ করমচাঁদ দুগড় অলী অধ্যক্ষ পক্ষে রাখালচাঁদ দুগড় মাবালগ।	৪৪৩৲ খাজানা ১৩১ ॥৶ পোলীস ৩।/০		
		বিশেষ নং ৫ আনন্দমোহন মৈত্র দীনবন্ধু সান্যাল।	৩৬৭৲ খাজানা ১৫১২৸৶ পোলীস ৫।০		
		বাকী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের এজমালী অংশ নিলাম হইবেক।	৸৮৬৩॥৶০		
		সৈয়দ বিবি ও করমচাঁদ বাবু	খাজানা ৬ ৮॥০ পোলীস ১৬/	২৲২৶০ ৩৸৶০	

F H RUDDOCK *Offg Collector*

কালেক্টরি জেলা বগুড়া।

বাকী খাজানার জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জিলা বগুড়ার মধ্যস্থ নিম্নলিখিত মহাল সকল ১৮৮ সালের ২৮ জুন তারিখে আপন বাকী মালগুজারী এবং অন্যান্য দাওয়া চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখ ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা শুল্কে ও প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে। ৮৮১। ২৭ জুলাই।

অত্র কালেক্টরির তৌজী ৮৬৩। ২৬ নং মহাল পরগণে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত লাট গোবিন্দপুর যাহা ১৭৬৮৸৶১ পাই সদর জমার জমিদারী লিখা যায় তাহার মধ্যে যাহা যাহা নিলাম হইবে তাহার বিস্তার নিম্নে দৃষ্ট হইবে।

মহালের নাম ও নম্বর	মালিকের নাম।	সদর জমা	বাকী	কৈফিয়ৎ।
নং ৮৬৩। ২৬ পরগণে ঘোড়াঘাট লাট গোবিন্দপুর।	মথুরানাথ ঘোষ ম্যানেজার পক্ষে কৃষ্ণনাথ ঘোষ।	১৫৩৯।৶৮	৫৯/৮	১৮৭৬। ৭ আইনের ৭০ ধারা মত এই অংশের হিসাব পৃথক আছে।
ঐ	গোপীনাথ ঘোষ	১৫৩৯।৶৮	৫৭৬/১১	ঐ
ঐ	ব্রজসুন্দরী চৌধুরাণী হরিসুন্দরী চৌধুরাণী।	২ ৪৮৶১০	৮৪৬/	হিসাব পৃথক হওয়া অংশ সকল বাদে এই অবশিষ্ট অংশ।

H G SHARP *Offg Collector*

BOGRA COLLECTORATE,
The 20th July 1881

[*Government Gazette, 6th September* 1881]

জিলা মেদিনীপুর।—

অমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার নিয়ম অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আমলি ১২৮৯ সালের ২ আশ্বিন বাং ১২৮৮ সালের ১১ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ১৭ আগষ্ট।

তফসীল।

তরফীর নম্বর।	জরেজেষ্টরি নম্বর।	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৮১	৫৪	ম আলাল পা জা পং মাগ লাপুর	চিরবন্দবস্তী। যমুনামণী দাসী ও সদানন্দ মাসান্ত লাবালগের মাতা বসুমতী দাসী ও নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত লাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী লাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।	১১৯১৬৸/২		
				রাজ মধুসূদন মাসান্তর পৃথক হিসাব	৪৮৮৶/৯		
				বাকী যমুনামণী দাসী	৭৪৮/৫	৩৭।৶৭	

সদানন্দ মাসান্তর লাবালগের মাতা ও বসুমতী দাসী নবদ্বীপ চাঁদ মাসান্ত লাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও বল্লভ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী লাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্ববজন্য নিলাম হইবেক।

২	১১০	৬৯	ম আমডঙ্গা পং তুর্কাচোর	শ্রীমত্যা মটুবামণি দেবী ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও সুবল মাইতি ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও নন্দরাম বাউত ও শ্রীমতী সারদামণী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ কর মহাপাত্র ও রঙ্গলাল বিসুই ও গোবিন্দপ্রসাদ বিসুই।	৬১২৸৶১১	৪৯৶০	
৩	১৭৩	৩৫	ম বেড়াবেড়িয় পং কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১। ১	৫৭১৶১০	
৪	২৩০	১৫৫৭	ম কাঁটাপাল পং খড়্গপুর	কৃষ্ণবেহারি রায় ও শ্রীনাথ চরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার নাগ ও যতীন্দ্রকুমার নাগ ও বরীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও গুণেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাগ লাবালগণ কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন মামাজব দ্বারিকানাথ পাল।	মায়বোড ফণ্ড ১০৩০৲	১১৩৷৶৯	
৫	৩০০	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অমরশী	হরনারায়ণ রায় ও গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ রায় ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও হিরণ্মনারায়ণ রায় লাবালগের মহাফেজ পোষ্যমাতা শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্ম ও কুড়ারাম রায় ও শিবনারায়ণ রায় শ্রীমত্যা লক্ষ্মিকম বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ লাবালগগণ ও চান্দমণী ও মধুসূদন সিং।	৬০৩।৶৯		

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

ক্রীত নম্বর।	পূর্ব্ব হেস্তের নম্বর।	নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	নম্বর জমা।	যে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				রাম কুড়ারাম বসু ও শিবনারায়ণ রায়ের পৃথক হিসাব ৮০।৯			
				রাজা শিবতালুকদার বিবি মাতাবিক লাল খাঁ ও কালাচাঁদ খাঁ ও খেলমন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ নাবালগগণের পৃথক হিসাব ১২৮৵			
				রাজা চন্দ্রমণীর পৃথক হিসাব ৭৫।৶১০			
				বাবু মধুসূদন সিং পৃথক হিসাব ৪৭৲৩	২৯৫৸১০		
				বাকী নরনারায়ণ রায় ও গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মীনারায়ণ ও জোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয় ও হিরণ্যনারায়ণ রায় নাবালগের মহাফেজ পোষ্য মাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্মর এক্সমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	১৩০৭৸১	৪৸৶২	
৬	৪১২	২৭১	মং বাড়বীশা পং খান্দার	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও খগরাজআলা ও শ্যামরাউত ও মধুসূদন মান্না প্যারী	১৯১৫৬৸/১		

মনী দাসী স্বর্ণময়ী নবহরি মাবিক বেচারাম আচার্য্য, ঝাড়েশ্বর বেরা অক্ষয়নারায়ণ বেরা নবদ্বীপচন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক, বৈদ্যনাথ শতপতি স্বামী ধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়রাম মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন লাল মোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল বৃজপ্রসাদ মধুসূদন ভট্ট জগমোহন, যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আদরমণী দেবী রঘুনাথ সীতানাথ দাস পদ্মরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী শ্রীমতী আদরমণী দাসী, শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবতচন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপ নারায়ণ মাইতির পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাইতি নাবালকগণের মাতামহ দেব শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী ধারুমণী দাসী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজর দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নরেন্দ্র সুরেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাম নাবালক লালমোহন ইন্দ্রমোহন এবং ভুবনমোহন মেইকাপ ও নবীনচন্দ্র বর্দ্ধন ও অরুণচন্দ্র বর্দ্ধন।

				বাবু নবীনচন্দ্র বর্দ্ধন ও অরুণচন্দ্র বর্দ্ধনের পৃথক হিসাব।	১৮৬৸৬		
				বাকী হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও খগরাজআলা ও শ্যামরাউত মধুসূদন	১৯১৩৭৸৶৭	৮২৫৸৶৯	

মান্না প্যারিমনী দাসী স্বর্ণময়ী নবহরি মাবিক, বেচারাম আচার্য্য ঝাড়েশ্বর বেরা অক্ষয়নারায়ণ বেরা নবদ্বীপচন্দ্র রায় স্বয়ং শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক, বৈদ্যনাথ শতপতি রত্নমণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম, মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস, মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন লালমোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস, গোবিন্দ রাম, নিলমণি মণ্ডল বৃজপ্রসাদ মধুসূদন ভট্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন, দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি, রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আদরমণী দেবী রঘুনাথ সীতানাথ দাস পদ্মরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী শ্রীমতী আদরমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী, শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবতচন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী, স্বরূপনারায়ণ মাইতির পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাইতি নাবালকগণের মাতামহ দেব শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী ধারুমণী দাসী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজার দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নরেন্দ্র সুরেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাম নাবালগ লালমোহন, ইন্দ্রমোহন, এবং ভুবনমোহন মেইকাপের এক্সমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বরূপে নিলাম হইবেক।

[*Government Gazette, 6th September 1881*]

তরফীর নম্বর।	এ সেরেস্তার জিল নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বেবাকী বা স্বত্বজন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪৩	২৭২	ম বেলকী পং খাজার।	শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথদাস পহরাজ মহাপাত্র সী তানাথ দাস ঈশ্বরা	৯৪১॥৵৪		

মণী এবং চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্ত ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত, মদনমোহন মাসান্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্ত, মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত।

				বাদ শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথদাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস, ও ঈশ্বরাণী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্তর এজমালী অংশ ৪৪১৸৩			
				বাদ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত পৃথক হিসাব ২৬৶৬			
				বাদ মদনমোহন মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৬			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৬			
				এ	৮২০।৶১০		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক	২৬৶৬	৩৬/১০	
৮	৪৯০	৩১৭	ম বৈচাগোড়া ও কেশবস্ত্রা প দাড়ুন চোর।	কেদারনাথ ও রঘুনাথ ব্রজনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ	১২৯৩।৶৫		

ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারাণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ী ও রামকুমার লস্কর মেনেজার কোর্ট অব্ ওর্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

				বাদ রামকুমার লস্কর ম্যানেজর ও কোর্ট অব্ ওয়ার্ড সর অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগের পৃথক হিসাব ১৮৪৸৷			
				বাদ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক হিসাব ১২৫৶১০	৩১০৲৩		
				বাকী কেদারনাথ ও রঘুনাথ ও ব্রজনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারাণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ীর এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	৮৩।৶১	।৶১	
৯	৫২১	৩৩১	ম বারাজীত পং বারাজীত	সুন্দরনারাণ ও সদানন্দ সড়ঙ্গি ও মটুরামণী দেব্যা ও রামনিধি ও রামানন্দ ও নরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু।	১৯৩।/৪	১১/১১	

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

তঃ শীব নম্বর।	এ রেজে ষ্টরি নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী মাল গুজারির জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৬১১	৩৯১	মাহিতর বিমন্দ পরগণে বা শী সীতা	গঙ্গানারায়ণ মাসান্ত ও ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত ও উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত।	১৬৫৮৸৵১	১৮১৲১	
১১	৭৫০	৪৩৭	মং চকসতে ও সিংহপুর পরগণা	চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধবনারায়ণ মাইতি ও চিন্তামণি মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ, কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম, দীনবন্ধু দ্বারকানাথ ভজহরি ও বেহারি দের।	১১৩৩৶/১০		
				বাদ চিন্তামণি, মহেন্দ্রনাথ কৈলাস, সীতানাথ কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারিকানাথ ভজহরি ও বেহারি দের পৃথক হিসাব।	৫১৩।৶১০		
				বাকী চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতির একমালী অংশ যাহা বাকী বা জমার জন্য নিলাম হইবেক।	৬ ৯।।৶১১	৴০	
১২	৮২০	৪৬৩	মং চাকই ও বনা ইপ বাটীটাকী	প্রেমচাঁদ মাসান্ত ও উদ্ধব নারায়ণ মাসান্ত।	৭১৮৸৫	৭৮।।০	
১৩	৮৯৬	৫০৬	মং ছুচড়া পং কেদারকুণ্ড	মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত প্রেমচাঁদ মাসান্ত।	৯৬১৸০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্তর একমালী অংশ	৬৪১৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক	৩২০।।/৪	৩৫৶৪	
১৪	৯৩৭	৫২৭	মং দীগলাবাড় পং কিংকোশী মোড়া	নবালল খাঁ।	মায়পুলীস ১৪৩৭।৶৮	মায়পুলীস ৫২৬।।/১	বর্ত্তমান ১৮৮১ সালের গত ১২

জানুয়ারি সূর্য্য অস্তের বাকী মালগুজারি এই এই ৫২৬।।/১ টাকার জন্য এই ক্রিসেল নিলাম হইবেক এই মাহালের গত মার্চ কিস্তি হইতে বাকী মালগুজারির দাইক হাল খরিদদার হইবেন ও ঐ হাল খরিদারের খরিদ উক্ত ১২ই জানুয়ারির পর তারিখ ১৩ই জানুয়ারি হইতে প্রবল হইবেক

[Government Gazette, 6th September 1881]

তালুকের নম্বর।	গ্রাম রেজেষ্টরি নম্বর।	জৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নামধারিক।	সদর জমা।	বেবাকী হাল অবস্থা বিশিষ্ট বর্ণনা।	কৈফিয়ৎ।
১৫	১ ১৭	৬ ৫	ম গুয়ুকপোতা পং কাশীযোড়া	ধরণীধর রায়	হাবপুলীস ৩১৮৫৲	মাবপুলীস ৩৫৯৲	
১৬	১ ৭১	৬৫৩	ম গুয়াই পং বাটীটাকী	ইন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও পারিমোহন মজুমদার প্রেমময়ীদাসী সুবলচরণ পাত্র ও কানাইচরণ পাল ও ব্রজদাস পাত্র।	৬৫৫৶২	১১॥৶০	
১৭	১২০১	৬৭৮	ম গোপ্রামপং কেদারকুণ্ড	প্রাণগোবিন্দ নাথ দ্বারিকানাথ মাল মেনেজর ও জানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্রকুমার রবীন্দ্রকুমার নগেন্দ্রকুমার গোপেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগ কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীন। মিয়াদি বন্দবস্ত।	৭২৪৮০	৩৪৶১	
১৮	১২২৪	১১১	ম গোকুলপুর পং পটাসপুর	চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র। চিরবন্দবস্তী।	২৩৫৩৪৲	৮৩২৸৶৬	এই মহাল ১২৮৩সাল হইতে
১৯	১২৬৯	৬৯২	ম হরিনারাণ চক পং কাশীযোড়া	দিগম্বর পণ্ডা পিতা ও মেনেজর ও জীম্ম অপূর্ব্বময়ী দেবী নাবালিক শ্রীমতি শ্যামাসুন্দরী দেবী ও শ্রীমতী নয়নতারা দেবী।	১৫০০৲	২৬২৸৶৮	২৯১ সাল পর্য্যন্ত মিয়াদে বন্দবস্ত আছে।
০	১৩১৬	৭৩১	ম হাজতুবাচক পং রসমাচোর	কমলকুমারী দাসী ও কৃষ্ণ মাইতির পত্নী শ্রীমতী সুখদা দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৩৲০	৩০৫৲	
২১	১৪২০	৭৯৫	ম জকলা পং খড়গপুর	দ্বারিকানাথ দর্পনারাণ মাসান্ত শ্রীমতী যমুনাদাসী দাসী মাতা ও মহাকেল সদানন্দ মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাতা রক্ষক মনমোহন চন্দ্র মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।	৮৭৩॥৶০	৸৶০	
২২	১৫৩৩	৮৬১	ম কাস্তারোল পং গঙ্গেশ্বর	শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা, মহেন্দ্রনাথ জানা করুণা দেই, ধরণীধর জানী, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর ও নাবালগ বটচন্দ্র কর, কুঞ্জনারাণ সন্তপতি, শ্রীমতী মহুরাদাসী ও সুন্দরনারাণ সন্তপতি শীতলপ্রসাদ ঘোষ নরেন্দ্রনাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেবী উপেন্দ্রনাথ সৎপতি ও দীননাথ সৎপতি, ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগগণের মাতা রক্ষক ও মহাকেল ও দ্বারিকানাথ সৎপতি ও বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্ত।	১৭৫৪৸৶৭।		
				বাদ বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্তর পৃথক হিসাব।	৬৬৭॥৶৪		
				বাকী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা মহেন্দ্রনাথ জানা, করুণা দেই ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর	১০৯২২॥৶৩	১।৶১১	

মহালের নম্বর।	ইসিব নম্বর।	তৌজির নম্বর।	মোকাম বা পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	সেবাকীরাজ বা জমাবন্দি নাম বদলে।	কৈফিয়ৎ।

ও মাধবচন্দ্র কর ও কুঞ্জবিহারী সৎপতি ও শ্যামকান্ত মটুদারমণী ও সুন্দরমোহন সরকার শীতলপ্রসাদ ঘোষ নবেন্দ্রনাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেবী। নরেন্দ্রনাথ সৎপতি ও দীননাথ সৎপতি ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগগণের। ৫ বঞ্চক ও মহেন্দ্র ও দ্বারিকনাথ সৎপতির নজরালী অং। যাহা সরকারীবাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

২৩	৭৩	৯৮	ম খেলাড়ি ও নগাড়িয়া পং কি নারাণগড়।	মহেন্দ্র মহাপাত্র পাটনী মণী দাসী আদি ৩ দেবী, বদুনাথ দাস পহ ৩ মহাপাত্র সীতানাথ দাস মহাপাত্র শ্রীমতী ঈশ্বরী মণী দেবী গঙ্গা নারায়ণ সিংহ ও নরনারায়ণ সিংহ ও হরমণি। সেক	৩৪৩ ॥৭	১১৫॥৶১১
২৪	৮২	৯৮১	ম মাদুরি ও কাঁথোড়া।	দীনবন্ধু নদী অং বঞ্চক বন্ধী চন্দ্র	৬৭৭৬৸৶৭	২৭২॥ ০

মন্ডী ও প্রেমচাঁদ মাসান্ত ও গোপীনাথ ও নন্দলাল সাহু ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী মাতা বঞ্চক রামজীবন ও রামলোচন ও রামসুন্দর দাস ও।

২৫	৯৭১	২০৫	ম মহম্মদপুর প পটাশপুর।	মিরাদি বন্দবস্ত। কলাহলাল চক ও শ্রীমতী অভয়াসুন্দরী দাসী ও লক্ষ্মণ, নারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও গজেন্দ্র নারায়ণ রায় স্বয়ং হিরণ্মলারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্মি ৺রামনারায়ণ রায়ের পত্নী।	১৩৪৬৲	৪৭৫৶৬
২৬	২০	১১০০	ম মিচিনু ও শাগড়া ডে পং সরঙ্গ।	চিরবন্দবস্তী। অক্ষয়নারায়ণ সেন ও রামনারায়ণ সেন মদনমোহন দে ও কৃষ্ণনাথ দে ও বজলতা দেবী মাতরে মহাদেব, রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালগ ও আনন্দী দেবী ও বজলতা দেবী ও শ্রীমতী হরমনমোহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।	৬৫৩॥৶৭	১৩৬৲৯
২৭	১ ৪৭	২৪	ম নাংকার ডে আম প মাকনা মুঠ ও।	ব্রজনাথ রায় মহাশয় ৫৲ নেকর ত পৃথিজ্ঞ নিজ নাবালগ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী মৃত কুঞ্জর নারায়ণ রায়ের পত্নী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী ৫ ৩ গজেন্দ্রনারায়ণ রায় পত্নী ও শাতন প্রস ৫ ৫ মহাশয় ও সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও জগদীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন ও শ্রীমতী দীনময়ী দেবী নাবালক লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যো ধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেবী ও শ্রীযুত নবীন দাস পতনাত্ম হাপাত্র ও সীতানাথ দাস ম ৫ পাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী, রাম নিধিকুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও নরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী গীত স্বর দের পত্নী।	২১৩৩॥৶৪	

[Government Gazette, 6th September 1881.]

জরীপ নম্বর।	এই রেজে ষ্টরি নম্বর	চৌহদ্দির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বেবাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				দি রামনিধি কুণ্ডু ও আনন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডুর পৃথক হিসাব ৭০৷৬৫			
				বাদ শ্রীমতী দিগম্বরি দাসী পীতাম্বর দেব পত্নীর পৃথক হিসাব ৭৬৪৪	১ ৪৮৷৬		
				বাকী ব্রজলাল রায় মহা	১৩৮৪৲ ০	৮৬৷১১	

শয়ে মালিক ৺ পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী কবিপ্রিয়া দেবী, মৃত কুঞ্জবিহারী রায়ের পত্নী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ও গঙ্গেশনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয়। ও সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও যশোদাচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দলাল পাল বন্ধন ও পুত্র নন্দন বন্ধন শ্রীমতী দানময়ী দেবী মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেবী ও রঘুনাথ দাস পুত্র রঞ্জ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরীমণি দেবীর এজমালী ৩২। যাহা সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।

২৮	২১৫৯	১ ৯	ম পশ্চিম ম- শড়া ও দে তাল শটীমা ন পা ভুঞা মুঠা।	জ্ঞানচন্দ্রলাল রায় ও শ্রীমতী সত্যভামা ঈশ্বরী ব্রহ্মময়ী পোষ্য মাতা রক্ষক উপেন্দ্রলাল ও সনাতন লাল ও মুরারিলাল রায়।	৩৬২৷৷৶৮	১১৬৷৶৩	
২৯	২১৮৩	১২০৮	ম পদীমা পং কুকল চৌ।	শ্রীমতী থাকমণী দেই চৌধুরী ও চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।	৯৪০৷৪	৮১/০	
৩০	২৩৪৯	১২৮৭	ম বেহুড়া প কুকল চৌ	গোবিন্দপ্রসাদ বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহচরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধুচরণ মাহাতো ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবলচরণ গিরি প্রসন্ন দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতা রক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও কুঞ্জ নারায়ণ রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী কোইরা দেই মানবে রাধা মাহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাস ও গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদন মোহন বিশুই।			
				বাদ কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী কোইরা দেই মানবে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিল মোহন দাসের পৃথক হিসাব ৪৮ ৬৩			
				বাদ গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুইর পৃথক হিসাব ৮৩৬ ০	৪৮৬৷৶১		
				বাকী গোবিন্দ প্রসাদ	৬৩৬৷৷৶	৫৪/৩	

বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহ চরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধু চরণ মাহাতো ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবলচরণ গিরি প্রসন্ন দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতারক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালক ও কুঞ্জ নারায়ণ রায় চৌধুরি ও রাধাকৃষ্ণ গিরির এজমালী ৩৭৷৷ যাহা সরকারি বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর।]

ভরতীয় রেজে ষ্টরির নম্বর	রেজে ষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর	মাহাল মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সমস্ত জমা।	যে টাকা রাজস্ব জন্য বিক্রয় হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩১	২৩৫৭	১২৯৩	ম ব্রাহ্মণ মগর পং খটনগর	পঞ্চানন কানুনগোই ও নরনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মান্না ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাস গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতা ও খান্দল খাঁ		২৬৫৪৸/২		
				বাদ গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্মর পৃথক হিসাব ৯৮৶৯।			
				বাদ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতার পৃথক হিসাব ২৪॥৭			
				বাদে খান্দল খাঁর পৃথক হিসাব ৪৬৸৶১০	১১৯॥৶২		
				বাকী পঞ্চানন কানুনগোই ও নরনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মান্না ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাসের একমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক।	২৪৮৫৶০	১৫৸৶৮	
৩২	২৫৮৯	১৪৪১	ম শালীযোড়া পং খটনগর	হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ দাস ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ৺ মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ মাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিবিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারীপ্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও গোলোকবেহারি ঘোষ ও মুরলীবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্র ও গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাস ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়।	৩৫৩৶৮		
				বাদ গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাসের পৃথক হিসাব ২৯৸৶৩			
				বাদ নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের পৃথক হিসাব ১৭৲	৪১৸৶৩		
				বাকী হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ৺ মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ মাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিবিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারি প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও গোলোকবেহারি ঘোষ ও মুরলীবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্রের একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	১৫৩১৫	৯৷/১০	
৩৩	২৭৩১	৫৩৮	ম তোড়রুই প দাতুনচোরা	রামানন্দ কুণ্ডু ও সুন্দর নারাণ সড়ঙ্গী ও পঞ্চানন্দ সড়ঙ্গী ও শ্রীমতী মটুরামণী দেবী ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও রামশিশি কুণ্ডু	১৫৬১৶৮	২৭॥৶১	

[*Government Gazette*, 6*th September* 1881.]

মহাল	গবর্ণমেণ্ট গেজেট দিন নম্বর।	জৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বেবাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবে	কিফিয়ৎ।
৩৪	২৭৬৫	১৫২৪	ম উত্তর পলসা প কীঃ কাশী যোড়া	গোপালচাঁদ ও নিলমণী ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা, সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডা।	মায় পুলীস ১৩৩৯/২		
				বাদ শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডার পৃথকহিসাবে।	মায় পুলীস ১৩৪১/৮		
				বাকী গোপালচাঁদ ও নিলমণি ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডার এক মালা অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	মায় পুলীস ১৩৩৬৮৮/৬	১৮৷৶৩	

W. LUDDIAN *Offg Collector*

জিলা নওয়াখালী। ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ৮৫৯ ই ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মহাবারি নিম্নের লিখিত মহালের ৮৮১ ই. ২৮ জনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ইংরেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা গুজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ৩ জুলাই।

নম্বর তৌজির।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং জুদ প কিসমত মধ্যিল মায় হল টৈমল সমীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬৩৭/১১	১১৮৭৷৶৮

I. V. WHITMACOTE *Offg Collector*

জিলা ২৪ পরগণা।

৮৭৫ সালের নবেম্বর মাহের রুলের ১৭ ধারামতে নোটীস।

এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নকসা সুন্দরবনের কমিশনর সাহেবের আপীসে দেখিবার নিমিত্ত আছে এতৎসহ মক্ত তফসীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (৮৬৩ সালের ২৩ আইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমি বা উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্তি করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিত না হইলে তাহা ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখ মোং ১২৮৮ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার মধ্য দুপহরে বিক্রিত হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৬ সেপ্টেম্বর ।]

২। নিম্নে লিখিত নিয়মাধীনে ও ২৪ পরগণা ও যশোর ও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবনের পতিত ভূমির লীজ বিক্রয়ার্থ ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ১২ তারিখের বিধিসংযুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমি লীজ দেওয়া যাইবে।

নিয়ম ৫টী।

উক্ত ভূমি সমুদায় পথ ও জল ও অন্য সকল স্বাচ্ছন্দ ভোগ স্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে।

নৌকা পার সাল জলপ্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিলে ও উক্ত প্রত্যেক জল স্রোতের ও খালের উভয় পার্শ্বে ২০ ফুটের কম না হয় এমত প্রসস্ত স্থান জানিবার পথ ও ব্যবহারার্থে রাখা যাইবে।

উক্ত ভূমির মাটি প্রভৃতি খনিজ উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবে তদ্ভিন্ন সেই মাটি প্রভৃতি তুলিবার ও পাচাবার ও [illegible] বার নিমিত্তে যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তি সঙ্গত অন্য যে শুল্ক করা আবশ্যক [illegible] করিতে হবে। উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব ও থাকিবে ও পাট্টাদারকে কেবল দখলি স্বত্ব দেওয়া যাইবে। সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমে ও হস্তান্তর যোগ্য হইবে।

(তফসীল।)

	লাটের নম্বর।	জেলা বা তিনি স্থান ও [illegible]।	রকম।	সিমানা।
১	৩৬ নং লাটের পূর্ব্ব খণ্ড।	জেলা ২৪পরগণা সব ডিবিজান বারাসাত থানা কচুয়া।	[illegible] ৩ /	উত্তর ৩৭ নং লাট পূর্ব্ব [illegible] নদী দক্ষিণ [illegible] পশ্চিম ডিপুটী কলেক্টর যে লিসন সাহেবের ১৮৮৮ সালের নক্সায় অঙ্কিত নূতন ভেড়ি বাঁধ। এই হওয়ায় পশ্চিম ও ৩৮ লাটের পশ্চিমপারের পূর্ব্ব সিমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।
২	৩৮ নং লাটের পশ্চিম খণ্ড।	ঐ	[illegible] ৮ /	উত্তর [illegible] দক্ষিণ [illegible] পূর্ব্ব উপরোক্ত নূতন ভেড়ি। দক্ষিণ [illegible]। পশ্চিম কৈজুরী অথবা [illegible] খাল

SUNDERBUN COMMISSIONER OFFICE
AT ALIPORE
The 31st August 1881

F. L. PARGITER
Offg Commissioner Sunderbun

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করণার্থ প্রকাশ হইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার [illegible] পশ্চিমে নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত বার্ষিক [illegible] মেলা হইয়া থাকে [illegible] ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২ [illegible] ক [illegible] আরম্ভ হইয়া ঐ মাসের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

[illegible]
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] কর্ম্মচারিগণকে [illegible] কর্ম্মচারি ট্রেজরী একাউন্টেন্ট আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে গত আশ্বিন মাসের তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ৮৬।৮২ সালের জমার [illegible] রাজস্ব পাওনা হইয়াছে তাহা আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখের পূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার জন্য আইনের দৃঢ়তম বিধান প্রবল করা যাইবে।

জি এম [illegible] ডেপুটী কালেক্টর

কলিকাতার কালেক্টরী ৪ বংশাল ষ্ট্রীট ১৮৮১ সাল ৯ আগষ্ট।

[*Government Gazette 6th September 1881*]

The Hymns of the Rig Veda in the Sanhita and Pada Text by Professor F. Max Müller M. A. in two Volumes. *Price Rs. 21 per vol. [illegible] Rs. 11.*

*** The Rig Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and Universities in India, and the [illegible] or a scholar like knowledge of the Vedic hymns is in the examinations required of the more advanced students. By yet no sound editions, translations, grammars and [illegible] shall have rendered studies of these ancient documents more accessible. I doubt not that [illegible] time will come when [illegible] in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot recite the hymns [illegible] country.—*Extract from Preface.*

[illegible] of Supdt. Govt. Printing, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত অবনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (হোটানিক্যাল গার্ডেন) ও পাটনের [illegible] অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি [illegible] মূল্যে একবারীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন। [illegible] ৪ আউন্স টীন [illegible] টাকা প্রতি ৮ আউন্স টীন [illegible] টাকা প্রতি ১ পাউণ্ড টীন [illegible] টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে। যথা ৪ আউন্স টীন [illegible] টাকা ৮ আউন্স টীন ১[illegible] টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২[illegible] টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান উত্তরাঞ্চলীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাদের নিকটেও পাওয়া যায়। উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে [illegible] আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে [illegible] বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C. D. Field, M. A., LL. D., of the Inner Temple, Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 8 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N. B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও শ্রীযুক্ত বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত [illegible] জিলার জিলা ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশনারের মেম্বর ই. ডব্লু. ডেপালের [illegible] সি. ডি. ফিল্ড এম. এ. ও এল. এল. ডি. সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধীয় আইন সংক্রান্ত।

এক খানি পুস্তকের মূল্য ৫ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গালা সেক্রেটেরিয়ট আকাউণ্টেণ্টের নিকট এক খানি পুস্তকের মূল্য এবং [illegible] মোড়ক করিবার ও ডাকের খরচ ।/ [illegible] আনা পাঠাইবেন।

[illegible] পুস্তক [illegible] পাইতে পারে।

Rates of Subscription to the Bengal Government Gazette

FROM 1st JANUARY 18[illegible]

Payable in advance.

For one year without postage	Rs. 10 0 0
Ditto with postage	12 8 0

When postage stamps are remitted in payment of subscription, one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্য।

ডাকমাসুল বিনা এক বৎসর	[illegible]
ডাকমাসুল সুদ্ধ	[illegible]

ডাকের টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠাইলে প্রতি এক টাকা মূল্যের জন্য [illegible] আনা হিসাবে টিকিট ডিস্কাউণ্ট দিবার জন্য পাঠাইতে হইবে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮[illegible] ১ সেপ্টেম্বর।]

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

Note —Rates fo Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	8
Half "	4

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না। ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাভিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তাহামত সমস্ত মূল্য দিতে হইবে, এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইস্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট রাখ দিবার জন্যে টাকার উপর আনা / এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
গবর্ণমেণ্টের [illegible] সেক্রেটারি।

বিজ্ঞাপন —সামান্য বা গেজেটে ইস্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই

	টাকা।	আনা।
পূর্ণ এক পৃষ্ঠা এবং বার প্রতি ন করণের	—	—
অর্দ্ধ পৃষ্ঠ	—	—
সামান্য ইস্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পঙ্‌ক্তি	—	১

[*Government Gazette 6th September* 1881]

কলিকাতা বেপ্টিষ্ট মিশন যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড মরিস্‌ মুকের্জি সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল

B 1342—740—6 9 81

Numb 2198 ২১৯৮ [REGISTERED NO 80]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

	PAGE
PART I —Resolutions Orders, and Notifications of the Government of India	121—122
PART II —Resolutions Orders and Notifications of the Lieut -Governor of Bengal	801—813
PART III —Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV —Bills of the Legislative Council of India	Nil.
PART V —Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI —Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII.—Circular Orders of the Court of High and Board of Revenue	Nil
PART VIII.—Advertisements ...	655—680

সিপত্র।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	১২১—১২২
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৮০১—৮১৩
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—ইস্তিহার প্রভৃতি	৬৫৫—৬৮০

PART I

Resolutions, Orders, and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla the 31st August 1881

No 25 —His Excellency the Viceroy and Governor General has been pleased to accept the resignation by the Hon ble G H P Evans of his office of Additional Member of the Council of the Governor General of India for the purpose of making Laws and Regulations

R J Crosthwaite,
Offg Secy to the Govt of India

DEPARTMENT OF REVENUE AND COMMERCE

NOTIFICATION

Simla the 2nd September 1881

No 2778 —In exercise of the power conferred by Section 8 of Act I of 1879 (The Indian Stamp Act 1879) the Governor General in Council is pleased to remit the stamp duty chargeable under the said Act on instruments executed by Government officers and their sureties either before or after the publication of this order, to secure the due accounting for property received by such officers by virtue of their office

T C Hope
Offg Secy to the Govt of India

ব্যবস্থাপক কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮ সাল ৩১ আগষ্ট।

২৫ নম্বর।—মাননীয় শ্রীযুক্ত জি এচ পি ইবান্স সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত মহামান্য জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত সভ্যপদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

আর, কে, ক্রোস্থোয়েট
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন

সিমলা ১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।

২৭৭৮ নম্বর।—রাজকীয় কার্য্যকারকেরা স্ব২ পদের বলে যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহার নিকটস্থিত হিসাব রাখিবার প্রতিভূস্বরূপ তাঁহার কার্য্যকারকেরা ও তাঁহাদের জামিনেরা এই আজ্ঞা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে বা পরে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে ভারতবর্ষীয় ষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে যে ষ্টাম্প মাশুল দিতে হয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব উক্ত আইনের ৮ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে রহিত করিয়া সেই মাশুল না দিবার আজ্ঞা করিলেন।

টি সি হোপ
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1881.

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications of the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL

No 3809A

GENERAL —*The 23rd August* 1881 —Mr J Kennedy, Officiating Joint-Magistrate and Deputy Collector, Chittagong is vested with powers, under Section 85 of the Land Registration Act, VII (B C) of 1876, to hear appeals against orders of Sub Deputy Collectors

This cancels the order of the 8th July last, vesting Mr H P Peterson with these powers

The 31st August 1881 —Mr J O'Kinealy has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India, an extension of furlough for one month

Mr H Gillon has been granted by Her Majesty's Secretary of State for India, an extension of furlough for eighteen days

The 1st September 1881 —The services of Mr A Mackenzie, Officiating Secretary to the Government of Bengal, in the Revenue and General Departments, are placed at the disposal of the Government of India, in the Home Department

The 2nd September 1881 —Baboo Nobin Krishna Banerjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on deputation as General Manager of Wards' Estates in Moorshedabad, is allowed leave for two months, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may avail himself of it

The 5th September 1881 —Baboo Obhoy Chunder Das, Deputy Magistrate and Deputy Collector, on leave, is posted to the Sudder station of the district of the 24-Pergunnahs

Baboo Mokunda Deb Mookerjee Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly, is transferred to Burdwan and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Ashutosh Gupta, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Rajshahye, is vested with the powers of a Collector under Act IX (B C) of 1880, in that district

Baboo Nobin Krishna Banerjee, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Fureedpore, is transferred to Jessore, and is posted to the Sudder station of that district

Baboo Pyari Mohun Bose, Temporary Sub Deputy Collector, Nowada Gya, is allowed leave for one month under Section 136, Rule 2, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant

The 6th September 1881 —Mr C J S Faulder, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, in charge of the Madhubanee division of the Durbhunga district, is allowed leave for one month and twenty one days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant

Baboo Denonath Addy, Deputy Magistrate and Deputy Collector Durbhunga, is appointed temporarily to have charge of the Madhubanee division of that district, during the absence, on leave of Mr C J S Faulder, or until further orders

Mr A W Cosserat, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Buxa, Julpigoree, is allowed leave for thirty seven days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or from such subsequent date as he may be relieved

Baboo Omullo Churn Mullick Deputy Magistrate and Deputy Collector, Julpigoree on settlement duty, is appointed to have charge of the Buxa division of that district, during the absence on leave, of Mr A W Cosserat, or until further orders

Mr C H Swinden, Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, Cox's Bazar Chittagong, is allowed leave for three months, under Section 127 1 of the Civil Leave Code with effect from the 31st ultimo

Mr R R Pope, Assistant Magistrate and Collector, Chittagong Hill Tracts, is appointed to have charge of the Cox's Bazar division of the district of Chittagong, during the absence, on leave, of Mr C H Swinden, or until further orders

Mr C G M Shircore, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Nowada, Gya, is allowed leave for thirty days, under Section 133, Chapter X of the Civil Leave Code, with effect from the 23rd ultimo

Moulvie Ramizoodin, Supernumerary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Gya, is appointed to have charge of the Nowada division of that district, during the absence, on leave, of Mr C G M Shircore, or until further orders

[*Government Gazette*, 13*th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৮০৯ নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—চট্টগ্রামের একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, কেনেডি সাহেব সব ডেপুটী কালেক্টরদের আজ্ঞার বিপক্ষে আপীল শুনিতে ভূমি রেজিষ্টরী-করণ বিষয়ক ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৮৫ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

শ্রীযুত এচ, সি, লিটলসর্ন সাহেবের প্রতি উক্ত ক্ষমতা দান বিষয়ক গত জুলাই মাসের ৮ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ৩১ আগষ্ট।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত জে ওকিনীলি সাহেবকে আর এক মাসের নিরবিত্ত ছুটী দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এচ, গিলন সাহেবকে আর আঠার দিনের নিরবিত্ত ছুটী দিয়াছেন।

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—রেবিনিউ ও জেনরল ডিপার্টমেণ্টে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী শ্রীযুত এ, মাকেঞ্জি সাহেব হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—রাজাবুলপালিতের ইষ্টেটের সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—ছুটী প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অভয়চন্দ্র দাস ২৪ পরগণা জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

রাজশাহীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ গুপ্ত উক্ত জিলায় ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

কড়ীমপুরের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোহর জিলায় প্রেরিত হইয়া সেই জিলার সদর মোকামে অবস্থাপিত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত নবদহের কিয়ৎকালীন সব-ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বসু সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণমতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—দ্বারভঙ্গা জিলার অন্তর্গত মধুবনি মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত একটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, জে এস ফলড, সাহেব, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১০ তারিখ অবধি এক মাস একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, জে, এস, ফলডর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, দ্বারভাঙ্গার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দীননাথ আঢ্য কিয়ৎকালের নিমিত্তে উক্ত জিলার অন্তর্গত মধুবনি মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত এ, ডবলিউ, কনিরাট সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে সাঁইত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত এ, ডবলিউ কনিরাট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত জলপাইগুড়ির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক, উক্ত জিলার অন্তর্গত বক্সা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজারের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, এচ, সুইণ্টেন সাহেব, সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৭ ১ ধারামতে গত মাসের ৩১ তারিখ অবধি তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, এচ সুইণ্টেন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় প্রদেশের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত আর আর, পোপ সাহেব, চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

গয়ার অন্তর্গত নবদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সি, জি, এম, শার্কোর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১২৩ ধারামতে গত মাসের ২৩ তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুত সি, জি, এম, শার্কোর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, গয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী রসিদুদ্দীন উক্ত জিলার অন্তর্গত নবদহ মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ৩ সেপ্টেম্বর।]

LEGISLATIVE —*The 1st September* 1881 —The Lieutenant-Governor accepts the resignation tendered by Mr A Mackenzie, of his seat in the Council of the Lieutenant Governor of Bengal, for making Laws and Regulations

POLICE —*The 5th September* 1881 —Mr E M Showers, District Superintendent of Police, Nuddea is allowed leave for one month, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code in extension of the leave granted to him under the order of the 23rd ultimo

The 6th September 188 —Mr H N Harris Officiating District Superintendent of Police Howrah is appointed to act until further orders, in the Third Grade of District Superintendents of Police with effect from the 2nd ultimo, *vice* Mr J M E Gouldsbury, on leave

Mr J B Birch, District Superintendent of Police Bankoorah, is appointed to act, until further orders, in the Fourth Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 2nd ultimo, *vice* Mr H N Harris

Lieutenant Colonel C T Hitchins, District Superintendent of Police, Cuttack, is appointed to act, until further orders, in the First Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 10th ultimo, *vice* Colonel W T Fagan, on deputation

Mr W W Daly, District Superintendent of Police, Cachar, is appointed to act, until further orders, in the Second Grade of District Superintendents of Police, with effect from the 10th ultimo *vice* Lieutenant Colonel C T Hitchins

REGISTRATION —*The 2nd September* 1881 —Baboo Krishna Nand Dass, Officiating Rural Sub Registrar of Panchkura, is confirmed in that appointment

EDUCATION —*The 5th September* 1881 —Moulvie Gowar Ali Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Durbhunga is appointed to be Secretary to the District School Committee of Durbhunga *vice* Baboo Atal Behary Moitra transferred

OPIUM —*The 23rd August* 1881 —Mr W H T Howey, is appointed to act as an Assistant Sub-Deputy Opium Agent in the Benares Agency, until further orders

Mr F M Ramsay, is appointed to act as an Assistant Sub Deputy Opium Agent in the Benares Agency, until further orders

MEDICAL —*The 31st August* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Committee for the management of the Charitable Dispensary at Mobushgunge, in the district of Dacca —

Baboo Brindaban Chander Das, Court Sub Inspector, *vice* Baboo Mohananda Datta
" Kali Nath Chatterjee, Sheristadar, First Moonsif's Court, *vice* Baboo Shoshi Bhoosun Mullick

The 5th September 1881 —Dr R A Barker, Civil Medical Officer, Bogra, is allowed leave for forty two days, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 15th instant

Assistant Surgeon Kishoree Mohan Ghose a Supernumerary at the Presidency, is appointed to have medical charge of the civil station of Bogra during the absence, on leave, of Dr R A Barker, or until further orders

Assistant Surgeon Doyal Krishna Ghose, in charge of the Sooltangacha Dispensary, in the Hooghly district, is allowed leave for one year, under Section 133 of the Civil Leave Code

Assistant Surgeon Kedar Nath Sen, a Supernumerary at Howrah, is appointed to have charge of the Sooltangacha Dispensary, in the Hooghly district, during the absence, on leave of Assistant Surgeon Doyal Krishna Ghose, or until further orders

MUNICIPAL —*The 25th August* 1881 —The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the Meherpore Municipality in the district of Nuddea —

Baboo Mohendro Nath Mookerji | Baboo Gobindo Chunder Ghose.

The Lieutenant Governor approves the re-election, by the Commissioners of the Meherpore Municipality, of Baboo Brojo Coomar Mullick to be their Vice-Chairman for 1881 82

The 30th August 1881 —The Resident Engineer of the Darjeeling Himalayan Railway, is appointed an *ex officio* Commissioner of the Municipality of Kurseong, in the district of Darjeeling

The 31st August 1881 —The following gentlemen are re appointed to be Commissioners of the South Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Pergunnahs —

Baboo Huri Kumen Sirkar | Baboo Nil Madhab Chatterjee

(*Government Gazette, 13th September* 1881)

ব্যবস্থাপন বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত এ, মাকেঞ্জি সাহেব আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রিসভার আসন ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—নদীয়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত ই এম শৌরাজ সাহেব, গত মাসের ২৩ তারিখের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত জে এম, ই, গুলসবরি সাহেব ছুটী লওয়াতে হাবড়ার পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত এচ এম হ্যারিস সাহেব, গত মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টদের তৃতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এচ, এম, হ্যারিস সাহেবের পরিবর্ত্তে বাঁকুড়ার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত জে বি, বক সাহেব গত মাসের ২ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টদের চতুর্থ শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কর্ণেল শ্রীযুত ডবলিউ টি ফেগান সাহেব রাজকার্য্যে গমন করাতে কটকের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি, টি, হিচিন্স সাহেব, গত মাসের ১৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুত সি টি হিচিন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে কাছাড়ের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সাহেব গত মাসের ১৮ তারিখ অবধি যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্টদের দ্বিতীয় শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—পাঁচকুড়ার একটিং প্রাদা সব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণানন্দ দাস সেই পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু অটলবিহারী মৈত্র স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে হাজারিবাগের একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী গোলাম আলি খাঁ ভাগলপুর জিলার স্কুল কমিটীর সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আফীম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২৩ আগষ্ট।—শ্রীযুত ডবলিউ এচ টি হৌসে সাহেব, যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বাণারস এজেন্টীস্থ আফীমের আসিষ্টান্ট সব ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত এফ এম বাগসে সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, বাণারস এজেন্টীস্থ আফীমের আসিষ্টান্ট সব-ডেপুটী এজেন্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জস্থ দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জীত বাবু মহানন্দ দত্তের পরিবর্ত্তে কোর্ট সব ইন্সপেক্টর শ্রীযুত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র দাস।

শ্রীযুত বাবু শশীভূষণ মল্লিকের পরিবর্ত্তে প্রথম মুন্সেফের আদালতের সিরিশ্তাদার শ্রীযুত বাবু কালী নাথ চট্টোপাধ্যায়।

১৮৮১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর।—বঙ্গভার সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুত আর এ, বার্কর সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি বিয়াল্লিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

ডাক্তর শ্রীযুত আর এ বার্কর সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত কিশোরীমোহন ঘোষ, বঙ্গভার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসা কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

হুগলী জিলার অন্তর্গত সুলতানগাছা ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত দয়ালকৃষ্ণ ঘোষ সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩১ ধারামতে এক বৎসরের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত দয়ালকৃষ্ণ ঘোষের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় হাবড়ার অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সর্জন শ্রীযুত কেদারনাথ সেন, হুগলী জিলার অন্তর্গত সুলতানগাছা ঔষধালয়ের কার্য্যের ভারগ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

মুনিসিপল বিষয়ক।—৮৮১ সাল ২৫ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

মেহেরপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরেরা শ্রীযুত বাবু ব্রজকুমার মল্লিককে ১৮৮১। ৮২ সালের নিমিত্ত আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতির পদে পুনর্ব্বার মনোনীত করাতে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্টগবর্ণর সাহেব তাহা অনুমোদন করিলেন।

১৮৮১ সাল ৩০ আগষ্ট।—দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত পদোপলক্ষে দার্জিলিং জিলার অন্তর্গত কর্সিয়ঙ্গ মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩১ আগষ্ট।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিকৃষ্ণ সরকার। | শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়।

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the North Dum Dum, Municipality in the district of the 24 Pergunnahs —

Baboo Bishto Chandra Mittra *vice* Baboo Cali Das Datt
" Raj Kristo Chuckerbutty

The following gentlemen are appointed to be Commissioners of the Nattore Municipality in the district of Rajshahye —

The Police Inspector, in charge of the Nattore sub division
The Medical Officer in charge of the Nattore sub division } *Ex officio.*
The Sub Deputy Collector of Nattore
Moulvie Mahomed Asad Khan, Zemindar
Mr M P Jackson, Jotedar
Baboo Mahin Chandra Roy L M S Medical Practitioner
" Komul Chundra Mozoomdar, Head Master
" Madhab Chandra Mozoomdar, Jotedar
Nilmony Dass Medical Practitioner

The 1st September 1881 —Baboo Ram Ruttun Mozoomdar, is appointed to be a Commissioner of the Bhagulpore Municipality, *vice* Moulvie Imdad Ali Khan Bahadoor

Baboo Surrut Chunder Dass Deputy Inspector of Schools is appointed to be a Commissioner of the Pubna Municipality *vice* Baboo Gundharee Bose transferred

The 3rd September 1881 —Baboo Buldeo Lall Khar Khowka, is appointed to be a Commissioner of the Cya Municipality

ROAD CESS —*The 3rd September* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the District Road Cess Committee of Furreedpore —

Baboo Ambica Churn Majumdar, Pleader *vice* Baboo Syama Sunker Majumdar
Hurrish Chunder Sen Pleader *vice* Baboo Someswar Sikdar

The 5th September 1881 —Baboo Kali Sunker Sen Officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector Noakholly is appointed to be a member of the District Road Cess Committee of Noakholly *vice* Apothecary I Lyons resigned

The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Cess Committee of Madaripore in the district of Furreedpore —

Baboo Pyari Mohun Banerjee *vice* Baboo Ram Chunder Roy Chowdry
Pratap Chunder Ghose *vice* Baboo Koylash Chunder Bose

The 6th September 1881 —Surgeon H W Hill, Civil Surgeon Manbhoom is appointed to be a Member and Vice Chairman of the District Road Cess Committee of Manbhoom

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 1st September 1881 —Under the provisions of Section III Regulation VI of 1819 the Lieutenant Governor is pleased to declare the ferry Bhagakalaighat over the river Noleya on the Kristopore road, within the police station of Kalligunge in the district of Rungpore, to be a public ferry

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION
DISTRICT OF MOZUFFERPORE

The 2nd September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Mozufferpore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal.

[*Government Gazette*, 13*th September* 1881]

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু কালিদাস দত্তের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচন্দ্র মিত্র।
,, বাবু রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নাটোর মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত পোলীসের ইনস্পেক্টর
নাটোর মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক
নাটোরের সব ডেপুটী কালেক্টর।
} স্ব২ পদোপলক্ষে
জমীদার শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আসদ খাঁ।
যোতদার শ্রীযুত এম, পি, জাকসন সাহেব।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু যোহিনচন্দ্র রায় এল এম, এস।
প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কমলচন্দ্র মজুমদার।
যোতদার শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মজুমদার।
চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু নীলমণি দাস।

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত মৌলবী ইমদাদআলি খাঁ বাহাদুরের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু রামরতন মজুমদার ভাগলপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু গিরিধারী বসু স্থানান্তরে প্রেরিত হওয়াতে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু শরচ্চন্দ্র দাস পাবনা মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত বাবু বলদেব লাল খার খোকা গয়া মুনিসিপালিটীর কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পথকর বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ফরীদপুর জিলার পথকর কমিটীর মেম্বর পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু শ্যামাশঙ্কর মজুমদারের পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার।
,, বাবু সোমেশ্বর পালদারের পরিবর্ত্তে উকীল শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেন।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—আপবিকরি শ্রীযুত টি লিয়ন্স সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে নওয়াখালীর একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর সেন নওয়াখালী জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা ফরীদপুর জিলার অন্তর্গত মাদারীপুর শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত বাবু রামচন্দ্র রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু পেয়ারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসুর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—মানভূমের সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুত এচ উডলিউ বিল সাহেব মানভূম জিলার পথকর কমিটীর মেম্বর ও প্রতিনিধি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন।

হরেস এ, কফেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবার্ন্ড সাহেব, রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ পোলীস থানার এলাকার মাবিস কৃষ্ণপুর পথের মোশেয়া নদীর উপর ভাগাকাটেগ টের খেয়া ঘাট ১৮৬৯ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে সরকারী ঘাট বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

এচ এম, কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

মজফরপুর জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের মার্চের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে মজফরপুর জিলার পথকর কমিটী অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৴০ দুই পয়সা হারে করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম, এ।
বঙ্গদেশের

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF MANBHOOM

The 3rd September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Manbhoom, have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pies, or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF JESSORE

The 6th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Jessore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF JULPIGOREE

The 6th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Julpigoree have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3810A

The 31st August 1881 —The leave granted to Baboo Bolaek Chand Subordinate Judge of Bhagulpore and Judge of the Small Cause Courts of Bhagulpore and Monghyr under the orders of the 22nd May and the 23rd June 1880 is commuted to leave under Section 72 Rule 1 of the Civil Leave Code

The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Shah Mehdi Hossein of his appointment as an Honorary Magistrate for the Behar Bench

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Culnah Bench in the district of Burdwan and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Upendro Narain Ghose Zemindar
" Chunder Nath Roy Pleader
" Aghore Nath Chatterjee B A, B L, Vakeel
" Benode Behary Bose Pleader
" Surbessur Bidyaratno, Pleader and Zemindar

The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Baboo Dinobundhoo [illegible] his appointment as an Honorary Magistrate for the Culnah Bench in the district of [illegible]dwan

[illegible] gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Sudder [illegible] of Rajshahye, and are vested with the powers of a Magistrate of the [illegible] the Division, is hereby

Mohun Neogy Deputy Inspector of Schools
[illegible]ur, M A, Superintendent of the Rajshahye Madrasah

মানভূম জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে মানভূম জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চহারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲১০ পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

যশোহর জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে যশোহর জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চহারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৲ ০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জলপাইগুড়ি জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে জলপাইগুড়ি জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চহারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲ ০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩৮১০ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৩১ আগষ্ট।—ভাগলপুরের সেসন্স জজ এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ছোট আদালতের জজ, শ্রীযুত বলাকীচাঁদ বাবু ১৮৮০ সালের ২২ মেও ও ২৩ জুনের আজ্ঞামতে যে ছুটী পান তাহা সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণমত ছুটী বলিয়া গণ্য করা গেল।

শ্রীযুত সাহ মেহেদি হুসেন বিহার বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জমীদার শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।
উকীল শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ রায়।
উকীল শ্রীযুত বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ও বি এল।
উকীল শ্রীযুত বাবু বিনোদবিহারী ঘোষ।
উকীল ও জমীদার শ্রীযুত বাবু সর্ব্বেশ্বর বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনবন্ধু নন্দী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগ করণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহী জিলার অন্তর্গত সদর বেঞ্চে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনিস্পেক্টর শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী।
রাজসাহী মদরাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত মৌলবী আবদুল করিম, এম, এ।

The 1st September 1881 —The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Egra Bench, in the district of Midnapore, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class

Baboo Sarada Prosad Mittra, Sub Inspector of Schools

" Joy Gopal Khan, Naib of the Zemindar of Amorai station, Pataspur

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench at Berhampore in the district of Moorshedabad, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Baroda Prosad Bagchi, Pleader
" Nafar Das Rai Zemindar
Bhabani Kissore Chuckerbutty Pleader
Saroda Prosad Mookerjee, Pleader

The undermentioned gentlemen are appointed to be Honorary Magistrates for the Bench of Magistrates at Kandi, in the Moorshedabad district, and are vested with the powers of a Magistrate of the Third Class —

Baboo Gopi Krishna Singh, Zemindar
" Panchanun Mookerjee Zemindar
" Saroda Prosad Rai Chowdry, Zemindar
" Mohendra Nath Roy, Zemindar
" Upendra Sunder Tribadi Zemindar
" Kailas Chunder Roy, Zemindar
Radha Mohun Ghose Zemindar

The 5th September 1881 —Baboo Gunganath Roy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Chumparun is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Obhoy Chunder Das Deputy Magistrate and Deputy Collector, 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Magistrate of the First Class

The 6th September 1881 —Baboo Omullo Churn Mullick Deputy Magistrate and Deputy Collector, Buxa, Julpigoree, is vested with the powers of a Magistrate of the Second Class

Baboo Bhooputty Roy Subordinate Judge Burdwan, is allowed leave for twenty one days under Section 127 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

Baboo Promotho Nath Banerjee, Moonsif of Burdwan, is appointed to act as Subordinate Judge of Burdwan, during the absence, on leave, of Baboo Bhooputty Roy, or until further orders

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 1st September* 1881 —Mr A C Mitter, Officiating Second Moonsif of Barasat in the district of the 24 Pergunnahs is allowed leave for fifteen days under Rule 1 Section 72 of the Civil Leave Code with effect from the 1st September 1881, or from such date as he may avail himself of it

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL

The 3rd September 1881

No 251 —*Leave* —Mr F Rawson Assistant Engineer Second Grade Mahanuddy Division is granted privilege leave for three months under section 73 of the Civil Leave Code

The 5th September 1881

No 252 —*Transfer* —Mr G J R Leeson, Executive Engineer, Third Grade, is transferred in the interests of the public service from the Circular and Eastern Canals, to the Cossye Division which he joined on the afternoon of the 20th August 1881

No 253 —*Leave* —Mr W H Nightingale, Executive Engineer, Second Grade, First Calcutta Division is granted privilege leave for two months and twenty days, under Section 73 of the Civil Leave Code with effect from the 10th instant, or such date as he may avail himself of it

No 254 —*Notification* —Mr J D Davies Executive Engineer, Fourth Grade, temporary rank, is appointed to be Executive Engineer of the first Calcutta Division, during the absence, on privilege leave, of Mr W H Nightingale or until further orders

G F E S NEILL, *Major*, R E C,
Asst Secy to the Govt of Bengal, P. W Dept

১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মেদনীপুর জিলার অন্তর্গত এগ্রা থেকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

কুলসমুহের সব ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শারদা প্রসাদ মৈত্র।

অমর্সি থানার নামিল পটাশপুরের জমীদারের নাএব শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল খাঁ।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত বহরমপুর থেকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ প্রসাদ বাগচী।

জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নফর দাস রায়।

উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীকিশোর চক্রবর্ত্তী।

উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি থেকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ সিংহ।
" " বাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
" " বাবু শারদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।
" " বাবু নগেন্দ্রনাথ রায়।
" " বাবু উপেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
" " বাবু কৈলাসচন্দ্র রায়।
" " বাবু রাধামোহন ঘোষ।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—চাম্পারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানাথ রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র দাস প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বক্সার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ মল্লিক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতি রায় যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে একুশ দিনের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভূপতি রায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় বর্দ্ধমানের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের সবর্ডিনেট জজের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মুনসেফদের ছুটী —১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারাসতের একটীর দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত এ সি মিত্র ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণ মতে পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

হরেন্স এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।

২৫১ নম্বর।—ছুটী।—মহানদী খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এফ রাসল সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

২৫২ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—তৃতীয় শ্রেণীর একুসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত জি জে, আর নীলন সাহেব রাজকার্য্যের স্বার্থের নিমিত্তে সরকুলের ও পূর্ব্ব খাল খণ্ড হইতে কাঁসাই খণ্ডে প্রেরিত হইল। ১৮৮১ সালের ২০ আগষ্টের অপরাহ্নে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিল।

২৫৩ নম্বর।—ছুটী।—কলিকাতার প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর একুসেকিটিব ইঞ্জিনিয় শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, মাইটিজেল সাহেব এই মাসের ১০ তারিখ অবধি অথবা যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল, কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে দুই মাস বিশ দিনের ছুটী পাইলেন।

২৫৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুক্ত ডবলিউ এচ, মাইটিজেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কিয়ৎকালীন চতুর্থ শ্রেণীর একুসেকিটিব ইঞ্জিনিয় শ্রীযুক্ত জে, ডি, ডেবিস সাহেব, কলিকাতার প্রথম খণ্ডের একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়রের পদে নিযুক্ত হইলেন।

জি, এফ, ই, এস, নীল মেজর এম, এস, সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

CIVIL BUILDINGS

The 5th September 1881

No 255 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for a site for sub divisional buildings in the village of Mukutpore, pergunnah Khorakdeha, zillah Hazaribagh, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 28 bigahs of local measurement bounded on the north, east and west by the land of Mukutpore village, the property of the Equitable Coal Company, Limited, and on the south by the Fachumba road is required within the aforesaid village, Mukutpore

This declaration is made, under the provisions of Section 6 Act X of 1870 to all whom it may concern

S T TREVOR, *Lieut Col*, R E,
Joint-Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

The 6th September 1881

No 256 —*Posting* —With reference to Notification, No 241 of the 23rd ultimo, Mr B W Cantopher Assistant Engineer First Grade is posted to the Nuddea Rivers Division, which he joined on the afternoon of the 27th idem

No 257 —*Leave* —Mr H Joll Executive Engineer First Grade has been granted an extension of six weeks furlough by Her Majesty s Secretary of State for India

No 258 —*Addendum* —In Notification No 210 of the 26th July 1881 after the word ' Railway ' add the words ' in addition to his own duties

No 259 —*Leave* —In modification of Notification, No 199 of the 21st July last, Mr F Behrmann Assistant Engineer First Grade is granted privilege leave, from 12th July to 19th August 1881 both days inclusive under Section 136 of the Civil Leave Code, Mr F Behrmann is posted to the South Western Circle

No 260 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for road diversion and station purpose of the East Indian Railway Company, in mouzah Kodallymaut, pergunnah Arsha zillah Hooghly it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring, more or less 2 acres and 37 poles or 6 bigahs 15 cottahs and one half chittack of standard measurement bounded on the north by Panna Lall Seal s land on the south by road on the east by Kally Doss Neogy Moulvie Nuzeeroodeen, and Nilmony Doss land on the west by East Indian Railway Company's permanent land and road is required within the aforesaid village of Kodallymaut

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G F E S NEILL, *Major*, M S C
Asst Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।

২৫৫ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হাজারীবাগ জিলার অন্তর্গত খরকডিহা পরগনার মুকুটপুর গ্রামে মহকুমার ঘর নির্ম্মাণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মুকুটপুর গ্রামে স্থানীয় মাপের ন্যূনাধিক ২৮/ বিঘা পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমা মুকুটপুর গ্রামের ভূমি ইহা সীমাবদ্ধ এক্সটেন্সন কোল কোম্পানির সম্পত্তি ও দক্ষিণ সীমা পচম্বাপথ।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এস টি ট্রেবর সেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল আর ই
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

২৫৬ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—গত মাসের ২৩ তারিখের ২৪১ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বি ডবলিউ কাটকর সাহেব, মদীয়াব নদীয়তে অবস্থাপিত হইয়া উক্ত সালের ২৭ আর্ষ্টের অপরাহ্নে স্বীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

২৫৭ নম্বর।—ছুটী।—ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব প্রথম শ্রেণীর এক্সেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এচ, জল সাহেবকে আর ছয় মাস ছুটী দিয়াছেন।

২৫৮ নম্বর।—কথাযোগ করিবার কথা।—১৮৮১ সালের ২৬ জুলাইর ২১০ নং বিজ্ঞাপনে "সাহেব" শব্দের পর "আপন কর্ম্মাতিরিক্ত" এই কথা যোগ করিতে হইবে।

২৫৯ নম্বর।—ছুটী।—গত জুলাই মাসের ২১ তারিখের ১৯৯ নং বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিয়া এই আজ্ঞা করা গেল। প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ই বেহরমাব সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে ১৮৮১ সালের ২ জুলাই অবধি ১৯ আগষ্ট পর্য্যন্ত মনুগ্রহের ছুটী পাইলেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম চক্রে অবস্থাপিত হইলেন।

২৬০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ হুগলী জিলার অন্তর্গত আর্শা পরগনার কোদালী মাঠ মৌজায় পথ কিয়াৎবরে ও ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশনের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত কোদালিয়া মাঠ গ্রামে কষ্টিতে ন্যূনাধিক ২ একর ৩৭ পোল অর্থাৎ ৬৮৫০ ফুটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা পারালাল শীলের জমি দক্ষিণ সীমা পথ পূর্ব্ব সীমা কালিদাস নিয়োগী, ও মৌলবী নশীরুদ্দীন ও নীলমণি দাসের জমি পশ্চিম সীমা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির চিরস্থায়ী ভূমি ও পথ।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি এফ ই, এস, নীল, মেজর এম এস সি
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 13, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার পত্রিকা।

বঙ্গদেশের এই১ জিলাতে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্ব দুই সপ্তাহ

৮০ তোলার সেরের হিসাবে

নং	জিলা	গম			যব			জাল চাউল			সামান্য চাউল			কড় ও বাজরা		
		এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সময় সের প্রতি	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গতবৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়
	বঙ্গদেশ। পশ্চিমবিভাগ জিলা	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১	বর্দ্ধমান	ক ।।২।।	।৩	।৪।।	৸	৸ ।	৸৹	।।৸।।	।।৪৸	।৭৸	।।৭	৸	।৯।।			
২	বাঁকুড়া	ক ।৪।।	।৪	।৪৸৶	।৭	।৭	।৭	।।৫	।।৩৸	।৮৸	৸৫	৸৶	।।৯।			
৩	বীরভূম	গ ।২	।৫	।৭				।।৯	।।২	।৮	৸	।।৯	।।২			
৪	মেদিনীপুর	ক ।৶।।	।৬	।৯				/	।।	।৮	।।৭	৸৹	।।২			
৫	হুগলী	ক ।৪	।৫	।৭				।	।৹	৶৮	।।৯	।৯	।৭			
	গড়	।৯।	।৫	।৪।।				।৯।।	।৯	।৯।।	।।৯	।৭।৯	।৬			
	মধ্যদেশের জিলা।															
	কলিকাতা	।৯।।৹	।৯৸৶	।৯	৸২	৸২	।।২	৶৮	৶৮	৶৯	।৬	।৯	।৯।৶			
৭	২৪ পরগণা	ক						।	।	৶৭।	।৯	।৯	।৪।।			
৮	নদীয়া	ক ।৯	।৯	।৯	৸২	৯		।৬	।৭।	।৪।।	।৮৸৶	।।	।৮৸৶			
৯	যশোহর	ক ।৭	।৪	।৯।।				।।৯	।।৯	।৪।।	।।৯	।।৯	।।			
১০	মুরশিদাবাদ	ক ।৮	।৮	।৮				।৭	৮	।৭।।৶	।।৫	।।৬	।৯।।			
	জিলা অনুপ	ক ।৭৶	।৫।।	।৪	।৯।।	।।।	।।৯	।৯।	।।৯।	।৭	।।৭।	।।৯	।।৪			
১১	হুগলী	ক ৮	।২	।৯।৶	১৶৯	১৶৯	৸২	।৭	।৯৸	।৯।।৶	।।৭	।৭।	।।৯			
১২	রংপুর	ক ৫	।৯৶	।।				।৬ ।৫	।।৯।।	।৯৸	।।৭।	।।	।২।।			
১৩	বগুড়া	ক ।৪	।।৫	।৯৶				।	৯৸	।	৸		৸			
১৪	রাজশাহী	ক ।২	।।৯	।।৯।।				।২	।।	।।	।।৫	।৯।	।।৯			
১৫	মালদহ	ক ৮		৮	৶৮	৮	।	৸	৶৫	৶৫	।	।৪	।			
১৬	দিনাজপুর	গ ।	।	৶৮।৶				।৯৶	।৹।৶	৯।।	।।৯।	।।৯	।৯			

২। বঙ্গদেশের গম এই২।—গম ।২।৫ অবধি ।৫ সের পর্য্যন্ত যব ।৸২ সের অবধি ১৶ মণ পর্য্যন্ত জাল চাউল ।৯ সের অবধি ।।৯ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।২ ৫ ৫ অবধি ।।৬।। সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৫।। সের অবধি ।।৯৸ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। মণ অবধি ৩৶ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ । সের অবধি ।৯ সের পর্য্যন্ত।

খ। ঐ ঐ —গম ।২ ৫ ৫ অবধি ।।২ সের পর্য্যন্ত যব ।।২ সের অবধি ৸৬ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল ।৯ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৫ সের অবধি ১৶৪ সের পর্য্যন্ত অরহর ৮ ৫ ৫ অবধি ৸৮ সের পর্য্যন্ত ছোলা ৶৯ সের অবধি ।।২ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ৩৶ মণ অবধি ১৪৶ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৶৮। সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত।

গ। ঐ ঐ —গম ।৯ সের অবধি ।।৭ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল ।৭ সের অবধি ৸১।। সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।৪ সের অবধি ৸। সের পর্য্যন্ত ছোলা ।৯ সের অবধি ৸৫ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২৶ মণ অবধি ৩৶ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৶৮৸ সের অবধি। ।। সের পর্য্যন্ত।

ঘ। আটাল মহকুমার গম এই২।—গম ।৫ ৫ ৫ অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত, যব (চন্দ্রকোণা ক) ।।৫ সের, জাল চাউল ।।৮ সের অবধি ।।৯ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ৸ সের অবধি ৸২।। সের পর্য্যন্ত বাজরা (চন্দ্রকোণায়) ।।৫ সের ছোলা ।৯ সের অবধি ।।২ সের পর্য্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠ ৩৶ মণ অবধি ৪৶ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ । ৸ সের অবধি ।২ সের পর্য্যন্ত।

ঙ। মধ্য মহলের গম এই২।—গম ।২ সের অবধি ।৯ সের পর্য্যন্ত যব ।। সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল । সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।১ সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।৭ অবধি ।।৪ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। মণ অবধি ৩৶ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৶৯ অবধি । ।২ সের পর্য্যন্ত।

চ। ঐ ঐ —গম ।৪।৶ সের অবধি ।৫ সের পর্য্যন্ত, যব ।৪।৶ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল ৶ ।৮ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৭ ৫ ৫ অবধি ৸৬।। পর্য্যন্ত ক্রমে। (খিদিরপুরে)। সের, ছোলা ।।২৸ সের অবধি ।।৪। সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২।৹ মণ অবধি ২।৮ সের পর্য্যন্ত ও লবণ ৶৯৶ সের অবধি। ।৶ সের পর্য্যন্ত।

[*Government Gazette* 13*th September* 1881]

অবধি তণ্ডুলাদি খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কাষ্ঠ ও লবণ বুজরা বিক্রয়ের বাজার দর।

টাকার মত পাওয়া যায়।

লোনদ ও মোরাদ।			রাগী বা মাড়ুয়া। ও চীনা।			অড়হর।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ।			
এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	জিলা।
																		বঙ্গদেশ। পশ্চিমবঙ্গ জিলা।
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের		সের	সের	সের	সের	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	
									।।৸	।।৷	৷৷	২।।	২৴	৴	।/	।/	।/	বর্দ্ধমান।
						১৴	১৴	৸৶	।।	।।৵	।৶	৭৴	৬৴	৬৴	৴৶	৴৶	৴৶	বাঁকুড়া।
									।।৶।।	।। ।।	।৵	৪৴	৪	৩	৵	৴৶	৵।।	বীরভূম।
									।৶	।।	।৵	৪৴	৪৴	৪৴	৴৶	৴৶	৴৶	মেদিনীপুর।
									।৶	।।	।৵	২।।	১।।	৩৴	৵	৴৶	৶	হুগলী।
									।।২।।	।। ।।	৶	২৴	২৴	২৴	।।	।।	।। ।।	হাবড়া।
																		পশ্চিমবঙ্গের জিলা।
।।৶	।।৶	।।৶	।।৶	।।২					।।৷	।।৩৷	।।	।।৷৷	।৷।।	।।	২।।	২।।	২।।	।।	।।	।।	কলিকাতা।
									৷৷১।।	।।২৷	।৷ ।৶	২৶	২৴	২।।	।	৴৶	৵	২৪ পরগণা।
									।।১	।।২	।।১ ৴৷	২।।		৩৴	।		৴৷ ।।	মেদিনীপুর।
									।২	।।২।।	।১	২৷৷	২৷৷	২৷৷	৴৶	৴৶	৴৶	যশোহর।
									৵২	৷৷	।।৷	৩	৴	৩৴	৵ ।৶	৴৶	৵	মুর্শিদাবাদ।
									।।	।৶	।।।।	৪৷৷	৪৴	৪৴	৴৶	৴৶	৴৶।।	নদীয়া।
									।।৶	৷৷	।।১	১	৴	৪৴	৴৶	৴ ৷৷	৴৶৷	রাজশাহী।
									।৷	।২	৴৶	৩৴	৴	৩৴	৴৶৷	৴ ৷৷	৷৷	ঢাকা।
									।।৷	।।১।।	।।।	১।।৷	১।	।।১।।৷	৷	৴৶	৴	বগুড়া।
									।।	।।	।।	৪৴	৪৴	৪৴	৴৶।	৷৷।	৴৶।।	পাবনা।
				৴৶	৴৶	৴৶	।।২	।	।	৴৶	।	৴৶।।	৪৴	৪৴	৴৶	৴৶	৴৶	ফরিদপুর।
									৷৷৷	।৩।৴	।	১।।৷	১।।৷	১।।৷	৴৶।	৴৶	৴৶	অন্যান্য জিলা।

১। বর্দ্ধমানের দর এই২।—গম ।৶ সের অবধি ।।৩ সের পর্য্যন্ত যব ।।৭ ৮ র অবধি ১৴ মণ পর্য্যন্ত চাল চাউল ৴৶ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত মাষ বা চাউল ।২।। সের অবধি ।।৭ সের পর্য্যন্ত অড়হর (কুষ্টীয়ার) ।৶ সের ছোলা ।।৶ অবধি ৭২ সের পর্য্যন্ত জ্বালানিকাষ্ঠ ৬ ১৴ মণ অবধি ৪৴ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৶ সের অবধি। সের পর্য্যন্ত।

২। বীরভূমের দর এই২।—গম ৴৶ সের অবধি ।১ সের পর্য্যন্ত চাল চাউল ৴৶ সের অবধি ।।৪ সের পর্য্যন্ত মাষ বা চাউল ।।৶ সের অবধি ৸ সের যব ছোলা ৴৶ সের, অবধি ।৶ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২।। সের অবধি ৪৴ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৶ ৮ র অবধি ৴৶।। সের পর্য্যন্ত।

৩। বাঁকুড়ার দর এই২।—গম ।১ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত যব (সালবাদে) ।৶ সের, চাল চাউল ।৶ সের অবধি ।।১ সের পর্য্যন্ত মাষ বা চাউল ।।১ সের অবধি ।।৶ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৩ ৫ অবধি ৩২ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২৸ মণ অবধি ৩।। মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৶ সের অবধি ৴৶।। সের পর্য্যন্ত।

৪। বীরভূমের দর এই২।—গম ।।। সের অবধি ।।৩।। সের, মাষ বা চাউল ।২৸ সের ছোলা ।১ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ৪৴ মণ ও লবণ ৴৶ ৫ র।

৫। মেদিনীপুরের দর এই২।—গম ।৶ ৫ র, চাল চাউল ।২ সের মাষ বা চাউল ৪৸ সের ছোলা ।। ।৶ সের জ্বালানী কাষ্ঠ ৩৸ সের ও লবণ ৯ ৫ র।

৬। হুগলীর দর এই২।—গম ৬ সের অবধি ।।২।। সের পর্য্যন্ত যব (বাগরোপরায়) ।৷ সের চাল চাউল ।৸ সের অবধি ৮ সের পর্য্যন্ত মাষ বা চাউল ।।১ সের অবধি ।।৷ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি (কুড়িয়ায়ে) ১৴ মণ, ছোলা ।৪।। সের অবধি।৷ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১৴ অবধি ৩৴ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৶ সের অবধি ৴৶ সের পর্য্যন্ত।

৭। হাবড়ার দর এই২।—গম ।।৷ সের চাল চাউল ।১ সের মাষ বা চাউল ।।৶ সের ছোলা ।। সের ও লবণ ৴৶ সের।

৮। নদীয়ার দর এই২।—চাল চাউল ৴৶ সের মাষ বা চাউল ।৩ সের রাগী প্রভৃতি ।২ সের মাষ ।৩ সের ছোলা ৴৶ সের জ্বালানিকাষ্ঠ ৪৴ মণ ও লবণ ৴৶ সের।

৯। যশোহর দর এই২।—চাল চাউল, ৮।। সের অবধি ।৶ সের পর্য্যন্ত মাষ বা চাউল ।৶ সের অবধি ।।৶।। সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৴৶ সের অবধি ।। ।৴ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ১।।৪ সের অবধি ২৴ মণ পর্য্যন্ত লবণ ।। সের অবধি ৴৶ সের পর্য্যন্ত।

নম্বর	জিলা	৮ তোলার সেরের হিসাবে														
		গম			যব			ভাল চাউল			সাধারণ চাউল			কড় ও বাজরা		
		এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়
	পূর্ব্ববঙ্গ জিলা।															
		সের ছ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
১৭	ঢাকা	৷৷৷	৷৷৷৷	৷৷৷৶	১৴	১৴	৸	৷৷	৷৷৶	৷৷৲	৸৲	৸৫	৷৷৷৷			
১৮	ফরিদপুর *	ছ														
১৯	বাকরগঞ্জ	ছ						৷৷১	৷৷	১৷৷	৷৷৷৷	৸	৷৷			
২	ময়মনসিংহ	৷৷০	১০	১৪				৷৷৲	৷৷৷০	৷৷৲	৷৷৷৷	৷৷৸	৷৷৲			
২১	চট্টগ্রাম	১৷৷	৷৷৷	৷৷				৷৷১	১৪	১৭	৷৷৷৷	৷৷৪	৷৷২			
২২	নওয়াখালী।	ছ						৷৷৷০	৷৷৪	৷৷২	৷৷৷৷	৷৷৷০	৷৷৷৴			
২৩	ত্রিপুরা	১০	১৪	১৪				৷৷৲	৷৷৲৷৷	৷৷৲	৸৪	৸৪৷৷	৸৫৷৷			
২৪	চট্টগ্রাম বিভাগের পার্ব্বত্য জিলা সমূহের সহ ত্রিপুরা পার্ব্বত্য	১৷৷	৷৷৲	৴৸৷				৷৷৴	৷৷৷৴	৷৷৷	৸৲	৸৸	৷৷৷০			
	বেহার															
২৫	পাটনা	ছ ৷৷	৷৷৲	৷৷৷১	১৴	১৸৷৷	৸	৷৷৴	৷৷৪	৷৷৲	৷৷৷২	৷৷২	৷৷৲			
২৬	গয়া	ছ ৷৷৷৷	৷৷৲	৷৷৷১	৸৬	৸৭	৸২	৷৷৲৷৷	৷৷৲৷৷	৷৷	৷৷৷১	৷৷	৷৷০			
২৭	শাহাবাদ	ছ ৷৷৷৷	৷৷৷৷৷৷৷৷	৷৷৷৷ ৷৷৷	৸৩	৸৫	৸০ ৸২	৷৷০ ৷৷১	৷৷৷৷ ৷৷৷৷	৷৷৷	৷৷১ ৷৷০	৷৷ ৷৷২৷৷	৷৷০—৷৷১			
২৮	ছারবঙ্গা	ছ ৷৷৷	৷৷৷	৷৷০	১৴	৸১	৸২৷৷	৷৷৴	৷৷৷৷	৷৷২	৷৷	৷	৷৷			
২৯	মজঃফরপুর	৷৷০	৷৷	৷৷২৷৷	১৴	১৴	৸৫	৷৷১	৷৷১	৷৷১	৷৷১	৷৷১	৷৷১			
৩০	পাটনা	ছ ৷৷	৷৷৷	৷৷৷৷	১/১	১/১	৸৫	৷৷৷৷	৷৷৷	৴৷৷৷	৷৷৷০	৷৷২৷৷	৷৷৷৷			
৩১	ভাগলপুর	ছ ৷৷০	৷৷২	৷৷৷২	১৷০	১/১০	৸৸	৷৷৷৷	৷৷	৷৷২	৷৷২	৷৷২	৷৷২৷৷			
৩২	মুঙ্গের	ছ ৷৷৷৷	৷৷৷৴	৷৷৷৸৴	১৴৸	১ ৸৴	১/২	৷৷৷৷৴	৷৷৷৷	৷৷৷৷৴	১৷৷৴	৷৷৷৴	৷৷৷৷৴			
৩৩	ভাগলপুর	ছ ৷ ৸৴	৷৷৴	৷৷৴৴	৸১৷ ৴	১/৷৷৴	৸৷৷৴	৷৷৷৷৴	৷৷৷৴	৷৷৷৷৴	৷ ৴	৷৷০৴৴	৷৷৷০৴			

* । ব্রিটিশ পার্ব্বত্য ব্যতীত ।

ক । অন্যান্য জিলার দর এই —গম (আফ্রগোরে) ৷৷২ সের যব (আফ্রগোরে) ১/৷০ সের, ভাল চাউল ১৷৷ সের অবধি ৷৷১ ৫ সের পর্য্যন্ত, সাধারণ চাউল ৷৷৷ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত, ছোলা ৷৷০ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ২/মণ অবধি ৩/মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৴৷৷ সের অবধি । সের পর্য্যন্ত ।

খ । ঐ ঐ ।—ভাল চাউল ৷৷০ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ৷৷৷ সের অবধি ৸ সের পর্য্যন্ত ছোলা । সের অবধি ৷৷৴ সের পর্য্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠ ১৷৷ মণ অবধি ৷৷/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৷৷ সের ।

গ । ঐ ঐ ।—গম । সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ৷৷ সের অবধি ৸০ সের পর্য্যন্ত, সাধারণ চাউল ৷৷০ সের অবধি ৸২৷৷ সের পর্য্যন্ত, ছোলা । সের অবধি ৷৷০ সের পর্য্যন্ত, লবণ ৴৷৷ সের অবধি ৴৷৷ সের পর্য্যন্ত ।

ঘ । ঐ ঐ ।— ভাল চাউল ৷৷১ সের অবধি ৷৷২ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ৷৷৷ সের অবধি ৸০ সের পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ (কয়লাবাদে) ৫৷৷ সের, ও লবণ ৴৷৷ সের অবধি ৴৷৷ সের পর্য্যন্ত, ।

ঙ । ঐ ঐ —ভাল চাউল ৷৷২ সের অবধি ৸২ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ৷৷৷ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৷৷ সের অবধি ৴৷৷ সের পর্য্যন্ত ।

চ । ঐ ঐ ।—গম ৷৷ সের অবধি ১৷ সের পর্য্যন্ত, যব ৸২ সের অবধি ১/৷৷ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ৷২৷৷ সের, অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত, সাধারণ চাউল ৷৷০ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি (অরমাদে) ১/৷৷ সের ছোলা ৷৷ সের অবধি ১/৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানি কাষ্ঠ ২/ মণ অবধি ৷৷৷০ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৴৷৷ সের অবধি ৴৷৷ সের পর্য্যন্ত ।

ছ । ঐ ঐ ।—গম ৷৷৷৷ সের অবধি ৷৷৷৷ সের পর্য্যন্ত যব ৷৷৷ সের অবধি ৸৲ সের পর্য্যন্ত, ভাল চাউল ৷১ সের অবধি ৷৷ সের পর্য্যন্ত, সাধারণ চাউল ৷৷ সের অবধি ৷৷৷ সের পর্য্যন্ত, বাজরা (বস্তাদরে) ৸৲ জোয়ারি (বস্তাদরে) ৸৷৷ সের ও খোলাইয়ে ৸৲ সের অবধি ৸৷৷ সের পর্য্যন্ত অমেরা (বস্তাদরে) ৸৷৷ সের ছোলা ৷৷৷ সের অবধি ৸৲ সের পর্য্যন্ত, জ্বালানীকাষ্ঠ ১৷৷ মণ অবধি ৷৷/মণ পর্য্যন্ত, লবণ ৴৷৷ সের অবধি ৴৷৷ সের পর্য্যন্ত, ।

টাকার বদ্ধ পাওয়া যায়।

চোলাই ও জোয়ার।			রাগী বা মাড়ুয়া ও ধীনা।			অড়হর।			ছোলা।			জ্বালানি কাষ্ঠ			লবণ।			জিলা।
এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	
																		পূর্ব্বী বঙ্গ জিলা
সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	
									।।১।	।।	।৸।।৵	/	৩/	২।।১।	৵৯৸৵	৵৯৸৵	৵৯।।	ঢাকা।
																		ফরীদপুর।*
									।।	।৭	।৪	২।।	২।।	২।	৵।।	৵।।	৵।।	বাকর গঞ্জ।
									৫৯	।৭।।	।৪				৵৯	৵৯।	৵৯।	ময়মনসিংহ।
									।৫	।৬	১।	২/	১/	২/	। ।	৵৭	।	চট্টগ্রাম।
									।৪	।৪	৵৮				৵৮	৵৮	৵৮	নোয়াখালী।
									।৮	।৮	।৪				৵৯।।	/ ।।	/	ত্রিপুরা।
																		চট্টগ্রাম বে পর্ব্বতীয়।
									৵৯	৵৯	৵৮।				৵৮	৵৮	৵৮	প্রবর্দ্ধন।* ত্রিপুরাপর্ব্বত।
																		বেহার।
						১/	১/	৸	৸৪।	৸	।।৪	/	৩/	২।।	৵৯।৵	৵৮৵	৵৮৵	পাটনা।
									। ৯	৸১	।।১	৪/	৪/	৪/	৵৯	৵৯	৵৯	গয়া।
						৸৭	৸৫	।।১	৸২ ৸১	৸। ৸৩	।।৬	৬/	৩/	২।।	৵৯।	৵৮।।	৵৯।।	শাহাবাদ।
			১/	১/	।।৭।।	১/৫	১।	।।৭।।	৸	৸১	।।২	৪।।	৪।।	৪/	৵৯	৵৯৸	৵৮	মারকল।
						১	১/৫		৸৭	৸৩	। ৪	৩।।	৩।।	৩/	৯	/ ।।	৵৯	মজফরপুর।
১/২	১/	।।৯	২	৸৫	।।৭	৸১		৸১	৸১	৸১	। ৬	৪/	৪/	৩।।	৵৮।।	৵৮।।	৵৯	পাটনা।
						১।৬	১।৬	।।২	৸৮	৸২	।৬				৵৮	৮	৵৮	২ শাহাবা।
						১/৭।	৸১৬	১১।	৸৩।।/	৸৮ ।	।।৭।	২।।৬	২।।৫	২।।৫	৮৵	৵৮।৵	৵৮।৵	মুজেফর।
						৵৮ ।৵	১/৪ । ।		৸৭	৸২৸	। ২। ৵	৩/৯।	৩ ২ ।।/	৩।২৪/	৵৯ ৵	৵৮৵	৵৯৸৵	ভাগলপুর।

ব। অকরসমের দর এই ।—গম ।। সের দর ১/১ সের অবধি ১।। সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।৬ সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।১ সের অবধি ।।৫ সের পর্য্যন্ত বাউটরা ৬ ।। সের অবধি ১। সের পর্য্যন্ত অড়হর ১/ মণ অবধি ১।। সের পর্য্যন্ত ছোলা ৬ সের জ্বালানি কাষ্ঠ ৪/ মণ ও লবণ ৵৮ সের অবধি ৵৮।। সের পর্য্যন্ত।

গ ঐ ঐ ।—গম ৬ সের দর ৸৬১ সের পর্য্যন্ত, যব ৸ সের অবধি ১।। সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।১।। অবধি ।৯।। সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৮ সের অবধি ৸৩ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ১/ মণ অবধি ১।।৬ সের পর্য্যন্ত অড়হর ৸৫ সের অবধি ১৸৫ সের পর্য্যন্ত ছোলা ।।৫ সের অবধি ১। পর্য্যন্ত জ্বালানি কাষ্ঠ ২।।৫ মণ অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত ও লবণ ৵৮।। সের অবধি ।৮ সের পর্য্যন্ত।

ঘ। ঐ ঐ ।—গম।। সের অবধি ।৯ সের পর্য্যন্ত যব ১/ মণ অবধি ১।। সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।২ সের অবধি ।৯ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।৮ সের অবধি ।।৮ সের পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ১ ৬ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত অড়হর ১/ মণ অবধি ১৸ সের পর্য্যন্ত ছোলা।।৫ সের অবধি ১। সের পর্য্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠ (বেতিয়াঙ) ৪/ মণ, ও লবণ ৵৮ সের অবধি ।৮সের পর্য্যন্ত।

ঙ। ঐ ঐ ।—গম ।৯ সের যব ১/মণ অবধি ১/৫ সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।১ সের অবধি ।৯ গম ও সামান্য চাউল ।৮ যব অব ধ ।২ পর্য্যন্ত জোয়ার ১/ অবধি ১/৫ পর্য্যন্ত রাগী প্রভৃতি ১/৫ সের অবধি ১/৭ ৫ ৫ পর্য্যন্ত অড়হর ৸ অবধি ১ ৫পর্য্যন্ত সের ছোলা ৸ ৫ সের অবধি১/ পর্য্যন্ত, জ্বালানী কাষ্ঠ ৩/মণ অবধি ৪/ মণ পর্য্যন্ত, ও লবণ ৵৮ অবধি ৵৯ পর্য্যন্ত,।

চ১। ঐ ঐ ।—গম ।২ সের অবধি ।।৫সের পর্য্যন্ত, যব ৸২ সের অবধি ।। সের পর্য্যন্ত ভাল চাউল ।। সের অবধি।।৮ সের পর্য্যন্ত সামান্য চাউল ।।২ সের অবধি ৸ সের, পর্য্য রাগীপ্রভৃতি ১। সের অড়হর (বীজার) ১/ মণ ছোলা ।।৫ সের অবধি ।।৮ সে পর্য্যন্ত জ্বালানীকাষ্ঠ ৪/ মণ, ও লবণ ৵৮ সের।

বিবরণের শেষ। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

ক্রমিক	বিবরণ	গম			যব			জাল চাউল			সাধারণ চাউল			কড় ও মাজরা		
		এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়
		সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
	রেঙ্গুন।															
৬৪	পূর্ব্ববিক্রয়	৫ ৫	৪৬	৪২	১/	১/	১/	৪৬	৪	৪	৪৬	৪৫	৪			
৬৫	মোট	৪৮	৪৮	৪৮				৪৬	৪৬	৪৬	৪৪	৪৪	৪৪			
৬৬	শুল্ক ও পাস মাশুল।	৪৪	৪৫	৪২				৪২	৪৪	৪৬	৪৬	৪৭	৪৩			
	কৈফিয়ৎ।															
৬৭	কর্ত্তন															
৬৮	নগদী	৪৬	৪১	৪/	৪ ৪/			৪১	৪	৪১	৪২/	৪৬				
৬৯	বাকেশ্বর	১	৪	৪				১	৪	৪	৪১	৪	৪			
	৬ ৮ ৭ পৃঃ															
	[illegible]															
৭	[illegible]	৪৮	৪	৪	৪				৪২	৪২	৪২	৪২	৪৪	৪৬		
৮	[illegible]	৪৬	৪৭	৪				৪৮	৪	৪	৪	৪২	৪৪	৪৬		
৯১	[illegible]	৪৪	৪৪	৪	১/	১	৪	৪২	২	২		৪১	৪১			
৯	[illegible]	৪৮	২	৪	১/	/	৪৪	৪	৪	৪	৪২		৪			

মন্তব্য। [illegible] যাইতে পারে।

৬৫। [illegible] সের অবধি ৪৫ সের [illegible] ১/ মণ জাল চাউল ৪৬ সের অবধি ৪৬ সের পর্য্যন্ত সাধারণ চাউল ৪৬ সের অবধি ৪২ সের পর্য্যন্ত [illegible] ৪৪ সের পর্য্যন্ত [illegible] কাছ ১৪৪ সের অবধি ১/ মণ পর্য্যন্ত ও মাজরা ১/ সের।

৬৬। [illegible] ৪৫ সের [illegible] ৪৬ সের [illegible] ৪৬ সের [illegible] ৪৭ সের [illegible] ১/ সের।

৬৮। [illegible] সের অবধি ৪/ সের পর্য্যন্ত [illegible] ১/ মণ অবধি ১/ সের পর্য্যন্ত জাল চাউল ৪২ সের অবধি ৪৬ সের [illegible] সাধারণ চাউল ৪ সের অবধি ৪৪ সের পর্য্যন্ত [illegible] ১/ মণ অবধি ১৪ সের পর্য্যন্ত [illegible] ৪৫ সের [illegible] ৪২ সের অবধি ৪৬ সের পর্য্যন্ত [illegible] ১/ মণ অবধি ৪/ সের [illegible] সের অবধি ৪/৪৪ সের পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।

৯৮ [illegible] ১ সেপ্টেম্বর।

[Calcutta Gazette, 13th September 1917.]

জিলা ।	লবণ ।			জ্বালানি কাঠ			কয়লা ।			ঘোল			কাঁচা চামড়া ও ছোলা ।		
	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর	এই সপ্তাহের বিক্রীর	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রীর	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রীর
	মণ	মণ	মণ	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের	সের
বেহার ।															
পুরণিয়া ।	৮/	৮/	৮/	৫/	৪/	১/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
বালেশ্বর	৯/	৯/	৯/	৫/	৪/	৩/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
সাঁওতাল পরগনা	৮/	৮	৮	৫/	৫/	৪/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
উড়িষ্যা ।															
কটক *															
পুরী	১৩৸/	৯/	৮৵৶/	৩/	২/	১/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
বালেশ্বর ।	৯/	৯/	৯/	৩/	৩/	৩/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩

* ছোট নাগপুর
নদিণ পশ্চিমকলের এজেন্সী ।

জিলা ।	লবণ			জ্বালানি কাঠ			কয়লা			ঘোল			কাঁচা চামড়া ও ছোলা		
কাজারীবাগ ।	৮	৮/	৮/	৫/	৫/	৫/	২	২/৯	২	৩	৩	৩	৩	৩	৩
লোহারডাগা ।	৯/	৯/	৯/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
সিংহভূম ।	৯/৪	৯	৯/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
রাঁচিভূম ।	৯/৯	৯	৯/	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩

[illegible]

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল

এচ, এম কিশ্,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

[illegible] ১৮৮১ । ১৩ সেপ্টেম্বর ।]

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত নকল গঞ্জে ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখের পূর্ব্ব

নম্বর	নগরের নাম	৪০ সেরের														
		গম।			যব।			ভাল চাউল।			সাধারণ চাউল।			বুট ও বাজরা।		
		এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎ ইহার এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	এই সপ্তাহের বিক্রৈয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রৈয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রৈয়
		টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১	কলিকাতা	২৸/	২৸/	২॥৹	১।৹	১।	১৸	৪৲	৪৲	৪॥৹	২॥	২॥	৩।৹			
২	খড়্গপুর	১।৵	১।৵	১৸				৩।৵	৩৲	৩॥	১।/	১।	১।৵			
৩	ঢাকা	২৸/	২॥৶	২॥/	৸৶	৸৶	১৶	১॥৶	১॥	১৸	১।	১৶	১।৶			
৪	বারাসাত							১৶	১৶	১॥৶	৷৹	১।	১॥			
৫	হুগলী							২।।	২॥৹	২।	১॥	১॥/	১৷৷৶			
৬	পাটনা	২/১	২ ৯	১৸৶১	৲	১৲	১।/৩	২॥৶১	২ /১	৩।/	৸/	১৸/	২ /৯			
৭	বালেশ্বর	২॥	২॥	২॥				১৸৶	১৸৶	২॥	১।	১।	১৸/১			
৮	পুরী										১॥৶৯	১৸	৷৶			
৯	কটক*															

* ইহার সংবাদ আর নাই।

কলিকাতা
১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

দুই সপ্তাহ অবধি কতুমানি খাদ্য দ্রব্য ও আমানি কাঠ ও লবণ থোকে বিক্রয়ের বাজার দর ।

মণের দর ।

	চোলম ও জোয়ার ।			রাগী বা মাড়ুয়া ও চীনা ।			আখেরা ।			চোলা			আমানি কাঠ			লবণ			বন্দর
	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	এই সপ্তাহের বিক্রয়	ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহের বিক্রয়	গত বৎসরের এই সপ্তাহের বিক্রয়	
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	
	১॥	১॥	২৲				৸	৸/	২৲	৷৷	১৷৷৵	২৲	।৵৹	।৹	।৵৹	৪৲	৪৲	৪৲	কলিকাতা ।
		৹								১৸৵	১৸/	২।৹				৪৵	৪৷	৪।/	পোরাকলঙ্গ
										৸/	১৸৵	২৷	/	।/	।/	৪	১৵	৸৵	ঢাকা
										২৲	২৲	২৷	।।	।	।।	৪৲	৪৵	৪৵	আরাকানঙ্গ
																			চট্টগ্রাম ।
				৲	১৲	১।/৹	১৸৵	১	১॥/৹	।/৹	।/৹	।৵৹	৪৵	৪৵	৪॥৵				লাইম
							২।।	২।।	।৵	।/৲	।৵	।/৹	৪।৵	৪।৵	৪।৵				বালেশ্বর ।
																			পুরী ।
																			কটক ।

সাধারণের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা গেল,

এচ এম কিশ

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী ।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট । ১৮৮১ ১৩ সেপ্টেম্বর ।]

জিলা বর্দ্ধমান।—নিলামের বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে বর্দ্ধমান নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত বিক্রয়ের শর্ত্তানুসারে ইং সন ১৮৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বাং সন ১২৮৮ সাল তা ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার তারিখে বর্দ্ধমানের কালেক্টরি কাছারিতে বিক্রয় করা যাইবেক।

খরিদারগণ নিম্নলিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত সকলের বাধ্য থাকিবে।

বিক্রয়ের শর্ত্ত।

১। অবধারিত মূল্যে উপরে যে বার্ষিক অঙ্কের মূল্য ঠিক করিবেক এই সম্পত্তি তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক খরিদারকে ঐ সম্পত্তির মালিক নিরূপণ করা যাইবেক এবং এই সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে পুনর্ব্বার যাইবেক কেবল চিরকালের জন্য অবধারিত রাজস্ব দিতে হইবেক।

২। প্রচলিত আইন ও রেগুলেশনের কার্য্য প্রণালীর যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার এবং বর্ত্তমান পাট্টা সকলের শর্ত্তের অধীনতায় এই সম্পত্তি খরিদারকে দেওয়া যাইবেক। এবং রাজস্বের হাকিমান কর্ত্তৃক যে কবলায়ত কার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে যে সকল প্রজা বন্দোবস্ত করিয়াছে খরিদারগণ তাহাদিগের স্বত্ব সকল স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেক।

৩। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০০৲ একশত টাকা বিক্রয় হয় তাহা হইলে সমস্ত টাকা একবারে দাখিল করিতে হইবেক।

৪। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ৫৲ একশত টাকা অধিক হয় তাহা হইলে তাহার চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বাকী টাকা বিক্রয়ের দিবস হইতে গণনা করিয়া ৩০ দিবসের মধ্যে কালেক্টরের সদর দপ্তরে যখন সেই দিবস কাছারি বন্ধ থাকিবে তাহার পরে দিবস মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত মধ্যে দাখিল না করিলে ঐ বিক্রয় রহিত হইবেক এবং যে টাকা দাখিল হইয়াছে তাহাও গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক এবং প্রথম বিক্রয় সম্বন্ধে যেরূপ বিজ্ঞাপন জারি হইয়াছিল তদ্রূপ। বিজ্ঞাপন জারির পর ত্রুটিকারক খরিদারের দ্বারা ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবেক।

গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তির ষ্টেটমেণ্টের যে নম্বর আছে তাহা।	তৌজির নম্বর।	সম্পত্তি ও পরগনার নাম।	একের বার্ষিক গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সাদের অনুমান কত বাকী বাকি আছে। পরিমাণ।	অবধারিত মূল্য।	মন্তব্য।
১৪	৭৫১৯	কাটীপুর পাঁচীবাটী খাস বং ১৯।	এ ব শ ৩ ০	৫৲ তিন টাকা।	৬৲ ছয় টাকা।

BURDWAN COLLECTORATE
The 3rd August 1881

W. R. LARKINS *Collector*

জেলা বর্দ্ধমান।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্নে লিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত অনুসারে বর্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেহলতরে সি ক্লাস ভূমি রেহলতরে কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ৮৮ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক সন ১২৮৯ সালের ১ কার্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময়ে জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১। যদি খরিদের মূল্য ৩০ শত টাকার অধিক না হয় তবে নিলামি মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক।

২। খরিদের মূল্য ৩০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিনহইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বাকী টাকা দাখিল করিতে হইবেক ঐ দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন কাছারী খুলিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে বিক্রয় রহিত ও যাবতীয় টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথম স্থগীত বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারক খরিদারের ঝুঁকিতে পুনর্ব্বার নিলাম করা যাইবেক।

[*Government Gazette*, 13*th September* 1881]

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্কণ্টকরূপে নিলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। নিলাম মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দখল দেওয়া যাইবেক।

লাটের জরিপীর নম্বর।	জেলা।	পরগণা মৌজা।	যে সহর মাইলে জমি আছে।	রেবেনশ্বরে কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর ন্যূনাধিক পরিমাণ। একর হিসাবে।	বিঘা পাঁচসালে।	কার্য্য মূল্য।	জমির বাউণ্ডারি।
১	বর্দ্ধমান	বুদবা পর সুপুর।	৯৬	পশ্চিম	২ রাবেল ৯১২।	বিঘা ৫ ৪৪৬	৭৬৫	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইনওয়ে বি কেলাশ ক নম্বর পশ্চিম ৯১ মাইলের খুটার উত্তর বুদবাঁ মালের জমির পূর্ব।
২	ঐ	ঐ	৯৫	পশ্চিম	৩ ১২ ১১২	১ ৪/১৮	১৭৫	৯৫ মাইলের খুটার দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ ক নম্বর পশ্চিম জেমিরার উত্তর বুদবাঁ মালের জমির পূর্ব।
৩	ঐ	জেমিয়া পর মনোহর সাহি।	৫	পশ্চিম	১ ১২ ১২	৪।১৫।	১	বুদবাঁ গ্রামের দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্লাশ জমির পশ্চিম কাঙ্গড়ের উত্তর জেমিয়ার মালের জমির পূর্ব।

W. R. Lawrence, *Collector*

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তর্গত নিম্নের লিখিত খাস মহালে গবর্ণমেণ্টের মাসিক স্বত্ব রাজস্ব ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৮৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক। এই মহালে যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উক্ত তারিখের ডাকা হইয়া দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মাসিক রাজস্ব গণনা হইলে এ মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মাসিক স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল নিম্নলিখিত সমস্ত জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রবল আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরেও বাহাল থাকিবে। রাজস্ব কার্য্যকারকদিগের কৃত অবধারণীতে যে যে খোদকস্ত রায়তের স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অধিক পণ হইলে সে সমুদয় টাকা দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে ডাকপণের চারি আনার এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক। বিক্রয়ের দিবস এক দিবস বলিয়া গণনা করা যায়। বিক্রয়স্থলে পঞ্চাশ টাকা মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইতে ৩০ পরে এবং যে দিন ক্রয় হইবে সেই দিন মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম স্থলীয় বিক্রয়ের সময়ে পুনরায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ক্রটিকারী ক্রেতার ঝুঁকিতে সেই মহাল পুনরায় বিক্রয় হইবেক।

খাস মহাল নম্বর।	জিলা ফরীদপুর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	কর্ষিত পরিমাণ। একর।	হোল।	লেশ।	গচ্ছিত জমা। নিষ্কর।	জমা।	নীলামের প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
১০৪	৫৫৬৬	ডাঙ্গা রঘুনাথ মহল মধ্যে সংস্থিত কাছি	২	১	৮	১৯		৯৯	১৮৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর হইতে বিক্রয় জব্দ হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি। J. B. B. Jackson, *Offg Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

জিলা ত্রিপুরা ।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

৮২৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহা দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা ত্রিপুরার অন্তর্গত নম্বর লিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফীসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল জারি ৮৮ ই সালের ২৮ জুন দিবসে শেষ হইয়া বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইয়া থাকে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে ৮৮১ সাল তারিখ ৫ আশ্বিন ।

তপশীল ।

নম্বর এ সেরেস্তার	নম্বর তৌজি	মহালের নাম ।	মালিকের নাম ধাম ।	সদর জমা ।	বাকীর সমুদায় সাং কি তৌজি ১২৮৮ সাল ।	কৈফিয়ৎ ।
১০৫	১২৮	লালপুর মোমরু ।৵আনা কিসমৎ ।	মুন্সী শফিউদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও মৃত মুন্সী নাসেরউদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং ভিন্না মাবিক পং বার্ত্তিকপুর ষ্টেসন পালঙ্গ জিলে কুমিল্লা পুর ৵	২১৪ ॥০	০	এই দুই অংশের বাকী না মিলায় হইবেক না ।
			শ্রীমতী সাহামিনরেছা বেগম কওজে মুন্সী নাসের উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী সাং পঃ ভিন্না ৵	২ ৭॥	০
			৮০	৮২৯	০
			ম আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি ওয়াইজ সাহেবের সাং ঢাকা কুমারটুলি থানে সদর ৵ ।০ তিন	১৪৩	৭৸/ ০
			১	৫৭২	৭৬৵১০

প্রকাশ থাকে যে উক্ত মহালের ৫০ আনা অংশ সদর জমা ১২৯ টাকা যাহার মালিক মুন্সী শফিউদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ও শ্রীমতী কাহামিনরেছা বেগম বটে তাহার বিক্রয় ৮৮৯ ই ১১ আ ১০ ধারামতে স্বতন্ত্র হওয়াতে তদবশিষ্ট ।০ আনা অংশ মালিক আলেকজাণ্ডর টামস সাহেব একজিকিউটর ষ্টেট মৃত মে জি পি ওয়াইজ সাহেবের সদর জমা ৪৩ টাকা তাহার উক্ত পরিবর্ত্তন নিলাম হইবেক ।

১৩৭৫	২০৪	উনাকোটিয়া তালুক বি ৵ আনা পং পুরচণ্ডী ।	গোবিন্দচন্দ্র পাল পি মৃত রাধামোহন পাল সাং শ্রীবৎস্য দাস পং গুণা মন্দী থানে টুকগী বাগ ।।	৮ ৩৪৮	৩৬৮৩
			আনন্দমোহন কুণ্ডু পি মৃত চন্দ্রমোহন কুণ্ডু সাং মালখ নগর পং বিক্রমপুর থানা শ্রীনগর হাল সং নাহারি শ্রীরামদী পং পুরচণ্ডী ।		

G. TOYNBEE, *Offg. Collector.*

[*Government Gazette 13th September 1881*]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেও হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩০ জুলাই।

তপসীল।

মহাল শ্রেণী	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	কাকাপুর পরগনা।	একমালী হিং ৮ ৮৯৫৫ অংশের মালিক রজনীকান্ত দত্ত চৌধুরী গয়রহ।	মোট জমা ৮৫৩ ॥৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ১০৮৮ ৬	৭৸৶১॥	এই একমালী ৮১৸৩৸৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৭ গণ্ডা।	হিং ৬৷৷৷৷৷৷ একমালী কালীপ্রসন্ন সরকার গয়রহ।	৮৫৪৸৶৪ ১০৭৯৸৶৩৷৷ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯৸৶ ॥	৶ ৶৮৶	এই একমালী ৫। গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে ইতি।
ঐ	৩৮৫৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৷১২৷৷ তিন একমালী মালিক জগৎ মোহিনী গয়রহ।	১৫৭৯৸৶ ১ ৫৭৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২৬৫৸৶২।	৬৫৬৶৯৸	ঐ একমালী ৮৷১২৷৷ তিন অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৩৮৭২	পাং বোজর্গ ও মেদপুর পাং রাম বসু আ হিং ॥আনা।	জমিলন্নেছা খাতুন গয়রহ।	১৪১৬৷৶৫ ১৫৫০৷৶৩	৫৶৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৫ ৯৫	কুজিরানদি পুরা চর।	একমালী হি ॥৶ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	৯২৬ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪৷৹	খাজানা ৷৶ রাস্তা খরচ ॥৶ ৸৶০	এই একমালী ৷৶০ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
				৫১৸৸০ মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸৶ ৫৶০		

AROND CHUNDER SEN
For Offg Collector

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।)

জিলা মুরশিদাবাদ।

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে জেলা মুরশিদাবাদ স ক্রান্ত নিম্নলিখিত মহাল সন ১২৮৮ সালের লাগাএত ইজারে অপরের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য সন ৮৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মোতাবক সন ২৮৮ সালের ২৯ ভাদ্র মঙ্গলবার তারিখে জেলা মুরশিদাবাদের কালেক্টরী কাছারী বাটীতে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক ইতি সন ১৮৮১ সাল। ২৯ জুলাই।

বহির নম্বর।	মহালের প্রকার।	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা	নাম তালুকদার	সদর জমা	কৈফিয়ৎ।
১	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৫৫	কি পং খড়গ্রী	উমাতারা দেবী ও উমাতারা বিবি ও খোমকার আবদুল রহিম ও মৃত রজা বি ও আবেদা বিবি ওরফে [illegible] বিবি ও আবদুল মজুর নাবালগের মেনাজার রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগের মেনাজার রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী সারদা প্রসাদ রায় চৌধুরী রমাপ্রসাদ রায় চৌধুরী তারিণীপ্রসাদ রায় চৌধুরী আসরফ [illegible] নিত্যকালী দেবী [illegible] দেবী বনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায় মধুসূদন রায় চৌধুরী রাধাসুন্দরী দেবী মুন্ময়ী চৌধুরাণী হরিলাল ওরফে [illegible] রায় চৌধুরী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় রামেশ্বরী দেবী ও আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নিবাসের মেনাজার [illegible] দেবী চৌধুরাণী [illegible] চৌধুরী চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কাঙ্গালিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিলাল মুখোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভবতারিণী দেবী [illegible] দেবী [illegible] ও [illegible] নাবালগের মেনাজার [illegible] মাতা ভবসুন্দরী দেবী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নাবালগের মেনাজার সরোজেশ্বরী দেবী রামাহৃদয়ী দেবী [illegible] আনন্দ [illegible] কারকর্মা সচ্চিদানন্দ কারকর্মা নাবালগের মেনাজার [illegible] সুন্দরী দেবী অখিলেশ্বরী দেবী রামচন্দ্র [illegible] ভট্টাচার্য্য অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য হরিশ্চন্দ্র কারকর্মা চন্দ্র [illegible] দেবী ওরফে [illegible] বিজয় রায় [illegible] চন্দ্রশেখর [illegible] মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [illegible] বিবি সাবরাতুন্নেসা দেবী অতুল [illegible] পুরিদাস কাজরা [illegible] নন্দ [illegible] কুসুম [illegible] বিজয়কুমার কাজরা বজ্রলাল [illegible] ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস [illegible] নাবালগ।	২৩৭ ৮/৯	এই মহাল সদর মধ্যে তারিণী প্রসাদ নারায়ণপ্রসাদ [illegible] প্রসাদ পূর্ণনারায়ণপ্রসাদ রায় চৌধুরী এলোকেশী ও নিত্যকেশী দেবী রামযাদব মুখোপাধ্যায় [illegible] তারিণীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ও প্রতাপচন্দ্র মধুসূদন কালীকুমার প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাবালগ দিগের মেনাজার রামজয় রায় রামাসুন্দরী দেবী হরিশ্চন্দ্র কারক [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় পরমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] কারকর্মা সচ্চিদানন্দ কারকর্মা নাবালগদিগের মেনাজার রাধাসুন্দরী দেবী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার কাজরা পুরীদাস কাজরা দিগের পূর্ব্ব করিয়া লওয়া ।।৵১৬ ৸৵১৬ তিন অংশ বাদে বাকী খোনকার আবদুল রহিম দিগের একমা ৸৷৵ ৴৪ তিন অংশের কাত ৮৮৯৷৷ ১ পাই টাকা সদরজমা নিলাম হইবেক
২	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৪৫৫	কি শক্তিপুর পং পলাশী	শ্রীদামচন্দ্র সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শশীভূষণ দেবী অলোকনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কোর্টঅফ ওয়ার্ড শরুদ্দীন আহমদ নাবালগ ও কুমুদিনী দেবী অলিমাতা চৌধুরী মুখোপাধ্যায় নাবালগ সৈয়দ আজাউর রহমান সৈয়দ আবদুল [illegible] খাঁ বজাবিবি তালেবা বিবি ও নাবালগ সৈয়দ [illegible] মুখার অলিমাতা [illegible] বিবি সৈয়দ [illegible] তালা বক্সিমেহেরবিবি ও সৈদাবিবি।	২৪ ৩।৵৩	এইমহাল সদর মধ্যে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দিগের পৃথক অংশ ।।৵১৬ ২ দফি বাদে বাকী শ্রীদামচন্দ্র সেন দিগের একমালি অংশ ।।৵১ ৬ ৭ দফি কাত সদরজমা ১০ ৷৷৵১৬ টাকা নিলাম হইবেক।
৩	প্রথম শ্রেণীর মহাল	৭৫৫	কি শক্তিপুর পং পলাশী।	ঐ	২৪ ৩।৵৩	এইমহালের মধ্যে শশী সুন্দরী দেবীর পৃথক অংশ ৸।৷৷ পাঁচ গণ্ডা তুইবন্দা ২ দফি কাত ৪১৷৷৵১ টাকা সদর জমা নিলাম হইবেক।
৪	দ্বিতীয় শ্রেণী	৭৮৪	কি দেবাক শিব নগর পং নন্দপুর।	রানী মনমোহিনী রানী [illegible] রানী [illegible] দেবী ও রানী [illegible] সুন্দরী দেবী মাতা পক্ষে নাবালগ নারায়ণ রায় হরগোবিন্দ বসু মেনাজার পক্ষে গোপাল [illegible] নারায়ণ রায় যোগেশ নারায়ণ রায় ও তারকনারায়ণ রায় নাবালগ দ্বয়ের মেনাজার [illegible] নারায়ণ রায় ও স্বয়ং রানী স্বর্ণময়ি দেবী (দ্বিতীয়) মহারাণী [illegible] দেবী রাজা কুমার যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় নাবালগ।	৭৭৯৸	সমুদয় মহাল নিলাম হইবেক।

H. MOSLEY, *Offg Collector*

[*Government Gazette*, 13*th September* 1881]

জিলা মেদিনীপুর।—

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১ আইনের ১ ধারার নিয়ম অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অবধি ১২৮৯ সালের ২ আশ্বিন বাং ১২৮৮ সালের ১ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষ বিক্রয় হইবে। ৮৮১ সাল তারিখ ১৭ আগষ্ট।

তফসীল।

তরফীর নম্বর।	সাবেকের রেমন্ত নং।	তৌজীর নং।	নাম পরগনা ও পরগনা	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকীর জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				চিরবন্দবস্তী।			
১	৮১	৫৪	ম আলালপুর পং পাগমারি	সুনামণী দাসী ও সদানন্দ মাসান্ত ও রসময়ী দাসী ও নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও রসময়ী দাসী ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও রূপনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী ও বলরাম ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞ্যার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী। যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।	১ ১৯৮ ১		
				নাদ মধুসূদন মাসান্তের পৃথক জিমায়	১৪৮৮/১		
				রাণী সুনামণী দাসী	৭৪৮/৫	৩৭৮/৭	
				সদানন্দ মাসান্তের নাবালগের মাতা ও রসময়ী দাসী নবদ্বীপচাঁদ মাসান্ত নাবালগের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও রূপনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমণী দেবী ও বলরাম ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞ্যার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী। যদুপতি চক্রবর্ত্তী নাবালগের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও এক্ষণে নাবালগের মাতা সর্ব্বসাধারণ বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।			
২	১১০	৬৯	ম আমডদা পং দুর্কাচোর	শ্রীমতী মটুরামণি দেবী ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও সুরেন্দ্র মাইতি ও লক্ষ্মীনারায়ণ গিরি ও নিবারণ গিরি ও নন্দলাল ভট্ট ও শ্রীমতী সারদাদাসী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ কর মহাপাত্র ও রসময়ী বসুই ও গোবিন্দপ্রসাদ বসুই।	১ ২৬০১১	৫৫৮	
৩	৭৩	৩৫	ম গেড়াবেড়িয়া পং কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১। ১	৫৭২৶ ০	
৪	২০০	১৪৫৭	ম কাঁটাপাল পং বক্সাপুর	ইন্দ্রনেকারি রায় ও শ্রীনাথ চরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও গোকুলমোহন পাল ও প্রাণগোবিন্দ নাথ ও ক্ষীরেন্দ্রকুমার নাথ ও যতীন্দ্রকুমার নাথ ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও সুরেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাথ নাবালগণের কোর্ট অবওয়ার্ডসের অধীন ম্যানেজর দ্বারিকানাথ নাথ।	মায়রাড ক্ষ ৩ ০৩০৭	১১৩৶/৯	
৫	৩০০	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অমরশী	নরনারায়ণ রায় ও গঙ্গা রাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ রায় ও গোলালাল ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন, গজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও কিরণনারায়ণ রায় নাবালগের মহাফেজ পোষ্যমাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্ম ও কৃষ্ণরাম রায় ও শিবনারায়ণ রায় শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলামাদ খাঁ নাবালগণের ও চাঁদময়ী ও মধুসূদন সিং।	১০৩৷৷/৯		

করদীর নম্বর।	সরেস্তের নম্বর।	নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নামমালিক।	সদর জমা।	যে বাকী বা জমার জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
				রাম কুড়ারাম রায় ও শিব নারায়ণ রায়ের পৃথক হিসাব ৫০৯			
				রাজ শ্রীমতী বিবি নজিরবি মাতারুক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও গোলাব খাঁ ও আলাদাদ খাঁ নাবালগগণের পৃথক হিসাব ১৬/			
				রাজা ইন্দ্রনীল পৃথক হিসাব ৭৫৮৯			
				রাজা ধুমুদন পৃথক হিসাব ৭৫৯	৯৭৮৯		
				বাকী জমা তিন রায়	৩০৭৮১১	৪৬০৮	

ও গঙ্গারাম নাই ও আনন্দলাল রায় লক্ষ্মণনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গাঙ্গুলি নাবালগের মহাফেজ পোষা মাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্মের একমাত্র নাবালগ আ শ মাতা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

৬	৪৯	২৭	বড় বাড়ীয়া পরগনা বান্দার	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জগদ্বন্ধু নাগতি ও খাজা আলি ও শ্যামরাউত ও মধুসূদন মালা পারী মণী দাসী স্বামী নরহরি মাতারক নেবারাম আচার্য্য বাড়েশ্বর দেবা অক্ষয়নারায়ণ দেবা নবদ্বীপচন্দ্র রায় স্বয় শিব চন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ সরপতি ভবানী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন কালা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন লাল মোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল কৃষ্ণপ্রসাদ, মধুসূদন ভট্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আদরমণী দেবী। রঘুনাথ সীতানাথ দাস পরবাজ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎ চন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপনারায়ণ। তিনি পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাতা নাবালক পণের মাতা মহাফেজ শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী দামুমণী দাসী কোর্টঅবওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজর দ্বারিকানাথ মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নগেন্দ্র গুরেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাম নাবালগ মোহন ইন্দ্রমোহন এবং ভুবনমোহন মেইকাপ ও নবীনচন্দ্র বন্ধন ও অরুণচন্দ্র বন্ধন।

				রাজা নবীনচন্দ্র বন্ধন ও অরুণচন্দ্র বন্ধনের পৃথক হিসাব।	৮৬৮/১		
				বাকী করপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	১৯১৩৭৮৮/৭	৮২৫৮/৯	

ও চন্দ্র মাইতি ও খাজা মালা ও শ্যামরাউত মধুসূদন মালা, পারিমণী দাসী স্বামী নরহরি মাতারক নেবারাম আচার্য্য বাড়েশ্বর দেবা অক্ষয়নারায়ণ দেবা নবদ্বীপ চন্দ্র রায় স্বয় শিবচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ সরপতি রত্নামণী মধুসূদন রায় ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন কালা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন লালমোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দ রায়, নিলমণি মণ্ডল কৃষ্ণপ্রসাদ মধুসূদন ভট্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধা মোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আদরমণী দেবী রঘুনাথ সীতানাথ দাস পরবাজ মহাপাত্র শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দমণী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎচন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বরূপনারায়ণ মাইতির পত্নী তারকনাথ, ভোলানাথ মাইতি নাবালগের মাতা মহাফেজ শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী দামুমণী দাসী কোর্ট অবওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজার দ্বারিকানাথ মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র রবীন্দ্র নগেন্দ্র গুরেন্দ্র যোগেন্দ্রকুমার নাম নাবালগ মোহন ইন্দ্রমোহন, এবং ভুবন মোহন মেইকাপের এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

(*Government Gazette*, 13*th September* 1881.)

তরফীর নম্বর।	এস্তেমরারি নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী খাজনা জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪১৩	২৭২	ম বেলকী পং খান্দার।	শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথ দাস পঙ্কজাক্ষ মহাপাত্র সীতানাথ দাস ঈশ্বরমণী এবং চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্ত ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত মদনমোহন মাসান্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্ত মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত।	৯৪১॥৵৪		
				বাদ শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা চৌ রঘুনাথদাস পঙ্কজাক্ষ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস ও ঈশ্বরমণী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্তর এজমালী অংশ ৪৪১৸৩			
				বাদ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ প্যারীমোহন মাসান্ত পৃথক হিসাব ২১৶৬			
				বাদ মদনমোহন মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৬৶৭			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃথক হিসাব ১২৮৶৬			
				এ	৮২০৷৶ ০		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তর পৃথক হিসাব বাকী সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক	২৬৶৬	১৩৸৴ ০	
৮	৪৯০	২১৭	ম বেচারাপং কেশবজোল দাউন চোর।	কেদারনাথ ও রমানাথ ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারায়ণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাঁড়ী ও রামগোবিন্দ পাঁড়ী ও রাজীবলোচন পাঁড়ী ও রামকুমার মজুমদার ম্যানেজার কোর্ট অব্ওয়ার্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালক। রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১২৯৩৷৶৫		
				বাদ রামকুমার মজুমদার ম্যানেজার ও কোর্ট অব্ওয়ার্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালকের পৃথক হিসাব ৮৪৸৷			
				বাদ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক হিসাব ১৭৶	৩ ৩		
				বাকী কেদারনাথ ও রমানাথ ও ব্রজনাথ ও মহেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারায়ণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাঁড়ী ও রামগোবিন্দ পাঁড়ী ও রাজীবলোচন পাঁড়ীর এজমালী অংশ বাকী সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।	৮৮৩৷৶১	।৴১	
৯	৫২১	৩৩৬	ম বাকাজাত পং বাকাজাত	সুন্দরনারায়ণ ও সদানন্দ সন্তক্তি ও টুবামণী দেব্যা ও রামানন্দি ও রাম নন্দ ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু।	১৯৩৷৴৪	৫৴	

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

তরফীর নম্বর।	তাল্লুকের হরিসমস্তা	তৌজির নম্বর।	মাল মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বেবাকী নাজির জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১	৬৬১	৩৯১	মাজিতর বিলন্দ প তপে বা লী সীতা	গঙ্গাধর মন মাসান্ত ও ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত ও উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত।	১৬৫৮৸৵৯	৮ ১১	
১১	৭৫৭	৪৩৭	মং চকফতে ও সিংহপুর প খাঙ্গার	চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতি ও চিন্তামণি মহেন্দ্র নাথ কৈলাস সীতা নাথ, কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারকানাথ ভজহরি ও বেণীরাম দেব পৃথক হিসাব।	১১৩৩৫/ ০		
				বাদ চিন্তামণি মহেন্দ্র নাথ কৈলাস সীতা নাথ কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারিকানাথ ভজহরি ও বেণীরাম দেব পৃথক হিসাব।	৫১৩।৶১০		
				বাকী চন্দ্রচূড়চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধব নারায়ণ মাইতির একমালী অংশ যাহা বাকী বা জব্দের জন্য নিলাম হইবেক।	৬ ৯॥৶১১	৴০	
১২	৮২০	৪৬৩	ম চাপটি ও বনা প শাটীটাবী	প্রেমচাঁদ মাসান্ত ও উদ্ধব নারায়ণ মাসান্ত।	৭ ৮॥৫	৭৮॥০	
৩	৮৯৬	৫ ৬	ম ছুচড়তা প কেদারবুড়ু	মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত প্রেমচাঁদ মাসান্ত।	৯৬ ১০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্র নাথ ও প্যারীমোহন মাসান্তর একমালীর অংশ	১৪ ৶৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মাসান্তর পৃথক হিসাব যাহা সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক।	*৩২৩।/৪	৩৫৶৪	
১৪	৯৩৭	৫২৭	ম দীগলার ও পহ কিহকাশী গোড়া	নবাব খাঁ	মাহপুলীস ১৫৩৭৸৮	মাহপুলীস ৫২৬।/১	বঙ্গীয় ১৮৮১ সালের ৮ আইনের ১২ ধারা

* জানুয়ারি সুদ্ধা অন্তের বাকী মালগুজারি এই এই ৫২৬।/১ টাকার জন্য এই রিসেল নিলাম হইবেক এই মাহালের গত মাস কিস্তি হইতে বাকী মা গুজারির দাইক হাল খরিদদার হইবেন ও ঐ হাল খরিদারের খরিদ উক্ত ২রা জানুয়ারির পর তারিখ ১০ই জানুয়ারি হইতে প্রবল হইবেক

[Government Gazette, 13th September 1881]

তরফের নম্বর।	গেজেট তারিখ নম্বর।	খোঁজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নামধারিক।	সদর জমা।	বেবাকী রাজস্ব বন্দোবস্তি মধ্যে।	কৈফিয়ৎ।
১৫	১ ১৭	৬১৫	ম গুয়ুনপোতা পংকাশী যোড়া	ধরণীধর রায়	মায়পুলীস ৩১৮৸৹	মায়পুলীস ৩৪৯৲	
১৬	১১৭১	৬৫৩	ম ভুমাই পংবাটীটাকী	ইন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারিমোহন মাসান্ত প্রেমময়ীদাসী, সুরেশচরণ পাল্লা ও কামেশচরণ পাল ও ব্রজদাস পাল্লা	৬৫৫৶২	১১॥৶০	
১৭	১২০১	৬৭৮	ম গোগ্রামপং কেদারকুণ্ড	প্রাণগোবিন্দ নাগ ও দ্বারিকানাথ মাল কেশেজর ও জ্ঞানেন্দ্র কুমার যতীন্দ্রকুমার হরেন্দ্রকুমার নাগ সুশীল গোপেন্দ্রকুমার নাগ নাবালক কেটিও রা ডাকের অধীন। মিয়াদি বন্দোবস্ত।	৭২৪৸০	৩৪৶৮	
১৮	১২২০	১১১	ম গোকুলপুর প পটাসপুর	চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র। চিরবন্দোবস্তী।	২৩৫৩৲	৮৩২৸৶৬	এই মহাল ১২৮৭সাল হইতে
১৯	১২৬৯	৬৯২	ম হরিনারায়ণ চক পংকাশী যোড়া	দিগম্বর পণ্ডা লিক্তা ও মোহনজর ও শ্রীমতী অপূর্ব্বমণী দেবী নাবালিক শ্রীমতি শচী সুন্দরী দেব্যা ও শ্রীমতী শয়নতারা দেবী।	১৪০০৲	২৯২৸৶৮	১৯১ সাল পর্য্যন্ত মিয়াদে বন্দোবস্ত আছে
২০	৩ ৬	৭৩১	ম চাকচুয়াচরণ পংময়নাগোবি	কমলকুমারী দাসীকা নক মাইতির পত্নী শ্রীমতী সুখদা দাসী গোপালচন্দ্র মাইতির পত্নী।	৯৬৩৲৹	৩১৫৲	
২১	১৪২০	৭৯৫	ম জলদা পং খড়গপুর	দ্বারিকানাথ দর্পনারায়ণ মাস ও শ্রীমতী যমুনাবতী দাসী মাতা ও মহাকেজ	৮৭৩॥৶০	৸৶০	

সদানন্দ মাসান্ত ম দাশগ, শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাতা রক্ষক ম দ্বীপচন্দ্র মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।

২২	১৫৩৩	৮৬১	ম কাস্তাবোল। প গণেশপুর।	শ্রীমতী প্রতিমা দেব্যা। কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা মহেন্দ্রনাথ জানা করুণা দেই, ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর ও মহাকেজ কর, কুঞ্জনারায়ণ সন্তপতি শ্রীমতী মটুরমণী ও সুন্দরনারায়ণ সন্তপতি শ্রীতলপ্রসাদ ঘোষ নরেন্দ্রনাথ সৎপতি, শ্রীমতী সরস্বতী দেব্যা উপেন্দ্রনাথ সৎপতি ও দীননাথ সৎপতি ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগগণের মাতা রক্ষক ও মহাকেজ ও দ্বারিকানাথ সৎপতি ও বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্ত।	১৭৫৬৸৶৭	
				বাদে বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্তর পৃথক হিসাব।	৬৬৭॥৶৪	
				বাকী শ্রীমতী প্রতিমা দেব্যা কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা মহেন্দ্রনাথ জানা, করুণা দেই ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর	৯৯২॥৶৬	১৮৶১১

কতভাগ এ রেজে সম্বর।	ইরির নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	নগদ জমা।	বেবাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।

ও মাধবচন্দ্র কর ও কুঞ্জবিহারী সংপতি ও শ্রীমতী মটুদাসী ও সুন্দরনারায়ণ সরকার শীতলপ্রসাদ ঘোষ নরেন্দ্রনাথ সংপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেবী উপেন্দ্রনাথ সংপতি ও দীননাথ সংপতি ও বৈকুণ্ঠনাথ সংপতি নাবালগণের মাতা বক্ষক ও মহাদেব ও দ্বারিকানাথ সংপতির এজমালী জং। যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

২৩	৭৩	৯৯৮	ম খেলাড ও মলপাটনা পং কি নারায়ণগড।	নরহরিক মহাপাত্র পাত্রী মণী দাসী আদরমণী দেবী রঘুনাথ দাস, পদ্মরাজ মহাপাত্র সীতানাথ দাস, মহাপাত্র শ্রীম ১, ঈশ্বরী মণী দেবী রাজা নারায়ণ সিংহ ও নবনারায়ণ সিংহ ও হরনারায়ণ সিংহ	৩৪৩ ।।৭	১১৫।।৶১১
২৪	৮২১	৯৮১	ম মাগুরি পং কাশীযোড়া।	দীনবন্ধু নন্দী স্বয়ং বক্ষক লক্ষ্মীপদচন্দ্র	৩৭৭১৬৶৭	২৭১।। ০

নন্দী ও শ্রী চন্দ্র সামন্ত ও শ্রীনাথ ও নন্দলাল সামন্ত ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী মাতা বক্ষক রামজীবন ও রামলোচন ও রামশ্রবণ সামন্ত।

				মিত্রাদি বন্দবস্ত।		
২৫	৯৭১	২০৫	ম মকরামপুর প পরাশপুর।	কনসাহিল ম ১কত ও শ্রীমতী ও রাসসুন্দরী দাসী ও লক্ষ্মণ, নারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও গঙ্গেন্দ্র নারায়ণ রায় স্বয়ং হিরণ্যনারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী ত্রিপুরা রামনারায়ণ রায়ের পত্নী।	১৩৪৩৲	৪৭৫/৬
				চিরবন্দবস্ত।		
২৬	১৮	১১০০	ম নিশ্চিন্দ ও শাগড়াট ডে পং সবঙ্গ।	অক্ষয়লাল কুণ্ডু সন ও রাজনারায়ণ সন ও মদনমোহন দে ও চন্দ্রমোহন দে ও বঙ্গলতা দেবী মাধবের মহাদেব রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালগ ও জানকী দেবী ও বঙ্গলতা দেবী ও শ্রীমতী হরমনমোহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।	১৫৩।।৶৭	১৩৬৲৯

২৭	২০৪৭	১২৪	ম নানকার ।। জে আস্তী প মাজনা।	ব্রজনাথ রায় মহাশয় ও নেকর ত পৃথিচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী	২১৩৩।/৪	

কাত্যায়নী দেবী মৃত কুঞ্জর নারায়ণ রায়ের পত্নী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ৺ মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শাতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও জগদীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও মদনগোপাল বক্সল ও পরমানন্দ বক্সল ও শ্রীমতী দীনময়ী দেবী মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেবী ও শ্রীরঘুনাথ দাস পদ্মরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরীমণী দেবী রামনিধি কুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী ও শ্রীতারাসুন্দর দেব পত্নী।

(*Government Gazette*, 13*th September* 1881.)

তৌজির নম্বর।	জরিপ নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	দেয় বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				রাম রামনিধি কুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর পৃথক হিসাব ৭০৩৬৫			
				রাম শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী পীতাম্বর দের পত্নীর পৃথক হিসাব ৩৪৪৪১	১০৪৮৮৯		
				বাকী ব্রহ্মনাথ রায় মহা	১০৮৫৲ ০	৮৬।১১	

শয়দেনাজর ও পুণ্যচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী মৃত কুঞ্জবিহারী রায়ের পত্নী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ও গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও যতীন্দ্রচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন শ্রীমতী লীলাবতী দেবী, মাতা শ্রীমতী [illegible] চন্দ্রোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ও রঘুনাথ দাস মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরীমণী দেবীর একমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

২৮	২১৫৯	১৯১	ম পশ্চিম মশতা ও তাল খটীয়ান প ভুঞা মুঠা।	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী সত্যভামা শ্রীমতী ব্রজমণি পোহা মাতা রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালগ ও মুরারিলাল রায়।	৩৬২৸৶৮	৬।১	
৯	১৮৩	১৭৬	ম পদীমা প মুকুন্দ চৌধু।	শ্রীমতী থাকমণি দেবী চৌধুরী ও চৌধুরী গোপেন্দ্রানন্দন দাস মহাপাত্র।	৭৪০৸৪	৮১/০	
৯	১৩৪৯	২৮৭	ম রঙ্গুতা প দকল চর।	গোবিন্দপ্রসাদ বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও মুরলীধরচরণ ও ধ্রুবচরণ ও অচিন্ত্য গিরি ও সাধুচরণ মহান্তি ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেবী মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেবী ও সুবলচরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতা রক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও কুঞ্জবিহারী রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী জোইত্র দেবী মাতা রক্ষক রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন দাস ও নিলমোহন দাস ও শুকপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুই।	১ ১৩৬/১		
				রাম কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী জোইত্র দেবী মাতা রক্ষক রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন দাস ও নিলমোহন দাসের পৃথক হিসাব ৪০ ৬১			
				রাম শুকপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুইর পৃথক হিসাব ৮৩৬১০	৪৮৬॥/১		
				বাকী গোবিন্দ প্রসাদ	৬৩১ ।৵	৫।/৩	

বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও মুরলীধরচরণ ও ধ্রুবচরণ ও অচিন্ত্য গিরি ও সাধুচরণ মহান্তি ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেবী মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেবী ও সুবলচরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতারক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও কুঞ্জবিহারী রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরির একমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

তপজীর নম্বর	...	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বে বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩১	২৩৫৭	১২৯৩	ম বাগ মহাল প খটনগর	পঞ্চানন কানুনগোই ও নবনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও মধুসূদন মাণা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাস গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতা ও বাদল খাঁ			
				বাদ গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও দামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্মের পৃথক হিসাব ৯৮৵৯			
				বাদ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রামনারায়ণ রায়ের বনিতার পৃথক হিসাব ২৪॥৵			
				বাদল খাঁর পৃথক হিসাব ৪৬৸৵১০	১৬৯॥৵১		
				বাকী পঞ্চানন কানুনগোই ও নবনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মাণা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাসের একমালী অংশ বাহাদুর সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	২৬৮৵১০	৫৬৵৮	
৩২	২৫৮৯	৪৪১	শ ঐ মৌজা পং খ নগর	হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও তৃণ হলপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ও মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ দাস ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিবিরাম গিরি ও রাধারাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারী প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীহরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবিহারি ও মুরলীবিহারি ও গোলোকবিহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্র ও গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালকের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাস ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়।			
				বাদ গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালকের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাসের পৃথক হিসাব ২৯৸৵৩			
				বাদ নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের পৃথক হিসাব ১৭৲	৪৸৵৩		
				বাকী হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবন সাহু দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ও মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ দাস ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিবিরাম গিরি ও রাধারাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সিংহ ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারী প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীহরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিদ্যাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবিহারি ও গোলোকবিহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্রের একমালী অংশ বাহাদুর সরকারের বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	৫৫৸৵৮	৯/১০	
৩৩	২৭৩৬	৬৫৮	ম তোড়জুই প দামনচাল	রামানন্দ কুণ্ডু ও সুকদেব নারায়ণ সড়ঙ্গী ও পঞ্চানন্দ সড়ঙ্গী ও শ্রীমতী মট্টবামনী দেবী ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও রামনিধি কুণ্ডু	১৬৵৮	২৭॥/১	

[Government Gazette, 13th September 1881]

তরফীর এবং রেজেষ্টি নম্বর	স্থিত সন।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম বাকির।	সময় জমা।	যেবাকী রাজস্ব কম দিলে লাভ হইবে।	কৈফিয়ৎ।
৬৪	২৭৬৫	১৫২৪	ম উত্তর পলসা পং কীর্ত্তিকাশী মোড়া	গোপালচাঁদ ও নিলমণী ও নন্দলাল পণ্ডা ও	মাব পুলীস ২৩৩৯/১		
				গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সে ৺ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডা।			
				বাদ শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডার পৃথকহিসাবে।	মাব পুলীস ৩৪ /৮		
				বাকী গোপালচাঁদ ও নিলমণি ও নন্দলাল পণ্ড ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ও পণ্ডা সে ৺ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও বাঁরচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডার এক কালী অংশ মাত্র রক্ষার্থ বাকী রাজস্ব কম নিলামে কর্ত্তন।	মাব পুলীস ৯৯৬৬/১	৮৷৶৩	

W. HODGAN Offg Coll for

জিলা ঢাকা।

বাকী খাজানা জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

উক্তার স্থানীয় সরকার দেওয়ানী আইন হইতে যে ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে ঢাকার মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল ৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য দাবী চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকী রাজস্ব কম দায়ে আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে বিনা গুজরে ও প্রকাশ্য নিলামে করা যাইবে।

নম্বর তৌজি	মহাল।	নাম বাকির।	সমস্ত জমা	বাকির পরিমাণ	মন্তব্য।
৯১৭	পং কাশীর নগর রকম কি ৷৷৶৮ ৷ রাজস্ব জমিদার বং ৺ শীনাথ মদন বাকেয়া কি ৶ ৷৷৶ দীপ	হং মোহন শাহা	১৮৩ ৬ ৷	৮৮ সালের জন হইতে মহাল পং কিস্তি বন্দোবস্ত হইবে। কৈফিয়ৎ ৫৩৭৮	
	পং কাশীর নগর রকম কি ৷৷৶৮ ৷ রাজস্ব জমিদার ও তুলসী শাহ বাকেয়া কি পেশাস্ত খাস বাকী বাইশ হলী বাটি সত্তর হলী ৫ এগার হলী বাটি আড়াই হলী ৪৯৷৷৶১৪৷ দীপ কিস্তি।	কাঁত মোহা আকুল আর শত বাঁত খ ন ও কমলালকত।	৩ ৮ ১৯		
		কয়কিং শ্রী চৌধুরী মহিমা চন্দ্র রায় চৌধুরি আনন্দময় চৌধুরাণী রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি ও হরি চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	২৯ ৭৫		

DACCA COLLECTORATE }
The 11th August 1881 }

A. C. LUTF
for Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১ ১৩ সেপ্টেম্বর।]

জিলা নওয়াখালী। ইস্তাহার।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৫৯ ইং ১১ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে জিলা নওয়াখালীর মধ্যবর্ত্তি নিম্নের লিখিত মহালের ১৮৮১ ইং ২৮ জুনের সূর্য্যাস্তের প্রাপ্য বাকির জন্য আদায় নিমিত্তে ১৮৮১ ই রেজি সনের ৯ সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ২৮৮ সনের ৪ আশ্বিন রোজ সোমবার ঐ জিলার কালেক্টরি কাছারিতে বিনা শুল্কে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৮১ ইংরেজি ১৩ জুলাই।

নম্বর রৌজির।	নাম মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকির সংখ্যা।
৪৫ নং	পং বুদ্ধ প কিসমত মণিন্দ্র নার ও রৈসন সুন্দীপ।	নিলাম খরিদ ঈশানচন্দ্র নন্দি	৬৩৭/১১	১১১৮৬৮

I V WEMYSS COTT *Offg Collector*

জিলা ২৪ পরগনা।

১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ১৭ ধারামতে নোটিস।

এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নকুলা সুন্দরবনের কমিশনর সাহেবের আপীসে দেখিবার নিমিত্ত আছে এতৎসহ দত্ত তফসীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (১৮৬৩ সালের ২৩ আইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্তি করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম বাহত বা স্থগিত না হইলে তাহা ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ মোং ১২৮৮ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে বিক্রীত হইবে।

১। নিম্নলিখিত নিষ্কমাধীনে ও ২৪ পরগনা ও যশোর ও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবন মধ্যে পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ২ তারিখের বিধিমত মুক্ত সাধারণ নিয়মাধীন উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবে।

নিয়ম এই।

উক্ত ভূমি বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্বের নিষ্কমাধীন না করে।

নৌকা গমা সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবে ও উক্ত প্রত্যেক জল স্রোতের ও খালের উভয় পার্শ্বে ২৫ ফুটের কম না হয় এমত প্রশস্ত স্থান চালি বা পথ ও ব্যবহারার্থে রাখা যাইবে।

উক্ত ভূমির ধাতু প্রভৃতি খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবে উদ্ভিদ সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তি সঙ্গত অন্য যে স্বত্ব রক্ষা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে। উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্বও থাকিবে ও পাট্টাধারিকে কেবল দখলি স্বত্ব দেওয়া যাইবে। সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবে।

(তফসীল।)

	লাটের নম্বর।	জেলা সব ডিবিজান ও থানা।	রকবা।	সীমানা।
১	৩৬ নং লাটের পূর্ব্ব খণ্ড।	জেলা ২৪ পরগনা সব ডিবিজান বারাসাত থানা হাসনাবাদ	ন্যূনাধিক ৩৮ /	উত্তর ৩৭ নং লাট পূর্ব্ব বেলিবি নদী দক্ষিণ বাগনদী পশ্চিম তিপুরী কালেক্টরি যে এক্লিসন সাহেবের ১৮৮০/৮১ সালের নকশায় অঙ্কিত মুক্তম ভেড়ি বন্ধাণ্ড নদী খণ্ডের পশ্চিম ও অন্য লাটের পশ্চিম খণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।
২	৬ নং লাটের পশ্চিম খণ্ড।	ঐ	ন্যূনাধিক ৩ /	উত্তর বৈদ্যা কি বদাখাল এবং উপরে ৩৭ পূর্ব্ব খণ্ডের পশ্চিম সীমানার মুক্তম ভেড়ি। পূর্ব্ব উপরোক্ত মুক্তম ভেড়ি। দক্ষিণ বাগনদী। পশ্চিম বৈদ্যা অথবা বদা খাল

SUNDERBUN COMMISSIONER'S OFFICE
AT ALIPORE
The 31st August 1881

F E PARGITER
Offg Commissioner Sunderbuns

[*Government Gazette, 16th September 1881*]

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইংরাজি ১৮৮১ সনের ৫ই নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে ভঙ্গ হইবেক বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C Stevens
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতার ভূস্বামিগণকে বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি, ট্রষ্টী এক্সেকুটর আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, গত আপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ১৮৮১। ৮২ সালের ভূমির যে রাজস্ব পাওনা হইয়াছে তাহা আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে, দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার অন্যান্য আইনের দৃঢ়তর বিধান প্রবল করা যাইবে।

জি এন, গুড্রিক, ডেপুটী কালেক্টর,

কলিকাতার কালেক্টরী, ৪ বংশাল ষ্ট্রীট ১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text by Professor F Max Müller M A in two Volumes *Price Rs 24 packing and postage Re 1 12*

"The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

Office of Super Govt Printing No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত অবনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিকাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে একবালীন ২০ পাউণ্ড ৯৫ ক্রাম নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা, প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা, প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা, ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান চউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ॥০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A, Barrister-at-Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Rs 5 per copy

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও শ্রীযুক্তবর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেন্ট কমিশানের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুক্ত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

এক খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট এক খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ১৩ সেপ্টেম্বর।]

Rates of Subscription to the Bengali Government Gazette
FROM 1st JANUARY 1872
Payable in advance

For one year, without postage	Rs	10	0	0
Ditto, with postage	"	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount.

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাশুল সুদ্ধ ঐ	১২৷৷৹

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একং খান ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

Note—Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

	Rs
Full page per issue	20
Half "	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া হইবে না ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাভিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গলা সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত লগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গলা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে, উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে, ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
অথবা ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক পঙ্ক্তি	৵

[*Government Gazette*, 18*th September*, 1881]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

A 1370—740—13 9 81

Numb 2199 ২১৯৯

(REGISTERED NO 30

GOVT. PUBLIC LIBRARY

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

	PAGE
PART I —Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India	113—127
PART II —Resolutions Orders and Notifications of the Lieut Governor of Bengal	815—833
PART III —Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV —Bills of the Legislative Council of India	Nil
PART V —Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI —Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII —Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil
PART VIII —Advertisements	681—696

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	১১৩—১২৭
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৮১৫—৮৩৩
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেভিনিউ বোর্ডের সাধারণ আজ্ঞাপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৬৮১—৬৯৬

PART I

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATIONS —ESTABLISHMENTS

Simla the 6th September 1881

No 275 —The services of the Hon ble C Grant C S I Secretary to the Government of India in the Home Department are placed at the disposal of the Foreign Department

No 277 —Mr A Mackenzie C S, Secretary to the Government of Bengal is appointed to officiate as Secretary to the Government of India in the Home Department

The Hon ble Mr Grant made over and Mr Mackenzie received charge of the office of Secretary to the Government of India in the Home Department on the forenoon of the 6th instant

F C DAUKES
Under Secy to the Govt of India

FOREIGN DEPARTMENT

NOTIFICATIONS —GENERAL

Simla the 8th September 1881

No 1686*C* —Under Section 49 of the Civil Leave Code Sir A C Lyall K C B, Secretary to the Government of India in the Foreign Department is granted furlough to Europe on private affairs for eight months with effect from the 20th September 1881 or from any subsequent date on which he may avail himself of it

No 1688*G* —The Hon ble C Grant C S I Additional Member of the Council of the Governor General for making Laws and Regulations and Secretary to the Government of India in the Home Department is appointed to officiate as Secretary to the Government of India in the Foreign Department with effect from the 7th September 1881 in place of Sir A C Lyall K C B proceeding on furlough

H M DURAND
Under Secy to the Govt of India

DEPARTMENT OF REVENUE AND COMMERCE

NOTIFICATIONS

Simla the 9th September 1881

No 2813 —The services of Mr A P MacDonnell C S have been replaced at the disposal of the Government of Bengal from the 31st August 1881

The 6th September 1881

No 2866 —In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Sea Customs Act VIII of 1878 His Excellency the Governor General in Council is pleased to exempt all materials and apparatus used in the construction and maintenance of lines of telephonic communication from the customs duties to which they are liable under the Indian Tariff Act 1875

The 9th September 1881

No 2881 —Mr H Logan having been appointed to officiate as Accountant General, Bengal received charge of that office before noon on the 31st August 1881

No 2882 —Babu Ishan Chandra Basu* S A having been appointed to officiate as Assistant Accountant-General Bengal received charge of that office before noon on the 31st August 1881

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

সিরিপৃতা বিষয়ক—বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

২৭৫ নম্বর।—হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী মান্যবর শ্রীযুক্ত সি গ্রাণ্ট সাহেব সি, এস ও সি, এস, আই করিন ডিপার্টমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

২৭৭ নম্বর।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত এ মাকেঞ্জি সাহেব সি, এস হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

মান্যবর শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব ও শ্রীযুত মাকেঞ্জি সাহেব পরস্পর এই মাসের ৬ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্মের ভার অর্পণ ও গ্রহণ করিলেন।

এফ সি, ডক্স,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

করিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।—সাধারণ।

সিমলা ১৮৮১ সাল, ৮ সেপ্টেম্বর।

৬৮৬ G G নম্বর।—করিন্ ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত সর এ সি লায়ল সাহেব, কে সি বি, ১৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্তে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫৯ ধারামতে ইউরোপে গমনার্থে আট মাসের নিয়মিত ছুটী পাইলেন।

১৬৮৮ G G নম্বর।—শ্রীযুক্ত সর এ সি লায়ল সাহেব কে সি, বি নিয়মিত ছুটী লইয়া গমন করাতে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার অতিরিক্ত মেম্বর ও হোম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী মান্যবর শ্রীযুক্ত সি গ্রাণ্ট সাহেব সি এস ও সি এস আই ১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ অবধি করিন্ ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

এচ এম, ডুরাণ্ড
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন

সিমলা ১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৫৩ নম্বর।—শ্রীযুক্ত এ পি মাকডানেল সাহেব সি এস ১৮৮ সালের ৩১ আগষ্ট অবধি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে পুনঃ সংস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

২৮৬৬ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ৮ আইনের ২৩ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি দূর হইতে শব্দ চালনের ভার প্রস্তুত ও তাহা রক্ষাকরণার্থে যে উপায় ও যন্ত্রের ব্যবহার হয় তাহার উপর ভারতবর্ষীয় তারিক বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনমতে কষ্টমের মত মাশুল দিতে হয় তাহা না দিবার আজ্ঞা করিলেন।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৮৬৯ নম্বর।—শ্রীযুত বাবু লোগান সাহেব বঙ্গদেশের আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮১ সালের ৩১ আগষ্টের পূর্ব্বাহ্নে উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

২৮৭২ নম্বর।—শ্রীযুত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, এম এ বঙ্গদেশের আসিষ্টাণ্ট আকৌণ্টাণ্ট জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হওয়াতে ১৮৮১ সালের ৩১ আগষ্টের পূর্ব্বাহ্নে উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৩ সেপ্টেম্বর।]

No 2967 —In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Indian Stamp Act 1879, the Governor General in Council is pleased to remit in the whole of British India the stamp duty payable on leases or counterparts thereof executed at the time of settlements made directly by Government with existing occupants of land whether zemindars or tenants and whether self cultivating or not provided that no fine or premium is paid in consideration of such lease

T C HOPE
Offg Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Simla, the 8th September 1881

No 294 —Mr W deW Peel, Executive Engineer, Fourth Grade is transferred from the Railway Establishment of the Government of Bengal to the Office of the Consulting Engineer to the Government of India for Guaranteed Railways Calcutta, with effect from the date that he returns from special privilege leave

W S IRVINE RE *Colonel*
Offg Secy to the Govt of India

২৯৬৭ নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ভূমির বর্ত্তমান দখীলকারের (অর্থাৎ জমীদার বা প্রজা হউন তিনি যে কোন নাম, করুন তাহার) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্ত করণকালে পাট্টা ও কবুলিয়তের উপর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে ইষ্টাম্প মাসুল দিতে হয় তাহা না দিবার আজ্ঞা করিলেন। এ ভিন্ন তদ্রূপ পাট্টা সম্বন্ধে অর্থদণ্ড বা অগ্রিম টাকা লওয়া গেলে ইষ্টাম্প মাসুল দিতে হইবে।

টি স কোপ
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পব্লিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।

২৯৪ নম্বর।—চতুর্থ শ্রেণীর এক্সেকিউটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ডবলিউ সি, ডবলিউ পাল সাহেব বিশেষ অনুগ্রহের ছুটীহইতে প্রত্যাগমনের তারিখ অবধি বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে পরিশ্রুত হইতে কলিকাতার গার্ণাল্টিড রেলওয়ের পক্ষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কনসল্টিং ইঞ্জিনিয়রের আফিসে প্রেরিত হইলেন।

ডবলিউ এস ট্রেবর, আর ই কর্ণেল,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর ।

PART II

Resolutions Orders and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 3927A

GENERAL —*The 1st September* 1881 —Mr A P MacDonnell is appointed to act as Secretary to the Government of Bengal in the Revenue and General Departments, during the absence on deputation of the Hon ble H J Reynolds or until further orders

The 7th September 1881 —Baboo Koylash Chunder Das Temporary Sub Deputy Collector now employed as Court of Wards Manager in Chittagong is allowed leave for one and a half months under Section 136 Rule 2 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may be relieved

The 9th September 1881 —Mr J Kelleher Joint Magistrate and Deputy Collector who reported his arrival in India on the 5th instant is posted to Jessore

The 10th September 1881 —Baboo Raj Mohun Das Temporary Sub Deputy Collector Noakholly is allowed leave for one month, under Section 133 Chapter X of the Civil Leave Code

The 12th September 1881 —Baboo Obhoy Chunder Das Deputy Magistrate and Deputy Collector joined his appointment at the Sudder station of the 24-Pergunnahs on the forenoon of the 6th instant

Baboo Kristo Chunder Dutt Deputy Magistrate and Deputy Collector Furreedpore is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Mr H E J Kean has been granted by Her Majesty s Secretary of State for India an extension of leave for one month on medical certificate

Mr J White Deputy Magistrate and Deputy Collector, has been granted by Her Majesty s Secretary of State for India an extension of leave for two months on medical certificate

Major W I Samuells Assistant Commissioner in charge of the Gobindpore division of the Manbhoom district is transferred to the Sudder station of that district

Mr A H Collins Assistant Magistrate and Collector Hazareebagh, is transferred to Manbhoom and is appointed to have charge of the Gobindpore division of that district

The 13th September 1881 —Mr T J C Grant Officiating Magistrate and Collector Cuttack is appointed to act until further orders as Magistrate and Collector of Pooree

Mr C Codfrey Officiating Magistrate and Collector, Pooree is appointed to act until further orders as a Joint Magistrate and Deputy Collector of the First Grade and to have charge of the Khoorda division of the district of Pooree

Baboo Komul Nath Chose Deputy Magistrate and Deputy Collector, in temporary charge of the Khoorda division of the Pooree district is transferred to the Sudder station of that district

Baboo Amarnath Bhuttacharjee, Deputy Magistrate and Deputy Collector Barripore 24 Pergunnahs is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Baboo Juggmohun Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector, Balasore, is vested with the powers of a Collector under Section 100 of Act IX (B C) of 1880 in that district

Baboo Rajendra Nath Roy Deputy Magistrate and Deputy Collector Sarun is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

The following promotions and confirmations are made in the Subordinate Executive Service —

Confirmed in the Fourth Grade

Moulvie Mahomed Deputy Magistrate and Deputy Collector Kissoregunge, Mymensingh with effect from the 9th July 1881

Promoted temporarily to the Fourth Grade

Baboo Dwarka Nath Sen Deputy Magistrate and Deputy Collector Jungypore Moorshedabad *vice* Moulvie Mahomed

Confirmed in the Fifth Grade

Baboo Nund Kishore Das Deputy Magistrate and Deputy Collector, on deputation, as Assistant Superintendent, Tributary Mehals Cuttack, *vice* Moulvie Mahomed

[*Government Gazette 20th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৯২৭ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।—রাজকার্য্যাপেক্ষে মাননীয় শ্রীযুত এচ জে, রেমণ্ডস সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অপর যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুত এ পি মাকডনেল সাহেব রাজস্ব ও সাধারণ কার্য্যবিভাগে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামে সম্প্রতি কোর্ট অফ ওয়ার্ডের কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ নিযুক্ত কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস আপনার প্রতি কর্ম্মের ভার পূর্ণ করিবার তারিখ অবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১৩৬ ধারার ২ প্রকরণ মতে দেড় মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।—জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে কেলেহর সাহেব এই মাসের ৫ তারিখে ভারতবর্ষে পঞ্চজনের রিপোর্ট করিবা যশোহরে অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১০ সেপ্টেম্বর।—অবস্থাধীন কিয়ৎকালীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজমোহন দাস সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৩ অধ্যায়ের ১৩৩ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অভয়চন্দ্র দাস এই মাসের ৬ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ২৪ পরগণায় সদর মোকামে আপন কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ফরীদপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত উক্ত জিলায় ১৮৭৩ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ভারতবর্ষেরপক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব শ্রীযুত এচ এফ জে কীন সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আর এক মাসের ছুটী দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে, ওয়াইট সাহেবকে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে আর দুই মাসের ছুটী দিয়াছেন।

মানভূম জিলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহকুমার কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনার মেজর শ্রীযুত ডবলিউ এল সমুয়েলস সাহেব উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

বাঙ্গালা দেশের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত এ এচ দলিপ্স সাহেব মানভূম প্রেরিত হইবা উক্ত জিলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।—কটকের একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত টি জে সি গ্রাণ্ট সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

পুরীর একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুত জি গফফি সাহেব যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট-মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইবা পুরী জিলার অন্তর্গত খুর্দ্দা মহকুমার কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

পুরীজিলার অন্তর্গত খুর্দ্দা মহকুমার কিয়ৎকালীন অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু কমলনাথ ঘোষ উক্ত জিলার সদর মোকামে প্রেরিত হইলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু অমরনাথ ভট্টাচার্য্য উক্ত জিলায় ১৮৭৩ সালের ৩ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু জগ মোহন রায় উক্ত জিলায় ১৮৭৩ সালের ৯ আইনের ১০০ ধারামতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সারণের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু রাজনাথ রায় উক্ত জিলায় ১৮৭৩ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

সবর্ডিনেট এক্সেকিউটিব সার্ব্বিসে নিম্নলিখিত পদ বৃদ্ধি ও স্থায়ি করা গেল।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ ১৮৮১ সালের ৯ জুলাই অবধি

চতুর্থ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদের পরিবর্ত্তে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কান্দীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ সে

নিয়ৎকালের নিমিত্তে চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদের পরিবর্ত্তে কটকের পেশকার মহালের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টরূপ প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত বাবু নন্দকিশোর দাস

পঞ্চম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

Confirmed in the Sixth Grade

Baboo Chunder Coomar Dutt Deputy Magistrate and Deputy Collector, temporarily posted to Patuakhally Backergunge, *vice* Baboo Nund Kishore Das

Mr A H Warde Jones Deputy Magistrate and Deputy Collector on deputation, with effect from the 24th July 1881 *vice* Baboo Judoo Nath Choudhury deceased

Promoted temporarily to the Sixth Grade

Baboo Umesh Chunder Batabyal Deputy Magistrate and Deputy Collector, Tumlook, Midnapore *vice* Mr A H Warde Jones

Confirmed in the Seventh Grade

Mr E McL Smith, Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector, Pakoor Sonthal Pergunnahs *vice* Baboo Chunder Coomar Dutt

Moulvie Bazlul Karim Temporary Deputy Magistrate and Deputy Collector Purneah, *vice* Mr A H Warde Jones

The following Officiating Deputy Magistrates and Deputy Collectors are appointed temporarily to the Seventh Grade of the Subordinate Executive Service —

Baboo Dwarka Nath Mookerjee employed on the Dearah Survey *vice* Baboo Umesh Chunder Batabyal

" Shama Churn Das, Serampore Hooghly *vice* Moulvie Abdool Waheb, deceased

POLICE —*The 8th September* 1881 —Mr J F Leadbeater Inspector of Police is promoted from the Second to the First Grade with effect from the 1st August 1881, *vice* Baboo Gopal Hurry Mullick

Baboo Kali Prosonno Mookerjee, Inspector of Police is promoted from the Third to the Second Grade *vice* Mr J F Leadbeater promoted

The 12th September 1881 —Mr P A Sandilands, Officiating Assistant Superintendent of Police Rungpore is allowed leave for three months under Section 136 Rule 2 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the date on which he may avail himself of it

The 13th September 1881 —Mr G M M Ridsdale District Superintendent of Police, Chittagong, is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 15th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Gopal Hurry Mullick Assistant Superintendent of Police Jessore is appointed to act as District Superintendent of Police Chittagong during the absence on leave, of Mr G M M Ridsdale or until further orders

Mr C Jennins Assistant Inspector General Railway Police, is allowed leave for one month under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code

Mr S H James District Superintendent of Police Jessore is appointed to act as Assistant Inspector General Railway Police, during the absence on leave, of Mr C Jennins or until further orders

Mr F Lambert, Deputy Commissioner of Police Calcutta is allowed leave for one month and fifteen days under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the 26th instant, or such subsequent date as he may avail himself of it

Major A R Wilkinson Personal Assistant to the Inspector General of Police, is appointed to act as Deputy Commissioner of Police, Calcutta during the absence, on leave of Mr J Lambert or until further orders

Mr H G Wilkin District Superintendent of Police, 24-Pergunnahs, is appointed to act as Personal Assistant to the Inspector General of Police during the absence, on deputation of Major A R Wilkinson or until further orders

Mr H N Harris Officiating District Superintendent of Police Howrah, is appointed to act as District Superintendent of Police, 24 Pergunnahs, during the absence, on deputation, of Mr H G Wilkins, or until further orders

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকিশোর দাসের পরিবর্ত্তে বাকরগঞ্জের অন্তর্গত পটুয়াখালীতে কিয়ৎকালের নিমিত্তে অধ্যাপিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত ও

বাবু যদুনাথ চৌধুরীর মৃত্যু হওয়াতে ১৮৮১ সালের ২৪ জুলাই অবধি রাজকার্য্যে প্রেরিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এ, এচ, ওয়ার্ডি জোন্স সাহেব

ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত এ, এচ ওয়ার্ডি জোন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল কিয়ৎকালের নিমিত্ত

ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দত্তের পরিবর্ত্তে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত ই, মকলস্কিথ সাহেব ও

শ্রীযুক্ত এ, এচ ওয়ার্ডি জোন্স সাহেবের পরিবর্ত্তে পুরণিয়ার কিয়ৎকালীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত মৌলবী মজলল করিম

সপ্তম শ্রেণীতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত একটিং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা কিয়ৎকালের জন্যে সবর্ডিনেট এক্সেকিউটিং সর্ব্বিসের সপ্তম শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যালের পরিবর্ত্তে হুগলীর অরীপীকার্য্যে নিযুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

মৌলবী আবদুল ওয়াহেবের মৃত্যু হওয়াতে হুগলীর অন্তর্গত শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামা চরণ দাস।

পোলীস বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল হরি মল্লিকের পরিবর্ত্তে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জে এক লেডবীটর সাহেব ১৮৮১ সালের আগষ্ট মাসের ১ তারিখ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণীহইতে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জে এক লেডবীটর সাহেব উক্ত পদভুক্ত হওয়াতে পোলীসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীহইতে দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—রঙ্গপুরের পোলীসের একটিং আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি, এ, সাণ্ডিলাণ্ডস সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ৩১ ধারার ২ প্রকরণমতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত জি, এম, এম রিডসডেল সাহেব এই মাসের ১৫ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জি, এম এম রিডসডেল সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় যশোহরের পোলীসের আসিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু গোপালহরি মল্লিক চট্টগ্রামের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রেলওয়ে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর জেনরল শ্রীযুক্ত সি, জেনিঙ্গ সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত সি জেনিঙ্গ সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় যশোহরের পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এ এচ, জেমস সাহেব রেলওয়ে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরলের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশ্যনর শ্রীযুক্ত জে, লাম্বর্ট সাহেব, এই মাসের ২৬ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাস পদের নিমের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত জে, লাম্বর্ট সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্ট মেজর শ্রীযুক্ত এ, আর, উইলকিন্সন সাহেব কলিকাতার পোলীসের ডেপুটী কমিশ্যনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে মেজর শ্রীযুক্ত এ, আর উইলকিন্সন সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ, জি উইলকিন্স সাহেব পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের স্বকীয় আসিষ্টাণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুক্ত এচ, জি, উইলকিন্স সাহেবের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, হাবড়ার পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ, এন, হারিস সাহেব, ২৪ পরগনার পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

REGISTRATION —*The 12th September* 1881 —Baboo Rajkrishna Banerjee, Special Sub Registrar Tipperah is allowed leave for one month, under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 26th instant or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Anand Chunder Guha is appointed to act as Special Sub Registrar of Tipperah during the absence on leave of Baboo Rajkrishna Banerjee or until further orders

EDUCATION —*The 12th September* 1881 —Baboo Nrishungha Churn Nundy, is appointed to be a member of the Culnah School Committee, in the district of Burdwan *vice* Baboo Dinobundhoo Nundy resigned

MEDICAL —*The 6th September* 1881 —Baboo Bhagabati Charan Chowdhuri, is appointed to be a member of the Committee for the management of the Mancoor Dispensary in the Burdwan district

The 12th September 1881 —Assistant Surgeon Poorna Chunder Sing, in charge of the Burrisal Dispensary in the district of Backergunge is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code, with effect from the date on which he may be relieved

Assistant Surgeon Lalim Chuna Dutt a Supernumerary at the Presidency is appointed to have charge of the Burrisal Dispensary in the district of Backergunge, during the absence on leave of Assistant Surgeon Poorna Chunder Sing or until further orders

The 13th September 1881 —Apothecary J F Mills Steward, Presidency General Hospital is allowed leave for three months under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 1st on which he may avail himself of it

FORESTS —*The 12th September* 1881 —Mr W M Green Assistant Conservator of Forests Julpigoree Division is allowed privilege leave for forty days under Section 136, Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 1st September 1880, or any subsequent date on which he may avail himself of it

Mr F B Monson, Assistant Conservator of Forests Kurseong Division is appointed to take charge of the Julpigoree Division in addition to his own duties during the absence, on leave of Mr Green, or until further orders

The 12th September 1881 —In supersession of the Notification of the 27th April last Mr W F Hobson Sub Assistant Conservator of Forests Chittagong Division was allowed privilege leave for one month and five days from the 15th March 1881, under Section 71, of the Civil Leave Code Mr Hobson reported his return from leave, on the forenoon of the 21st April 1881

ECONOMIC MUSEUM —*The 12th September* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee of Manbhoom —

Mr F A Dawson Officiating District Superintendent of Police
Surgeon H W Hill Civil Surgeon
The Sub divisional Officer of Govindpore
Baboo Braj Krishna Ghose Moonsif of Raghunathpore
Nilmoney Das Moonsif of Barabazar

The 13th September 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee of Moorshedabad —

Mr J Perrin head manager of Messrs L Payne & Co's silk factories
Baboo Akhoy Kumar De Assistant Surgeon, City, Moorshedabad
" Bem Madhub Bose ditto Berhampore
" Amrita Lal Mazumdar ditto Azimgunge
" Chundra Kumar Gupta ditto Kandi
" Bejoy Gobind Chowdry ditto Jungipore
" Brojendro Nath Sen ditto Lalgola
Mr F A Lang Donkole factory
" T Beatty Offg Executive Engineer Nuddea Rivers Division
" W R Johnston Toll Collector of Jungipore
The Sub divisional officer of Kandi
Baboo Eshan Chunder Sen, Deputy Magistrate and Deputy Collector

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—ত্রিপুরার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাসের ২৬ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্তবাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত ত্রিপুরার বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু নন্দী কর্ম্ম ত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র নন্দী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনার স্কুল কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ চৌধুরী বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মানকরের ঔষধালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশালের ঔষধালয়ের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভারার্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতিকালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয়, রাজধানীতে অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত লম্ভ্রণীচরণ দত্ত বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশালের ঔষধালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।—প্রেসিডেন্সী জেনরল হাস্পাতালের ট্যুটার্ট আপথিকারি শ্রীযুক্ত জে এফ, মিলস, সাহেব যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী পাইলেন।

বন বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—জলপাইগুড়ি খণ্ডের সহকারি বনরক্ষক শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এম গ্রীন সাহেব ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৬ ধারামতে চল্লিশ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

শ্রীযুক্ত গ্রীন সাহেবের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় কসিয়ঙ খণ্ডের সহকারি বনরক্ষক শ্রীযুক্ত এম বি, মজুমদার সাহেব আপন কর্ম্মাতিরিক্ত জলপাইগুড়ি খণ্ডের কর্ম্মের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—গত আগ্রিল মাসের ২৭ তারিখের বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া এই আজ্ঞা দেওয়া গেল। চট্টগ্রাম খণ্ডের সব আসিষ্টাণ্ট বনরক্ষক শ্রীযুক্ত ডব্লিউ এফ হবসন সাহেব সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭১ ধারামতে ১৮৮১ সালের ৫ মার্চ অবধি এক মাস পাঁচ দিনের অনুগ্রহের ছুটী পান। তিনি ১৮৮১ সালের ২১ আগ্রিলের পূর্ব্বাহ্নে ছুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন রিপোর্ট করেন।

ইকনমিক মিউশিয়ম বিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মানভূমের স্থানীয় ইকনমিক মিউশিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

পোলীসের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এফ এ ডাসন সাহেব।

সিবিল চিকিৎসক সর্জন শ্রীযুক্ত এচ, ডবলিউ, হিল সাহেব।

গোবিন্দপুর মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ।

রঘুনাথপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ।

বড়বাজারের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি দাস।

১৮৮১ সাল ৩ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা মুরশিদাবাদের স্থানীয় ইকনমিক মিউশিয়ম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মেসর্স এল পেন কোম্পানির রেশমকুঠীর প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, পেরিন সাহেব।

শহর মুরশিদাবাদের আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দে।

বহরমপুরের আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত বাবু বেণী মাধব বসু।

আজিমগঞ্জের ঐ ,, বাবু মৃত লাল মজুমদার।

কান্দির ঐ ,, বাবু চন্দ্রকুমার গুপ্ত।

জঙ্গিপুরের ঐ ,, বাবু বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী।

লালগোলার ঐ ,, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

ডোমকোল কুঠীর শ্রীযুক্ত ই, এ, লাং সাহেব।

বলীয়ার নদী খণ্ডের একটিং একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত টি নিয়াটি সাহেব।

জঙ্গিপুরের কুল কলেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ আর জনষ্টন সাহেব।

কান্দি মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র সেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

MUNICIPAL —*The 5th September* 1881 —The following gentlemen are reappointed to be Commissioners of the North Barrackpore Municipality in the district of the 24-Pergunnahs —

Baboo Huro Lal Pal. | Baboo Kedar Nath Banerjee

The 6th September 1881 —The following gentlemen are reappointed to be Commissioners of the Culna Municipality —

1 Baboo Chandra Nath Roy, Pleader
2 Baboo Nemy Charan Gangooly, Zemindar
3 Baboo Surja Narain Survadhicari, Medical Practitioner

The 9th September 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Municipal Committee of Purulia —

1 Baboo Nilmadhab Gangooly, Talookdar
2 Baboo Rajkrishna Bhuttacharjee
3 Baboo Mohendra Nath Nag Pleader

The Lieutenant Governor approves the election by the Commissioners of the Chittagong Municipality of Mr J Kennedy, Officiating Joint Magistrate and Deputy Collector, to be their Vice Chairman

ROAD CESS —*The 12th September* 1881 —Baboo Nrishingha Churn Nundy is appointed to be a member of the Branch Road Cess Committee of Culnah in the district of Burdwan *vice* Baboo Dinobandhoo Nundy, resigned

The following Notifications are re published from the *Assam Gazette* —

No 176 —*The 31st August* 1881 —During the absence, on privilege leave, of Lieutenant Colonel A F Campbell, Deputy Commissioner Sibsagar Mr R T Greer c s Supernumerary Assistant Commissioner, Third Grade, is appointed to act in the Fourth Grade, as Deputy Commissioner of that district

No 63 —*The 1st September* 1881 —Mr H V H Roberts, Assistant Superintendent of Police, Kamrup was relieved of his duties on the afternoon of the 26th ultimo

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 13th September 1881 —It is hereby notified for general information, that the next half yearly Departmental Examination of Assistant and Deputy Magistrates, in the Regulation and Non Regulation districts and of officers in the Police, Medical and Opium Departments, will begin on Monday, the 14th November 1881

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF HAZARIBAGH

The 6th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Hazaribagh have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pies, or two pice on each rupee of the annual value of lands and annual net profits of mines, and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

DISTRICT OF BHAGULPORE

The 7th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Bhagulpore, have determined to levy road cess for the cess year commencing from

the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 12th September 1881 —Under the power vested in him by Section I of Act V (B C) of 1880 the Bengal Vaccination Act the Lieutenant Governor hereby declares his intention to extend the provisions of the said Act to the Municipality of Bograh

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 7th September 1881 —It is hereby notified that under the powers vested in him by Section 32 Act V (B C) of 1876 the Lieutenant Governor is pleased to exclude from the operation of the said Act the following roads lying within the limits of the Chittagong Municipality and to authorize their transfer to the charge of the Road Cess Committee of the district —

1 The Hathazari road, from the point where it enters the Municipality up to the Commissioner's Cutcherry

2 The Bakolia road from the point where it enters the Municipality to where it joins the Hathazari road near the racquet Court

3 The Halishahar road from the point where it enters the Municipality to where it joins the Imperial Dacca road

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTICE

The 5th September 1881 —Notice is hereby given under clause 2 Section 14 of Act V (B C) of 1876 that the Lieutenant Governor intends to vest in the Commissioners of the Municipality of Barasat in the district of the 24 Pergunnahs the Charitable Dispensary situated within the Municipality the said Dispensary not being private property, or the property of any religious institution or society

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

DECLARATION

The 10th September 1881 —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the expense of the Comillah Municipality for a public purpose viz for a trenching ground for the night soil of the Comillah Municipality in the village of Daulatpur tuppah Khash pergunnah Meharkul zillah Tipperah it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 bighas 17 cottahs 3½ chittacks of standard measurement is required The land is bounded on the north by Bibir Bazar Road, on the east by Bhaga Chang's jote lands on the south by a channel or jola and on the west by the jote lands of Lochan Chang and Man Chand

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 20th September* 1881]

কমিটী অভ্যুক্তপত্রে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲ ০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডে। কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশে গোরীকে টিকা দান বিষয়ক ১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ১ ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি এতদ্দ্বারা বগুড়া মুনিসিপালিটীতে উক্ত আইনের বিধান প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩২ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে তিনি চট্টগ্রাম মুনিসিপালিটীর সীমার অন্তর্গত নিম্নলিখিত পথ উক্ত আইনের কার্য্যপ্রকরণ হইতে মুক্ত করিয়া উক্ত জেলার পথকর কমিটীর কর্ত্তৃত্বাধীনে অর্পণ করিবার আদেশ করিলেন।

১।—হাট হাজারীপথ মুনিসিপালিটীর যে স্থানে প্রবেশ করে তথা হইতে কমিশনরদের কাছারী পর্য্যন্ত।

২।—বাকোনিয়া পথ মুনিসিপালিটীর যে স্থানে প্রবেশ করে তথা হইতে রাকেট আদালতের নিকট যে স্থানে কাটহাজারিরপথে মিলিত সেই স্থান পর্য্যন্ত।

৩।—হালিশহর পথ মুনিসিপালিটীর যে স্থানে প্রবেশ করে তথা হইতে ইন্সিনিয়ল চাকা পথে যে স্থানে মিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বারাসত মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে দাতব্য ঔষধালয় আছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের বা ধর্ম্মালয়ের বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি না হওয়াতে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৪ ধারার ২ প্রকরণমতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের প্রতি অর্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেহরকুল পরগণার খাস তপ্পের দৌলৎপুর গ্রামে কমিল্লা মুনিসিপালিটীর বিষ্ঠানিক্ষেপার্থ গর্ত্তখননের জন্যে কমিল্লা মুনিসিপালিটীর অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত কমিটীমতে ন্যূনাধিক ৬৮২৶১০ ছটাক পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা বিবির বাজার পথ পূর্ব্ব সীমা ভারতচন্দ্র জের যোত ভূমি দক্ষিণ সীমা খাল বা জলা, পশ্চিম সীমা সোহন চন্দ্রের ও মা [illegible] জির যোত ভূমি।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালে ১০ আইনের ৬ ধারার বিধান মতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

JUDICIAL DEPARTMENT

No 3938A

The 9th September 1881 —Mr J Kellner Joint Magistrate and Deputy Collector, Jessore is vested with the powers of Magistrate of the First Class and with the power to try summarily the offences mentioned in Section 222 of the Criminal Procedure Code

The 11th September 1881 — Baboo Jogendr nath Deb, is appointed to act as a Moonsif in the district of the 24 Pergunnahs and to be ordinarily stationed at Alipore during the absence of Baboo Mohendronath Roy or until further orders

Baboo Bimola Churn Bhuttacharjee Deputy Magistrate and Deputy Collector Hooghly, is vested with the powers under Sections 142 and 521 of the Criminal Procedure Code

LEAVE OF ABSENCE TO MOONSIFS —*The 10th September* 1881 —Baboo Krishna Dhun Chowdhry Moonsif of Jamalpore in the district of Mymensingh, is allowed leave of absence for two months under the Note to Rule 1 Section 72 of the Civil Leave Code, with effect from the 23rd September 1881, or such subsequent date as he may avail himself of it

Baboo Mohendronath Roy Second Moonsif of Alipore in the district of the 24 Pergunnahs is allowed leave of absence for one month, under Section 187 Chapter X of the Civil Leave Code with effect from the 20th ultimo

HORACE A COCKERELL,
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 6th September 1881 —It is hereby notified that Hurry Nath Sandal late Nazir of the Rungpore Collectorate who has been convicted of criminal breach of trust and sentenced to three months imprisonment and to pay a fine of Rs 50 is declared incapable of serving Government again in any capacity

The following descriptive roll of the prisoner is published for general information —

Descriptive roll of Hurry Nath Sandal late Nazir of the Rungpore Collectorate who, being convicted of the offence of criminal breach of trust has been dismissed from Government service —

| | | |

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৩৯২৮ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।—যশোহরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত কে কেলেহর সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২২২ ধারার লিখিত অপরাধের সবাসেরী বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১৮৮১ সাল ১১ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের অনুপস্থিতি কালে অথবা যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ দেব ২৪-পরগণা জিলার মুনসেফের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়া সাময়িক আলিপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ১৪২ ও ৪২১ ধারামতে ক্ষমতা পাইলেন।

মুনসেফদের ছুটী।—১৮৮১ সাল ১০ সেপ্টেম্বর।—মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত জামালপুরের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী ১৮৮১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭২ ধারার ১ প্রকরণের মন্তব্যমতে দুই মাসের ছুটী পাইলেন।

২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১০ অধ্যায়ের ১২৭ ধারামতে গত মাসের ২৫ তারিখ অবধি এক মাসের ছুটী পাইলেন।

হরেল এ, কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, রঙ্গপুরের কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব নাজীর শ্রীহরিনাথ সান্যাল অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণাপরাধের অপরাধী প্রমাণ হইয়া তাহার তিন মাস কারাদণ্ডের ও ৩০ টাকা অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হওয়াতে সে আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ করা গেল।

বন্দীর নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

রঙ্গপুরের কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব নাজীর যে শ্রীহরিনাথ সান্যাল অপরাধভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করণাপরাধের অপরাধি প্রমাণ হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ।

পদের নাম সহ নাম।	উচ্চতা, বিবরণ ও শরীরের অন্যান্য বিশেষ চিহ্ন।	পুরুষ বা স্ত্রী ও বয়স।	ধর্ম্ম ও জাতি।	বাসস্থান।	অপরাধির অপরাধের যথা যুক্ত অপরাধ।	কবে ও কোথা পূর্ব্বে দণ্ডাজ্ঞা।	দণ্ডাজ্ঞা।					মন্তব্য।
							তারিখ।	প্রকার।	বৎসর।	মাস।	দিন।	
নাজীরের সাহায্যের গুরু শ্রীহরিনাথ সান্যাল।	উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। রঙ্গ বর্ণ বদন গোল ললাট প্রশস্ত নাসিকা উন্নত কপোলদ্বয় উন্নত কাণ দুটী বড় বড় ডাহিনে কাণের নীচে ক্ষত চিহ্ন।	পুরুষ।—৩৮ বৎসর।	হিন্দু।—ব্রাহ্মণ।	দক্ষিণ্য জিলার অন্তর্গত নাটিপুর গ্রামের নিবাসি নাটিপুর	অপরাধের মত বিশ্বাস ঘাতকতা ও রাজাজ্ঞা রাজকীয় কার্য্য করিতে অবহেলা করণ।	নাজীরের কার্য্যকারক রঙ্গপুরের কালেক্টরীর নাজীর।	১৮৮১ সাল ১৩ মুক্ত।	সাময়িক কারা দণ্ড ও ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ড।	০	০	০	আপীল করে নাই।

হরেল এ, কক্রেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

The 12th September 1881

No 261 —*Posting*—With reference to Notification No 259 of the 6th instant Mr L Behrmann, Assistant Engineer, First Grade, is posted to the Circular and Eastern Canals Division

H C LEVINGE
Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

The 12th September 1881

No 264 —*Transfer*—Mr E T Faulkner, Assistant Engineer, Second Grade is transferred in the interests of the public service from the Second Calcutta, to the Calcutta Workshop Division, which he joined on the 9th August 1881

No 265 —*Leave*—Baboo Aughor Nath Mukerjee, Assistant Engineer, First Grade, Chittagong Division is granted privilege leave for three months under Section 136 of the Civil Leave Code

S T TREVOR, *Lieut Col*, R E,
Joint Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

IRRIGATION

The 12th September 1881

No 266 —*Declaration*—Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an Escape Channel from the Rampore Distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 3 200 feet in length, and averaging from 63 to 118 feet in width and containing an area of six acres two roods and six poles more or less is required in the village of Mainpoor, pergunnah Chowsa in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 267 —*Declaration*—Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an Escape Channel from the Unwas Distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 2 170 feet in length and varying from 50 to 100 feet in width and containing an area of three acres and 22 poles more or less, is required in mouzahs Kuch Jugdis, and Mustafapoor, pergunnah Chowsa, in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 268 —*Declaration*—Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by the Government at the public expense for a public purpose, viz for an Escape Channel from the Kheri Distributary it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 3 400 feet in length, and varying from 70 feet to 92 feet in width and containing an area of 6 acres 2 roods and 31 poles

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

২৬১ নম্বর।—অবস্থিতির কথা।—এই মাসের ৬ তারিখের ২৫৯ নং বিজ্ঞাপনানুসারে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ই বেহর্ম্মন্ সাহেব সরকুলার ও পূর্ণিয়া খণ্ডে অবস্থাপিত হইলেন।

এচ, সি লেবিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

২৬২ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ই টি, কলকনর সাহেব রাজকার্য্যের আর্থের নিমিত্তে কলিকাতার দ্বিতীয় খণ্ড হইতে কলিকাতার কারখানা খণ্ডে প্রেরিত হইয়া ১৮৮১ সালের ৯ আগষ্টে তথায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

২৬৩ নম্বর।—ছুটী।—চট্টগ্রাম খণ্ডের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ১৩৬ ধারামতে তিন মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন

এস টি, ট্রেবর, লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল আর ই,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট, বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের জাইন্ট সেক্রেটরী।

জলসেচন।

১৮৮১ সাল ১২ সেপ্টেম্বর।

২৬৬ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ রাজপুর জলবিতরণের নালা হইতে জলনির্গমনের নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌসাপরগনার মাইনপুর গ্রামে ৩২৯০ ফুট দীর্ঘ ও গড়ে ৬৩ অবধি ১১৮ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৬ একর ২রুড ও ৬ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৬৭ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ অমওয়াস জলবিতরণের নালা হইতে জলনির্গমনের নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌসা পরগনার কচ জগদীশ ও মস্তাকাপুর মৌজায় ২ ১৭০ ফুট দীর্ঘ ও ৫০ অবধি ১০০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৩ একর ২২ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগত্যর্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

২৬৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ খেরি জল বিতরণের নালা হইতে জল নির্গমের নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত চৌসা পরগনার খেরি ও খরিকা মৌজায় স্থিত প্রায় ৩৪৫০

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

more or less situated in mouzahs Kheri and Kharika, pergunnah Chowsa, is required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 269 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for an Escape Channel from the Indour Distributary, it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 5 900 feet in length varying from 57 feet to 80 feet in width, and containing an area of 8 acres and 2 roods of land more or less situated in mouzahs Indour and Dewha, pergunnah Dinarah, is required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 270 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal, that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for the construction of a workshop in connection with the Orissa Coast Canal Works in the town of Balasore zillah Balasore, it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring 6 acres 1 rood and 37 poles more or less, bounded on the—

North —By the river Burraballong

East —By the lands appertaining to mouzah Purma Balasore, Shyamanandpore, and Mohamedpore, pergunnah Sunheet

South —By the cultivated land of Jaganath Dass and others and

West —By the houses of Jagarnath Dass and Bhagbut Mullick—is required within the aforesaid town of Balasore

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

G E S NEILL, *Major*, M S C,
Asst Secy to the Govt of Bengal P W Dept

The 13*th September* 1881

No 271 —*Notifications* —Messrs F Rawson and A S Thomson, Assistant Engineers, Second Grade, passed the Lower Standard Examination in Hindustani, on the 3rd instant

---

IRRIGATION

No 273 —*Notification* —Under Section 3 of the Bengal Survey Act, V of 1875, the Lieutenant Governor is pleased to order that a survey demarcation and settlement be made of all the existing public embankments in the district of Moorshedabad including those described in Schedule D of the Bengal Embankment Act, VI of 1873 and that the boundaries of all such embankments and adjacent estates be demarcated

H C LEVINGE
Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

The 13*th September* 1881

No 274 —*Notifications* —With reference to Notification No 250 of the 30th ultimo, Mr A G Bremner, Assistant Engineer, First Grade, joined the First Calcutta DIVISION, on the 1st instant

ফুট দীর্ঘ ও ৭০ অবধি ৯২ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৬ একর ২ রুড ৩১ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৬৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ ইন্দৌর জল বিস্তারণের নালা হইতে জল নির্গমনের নালা করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলার অন্তর্গত দিনারা পরগনার ইন্দৌর ও দেউহা মৌজায় প্রায় ৪৯৫০ ফুট দীর্ঘ ও ৪৭ অবধি ৮০ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৮ একর ২ রুড পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৭০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বালেশ্বর জিলার অন্তর্গত বালেশ্বর নগরে উড়িষ্যার সমুদ্রতীরবর্ত্তি খালের কাঁচা ক্রান্ত কারখানাবাড়ী প্রস্তুত করণার্থে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বালেশ্বর নগরে ন্যূনাধিক ৬ একর ১ রুড ৩৭ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির সীমা এই২ —

উত্তর সীমা।—বড়বলঙ্গ নদী।

পূর্ব্ব সীমা।—সুমন্বিত পরগনার পরম বালেশ্বর ও শ্যামানন্দপুর ও মহম্মদপুর মৌজার সামিল জমি।

দক্ষিণ সীমা।—জগন্নাথ দাস প্রভৃতির কর্ষিত ভূমি এবং

পশ্চিম সীমা।—জগন্নাথ দাস ও জগৎ মল্লিকের বাটী।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

জি এফ, ই, এস মীল মেজর এম এস সি,
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

২৭১ নম্বর। বিজ্ঞাপন।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এফ বাইন সাহেব ও শ্রীযুক্ত এ এস, ডামসন সাহেব এই মাসের ৩ তারিখে নিম্নতর কষ্টিমতে হিন্দুস্থানী ভাষায় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেন।

জলসেচন সম্পর্কীয়।

২৭৩ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব বঙ্গদেশের জরীপকরণ বিষয়ক ১৮৭৫ সালের ৫ আইনের ৩ ধারামতে এই আজ্ঞা করিলেন যে, বঙ্গদেশীয় বাঁধ বিষয়ক ৮৭৩ সালের ৬ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট বাঁধ সুদ্ধ মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাজকীয় বর্ত্তমান সকল বাঁধ জরীপ করিয়া চিহ্ন দিবার ও বন্দোবস্ত করিবার এবং উক্ত সকল বাঁধের ও তত্ত্ব মুকটবর্ত্তি মহালের সীমার চিহ্ন দিবার আদেশ করিলেন।

এচ, সি, সেরিল্ল
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৮৮১ সাল ১৩ সেপ্টেম্বর।

২৭৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—গত মাসের ৩০ তারিখের ২৫০ নং বিজ্ঞাপনোপলক্ষে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ, জি, ব্রেমনর সাহেব এই মাসের ১ তারিখে কলিকাতার প্রথম খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

No 128 dated 19th July 1881
167 dated 4th July 1881

The unexpired portion of the privilege leave, granted to Mr Bremner in the orders marginally noted is hereby cancelled

No 275 —Honorary Lieutenant and Deputy Assistant Commissary S S Saunders Assistant Engineer, Second Grade joined the First Calcutta Division, on the forenoon of the 1st instant

The unexpired portion of the privilege leave granted to him, is hereby cancelled

No 276 —*Transfer* —Baboo Rakhal Dass Chatterjee Assistant Engineer Second Grade is transferred in the interests of the public service from the Dacca to the Chittagong Division

No 277 —*Leave* —Baboo Haran Chunder Banerjee Assistant Engineer Second Grade Burdwan Division, is granted privilege leave for two months under Section 136 of the Civil Leave Code

S T TREVOR *Lieut Col* R E,

Joint Secy to the Govt of Bengal P W Dept

১৮৮১ সালের জুনের ১২৪ নং। শ্রীযুত ব্রেমনর সাহেব পার্শ্বলিখিত যে আজ্ঞামতে অনুগ্রহের
১৮৮১ সালের ৪ জুলাইর ১৬৭ নং। ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

২৭৫ নম্বর।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র অনরারি লেফ্টেনেণ্ট ও ডেপুটী আসিষ্টাণ্ট কমিসরি শ্রীযুক্ত এস এস সণ্ডার্স সাহেব এই মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতার প্রধান খণ্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তিনি যে অনুগ্রহের ছুটী পান তাহার অবশিষ্টাংশ এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

২৭৬ নম্বর।—স্থানান্তরে প্রেরণ।—দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু রাখাল দাস চট্টোপাধ্যায় রাজকার্য্যের স্বার্থের জন্যে ঢাকা খণ্ড হইতে চট্টগ্রাম খণ্ডে প্রেরিত হইলেন।

২৭৭ নম্বর।—ছুটী—বর্দ্ধমান খণ্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত বাবু হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ২৩৬ ধারামতে দুই মাসের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

এস টি ট্রেবর লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল, আর ই
পবলিক ও রুরল ডিপার্টমেণ্টে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট-সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।

PART VIII

ADVERTISEMENTS

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

জিলা বর্দ্ধমান।—নিলামের বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জিলাস্থিত নিম্নলিখিত সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত বিক্রয়ের শর্ত্তানুসারে ইং সন ১৮৮১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মোং বাং সন ২৮৮ সালের ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার তারিখে বর্দ্ধমানের কালেক্টরি কাছারিতে বিক্রয় করা যাইবেক।

খরিদারগণ নিম্নলিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত সকলের বাধ্য থাকিবে।

বিক্রয়ের শর্ত্ত।

১। অবধারিত মূল্যের উপর যে ব্যক্তি অত্যুচ্চ মূল্য ডাক করিবেক এই সম্পত্তি তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। খরিদারকে এই সম্পত্তির মালিক বিবেচনা করা যাইবেক এবং এই সম্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকী স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে অর্পণ করা যাইবেক কেবল চিরকালের জন্য অবধারিত রাজস্ব দিতে হইবেক।

২। প্রচলিত আইন ও বন্দোবস্তের কার্য্যানুসারে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার এবং বর্ত্তমান পাট্টা সকলের শর্ত্তের অধীনতায় এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক। এবং রাজস্বের হাকিমান কর্ত্তৃক যে কবুলিয়তের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে যে সকল বাসেন্দা প্রজা দস্তখত করিয়াছে খরিদারগণ তাহাদিগের স্বত্ব সকল স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেক।

৩। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০০৲ একশত টাকার কম হয় তাহা হইলে সমস্ত টাকা একবারে দাখিল করিতে হইবেক।

৪। যদ্যপি বিক্রয়ের মূল্য ১০০৲ একশত টাকা অধিক হয় তাহা হইলে তাহার চতুর্থাংশ এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বাকী টাকা বিক্রয়ের দিবস হইতে গণনা করিয়া ১৫ পনর দিবসের মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে, অথবা সেই দিবস কাছারি বন্ধ থাকিলে তাহার পর দিবস মধ্যাহ্নকালের মধ্যে দাখিল না করিলে ঐ বিক্রয় রহিত হইবেক এবং যে টাকা দাখিল হইয়াছে তাহাও গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক এবং প্রথম বিক্রয় সম্বন্ধে যেরূপ বিজ্ঞাপন জারী হইয়াছিল তদ্রূপ বিজ্ঞাপন জারির পর ত্রুটিকারক খরিদারের দায়ে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার বিক্রয় করা যাইবেক।

গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তির ষ্টেটমেণ্টে যে নম্বর আছে তাহা।	তৌজির নম্বর।	সম্পত্তি ও পরগনার নাম।	একের মালগুজারীর আনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব যাহা দেয় আছে।	একবারের মূল্য।	মন্তব্য।
			এ র পা			
১৪	৪৮১৯	কাশীপুর পং রাঢ়ীহাটী খাস নং ১৪।	০ ০ ৩	৬৲ তিন টাকা।	১৲ ছয় টাকা।	

BURDWAN COLLECTORATE
The 3rd August 1881

W R LARMINIE, *Collector*

জিলা বর্দ্ধমান।

ইস্তাহার দ্বারা কাছারি কালেক্টরী জেলা বর্দ্ধমান।

এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন যাইতেছে যে নিম্নের লিখিত বিক্রয়ের শর্ত্ত অনুসারে বর্দ্ধমান জেলাস্থিত নিম্নলিখিত রেইলওয়ে সি ক্রাস ভূমি রেইলওয়ে কোম্পানির আবশ্যক না থাকা প্রযুক্ত সন ১৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর মোতাবেক সন ১২৮৮ সালের কার্ত্তিক বুধবার তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময়ে জেলা বর্দ্ধমানের কালেক্টরী কাছারিতে নিলামে বিক্রয় হইবেক।

১। যদি খরিদের মূল্য ১০০ শত টাকার অধিক না হয় তবে সমস্ত মূল্য তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক।

২। খরিদের মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে মূল্যের চতুর্থাংশের এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয় হইবার দিবস এক দিবস গণনা করিয়া বিক্রয়ের দিনহইতে পঞ্চদশ দিনে দিবা দুই প্রহরের মধ্যে বাকী টাকা দাখিল করিতে হইবেক ঐ দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপর প্রথম যে দিন কাছারি খোলা থাকিবেক সেই দিনে দুইপ্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক দাখিল না করিলে বিক্রয় রহিত ও বায়না টাকা সরকারে জব্দ হইয়া প্রথমস্থলীয় বিক্রয়ের নিয়মানুসারে ইস্তাহার জারী করিয়া ত্রুটি কারক খরিদারের দায়ে পুনর্ব্বার নিলাম করা যাইবেক।

[*Government Gazette*, 20*th September* 1881]

৩। প্রত্যেক লাটের যে মূল্য অবধারিত হইল তদতিরিক্ত মূল্যে ঐ সকল ভূমি নিষ্করূপে নিলামের দ্বারা বিক্রয় করা যাইবেক।

৪। নিলাম মঞ্জুর হইলে খরিদারদিগকে দখল দেওয়া যাইবেক।

লাটের তারতম্য নম্বর।	জেলা।	পরগনা মৌজা।	যে নম্বর মাইলে জমি আছে।	রেইলওয়ের কোন পার্শ্বে আছে।	জমীর মোটামুটি পরিমাণ। একর বিঘা।	বিঘার পরিমাণে	মার্গী বৃত্ত মূল্য	জমির বর্ণনা।
১	বর্দ্ধমান	বুদবা পং সু পুর।	৯৬	পশ্চিম	২ ক্রোশ ১৯।২ ।৮	বিঘা ৫ ৪৪৯	৭৭৫	অজয় নদীর দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্রোশ জমির পশ্চিম ৯ মাইলের খুটার উত্তর বুদবার মালের জমির পূর্ব।
২	ঐ	ঐ	৯৫	পশ্চিম	৩ ।১ ।১২	৭/১৮	১০৫	৯৫ মাইলের খুটার দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্রোশ জমির পশ্চিম ভেদিয়ার উত্তর বুদবার মা নং জমির পূর্ব।
৩	ঐ	ভেদিয়া পং মনোহর শাহি।	৯৫	পশ্চিম	১ ।২ ।২	৪।১৯।১	৭	বুদবা গ্রামের দক্ষিণ রেইলওয়ে বি ক্রোশ জমির পশ্চিম কালিকের উত্তর ভেদিয়ার মালের জমির পূর্ব।

W R Larmour *Collector*

জিলা ফরীদপুর।

নিলামের বিজ্ঞাপন। কাছারী কালেক্টরী জিলা ফরীদপুর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ফরীদপুর জেলার অন্তঃপাতি নিম্নের লিখিত খাস মহাল গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্ব নীলামে ৯৮ সনের ২১ সেপ্টেম্বর (মোতাবেক ১৮৮৮ সালের ৬ আশ্বিন বুধবার) জেলা ফরীদপুরের কালেক্টরীতে বিক্রয় হইবেক এই মহাল যে ব্যক্তি ক্রয় করিবেন তিনি নিম্নলিখিত বিক্রয়ের নিয়ম সকলের অধীন থাকিবেন।

১। এই মহাল যে ব্যক্তি নীলামের প্রথম ডাকের উপর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডাকিবেক তাহা কই দেওয়া যাইবেক। ক্রেতা মহালের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে এ মহাল গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা তাহাকে বিক্রীত হইবে। কেবল চিরস্থায়ী ও সদর জমা দিতে হইবে।

২। বর্ত্তমান পাট্টা এবং বন্দোবস্তের কার্য্য কি প্রথম আইন হইতে উৎপন্ন স্বত্ব সকল বিক্রয়ের পরও বাহাল থাকিবেক রায়ত প্রজাকারকদিগের কৃত অধীনস্থীতে যে যে খোদকস্তা রায়ত স্বাক্ষর করিয়াছে ক্রেতা তাহাদিগের স্বত্ব মানিতে বাধ্য হইবে।

৩। একশত টাকার অধিক পণ হইলে সেই সমুদয় তৎক্ষণাৎ দিতে হইবেক।

৪। একশত টাকার অধিক হইলে তাবৎপণের চারি আনার এক অংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক বিক্রয়ের দিবস ৪০ দিবস গণিয়া গণনা করিয়া বিক্রয়ান্তর পঞ্চদশ দিনের মধ্যাহ্নকালে কিম্বা সেই দিবস বন্দের দিন হইলে তৎপরে প্রথম যে দিন কাছারী খোলা যায় সেই দিনের মধ্যাহ্নকালে যদি অবশিষ্ট টাকা দাখিল না হয় তবে বিক্রয় রহিত ও গচ্ছিত টাকা গবর্ণমেণ্টে জব্দ হইবেক ও প্রথম মূল্যে বিক্রয়কারীর পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করণপূর্ব্বক ঐ ত্রুটিকারি ক্রেতার ঝুকিতে সেই মহাল পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক।

খাস মহা লের নম্বর।	জিলার জমীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	ভূমি পরিমাণ। একর।	বোঘ	পোলা	সদর জমা। নির্দ্ধারিত বা জমা।	নীলাম দর। প্রথম ডাক।	মন্তব্য।
৩২৪	৫৪৫৬	তারকুমুরের মধ্য মধ্যে পংক্তে ল বাটী	২	১	৮	৬	৯৬	১৮ বৎসরের ১ কিস্তে হইতে কিস্তির দর হইবেক।

ফরীদপুর কালেক্টরি। J L B Jeffers *Offg Collector*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

জিলা বাকরগঞ্জ।

জমিদারির বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেওয়ানী বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায়ের নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৮ সনের ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষে বিক্রয় হইবে। ১৮৮১ সাল তারিখ ৩ জুলাই।

তপসীল।

[illegible] শ্রেণী।	তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বাকীর নম্বর।	কৈফিয়ত।
প্রথম শ্রেণী।	১৯৮৩	আকাপুর পরগনা।	একমালী হিং ৸১৸৩৸৫ অংশের মালীক ব্রজমোহন দত্ত চৌধুরী গয়রহ	মাট জমা ৮১৩ ।।৶১০ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া, অংশের জমা ২০৮৸৶৬	৭৸৶১।।	এই একমালী ৸১৸৩৸৫ অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৯৮৩৬	সিলিমাবাদ পরগনা হিং ৯ গণ্ডা।	হিং ৵৷৷গণ্ডা একমালী কালীপ্রসন্ন বসু গয়রহ।	৬৪৪৸৶৪ ২০৭৯৸৶৬।। মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৫১৯-৸৶৭।।	১ ৴৮৸	এই একমালী ৵৷৷ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৯৮১৬	সিলিমাবাদ ও গয়রহ পরগনা হিং ২। গণ্ডা।	হিং ৮৷১২।। তিন একমালী মালীক জগৎ মোহিনী গয়রহ।	১৪৪৯৸৶ ১ ৯৮৮২৶৫ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ২৬৪৸২।	৬৫৬৸৯৸	এই একমালী ৮৷১২।। তিন অংশ নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪৮৭২	পং বোর্ঘর ও মেরপুর বা ছুরাম বসু আহাহং আমা	অখিলচন্দ্র খাতুন গয়রহ।	২৪১১৶৶২৸ ১৪৪০।৴৪	৪৶৯	এই ষোল আনা মহাল নিলাম হইবেক ইতি।
ঐ	৪১৯৪	হক্কিয়ামবি পুরা চর।	একমালী হিং ।।৴ আনা মৌলবী আকবর আলী চৌধুরী গয়রহ।	২৬ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের জমা ৪০৪।০ ৪১৯৸০ মোট রাস্তা খরচ ৯৲ মিনাহ হিসাব পৃথক হওয়া অংশের ৩৸৶ ৪৴০	খাজানা ১।৴ রাস্তা খরচ ।।৴ ১৸৶০	এই একমালী। ৴০ আনা অংশ নিলাম হইবেক ইতি।

ANUND CHUNDER SEN
For Offg Collector

জিলা মেদিনীপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধান অনুসারে ইহার দ্বারা সকলকে জানান যাইতেছে যে জিলা মেদিনীপুরের ৬ সূর্য ৩ নিম্নলিখিত মহাল সকল উক্ত জিলার কালেক্টরি কাছারিতে নীলাম হইবে বাকী রাজস্ব এবং যে সকল দাবি ১৮৮১ সালের ২৮ জুন দিবসে দেয় হইলে বাকী রাজস্বের ন্যায় প্রচলিত আইন অনুসারে আদায় হইবার বিধি আছে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অবধি ১২৮৯ সালের ২ আশ্বিন বা ১২৮৮ সালের ১ আশ্বিন সোমবার দিবসে প্রকাশ্য নিলামে নিরবশেষ বিক্রয় হইবে। ১৮৮ সাল তারিখ ১৭ আগস্ট।

তমসুক।

তাল্লুকের নম্বর।	জিলার নম্বর	তৌজীর নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা	নাম মালিক।	মোট জমা।	বাকী ও অন্য অন্য দাবি নীলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				চিরস্থায়ী।			
১	৮	৫৪	ম আলাল পা ডংপ গাগ মাপুর	যমুনামণি দাসী ও সদানন্দ মাসান্ত নারায়ণের মাতা ও বসুমতী দাসী ও নন্দীপড়াক্ষ্য মাসান্ত নারায়ণের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও রত্নেশ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞ্যার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মধুসূদন মাসান্ত।	১ ৯৮৬/২		
				রাম মধুসূদন মাসান্তর পৃথক হিসাব	৪৭৮৬/৯		
				বাকী যমুনামণি দাসী	৭৪৮/৫	৩৭। ৭	

সদানন্দ মাসান্তর নারায়ণের মাতা ও বসুমতী দাসী নন্দীপ চাঁদ মাসান্ত নারায়ণের মাতা ও দ্বারিকানাথ মাসান্ত ও দর্পনারায়ণ মাসান্ত ও দীননাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও গোপীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীমতী রমাকিঙ্করী দেবী ও রত্নেশ ভট্টাচার্য্য ও গিরীশচন্দ্র পাল ও ভগবতী দাসী বৈদ্যনাথ ভূঞ্যার পত্নী ও শ্রীমতী গিরিজানন্দিনী দেবী যদুপতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণের মাতা ও রক্ষক ও মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর এজমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নীলাম হইবে।

২	১০	৬৯	ম আমতলা পং তুর্কাচোর	শ্রীমত্যা মটুনারণি দেবী ও দ্বারিকানাথ মাইতি ও স্বরূপ মাইতি ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিধিরাম গিরি ও নন্দরাম বাউড ও শ্রীমতী সারদাদাসী দেবী ও লক্ষ্মীনারায়ণ কর মহাপাত্র ও বলরামী বিশুই ও গোবিন্দপ্রসাদ বিশুই।	১১২৬০১	৪৪৮০	
৩	১৭৩	৩৭	ম বেড়াবেড়িয় প কাশীযোড়া	উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত	৯৯১।১১	৫৭২৶ ০	
৪	২৩০	৫৫৭	ম কাঁটাপাল পং খড়্গপুর	রঞ্জবেহারি রায় ও শ্রীনাথ চরণ পাল ও রামকুমার দে ও দ্বারিকানাথ পাল ও ক্ষেত্রমোহন পাল ও শ্রীগোবিন্দ লাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার লাল ও যতীন্দ্রকুমার লাল ও রবীন্দ্রকুমার ও নগেন্দ্রকুমার ও সুরেন্দ্রকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার নাবালগণের কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীন ম্যানেজর দ্বারিকানাথ মাল।	মাসান্ত কর্ত্তা ৬৩৭	১৩৪/৯	
৫	৬০০	১৮৭	ম বালগোবিন্দপুর ও গোপালপুর পং অমরশী	নরনারায়ণ রায় ও গঙ্গানাম মাইতি আনন্দ রায় রাম লক্ষ্মণনারায়ণ রায় ও ভোলানাথ ও ভারতপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয় ও চিত্তরঞ্জনারায়ণ রায় নাবালগের মহাফেজ পোষ্যমাতা শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ব্রহ্ম ও বৃত্তাবাই ও শিবনারায়ণ রায় শ্রীমত্যা লক্ষিয়ম বিবি মাতা রক্ষক লাল খাঁ ও অলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও জাগাদাদ খাঁ, নাবালগ চাঁদমণী ও মধুসূদন সিং।	১ ৩।/৯		

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮১। ২০ সেপ্টেম্বর।]

জীব নং	তৌজির নং	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা	নাম মালিক			
							এলাকা বাকী খাজনা বাদ।
				রাজকুমার রায় ও শিব নারায়ণ রায়ের পৃথক হিসাব	৬০।৯		
				রাজা শ্রীমতী লখিকনদিবি নাবালক লাল খাঁ ও আলতাপ খাঁ ও খেলন খাঁ ও আলাদাদ খাঁ নাবালগণের পৃথক হিসাব	১২৸/		
				রাজা চুঁ,মণীর পৃথক হিসাব	৭৫।।৶১০		
				রাজা মধুসূদন সিং পৃথক হিসাব	৪৭৲৩	২৯৫৸০০	
				রাজা জয়নারায়ণ রায়	৩০৭৸১১	৫৬৶৵	

ও গঙ্গারাম মাইতি আনন্দলাল রায় লক্ষ্মীনারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ চন্দ্রমোহন গঙ্গেন্দ্রনারায়ণ রায় রাধাকৃষ্ণ ও হিরণ্মনারায়ণ রায় নাবালগের মহাকেজ পোয়া মাত শ্রীমতী পার্ব্বতী ব্রহ্মময়ী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

১	৪২	২৭১	মং বাড়বাঁশী পং আদার	হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও	১৯ ৫৭৸/১		

শ্যামরাইত ও মধুসূদন মালা প্যারী মণী দাসী স্বামী মহাদেব মাঝি বেচারাম আচার্য্য রাজেশ্বর দেবী অক্ষয়নারায়ণ দেবী মনীন্দ্রচন্দ্র রায় স্বয়ং শরৎচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ শতপতি রাজমণী ভূপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন পাল মোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস গোবিন্দরাম নিলমণি মণ্ডল, কৃষ্ণপ্রসাদ মধুসূদন অষ্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী রঘুনাথ সীতানাথ দাস পদরাজ মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দাসী শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবৎ চন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বামী পানা মাঝি পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাইতি নাবালক গণেশমাতা নাবালক শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী হরসুন্দরী দাসী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজার দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার যতীন্দ্র নরেন্দ্র নগেন্দ্র গোপেন্দ্রকুমার নাবালক লালমোহন ইন্দ্রমোহন এবং ভুবনমোহন মেটকাপ ও মণীন্দ্রচন্দ্র দমন ও অরুণচন্দ্র বর্দ্ধন।

				রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন ও অরুণচন্দ্র বর্দ্ধন পৃথক হিসাব।	১৮৸৶৩		
				রাজা হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও জনার্দ্দন মাইতি ও	১৯ ৩৭৸৶৭	৮২৫।৶৯	

শ্যামরাইত মধুসূদন মালা প্যারিমণী দাসী স্বামী মহাদেব মাঝি বেচারাম আচার্য্য রাজেশ্বর দেবী অক্ষয়নারায়ণ দেবী মনীন্দ্রচন্দ্র রায় স্বয়ং শরৎচন্দ্র রায় নাবালগের রক্ষক বৈদ্যনাথ শতপতি রাজমণী মধুসূদন রায় ভূপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়রাম মধুসূদন জানা ঠাকুরদাস মাধবচন্দ্র পাল ক্ষেত্রমোহন পাল মোহন মহেন্দ্রনাথ পাল জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস, গোবিন্দ রায় নিলমণি মণ্ডল কৃষ্ণপ্রসাদ মধুসূদন অষ্ট জগমোহন যুধিষ্ঠির দাস জয়নারায়ণ দে রাধামোহন, দ্বারকানাথ গোপীনাথ মাইতি রাধানাথ সাহু শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী রঘুনাথ সীতানাথ দাস পদরাজ মহাপাত্র শ্রীমতী ঈশ্বরমণী দেবী শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসী শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসী শ্রীমতী দিগম্বরী ভাগবতচন্দ্র দের পত্নী মাতঙ্গিনী দাসী স্বামী পানা মাঝি পত্নী তারকনাথ ভোলানাথ মাইতি নাবালকের নাবালক মহাগেঞ্জ শ্রীমতী শশীমণী দাসী শ্রীমতী আহ্লাদিনী দাসী শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী শ্রীমতী হরসুন্দরী দাসী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন ম্যানেজার দ্বারিকানাথ মাল ও জ্ঞানেন্দ্রকুমার মণীন্দ্র যতীন্দ্র নরেন্দ্র গুণেন্দ্র, গোপেন্দ্রকুমার নাবালগ লালমোহন, ইন্দ্রমোহন, এবং ভুবনমোহন মেটকাপের এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

তারীখ নম্বর।	এ গেজেট বিষয় নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম পরগনা ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী বাবদ নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
৭	৪৩	২৭২	ম বেলকী পং খান্দার।	শ্রীমতী আদরমণী দেবী। চৌ রঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র, সী তানাথ দাস, ঈশ্বরমণী এবং চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্ত ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ, গোপেন্দ্রনাথ পার্বতীমোহন মাসান্ত মদন মোহন মাসান্ত ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্ত, মহেন্দ্রনাথ মাসান্ত।			
				বাদ শ্রীমতী আদরমণী দেবী। চৌ রঘুনাথদাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস, ও ঈশ্বরমণী ও চৌ প্রেমচাঁদ মাসান্তর এ জমালী অংশ ৪৪৶৬১			
				বাদ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ পার্বতীমোহন মাসান্ত পৃথক হিসাব ২১৶৬			
				বাদ মদনমোহন মাসান্তর পৃথক হিসাবে ১২৬৶৭			
				বাদ মহেন্দ্রনাথ মাসান্তর পৃথক হিসাব ২৮৶			
				এ	৮২০।৶১০		
				বাকী ঈশ্বরচন্দ্র মাসান্তর পৃথক হিসাব বাকী সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক	২৬৶৬	৩৮/ ০	
৮	৪৯০	৩১৭	ম বচাগেড়া ও বেশরস্তা প মাঙ্গুর চৌর।	কেদারনাথ ও রমানাথ ব্রজনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ	১২৯৩।৶৫		

ভট্টাচার্য্য ও শীতলনারায়ণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ী ও রামকুমার নস্কর ম্যানেজার কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

				বাদ রামকুমার নস্কর ম্যানেজর ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন রাধাগোবিন্দ পাল নাবালগের পৃথক হিসাব ৮২৸৫			
				বাদ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃথক হিসাব ২১৶১০	৩১০৲৩		
				বাকী কেদারনাথ ও রমানাথ ও ব্রজনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও শীতল	৮৩৩৶২	।৶১	

নারায়ণ বসু ও কালিদাস দত্ত ও রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাশরথী পাহাড়ী ও রামগোবিন্দ পাহাড়ী ও রাজীবলোচন পাহাড়ীর এজমালী অংশ ঘাটা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবে না।

৯	৫২১	৩৩৬	ম নারাজীত পং বাবাজ	সুন্দরনারায়ণ ও সদানন্দ সড়ঙ্গি ও মট্টবামণী দেবী ও রামানন্দি ও রামানন্দ ও নরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু।	৬৯৩।/৪	১৫/	

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮। ২০ সেপ্টেম্বর।]

তরফ নং	এ কেন্দ্রে দখিলনম্বর	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা	নাম মালিক	সদর জমা	যেহারে নাজির জন্য নিলাম হইবেক	কৈফিয়ৎ
	৬১১	৩৯	ম ভিতর বিনন্দপুর তপে বালীসীতা	গঙ্গানারায়ণ মাসান্ত ও ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত ও উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত।	১৬৫৮৸৵৯	৮৲১	
	৭৭০	২৩৭	মং চকসতে ও সিংহপুর তপ খান্দার	চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধবনারায়ণ মাইতি ও চিন্তামণি মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারকানাথ ভক্তহরি ও বেণীমাধব দে।	১১৩৩৸/ ০		
				বাদ চিন্তামণি মহেন্দ্রনাথ কৈলাস সীতানাথ কালীপ্রসাদ অযোধ্যারাম দীনবন্ধু দ্বারিকানাথ ভক্তহরি ও বেণীমাধব দের পৃথক হিসাব।	৫ ৩।৶১		
				বাকী চন্দ্রচূড় চতুর্ভুজ চৌধুরি ও উদ্ধবনারায়ণ মাইতির একমালী অংশ যাহা বাকী না জন্যের জন্য নিলাম হইবেক।	৬১৯॥৶	/০	
২	৮২	৪৬৩	ম চাপাই ও বর্ধা তপ বাটীটাবী	প্রেমচাঁদ মাসান্ত ও উদ্ধবনারায়ণ মাসান্ত।	৭ ৮৪৫	৭৮॥০	
৩	৮৯৬	৫ ৬	ম ছুচুড়া পং কেদারকুণ্ডু	মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্ত প্রেমচাঁদ মাসান্ত।	১৬১৸০		
				বাদ মহেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও প্যারীমোহন মাসান্তর একমালী অংশ	৬৪ ৵৮		
				বাকী প্রেমচাঁদ মাসান্তর পৃথক হিসাব বাহ সরকারি বাকী মালগুজারির জন্য নিলাম হইবেক।	৩১০॥/৪	৩৫৶৪	
৪	৮৭	৫৭	ম দীঘলাবাড় পং বিক্রমপুর	কবলাল খাঁ	মারপুলীস ১৫৩৭।/৮	মারপুলীস ৫২৬॥/১	বর্ত্তমান ১৮ ৮ সনের ৪ পত্র ১১

আ বাকি মূল্য আস্তর বাকী মাল গুজারি এই ৫২৬॥/১ টাকার জন্য এই বিসেল নিলাম হইবেক এই মাহালের গত মাহে কিস্তি হইতে বাকী মালগুজারির দাইক হাল খরিদদার হইবেন ও ঐ হাল খরিদারের খরিদ উক্ত ১২ই জানুয়ারির পর তারিখ ১৩ই জানুয়ারি হইতে প্রবল হইবেক।

তরফের নম্বর।	গ্রামের নম্বর।	খোঁজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	মালিক।	সদর জমা।	বেবাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবেক।	কৈফিয়ৎ।
১৫	১ ১৭	৬১৫	ম গুমুকপোড়া পংকাশী বোড়া	ধরণীধর রায়	মারপুলীস ৩১৮৫৲	মারপুলীস ৩৪৯৲	
১৬	১১৭১	৬৫৩	ম গুমাই পং বাটীটাকী	ইন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ গোপেন্দ্রনাথ ও পা। রিমোহন মাসান্ত, প্রেমময়ীদাসী, সুবলচরণ পাত্রা ও কালেনাচরণ পাল ও ব্রজদাস পাত্রা	৬৫৫৶২	১১॥৶০	
১৭	১২০১	৬৭৮	ম গোগ্রামপং কেদারকুণ্ড	প্রাণগোবিন্দ নাগ দ্বারিকানাথ নাগ মেনেজর ত কালেন্দ্র কুমার যতীন্দ্রকুমার রবীন্দ্রকুমার নগেন্দ্র কুমার গোগেন্দ্রকুমার নাগ নাবালগ কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীন। মিরাদি বন্দবস্ত।	৭২৪৬০	৩৫৶৭	
১৮	১২২৫	৭১১	ম গোকুলপুর পংপটাসপুর	চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র। চিরবন্দবস্তী।	২৩৫৩৪৲	৮৩২৬৶৬	এই মহাল ১২৮২ সাল হইতে ১২৯ সাল পর্য্যন্ত মিরাদে বন্দবস্ত আছে।
১৯	১২৬৯	৬৯২	ম হরিনারায়ণ চক পংকাশী বোড়া	দিগম্বর পণ্ডা পিতা ও মেনেজর ত শ্রীমতী অপূর্ব্বময়ী দেবী মাতা। লিকা শ্রীমতী শ্যামা সুন্দরী দেবী ও শ্রীমতী নরমতারা দেবী।	১৪০০৲	২৬২৬৶৮	
২০	১৩১৬	৭৩১	ম ছাতকুয়াচক পংমন্নাগোর	কমলকুমারী দাসী নরেন্দ্র মাইতির পত্নী শ্রীমতী সুখদা দাসী গোপাল চন্দ্র মাইতির পত্নী।	২৯৬৩৲৲০	৩২৫৲	
২১	১৬২০	৭৯৫	ম জকলা পং খড়গপুর	দ্বারিকানাথ বর্ম্মনারায়ণ মাসান্ত শ্রীমতী যমুনাবতী দাসী মাতা ও মহাকেল	৮৭৩॥৶০	৪৶০	

সদানন্দ মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী বসুমতী দাসী মাতারক্ষক সন্দীপচন্দ্র মাসান্ত নাবালগ শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও উমাচরণ মহাপাত্র।

২২	১৫৩০	৮৬১	ম কাস্তারোল পংগণেশ্বর	শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা, মহেন্দ্রনাথ জানা করুণা দেই, ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর, ও নাথ বন্ধু কর, কুঞ্জনারায়ণ সন্তপতি, শ্রীমতী মটুরাবতী ও সুন্দরনারায়ণ সন্তপতি শীতলপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ সৎপতি শ্রীমতী সরস্বতী দেবী উপেন্দ্রনাথ সৎপতি ও দীননাথ সৎপতি ও বৈকুণ্ঠনাথ সৎপতি নাবালগদের মাতা রক্ষক, ও মহাকেল ও দ্বারিকানাথ সৎপতি ও বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্ত।	১৭৫৬৶৭।		
				বাদ বৈদ্যনাথ দত্ত ও দ্বারকানাথ দত্তর পৃথক হিসাব।	৬৬২॥৶৪		
				বাকী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কৈলাসচন্দ্র উপাধ্যায়ের মাতা ব্রজমোহন জানা মৃত্যুঞ্জয় জানা, মহেন্দ্রনাথ জানা, করুণা দেই ধরণীধর জানা, নাবালগের মাতা ও রক্ষক রঘুনাথ কর	৩৯২॥৶৬	১।৶১১	

প্রতীক এ কেশে ধ্বজ।	ইরির নম্বর।	জোতির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	দেবাকী রাজস্ব জন্য যে নাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।

ও মাধবচন্দ্র কর ও বুড়রমারাণ সংপত্তি, ও শ্রীমত্যা মটুরামনী ও সুন্দরমাবাণ সড়ঙ্গী, শীতলপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সংপত্তি শ্রীমতী সরস্বতী দেব্যা, উপেন্দ্রনাথ সংপত্তি, ও দীননাথ সংপত্তি, ও বৈকুণ্ঠনাথ সংপত্তি নাবালগণের মাতা রক্ষক ও মহাকেজ ও দ্বারিকানাথ সংপত্তির এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।

২৩	৭৩	৯৩৮	ম খেলাড়ি ও বনপাটনা পং কি নারাণগড়।	নরহরি, মহারিক পারী মণী দাসী, আদরমণী দেব্যা, রঘুনাথ দাস, পহরাজ মহাপাত্র, সীতানাথ দাস, মহাপাত্র, শ্রীমত্যা ঈশ্বরামণী দেব্যা গঙ্গা নারায়ণ সিংহ ও নরনারাণ সিংহ ও হরনারাণ সিংহ	৩৪৬ ।।৭	১১৫।।৶১১
২৪	৮২১	৯৮১	ম মাণ্ডুরি পং কাশীযোড়া।	দীনবন্ধু নন্দী স্বয়ং রক্ষক নরদ্বীপচন্দ্র	৩৭৭৬৸৶৭	২৭২।। ০

নন্দী ও প্রেমচাঁদ মাসান্ত, ও গোপীনাথ ও মঙ্গলাল মাসান্ত ও শ্রীমত্যা পার্ব্বতী দাসী মাতা রক্ষক রামজীবন ও রামলোচন ও রামস্মরণ মাসান্ত।

২৫	১৯৭১	২০৫	ম মকরামপুর পংপটাশপুর।	মিয়াদি বন্দবস্ত। হরশাহিলাল ভকত ও শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী দাসী ও লক্ষ্মণ, নারায়ণ ও ভোলানাথ ও তারাপ্রসাদ ও গজেন্দ্র নারায়ণ রায় স্বয়ং হিরন্ময়নারায়ণ রায়ের পোষ্য মাতা, শ্রীমত্যা পার্ব্বতী ত্রিপি ৺রামনারায়ণ রায়ের পত্নী।	১৩৪৬৲	১৪৭৫/৬
২৬	২০১	১১০০	ম নিশ্চিন্ত ও খাগড়াগেড়ে পং সবঙ্গ।	চিরবন্দবস্তী। অক্ষয়নারায়ণ সেন ও রাজনারায়ণ সেন ও মদনমোহন দে ও	৬৫৩।৶৭	১৩৪৲৯

ইন্দ্রমোহন দে ও রঙ্গলতা দেই মাবরে মহাকেজ, রাধানাথ দে ও ঠাকুরদাস দে নাবালগ ও জানকী দেই ও রঙ্গলতাদেই ও শ্রীমতী হরমনমোহিনী দাসী ও দুর্গামণী দাসী ও শ্রীমতী পার্ব্বতী দাসী।

২৭	২০৪৭	২৪	ম লাসকারবাজে আন্তী প মাজনা মুঠা ও।	ব্রজনাথ রায় মহাশয় দে নেজর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী	২১৩৩।৴৪	

হরিপ্রিয়া দেবী মৃত কুঙর নারায়ণ রায়ের পত্নী ও শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ৺ গজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও সতীশচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমত্যা প্রসন্নময়ী দাসী ও মদনগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন ও শ্রীমতী ভীমময়ী দেবী মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেব্যা ও শ্রীরঘুনাথ দাস পহরাজ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমত্যা ঈশ্বরামণী দেব্যা, রামনিধি কুণ্ডু ও রামানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী শীতম্বর দের পত্নী।

তাহীর নম্বর।	এ রেজে ষ্টরির নম্বর	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য বি নাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
				দ রামনিধি কুণ্ডু ও শ্রী মানন্দ কুণ্ডু ও মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডুর পৃথক হিসাব ৭০৩৸৫			
				বাদ শ্রীমতী দিগম্বরী দাসী পীতাম্বর দের পত্নীর পৃথক হিসাব ৩৪৪৸১	১ ৪৮।১৬		
				বাকী ব্রজনাথ রায় মহা শয় দেবাক্ষর ও পূর্ণচন্দ্র মিত্র নাবালগ শ্রীমতী হরিপ্রিয়া	১০৮৫৲০	৮৬।১১	

দেবী, মৃত কুণ্ডবলারায়ণ রায়ের পত্নী শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী ও গঙ্গেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী ও শীতল প্রসাদ রায় মহাশয় ও সুধাকৃষ্ণ রায় মহাশয় ও যতীন্দ্রচন্দ্র বসু মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দাসী ও নন্দগোপাল বর্দ্ধন ও পরমানন্দ বর্দ্ধন শ্রীমতী দীনময়ী দেবী, মাতা লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আদরমণী দেবী ও রঘুনাথ দাস পরগণ মহাপাত্র ও সীতানাথ দাস মহাপাত্র ও শ্রীমতী ঈশ্বরাবিনা দেবীর এজমালী অংশ যাহা সরকারী বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

২৮	২১৫৯	১ ৯১	ম পশ্চিম ম-শাড়া ও বে ড়াল ঘটীমাল প- ভুঞ্জা মুঠা।	আনন্দলাল রায় ও শ্রীমতী সত্যভামা শ্রীমতী ব্রজ মণি পোষ্য মাতা রক্ষক উপেন্দ্রলাল রায় নাবালগ ও মুরারিলাল রায়।	৬৬২৸৶৮	১১৩৶৩	
২৯	২১৮৩	১২০৮	ম পদীমা পং কুকল চোর।	শ্রীমতী খালমণী দেই চৌধুরী ও চৌধুরী গোপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র।	৭৪০৸৪	৮১/০	
৩০	২৩৪৯	১২৮৭	ম বেহুড়া পং কুরুল চোর।	গোবিন্দপ্রসাদ বিশুই ও	১১২৩৶১		

অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহচরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধুচরণ মাহাম্মা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবল চরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতা রক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালগ ও কুঞ্জর নারায়ণ রায় চৌধুরী ও রাধাকৃষ্ণ গিরি কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী জোইত্রা দেই মাদরে রাধামোহন দাস ও ব্রজমোহন ও নিলমোহন দাস ও গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদন মোহন বিশুই।

				বাদ কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ও মধুসূদন দাস ও শ্রীমতী জোইত্রা দেই মাদরে রাধা মোহন দাস ও ব্রজমোহন নিল মোহন দাসের পৃথক হিসাব ৪০ ৸৩			
				বাদ গুরুপ্রসাদ বিশুই ও দুর্গাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ ও মদনমোহন বিশুইর পৃথক হিসাব ৮০৸১০	৪৮৬৸/১		
				বাকী গোবিন্দ প্রসাদ	৬৩৬।।৶	৫৪/৬	

বিশুই ও অনিরুদ্ধ গিরি ও গোপীনাথ গিরি ও পীতাম্বর ও নৃসিংহ চরণ ও ধ্রুবচরণ ও অভিরাম গিরি ও সাধু চরণ মাহাম্মা ও আনন্দরাম গিরি ও লালমোহন গিরি ও শ্রীমতী দাসী দেই মাতা রক্ষক নিত্যানন্দ গিরি ও শ্রীমতী ত্রিপুরা দেই ও সুবলচরণ গিরি প্রকাশিত দাস ও গৌরমোহন গিরি স্বয়ং ও ভ্রাতারক্ষক পঞ্চানন্দ গিরি নাবালক ও কুঞ্জর নারায়ণ রায় চৌধুরি ও রাধাকৃষ্ণ গিরির এজমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বর জন্য নিলাম হইবেক।

তৌজীর নম্বর	রেজেষ্টরী নম্বর	তৌজির নম্বর	নাম মহাল ও পরগণা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	যে বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম হইবে	কৈফিয়ৎ।
৩১	১৩৪৭	১২৯৩	মাঃ রাণা নগর পং খটনগর	পঞ্চানন কানুনগোই ও নবনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও কমলানারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাস গোকুলচরণ ব্রহ্ম ও রামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্ম ও শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী, রামনারায়ণ রায়ের বনিতা ও বাদল খাঁ			
				বাদ গোকুল চরণ ব্রহ্ম ও রামোদর ব্রহ্ম ও বলরাম ব্রহ্মর পৃথক হিসাব ৯৮৶৯			
				বাদ শ্রীমতী ব্রহ্মময়ী রায় নারায়ণ রায়ের বনিতার পৃথক হিসাব ১৪৷৷৭			
				বাদ বাদল খাঁর পৃথক হিসাব ৪৯৸৶১০	১৯৯৷৷৶২		
				বাকী পঞ্চানন কানুনগোই ও নবনারায়ণ দাস কানুনগোই ও গুরুপ্রসাদ দে ও পঞ্চানন্দ আচার্য্য ও জিতরাম রায় ও সাধুচরণ মানা ও হাড়চরণ দাস ও মধুসূদন দে ও গুরুপ্রসাদ জানা ও হরনারায়ণ জানা ও উমাপ্রসাদ দে ও পীতাম্বর পাত্র ও হরিচরণ দে ও লালমোহন দাসের একমালী অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	২৪৮৫৷৷০	১৫৸৶৮	
৩২	২৫৮৯	১৪৪১	মাঃ শ্রীমোড়া পং খটনগর	হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজ নাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ও মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিবিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সি ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারী প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিশ্বাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও মুরলীবেহারি ও গোলোকবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্র ও গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাস ও নবদ্বীপচন্দ্র রায়।			
				বাদ গোপালপ্রসন্ন দাস নাবালগের পিতা ও রক্ষক যজ্ঞেশ্বর দাসের পৃথক হিসাব ২৯৸/৩			
				বাদ নবদ্বীপচন্দ্র রায়ের পৃথক হিসাব ১৭৲	১৪৸৸/৩		
				বাকী হরিপ্রসাদ দাস ও ব্রজনাথ ও ইন্দ্রনাথ দাস ও বৃন্দাবনপ্রসাদ দাস ও শ্রীমতী মহেশ্বরী দাসী ও মথুরমোহন দাসের পত্নী ও দ্বারিকানাথ দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেই ও প্রাণগোবিন্দ নাগ ও লক্ষ্মীচরণ গিরি ও নিবিরাম গিরি ও মাধবরাম জানা ও প্যারীমোহন দে ও ভোলানাথ সি ও বৈদ্যনাথ সাহু ও গিরিধারি প্রসাদ মহাপাত্র ও শ্রীধরচরণ পণ্ডা ও দুর্গাপ্রসাদ পণ্ডা ও বিশ্বাধর পণ্ডা ও পীতাম্বর পণ্ডা ও রসিকমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ও বিনোদবেহারি ও গোলোকবেহারি ও মুরলীবেহারি ঘোষ ও রাধামোহন দে ও গোলোকমোহন দে ও প্যারীমোহন দে ও দীননাথ মহাপাত্রের একমালি অংশ যাহা সরকারি বাকী রাজস্বজন্য নিলাম হইবেক।	১ ৬১৶৮	২৭৷৷/১	
৩৩	২৭৩৬	৫৭৮	মাঃ তোড়রাই পং দাতুনচোর	রামানন্দ কুণ্ডু ও সুন্দর নারাণ সড়ঙ্গী ও পঞ্চানন্দ সড়ঙ্গী ও শ্রীমতী মথুরামণী দেবী ও মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও রামনিধি কুণ্ডু			

তৌজীর এবং গেজেট নম্বর।	দ্বিতীয় নম্বর।	তৌজির নম্বর।	নাম মহাল ও পরগনা।	নাম মালিক।	সদর জমা।	বেবাকী রাজস্ব কত দিনে নিলাম হইবে।	কৈফিয়ৎ।
৩৪	২৭৬৫	১৫২৪	ম উত্তর পরগনা পং কীর্ত্তি কাশী মে ড্রা	গোপালচাঁদ ও নিলমণী ও নন্দলাল পণ্ডা ও	মায় পুলীস ১০৩৯/২		
				গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডা শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লাল মোহন পণ্ডা।				
				নাম শ্রীমতী নয়নতারা দেবী পত্নী লালমোহন পণ্ডার পৃথকহিসাবে।	মায় পুলীস ১০৪২/৮		
				বাকী গোপালচাঁদ ও নিলমণি ও নন্দলাল পণ্ডা ও গোপালচাঁদ পণ্ডা ও কাশীনাথ দাস ও জগদীশ পণ্ডা ও কৈলাস চন্দ্র মাইতি ওরফে পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও পরেশনাথ পণ্ডা সেবাৎ শ্রীশ্রী ৺ রঘুনাথ জিউ ঠাকুর ও কৃষ্ণানন্দ দাস ও রামচাঁদ বেরা ও চন্দ্রশেখর পণ্ডার এক মালী অংশ বাকী সরকারি বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম হইবেক।	মায় পুলীস ১৯৬৮৶৬	৵১২/৩	

W. HIDDIAN *Offg Collector*

জিলা ঢাকা।

বাকী খাজানা জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

ইহার দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারানুসারে জেলা ঢাকার মধ্যবর্ত্তি নিম্নলিখিত মহাল ১৮৮১ সালের ২৮ জুন তারিখে প্রাপ্য বাকী মালগুজারি এবং অন্যান্য বাকী চলিত আইন এবং আক্টের অনুসারে বাকি রাজস্ব ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহা আদায় নিমিত্ত ১৮৮১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে বিনা গুজরে ও প্রকাশ্য নিলামে দেওয়া যাইবে ১৮৮১ সাল তারিখ ৩ আগষ্ট।

নম্বর তৌজি	মহাল।	নাম মালিক।	সদর জমা	বাকির পরিমাণ।	মন্তব্য।
৯ ৭৮	পং কাশীম নগর রকম ছিং ॥৵৮= ক্রোড় জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ আকেল ছাকেক।	মদনমোহন শাহা	১০৬ ৬৯।	১২৮৮ সালের অবশিষ্ট মহাল সাং কিস্তি নিকটবর্ত্তি। জ্যৈষ্ঠ ৩০২৮	
	কিনারপৃথক।				
	পং কাশীম নগর রকম ছিং॥৵৮= ক্রোড় জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ আকেল ছি ৵৷৷৷৹ দ্বীপ।	আজিমন্নেছা খাতুন অবল খাঁ রাজ খাতুন ও কজলল হক।	১০৮॥/১৬		
	পং কাশীম নগর রকম ছিং।৵৮= ক্রোড় জমিদারি বং মুনশী মাহাম্মদ আকেল ছিং পেস্তার খাল বাটি বাংশ রুনী বাটি সকর রুনী বাটি এগার রুনী বাটি আড়াই রুনী শ্বাস ॥/১৪। দ্বীপ হস্যা।	জয়কিশোরী চৌধুরানী মহিষা চন্দ্র রায় চৌধুরি আনন্দময়ী চৌধুরানী রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি দেবেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরি ও হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।	২৯ ৸৶		
			২১০ ৭		

DACCA COLLECTORATE
The 11th August 1881

A. C. LEITH
for Collector

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১ ২৩ সেপ্টেম্বর।]

জিলা ২৪ পরগনা।

১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাহার ক্রমের ১৭ ধারামতে নোটিস।

এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার মকুসা সুন্দরবনের কমিশনর সাহেবের আপীসে দেখিবার নিমিত্ত আছে এতৎসহ দত্ত তফসীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীকৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (৮৭৩ সালের ২৩ আইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্তি করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিত না হইলে তাহা ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ মোং ১২৮৮ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে বিক্রীত হইবে।

২। নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে ২৪ পরগনা ও যশোর ও বাকরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবনের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৭৯ সালের নবেম্বর মাসের ১২ তারিখের বিধিসহ যুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবে।

নিয়ম এই।

উক্ত ভূমি বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ স্বত্বের নিয়মাধীন থাকিবে।

নৌকা গমা সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবে ও উক্ত প্রত্যেক জল স্রোতের ও খালের উভয় পার্শ্বে ২৫ ফুটের কম না হয় এমত প্রশস্ত স্থান চলিবার পথ ও ব্যবহারার্থে খালি রাখিতে হইবে।

উক্ত ভূমির ধাতু প্রভৃতি খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবে। কিন্তু সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তি সঙ্গত অন্য যে সুবিধা অথবা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে। উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকি স্বত্বও থাকিবে ও পাট্টাধারিকে কেবল দখলি স্বত্ব দেওয়া যাইবে। সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবে।

(তফসীল।)

	লাটের নম্বর।	জেলা সব ডিবিজান ও থানা।	রকবা।	সীমানা।
১	৩৬ নং লাটের পূর্ব্ব খণ্ড।	জেলা ২৪ পরগনা সব ডিবিজান বারইপুর থানা, জয়নগর	ত্রাশাধিক ৩০০ /	উত্তর ৩৭ নং লাট পূর্ব্ব বেলিবি নদী দক্ষিণ বাগনদী পশ্চিম ডিপুটী কালেক্টর মে এলিসন সাহেবের ১৮৮ ।১১ সালের মঞ্জুরীতে অঙ্কিত নূতন ভেড়ি বন্ধনী এই খণ্ডের পশ্চিম ও অন্য লাটের পশ্চিম খণ্ডের পূর্ব্ব সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।
২	৩৬ নং লাটের পশ্চিম খণ্ড	ঐ	সাড়ে দ্বিশত ২ /	উত্তর কৈজুরী কি বগাবাল এবং উপরোক্ত পূর্ব্ব খণ্ডের পশ্চিম সীমানার নূতন ভেড়ি। পূর্ব্ব উপরে নূতন ভেড়ি। দক্ষিণ বাগনদী। পশ্চিম কৈজুরী অথবা বগা খাল

SUNDERBUN COMMISSIONER'S OFFICE
43 ALIPORE
11 / [illegible] / 1881

F E PARGITER
Offg Commissioner Sunderbun

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে জেলা ঢাকার অধীন মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ২ লগ্ন বন্দেশ্বর নদীর তীরে যে প্রতি বৎসর বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে তাহা ইং ১৮৮১ সালের ৫ই নবেম্বর (২১ কার্ত্তিক বাঙ্গালা ১২৮৮ সনের ২১ কার্ত্তিক হইতে আরম্ভ হইয়া ৫ সনের ১৬ই ডিসেম্বর অবধি) উক্ত হইবেক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোকসকল এই ৬ (ছয়) সপ্তাহ মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিবেক ইতি।

C C STEVENS
জেলা ঢাকার মাজিষ্ট্রেট।

[*Government Gazette, 20th September,* 1881]

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতায় ভূস্বামিগণকে বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি, ট্রষ্টী একজেকুটর আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, গত আপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে রাজস্ব সম্পর্কীয় চলিত ১৮৮১। ৮২ সালের ভূমির যে রেকর্ড পাওয়া হইয়াছে তাহা আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখের বা তৎপূর্ব্বে এই কালেক্টরীতে দাখিল করিতে হইবে, দাখিল করা না গেলে তাহা আদায় করিবার জন্য আইনের দৃঢ়তম বিধান প্রয়ুক্ত করা যাইবে।

জি এম, গুড্রিক ডেপুটী কালেক্টর

কলিকাতার কালেক্টরী ৪ বংশাল ষ্ট্রীট ১৮৮১ সাল ১০ আগষ্ট।

The Hymns of the Rig Veda in the Samhita and Pada Text, by Professor F Max Muller M A in two Volumes *Price Re 24 packing and postage Re 1 12*

"The Rig Veda the oldest book of Indian literature has very properly been made one of the principal class books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India and though at present a scholar like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced students only yet as soon as editions translations grammars and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country —*Extract from Preface*

Office of Supdt Govt Printing No 8 Hastings Street Calcutta

গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্রস্তুত জ্বরনাশক সিনকোনা।

ইহা কুইনাইনের পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকারক। কলিকাতার (বোটানিক্যাল গার্ডেন) কোম্পানীর বাগানের অধ্যক্ষের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সাধারণ ও দাতব্য কার্য্যের জন্য ও অন্য কোন ব্যক্তি নগদ মূল্যে এককালীন ২০ পাউণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে পাইবেন যথা প্রতি ৪ আউন্স টীন ৪॥০ টাকা প্রতি ৮ আউন্স টীন ৮॥০ টাকা প্রতি ১ পাউণ্ড টীন ১৬॥০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত মূল্যে দেওয়া যাইবে যথা ৪ আউন্স টীন ৫॥০ টাকা ৮ আউন্স টীন ১০॥০ টাকা ১ পাউণ্ড টীন ২০৲ টাকা।

এই ঔষধ কলিকাতার প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকটেও পাওয়া যায় উপরের লিখিত মূল্য ব্যতীত প্রতি ৪ আউন্স ও ৮ আউন্স টীনে ।৷০ আট আনা ও প্রতি পাউণ্ড টীনে ৸০ বার আনা ডাকমাসুল দিতে হইবে।

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant Governor of Bengal by C D Field M A LL D of the Inner Temple Barrister at Law and of Her Majesty's Bengal Civil Service District and Sessions Judge of Burdwan Member of the Rent Commission

Price Re 1 per copy

Orders accompanied by remittances and 2 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant Bengal Secretariat

N B —Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়ট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার আট ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশনের মেম্বর ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি ডি ফিল্ড এম, এ ও এল এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূস্বামিকার্য্য ও প্রজাবিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ১৲ এক টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়টের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

বক্তব্য। উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮ । ২০ সেপ্টেম্বর।]

Rates of Subscription to the Bengal Government Gazette

FROM 1st JANUARY 1872

Payable in advance

For one year, without postage	Rs 10	0	0
Ditto with postage	12	8	0

When postage stamps are remitted in payment of subscription one anna in the Rupee should be added for discount

---

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অগ্রিম মূল্যের হার।

ডাকমাশুল বিনা এক বৎসরের	১০৲
ডাকমাশুল যুক্ত ঐ	১২৷৷৹

ডাকের টিকিট ক্রয় করিয়া মূল্য পাঠান গেলে টাকা প্রতি এক আনা মূল্যের একর আন ডাকের টিকিট ডিস্কৌণ্ট দিবার জন্যে পাঠাইতে হইবে।

NOTICE

In continuation of notice dated the 20th November 1877 intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscription to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government offices or offices under the control of Government officers are strictly cash

In future no publication will be supplied or advertisement notice &c inserted in either of the Gazettes except for the offices mentioned above unless the cost thereof has been remitted to the Accountant Bengal Secretariat

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount

RAJENDRA NATH MITRA
Asst Secy to the Govt of Bengal

The 19th February 1878

NOTE —Rates for Advertisements in the CALCUTTA GAZETTE

Full page per issue	Rs 8
Half	10

Casual advertisements —4 annas per line

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গলা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া বন্ধ হইবে বলা ১৮৭৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের আপনপত্রাভিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গলা সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানাহইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তাহাকে নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গলা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্তে ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর এক আনা পাঠাইতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

মন্তব্য —কলিকাতা গেজেটে ইশ্তিহার প্রকাশ করিবার হার এই—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করিলে	২৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৲
কখনং ইশ্তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঙ্ক্তি	।৴

[*Government Gazette* 20th *September*, 1851]

কলিকাতা গেজেটের যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্যে শ্রীযুক্ত এডউইন মরিস্ লুইস্ সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 1398—740—20 9 81

Numb 2200 ২২০০

[REGISTERED No 30]

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৭ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

	Page
PART I—Resolutions Orders and Notifications of the Government of India	129—131
PART II—Resolutions Orders and Notifications of the Lieut Governor of Bengal	635—847
PART III Acts of the Legislative Council of India	Nil
PART IV—Bills of the Legislative Council of India	Nil
PART V—Acts of the Bengal Council	Nil
PART VI—Bills of the Bengal Council	Nil
PART VII—Circular Orders of the High Court and Board of Revenue	Nil
PART VIII—Advertisements	697—710

বিষয়।

	পৃষ্ঠা।
প্রথম খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন	১২৯—১৩১
দ্বিতীয় খণ্ড।—বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ আদেশ ও বিজ্ঞাপন	৬৩৫—৮৪৭
তৃতীয় খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।	নাই।
চতুর্থ খণ্ড।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
পঞ্চম খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন	নাই।
ষষ্ঠ খণ্ড।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি	নাই।
সপ্তম খণ্ড।—হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র	নাই।
অষ্টম খণ্ড।—বিজ্ঞাপন প্রভৃতি	৬৯৭—৭১০

PART I

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ, ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

HOME DEPARTMENT.

NOTIFICATION —MEDICAL

Simla the 15th September 1881

No 459 —The services of Surgeon J Lewtas M B (Queen's Own), Corps of Guides, are placed temporarily at the disposal of the Government of Bengal

A MACKENZIE
Offg Secy to the Govt of India

DEPARTMENT OF REVENUE, AND AGRICULTURE

NOTIFICATIONS —GENERAL

Simla, the 16th September 1881

No 127 —Mr C L Tupper, C S, Officiating Under Secretary to the Government of India, in the Revenue and Agricultural Department, is placed on special duty for two months, from the 15th September 1881

No 128 —Mr T W Holderness, C S, is appointed to officiate as Under Secretary to the Government of India, in the Revenue and Agricultural Department, during the absence of Mr C L Tupper on special duty

No 129 —Mr C L Tupper, C S, and Mr T W Holderness, C S, respectively made over and received charge of the office of Under Secretary to the Government of India, in the Revenue and Agricultural Department on the forenoon of the 15th instant

F C BUCK
Offg Secy to the Govt of India

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Simla, the 15th September 1881

No 301 —Mr J Ramsay Executive Engineer First Grade Engineer in Chief of the Indus Valley and Kandahar Railways is transferred to the Establishment of the Government of Bengal, Railway Branch, with effect from the date of the return of Mr H F Storey from privilege leave

W S TREVOR, *Colonel*, R E,
Offg Secy to the Govt India

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

চিকিৎসা বিষয়ক—বিজ্ঞাপন।

সিমলা ১৮৮১ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর

৪৫৯ নম্বর।—(মহারাণীর স্বকীয়) গার্ডস দলের সর্জন শ্রীযুত জে লিউটাস সাহেব, এম বি চিকিৎসকালের নিমিত্তে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে সংস্থাপিত হইলেন।

এ মাকেঞ্জি
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন—সাধারণ।

সিমলা ১৮৮১ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।

১২৭ নম্বর।—রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি ছোট সেক্রেটরী শ্রীযুত সি, এল টপর সাহেব সি এস, ১৮৮১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি দুই মাসের নিমিত্তে বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

২৮ নম্বর।—বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে শ্রীযুত সি এল টপর সাহেবের অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুত সি ডবলিউ হোল্‌ডরনেস সাহেব সি এস রাজস্ব ও কৃষিকার্য্যসম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

১২৯ নম্বর।—শ্রীযুত সি এল, টপর সাহেব সি এস ও শ্রীযুত সি ডবলিউ হোলডরনেস সাহেব সি এস, পরস্পর ক্রমান্বয়ে এই মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরীর কর্ম্মের ভার অর্পণ ও গ্রহণ করিলেন।

কে সি বসু
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৮১ সাল, ১৫ সেপ্টেম্বর।

৩০১ নম্বর।—শ্রীযুত এচ, এফ ষ্টোরি সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী হইতে প্রত্যাগমনের তারিখ অবধি সিন্ধু উপত্যকার ও কাণ্ডাহার রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর একসেকিটিব ইঞ্জিনিয়র ও প্রধান ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুত জে, রামসে সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ের শাখার সিরিক্তরূপে প্রেরিত হইলেন।

ডবলিউ, এস, ট্রেবর, কর্ণেল, আর ই,
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY SEPTEMBER 27 1881

মঙ্গলবার ১৮৮১ সাল ২৭ সেপ্টেম্বর।

PART II

Resolutions Orders, and Notifications of the Lieutenant Governor of Bengal

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT GOVERNOR OF BENGAL

No 4021A

GENERAL —*The 16th September* 1881 —Baboo Deno Nath Addy, Deputy Magistrate and Deputy Collector, Durbhunga, is vested with the powers of a Collector under Act X of 1870 in that district

Baboo Raj Mohun Das temporary Sub Deputy Collector in the Chittagong Division is posted to Noakholly with effect from the date on which he joined that district

The 17th September 1881 —Baboo Grish Chunder Das, Temporary Sub Deputy Collector on settlement duty in Chittagong is allowed leave for fifteen days under Section 71, Chapter V of the Civil Leave Code with effect from the 10th October next

Mr R H Greaves Joint Magistrate and Deputy Collector is posted to Mymensingh on being relieved of his present duties as Officiating District and Sessions Judge of Dinagepore Mr Greaves is appointed to act until further orders, in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

Mr L C Abbott Joint Magistrate and Deputy Collector is posted to Bhagulpore Mr Abbott is appointed to act until further orders in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

Mr J Pratt, Joint Magistrate and Deputy Collector is posted to Purneah, on being relieved of his present duties as Officiating District and Sessions Judge of that district Mr Pratt is appointed to act until further orders, in the First Grade of Joint Magistrates and Deputy Collectors

EDUCATION —*The 19th September* 1881 —In continuation of the notification published in the *Calcutta Gazette* of the 25th May 1881 (Part I page 533) the following gentlemen are appointed to be members of the Board of Visitors of the Engineering College Howrah —

The Lord Bishop of Calcutta

Maharajah Jotendro Mohun Tagore c s i

Surgeon Major G King m a Superintendent Botanical Gardens

MEDICAL —*The 17th September* 1881 —Moulvi Syud Wakar Hossein is appointed to be Secretary to the Committee for the Management of the Charitable Dispensary at Colgong

Assistant Surgeon Bepin Vihari Gupta a Supernumerary at the Presidency, is appointed temporarily to have charge of the Doomraon Dispensary *vice* Assistant Surgeon Madu Suddun Gupta

Dr J A Greene Officiating Civil Medical Officer Tipperah is allowed subsidiary leave for fourteen days under Section 135 Rule 2 of the Civil Leave Code with effect from the 1st proximo or such subsequent date as he may be relieved

The 20th September 1881 —The order of the 13th instant granting Apothecary J B Mills Steward Presidency General Hospital leave for three months, under Section 71 Chapter V of the Civil Leave Code is cancelled

PORT TRUST —*The 16th September* 1881 —The Lieutenant Governor accepts the resignation tendered by Mr L C Abbott of his appointment as a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta

Mr C J Buckland Officiating Magistrate and Deputy Collector Howrah is appointed under the provisions of Act V (B C) of 1870 to be a Commissioner for making Improvements in the Port of Calcutta

ECONOMIC MUSEUM —*The 17th September* 1881 —The following gentlemen are appointed to be members of the Local Economic Museum Committee at Rajshahye —

Mr D I Gordon Manager for Messrs Watson & Co

J H Livermore Manager for Messrs Watson & Co

H W J Bamber District Superintendent of Police

Baboo Prosonno Kumar Mozoomdar, Dewan of Maharanee Sarut Soondari of Pooteah

[*Government Gazette, 27th September* 1881]

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৪০২১ A নম্বর।

সাধারণ।—১৮৮১ সাল ১ সেপ্টেম্বর।— ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ আঢ্য উক্ত জিলায় ১৮৭০ সালের ৩ আইনমতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চট্টগ্রাম খণ্ডের নিয়ুক্ত লীন সব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দাস সরকারালীকে যে তারিখে কর্ম্ম গ্রহণ করেন তদবধি উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—চট্টগ্রামে বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত নিয়ুক্তকালীন সব- ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র দাস সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে আগামি অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ অবধি পনের দিনের ছুটী পাইলেন।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত আর এচ ঔবস সাহেব দিনাজপুরের একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া ময়মনসিংহে অবস্থাপিত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত এল সি আবট সাহেব ভাগলপুরে অবস্থাপিত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে প্রাট সাহেব পুরণিয়া জিলার একটিং ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজস্বরূপ স্বীয় বর্ত্তমান কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া উক্ত জিলায় অবস্থাপিত হইলেন। যাবৎ অন্য আজ্ঞা না হয় তিনি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদের প্রথম শ্রেণীমতে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

শিক্ষাবিষয়ক।— ১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।— ১৮৮১ সালের মে মাসের ৩১ তারিখের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত মহাশয়েরা হাবড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের পরিদর্শক সভার মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত লার্ড বিশপ সাহেব।

মহারাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি, এস, আই।

কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সর্জন মেজর শ্রীযুক্ত সি কিং সাহেব এম বি।

চিকিৎসাবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।— শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ ওয়াজেদ হুসেন কাহাল সাহেব দাতব্য ঔষধালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত মধুসূদন গুপ্তের পরিবর্ত্তে রাজধানীর অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট সর্জন শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত নিয়ৎকালের নিমিত্তে ডুমরাওন ঔষধালয়ের কার্য্যের ভার গ্রহণার্থে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রিপুরার একটিং সিবিল চিকিৎসক ডাক্তর শ্রীযুক্ত জে এ গ্রীন সাহেব আগামি মাসের ১ তারিখ অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে অন্যের প্রতি কর্ম্মের ভার অর্পণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৩য় ধারার ২ প্রকরণমতে চৌদ্দ দিনের আনুষঙ্গিক ছুটী পাইলেন।

১৮৮১ সাল ২৩ সেপ্টেম্বর।—প্রেসিডেন্সী জেনরল হাঁসপাতালের স্টুয়ার্ড আপথিকরি শ্রীযুক্ত জে এক মিলস সাহেবকে সিবিল কার্য্য কারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭১ ধারামতে তিন মাসের ছুটী দেওন বিষয়ক এই মাসের ১৩ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

পোর্ট ট্রষ্টবিষয়ক।—১৮৮১ সাল ১৬ সেপ্টেম্বর।—শ্রীযুক্ত এল সি আবট সাহেব কলিকাতা বন্দর সেক্রেটরি করণার্থ কমিশনরস্বরূপ স্বীয় পদ ত্যাগকরণার্থে যে পত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন।

হাবড়ার একটিং মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সি, ই বকুল্যণ্ড সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের বিধি মতে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থ কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

ইকনমিক রিউ রম বিষয়ক।— ১৮৮১ সাল ১৭ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা রাজশাহীর স্থানীয় ইকনমিক রিউ রম কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মেসর্স ওয়াটসন কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জি টি, গর্ডন সাহেব।

মেসর্স ওয়াটসন কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে এচ লিয়রবোর সাহেব।

পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এচ ডবলিউ, জে, বাম্বর সাহেব।

পুটিয়ার মহারাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মজুমদার।

(গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।

ROAD CESS — *The 19th September* 1881 — The following gentlemen, who are members of the Branch Road Cess Committee of the Darjeeling Terai, are appointed to be also members of the District Road Cess Committee of Darjeeling —

(1) The Joint Magistrate or Assistant Magistrate at Kurseong
(2) Baboo Harra Sunder Mozoomdar
(3) Mr A H Fletcher
(4) „ C Le Mesurier

It is hereby notified that under Section 169 of Act IX (B C) of 1880 the Lieutenant Governor revokes the order under which the Branch Road Cess Committee of the Darjeeling Terai has hitherto exercised the full powers of a District Road Committee The Branch Committee as now re constituted will consist of the following gentlemen —

1 The Joint Magistrate or Assistant Magistrate of Kurseong
2 Deputy Magistrate of the Terai
3 Mr A H Fletcher
4 O D Johnson
5 „ E P Ted
6 C L Mesurier
7 The Assistant Conservator of Forests
8 The Sub Inspector of Schools
9 Baboo Harra Sunder Mozoomdar
10 Paharsing Chowdhoori
11 Mr A Baptist
12 H P Bradford
13 Baboo Gobind Chunder Sircar
14 „ Kamal Sing Chowdhoori
15 „ Dhun Kant Shaha

The 20th September 1881 — The following gentlemen are appointed to be members of the Branch Road Cess Committee of Narail in the district of Jessore —

Baboo Dooiga Prosanna Das Sub Registrar of Kaliya
Purni Churn Banerjee ditto of Lakhipasa
Annoda Prosad Dutt ditto of Singasulpore

The following Notifications are republished from the *Assam Gazette* —

No 188 — *The 5th September* 1881 — Privilege leave of absence for one month and eighteen days under Section 73 of the Civil Leave Code, is granted to Mr L E Fabre Tonnerre Assistant Superintendent of Police Nowgong with effect from the 1st September 1881 or the subsequent date on which he may avail himself of it

No 194 — *The 8th September* 1881 — Privilege leave of absence for three months under Section 71 of the Civil Leave Code is granted to Mr H Luttman Johnson c s Deputy Commissioner Sylhet with effect from the 10th October 1881 or the subsequent date on which he may avail himself of it

No 195 — During the absence on privilege leave of Mr H Luttman Johnson c s Deputy Commissioner Sylhet Mr J D Anderson c s Assistant Commissioner Third Grade is appointed to act as Deputy Commissioner of that district

HORACE A COCKERELL
Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 9th August 1881 — It is hereby notified that Radha Kant Biswas late Mohurir in the Mymensingh Collectorate who has been sentenced to three years rigorous imprisonment and a fine of Rs 400 or in default to six months' further rigorous imprisonment, on a charge of criminal breach of trust as a public servant is declared incapable of serving Government again in any capacity

The following descriptive roll of the prisoner is published for general information —

Name &c	Residence	Description of person	Offence	Sentence
Radha Kant Biswas [illegible]	Village [illegible] Thana [illegible] Zillah Mymensingh	Age 40 years [illegible] Height [illegible] complexion [illegible] [illegible] and mountainous [illegible]	Criminal breach of trust as a public servant under Section 409 Indian Penal Code	Three years rigorous imprisonment and a fine of Rs 400 or in default six months further rigorous imprisonment

H M KIRCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

পথকর বিষয়ক।— ১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—বার্ক্লিনিক ডেরাইয়ের শাখাপথকর কমিটীর মেম্বর নিম্নলিখিত মহাশয়েরা বার্ক্লিনিক জিলার পথকর কমিটীর মেম্বরেরও পদে নিযুক্ত হইলেন।

(১) কর্ম্মিয়রের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট বা আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট।
(২) শ্রীযুত বাবু হরসুন্দর মজুমদার।
(৩) ,, এ এচ, ফ্লেচর সাহেব।
(৪) ,, জে মেসমুরির সাহেব।

১৮৮০ সালের বঙ্গীয় ৯ আইনের ১১৯ ধারামতে এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বার্ক্লিনিক ডেরাইর শাখা পথকর কমিটী যে আজ্ঞাক্রমে এ পর্য্যন্ত জিলার পথকর কমিটীর ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে ছিলেন শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব তাহা রহিত করিলেন। এইক্ষণে যে শাখা কমিটী পুনঃ সংস্থাপন করা গেল তাহাতে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা থাকিবেন।

১। কর্ম্মিয়রের আইন্ট মাজিষ্ট্রেট বা আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট।
২। ডেরাইর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।
৩। শ্রীযুত এ এচ, ফ্লেচর সাহেব।
৪। ,, ও ডি জন্সন সাহেব।
৫। ,, ই পি ইউড সাহেব।
৬। ,, জি সে,মসুরি র সাহেব।
৭। ,, সরকারি বনরক্ষক।
৮। স্কুল সমূহের সব ইন্সপেক্টর।
৯। শ্রীযুত বাবু হরসুন্দর মজুমদার।
১০। ,, বাবু পাঁচকড়িসিংহ চৌধুরী।
১১। ,, এ, বার্ন্টিষ্ট সাহেব।
১২। ,, এচ পি ব্রাডকর্ড সাহেব।
১৩। ,, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সরকার।
১৪। ,, বাবু কমলসিংহ চৌধুরী।
১৫। ,, বাবু ধনকান্ত শাহ।

১৮৮১ সাল ২ সেপ্টেম্বর।—নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যশোহর জিলার অন্তর্গত মড়াইলের শাখা পথকর কমিটীর মেম্বরের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কালিয়ার সব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত বাবু দুর্গাপ্রসন্ন দাস।
লক্ষ্মীপাশার ,, ,, বাবু তারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিশ্বাসপুরের ,, ,, বাবু অন্নদাপ্রসাদ দত্ত।

নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন আসাম গেজেট হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

১৮৮ নম্বর।—১৮৮১ সাল ৫ সেপ্টেম্বর।—নৌগাঁয়ের পোলীসের আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এল ই, ফেবর-টনের সাহেব ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭৩ ধারামতে এক মাস আঠার দিনের অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৯৪ নম্বর।—১৮৮১ সাল ৮ সেপ্টেম্বর।—ছিলটের ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত এচ লটমান জন্সন সাহেব সি এস ১৮৮১ সালের ১০ অক্টোবর অবধি অথবা তাহার পর যে তারিখে ছুটী গ্রহণ করেন তদবধি সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৭১ ধারামতে তিন মাস সময় অনুগ্রহের ছুটী পাইলেন।

১৯৫ নম্বর।—ছিলটের ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুত এচ ল মান জন্সন সি এস সাহেবের অনুগ্রহের ছুটী প্রযুক্ত অনুপস্থিতি কালে তৃতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট কমিশনর শ্রীযুত সে, ডি, আণ্ডরসন সাহেব, সি,এস উক্ত জিলার ডেপুটী কমিশনরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন।

হরেল এ, ক্রফেল,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ময়মনসিংহের কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব মুহুরী শ্রীরাধাকান্ত বিশ্বাস রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া অপরাধ ভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করণ পরাধের অভিযোগে অপরাধী প্রমাণ হওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রম সহিত তিন বৎসরের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডের কিম্বা ঐ অর্থদণ্ড না দিলে কঠিন পরিশ্রম সহিত আর ছয় মাসের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হওয়াতে আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম খাটিতে পারিবে না বলিয়া প্রকাশ করা গেল।

বন্দীর নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা গেল।

নাম প্রভৃতি।	বাসস্থান প্রভৃতি।	শরীরের বর্ণনা।	অপরাধ।	সজা।
মৃত রামকান্ত বিশ্বাসের পুত্র শ্রীরাধাকান্ত বিশ্বাস। জাতি কায়স্থ হিন্দু।	ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত গফরগাঁ থানার নাগিল পরগণা জেলে বাবু কোলাসের মধ্যে উনভী গ্রাম।	বয়স ৪ বৎসর উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার মুখ চেপ্টা ও নাকি ও গোঁপ শাক্ত।	ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধির আইনের ৪৯ ধারামতে রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ।	কঠিন পরিশ্রম সহিত তিন বৎসরের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থ ও কিম্বা অর্থদণ্ডের টাকা না দিলে কঠিন পরিশ্রম সহিত আর ছয় মাসের কারাদণ্ড

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

NOTIFICATION

The 16th September 1881 —It is notified for general information that, except in cases in which special orders have been or may be issued, all public offices under the Government of Bengal will be closed from the 28th September to the 9th October inclusive on account of the Doorga and Lakshmi Poojahs The usual arrangements will be made by heads of departments and offices for any urgent matters that will not admit of postponement

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

District of Rungpore

The 14th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Rungpore have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

District of Darbhanga

The 15th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Darbhanga have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies, or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division is hereby published for general information

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

District of Patna

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Patna have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION

District of Mymensing

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Mymensing have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies, or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M Kisch
Offg Secy to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 27th September* 1881]

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৬ সেপ্টেম্বর।—সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বিশেষ স্থলে যে আজ্ঞা করা গিয়াছে কি করা যাইবে ত তার বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন সকল রাজ কার্য্য কার্য্যালয় দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ অবধি অক্টোবর মাসের ৯ তারিখ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে গুরুতর কোন কার্য্য স্থগিত না থাকে এই নিমিত্ত কার্য্য বিভাগের ও কার্য্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার বিলি বন্দোবস্ত করিবেন।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

রঙ্গপুর জিলার পথকর বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে রঙ্গপুর জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲১ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

দ্বারভঙ্গা জিলার পথকর বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

১৮৮ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে দ্বারভঙ্গা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পাটনা জিলার পথকর বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে পাটনা জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

ময়মনসিংহ জিলার পথকর বিষয়ক বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে ময়মনসিংহ জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুচ্চ হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৲১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন, সেই হার দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগতার্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম, কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

ROAD CESS NOTIFICATION
DISTRICT OF MALDAH

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Maldah have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881 at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands, and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH,
Offg Secy to the Govt of Bengal

ROAD CESS NOTIFICATION
DISTRICT OF PURNEAH

The 19th September 1881 —It is hereby notified that the Road Cess Committee of the district of Purneah have determined to levy road cess for the cess year commencing from the 1st October 1881, at the maximum rate of six pies or two pice, on each rupee of the annual value of lands and the said rate having been approved by the Commissioner of the Division, is hereby published for general information

H M KISCH
Offg Secy to the Govt of Bengal

NOTIFICATION

The 15th September 1881 —A plan and estimate amounting to Rs 37 703 for making up the frontage and constructing an open cargo shed opposite the landing stage at Armenian Ghât having been submitted by the Commissioners for making Improvements in the Port of Calcutta with their Vice Chairman's letter No 872 dated 15th June 1881, the Lieutenant-Governor sanctions the execution of the work under the provisions of Section 85 of Act V (B C) of 1870

A P MACDONNELL
Offg Secretary to the Govt of Bengal

JUDICIAL DEPARTMENT

No 4022A

The 17th September 1881 —The order of the 9th August last granting Baboo Baney Madhub Mitter First Subordinate Judge, Backergunge leave for two months, under Section 72—1, Chapter V of the Civil Leave Code, is cancelled

The 20th September 1881 —Baboo Abinash Chunder Mookerjee, Moonsif of Palamow Lohardugga, is appointed to be a Moonsif in the district of Noakholly, and to be ordinarily stationed at Sudharam

Baboo Kuronamoy Banerjee, First Moonsif of Sudharam Noakholly is appointed to be a Moonsif in the district of Lohardugga and to be ordinarily stationed at Palamow

Baboo Otool Chunder Ghose Moonsif of Narail, Jessore, is appointed to be a Moonsif in the district of Midnapore and to be ordinarily stationed at Dantoon

Baboo Kali Nath Dhur Moonsif of Dantoon Midnapore is appointed to be a Moonsif in the district of Jessore, and to be ordinarily stationed at Narail

Baboo Nilmoni Das, Officiating Moonsif of Burrabazar in the district of Manbhoom is vested with the powers of a Magistrate of the Third Class and with those of a Deputy Collector under Act X of 1859

Baboo Tara Prosonna Banerjee, Moonsif of Motihari, Chumparun, is appointed to be a Moonsif in the district of Moorshedabad, and to be ordinarily stationed at Berhampore

Baboo Hem Chander Mitter Second Moonsif of Berhampore Moorshedabad, is appointed to be a Moonsif in the districts of Sarun and Chumparun, and to be ordinarily stationed at Motihari

HORACE A COCKERELL,
Secy, to the Govt of Bengal

[*Government Gazette, 27th September* 1881]

মালদহ জিলার পথকর বিষয়ক
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসর মালদহ জিলার পথ কর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুক্ত হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকাপ্রতি ৷৷১০ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

পুরণিয়া জিলার পথকর বিষয়ক।
বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।—এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে কর সম্পর্কীয় যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরে পুরণিয়া জিলার পথকর সম্পর্কীয় কমিটী অত্যুক্ত হারে অর্থাৎ ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর টাকা প্রতি ৷৷ দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করিতে স্থির করিয়াছেন সেই হার দেশখণ্ডের কমিশনর সাহেব অনুমোদন করাতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা গেল।

এচ, এম কিশ
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৮১ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।—আর্ম্মি নিমাটে মাল সামাইবার মঞ্চের সম্মুখে সম্মুখের স্থল ও মাল রক্ষিবার খোলা শেড প্রস্তুত করণার্থে কলিকাতা বন্দর সৌষ্ঠব করণার্থে কমিশনরেরা আপনাদের প্রতিনিধি সভাপতি ১৮৮১ সালের ১৫ জুনের ৮৭২ নং পত্রের সঙ্গে যে সমুদায় ৬৮৭৭০৬৲ টাকা ব্যয়ের যে অনুমানপত্র পাঠান শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭০ সালের বঙ্গীয় ৫ আইনের ৩৫ ধারার বিধান মতে সেই কার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন।

এ পি মাকডনেল
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

৪০২২ A নম্বর।

১৮৮১ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।—বাকরগঞ্জের প্রথম সবর্ডিনেট জজ শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মিত্রকে সিবিল কার্য্যকারকদের ছুটীর বিধির ৫ অধ্যায়ের ৭২-১ ধারামতে দুই মাসের ছুটী দেওয়া বিষয়ক গত আগষ্ট মাসের ৯ তারিখের আজ্ঞা রহিত করা গেল।

১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।—লোহাডগার অন্তর্গত পালামৌয়ের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মজফ্ফরপুর জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত সুগৌরে অবস্থাপিত হইবেন।

মজফ্ফরপুরের অন্তর্গত সুগৌরের প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় লোহাডগা জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত পালামৌয়ে অবস্থাপিত হইবেন।

যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ মেদিনীপুর জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত দাঁতনে অবস্থাপিত হইবেন।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাঁতনের মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ ধর যশোহর জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত নড়াইলে অবস্থাপিত হইবেন।

মানভূম জিলার অন্তর্গত বড়বাজারের একটিং মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি দাস তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

চাম্পারণের অন্তর্গত মতিহারীর মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু ভাবাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত বহরমপুরে অবস্থাপিত হইবেন।

মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র সারণ ও চাম্পারণ জিলায় মুনসেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সামান্যত মতিহারীতে অবস্থাপিত হইবেন।

হরেন্দ্র এ কক্রেল।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]

PUBLIC WORKS DEPARTMENT,—BENGAL.

IRRIGATION

The 19th September 1881

No 278 —Declaration —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for an extension of the Dunwar Escape Channel it is hereby declared that for the above purpose a strip of land measuring about 3 miles and 890 feet in length, and varying from 104 to 200 feet in width and containing an area of 18 acres 2 roods and 9½ poles more or less passing through Mouzahs Rapore Bishonpore Imadpore Phs Peoroo and Ambaree Pergunnah Dumore is required in the district of Shahabad

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

No 279 —Notification —Mr A R MacDonald Assistant Engineer Second Grade Northern Bengal State Railway passed the Lower Standard Examination in Hindustani on the 1st August 1881 and the Departmental Standard Examination on the 10th idem

H C LEVINGE

Secy to the Govt of Bengal P W Dept

COMMUNICATIONS

The 19th September 1881

No 280 —Declaration —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the construction of a cart road from Siliguree in the district of Julpigoree, to Sivoke in the district of Darjeeling passing through the jotes of Soja Mia Bhola Camasta, Krista Mondal and Cosim Chandra Byragee Harak Das Chcharu Das Khaly Das Monra Das Gora Chand Das, and Fakir and Washir Das in taluk Dibgram and then through the private forest known as junglebal belonging to Ranee Jagadishwari of Julpigoree up to the boundary line between the district of Julpigoree and Darjeeling—all in pergunnah Baikantpore zillah Julpigoree it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less, 89 acres and 30 poles of standard measurement is required in the aforesaid taluk and the jungle mahal pergunnah Baikantpore zillah Julpigoree

This declaration is made under the provisions of Section 6 Act X of 1870 to all whom, it may concern

A plan of the land can be seen at the office of the Deputy Commissioner Julpigoree

---

CIVIL BUILDINGS

The 19th September 1881

No 281 —Declaration —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for the site of a Court house for the Moonsif of Nawabgunge in the village of Manikpara pergunnah Monoshingpur zillah Bogra it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 6 bighas 14 cottahs 6 chittacks of standard measurement bounded on the north by the river Toolsheegunga on the south by the Nawabgunge and Khetal road on the west by Koomer Harv s lands and on the east by Kristo Byragee s land and house is required within the aforesaid village of Manikpara

This declaration is made under the provisions of Section 6 of Act X of 1870, to all whom it may concern

No 282 —Notification — Mr W P Milne Assistant Engineer First Grade, Burdwan Division passed the Departmental Standard Examination in the Native language on the 12th instant

S T TREVOR *Lieut Col* RE

Joint Secy to the Govt of Bengal, P W Dept

বঙ্গদেশের পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট।

জল সেচন বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ১৯ সেপ্টেম্বর।

২৭৮ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ দামোদর জল নির্গমের নালা বৃদ্ধি করিবার জন্যে রাজকীয় অর্থ ব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে শাহাবাদ জিলায় প্রায় ৩ মাইল ৮৯৫ ফুট দীর্ঘ ও ১০৪ অবধি ২০ পর্য্যন্ত ফুট প্রস্থ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৪৮ একর ২ রুড ৯॥ পোল পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমি ত্রোনোর পরগনার গাজপুর ও বিষ্ণুপুর ও ইমাদপুর ও কাসপিক ও আক্কা মৌজার মধ্য দিয়া যায়।

উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সম্বাদ দেওয়া গেল।

২৭৯ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বঙ্গদেশের উত্তরদিকের ষ্টেট রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত এ আর মাকডনাল্ড সাহেব ১৮৮১ সালের ১ আগষ্টে নিম্নতর কষ্টিমতে হিন্দুস্থানী ভাষায় এবং ঐ মাসের ৩০ তারিখে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় কষ্টিমতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এফ সি লেবিঞ্জ
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

বর্ত্মাদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৮০ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার দেবগ্রাম তালুকের সোজানিঞা ভোল গোমস্তা ও কৃষ্ণমঙ্গল ও জ্ঞানচন্দ্র বৈরাগী ও চরক দাস ও চেহক দাস ও গালাই দাস ও মণিয়া দাস ও [illegible] দাস ও লতু ও [illegible] দাসের গোত্রের এবং পরে জলপাইগুড়ির [illegible] জমীদারীর জঙ্গল মহাল [illegible] জঙ্গলের মধ্যে দিয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিঙ্গ জিলার মধ্যগত সীমার রেখা পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ জিলার অন্তর্গত [illegible] পর্য্যন্ত গরুগাড়ী যাইবার পথ প্রস্তুত করণার্থ রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে জলপাইগুড়ি জিলার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুর পরগনার উক্ত তালুকের ও জঙ্গল মহালে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৮৯ একর ৩ পোল পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

উক্ত ভূমির নক্সা জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিশনরের আফিসে দেখা যাইতে পারিবে।

সিবিল অট্টালিকা বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ৯ সেপ্টেম্বর।

২৮১ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বগুড়া জিলার অন্তর্গত মহাসিপুর পরগনার মাসিকপাড়া গ্রামে নবাবগঞ্জের মুন্সেফের কাছারীঘরের স্থানের জন্যে রাজকীয় অর্থব্যয়ে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এই কথা প্রকাশ হওয়াতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত মাসিকপাড়া গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ৬॥৵৷৵ ছটাক পরিমিত একখণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা তুলসীগঙ্গা নদী দক্ষিণ সীমা [illegible] ও বেটালপথ পশ্চিম সীমা কুমের হাড়ির জমি ও পূর্ব্ব সীমা কৃষ্ণ বৈরাগীর জমি ও বাড়ী।

উক্ত ভূমিতে যাহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ১৮৭০ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

২৮২ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত ডবলিউ পি মিলনী সাহেব এই মাসের ২ তারিখে কার্য্যবিভাগ সম্পর্কীয় কষ্টিমতে দেশীয় ভাষার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এস টি ট্রেবর লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল, আর ই
পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেন্ট
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের জাইন্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেন্ট গেজেট। ১৮৮ । ২৭ সেপ্টেম্বর।]

LOCAL COMMUNICATIONS

The 20th September 1881

No 284 —*Declaration* —Whereas it appears to the Lieutenant Governor of Bengal that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose viz for road diversion of the East Indian Railway in the village of Varrah, pergunnah Sherghur zillah Burdwan it is hereby declared that for the above purpose a piece of land measuring more or less 1 beegah 7 cottahs 12 chittacks of standard measurement bounded on the north by railway line south by Niamatpur road east by Kangah Mondle and NobinMondle s jote land and west by Shuk Noorally s house and Nobin Moudle and Buckoo Ghosh s jote land is required within the aforesaid village of Varrah

This declaration is made, under the provisions of Section 6 of Act X of 1870 to all whom it may concern

S T TREVOR, *Lieut Col*, R E
Joint Secy to the Govt of Bengal P W Dept

স্থানীয় বস্তু আদি বিষয়ক।

১৮৮১ সাল ২০ সেপ্টেম্বর।

১৮৪ নম্বর।—বিজ্ঞাপন।—রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্তে অর্থাৎ বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত শেরগড় পরগণার বাঁচা গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পথ নির্ম্মাণের জন্যে রাজকীয় অধিকারে বর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভূমি লওয়া আবশ্যক বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট এ কথা প্রকাশ করাতে এই সংবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্তে উক্ত বাঁচা গ্রামে কষ্টিমতে ন্যূনাধিক ১। ৸ ১টাং পরিমিত এক খণ্ড ভূমির প্রয়োজন। উক্ত ভূমির উত্তর সীমা রেল পথ দক্ষিণ সীমা নিধামৎপুর পথ পূর্ব্ব সীমা কাঙ্গালী মণ্ডল ও মাল মণ্ডলের ঘোড়ভূমি ও পশ্চিম সীমা রেল লুঁ গলির বাটী এবং মহীন শুপের ও বঙ্কু ঘোষের ঘোড় ভূমি।

* উক্ত ভূমিতে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের অবগতার্থে ৮৭০ সালের ৩ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে এই সংবাদ দেওয়া গেল।

এম টি ট্রেবর সেক্রেটরি অফ ষ্টেট ফর

পাবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্ট বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের জাইণ্ট সেক্রেটরী।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৮১। ২৭ সেপ্টেম্বর।]